পবিত্র ত্রিপিটক

(ত্রয়োদশ খণ্ড)

অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (ত্রয়োদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **অপদান - প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড**]

পবিত্র ত্রিপিটক

ত্রয়োদশ খণ্ড

[খুদ্দকনিকায়ে **অপদান - প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড**]

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)
শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (ত্রয়োদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **অপদান - প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড**]

অনুবাদক : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক
প্রথম প্রকাশ : ২৫৫৮ বুদ্ধবর্ষ; ৭ অক্টোবর, ২০১৪
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : প্রজ্ঞাহিত ভিক্ষু ও বিমলজ্যোতি ভিক্ষু
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-13
(Khuddak Nikaye Apadan - 1st & 2nd part)
Translated by Ven. Karunabangsha Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

খুদ্দকনিকায়ে **অপদান** (প্রথম খণ্ড) ২৫-৬২৭

খুদ্দকনিকায়ে **অপদান** (দ্বিতীয় খণ্ড) ৬২৯-৯৬৪

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক
মধু মঙ্গল চাকমা
সভাপতি
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত অট্‌ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তারপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

খুদ্দকনিকায়ে

অপদান

(প্রথম খণ্ড)

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
অনূদিত

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড)

প্রকাশকের নিবেদন ৪৩
অনুবাদকের কথা ৪৪
ভূমিকা ৪৬

১. বুদ্ধ-বর্গ

১. বুদ্ধ-অপদান ৫১
২. পচ্চেক বুদ্ধ অপদান ৫৯
৩.১. সারিপুত্র স্থবির অপদান ৬৬
৩.২. মহামোগ্‌গল্লায়ন স্থবির অপদান ৮৯
৩.৩. মহাকাশ্যপ স্থবির অপদান ৯১
৩.৪. অনুরুদ্ধ স্থবির অপদান ১১০
৩.৫. মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্থবির অপদান ১১৬
৩.৬. উপালি স্থবির অপদান ১১৮
৩.৭. অঞ্‌ঞাসি কোণ্ডাঞ্‌ঞো স্থবির অপদান ১৩১
৩.৮. পিন্ডোল ভারদ্বাজ স্থবির অপদান ১৩৪
৩.৯. খদিরবনিয় রেবত স্থবির অপদান ১৩৬
৩.১০. আনন্দ স্থবির অপদান ১৩৯

২. সিংহাসনীয়-বর্গ

১. সিংহাসনদায়ক স্থবির অপদান ১৪৬
২. একস্তম্ভিক স্থবির অপদান ১৪৭
৩. নন্দ স্থবির অপদান ১৪৯
৪. চুলপন্থক স্থবির অপদান ১৫১
৫. পিলিন্দবচ্ছ স্থবির অপদান ১৫৬
৬. রাহুল স্থবির অপদান ১৫৯
৭. বঙ্গান্তপুত্র উপসেন স্থবির অপদান ১৬১

৮. রাষ্ট্রপাল স্থবির অপদান ১৬৩
৯. সোপাক স্থবির অপদান ১৬৯
১০. সুমঙ্গল স্থবির অপদান..১৭২

৩. সুভূতি-বর্গ

১. সুভূতি স্থবির অপদান..১৭৫
২. উপবান স্থবির অপদান ১৮৩
৩. ত্রিশরণ গমনীয় স্থবির অপদান.. ১৮৮
৪. পঞ্চশীল গ্রহণকারী স্থবির অপদান..১৯১
৫. অন্নসংবাসক স্থবির অপদান ১৯৩
৬. ধূপদায়ক স্থবির অপদান ১৯৪
৭. পুলিন পূজক স্থবির অপদান..১৯৫
৮. উত্তিয় স্থবির অপদান...১৯৬
৯. এক অঞ্জলিক স্থবির অপদান ১৯৭
১০. ক্ষৌমদায়ক স্থবির অপদান ১৯৮

৪. কুণ্ডধান-বর্গ

১. কুণ্ডধান স্থবির অপদান ২০০
২. স্বাগত স্থবির অপদান ২০৫
৩. মহাকচ্চায়ন স্থবির অপদান.. ২০৭
৪. কালুদায়ী স্থবির অপদান ২১০
৫. মোঘরাজ স্থবির অপদান...২১৫
৬. অধিমুক্ত স্থবির অপদান ২১৭
৭. লসুনদায়ক স্থবির অপদান...২১৮
৮. আয়াগদায়ক স্থবির অপদান ২১৯
৯. ধর্মচক্রিক স্থবির অপদান ২২০
১০. কল্পবৃক্ষীয় স্থবির অপদান ২২২

৫. উপালি-বর্গ

১. ভাগিনেয় উপালি স্থবির অপদান ২২৪
২. সোণকোটিবীস স্থবির অপদান ২২৬
৩. কালিগোধপুত্র ভদ্দীয় স্থবির অপদান....................................২২৯
৪. সন্নিট্ঠাপক স্থবির অপদান ২৩১
৫. পঞ্চহস্তিয় স্থবির অপদান ২৩২

৬. পদুমাচ্ছাদনীয় স্থবির অপদান ২৩৩
৭. শয়নদায়ক স্থবির অপদান ২৩৪
৮. চঙ্কমণদায়ক স্থবির অপদান ২৩৫
৯. সুভদ্র স্থবির অপদান.. ২৩৬
১০. চুন্দ স্থবির অপদান.. ২৩৯

৬. বীজনী-বর্গ

১. বিধূপনদায়ক স্থবির অপদান.. ২৪২
২. শতরশ্মি স্থবির অপদান ২৪৩
৩. শয়নদায়ক স্থবির অপদান ২৪৪
৪. গন্ধোদকীয় স্থবির অপদান.. ২৪৫
৫. ওপবয়্হ স্থবির অপদান.. ২৪৭
৬. সপরিবার আসন স্থবির অপদান ২৪৮
৭. পঞ্চদীপক স্থবির অপদান.. ২৪৯
৮. ধ্বজাদায়ক স্থবির অপদান.. ২৫০
৯. পদুম স্থবির অপদান.. ২৫২
১০. অসনবোধিয় স্থবির অপদান ২৫৩

৭. সকচিন্তনীয়-বর্গ

১. সকচিন্তনীয় স্থবির অপদান.. ২৫৬
২. অবোপুপ্পিয় স্থবির অপদান ২৫৭
৩. পচ্চাগমনীয় স্থবির অপদান.. ২৫৮
৪. পরপ্রসাদক স্থবির অপদান.. ২৫৯
৫. ভিসদায়ক স্থবির অপদান.. ২৬০
৬. সুচিন্তিত স্থবির অপদান..২৬১
৭. বস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান.. ২৬৩
৮. অম্বদায়ক স্থবির অপদান.. ২৬৪
৯. সুমন স্থবির অপদান.. ২৬৫
১০. পুষ্পচঙ্কোটিয় স্থবির অপদান ২৬৬

৮. নাগসমাল-বর্গ

১. নাগসমাল স্থবির অপদান ২৬৮
২. পদসংজ্ঞক স্থবির অপদান ২৬৯

৩. বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান ২৭০
৪. ভিসালবুদায়ক স্থবির অপদান ২৭০
৫. একসংজ্ঞক স্থবির অপদান..২৭১
৬. তৃণসন্থারদায়ক অপদান.. ২৭২
৭. সূঁচিদায়ক স্থবির অপদান ২৭৩
৮. পাটলিপুপ্পিয় স্থবির অপদান.. ২৭৪
৯. ঠিতঞ্জলিয় স্থবির অপদান ২৭৫
১০. ত্রিপদুমিয় স্থবির অপদান.. ২৭৬

৯. তিমির-বর্গ

১. তিমিরপুপ্পিয় স্থবির অপদান ২৮০
২. গতসংজ্ঞক স্থবির অপদান ২৮১
৩. নিপন্নঞ্জলিক স্থবির অপদান.. ২৮২
৪. অধোপুপ্পিয় স্থবির অপদান ২৮৩
৫. রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান ২৮৫
৬. দ্বিতীয় রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান ২৮৬
৭. ফলদায়ক স্থবির অপদান ২৮৭
৮. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান.. ২৮৮
৯. বোধিসিঞ্চক স্থবির অপদান.. ২৮৯
১০. পদুমপুপ্পিয় স্থবির অপদান.. ২৮৯

১০. সুধা-বর্গ

১. সুধাপিণ্ডিয় স্থবির অপদান..২৯২
২. সুচিন্তিক স্থবির অপদান। ২৯৩
৩. অর্ধচেলক স্থবির অপদান ২৯৪
৪. সূঁচিদায়ক স্থবির অপদান ২৯৫
৫. গন্ধমালিয় স্থবির অপদান..২৯৬
৬. ত্রিপুপ্পিয় স্থবির অপদান.. ২৯৭
৭. মধুপিণ্ডিক স্থবির অপদান ২৯৮
৮. শয্যাসনদায়ক স্থবির অপদান ২৯৯
৯. বেয়্যাবচ্চক স্থবির অপদান ৩০০
১০. বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির অপদান.. ৩০১

১১. ভিক্ষাদায়ী-বর্গ

১. ভিক্ষাদায়ক স্থবির অপদান... ৩০৩
২. জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির অপদান ৩০৪
৩. উৎপলহস্তি স্থবির অপদান.. ৩০৫
৪. পদপূজক স্থবির অপদান... ৩০৬
৫. মুষ্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান... ৩০৬
৬. উদকপূজক স্থবির অপদান.. ৩০৭
৭. নলমালিয় স্থবির অপদান ৩০৮
৮. আসন উপস্থায়ক স্থবির অপদান ৩১০
৯. বিলালিদায়ক স্থবির অপদান...৩১১
১০. রেণুপূজক স্থবির অপদান ৩১২

১২. মহাপরিবার-বর্গ

১. মহাপরিবারক স্থবির অপদান ৩১৪
২. সুমঙ্গল স্থবির অপদান.. ৩১৫
৩. স্মরণগমনীয় স্থবির অপদান ৩১৬
৪. একাসনীয় স্থবির অপদান.. ৩১৮
৫. সুবর্ণপুষ্পিয় স্থবির অপদান...৩১৯
৬. চিতকপূজক স্থবির অপদান ৩২০
৭. বুদ্ধসংজ্ঞিক স্থবির অপদান.. ৩২২
৮. মার্গসংজ্ঞিক স্থবির অপদান.. ৩২৩
৯. প্রত্যুপস্থান-সংজ্ঞিক স্থবির অপদান ৩২৪
১০. জাতিপূজক স্থবির অপদান.. ৩২৫

১৩. সেরেয়্য-বর্গ

১. সেরেয়্যক স্থবির অপদান.. ৩২৮
২. পুষ্পস্তূপীয় স্থবির অপদান ৩২৯
৩. পায়সদায়ক স্থবির অপদান ৩৩১
৪. গন্ধোদকীয় স্থবির অপদান.. ৩৩২
৫. সম্মুখথবিক স্থবির অপদান ৩৩৩
৬. কুসুমাসনীয় স্থবির অপদান ৩৩৫
৭. ফলদায়ক স্থবির অপদান ৩৩৭
৮. জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির অপদান ৩৩৮

৯. গ্রন্থিপুষ্পিয় স্থবির অপদান.. ৩৩৯
১০. পদুমপূজক স্থবির অপদান ৩৪০

১৪. শোভিত-বর্গ

১. শোভিত স্থবির অপদান.. ৩৪৩
২. সুদর্শন স্থবির অপদান... ৩৪৪
৩. চন্দন পূজনক স্থবির অপদান.. ৩৪৫
৪. পুষ্পাচ্ছাদনীয় স্থবির অপদান ৩৪৬
৫. রহোসংজ্ঞক স্থবির অপদান.. ৩৪৮
৬. চম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৩৪৯
৭. অর্থসন্দর্শক স্থবির অপদান ৩৫০
৮. এক প্রসাদনীয় স্থবির অপদান.. ৩৫১
৯. শালপুষ্পদায়ক স্থবির অপদান ৩৫২
১০. পিয়ালফলদায়ক স্থবির অপদান ৩৫৩

১৫. ছাতা-বর্গ

১. অতিছত্রীয় স্থবির অপদান... ৩৫৫
২. স্তম্ভরোপক স্থবির অপদান... ৩৫৬
৩. বেদিকারক স্থবির অপদান... ৩৫৬
৪. সপরিবারিয় স্থবির অপদান... ৩৫৭
৫. উমাপুষ্পিয় স্থবির অপদান.. ৩৫৮
৬. অনুলেপদায়ক স্থবির অপদান ৩৫৯
৭. মার্গদায়ক স্থবির অপদান ৩৬০
৮. ফলদায়ক স্থবির অপদান ৩৬২
৯. বটংসকিয় স্থবির অপদান... ৩৬৩
১০. পালঙ্কদায়ক স্থবির অপদান.. ৩৬৪

১৬. বন্ধুজীবক-বর্গ

১. বন্ধুজীবক স্থবির অপদান... ৩৬৬
২. তম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৩৬৭
৩. বীথিসম্মার্জক স্থবির অপদান ৩৬৮
৪. কক্কারুপুষ্পপূজক স্থবির অপদান ৩৬৯
৫. মন্দারবপুষ্পপূজক স্থবির অপদান ৩৭০

৬. কদম্বপুপ্পিয় স্থবির অপদান.. ৩৭১
৭. তৃণশূলক স্থবির অপদান ৩৭২
৮. নাগপুপ্পিয় স্থবির অপদান.. ৩৭৩
৯. পুন্নগপুপ্পিয় স্থবির অপদান.. ৩৭৪
১০. কুমুদদায়ক স্থবির অপদান ৩৭৫

১৭. সুপরিচরিয়-বর্গ

১. সুপরিচরিয় স্থবির অপদান ৩৭৭
২. কণবেরপুপ্পিয় স্থবির অপদান.. ৩৭৮
৩. খজ্জকদায়ক স্থবির অপদান.. ৩৭৯
৪. দেশপূজক স্থবির অপদান.. ৩৭৯
৫. কণিকারছত্রিয় স্থবির অপদান.. ৩৮১
৬. ঘিদায়ক স্থবির অপদান ৩৮২
৭. যুথিকাপুপ্পিয় স্থবির অপদান.. ৩৮৩
৮. বস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান.. ৩৮৪
৯. সমাদপক স্থবির অপদান.. ৩৮৫
১০. পঞ্চঙ্গুলিয় স্থবির অপদান ৩৮৬

১৮. কুমুদ-বর্গ

১. কুমুদমালিয় স্থবির অপদান.. ৩৮৮
২. সিড়িদায়ক স্থবির অপদান ৩৮৯
৩. রাত্রিপুপ্পিয় স্থবির অপদান ৩৯০
৪. কূপদায়ক স্থবির অপদান..৩৯১
৫. সিংহাসনদায়ক স্থবির অপদান ৩৯২
৬. মার্গদত্তিক স্থবির অপদান ৩৯৩
৭. একদীপিয় স্থবির অপদান.. ৩৯৩
৮. মণিপূজক স্থবির অপদান ৩৯৪
৯. চিকিৎসক স্থবির অপদান.. ৩৯৫
১০. সংঘসেবক স্থবির অপদান ৩৯৭

১৯. কুটজপুপ্পিয়-বর্গ

১. কুটজপুপ্পিয় স্থবির অপদান ৩৯৯
২. বন্ধুজীবক স্থবির অপদান ৩৯৯

৩. কোটুম্বরিয় স্থবির অপদান ৪০০
৪. পঞ্চহস্তিয় স্থবির অপদান ৪০০
৫. ইসিমুর্গদায়ক স্থবির অপদান ৪০১
৬. বোধিসেবক স্থবির অপদান.. ৪০২
৭. একচিন্তিক স্থবির অপদান ৪০২
৮. ত্রিকর্ণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান.. ৪০৩
৯. একচারিয় স্থবির অপদান ৪০৪
১০. ত্রিবণ্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান.. ৪০৪

২০. তমালপুষ্পিয়-বর্গ

১. তমালপুষ্পিয় স্থবির অপদান.. ৪০৬
২. তৃণসন্থারক স্থবির অপদান.. ৪০৬
৩. খণ্ডপুল্লিয় স্থবির অপদান ৪০৭
৪. অশোকপূজক স্থবির অপদান ৪০৭
৫. অংকোলক স্থবির অপদান ৪০৮
৬. কিশলয়পূজক স্থবির অপদান.. ৪০৮
৭. তিন্দুকদায়ক স্থবির অপদান.. ৪০৯
৮. মুষ্টিপূজক স্থবির অপদান ৪১০
৯. কিংকণিকপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৪১০
১০. যুথিকাপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৪১১

২১. কণিকারপুষ্পিয়-বর্গ

১. কণিকারপুষ্পিয় স্থবির অপদান..৪১৩
২. মিনেলপুষ্পিয় স্থবির অপদান..৪১৩
৩. কিংকণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৪১৪
৪. তরণীয় স্থবির অপদান..৪১৪
৫. নিগ্‌গুণ্ডিপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৪১৫
৬. উদকদায়ক স্থবির অপদান..৪১৫
৭. সললমালিয় স্থবির অপদান ৪১৬
৮. কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান..৪১৬
৯. আধারদায়ক স্থবির অপদান ৪১৭
১০. পাপনিবারিয় স্থবির অপদান ৪১৭

২২. হাতি-বর্গ

১. হাতিদায়ক স্থবির অপদান ৪১৯
২. পানধিদায়ক স্থবির অপদান..৪১৯
৩. সত্যসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৪২০
৪. একসংজ্ঞক স্থবির অপদান.. ৪২০
৫. রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৪২১
৬. সন্ধিত স্থবির অপদান ৪২১
৭. তালবণ্টদায়ক স্থবির অপদান ৪২২
৮. অক্কন্তসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৪২২
৯. ঘিদায়ক স্থবির অপদান ৪২৩
১০. পাপনিবারিয় স্থবির অপদান ৪২৪

২৩. আলম্বনদায়ক-বর্গ

১. আলম্বনদায়ক স্থবির অপদান ৪২৫
২. অজিনদায়ক স্থবির অপদান.. ৪২৫
৩. দ্বিরতনীয় স্থবির অপদান.. ৪২৬
৪. আরক্ষাদায়ক স্থবির অপদান ৪২৬
৫. অব্যাধিক স্থবির অপদান.. ৪২৭
৬. অংকোলপুপ্পিয় স্থবির অপদান.. ৪২৭
৭. সুবর্ণবটংসকীয় স্থবির অপদান ৪২৮
৮. মিঞ্জবটংসকীয় স্থবির অপদান.. ৪২৯
৯. সুকতাবেলিয় স্থবির অপদান.. ৪২৯
১০. একবন্দনীয় স্থবির অপদান ৪৩০

২৪. উদকাসন-বর্গ

১. উদকাসনদায়ক স্থবির অপদান ৪৩১
২. ভাজনপালক স্থবির অপদান ৪৩১
৩. শালপুপ্পিয় স্থবির অপদান ৪৩২
৪. কিলঞ্জদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৩২
৫. বেদিকারক স্থবির অপদান.. ৪৩৩
৬. বর্ণকার স্থবির অপদান ৪৩৩
৭. পিয়ালপুপ্পিয় স্থবির অপদান.. ৪৩৩
৮. অম্বযাগদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৩৪

৯. জগতিকারক স্থবির অপদান ৪৩৪
১০. ক্ষুরদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৩৫

২৫. তুবরদায়ক-বর্গ

১. তুবরদায়ক স্থবির অপদান ৪৩৬
২. নাগকেশরিয় স্থবির অপদান ৪৩৬
৩. নলিন কেশরিয় স্থবির অপদান ৪৩৭
৪. বিরবপুপ্পিয় স্থবির অপদান ৪৩৭
৫. কুটিধূপক স্থবির অপদান.. ৪৩৮
৬. পাত্রদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৩৮
৭. ধাতুপূজক স্থবির অপদান.. ৪৩৮
৮. সত্তলিপুষ্প পূজক স্থবির অপদান ৪৩৯
৯. বিম্বজালিয় স্থবির অপদান ৪৩৯
১০. উদ্দালকদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৪০

২৬. থোমক-বর্গ

১. থোমক স্থবির অপদান.. ৪৪১
২. একাসনদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৪১
৩. চিতকপূজক স্থবির অপদান.. ৪৪২
৪. ত্রিচম্পকপুপ্পিয় স্থবির অপদান ৪৪২
৫. সপ্তপাটলীয় স্থবির অপদান ৪৪২
৬. উপাহনদায়ক স্থবির অপদান ৪৪৩
৭. মঞ্জরিপূজক স্থবির অপদান ৪৪৩
৮. পর্ণদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৪৪
৯. কুটিদায়ক স্থবির অপদান ৪৪৪
১০. অগ্রপুপ্পিয় স্থবির অপদান ৪৪৫

২৭. পদুমুক্ষিপ-বর্গ

১. আকাশুক্ষিপিয় স্থবির অপদান ৪৪৬
২. তেলমক্ষিয় স্থবির অপদান.. ৪৪৬
৩. অর্ধচন্দ্রিয় স্থবির অপদান ৪৪৭
৪. প্রদীপদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৪৭
৫. বিলালিদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৪৮

৬. মৎস্যদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৪৮
৭. জবহংসক স্থবির অপদান ৪৪৯
৮. সললপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৪৪৯
৯. উপাগতাসয় স্থবির অপদান.. ৪৫০
১০. তরণীয় স্থবির অপদান ৪৫০

২৮. সুবর্ণ বিব্বোহন-বর্গ

১. সুবর্ণ বিব্বোহনীয় স্থবির অপদান ৪৫২
২. তিলমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান ৪৫২
৩. চংকোটকীয় স্থবির অপদান.. ৪৫৩
৪. অব্যঞ্জনদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৫৩
৫. একাঞ্জলিক স্থবির অপদান.. ৪৫৪
৬. পুস্তকদায়ক স্থবির অপদান ৪৫৪
৭. চিতকপূজক স্থবির অপদান.. ৪৫৪
৮. আলুবদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৫৫
৯. একপুণ্ডরীক স্থবির অপদান ৪৫৫
১০. তরণীয় স্থবির অপদান ৪৫৬

২৯. পর্ণদায়ক-বর্গ

১. পর্ণদায়ক স্থবির অপদান ৪৫৭
২. ফলদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৫৭
৩. পচ্চুগ্‌গমনীয় স্থবির অপদান ৪৫৮
৪. একপুষ্পিয় স্থবির অপদান.. ৪৫৮
৫. মঘবাপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৪৫৯
৬. উপস্থায়কদায়ক স্থবির অপদান.. ৪৫৯
৭. অপদানীয় স্থবির অপদান.. ৪৬০
৮. সপ্তাহ প্রব্রজিত স্থবির অপদান ৪৬০
৯. বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির অপদান ৪৬১
১০. পুব্বঙ্গমীয় স্থবির অপদান..৪৬১

৩০. চিতকপূজক-বর্গ

১. চিতকপূজক স্থবির অপদান ৪৬৩
২. পুষ্পধারক স্থবির অপদান ৪৬৩

৩. ছত্রদায়ক স্থবির অপদান ৪৬৪
৪. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৪৬৪
৫. গোশীষ নিক্ষেপক স্থবির অপদান ৪৬৫
৬. পাদপূজক স্থবির অপদান ৪৬৫
৭. দেশকীর্তক স্থবির অপদান ৪৬৬
৮. শরণগমনীয় স্থবির অপদান ৪৬৬
৯. অম্বপিণ্ডিয় স্থবির অপদান ৪৬৭
১০. অনুসংসাবক স্থবির অপদান ৪৬৭

৩১. পদুমকেশর-বর্গ

১. পদুমকেশরীয় স্থবির অপদান ৪৬৯
২. সর্বগন্ধীয় স্থবির অপদান ৪৬৯
৩. পরম অন্নদায়ক স্থবির অপদান ৪৭০
৪. ধর্মসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৪৭০
৫. ফলদায়ক স্থবির অপদান ৪৭১
৬. সম্প্রসাদক স্থবির অপদান ৪৭১
৭. আরামদায়ক স্থবির অপদান ৪৭২
৮. অনুলেপনদায়ক স্থবির অপদান ৪৭৩
৯. বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৪৭৩
১০. পব্‌ভারদায়ক স্থবির অপদান ৪৭৪

৩২. আরক্ষাদায়ক-বর্গ

১. আরক্ষাদায়ক স্থবির অপদান ৪৭৫
২. ভোজনদায়ক স্থবির অপদান ৪৭৫
৩. গতসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৪৭৬
৪. সপ্তপদুমীয় স্থবির অপদান ৪৭৬
৫. পুষ্পাসনদায়ক স্থবির অপদান ৪৭৭
৬. আসন সন্থরিক স্থবির অপদান ৪৭৭
৭. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৪৭৮
৮. ত্রিরশ্মিয় স্থবির অপদান ৪৭৯
৯. কন্দলীপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৪৮০
১০. কুমুদমালিয় স্থবির অপদান ৪৮০

৩৩. উমাপুষ্পিয়-বর্গ

১. উমাপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৪৮২
২. পুলিনপূজক স্থবির অপদান ৪৮২
৩. হাসজনক স্থবির অপদান ৪৮৩
৪. যজ্ঞস্বামিক স্থবির অপদান ৪৮৩
৫. নিমিত্তসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৪৮৪
৬. অন্নসংসাবক স্থবির অপদান ৪৮৫
৭. নিগ্‌গুণ্ডিপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৪৮৫
৮. সুমনা বেলিয় স্থবির অপদান ৪৮৭
৯. পুষ্পচ্ছত্রীয় স্থবির অপদান............ ৪৮৮
১০. সপরিবার ছত্রদায়ক স্থবির অপদান ৪৮৯

৩৪. গন্ধোদক-বর্গ

১. গন্ধধূপিয় স্থবির অপদান ৪৯২
২. উদকপূজক স্থবির অপদান............ ৪৯২
৩. পুন্নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান............ ৪৯৩
৪. একদুস্‌সদায়ক স্থবির অপদান ৪৯৩
৫. ফুসিতকম্পিয় স্থবির অপদান............ ৪৯৫
৬. প্রভাঙ্কর স্থবির অপদান............ ৪৯৬
৭. তৃণকুটিদায়ক স্থবির অপদান ৪৯৮
৮. উত্তরীয়দায়ক স্থবির অপদান ৪৯৯
৯. ধর্মশ্রবণীয় স্থবির অপদান............৫০১
১০. উৎক্ষিপ্ত পদুমীয় স্থবির অপদান ৫০২

৩৫. একপদুমীয়-বর্গ

১. একপদুমীয় স্থবির অপদান............ ৫০৫
২. ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির অপদান ৫০৫
৩. ধ্বজাদায়ক স্থবির অপদান............ ৫০৬
৪. ত্রিকিংকণিপূজক স্থবির অপদান ৫০৭
৫. নলাগারিক স্থবির অপদান ৫০৭
৬. চম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৫০৮
৭. পদুমপূজক স্থবির অপদান............ ৫০৯
৮. তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান ৫০৯

৯. তিন্দুকফলদায়ক স্থবির অপদান..................................৫১০
১০. একাঞ্জলিয় স্থবির অপদান..৫১১

৩৬. শব্দসংজ্ঞক-বর্গ

১. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৫১২
২. যবকলাপিয় স্থবির অপদান ৫১২
৩. কিংশুকপূজক স্থবির অপদান ৫১৩
৪. সকোষক কোরণ্ডদায়ক স্থবির অপদান.............................. ৫১৩
৫. দণ্ডদায়ক স্থবির অপদান ৫১৪
৬. অম্বযাগুদায়ক স্থবির অপদান..৫১৪
৭. সুপুটক পূজক স্থবির অপদান..৫১৪
৮. মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান ৫১৫
৯. শরণগমনীয় স্থবির অপদান..৫১৫
১০. পিণ্ডপাতিক স্থবির অপদান..৫১৬

৩৭. মন্দারবপুষ্পিয়-বর্গ

১. মন্দারবপুষ্পিয় স্থবির অপদান.......................................৫১৭
২. কক্কারুপুষ্পিয় স্থবির অপদান...৫১৭
৩. ভিসমুলালদায়ক স্থবির অপদান ৫১৭
৪. কেশরপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৫১৮
৫. অংকোলপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৫১৮
৬. কদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান...৫১৯
৭. উদ্দালকপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৫১৯
৮. এক চম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৫২০
৯. তিমিরপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৫২০
১০. সললপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৫২১

৩৮. বোধিবন্দনা-বর্গ

১. বোধিবন্দক স্থবির অপদান... ৫২২
২. পাটলীপুষ্পিয় স্থবির অপদান....................................... ৫২২
৩. ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির অপদান ৫২৩
৪. পট্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান... ৫২৩
৫. সপ্তপর্ণিয় স্থবির অপদান.. ৫২৪

৬. গন্ধমুষ্টিয় স্থবির অপদান ৫২৫
৭. চিতক পূজক স্থবির অপদান.. ৫২৫
৮. সুমন তালবণ্টিয় স্থবির অপদান.. ৫২৬
৯. সুমনদামিয় স্থবির অপদান.. ৫২৬
১০. কাসুমারিফলদায়ক স্থবির অপদান ৫২৭

৩৯. অবটফল-বর্গ

১. অবটফলদায়ক স্থবির অপদান.. ৫২৯
২. লবুজদায়ক স্থবির অপদান.. ৫২৯
৩. উদুম্বরফলদায়ক স্থবির অপদান.. ৫৩০
৪. পিলক্ষফলদায়ক স্থবির অপদান.. ৫৩১
৫. ফারুসফলদায়ক স্থবির অপদান.. ৫৩১
৬. বল্লিফলদায়ক স্থবির অপদান.. ৫৩২
৭. কদলিফলদায়ক স্থবির অপদান.. ৫৩২
৮. পনসফলদায়ক স্থবির অপদান ৫৩৩
৯. সোণকোটিবীস স্থবির অপদান ৫৩৩
১০. পূর্বকর্ম পিলোতিক বুদ্ধ অপদান.. ৫৩৬

৪০. পিলিন্দবচ্ছ-বর্গ

১. পিলিন্দবচ্ছ স্থবির অপদান.. ৫৪০
২. সেল স্থবির অপদান ৫৫৭
৩. সর্বকীর্তিক স্থবির অপদান ৫৬৪
৪. মধুদায়ক স্থবির অপদান ৫৬৬
৫. পদুমকূটাগারিয় স্থবির অপদান.. ৫৬৮
৬. বাকুল স্থবির অপদান.. ৫৭০
৭. গিরিমানন্দ স্থবির অপদান ৫৭৪
৮. সলল মণ্ডপিয় স্থবির অপদান.. ৫৭৭
৯. সর্বদায়ক স্থবির অপদান ৫৭৮
১০. অজিত স্থবির অপদান.. ৫৮০

৪১. মৈত্রেয়-বর্গ

১. তিষ্যমৈত্রেয় স্থবির অপদান.. ৫৮৪
২. পূর্ণক স্থবির অপদান ৫৮৬

৩. মেত্তগু স্থবির অপদান ৫৮৭
৪. ধোতক স্থবির অপদান ৫৮৯
৫. উপসীব স্থবির অপদান..৫৯১
৬. নন্দক স্থবির অপদান ৫৯৫
৭. হেমক স্থবির অপদান ৫৯৭
৮. তোদেয়্য স্থবির অপদান ৬০০
৯. জতুকর্ণি স্থবির অপদান ৬০৪
১০. উদেন স্থবির অপদান.. ৬০৭

৪২. ভদ্দালি-বর্গ

১. ভদ্দালি স্থবির অপদান..৬১২
২. একছত্রিয় স্থবির অপদান..৬১৪
৩. তৃণসূলকছাদনীয় স্থবির অপদান ৬১৭
৪. মধুমাংসদায়ক স্থবির অপদান ৬১৯
৫. নাগপল্লব স্থবির অপদান.. ৬২০
৬. একদীপিয় স্থবির অপদান..৬২১
৭. উচ্ছাঙ্গপুষ্পিয় স্থবির অপদান..৬২২
৮. যাগুদায়ক স্থবির অপদান ৬২৩
৯. পত্থোদনদায়ক স্থবির অপদান ৬২৫
১০. মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান.. ৬২৬

প্রকাশকের নিবেদন

বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম—এই তিনটি গ্রন্থসমষ্টিকে ত্রিপিটক বলা হয়। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের খুদ্দকনিকায়ের ১০ম গ্রন্থ *অপদান* ১ম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এটির প্রকাশক ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ। এ মূল্যবান গ্রন্থটি বাংলাদেশ-ভারতে এর আগে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ হয়নি। এবারই প্রথম অনূদিত ও প্রকাশিত হলো। এ মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদক হলেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত করুণাবংশ স্থবির মহোদয়। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এর আগে তিনি অভিধর্মপিটকের *যমক* ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড এবং বিনয়পিটকের *পাচিত্তিয়*—এই মূল্যবান গ্রন্থগুলো বঙ্গানুবাদ করেন। এই নিঃস্বার্থমূলক কাজের জন্য ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি ও বাংলা-ভাষাভাষী বৌদ্ধরা ভদন্তের প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জ্ঞাপন করতেছেন।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি ও আপামর বাংলা-ভাষাভাষী বৌদ্ধরা শ্রদ্ধেয় ভদন্তের নিকট এ রকম আরও মূল্যবান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আশা করে। আমরা শ্রদ্ধেয় ভদন্তের নিরোগ, সুস্থ, সুন্দর ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই কুশলকর্মের ফলে আমাদের সকলের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক—এই প্রার্থনা করি।

বিনীত
মধু মঙ্গল চাকমা
সভাপতি
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

অপদান গ্রন্থটি খুদ্দকনিকায়ের দশম গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি মূলত বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, থের ও থেরীগণের অতীত জীবনে পারমী সম্ভার পরিপূরণের কাহিনিনির্ভর জীবনচরিত। এই *অপদান* গ্রন্থ সম্পর্কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ড. জ্ঞান রত্ন মহাথেরো মহোদয় তাঁর ভূমিকায় তথ্যবহুল ও বস্তুনিষ্ঠ নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আশা করি, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাঁর সুলিখিত ভূমিকা পড়েই *অপদান* গ্রন্থ সম্পর্কে যথেষ্ট জানতে পারবেন। তাই সে প্রসঙ্গে আমি আর এগোতে চাই না।

অপদান গ্রন্থটি পুরোটাই গাথা আকারে রচিত। আমি এটিকে বাংলায় অনুবাদের সময় পদ্যে অনুবাদ না করে সরল গদ্যে অনুবাদ করেছি। কারণ, পদ্যের চাইতে গদ্যের ভাষা বুঝতে যথেষ্ট সহজ হয় বলে আমার ধারণা। অনুবাদের সময় ভাষার সহজবোধ্যতা ও প্রাঞ্জলতা আনার জন্যে আমি যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছি। তবে অর্থবিপর্যয় যাতে না ঘটে সেজন্য যথেষ্ট সতর্ক থেকেছি। অনুবাদ যাতে আরও সুখপাঠ্য হয় সেজন্য আমি অপদান-অর্থকথার সহায়তায় যতটা সম্ভব থেরগণের সংশ্লিষ্ট জীবনী সংযোজন করেছি। সকল থেরগণের সংশ্লিষ্ট জীবনী অর্থকথাতে উল্লিখিত হয়নি বিধায় আমার পক্ষেও সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। আর থেরীগণের সংশ্লিষ্ট জীবনী অর্থকথাতেও পুরোপুরি অনুপস্থিত। তাই এই অনুবাদে থেরীগণের সংশ্লিষ্ট কোনো জীবনী সংযোজন করা সম্ভব হয়নি।

বৌদ্ধদের মধ্যে জ্ঞানমার্গীদের চাইতে ভক্তিমার্গীদের সংখ্যাই উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। এই বইটি যেহেতু জীবনচরিতমূলক ও ভক্তিনিবেদনমূলক তাই জ্ঞানমার্গীদের চাইতে ভক্তিমার্গীদের কাছেই বেশি সমাদর পাবে বলে বোধ করি। বিশেষত, থের ও থেরীগণ কী দানের ফলে জন্মে জন্মে কী লাভ করেছেন, তাঁদের ধর্মীয় শীলাচার ও সদাচারমূলক কতকগুলো উপদেশবাণী শ্রদ্ধাতদ্গত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের শ্রদ্ধা বর্ধনে ও ধর্মাচরণে উৎসাহ যোগাতে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার জানামতে, *অপদান* গ্রন্থটি ইতিপূর্বে বাংলায় অনূদিত হয়নি।

এটিই প্রথম *অপদান* গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ। অনুবাদে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব কিছু নয়। যদিও সবদিক দিয়ে নির্ভুল করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। আর এ কাজে আমাকে আন্তরিক সহায়তা করেছেন আমার অত্যন্ত হিতকামী শ্রদ্ধেয় বিধুর স্থবির মহোদয়। আর অনেক আয়াস স্বীকার করে পুরো বইটি কম্পোজ করে দিয়েছেন আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন শ্রীমৎ প্রজ্ঞাহিত ভিক্ষু ও শ্রীমৎ বিমলজ্যোতি ভিক্ষু। আরও অনেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় প্রকাশ করার মহান আশা নিয়ে ২০১২ সালে *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি* প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিপিসো সেই লক্ষ্যে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপিসো ইতিপূর্বে *খুদ্দকনিকায়ে উদান* ও *মহানির্দেশ* নামে দুটি বই প্রকাশ করেছে। আমার অনূদিত *খুদ্দকনিকায়ে অপদান* (দুই খণ্ড) বই দুটিও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে। ভবিষ্যতে পুরো ত্রিপিটক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাদের এই আশার উদ্যান ফুলে ফলে সুশোভিত হোক, এই কামনা করছি। পরিশেষে, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির সংশ্লিষ্ট সকলকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইতি
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

ভূমিকা

পালি অপদান সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী—যাকে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে অবদান বলা হয়। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে *অপদান* শব্দটির চেয়ে অবদান শব্দটি বেশি পরিচিত। শব্দগত দিক থেকে চিন্তা করলে অবদান অর্থ যা দাঁড়ায় তা হলো : উল্লেখযোগ্য কর্ম, মহৎ কর্ম, প্রশংসনীয় কর্ম বা মহৎ ব্যক্তিবর্গের জীবনী, জীবনচরিত ইত্যাদি। পণ্ডিতদের গবেষণামতে এই সাহিত্য রচিত হয়েছিল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১ম বা ২য় শতকের দিকে, যদিও কে রচনা করেছেন তাঁর নাম এখনো জানা সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই এই অপদান সাহিত্যে কাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা জানার আগ্রহ সবার কাছে আছে নিম্নে তা আলোচনা করছি। *অপদান* গ্রন্থের মধ্যে সাধারণত যা আলোচনা করা হয়েছে তা হলো :

১) বুদ্ধের অপদান ও জীবনী, ২) পচ্চেক বুদ্ধের অপদান ও জীবনী, ৩) থেরোদের অপদান ও জীবনী, এবং ৪) থেরীদের অপদান ও জীবনী।

তরুণ সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী স্নেহাস্পদ করুণাবংশ ভিক্ষু মহোদয় তাঁর অনুবাদেও এই অনুক্রম অনুসরণ করেছেন।

উক্ত ৪টি অংশকে ৫৯ ভাগে বা বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম ৫৫ বর্গ ৫৫০জন থেরোর জীবনী নিয়ে রচিত। এক একটি বর্গ আবার ১০টি জীবনী নিয়ে গঠিত। প্রতিটি বর্গের শেষে ওই বর্গটিকে কী নামে সম্বোধন করা হবে তারও উল্লেখ আছে। ১ম বর্গের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ বুদ্ধ-অপদান এবং পচ্চেক বুদ্ধ-অপদান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শেষের চারটি বর্গ ৪০জন থেরীর জীবনী নিয়ে গঠিত, যার প্রতিটি বর্গে ১০টি করে জীবনীর বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় আমার জানামতে এখনো পুরো অপদান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি। এমনকি পুরো গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশিত হয়নি।

বুদ্ধ-অপদানে বুদ্ধের মহত্ত্বতাকে নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অংশে বেদেহা থেরোর প্রশ্নের প্রত্যুৎত্তরে বুদ্ধ নিজেই তাঁর মহত্ত্বতার কথা উপস্থাপন করেছেন। এ আলোচনায় বুদ্ধ তাঁর পূর্বজন্মের বিভিন্ন প্রকার কুশলকর্মের কথা তুলে ধরেছেন এবং ওই কর্মের ফলাফল নিয়েও আলোচনা করেছেন। বুদ্ধ-অপদান ৮১টি অনুচ্ছেদে শেষ হয়েছে এবং যেখানে বুদ্ধ

ভিক্ষুদেরকে একতাবদ্ধতা, অপ্রমত্ততা এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুশীলনের কথা উপদেশ দিয়েছেন।

পচ্চেক বুদ্ধ-অপদানে, যাঁরা পরিনির্বাপিত হয়েছেন সেই পচ্চেক বুদ্ধগণের মহত্ত্বতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বিশেষ করে সংযুক্ত নিকায়ের ১ম খণ্ডের ৩য় সূত্র খগ্‌গবিসান সূত্রের মাধ্যমে পচ্চেক বুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে। ৪১টি গাথা বা স্তবকের মাধ্যমে সূত্রটি বর্ণনা করা হলেও পরবর্তীকালে ৮টি স্তবক সূত্রের প্রথম দিকে এবং ৯টি স্তবক সূত্রের শেষের দিকে সংযুক্ত করে সূত্রটি সর্বমোট ৫৮টি স্তবকের মাধ্যমে পচ্চেক বুদ্ধ-অপদানের বর্ণনা শেষ করা হয়েছে। এই অপদানের লক্ষযোগ্য দিক হলো অন্যান্য অপদানের চেয়ে ভিন্ন ছন্দের মাধ্যমে স্তবকগুলোর উপস্থাপন।

উল্লিখিত দুটি অপদান বিশেষভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে কোথাও বুদ্ধের বা বোধিসত্ত্বের জীবনী নিয়ে আলোকপাত করা হয়নি। এমনকি পচ্চেক বুদ্ধের জীবনী নিয়েও আলোচনা করা হয়নি। দুই অপদানে বর্ণিত স্তবকগুলো পড়লে মনে হয় এগুলো বুদ্ধের দ্বারা ভাষিত উদান-বাণী বা ভাবগম্ভীর উদাত্ত আহ্বান—যা মূল নিপাতের খগ্‌গবিসান সূত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আবার অন্যদিকে দীর্ঘনিকায়ের ২য় খণ্ডে মহাপদান সূত্রে অপদান অর্থ দাঁড়ায় বুদ্ধের বা মহান ব্যক্তির কাহিনী বা জীবনী—এখানে অবশ্য সপ্ত বুদ্ধের কথা বুঝানো হয়েছে।

থেরোপদানে ৫৫০ জন অর্হৎ থেরোদের মহত্ত্বতা নিয়ে বিধৃত হয়েছে। এখানে ২৩৪টি স্তবকের মাধ্যমে বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্রকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বোক্ত দুটি অপদানের চেয়ে সারিপুত্রের অপদান অনেক বেশি স্তবকের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। সারিপুত্রের পরে অন্যান্য প্রসিদ্ধ থেরোদের মধ্যে মহামোগ্‌গলায়ন, মহাকাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, উপালী, অঞ্‌ঞাকোণ্ডাণ্যসহ অন্যান্য থেরোদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। সারিপুত্রের ন্যায় সব থেরোদের জীবনী তত বেশি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। প্রায় প্রতিটি থেরোর জীবনীতে দেখা যায় তাঁরা কোনো এক বুদ্ধের সময়ে কোনো-না-কোনো কুশলকর্ম সম্পাদন করে পরবর্তী জীবনে তার সুফল ভোগ করেছেন এবং কোনো-না-কোনো সময় তা উপমাসহকারে বুদ্ধ সবার সম্মুখে উপস্থাপন করেন। আবার ইহাও দেখা যায় যে ওই মহান ব্যক্তিরাই বুদ্ধের সাক্ষাতে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অপদানের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো জাতকের ন্যায় প্রায় সব জীবনীতে দেখা যায় যে

অতীত এবং বর্তমান কাহিনীর সংশ্লিষ্টতা। জাতক অতীত বুদ্ধের জীবনকাহিনী আর অপদান হলো অতীত অর্হৎদের জীবনকাহিনী। তবে কয়েকটি অপদানে তার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়।

থেরীপদানে ৪০জন প্রসিদ্ধ থেরীর মহত্ত্বতার কথা ফুটে উঠেছে। তাঁদের জীবনীগুলো তত বেশি বিস্তৃত নয়। ৪০জন থেরীর অপদান ৪টি ভাগে বিভক্ত। যার প্রতিটি বর্গে ১০জন থেরীকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যেও ৪০জন প্রসিদ্ধ থেরীর জীবনী দৃষ্ট হয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, কুণ্ডলকেশী, কৃশাগৌতমী, নন্দা, জনপদকল্যাণী, যশোধরা, রূপানন্দা এবং অম্রপালী। *পরমার্থদীপনী* গ্রন্থে প্রায় সব থেরো-থেরীদের জীবনী লক্ষ করা যায়—যা অপদানে সাহিত্য থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়, যেমন—থেরগাথা অট্ঠকথায় উস্নভা থেরো যা অপদানে কুসম্বাপলিয়; থেরগাথায় ইসিদিন্ন কিন্তু অপদানে সুমনাবিজনিয় ইত্যাদি।

যদিও অপদানের পরে বুদ্ধবংশের স্থান কিন্তু একটি কারণে মনে হয় বুদ্ধবংশের স্থান অপদানের পূর্বে। কারণ, বুদ্ধবংশ গৌতম বুদ্ধসহ ২৫ জন বুদ্ধের আলোচনা পাওয়া যায়। খুব সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জীবনী সংগৃহীত হওয়ার কারণেও এরূপ পার্থক্য দেখা যাওয়া অবাস্তব নয়। বিস্তারিত Rhys David এবং Muller -এর অপদান সম্পর্কিত লেখা দেখা যেতে পারে।

নিশ্চিত করে বলা যায় যে, *অপদান* খুদ্দকনিকায়ের এবং ত্রিপিটকের একটি পরবর্তী সংস্করণ। B.C. Law তাঁর পালি সাহিত্যে (পৃ. ৭) উল্লেখ করেছেন দীর্ঘভানক এর তালিকায় খুদ্দকনিকায়ের ভিতরে এ গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু মজ্ঝিমভানক এর অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের ১৩তম গ্রন্থ হিসেবে তার উল্লেখ দেখা যায়। এতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যখন দীর্ঘভানক রচিত হয় তখন *অপদান* গ্রন্থটি খুদ্দকনিকায়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমনকি সম্ভবত ত্রিপিটকের মধ্যেও তাকে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। ইহাও উল্লেখ্য যে, যেখানে দীর্ঘনিকায়ে ৬জন বুদ্ধের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে *অপদান* গ্রন্থে পূর্বের ২৪ জন বুদ্ধের নাম উল্লেখ আছে—যা পরবর্তী সংযোজন হিসেবে পণ্ডিতেরা মনে করেন। B.C. Law ইহাও উল্লেখ করেছেন যে, একটি অপদান পরোক্ষভাবে কথাবত্থুকে নির্দেশ করে। এমন হলে Rhys David ধারণা করেছেন যে,

অপদান গ্রন্থটি সর্বশেষ পালি ত্রিপিটকের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অপদান সাহিত্য বুদ্ধের শিক্ষার উচ্চতর কোনো উপদেশ দেখা যায় না, তবে এতে কিছু ধার্মিক ব্যক্তির মাধ্যমে কুশলকর্ম সম্পাদনের এবং কিছু ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের উপরই বেশি জোর দেয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়, যেমন : পুজা, বন্দনা ও দান ইত্যাদি। প্রায় সময় কুশলকর্ম হিসেবে চৈত্য নির্মাণ করা, চৈত্য সম্মার্জন করা, চৈত্যকে সাদা রং করা, চৈত্যের চতুর্দিকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, বোধিবৃক্ষের পরিচর্যা করা বা সাধারণ মানুষের জন্য উপকার করাকে উল্লেখ করা যায়। এভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে দান, মানবতা ও বৌদ্ধ ভাবধারায় জীবনধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলো উপস্থাপন করাই অপদানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অপদানের কাহিনীগুলো হলো প্রাচুর্যপূর্ণ রচনাসম্ভার যা আমরা জাতকসম্ভারেও লক্ষ করি। কিন্তু *অপদান* জাতকের ন্যায় তত বেশি মূল্যায়িত হয়নি। কারণ, ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় অপদান সাহিত্য পুস্তকাকারে আমাদের হাতে আসেনি। স্নেহাস্পদ করুণাবংশ ভিক্ষুর তরুণ হাতে নিখুঁত অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে যতটুকু মনে হয় এই প্রথম সমগ্র *অপদান* খণ্ডটি ২ খণ্ডে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই উদীয়মান তরুণ এই ভিক্ষুর উদ্যোগকে সাধুবাদের সাথে সুস্বাগতম জানাচ্ছি।

এ গ্রন্থের বর্ণনা, বিষয়সূচি, রচনাশৈলী ইত্যাদি সাধারণত থেরগাথা, থেরীগাথা এবং বিমানবত্থুর ন্যায় দেখা যায়। কিন্তু কিছু কিছু অপদানের কাহিনী থের বা থেরীগাথার কাহিনী থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন : কৃশা গৌতমী ও পটাচারা।

অপদানের বিষয়গুলো পরবর্তীকালে রচিত দুটি পালি গ্রন্থ; যেমন : সুধাচরিত ও রসবাহিনীতেও কিছু কিছু অংশ দেখা যায়। এমনকি আরও অনেক পরে রচিত দুটি সিংহলী গ্রন্থ; যেমন : পূজাবলী এবং কঠিননিসংসয়েও অপদানের কিছু কিছু কাহিনী দেখা যায়।

যত সহজে আমরা অনূদিত বইগুলো হাতে পাই তত সহজে এই বইগুলো হাতে আসতে পারত না এবং হাতে আসলেও সুখকর পাঠ্য যদি না হয় তাহলে অনুবাদকের প্রয়াস এবং এর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট সবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আমার মনে হয় অপদানের এই অনুবাদ সেদিক থেকে সার্থক হয়েছে। গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু নতুন তথ্য ও তত্ত্ব দেখা যায়, আশা করি সুধী পাঠক সমাজ তা খুঁজে নেবেন এবং নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে

আরও সমৃদ্ধশালী করে তুলবেন। তরুণ অনুবাদক করুণাবংশ ভিক্ষু এ পর্যন্ত যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তা পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। আশা করি তাঁর দ্বারা অনূদিত খুদ্দকনিকায়ে *অপদান* গ্রন্থটিও সমভাবে সমাজে সমাদৃত হবে এবং পাঠকের ধর্মপিপাসা মিটাতে আরও নতুন নতুন বই প্রকাশে অনুপ্রাণিত হবে—এই প্রত্যাশা রেখে তাঁর নীরোগ ও সুদীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

ড. জ্ঞান রত্ন মহাথেরো
সহযোগী অধ্যাপক
পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

খুদ্দকনিকায়ে

অপদান

(প্রথম খণ্ড)

১. বুদ্ধ-বর্গ

১. বুদ্ধ-অপদান

প্রসঙ্গ-কথা :

আজ থেকে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প আগে জগতে দীপঙ্কর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। আমাদের এই গৌতম বুদ্ধ তখন সুমেধ তাপস হয়ে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন অষ্ট সমাপত্তিলাভী। একদিন রম্য নগরবাসীগণ দীপঙ্কর বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে সমগ্র নগরকে সাজিয়ে তুলছিলেন, রাস্তা সংস্কার করছিলেন। এমন সময় অষ্ট সমাপত্তিলাভী সুমেধ তাপস আকাশপথে যেতে যেতে কর্মব্যস্ত উৎফুল্ল জনতাকে দেখতে পেলেন।

সুমেধ তাপস আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসে উৎফুল্ল জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কার আগমন উপলক্ষে আপনারা এখানে রাস্তা সংস্কার করছেন? তখন তারা চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কেন আপনি জানেন না, জগতে দশবল দীপঙ্কর সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন? তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করার পর ধর্ম প্রচার করতে করতে আমাদের এই রম্য নগরে এসে পৌঁছেছেন। এখন তিনি সুদর্শন মহাবিহারে অবস্থান করছেন। আমরা সেই ভগবানকে নিমন্ত্রণ করেছি। তাই এখন আমরা তাঁর আগমনের রাস্তা সংস্কার করছি।

জনতার মুখে 'বুদ্ধ' শব্দ শোনার সাথে সাথেই তার সমস্ত শরীর অজানা এক আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠল। তিনি চিন্তা করলেন, জগতে 'বুদ্ধ' শব্দই

অতীব দুর্লভ। আর বুদ্ধোৎপত্তির কথাই বা কী! অতএব এই লোকদের সাথে আমাকেও অবশ্যই দশবলের আগমনের রাস্তা সংস্কার কাজে যোগ দিতে হবে। তিনি লোকদের বললেন, আপনারা আমাকেও সুযোগ দিন। আমিও আপনাদের সাথে রাস্তা সংস্কার করব।

তারা তাঁর কথায় সাধুবাদের সাথে সম্মত হলো। তারা জানত যে, এই সুমেধ তাপস অসম্ভব ঋদ্ধিমান। তাই তারা কাঁদাযুক্ত মলিন একটি জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল, যান, আপনি এই জায়গা সংস্কার করুন।

তখন সুমেধ তাপস মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি চাইলে মুহূর্তের মধ্যেই ঋদ্ধিযোগে এই জায়গা সংস্কার করতে পারি। কিন্তু এতে করে আমি তৃপ্ত হতে পারব না। আজ আমাকে নিজ হাতেই সংস্কারকাজ করতে হবে। তারপর তিনি কাঁদাযুক্ত মলিন জায়গাটির সংস্কারকাজে লেগে গেলেন। এদিকে সংস্কারকাজ শেষ হওয়ার আগেই দশবল দীপঙ্কর বুদ্ধ চারি লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে নেমে পড়লেন। অনন্যোপায় হয়ে সুমেধ তাপস তখন নিজের হিত চিন্তা করে মনে মনে বললেন, আজ আমাকে দশবলের জন্য প্রয়োজনে জীবন দিতে হবে। ভগবান যাতে কাঁদায় না পড়েন সেই ব্যবস্থাই আমাকে করতে হবে। আমি কাঁদায় শুয়ে পড়ব, আর চারি লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎসহ দশবল বুদ্ধ আমার পিঠের উপর ভর দিয়ে হেঁটে যাবেন। এতে করে আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ হবে। এই ভেবে তিনি তাতে সেতুর মতো করে শুয়ে পড়লেন।

তিনি শায়িত অবস্থায় দশবল বুদ্ধের অপূর্ব বুদ্ধশ্রী অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, এখন আমি চাইলেই সর্ববিধ ক্লেশ ধ্বংস করে পরম নির্বাণ লাভ করতে পারি। এতে আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি যদি দশবল দীপঙ্কর বুদ্ধের ন্যায় পরম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়ে বিশাল ধর্মজাহাজে করে অসংখ্য সত্ত্বকে সংসার সাগর পার করে দিয়ে নির্বাণ লাভ করি, তবেই সবচাইতে ভালো হয়। তাই তিনি মনে মনে বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করলেন।

দশবল দীপঙ্কর বুদ্ধ তার বুদ্ধত্ব প্রার্থনার কথা অবগত হয়ে 'তার প্রার্থনা সফল হবে কি হবে না' চিন্তা করে জ্ঞানদৃষ্টিতে পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে, আজ থেকে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প পরে তিনি জগতে গৌতম নামক সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন। দশবল দীপঙ্কর বুদ্ধ তার প্রার্থনা অনুমোদন করলেন।

দশবল দীপঙ্কর বুদ্ধের বর পাওয়ার পর থেকে সুমেধ তাপস এই ভদ্রকল্পে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করার আগ পর্যন্ত লক্ষাধিক

চারি অসংখ্যেয় কল্প ধরে দশ পারমী, দশ উপপারমী ও দশ পরমার্থপারমী এই ত্রিশ পারমী পূরণ করেছিলেন। লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প ধরে কী অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে আপন প্রজ্ঞা তেজে সর্বজ্ঞ বুদ্ধত্ব লাভ করতে হয়েছে সে-সম্বন্ধে সেবক আনন্দের প্রশ্নের জবাবে তথাগত গৌতম বুদ্ধ নিজ মুখেই এই বুদ্ধ-অপদান ভাষণ করেছিলেন।

১. অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবনে অবস্থানরত ভগবান তথাগত বুদ্ধকে বৈদেহ মুনি আনন্দ বিনীতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘হে বীর, যাঁরা সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন, তাঁরা কোন হেতুতে, কী কারণে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হয়ে থাকেন?

২. তখন মহর্ষি সর্বজ্ঞ বুদ্ধবর আনন্দকে মধুর স্বরে বললেন, যাঁরা পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের শাসনকালে অলব্ধমোক্ষ (মুক্তি, নির্বাণ) লাভের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন।

৩. সেই ধীর সুতীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণই পরম সম্বোধিকে মূখ্য করে প্রবল অধ্যবসায়ের দ্বারা, দৃঢ়বীর্যবলে, আপন প্রজ্ঞাতেজে সর্বজ্ঞ বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

৪. আমিও ত্রিশ পারমী পরিপূর্ণ পূর্ব পূর্ব অসংখ্য ধর্মরাজ বুদ্ধগণের নিকট শুধু মনে মনেই বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করেছিলাম।

৫. এখন ত্রিশ পারমী পরিপূর্ণ ধর্মরাজ অসংখ্য বুদ্ধগণের বুদ্ধ-অপদানসমূহ পরম পবিত্র মনে মনোযোগ দিয়ে শোন।

৬. পরম সম্বোধিপ্রাপ্ত লোকনায়ক বুদ্ধশ্রেষ্ঠসহ অনুত্তর সংঘকে করজোরে ও নতশিরে অভিবাদন করেছিলাম।

৭. বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে আকাশস্থ ও ভূমিস্থিত যে-সমস্ত অসংখ্য রত্ন বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই আমি মনে মনে অধিষ্ঠান করে আহরণ করেছিলাম।

৮. যেখানে আমি রৌপ্যময় ভূমিতে আকাশচুম্বী বহুতল রত্নময় প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলাম।

৯. প্রাসাদের মহার্ঘ মূল্যের স্তম্ভগুলো বর্ণিলভাবে সাজিয়েছিলাম, উত্তমভাবে তৈরি করেছিলাম, সুবিন্যস্ত করেছিলাম এবং স্বর্ণময় স্তম্ভগুলো ধ্বজাবিশিষ্ট ছত্রে সুসজ্জিত করেছিলাম।

১০. বৈদুর্যমণিসম্পন্ন, শুভ্র, বিমল অভ্রসম্পন্ন প্রথম ভূমি, যা জলজ পদ্মে আকীর্ণ ও শ্রেষ্ঠ কাঞ্চনে পরিপূর্ণ সুবর্ণভূমির মতোই শোভা পাচ্ছিল।

১১. প্রবাল বেষ্টনীযুক্ত, প্রবলবর্ণের ভূমির কোনো কোনো অংশ রক্তিম বর্ণাভ, কোনো কোনো অংশ শুভ্র সমুজ্জ্বল এবং সেই ইন্দ্রগোপক-বর্ণাভ ভূমি দশদিকে রশ্মি বিচ্ছুরিত করে জ্বল জ্বল করছিল।

১২. গৃহদ্বার অত্যন্ত সুবিভক্ত, জানালাগুলো সুবিন্যস্ত, চারটি পূজার বেদিবিশিষ্ট প্রাসাদটি অত্যন্ত দীপ্তিময় ও মনোরম।

১৩. নীল, হলুদ, লাল, সাদা ও কাল এই পঞ্চ বর্ণবিশিষ্ট কূটাগারটি বহু মূল্যবান সপ্তবিধ রত্ন দ্বারা অলংকৃত।

১৪. ওই প্রাসাদটি আলোকজ্জ্বল, নানাবিধ পদ্ম ও পাক-পাখালির দ্বারা পরিশোভিত, অসংখ্য তারকা-নক্ষত্ররাজিতে সমাকীর্ণ এবং চন্দ্র-সূর্য-পরিবেষ্টিত।

১৫. সূবর্ণ বর্ণের হেমজালে আচ্ছাদিত, সুবর্ণ কিঙ্কণি তথা ঝুনঝুনিবিশিষ্ট ও সুবর্ণ মালাবিশিষ্ট মনোরম প্রাসাদটি মৃদুমন্দ হিম শীতল বাতাসে ঝনঝনিয়ে উঠে।

১৬. সেই সুউচ্চ মালাবিশিষ্ট প্রাসাদটি মঞ্জিষ্ঠা[১], লাল, হলুদ, পিঙ্গল প্রভৃতি বহুবিধ রং দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

১৭. সেই প্রাসাদের শয়নকক্ষগুলো বহু শত স্ফটিকবিশিষ্ট, স্বর্ণময়, মণিময় ও লাল রঙের মূল্যবান পাথর পরিবেষ্টিত এবং অত্যুৎকৃষ্ট কোমল কাশীবস্ত্রে আচ্ছাদিত।

১৮. সুকোমল পশমী বস্ত্র, সুতিবস্ত্র, পট্টবস্ত্র ও গৌরবর্ণের বস্ত্র এই সমস্ত বিবিধ বস্ত্রে আমি মনে মনে সমস্ত শয়নকক্ষটি তৈরি করেছিলাম।

১৯. সেই ভূমিগুলোতে বহুবিধ মূল্যবান রত্নে অলংকৃত ও মূল্যবান মণিবিশিষ্ট উল্কাধারীরা দাঁড়িয়ে থাকতেন।

২০. অতঃপর নগরদ্বারের স্বর্ণময় স্তম্ভগুলো ও শুভ্র কাঞ্চনে তৈরি তোরণগুলো অতিশয় শোভা পাচ্ছিল।

২১. প্রাসাদের প্রতিটি জানালা সুবিভক্ত, কবাটগুলো বর্ণিলভাবে সাজানো ও প্রবেশদ্বারে পদ্ম-উৎপলবিশিষ্ট বহুবিধ পূর্ণঘট দেওয়া হয়েছিল।

২২. অতীতে লোকনায়ক সমস্ত বুদ্ধগণ সশিষ্যে প্রকৃতির অপরূপ বর্ণে নিজেদের তৈরি করতেন।

২৩. সকল বুদ্ধগণ সশিষ্যে সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশপূর্বক আর্য পবিবেষ্টিত হয়ে অবিমিশ্র স্বর্ণময় আসনে উপবেশন করতেন।

২৪. পৃথিবীতে অতীত, বর্তমান যেই সমস্ত অনুত্তর বুদ্ধগণ আছেন তাঁদের সকলকে আমি সেই প্রাসাদে সমবেত করেছিলাম।

২৫. অতীত, বর্তমান বহুশত স্বয়ম্ভু অপরাজিত পচ্চেক বুদ্ধগণ আছেন

---

[১] ঈষৎ লাল রঙের লতা।

তাঁদের সকলকে আমি সেই প্রাসাদে সমবেত করেছিলাম।

২৬. যে-সমস্ত দিব্য ও মনুষ্য-কল্পতরু আছে সবগুলোই আমি ত্রিচীবরে আচ্ছাদিত করেছিলাম।

২৭. আমি মণিময় শোভন পাত্রে খাদ্য-ভোজ্য বিবিধ পানভোজন পূর্ণ করে দান করেছিলাম।

২৮-২৯. দিব্যবস্ত্র পরিধানের ন্যায় শোভন চীবরে আচ্ছাদিত ও মধুর শর্করা (চিনি), তৈল, মধু ও গুড়সম্পন্ন সেই সমস্ত আর্যগণ উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে গুহাবাসী পশুরাজ সিংহের ন্যায় রত্নময় শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিলেন।

৩০. প্রবেশের পর মহার্ঘ মূল্যের শয্যার উপর সিংহশয্যায় শয়ন করেছিলেন এবং সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

৩১. ধ্যানরতিযুক্ত, বিচরণরত পচ্চেক বুদ্ধগণের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মদেশনা করেন, আবার কেউ কেউ প্রথম ধ্যানাদির মাধ্যমে ঋদ্ধিক্রীড়া করেন।

৩২. কেউ কেউ অভিজ্ঞাপ্রাপ্ত হন এবং অভিজ্ঞা বশীভূত করায় কেউ কেউ অনেক লক্ষ অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি প্রদর্শন করেন।

৩৩. পচ্চেক বুদ্ধগণ সর্বজ্ঞ গোচরীভূত বিষয়াদি সম্বন্ধে পচ্চেক বুদ্ধগণকে জিজ্ঞেস করেন। তাতে তারা গম্ভীর ও নিপুণ কারণগুলো প্রজ্ঞাযোগে বুঝতে সক্ষম হন।

৩৪. শ্রাবকগণ বুদ্ধগণকে জিজ্ঞেস করেন, আর বুদ্ধগণ জিজ্ঞেস করেন শ্রাবকগণকে। পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে পরস্পর পরস্পরকে উত্তর দেন।

৩৫. বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, শ্রাবক ও পরিচারকগণ সকলেই এইভাবে আপন আপন রতিতে প্রাসাদে রমিত হন।

৩৬. মাথার উপর সপ্তরত্নময় কাঞ্চন বেষ্টনীযুক্ত, সুবর্ণজাল ঝুলানো ছাতা স্থিত হোক এবং মুক্তাজাল পরিবেষ্টিত সমস্ত ছাতাই আমার মাথার উপর স্থিত হোক।

৩৭. সুবর্ণ তারকা চিত্রিত বর্ণিল চাঁদোয়া পুষ্পমাল্যযুক্ত চাঁদোয়াই পরিণত হোক।

৩৮. বিশাল পুষ্করিণী পুষ্পমাল্য ও গন্ধমাল্য দ্বারা পরিশোভিত এবং শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও মূল্যবান রত্নে ভূষিত।

৩৯. চতুর্দিকে ফুল ছড়ানো ছিটানো, সুচিত্রিত, সুগন্ধি সৌরভে পরিব্যাপ্ত,

পঞ্চাঙ্গুল দ্বারা সুগন্ধি লেপনকৃত ও সুবর্ণ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত।

৪০. প্রাসাদের চতুর্দিকস্থ পুষ্করিণীগুলো পদ্ম, উৎপল দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সুবর্ণ বর্ণের পদ্মরেণু ও ধুলিতে আকীর্ণ।

৪১. প্রাসাদের চতুর্দিকস্থ সমস্ত বৃক্ষগুলোতে ফুল প্রষ্ফুটিত হোক এবং স্বয়ং পুষ্পবৃক্ষ হতে ঝড়ে পড়ে প্রাসাদের উপরে স্থিত হোক।

৪২. সেখানে ময়ূরেরা নৃত্য করুক, দিব্যহংসরা কূজন করুক এবং সুকণ্ঠী কোকিলসহ সমস্ত পাখিরা আপন মনে গান করুক।

৪৩. প্রাসাদের চতুর্দিকে সকল প্রকার ভেরীশব্দ বেজে উঠুক, সকল প্রকার বীণা সুর তুলুক এবং সকল গায়ক গান করুক।

৪৪-৪৫. এই চক্রবালের সমস্ত বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যেই আলোকজ্জ্বল ও রত্নময় সোনার পালঙ্ক উৎপন্ন হোক, তথাকার দ্বীপবৃক্ষগুলো জ্বলে উঠুক এবং দশ হাজার প্রদীপ একই সাথে জ্বলে উঠে একটি মাত্র প্রদীপ বলে প্রতীয়মান হোক।

৪৬. প্রাসাদের চতুর্দিকে গণিকা, নর্তকী ও অপ্সরাগণ নৃত্য করুক এবং নানা রঙ্গ-তামাশা প্রদর্শন করুক।

৪৭. (তখন আমি) বৃক্ষের উপর, পর্বতের উপর ও সিনেরু পর্বতের শীর্ষদেশে পঞ্চবর্ণের চিত্রবিচিত্র ধ্বজা পতাকা উত্তোলন করেছিলাম।

৪৮. মানুষ, নাগ, গন্ধর্ব ও দেবতা তারা সকলে উপস্থিত হোক এবং সমস্ত প্রাসাদের চতুর্দিকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে নমস্কার করুক।

৪৯. যা কিছু কুশলকর্ম করা উচিত সেই সমস্ত কুশলকর্ম দেবালয়ে আমি কায়-বাক্য-মনে সুসম্পন্ন করেছি।

৫০. লোকে সংজ্ঞী ও অসংজ্ঞী যেই সমস্ত সত্ত্বগণ আছেন, তারা সকলেই আমার পুণ্যের ফল লাভ করুক।

৫১. আমি যেই সুকৃত পুণ্যের ফল দান করেছি, সেখানকার যেই সত্ত্বগণ তা জানেন না, তাদের সকলকে দেবতাগণ অবগত করেছিলেন।

৫২. সমস্ত চক্রবালের মধ্যে যেই সত্ত্বগণ কবলীকৃত আহারে জীবন ধারণ করেন, তারা সকলেই মনুষ্য ভোজন লাভ করুক।

৫৩. আমি মনে মনে দান দিয়েছি, অতএব মনে মনেই আমি প্রসাদ লাভ করেছি এবং এতে করে সকল সম্যকসম্বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও জিনশ্রাবকগণ পূজিত হয়েছেন।

৫৪. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে গমন করেছিলাম।

৫৫. মনে মনে প্রার্থনা করার ফলে দেবত্ব ও মনুষত্ব এই দ্বিবিধ জন্মই শুধু আমি জানতে পারি, অন্য কোনো গতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

৫৬. রূপ-লাবণ্যে ও ঐশ্বর্যে আমি দেব ও মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্ম নিই এবং প্রজ্ঞায় আমার সমকক্ষ কেউ নেই।

৫৭. বিবিধ প্রকারের ভোজন, শ্রেষ্ঠ রত্ন ও বিবিধ প্রকার বস্ত্র আকাশ হতে শীঘ্রই আমার উৎপন্ন হতো।

৫৮. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার দিব্য আহার উৎপন্ন হতো।

৫৯. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার সমস্ত প্রকার রত্ন উৎপন্ন হতো।

৬০. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার সমস্ত প্রকার গন্ধ উৎপন্ন হতো।

৬১. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার সমস্ত প্রকার যান (গাড়ি) উৎপন্ন হতো।

৬২. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার সমস্ত প্রকার মালা উৎপন্ন হতো।

৬৩. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার বিবিধ অলংকার উৎপন্ন হতো।

৬৪. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সবখানেই আমার জন্য কন্যা[১] উৎপন্ন হতো।

৬৫. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার মধুপিণ্ড উৎপন্ন হতো।

৬৬. পৃথিবীর মধ্যে পর্বতে, আকাশে, জলে ও বনে যেখানেই আমি হাত পাতি, সেখানেই আমার সকল প্রকার খাদ্য উৎপন্ন হতো।

৬৭. আমি শ্রেষ্ঠ সম্বোধি লাভের জন্য দুঃস্থ, দরিদ্র লোকদের, যাচকদের ও পথিকদের শ্রেষ্ঠদান দিয়েছিলাম।

৬৮. 'ত্রিলোকে আমি বুদ্ধ হবো' ইহা জেনে শিলাময় পর্বত নাচতে শুরু করল, বিশাল গিরি-পর্বত গর্জন করতে শুরু করল এবং সমস্ত দেবলোকে দেবগণ আনন্দিত হলো।

৬৯. ত্রিলোকের দশদিক আছে, যার অন্ত বা শেষ নেই এবং দশদিকে

---

[১]। দেব্যকন্যা।

অসংখ্য বুদ্ধক্ষেত্র (বুদ্ধবিষয়) বিদ্যমান।

৭০. ত্রিলোকে আমার যুগল রশ্মিবাহী প্রভা প্রদর্শিত হয়েছে। এই সমস্ত রশ্মিজাল অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বল।

৭১. এই পরিমাণ লোকধাতুর মধ্যে নিম্নে নিরয় হতে ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকলেই আমাকে দেখুক এবং সকলেই আমার অনুগামী হোক।

৭২. সুমধুর শব্দে আমার অমৃতনির্ঝর উপদেশবাণী এখানকার সকল সত্ত্বগণ শ্রবণ করুক।

৭৩. মহান ধর্মমেঘ ধর্মবারি বর্ষণ করলে পরে সকল সত্ত্বগণ আসবমুক্ত হোক এবং ন্যূনতমপক্ষে সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন হোক।

৭৪. যা যা দানের যোগ্য তৎসমস্তই দান করে, পরিপূর্ণভাবে শীল রক্ষা করে এবং নৈষ্ক্রম্য-পারমী পূরণ করে আমি উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছি।

৭৫. পণ্ডিতগণকে প্রতিপন্ন করে, উত্তম বীর্য অনুশীলন করে এবং ক্ষান্তি-পারমী পূরণ করে আমি উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছি।

৭৬. দৃঢ় অধিষ্ঠান করে, সত্য-পারমী পূরণ করে এবং মৈত্রী-পারমী পূরণ করে আমি উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছি।

৭৭. লাভে-অলাভে, সুখে-দুঃখে, সম্মানে-অসম্মানে সর্বত্রেই আমি সমচিত্ত হয়ে আমি উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছি।

৭৮. আলস্যকে ভয়ের চক্ষে দেখে এবং বীর্যকে মুক্তিপ্রদায়ক ভেবে আরব্ধবীর্য হও, ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন।

৭৯. বিবাদ-কলহকে ভয়ের চক্ষে দেখে এবং অবিবাদকে শান্তিপ্রদায়ক ভেবে সকলেই বন্ধুভাবাপন্ন হও, ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন।

৮০. প্রমাদকে ভয়ের চক্ষে দেখে এবং অপ্রমাদকে মুক্তিপ্রদায়ক ভেবে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন কর, ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন।

৮১. বহু বুদ্ধ ও অর্হৎ সকলেই সমবেত হয়েছেন, সেই সম্বুদ্ধ ও অর্হৎগণকে বন্দনাপূর্বক নমস্কার কর।

৮২. বুদ্ধগণ এমনই অচিন্তনীয় এবং বুদ্ধগণের ধর্মও অচিন্তনীয়, সেই অচিন্তনীয় বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের প্রতি যিনি প্রসন্নচিত্ত হবেন তার বিপাকও অচিন্তনীয় হয়।

ঠিক এভাবেই ভগবান বুদ্ধ নিজের বুদ্ধচর্যা চিন্তা করে সেই 'বুদ্ধ-অপদান' নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করেছিলেন।

[বুদ্ধ-অপদান সমাপ্ত]

২. পচ্চেক বুদ্ধ অপদান

প্রসঙ্গ-কথা :

একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ নির্জনে ধ্যানরত থাকাকালে তাঁর মনে এই চিন্তা উৎপন্ন হয়েছিল : ‘আমরা বুদ্ধগণের প্রার্থনা ও দৃঢ়সংকল্প (অধিষ্ঠান) দেখতে পাই; অথচ ঠিক সেভাবে বুদ্ধের শ্রাবক ও পচ্চেক বুদ্ধগণের প্রার্থনা কিংবা দৃঢ়সংকল্প দেখতে পাই না। এ বিষয়ে ভগবানকে জিজ্ঞেস করলে কি ভালো হয় না?’

তিনি ধ্যান হতে উঠে এসে ভগবানের কাছে গেলেন এবং বন্দনা নিবেদন করে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে ভগবান তাঁকে প্রথমে পূর্বযোগাবচর সূত্র দেশনা করলেন :

“হে আনন্দ, পূর্বযোগাবচরের এই পাঁচটি আনিশংস তথা সুফল আছে। যথা : কেউ কেউ পূর্বের মতো ইহজীবনেই সফলতা অর্জন করেন। পূর্বের মতো ইহজীবনেই সফলতা অর্জন করতে না পারলে কেউ কেউ মৃত্যুর সময় হলেও সফলতা অর্জন করেন। অথবা দেবপুত্র হয়ে সফলতা অর্জন করেন। অথবা বুদ্ধের সামনে ক্ষীপ্রাভিজ্ঞ হন। অথবা সবশেষে পচ্চেক বুদ্ধ হন।”

এভাবে বলার পর পুনরায় বললেন, ‘হে আনন্দ, পচ্চেক বুদ্ধগণও প্রণিধান[১] ও পূর্বযোগাবচরের অধিকারী। তাই পচ্চেক বুদ্ধ ও বুদ্ধের শ্রাবক সকলকেই প্রার্থনা ও প্রণিধানের মধ্য দিয়ে পরম লক্ষ্য অর্জন করতে হয়।’

আনন্দ বললেন, ‘ভন্তে, বুদ্ধগণের প্রার্থনা পূর্ণ হতে কত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়?’

ভগবান বললেন, আনন্দ, প্রজ্ঞাপ্রধান পুদ্গালের পক্ষে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প, শ্রদ্ধাপ্রধান পুদ্গালের পক্ষে লক্ষাধিক আট অসংখ্যেয় কল্প এবং বীর্যপ্রধান পুদ্গালের পক্ষে লক্ষাধিক ষোল অসংখ্যেয় কল্প পারমী পূরণ করতে হয়। প্রজ্ঞাপ্রধানের শ্রদ্ধা মন্দা ও প্রজ্ঞা তীক্ষ্ণ হয়। শ্রদ্ধাপ্রধানের প্রজ্ঞা মধ্যম ও শ্রদ্ধা তীক্ষ্ণ হয়। আর বীর্যপ্রধানের শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা মন্দা হয় এবং বীর্য তীক্ষ্ণ হয়।

হে আনন্দ, কোনো এক বুদ্ধের কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব এই আঠার প্রকার স্থানে তথা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। যথা : ১) সে জন্মান্ধ হয় না, ২) জন্মগত বধির হয় না, ৩) উন্মাদ হয় না, ৪) বোবা হয় না, ৫) খোঁড়া বা পঙ্গু হয় না, ৬) অনার্য তথা হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে না, ৭) দাসির গর্ভে

---

[১]। দৃঢ়সংকল্প।

জন্মগ্রহণ করে না, ৮) নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় না, ৯) তার লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না, ১০) পঞ্চ অনন্তরায়িক কর্ম করে না, ১১) কুষ্ঠরোগী হয় না, ১২) তির্যগ্‌জাতিতে জন্মগ্রহণ করলেও বট্টকের[১] চাইতে ছোট এবং হাতির চাইতে বড় হয় না, ১৩) ক্ষুৎপিপাসিক, নিজ্ঝামতৃষ্ণিক প্রভৃতি প্রেতকুলে জন্মগ্রহণ করে না, ১৪) কালকঞ্জিক অসুরকুলে, অবীচি নিরয়ে ও লোকান্তরিক নরকে জন্মগ্রহণ করে না, ১৫) কামাবচর ভূমিতে মার হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, ১৬) রূপাবচর ভূমির মধ্যে অসংজ্ঞসত্ত্ব ও সুদ্ধাবাসে জন্মগ্রহণ করে না, ১৭) অরূপ-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে না, এবং ১৮) অন্য চক্রবালে জন্মগ্রহণ করে না।

আনন্দ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, ভন্তে, পচ্চেক বুদ্ধগণের প্রার্থনা পূর্ণ হলে কত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়?

ভগবান বললেন, পচ্চেক বুদ্ধগণকে লক্ষাধিক দুই অসংখ্যেয় কল্প পারমী পূরণ করতে হয়।

আনন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, ভন্তে, শ্রাবকদের প্রার্থনা পূর্ণ হতে কত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়?

ভগবান বললেন, অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের লক্ষাধিক এক অসংখ্যেয় কল্প এবং অশীতি মহাশ্রাবকগণের লক্ষকল্প পারমী পূরণ করতে হয়। তদ্রূপ বুদ্ধের মাতাপিতা, উপস্থায়ক (সেবক) ও পুত্র হতে হলেও লক্ষকল্প পারমী পূরণ করতে হয়।

ভগবান আরও বললেন, পচ্চেক বুদ্ধগণ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ অথবা গৃহপতি কুলের কোনো এক কুলে বা পরিবারে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। তারা সব সময় বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। সম্যকসম্বুদ্ধগণ স্বয়ং সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে অপরকেও জ্ঞান লাভের জন্য উপদেশ দেন। পচ্চেক বুদ্ধগণ স্বয়ং সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন বটে, তবে অপরকে জ্ঞান লাভের জন্য উপদেশ দিতে পারেন না। তারা অর্থরসই মাত্র উপলব্ধি করতে পারেন, ধর্মরস নয়। তারা বোবা ব্যক্তির স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় ধর্মজ্ঞান লাভ করে থাকেন। সেজন্য তারা লোকোত্তর ধর্মকে সাধারণের ভাষায় দেশনা করতে পারেন না। গুণবিশিষ্টতার কারণে তাদের স্থান সম্যকসম্বুদ্ধগণের পরে এবং সম্বুদ্ধশ্রাবকগণের উপরে। তারা অন্য কাউকে প্রব্রজ্যা দিয়ে ধর্মশিক্ষা দিতে পারেন না। তারা গন্ধমাদন পর্বতের মঞ্জুসক বৃক্ষমূলে সমবেত হয়ে

---

[১]। ভারুই পাখি।

অধিষ্ঠান উপোসথ করেন মাত্র।

ঠিক এভাবেই পচ্চেক বুদ্ধগণের সুভাষিত গাথাগুলো সেবক আনন্দের প্রশ্নের জবাবে ভগবান বুদ্ধ নিজ মুখে এই 'পচ্চেক বুদ্ধ-অপদান' ভাষণ করেছিলেন।

অতঃপর পচ্চেক বুদ্ধগণের অপদান শ্রবণ করুন।

৮৩. অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবনে অবস্থানরত তথাগত বুদ্ধকে বৈদেহমুনি আনন্দ নতশিরে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'হে বীর, যাঁরা পচ্চেক বুদ্ধ হন, তাঁরা কোন হেতুতে এবং কী কারণে উৎপন্ন হন?

৮৪-৮৫. তখন মহর্ষি সর্বজ্ঞ বুদ্ধবর আনন্দকে মধুরস্বরে বললেন, 'যাঁরা পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের শাসনকালে কৃতপুণ্য হওয়া সত্ত্বেও নির্বাণ লাভে সক্ষম হন না, কোনো একজনকে প্রধান বা মূখ্য করে জন্ম নেওয়া সেই ধীর সুতীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুদ্ধগণের সাহায্য ব্যতীত সামান্যমাত্র আলম্বনের দ্বারা পচ্চেকবোধিজ্ঞান লাভ করে থাকেন।

৮৬. সমগ্র ত্রিলোকের মধ্যে আমি ব্যতীত পচ্চেক বুদ্ধগণের সমান অন্য কেউ নেই। আমি এখন সংক্ষেপে সেই সাধুবিহারী মহামুনিগণের গুণকীর্তন করছি।

৮৭. মহর্ষি বুদ্ধগণের স্বয়ং ভাষণ করা মধুর অথচ অল্প, উত্তম বাক্যগুলো অনুত্তর ভৈষজ্যস্বরূপ নির্বাণপ্রার্থীগণ সকলেই প্রসন্নচিত্তে শুনুন।

৮৮-৮৯. সমাগত পচ্চেক বুদ্ধগণের পরম্পরাগত যে-সমস্ত অপদান এবং আদীনব তথা উপদ্রব ও বৈরাগ্য-উৎপাদক যে-সমস্ত কাহিনি এবং তারা যেভাবে বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন তা এ রকম :

তাঁরা আসক্তিযুক্ত বিষয়গুলোতে অনাসক্ত, অনুরাগজনক লোকের প্রতি অননুরক্ত চিত্ত হয়ে এবং রাগ-দেষাদি প্রপঞ্চ ত্যাগ করেই পচ্চেকবোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

৯০. সকল সত্ত্বগণের প্রতি দণ্ড ব্যবহার না করে এবং কাউকে কোনোরূপ কষ্ট না দিয়ে মৈত্রীতদ্গত চিত্তে পরহিতকামী হয়ে পচ্চেক বুদ্ধগণ খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

৯১. সকল সত্ত্বগণের প্রতি দণ্ড ব্যবহার না করে এবং কাউকে কোনোরূপ কষ্ট না দিয়ে এমনকি পুত্রও পর্যন্ত ইচ্ছা করেন না, কোথায় আবার সহায় (বন্ধু) খোঁজ করবেন। অতএব পচ্চেক বুদ্ধগণ খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

৯২. জনসংসর্গ করলে স্নেহ (মায়া) উৎপন্ন হয়, সেই স্নেহের কারণে বহু দুঃখ সহ্য করতে হয়। সেই আদীনব তথা দোষ দেখেই পচ্চেক বুদ্ধগণ খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

৯৩. মিত্র-সুহৃদদের প্রতি সদয় হলে পরে তাদের প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্তবশত বহু কল্যাণ সাধন করতে হয়। বন্ধুত্বের এমন ভয় দেখেই পচ্চেক বুদ্ধগণ খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

৯৪. বিশাল বিশাল বাঁশের পারস্পরিক দৃঢ় বন্ধনের ন্যায় স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে যে স্নেহবন্ধন, তার দোষ দেখে পচ্চেক বুদ্ধগণ বাঁশের অগ্রভাগের কচি ডগার ন্যায় অলগ্নভাবে ও খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

৯৫. বন্ধনহীন হরিণ যেমন অরণ্যের মধ্যে যথেচ্ছা খাদ্যান্বেষণে বিচরণ করে, তদ্রূপ বিজ্ঞ ব্যাক্তি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

৯৬. বন্ধুদের সাথে একত্রে বাস করলে বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যাবার জন্য আমন্ত্রিত হতে হয়, তাই পচ্চেক বুদ্ধগণ লোভমুক্ত হয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

৯৭. প্রিয়জনদের মধ্যে বাস করলে ক্রীড়া ও পঞ্চকামগুণের প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়, পুত্রপ্রেম বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। প্রিয়বিয়োগকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেই পচ্চেক বুদ্ধগণ খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

৯৮. চতুর্দিকে অপ্রতিঘ তথা মৈত্রীচিত্ত হয়ে, যেকোনো বিষয়ে সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে ও সম্ভাব্য বিপদে ভীত না হয়ে পচ্চেক বুদ্ধগণ খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

৯৯. গৃহস্থের ঘরে বসবাস না করা নিরাসক্ত প্রব্রজিত সদৃশ পচ্চেক বুদ্ধ স্ত্রী-পুত্রদের প্রতি উদাসীন হয়ে খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১০০. ছিন্নপত্র পারিজাতপুষ্পের মতো সমস্ত গৃহীব্যঞ্জন খুলে ফেলে দিয়েছি। সমস্ত গৃহীবন্ধন তথা কামবন্ধন মার্গজ্ঞানে ছিন্ন করে বীর খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১০১. যদি পণ্ডিত, সাধুবিহারী, ধীর সহচর লাভ হয়, তাহলে স্মৃতিমান ব্যক্তি সমস্ত আপদ-বিপদ অতিক্রম করে আনন্দিত মনে বিচরণ করেন।

১০২. যদি পণ্ডিত, সাধুবিহারী, ধীর সহচর পাওয়া না যায়, তাহলে স্মৃতিমান ব্যক্তি রাজার বিজিত রাজ্য পরিত্যাগের ন্যায় ও অরণ্য মাঝে

হস্তীরাজ মাতঙ্গের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১০৩. আমি অবশ্যই সহায়-সম্পদকে প্রশংসা করি। কিন্তু নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অথবা সমগুণসম্পন্ন সহচরের সংস্পর্শে থাকা উচিত বলে মনে করি। এমন সহচর না পাওয়া গেলে নির্দোষ অল্পমাত্র ভোজী হয়ে মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১০৪. স্বর্ণকারপুত্রের সুনির্মিত উজ্জ্বল ও খাটি দুটি সোনার বাটির পরস্পর সংঘর্ষণ দেখে মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১০৫. এইরূপে দ্বিতীয় সহচরের সাথে একত্রে বাস করলে আমার বাক্যের দ্বারা সে বিরক্ত হতে পারে। মুক্তিকামী কুলপুত্র দ্বিতীয় সহচরের এমন ভাবী ভয় দেখেই খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১০৬. বস্তুকাম ও ক্লেশকাম এই দ্বিবিধ কাম অত্যন্ত বিচিত্র, বহুরূপী, মধুর ও মনোজ্ঞ, ইহা চিত্তকে বিরূপভাবে মথিত করে। কামগুণের এই দোষ দেখেই মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১০৭. ইহা অনিষ্টতা, উপদ্রব, রোগ, শল্য ও ভয় নিয়ে আসে। কামগুণের এই ভয় দেখেই মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১০৮. শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, বায়ু-বৃষ্টির উপদ্রব, ডাঁশ-মশার উপদ্রব ও বিষাক্ত সরীসৃপ প্রাণীর উপদ্রব—এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করেই মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১০৯. হস্তীনাগের ন্যায় হস্তীদল পরিত্যাগ করে অশৈক্ষ্য শীলসম্পন্ন, আর্যজাতিতে জন্ম নেওয়া পরিশুদ্ধ কুলপুত্র অরণ্যে যথাভিরুচি অবস্থান করে খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১১০. জনসংসর্গে বসবাসরত ব্যক্তি সাময়িক বিমুক্তি তথা লোকীয় সমাপত্তি লাভ করবে, ইহা সম্ভব নয়। আদিত্যবন্ধু পচ্চেক বুদ্ধের এই কথা গভীরভাবে বিচার করে জনসংসর্গ ছেড়ে মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১১১. যিনি যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টি মার্গজ্ঞানে অতিক্রম করেছেন, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ ও পরে অর্হত্ত্বমার্গ পেয়ে ফলজ্ঞানে পচ্চেকবোধিজ্ঞান উৎপন্ন করেছেন, সেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১১২. যিনি নির্লোভচিত্ত, কুহক নন, পিপাসারহিত, ম্রক্ষহীন, মোহত্যাগী

এবং সমস্ত লোকের প্রতি নিরাসক্ত হয়েছেন সেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১১৩. অনর্থকারী, অকুশলে নিবিষ্ট পাপী সহচরকে পরিবর্জন করে এবং স্বয়ং মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ প্রমত্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে না থেকে অনন্যসাধারণ ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১১৪. শীলবান, ত্রিবিধ প্রতিভাণধারী[১], বহুশ্রুত, ধর্মধর মিত্রের ভজনা করবে। নিজের কল্যাণ ও পরের কল্যাণ উভয়ের কল্যাণের কথা জেনে ও ষোল প্রকার সংশয় দূরীভূত করে অনন্যসাধারণ ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১১৫. সংসারে ক্রীড়ায় ও পঞ্চকামগুণে আসক্ত না হয়ে যাবতীয় বিভূষণ হতে বিরত সত্যবাদী ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১১৬. স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ধন-ধান্য, বন্ধু-বান্ধব ও সমস্ত কামোৎপাদক বিষয়াদি থুথুর ন্যায় পরিত্যাগ করে অনন্যসাধারণ ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১১৭. এই পঞ্চকামগুণ পরিভোগে ও শৈক্ষ্যে আস্বাদ অতি অল্পই, পরিণামে দুঃখই অত্যন্ত বেশি। পঞ্চকামগুণের এই আস্বাদের আকর্ষণ জেনেই বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১১৮. জলচর মৎস্যের জাল ভেদ করে চলে যাওয়ার ন্যায় এবং অগ্নির দগ্ধস্থান ত্যাগের ন্যায় সমস্ত সংযোজন পদদলিত করে বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১১৯. অধোচক্ষু হয়ে বিচরণকারী, গণসংসর্গে দোষদর্শী, সংযতেন্দ্রিয়, সুরক্ষিতচিত্ত, অপ্রমত্তবিহারী ও ক্লেশাগ্নিতে অদগ্ধ বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১২০. গৃহীব্যঞ্জনাদি ছেড়ে পতিত পাত্র ও কাষায় বস্ত্র ধারণ করে সংসার ত্যাগপূর্বক বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়্গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১২১. রসের প্রতি নিরাসক্ত, নির্লোভী হয়ে অনন্যচারী, সপদানচারী ও প্রতিটি কুলের (পরিবারের) প্রতি অনাসক্তচিত্ত হয়ে বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি

---

[১]। ত্রিবিধ প্রতিভাণ হচ্ছে, যুক্ত-প্রতিভাণ, মুক্ত-প্রতিভাণ ও যুক্ত-মুক্ত-প্রতিভাণ।

খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১২২. পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ করে, মনের সমস্ত উপক্লেশ বিনাশ করে ও স্নেহদোষ (মায়া) নিঃশেষে ধ্বংস করে বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১২৩. কায়িক সুখ-দুঃখ ও চৈতসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্য পিষ্ট করে, ছিন্ন করে চতুর্থ ধ্যানিক সমাধিজাত উপেক্ষা লাভ করে বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১২৪. আরব্ধবীর্য, পরমার্থলাভী, অলীনচিত্ত, সতত উদ্যোমী, দৃঢ়পরাক্রমশালী ও সুস্থির জ্ঞানবলধারী বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১২৫. নির্জনে ধ্যানাভিরত, ধর্মত জীবন যাপনকারী ও ভবের মধ্যে দোষদর্শী খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১২৬. তৃষ্ণাক্ষয়কারী, অপ্রমত্তবিহারী, পণ্ডিত, দক্ষ, শ্রুতবান, স্মৃতিমান ও কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা অর্হত্ত্বলাভী ব্যক্তি খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১২৭. সিংহ যেমন বিকট শব্দ শুনেও নির্ভীক থাকে, বায়ু যেমন জালে বদ্ধ হয় না, পদ্ম যেমন জলে অলগ্ন থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১২৮. সিংহগর্জনে গর্জন করে হরিণদের ভীতি উৎপন্ন করে বিচরণকারী মহাপরাক্রমশালী পশুরাজ সিংহের ন্যায় বনের সুদূর নির্জন বাসস্থান পরিভোগ করে মুক্তিকামী কুলপুত্র খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১২৯. যথাসময়ে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও বিমুক্তি অনুশীলন করে সমস্ত লোকে বৈরীচিত্তহীন হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১৩০. রাগ (লোভ), দ্বেষ, মোহ পরিত্যাগ করে সমস্ত সংযোজন ছিন্ন করে জীবনের প্রতি বীততৃষ্ণ হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন।

১৩১. সকলেই আপন স্বার্থ চিন্তা করে অপরের সেবা-পূজাদি করে, বর্তমানে নিঃস্বার্থ মিত্র পাওয়া বড়ই দুর্লভ। মানুষ বড়ই স্বার্থপর, শুধুই আত্মহিতকামী, কিন্তু অনার্য হীনকর্মে লিপ্ত। বর্তমানে নিঃস্বার্থ, পরার্থপর মিত্র লাভ করা বড়ই দুর্লভ। এই ভেবে পচ্চেক বুদ্ধগণ খড়গবিষাণ গণ্ডারের ন্যায়

একাকী বিচরণ করেন।

১৩২. বিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন, সুবিশুদ্ধ প্রাজ্ঞ, সমাহিতচিত্ত, জাগরণযুক্ত, বিদর্শক, ধর্মকে বিশেষভাবে দর্শনকারী, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও সপ্ত বোধ্যাঙ্গ সম্প্রযুক্ত আর্যধর্মে অভিজ্ঞ।

১৩৩. শূন্যতা-প্রণিধি নিমিত্ত বর্ধিত করে যেই ব্যক্তিগণ জিনশাসনে (বুদ্ধশাসনে) স্বীয় শিষ্যত্ব ত্যাগ করেন না, সেই ধীর ব্যক্তিগণই স্বয়ম্ভু পচ্চেক বুদ্ধ হয়ে থাকেন।

১৩৪-১৩৫. মহৎ ধর্মধারী, বহু কর্মকায়সম্পন্ন, ধ্যাননিরত, সমস্ত দুঃখসাগর উত্তীর্ণ, উদগ্রচিত্ত ও পরমার্থ দর্শনকারী, নির্ভীক সিংহসদৃশ ও একাচারী খড়্গবিষাণ গণ্ডার সদৃশ। শান্ত-ইন্দ্রিয়, শান্তমনা, সমাধিপরায়ণ, প্রত্যন্ত দেশে বসবাসরত লোকদের প্রতি দয়াপরায়ণ, সকলের প্রতি দয়াপরায়ণ হওয়ায় ইহ-পরলোকে জ্বলন্ত প্রদীপ সদৃশ পচ্চেক বুদ্ধগণ সর্বকালে সব সময় পরহিতব্রতী।

১৩৬. পঞ্চ নীবরণমুক্ত, সমস্ত লোকের ইন্দ্র, লোকপ্রদীপ, রক্তিম সুবর্ণ জম্বুনদের প্রভাসম্পন্ন, দক্ষিণা লাভের উপযুক্ত পাত্র পচ্চেক বুদ্ধগণ নিরোধসমাপত্তি ও ফলসমাপত্তি বশে দ্বিবিধ সমাপত্তিতে পরিপূর্ণ।

১৩৭. দেবলোকসহ মনুষ্যলোকে বহু সত্ত্ব পচ্চেক বুদ্ধগণের সুভাষিত উপদেশবাণী অনুশীলন করে সুখে অবস্থান করেন, আর যেই মূর্খ ব্যক্তিরা সেই উপদেশবাণী শুনেও তদনুরূপ অনুশীলন করে না, তারা বারংবার দুঃখে নিপতিত হয়ে থাকে।

১৩৮. পচ্চেক বুদ্ধগণের এমন সুভাষিত ত্যাগমূলক অমৃতোপম উপদেশবাণী নরশ্রেষ্ঠ শাক্যসিংহ নবলোকত্তর ধর্ম উপলব্ধির জন্য দেশনা করেছিলেন।

১৪০. সেই পচ্চেক বুদ্ধগণের এমন হৃদয় নাড়া দেওয়া উপদেশবাণী একান্তই লোকের প্রতি অনুকম্পা ও মনের মধ্যে সংবেগ উৎপন্নের জন্য স্বয়ম্ভু শাক্যসিংহ প্রকাশ করেছিলেন।

[পচ্চেক বুদ্ধ অপদান সমাপ্ত]

৩.১. সারিপুত্র স্থবির অপদান

বহুকাল অতীতে আজ থেকে লক্ষাধিক এক অসংখ্যেয় কল্প আগে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল

সারদ মানব। আর মহামোগ্গল্লায়ন গৃহপতি মহাশালকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল সিরিবর্ধন কুটুম্বিক। তাঁরা উভয়েই ছিলেন পরস্পর খেলার সাথী। তাদের দুজনের মধ্যে সারদ মানব পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করে একদিন নির্জনে বসে চিন্তা করছিলেন, 'এই সমস্ত সত্ত্বগণের মরণ একান্ত সুনিশ্চিত। তাই আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বিমোক্ষমার্গ খুঁজে দেখতে হবে।' তারপর বন্ধু সিরিবর্ধন কুটুম্বিকের কাছে গিয়ে বললেন, 'বন্ধু আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। তুমিও প্রব্রজ্যা নেবে কি? 'না, আমি প্রব্রজ্যা নেব না' সিরিবর্ধন কুটুম্বিক প্রত্যুত্তর করলেন।

সারদ মানব চিন্তা করলেন, 'সে প্রব্রজ্যা না নিলেও আমি একাই প্রব্রজ্যা নেব।' যেই ভাবা সেই কাজ। তারপর নিজের সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি উজার করে দিয়ে গরিব-দুঃখীদের দান করে দিলেন। পর্বতের পাদদেশে গিয়ে নিজে নিজেই ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। পরে তাঁকে অনুসরণ করে চুয়াত্তর হাজার ব্রাহ্মণপুত্রও প্রব্রজিত হলেন। সাধনা করতে করতে একসময় তিনি নিজে পঞ্চভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করলেন। তারপর তিনি তাঁর অনুসারী জটিল সন্ন্যাসীদেরও তা অনুসরণ করতে উপদেশ দিলেন। এতে করে তাঁরাও পঞ্চভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করলেন।

সেই সময় অনোমদর্শী নামক এক সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর বহু সত্ত্বগণকে সংসারদুঃখ হতে মুক্ত করেছিলেন। একদিন সারদ তাপস ও তাঁর অনুসারীদের উপকার করার ইচ্ছায় অনোমদর্শী সম্যকসম্বুদ্ধ একাকী পাত্রচীবর নিয়ে 'আমার বুদ্ধত্বভাব তাঁরা জানতে পারুক' এই অধিষ্ঠান করে আকাশপথ দিয়ে যেতে লাগলেন। যখনই সারদ তাপস তাঁকে দেখতে পেলেন, তখনই আকাশ হতে নিচের ভূমিতে নেমে আসলেন। তারপর সারদ তাপস শাস্তার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণসমূহ আছে কি না তা দেখতে লাগলেন। দেখার পর নিশ্চিত হলেন যে, ইনি নিশ্চই সর্বজ্ঞ সম্যকসম্বুদ্ধ। তারপর তাড়াতাড়ি আসন হতে উঠে বুদ্ধের বসার আসন তৈরি করে দিলেন। ভগবান বুদ্ধ সেই আসনে বসলেন। আর সারদ তাপস শাস্তার কাছেই একপার্শ্বে বসে পড়লেন।

সেই সময় তাপসের শিষ্যরা সবাই উত্তম উত্তম পুষ্টিকর ফলমূল সংগ্রহ করতে বনে বিচরণ করছিলেন। সংগ্রহের পর সেখানে এসে তারা বুদ্ধকে উচ্চাসনে বসা এবং তাঁদের আচার্য সারদ তাপসকে শাস্তার পাশে নিচু আসনে বসা দেখতে পেলেন। দেখার পর আচার্যকে বললেন, 'আমরা তো ভাবতাম আপনার চেয়ে বড় কেউ নেই। এখন দেখছি এই লোকটি তো মনে

হয় আপনার চাইতে বড়।’

তৎক্ষণাৎ সারদ তাপস শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘বৎস, তোমরা কী সব বলছ! তোমরা দেখছি, একটি সর্ষপের সাথে আটষট্টি লক্ষ যোজনবিশিষ্ট সুমেরু পর্বতের তুলনা করছ। ভুলেও সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সাথে আমার তুলনা করবে না।’ আচার্যের এমন কথা শুনার পর তারা ভাবলেন, ‘এই ব্যক্তি অতি মহান পুরুষোত্তম।’ তারপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে শাস্তার পদে নতশিরে বন্দনা করলেন।

অতঃপর আচার্য তাদের বললেন, ‘বৎসগণ, শাস্তাই দান দেওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র। শাস্তা এখানে ভিক্ষাচর্যার সময়েই এসেছেন। অতএব আমরা তাঁকে যথাসাধ্য দান করব। তোমরা যা যা উত্তম পুষ্টিকর ফলমূল এনেছ সেগুলো এদিকে আনো।’ তারপর সেগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিজ হাতে তথাগতের পাত্রে দান করলেন। শাস্তা সেই ফলমূল গ্রহণ করা মাত্রই দেবতারা সেখানে দিব্য-ওজ দিয়ে দিলেন। সারদ তাপস নিজে জল ছেকে দান করলেন। সেখানেই ভগবান ভোজন খাওয়া শেষ করলেন। খাওয়া শেষে ভগবানের সামনে সারদ তাপস সকল শিষ্যদের ডাকলেন। তারপর শাস্তার সাথে কুশল বিনিময় করে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। ‘আমার দুজন অগ্রশ্রাবক ভিক্ষুসংঘসহ এখানে আসুক’ শাস্তা এই চিন্তা করা মাত্রই লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে অগ্রশ্রাবকদ্বয় সেখানে এসে ভগবানকে বন্দনা করে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন।

তখন সারদ তাপস শিষ্যদের ডেকে বললেন, ‘বৎসগণ, শাস্তাসহ ভিক্ষুসংঘকে পুষ্পাসন দিয়ে পূজা করা উচিত। তাই ফুল নিয়ে আস। তাঁরা তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিযোগে সুন্দর সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত ফুল নিয়ে আসলেন। বুদ্ধের জন্য যোজনপ্রমাণ পুষ্পাসন তৈরি করলেন। অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের জন্য ও নবীন ভিক্ষুদের জন্য আসন তৈরি করলেন। আসন তৈরি করা শেষ হলে পরে সারদ তাপস তথাগতের সামনে গিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে প্রস্তুতকৃত আসনে বসতে প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, ‘ভন্তে, আমার প্রতি অশেষ করুণাবশত এই পুষ্পাসনে বসুন।’

ভগবান সেই পুষ্পাসনে বসলেন। অতঃপর অগ্রশ্রাবকদ্বয়সহ অবশিষ্ট ভিক্ষুসংঘ নিজ নিজ আসনে বসে পড়লেন। তখন শাস্তা ‘তাদের মহাফল লাভ হোক’ এই ভেবে নিরোধসমাপত্তিতে মগ্ন হলেন। শাস্তার নিরোধসমাপত্তিতে মগ্ন হবার অবস্থা জ্ঞাত হয়ে অগ্রশ্রাবকদ্বয় ও অবশিষ্ট ভিক্ষুগণও নিরোধসমাপত্তিতে মগ্ন হলেন। সারদ তাপস তখন সপ্তাহকাল

অবধি সব সময় শাস্তার মাথার উপর পুষ্পছত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর শিষ্যরা বনের ফলমূল খেয়ে অবশেষে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

শাস্তা সাত দিন পরে নিরোধসমাপত্তি হতে উঠে অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে সম্বোধন করে বললেন, 'এই তাপসদের পুষ্পাসন অনুমোদন করে দাও।' নিসভ স্থবির শ্রাবক-পারমী-জ্ঞানে স্থিত হয়ে তাঁদের পুষ্পাসন অনুমোদন করলেন। তার দেশনা শেষে শাস্তা দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক অনোম স্থবিরকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমিও এদের ধর্মদেশনা কর।' তিনিও সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচন রোমন্থন করে তাদের ধর্মদেশনা করলেন। তাদের দুজনের দেশনায়ও তাপসদের ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হলো না। তারপর শাস্তা নিজে বুদ্ধবিষয়ে স্থিত হয়ে ধর্মদেশনা করতে শুরু করলেন। দেশনা শেষে সারদ তাপস ব্যতীত বাকি চুয়াত্তর হাজার জটিল অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। শাস্তা তাদের 'এসো ভিক্ষু' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাদের তাপসবেশ অন্তর্হিত হলো এবং অষ্ট পরিষ্কারধারী ষাটবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় হলেন। অন্যদিকে সারদ তাপস কিন্তু বুদ্ধ দেশনা করার সময় বারবার চিন্তা করতে লাগলেন যে, 'অহো, এই নিসভ স্থবিরের ন্যায় ভবিষ্যতে আমিও একজন বুদ্ধের শ্রাবক হবো!' মাথায় এমন চিন্তা খেলা করার কারণেই তিনি মার্গফল লাভ করতে পারেননি। তারপর শাস্তাকে বন্দনা করে তাঁর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। শাস্তা তার ইচ্ছা সফল হবে দেখে বললেন, 'এখন হতে লক্ষাধিক এক অসংখ্যেয় কল্প পরে তুমি গৌতম নামক সম্যকসম্বুদ্ধের সারিপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হবে।' তারপর বহু ধর্মকথা বলে ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে শাস্তা আকাশপথে চলে গেলেন।

সারদ তাপসও বন্ধু সিরিবর্ধনের কাছে গিয়ে বললেন, 'বন্ধু, আমি অনোমদর্শী ভগবানের পদমূলে ভবিষ্যতে গৌতম নামক যেই সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন তাঁর অগ্রশ্রাবকত্ব প্রার্থনা করেছি। এখন তুমিও যাও, তার নিকট দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবকত্ব প্রার্থনা করো।' সিরিবর্ধন তার বন্ধুর উপদেশ শুনে নিজের গৃহের প্রবেশদ্বারের সামনের জায়গাটি সমতল করিয়ে বিবিধ প্রকার পুষ্প ছিটিয়ে দিলেন, নীলুৎপলে আচ্ছন্ন মণ্ডপ তৈরি করালেন। তারপর বুদ্ধাসনসহ ভিক্ষুগণের আসন যথোপযুক্তভাবে তৈরি করালেন। বহু দানীয় বস্তুসহ মহাসৎকারের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর সারদ তাপসকে দিয়ে শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়ে সপ্তাহকালব্যাপী মহাদান অনুষ্ঠান করলেন। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহার্ঘ মূল্যের বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে দ্বিতীয় শ্রাবকত্ব প্রার্থনা করলেন। শাস্তা তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে দেখে পূর্বানুরূপ বললেন।

ভুক্তানুমোদনের পর সেখান থেকে চলে গেলেন। সিরিবর্ধন অত্যন্ত খুশী হয়ে আজীবন কুশলকর্ম করে কামাবচর দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। আর সারদ তাপস মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই চারি ব্রহ্মবিহার অনুশীলন করে ব্রহ্মলোকে জন্ম নিলেন।

তারপর থেকে তাঁদের দুজনের লক্ষাধিক এক অসংখ্যেয় কল্প পারমী পূরণের কথা এখানে বলা হলো না। আমাদের ভগবান বুদ্ধের উৎপত্তির কিছু পূর্বে সারদ তাপস রাজগৃহের অনতিদূরে উপতিষ্য গ্রামে রূপসারি ব্রাহ্মণের গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। ঠিক সেই দিনেই বন্ধু সিরিবর্ধনও রাজগৃহের অনতিদূরে কোলিত গ্রামে মোগ্‌গলী ব্রাহ্মণীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। মোগ্‌গলী ব্রাহ্মণীর পুত্র বিধায় তার নাম মোগ্‌গল্লায়ন। অথবা মোগ্‌গলী গোত্রে জন্ম নিয়েছেন বিধায় মোগ্‌গল্লায়ন। অথবা তার মাতা কুমারি অবস্থায় তার মাতাপিতাকে 'মা উগ্‌গলী, মা উগ্‌গলী' বলতেন বিধায় তার মাতার নম মুগ্‌গলী। সেই মুগ্‌গলীর পুত্র এই অর্থে মোগ্‌গল্লায়ন। অথবা স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গ লাভ করতে সমর্থ বিধায় মোগ্‌গল্লায়ন। সেই দুটি পরিবার সাত পুরুষ ধরে গভীর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। তাঁরা দুজনেই একই দিনে ভূমিষ্ঠ হলেন। দশ মাস পরে জন্ম নেওয়া দুজনের জন্য ছেষট্টি জন করে ধাত্রী নিয়োগ দেওয়া হলো। নামকরণ দিনে উপতিষ্য গ্রামের জ্যেষ্ঠ পরিবারের পুত্র হওয়ার কারণে রূপসারী ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম উপতিষ্য আর কোলিয় গ্রামের জ্যেষ্ঠ পরিবারের পুত্র হওয়ায় মোগ্‌গলীর পুত্রের নাম কোলিত রাখা হলো। তাঁরা উভয়েই বহু বন্ধুবান্ধবের সাথে বড় হতে লাগলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিল্পবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন কলেন।

অতঃপর একদিন তাঁরা রাজগৃহে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য উৎসব দেখতে গেলেন। সেই উৎসবে বিশাল জনতার উপস্থিতি দেখে জ্ঞানের পরিপক্ব হওয়ায় চিন্তা করতে লাগলেন 'এরা সকলেই শতবর্ষ হওয়ার আগেই মারা যাবে।' এমন সংবেগ উৎপন্ন হওয়ার পর তারা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 'আমরা মোক্ষধর্ম অনুসন্ধান করব। তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হবে।' তারপর পাঁচশত বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সঞ্জয় পরিব্রাজকের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারা প্রব্রজ্যা নেওয়ার পর থেকে সঞ্জয়ের লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতি অত্যধিক বেড়ে গেল। তারা কিছুদিনের মধ্যেই সঞ্জয় পরিব্রাজকের সমস্ত শিক্ষা অধিগত করলেন। কিন্তু তাতে কোনো সার দেখতে পেলেন না। অতএব সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়লেন। বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে যেখানে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রামণ-ব্রাহ্মণ আছেন, সেখানে গিয়ে

তাদের প্রশ্ন করতেন। সেই পণ্ডিত শ্রামণ-ব্রাহ্মণগণ তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না। বিভিন্ন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতেন। এভাবে তারা মোক্ষমার্গের খোঁজ করতে লাগলেন। খোঁজ করতে করতে তারা পরস্পরকে কথা দিলেন যে, দুজনের মধ্যে যে-ই প্রথমে অমৃতের সন্ধান পাবে, সে অবশ্যই অপরকে খবরটা জানাবে।

সেই সময় আমাদের শাস্তা প্রথম অভিসম্বোধি লাভ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর অনুক্রমে উরুবেলা কাশ্যপসহ হাজার জটিলকে দমন করে রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। একদিন উপতিষ্য পরিব্রাজক পরিব্রাজকের আরামে যাবার সময় আয়ুষ্মান অশ্বজিৎকে রাজগৃহে পিণ্ডচারণরত দেখতে পেলেন এবং ভাবলেন যে, আমি তো ইতিপূর্বে এমন শান্ত সৌম্য প্রব্রজিত দেখিনি। নিশ্চয় ইনি মোক্ষলাভীর মধ্যে কেউ হয়ে থাকবেন। তার মনে অশ্বজিতের প্রতি ভীষণ প্রসন্নতা অনুভব করলেন। অতএব তাঁকে একটা প্রশ্ন করার জন্য তার পিছন পিছন যেতে লাগলেন। স্থবির পিণ্ডচারণ শেষে ভোজন করতে অনুকূল স্থানে গেলেন। পরিব্রাজক উপতিষ্য নিজের পরিব্রাজকের বসার আসনটি পেতে দিলেন। ভোজন শেষে তার নিজের কাছে থাকা জল দান করলেন। এভাবে তিনি যথাযথভাবে আচার্যব্রত সম্পন্ন করলেন। স্থবিরের সাথে কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার শাস্তা কে? কার ধর্মেই বা আপনার অভিরুচি?'

স্থবির সম্যকসম্বুদ্ধের কথা বললেন। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়ুষ্মানের শাস্তা কী বাদী?' তখন স্থবির ভাবলেন যে তাকে এই শাসনের গভীরতা দেখাব। তারপর উত্তরে বললেন, 'আমি এই শাসনে অত্যন্ত নবীন। তাই বেশি কিছু আমি জানি না। তবে সংক্ষেপে বলতে পারি বলে স্থবির 'যে ধম্মা হেতুপ্পভাবা' এই গাথাটি ভাষণ করলেন। প্ররিব্রাজক উপতিষ্য এই গাথা শুনেই স্রোতাপত্তিমার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং স্থবিরকে বললেন, 'থাক ভন্তে, এর চাইতে বেশি ধর্মদেশনা করতে হবে না, ইহাই যথেষ্ট। এখন বলুন আমাদের শাস্তা কোথায় থাকেন?'

'বেণুবনে' স্থবির বললেন। 'ভন্তে, আপনি আগে যান। আমাকে আমার বন্ধুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। তাকে জানিয়েই পরে আসছি।' এই বলে উপতিষ্য পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা করলেন। বন্দনা শেষে প্রদক্ষিণপূর্বক পরিব্রাজকারামে চলে গেলেন।

কোলিত পরিব্রাজক তার বন্ধুকে দূর থেকেই আসতে দেখলেন। দেখে ভাবলেন, 'আজ আমার বন্ধুর মুখ অতিশয় প্রসন্ন মনে হচ্ছে। অন্য

কোনোদিন তো এমনটি মনে হয়নি। নিশ্চয় অমৃতের স্বাদ পেয়েছে বোধ হয়।’ তারপর কাছে আসতেই প্রশ্ন করলেন, ‘বন্ধু, অমৃতের সন্ধান পেয়েছ কি?’ তিনি ‘হ্যাঁ বন্ধু, পেয়েছি’ বলে সেই গাথাটি তাকে শোনালেন। সেই গাথা শুনে কোলিতও স্রোতাপত্তিমার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তারপর বললেন, ‘আমাদের শাস্তা কোথায়?’ ‘বেণুবনে বন্ধু’ উত্তরে উপতিষ্য বললেন। কোলিত বললেন, ‘হ্যাঁ বন্ধু, চলুন আমরা শাস্তার সাথে দেখা করব।’

উপতিষ্য ছিলেন সব সময় আচার্যপূজক। তাই সঞ্জয়ের কাছে গিয়ে শাস্তার গুণের কথা প্রকাশ করলেন। এবং তাকেও শাস্তার নিকট নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি নিজে এত বড় গুরু হয়ে শাস্তাকে অন্তেবাসী হিসেবে মেনে নিতে পারবে না বলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা বহুভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেও তাকে বুঝাতে পারলেন না। তাই তারা আড়াইশত অন্তেবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বেণুবনে চলে গেলেন। শাস্তা তাদের দূর থেকেই আসতে দেখে বললেন, ‘এই দুজন আমার শাসনে অগ্রশ্রাবক হবে।’ সেই পরিষদকে তাদের চরিত্র অনুসারে ধর্মদেশনা করে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ‘এস ভিক্ষু’ বলে উপসম্পদা দান করলেন। কিন্তু অগ্রশ্রাবকদ্বয় ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর পেলেও উপরের মার্গত্রয় লাভ করতে পরেননি। কী কারণে? শ্রাবক-পারমী-জ্ঞানের মহত্ত্বতার কারণে।

তাদের দুজনের মধ্যে আয়ুষ্মান মহামোগ্‌গল্লায়ন প্রব্রজিত হবার সাত দিনের মাথায় মগধ রাজ্যের কল্লবাল গ্রামে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করার সময় তন্দ্রালস্য দেখা দিয়েছিল। শাস্তা তা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রালস্য দূরীভূত করিয়ে ধাতু-কর্মস্থান শুনালেন। এভাবে ভাবনা করার পর উপরের মার্গত্রয় অধিগত করে শ্রাবকপারমী জ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র প্রব্রজিত হবার পনের দিন পর শাস্তার সাথে রাজগৃহের শুকরক্ষতলেন নামক এক জায়গায় অবস্থান করার সময় নিজের ভাগিনা দীর্ঘনখ পরিব্রাজককে বেদনা-পরিগ্রহ সূত্র দেশনা করলেন। দেশনা করার সময় সেই দেশনানুসারে জ্ঞান বিস্তার করে পরের বাড়া ভাত খাওয়ার ন্যায় শ্রাবকপারমী জ্ঞান অধিগত করেছিলেন।

এভাবে শ্রাবকপারমী জ্ঞান অধিগত করার পর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ‘কোন কর্ম দ্বারা এই সম্পত্তি আমি পেয়েছি’ ভাবতে ভাবতে পূর্বকৃত কর্ম জানতে পারলেন এবং অত্যন্ত প্রীতি-সৌমনস্য-সহকারে ‘হিমালয়ের অনতিদূরে’ এই উদান গাথা ভাষণ করলেন। তাই বলা হয়েছে :

১৪১. হিমালয়ের অনতিদূরে লম্বক নামক একটি পর্বত ছিল। তথায়

আমি একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম এবং তাতে বহু পর্ণশালা ছিল।

১৪২. বিশাল সুন্দর তীরসম্পন্ন, ভীষণ মনোরম ও শুদ্ধ বালুকাকীর্ণ অগভীর নদীর অনতিদূরে আমার আশ্রম।

১৪৩. নুড়ি পাথরহীন, অগভীর কুলসম্পন্ন, দুর্গন্ধমুক্ত সুমিষ্ট জলসম্পন্ন, ভীষণ সুন্দর নদী সদা প্রবাহিত হয়, সেখানেই আমার আশ্রম।

১৪৪. সেই নদীতে বিবিধ প্রকার মৎস্য, কচ্ছপ ক্রীড়া করত। এমন অনিন্দ্য সুন্দর সদা প্রবহমান নদীর পাশেই আমার আশ্রম।

১৪৫. সেই নদীতে লাল, নীল, মঞ্জিষ্ঠা রঙের বিবিধ প্রকার জলজ মৎস্য মনের আনন্দে ইচ্ছেমতো ছুটাছুটি করত বিধায় আমার আশ্রমকে অতীব সুন্দর দেখাত।

১৪৬. নদীর উভয় পাড়ে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ ও ফলজবৃক্ষ দাঁড়িয়ে থাকায় আমার আশ্রমকে অতীব সুন্দর দেখাত।

১৪৭. আমার আশ্রমের আম্রবৃক্ষ, শালবৃক্ষ, তিলকৃক্ষ, পাটবৃক্ষ ও সিন্দুরারক বৃক্ষগুলোতে সব সময় ফুল ফুটত। এতে করে মনে হয় যেন আমার আশ্রমে দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হচ্ছে।

১৪৮. আমার আশ্রমের চম্পকবৃক্ষ, সললবৃক্ষ, সুবর্ণবাকল সদৃশবৃক্ষ, নীপবৃক্ষ, নাগবৃক্ষ পুন্নাগবৃক্ষ ও সুগন্ধযুক্ত কেতক বৃক্ষগুলোতে সব সময় ফুল ফুটত এবং ইহাতে মনে হয় যেন আমার আশ্রমে দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হচ্ছে।

১৪৯. আমার আশ্রমের অশোক বৃক্ষ, অধিমুক্তক বৃক্ষ, ভগিনীমালা বৃক্ষ, অঙ্কোল বৃক্ষ ও বিম্বিজান বৃক্ষগুলো সদা পুষ্পিত থাকত।

১৫০. সুগন্ধ কেতকীবৃক্ষ, কদলীবৃক্ষ, গোধুকবৃক্ষ ও তৃণমূলিকা বৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি করত।

১৫১. কণিকারা, কর্ণিকা, অসনা ও অজ্জুনা প্রভৃতি বহু বৃক্ষ দিব্যগন্ধ ছড়িয়ে আমার আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি করত।

১৫২. পুন্নগা, গিরিপুন্নগা, কোবিলারা প্রভৃতি সুপুষ্পিত বৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়িয়ে আমার আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি করত।

১৫৩. জদ্দালক, কুটজা, কদম্ব ও বকুল প্রভৃতি বহু বৃক্ষ দিব্যগন্ধ ছড়িয়ে আমার আশ্রামের শোভা বৃদ্ধি করত।

১৫৪. আলকা, ইসিমুগ্‌গা, কদলি ও মাতুলঙ্গি প্রভৃতি বহু বৃক্ষ সুগন্ধ চন্দনের জলে বর্ধিত হয়ে তাতে বহু বহু ফল ধরত।

১৫৫. আমার আশ্রামের বিশাল দীঘিতে তখন একদিকে পদ্মফুল ফুটত, অন্যদিকে কেশরীফুল ফুটত, আর সব সময় পাতাবিহীন পদ্মফুল ফুটে

থাকত।

১৫৬. আমার আশ্রমের দীঘিতে তখন আমার অবস্থানের সময় কিছু কিছু পদ্মে দীঘির অভ্যন্তরে মুকুল ধরত। পদ্মের মূল গোড়া দৃঢ়ভাবে মাটিতে প্রোথিত থকত। পত্রপল্লবযুক্ত সুগন্ধ সেই আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

১৫৭. দীঘিতে তখন নয়িতা, অম্বগন্ধী, উত্তলী ও বন্ধুজীবক প্রভৃতি বহু সুগন্ধবাহী সুপুষ্পিত বৃক্ষ দিব্যগন্ধ ছড়িয়ে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

১৫৮. দীঘিতে তখন মাগুর, সংগুলসহ লাল, নীল ও মঞ্জিষ্ঠা রঙের বিবিধ প্রকার জলজ মৎস্য বাস করত।

১৫৯. দীঘিতে তখন কুম্ভীলা, সুসুমার প্রভৃতি মৎস্য, রাক্ষস ও বিষধর অজগর বাস করত।

১৬০. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন পারেবতা পাখি, রবিহাঁস, নদীচর বলাকা, কোকিল, শুকপাখি ও শালিক প্রভৃতি পাখি জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬১. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন কুকুথকা, কুলীড়কা, পোক্ষরসাতকা, দিন্দিভা ও সুবপোতা প্রভৃতি পাখি জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬২. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন হাঁস, ময়ূর, কোকিল, তম্বচূলকা ও পর্মকা প্রভৃতি পাখি জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬৩. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন বহু কোশিকা, পোট্ঠসীসা, কুররা, সেনকা, মহাকাল ও শকুন পাখি জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬৪. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন বহু মৃগ, শুকর, চমরা গাঁই গরু, গত্তকা, রোহিচ্চা ও সুকপোতা জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬৫. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন বহু সিংহ, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ভালুক ও তিন জাতের মাতঙ্গ হস্তীনাগ জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬৬. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে তখন বহু কিন্নর, বানর এবং বনকর্মী ও পশুশিকারী জীবিকা নির্বাহ করত।

১৬৭. আমার আশ্রমের কাছেই তিন্দুকা, পিয়াল, মধুকেকা ও সুমারিয় প্রভৃতি গাছগুলোতে নিত্য ফল ধরত।

১৬৮. আমার আশ্রমের কাছেই কোসম্বা, সললা ও নিম্ব প্রভৃতি সুস্বাদু ফলজ গাছগুলোতে নিত্য ফল ধরত।

১৬৯. আমার আশ্রমের কাছেই সেই হরিতকী, আমলকী, আম, জাম প্রভৃতি সুমিষ্ঠ ফলজ বৃক্ষগুলোতে বহু ফল ধরত।

১৭০. আমার আশ্রমের কাছেই আলুবা, কলম্বা, বিলালীতক্কল, জীবকা ও

সুতকা বহু ফলজবৃক্ষ ছিল।

১৭১. আমার আশ্রমের কাছেই স্বচ্চ, শীতল জলের আধার একটি বড় দীঘি নির্মিত হয়েছিল, যা দেখতে অতীব মনোরম।

১৭২. পদ্ম-উৎপল আচ্ছন্ন, পুণ্ডরীকসম্পন্ন ও মন্দালক সমৃদ্ধ সেই দীঘিতে মনে হয় যেন দিব্যগন্ধই প্রবাহিত হতো!

১৭৩. এইরূপ সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ, সুপুষ্পিত ও ফলবান বনে, সুনির্মিত অতীব মনোরম আশ্রমে আমি বসবাস করতাম।

[এই পর্যন্ত আশ্রমের বর্ণনা দেওয়ার পর নিজের শীলাদি গুণের কথা বলতে গিয়ে বললেন]

১৭৪. শীলবান, ব্রতসম্পন্ন, ধ্যানী, অহর্নিশ ধ্যানরত, পঞ্চভিজ্ঞালাভী ও বলপ্রাপ্ত সুরচি নামক তাপস হয়ে আমি সেখানে বসবাস করেছিলাম।

[এইরূপে নিজের গুণ বর্ণনা করার পর পর স্বীয় পরিষদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন]

১৭৫. চব্বিশ হাজার উচ্চবংশীয় যশস্বী ব্রাহ্মণ শিষ্য আমাকে সেবা-সৎকার করত।

১৭৬. তারা লক্ষণশাস্ত্রে, ইতিহাসে, বিবিধ শাস্ত্রে, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ত্রিবিধ বেদশাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেছিল।

১৭৭. উল্কাপাত ও ভূমিকম্প বিষয়ে এবং স্ত্রীলক্ষণ, পুরুষলক্ষণ ও মহাপুরুষ লক্ষণশাস্ত্রে অত্যন্ত সুদক্ষ আমার শিষ্যরা পৃথিবীতে, ভূমিতে ও অন্তরীক্ষে সর্বত্রই সুশিক্ষিত।

১৭৮. অল্পেচ্ছু, প্রাজ্ঞ, অল্পভোজী, নির্লোভী ও লাভে-অলাভে সন্তুষ্টচিত্ত শিষ্যরা সব সময় আমার চতুর্পার্শ্বেই অবস্থান করত।

১৭৯. ধ্যানী, ধ্যানরত, ধীর, শান্তচিত্ত, সুসমাহিত ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনেচ্ছু আমার শিষ্যরা সব সময় আমার চতুর্পার্শ্বেই অবস্থান করত।

১৮০. অভিজ্ঞা পারমীপ্রাপ্ত, অযাচিত আহারান্বেষী ও অন্তরীক্ষচর ধীর শিষ্যরা সব সময় আমার চতুর্পার্শ্বেই অবস্থান করত।

১৮১. আমার শিষ্যরা ষড়বিধ দ্বারে অত্যন্ত সংযত, বীততৃষ্ণ, রক্ষিতেন্দ্রিয়, জ্ঞাতি-মিত্রদের সংসর্গ হতে বিরত, দুষ্ট আস্বাদ গ্রহণ হতে বিরত ও ধীর।

১৮২. আমার শিষ্যরা খাটের উপর বসে থেকে, দাঁড়িয়ে থেকে ও চঙ্ক্রমণ করেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে।

১৮৩. আমার শিষ্যরা লোভনীয় বিষয়ে লুব্ধ হয় না, দ্বেষ-উৎপাদনীয়

বিষয়ে দ্বেষ উৎপন্ন করে না এবং মোহনীয় বিষয়ে মূর্ছিত হয় না।

১৮৪. আমার শিষ্যরা সব সময় বিবিধ প্রকার অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন করে, পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে ও সকলে বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে নির্বিবাদে অবস্থান করত।

১৮৫. আমার শিষ্যরা ক্রীড়ার ইচ্ছা হলে ঋদ্ধিক্রীড়া করত এবং হিমালয়ের শতযোজন দূরে ঋদ্ধিযোগে গিয়ে জম্বুবৃক্ষ হতে ঘট পরিমাণ জম্বুফল আনয়ন করত।

১৮৬. আমার শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ আহার অন্বেষণের জন্য গোযান দ্বীপে, কেউ কেউ পূর্ববিদেহ রাজ্যে আবার কেউ কেউ উত্তরকুরু রাজ্যে গমন করত।

১৮৭. আমার শিষ্যরা আকাশপথে যাবার সময় তাপসের ব্যবহার্য সামগ্রী আগে পাঠিয়ে দিতো এবং নিজে তার পেছনে পেছনে গমন করত। এভাবে যাবার সময় চব্বিশ হাজার তাপসের দ্বারা গোটা আকাশ ছেঁয়ে যেত।

১৮৮. আমার শিষ্যদের কেউ কেউ অগ্নিপাক ফলমূল খেতো, কেউ কেউ অগ্নিপাক না করে কাচা খেতো, কেউ কেউ দরজার চৌকাটে পিষ্ট করে খেতো, কেউ কেউ পাথরে পিষ্ট করে খেত, আবার কেউ কেউ গাছ থেকে স্বয়ং পতিত ফল সংগ্রহ করে খেতো।

১৮৯. আমার শিষ্যদের কেউ কেউ পরিশুদ্ধির ইচ্ছায় সন্ধ্যা-সকালে সুবিশুদ্ধ জলে অবগাহন করত। কেউ কেউ বিশুদ্ধ জল নিজ দেহে ঢালত।

১৯০. আমার শিষ্যরা হাত ও পায়ের নখ লম্বা রাখত, শরীরের কেশ-লোমগুলো লম্বা রাখত এবং সদা সর্বদা শীলগন্ধে সুরভিত থাকত।

১৯১. আমার সুপ্রসিদ্ধ জটিল শিষ্যরা তখন প্রত্যুষে আমার সামনে সমবেত হতো এবং লাভ-অলাভ সমস্ত কিছু প্রকাশ করে আকাশতলে গমন করত।

১৯২. আমার শিষ্যরা আকাশে ও ভূমিতে চলে যাবার সময় বিশাল শব্দ হতো। সেই শব্দ শুনে দেবতারা অতিশয় খুশী হতো।

১৯৩. সেই অন্তরীক্ষচর ঋষিরা দিকবিদিক গমন করত এবং নিজেদের শরীর বলে ও ধ্যানবলে যথেচ্ছা বিচরণ করত।

১৯৪. সেই নভোচারী ঋষিরা সকলেই পৃথিবীকে কম্পিত করার সামর্থ্য রাখত এবং স্বীয় অমিত ঋদ্ধিতেজে সাগরকেও কাঁপিয়ে তুলতে সমর্থ ছিল।

১৯৫. আমার প্রসিদ্ধ শিষ্যদের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ চঙ্ক্রমণ করে অবস্থান করত, কেউ কেউ না ঘুমিয়ে নৈশজ্জ্যিক ব্রত অনুশীলন করত

এবং কেউ কেউ স্বয়ং পতিত ফলমূল সংগ্রহ করে তা-ই খেয়ে জীবন ধারণ করত।

১৯৬. আমার শিষ্যরা সকলেই অহর্নিশ মৈত্রীবিহারী, সকল প্রাণীর প্রতি পরম হিতৈষী, অহিংসক এবং পরচর্চা হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত।

১৯৭. আমার শিষ্যরা সকলেই পশুরাজ সিংহের ন্যায়, অতীব বিশাল হস্তীরাজ মাতঙ্গের ন্যায় ও দৃঢ়পরাক্রমী বাঘের ন্যায় দৃঢ় পদক্ষেপে আমার কাছে আসত।

১৯৮. সেই দীঘিকে আশ্রয় করে বহু বিদ্যাধর দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, কুম্ভাণ্ড ও দানব জীবিকা নির্বাহ করত।

১৯৯. জটাধারী, হরিণচর্মের বস্ত্রধারী অন্তরীক্ষচর আমার সেই শিষ্যরা সকলেই জীবিকা নির্বাহ করত।

১০০. আমার সেই চব্বিশ হাজার শিষ্যরা পরস্পর এতই বিনয়গারবী ও সম্মান প্রদর্শনকারী যে সেখানে কোনো ক্রোধজাত কটুশব্দও শোনা যেত না।

২০১. আমার শিষ্যরা সকলেই অত্যন্ত সংযত, অল্পশব্দে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে যেত এবং উপবেশন করে নতশিরে বন্দনা করত।

২০২. এমন গুণসম্পন্ন শান্ত প্রকৃতির সংযত শিষ্য পরিবৃত হয়ে আমি সেই আশ্রমে বসবাস করতাম এবং ধ্যানরত থাকতাম।

২০৩. এই সকল ঋষিদের শীলগন্ধে, চতুর্পার্শ্বস্থ ফুলের গন্ধে ও সুগন্ধ ফলের ফলগন্ধে সেই আশ্রম সদা সুরভিত থাকত।

২০৪. সেই আশ্রমে অবস্থানকালে আমি কখন যে রাত-দিন অতিবাহিত হয় টেরই পেতাম না, কোনো প্রকার অসন্তোষ আমার মনে ছিল না এবং অহর্নিশ আমার শিষ্যদের উপদেশ দিতাম। এতে করে আমি ভীষণ আনন্দ পেতাম।

২০৫. ফুল ফোটার সময় ও ফলের মুকুল উদ্গাত হওয়ার সময় মনে হয় যেন দিব্যগন্ধই প্রবাহিত হতো। এতে করে আমার আশ্রম অতিশয় শোভা পেতো।

২০৬. আমি বীর্যবান, ধ্যানলাভী ও প্রাজ্ঞ ছিলাম। সমাধি হতে উঠে হরিণচর্ম দিয়ে তৈরি বস্ত্র নিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করতাম।

২০৭. আমি তখন নক্ষত্রবিদ্যায়, স্বপ্নবিদ্যায় ও সর্ববিধ লক্ষণশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলাম এবং সমগ্র জম্বুদ্বীপের প্রচলিত মন্ত্র আমি জানতাম।

২০৮. একসময় নরশেষ্ঠ লোকনায়ক, বিবেককামী সম্বুদ্ধ অনোমদর্শী ভগবান হিমালয়ে উপনীত হয়েছিলেন।

২০৯. মহাকারুণিক পুরুষোত্তম মুনি হিমালয়ে গমনের পর সাজিয়ে রাখা আসনে পদ্মাসনে উপবেশন করেছিলেন।

২১০. তখন ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান ও মনোরম আদিত্যের ন্যায় দীপ্তোজ্জ্বল সেই সম্বুদ্ধকে আমি দেখেছিলাম।

২১১. জ্বলন্ত দ্বীপবৃক্ষের ন্যায় আকাশে অত্যুজ্জ্বল, সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় লোকনায়ক বুদ্ধকে আমি দেখেছিলাম।

২১২. এমন দুঃখান্তকারী মহান নাগ, মহাবীর মুনিকে দর্শন করলে সমস্ত দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায়।

২১৩. আমি এমন দেবাতিদেব, মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট চক্ষুষ্মান বুদ্ধকে দেখে 'ইনি কি বুদ্ধ, নাকি নয়?' এই ভেবে তার লক্ষণ বিচার করেছিলাম।

২১৪. আমি যখন তাঁর দুপায়ে হাজার অর ও হাজার চক্র এই মহাপুরুষ লক্ষণগুলো দেখতে পেলাম, তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, ইনিই তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ।

২১৫. আমি তখন ঝাড়ু নিয়ে সমগ্র উঠোন ঝাঁট দিয়েছিলাম এবং ফুল সাজিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

২১৬. আমি সেই স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করার পর হরিণচর্মের বস্ত্রকে একাংশ করে বন্দনা করেছিলাম।

২১৭. অনাসক্ত সম্বুদ্ধ যেই জ্ঞানে অবস্থান করতেন সেই জ্ঞানের কথাই আমি এখন বর্ণনা করব, মনোযোগ দিয়ে শোন।

২১৮. হে স্বয়ম্ভু অমিত দয়াময়, সংসার দুঃখে নিপীড়িত সত্ত্বগণকে একমাত্র আপনিই উদ্ধার করেছেন। তারা আপনার দেখা পেয়ে সংশয়স্রোত অতিক্রম করছে।

২১৯. আপনিই শাস্তা, প্রাণীকুলের ভিত্তিস্তম্ভ, শেষ আশ্রয়, প্রতিষ্ঠা, দ্বীপ ও দ্বিপদবিশিষ্ট সত্ত্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২২০. মহাসমুদ্রের সমগ্র জলরাশি পরিমাপ করা সম্ভব হলেও আপনার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

২২১. দাঁড়িপাল্লায় সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করা সম্ভব হলেও আপনার সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ধারণ করা সম্ভব নয়।

২২২. রশি বা হাতের আঙুল দিয়ে আকাশের পরিমাপ করা সম্ভব হলেও আপনার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

২২৩. মহাসমুদ্রের বিপুল জল, পৃথিবী ও অসীম আকাশে বুদ্ধজ্ঞানের কোনো উপমাই মিলে না।

২২৪. হে চক্ষুষ্মান, বিশ্বের সকল প্রাণী আপনার অনন্ত জ্ঞানজালের অন্তর্গত।

২২৫. হে সর্বজ্ঞ, যেই জ্ঞানের দ্বারা আপনিই শ্রেষ্ঠ বোধিজ্ঞান পেয়েছেন, সেই জ্ঞানের দ্বারাই অন্য তীর্থিয়দের মর্দন করেছেন।

২২৬. সুরুচি তাপস এই গাথাযোগে বুদ্ধকে প্রশংসা করার পর মাটিতে অজিনচর্মের বস্ত্র বিছিয়ে সেখানে বসে পড়লেন।

২২৭-২২৯. গিরিরাজ সুমেরু চুরাশি হাজার যোজন সমুদ্রগর্ভে, তত যোজন ঊর্ধ্বে এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থেও তত যোজন বলে কথিত হয়। সেই পর্বতকে চূর্ণ করে এক এক কণা নিক্ষেপ করলে সব শেষ হয়ে যায়। হে সর্বজ্ঞ, আপনার জ্ঞানের কিন্তু অন্ত করা যায় না।

২৩০. ছোট ছোট ছিদ্রবিশিষ্ট শক্ত জাল জলে ফেলা হলে যেমন জলজ মৎস্যগুলো সেই জালে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

২৩১-২৩২. ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, যেই সমস্ত অন্যতীর্থিয়গণ বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন, তারা সকলেই আপনার সুবিশুদ্ধ অনাবরণ জ্ঞানজালে আবদ্ধ।

২৩৩. সেই সময় মহাযশস্বী অনোমদর্শী জিন ভগবান সমাধি হতে উঠে সমগ্র জম্বুদ্বীপ দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখলেন।

২৩৪-২৩৫. মহামুনি অনোমদর্শী বুদ্ধের নিসভ নামক শ্রাবক লোকনায়ক বুদ্ধের চিত্তভাব জ্ঞাত হয়ে ষড়ভিজ্ঞালাভী, ধ্যানী, শান্তচিত্ত, লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবৃত হয়ে সেখানে আসলেন।

২৩৬. সেখানে আসার পর তারা অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে প্রথমে প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা নিবেদন করে বুদ্ধের কাছেই নেমে পড়লেন।

২৩৭. লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ জিন অনোমদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে সামান্য হাসলেন।

২৩৮. অনোমদর্শী শাস্তার সেবক ছিলেন ররুণ স্থবির। তখন তিনি চীবর একাংশ করে লোকনায়ক শাস্তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

২৩৯. হে ভগবান, আপনি কী কারণে সামান্য হাসলেন? আমরা জানি, বুদ্ধগণ অকারণে একটুও হাসেন না।

২৪০. তখন লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ অনোমদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বসে এই গাথাটি ভাষণ করলেন।

২৪১. যে আমাকে ফুল দিয়ে পূজা করেছে এবং আমার অনন্ত জ্ঞানের

প্রশংসা করেছে, আমি এখন তার কথাই বলব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

২৪২. বুদ্ধের কথা শুনে সকল দেবতারা তখন সেখানে সমবেত হলেন। তারা সদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছু হয়ে সম্বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন।

২৪৩. দশটি লোকধাতুর মহাঋদ্ধিমান দেবতারা সকলেই সদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছু হয়ে সম্বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন।

(অতঃপর বুদ্ধ বলতে শুরু করলেন)

২৪৪. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা এই চতুরঙ্গিণী সেনা সব সময় তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবে, বুদ্ধপূজার এমনই ফল।

২৪৫. বিবিধ অলংকারে সজ্জিত ষাট হাজার তুর্য-ভেরী নিত্য সেবা করবে, বুদ্ধপূজার এমনই ফল।

২৪৬-২৪৭. বিবিধ অলংকারে সজ্জিত, বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাভরণ পরিহিত, মণিকুণ্ডল-মণ্ডিত, সদা হাস্যময় অনিন্দ্য সুন্দরী ষোল হাজার নারী তাকে ঘিরে করে থাকবে, বুদ্ধপূজার এমনই ফল।

২৪৮. লক্ষকল্প সে দেবলোকে রমিত হবে। হাজারবার সে চক্রবর্তী রাজা হবে।

২৪৯. হাজারবার সে দেবেন্দ্র শক্র হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করবে। আর পৃথিবীতে প্রাদেশিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

২৫০. অন্তিম জন্মে সে মনুষ্যত্ব লাভ করবে। সারি নামক ব্রাহ্মণী তাকে গর্ভে ধারণ করবে।

২৫১. এই ব্যক্তি মাতার গোত্রের নামেই সমাধিক পরিচিত হবে। সারিপুত্র নামে এক তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি হবে।

২৫২. আশি কোটি পার্থিব ভোগসম্পত্তি উজার করে দিয়ে সে প্রব্রজিত হবে। পরম শান্তিপদ নির্বাণের খোঁজে সে পৃথিবীতে বিচরণ করবে।

২৫৩. এখন হতে অপরিমেয় কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

২৫৪. সে তার ধর্মে ধর্মৌরসজাত, ধর্মনির্মিত সারিপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হবে।

২৫৫-২৫৬. হিমালয় হতে সৃষ্ট গঙ্গা নদী যেমন প্রবাহিত হয়ে মহাসমুদ্রকে বিপুল জলরাশিতে পরিপূর্ণ করে। তদ্রূপ সারিপুত্রও ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ও প্রজ্ঞাপারমী পূর্ণ করে অসংখ্য প্রাণী কুলকে পরিতৃপ্ত করবে।

২৫৭-২৫৮. হিমালয় হতে প্রবাহিত সাগরের বিপুল জলরাশি ও পৃথিবীর

বালুকারাশির পরিমাণ অসংখ্য, অপ্রমেয়। সেই জলরাশি ও বালুকারাশিও যদি গণনা করা সম্ভব হয়, তারপরও সারিপুত্রের প্রজ্ঞার পরিমাপ করা সম্ভব হবে না।

২৫৯. একস্থানে স্তূপ করে রাখা গঙ্গার বালুকারাশি একদিন নিঃশেষ হতে পারে, তারপরও সারিপুত্রের প্রজ্ঞার পরিমাপ করা সম্ভব হবে না।

২৬০. মহাসমুদ্রের ঊর্মিমালার সংখ্যা যেমন অনন্ত, অপ্রমেয়, তদ্রূপ সারিপুত্রের প্রজ্ঞার পরিমাপ করা সম্ভব হবে না।

২৬১. শাক্যসিংহ গৌতম সম্বুদ্ধকে সন্তুষ্ট করে, প্রজ্ঞাপারমী পূরণ করে সে তার অগ্রশ্রাবক হবে।

২৬২. সে ধর্মবারি বর্ষণ করতে করতে শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মচক্রের সম্যক অনুবর্তন করবে।

২৬৩. শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম এই সমস্ত কাহিনি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে ভিক্ষুসংঘর মধ্যে উপবেশন করে তাকে অগ্রস্থানে স্থাপন করবেন।

[তারপর সারিপুত্র স্থবির অত্যন্ত প্রীতি-সৌমনস্যের সাথে পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে বললেন]

২৬৪. অহো, অনোমদর্শী শাস্তার নিকট আমি কতই না সুকর্ম সম্পাদন করেছি! এমন সুকর্ম সম্পাদন করার ফলে আমি সমস্ত পারমী পূরণ করেছি!

২৬৫. এখন আমি পূর্বকৃত সুকর্মের অপরিমেয় ফল ভোগ করছি। আমি সমস্ত ক্লেশ-অরি দগ্ধ করে এখন সুমুক্ত হয়েছি।

২৬৬. অসংস্কৃত, অচল শান্তিপদ নির্বাণের খোঁজে আমি কত জন্মে তীর্থিয় হয়ে সংসারে জন্মপরিভ্রমণ করেছি।

২৬৭-২৬৮. রোগগ্রস্ত, পীড়িত ব্যক্তি যেমন রোগমুক্তির জন্য ওষুধের খোঁজে বন হতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ আমিও অতীতে অসংস্কৃত অমৃতপদ নির্বাণের খোঁজে ক্রমান্বয়ে পাঁচশত জন্মে গৃহহীন ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

২৬৯. মাথায় জটা ধারণ করে, অজিনচর্মের বস্ত্র পরিধান করে অভিজ্ঞা-পারমী পূরণ করে ব্রহ্মলোকে জন্ম নিয়েছি।

২৭০. বুদ্ধশাসনের বাইরে অন্য কোনো ধর্মে শুদ্ধি (মুক্তি) লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব বুদ্ধিমান সত্ত্বগণ বুদ্ধশাসনেই মুক্তি অন্বেষণ করেন।

২৭১. অসংস্কৃত, অমৃতপদ নির্বাণ খুঁজতে গিয়ে হেন কোনো তীর্থ নেই যেখানে আমি যাইনি।

২৭২. সারার্থী ব্যক্তি যেমন কলাগাছ কেটে ফালা ফালা করলেও তাতে

কোনো সার বস্তু খুঁজে পায় না, কারণ কলাগাছ আসলেই সারহীন, রিক্ত, শূন্য।

২৭৩. তদ্রূপ পৃথিবীতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন অন্যতীর্থিয় আছে যারা কলাগাছের ন্যায় অসংস্কৃত নির্বাণরূপ সারহীন।

২৭৪. অন্তিম জন্মে আমি ব্রহ্মবন্ধু হয়ে জন্ম নিয়েছি এবং প্রভূত ভোগ সম্পত্তি দুহাতে উজার করে দান দিয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

[প্রথম ভাণবার]

২৭৫. শিক্ষাদাতা, মন্ত্রধর, ত্রিবিধ বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণ সঞ্জয়ের নিকটই আমি অবস্থান করেছি।

২৭৬. একদিন বুদ্ধের শ্রাবক মহাবীর, অনাসক্ত, তেজস্বী অশ্বজিৎ নামক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য পিণ্ডচারণ করছিলেন।

২৭৭. প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আমি সমাহিতচিত্ত, শান্ত, দান্ত, সৌম্য, প্রাজ্ঞ মহানাগকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৭৮. সেই শান্ত, দান্ত, সৌম্য, বিশুদ্ধ মানস বীরকে দেখে আমার কেন যেন মনে হলো যে, ইনি নিশ্চয় অর্হৎ হয়ে থাকবেন।

২৭৯. তাঁর হাঁটা-চলা অত্যন্ত সুসংযত, অভিরূপ ও দর্শনীয়। সম্ভবত ইনি আত্মদান্ত অমৃতলাভী হয়ে থাকবেন।

২৮০. ভবলাম, আমি তো এখন তাহলে তাকে সন্তুষ্ট মনে প্রশ্ন করতে পারি। আশা করি, সেও আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

২৮১. তখন তিনি পিণ্ডচারণ করছিলেন। তাই তাকে ঝামেলা না করে আমিও তার পিছে পিছে যেতে লাগলাম। পরে সুযোগ বুঝে অমৃতপদের কথা জিজ্ঞেস করতে পারব।

২৮২. পিণ্ডচারণ শেষে পথের পাশে ছায়াময় বৃক্ষতলে বসে পড়লে আমি তার কাছে গিয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলাম, 'হে বীর, আপনি কোন গোত্রের? আপনি কার শিষ্য?

২৮৩. তিনি আমার প্রশ্নের জবাবে পশুরাজ সিংহের মতো অসম্ভব গম্ভীর স্বরে বললেন, পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন, আমি তাঁরই শিষ্য।

২৮৪. প্রভু, সেই মহাবীর কী রকম? কেমন তার শাসন? আপনি অনুগ্রহ করে তাঁর ধর্মমত আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন।

২৮৫. তিনি আমার প্রশ্নের জবাবে সর্বদুঃখ ক্ষয়কর ও তৃষ্ণাশল্য

উৎপাটনকারী একটি গভীর অর্থপূর্ণ গাথা আবৃত্তি করলেন।

২৮৬. যেই ধর্মসমূহ হেতুর প্রভাবে উৎপন্ন, তাদের হেতু তথাগত নির্দেশ করেন এবং তাদের নিরোধও প্রকাশ করেন। আমাদের পরম গুরু এরূপ মতবাদ প্রকাশ করেন।

২৮৭. আমার প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধের এমন উপদেশ শুনার পরপরই আমার বিরজ বীতমল চর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো। আমি স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলাম।

২৮৮. মহামুনির এমন বাক্য শোনার পর উত্তম ধর্ম দর্শন করে, সদ্ধর্ম উপলব্ধি করে আমি এই গাথা ভাষণ করেছিলাম।

২৮৯. এই ধর্মের এমন কী জাদু আছে যে শুনার পরপরই সমস্ত ব্যাথা-বেদনা, শোক, প্রমাদ মুহূর্তেই কেটে যায়! আমি এমন অত্যাশ্চর্য ধর্ম বহু শতকল্প ধরেও দেখতে পাইনি।

২৯০. আমি প্রকৃত ধর্মের খোঁজে হেন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমি যাইনি। আজ আমার সেই ধর্ম উপলব্ধি হয়েছে। এখন আর প্রমত্ত হবার সময় নেই।

২৯১. আয়ুষ্মান অশ্বজিতের কথায় হৃষ্ট-তুষ্ট হয়ে ও অমৃতপদ লাভ করে বন্ধুকে সে-কথা জানাতে আমি আশ্রমে গেলাম।

২৯২. আমার সুশিক্ষিত, সংযতেন্দ্রিয় বন্ধু দূর থেকেই আমাকে দেখে বললেন :

২৯৩. তোমাকে তো আজ বেশ প্রসন্ন প্রসন্ন মনে হচ্ছে। শান্ত সৌম্য মুনির মতোই লাগছে। মনে হয় অচ্যুত, অমৃতপদ নির্বাণের স্বাদ পেয়েছ।

২৯৪. আজ তোমার মুখবর্ণ অতি উজ্জ্বল, তোমাকে সুশিক্ষিত, শান্ত, দান্ত, সৌম্য মনে হচ্ছে। সত্যই কি বন্ধু, অমৃতপদ নির্বাণ অধিগত করেছ?

২৯৫. হ্যাঁ বন্ধু, আমি শোকশল্য দূর করে দেওয়া অমৃতপদ নির্বাণ পেয়েছি। তুমিও তা নিয়ে নাও। তারপর আমরা আমাদের শাস্তা বুদ্ধের নিকট গমন করব।

২৯৬. 'সাধু, সাধু' বলে আমার কথায় সায় দিয়ে আমার সুশিক্ষিত বন্ধুটি আমার হাত ধরে আপনার কাছে এসেছিল।

২৯৭. হে শাক্যপুত্র, আমরা উভয়েই আপনার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। আপনার শাসনে এসে অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করব।

২৯৮. কোলিত ঋদ্ধিশ্রেষ্ঠ আর আমি প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ। আমরা উভয়েই একত্রে বুদ্ধশাসনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

২৯৯. অতীতে আমার সংকল্প পূরণ না হওয়াতে হেন কোনো জায়গা

নেই যেখানে আমি যাইনি। কিন্তু এখন আপনার দর্শন পেয়ে আমার এত দিনের সংকল্প পূরণ হলো।

৩০০. পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই অজস্র বৃক্ষ যেমন যথাসময়ে পুষ্পিত হয়ে দিব্যগন্ধ ছড়াতে থাকে এবং এতে করে অসংখ্য প্রাণীকুল প্রীত হয়।

৩০১. তদ্রূপ আমিও মহাবীর মহাযশস্বী শাক্যপুত্রের শাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিমুক্তি পুষ্পে পুষ্পিত হয়েছি।

৩০২. বিমুক্তিপুষ্পে পুষ্পিত হয়ে আমি ভবসংসারে দুঃখ হতে মুক্ত হয়েছি। এতে করে আমি সমস্ত প্রাণীদেরও সন্তুষ্ট করছি।

৩০৩. হে চক্ষুষ্মান, সমস্ত বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে মহামুনি ব্যতীত আপনার পুত্রের মতো প্রজ্ঞাবান দ্বিতীয় কাউকে দেখছি না।

৩০৪. সুশিক্ষিত, সুবিনীত, শান্ত, দান্ত তার সেই শিষ্যপরিষদ সব সময় তাকে (প্রজ্ঞাবান সারিপুত্রকে) ঘিরে থাকত।

৩০৫. ধ্যানী, ধ্যানরত, ধীর, শান্তচিত্ত, সমাহিতচিত্ত ও মুনিব্রতধারী শিষ্যগণ সব সময় তাকে ঘিরে থাকত।

৩০৬. অল্পেচ্ছু, প্রাজ্ঞ, ধীর, স্বল্পভোজী, অলোলুপ, যথালাভে সন্তুষ্ট শিষ্যগণ সব সময় তাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৩০৭. অরণ্যবিহারী, শত্রুনিধনকারী, সতত ধ্যানী, ছিন্নচীবরধারী, বিবেকাভিরত, ধীর শিষ্যগণ সব সময় তাকে ঘিরে থাকত।

৩০৮. ফললাভী ও ফলপ্রতিপন্ন, উত্তমার্থ অন্বেষী শৈক্ষ্য শিষ্যগণ সব সময় তাকে ঘিরে থাকত।

৩০৯. স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ বিমল শিষ্যগণ সব সময় তাকে ঘিরে থাকত।

৩১০. স্মৃতিপ্রস্থান ও বোধ্যাঙ্গ ভাবনায় রত তাঁর বহু শ্রাবক সবাই তাকে ঘিরে থাকত।

৩১১. চারি ঋদ্ধিপাদে দক্ষ, সমাধি ভাবনায় রত ও সম্যক প্রচেষ্টাকারী শিষ্যগণ সব সময় তাকে ঘিরে থাকত।

৩১২. ত্রিবিদ্যালাভী, ষড়াভিজ্ঞ, ঋদ্ধিধর ও প্রজ্ঞাপারমী পরিপূরণকারী শিষ্যগণ সব সময় তাকে ঘিরে থাকত।

৩১৩. হে মহাবীর, এমন সুশিক্ষিত, অনাসক্ত, তেজস্বী শিষ্যগণই তাকে সব সময় ঘিরে থাকত।

৩১৪. পশুরাজ সিংহের ন্যায় সেই সংযত তপস্বী শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে পূর্ণচন্দ্রের মতো শোভা পেত।

৩১৫. বৃক্ষ যেমন ধরণীর বুকে প্রতিষ্ঠিত থেকেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও ফল প্রদান করে।

৩১৬. তদ্রূপ হে মহাযশস্বী শাক্যপুত্র, আপনিও পৃথিবীসদৃশ। তারা আপনার শাসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে অমৃত ফল নির্বাণ লাভ করে থাকে।

৩১৭-৩১৮. সিন্ধু, সরস্বতী, চন্দ্রভাগী, গঙ্গা, যমুনা, সরভূ ও মহী প্রভৃতি মহানদী যেমন প্রবাহিত হয়ে সাগরকে পরিপূর্ণ করে এবং পূর্বের নাম ত্যাগ করে সাগরের প্রাণী বলেই পরিচিত হয়।

৩১৯. তদ্রূপ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ হতে আপনার নিকট প্রব্রজিত হয়ে পূর্বের নাম ত্যাগ করে সবাই 'বুদ্ধপুত্র' হিসেবেই পরিচিত হয়।

৩২০. বিমল চন্দ্র যেমন অনন্ত আকাশে বিচরণ করে, আর আকাশস্থ লক্ষ কোটি তারার মধ্যেও চন্দ্র চির দেদীপ্যমান।

৩২১. ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, ত্রিলোকবাসী দেবমানবকে অতিক্রম করে আপনিও অতীব উজ্জ্বল।

৩২২. সাগরের গভীরে উৎপন্ন ঊর্মিমালা যেমন তীর অতিক্রম করতে পারে না, তীর স্পর্শ করলেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

৩২৩-৩২৪. ঠিক তদ্রূপ মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ অন্যতীর্থিয়গণ ধর্ম প্রকাশ করতে গিয়ে সেই মুনিকে অতিক্রম করতে পারে না। যদি তারা তার কাছে আসেও চক্ষুষ্মান তাদের যথার্থ উত্তর দেন এবং তাতে তারা পরাস্ত হয়।

৩২৫-৩২৬. জলে উৎপন্ন কুমুদ বা মন্দালক পুষ্পবৃক্ষ যেমন কর্দমাক্ত, পঙ্কিল হয়। ঠিক তদ্রূপ ত্রিলোকের বহু সত্ত্ব রাগ-দ্বেষাদি কর্দমে কর্দমাক্ত হয়।

৩২৭. জলজ পদ্ম যেমন জলের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও কর্দমাক্ত হয় না, পরিশুদ্ধ থাকে। হে মহামুনি, আপনিও পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে লোকসমাজে বসবাস করলেও পাপপঙ্ক আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না।

৩২৯-৩৩০. কার্তিক মাসে বহু পদ্মফুল ফুটলেও যেমন সেই কার্তিক মাসটিকে কোনো সময় অতিক্রম করে না। ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, আপনার শিষ্যরা বিমুক্তিপুষ্পে পুষ্পিত হয়ে কখনো আপনার উপদেশ অতিক্রম করে না অর্থাৎ অমান্য করে না।

৩৩১-৩৩২. সুপুষ্পিত বৃক্ষরাজ শাল যেমন চৌদিকে দিব্যগন্ধ ছড়ায় এবং অন্য শাল গাছের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বৃক্ষরাজ শাল হিসেবে শোভা পায়। ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, বুদ্ধজ্ঞানে পুষ্পিত হয়ে ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত

আপনিও বৃক্ষরাজ শালের ন্যায় শোভিত হন।

৩৩৩-৩৩৪. শিলাময় পর্বত হিমবা যেমন সকল সত্ত্বগণের ওষুধস্বরূপ এবং নাগ, অসুর ও দেবতাদের আশ্রয়স্থল। ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, ত্রিবিদ্যালাভী, ষড়াভিজ্ঞ, অলৌকিক ঋদ্ধিধর, পারমী পরিপূর্ণ আপনিও প্রাণীগণের ওষুধস্বরূপ।

৩৩৫. হে মহাবীর, আপনার অমিয় করুণায় সিক্ত হয়ে সত্ত্বগণ আপনার শাসনে ধর্মরতিতে রমিত হয় ও অবস্থান করে।

৩৩৬. পশুরাজ সিংহ যেমন স্বীয় আবাস হতে বের হয়ে এসে চতুর্দিকে একটু তাকিয়ে দেখার পর তিনবার তীব্র স্বরে বিজৃম্বন করে থাকে।

৩৩৭. এভাবে পশুরাজ সিংহ বিজৃম্বন করায় মৃগসহ অন্যান্য পশুরা ভীত হয়, ত্রাসিত হয়।

৩৩৮. ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, আপনিও সিংহনিনাদে বিজৃম্বন করলে সমগ্র পৃথিবী প্রকম্পিত হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ধর্ম বুঝতে পারে, মার ভীত হয়।

৩৩৯. মহামুনি এভাবে বিজৃম্বন করলে ত্রাসিত মৃগের ন্যায় ও কাকসহ অন্যান্য পাখিরা বিভ্রান্ত হওয়ার ন্যায় তীর্থিয়গণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

৩৪০. পৃথিবীতে যে-সমস্ত গণাচার্য আছেন তারা সকলে শাস্তা হিসেবে পরিচিত হন এবং পরিষদের মধ্যে তারা পরম্পরাগত ধর্মদেশনা করেন।

৩৪১. হে মহাবীর, আপনি স্বয়ং চতুর্সত্য ও বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞাত হয়েও এত দিন সত্ত্বগণের উদ্দেশে ধর্মদেশনা করেননি।

৩৪২. আসব, অনুশয় ও ইন্দ্রিয়সমূহের বলসম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে এবং উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে সম্যক অবগত হয়ে এবার মহামেঘের ন্যায় গর্জন করুন।

৩৪৩. সমগ্র চক্রবালজুড়ে যে সমস্ত সত্ত্বগণ আছে তারা সবাই সংশয়াকীর্ণ ও ভীষণ মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ।

৩৪৪. ওই উপমাকুশল মুনি সকল সত্ত্বগণের চিত্ত স্বচিত্তে জ্ঞাত হয়ে মাত্র একটি প্রশ্নের মাধ্যমেই আপনি সত্ত্বগণের বিমতি তথা সংশয় দূর করতে পারেন।

৩৪৫. সমগ্র পৃথিবী উপতিষ্যের মতো জ্ঞানীগুণীতে পরিপূর্ণ। তারা সকলেই কৃতাঞ্জলি হয়ে লোকনায়ক বুদ্ধের গুণকীর্তন করেছিলেন।

৩৪৬. তারা সকলে কল্পকাল ধরে নানা উপমা যোগে তথাগতের গুণকীর্তন করলেও শেষ করতে পারবে না। কারণ, তথাগতের গুণ অনন্ত, অপ্রমেয়।

৩৪৭. আমি এতক্ষণ সাধ্যানুসারে বুদ্ধের গুণকীর্তন করলাম। এভাবে কোটি কল্প ধরে গুণকীর্তন করলেও শেষ করা সম্ভব নয়।

৩৪৮. যদি কোনো সুশিক্ষিত দেবতা বা মনুষ্য সেই চেষ্টা করে, তাহলে সে শুধু দুঃখেরই ভাগী হবে।

৩৪৯. হে মহাযশস্বী শাক্যপুত্র, আপনার শাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, প্রজ্ঞা দ্বারা পারমীর পূর্ণতা সাধন করে এখন আমি অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫০. আজ আমি শাক্যপুত্রের শাসনে ধর্মসেনাপতি হয়ে তীর্থিয়গণকে দমন করি এবং জিনশাসনকে অনুবর্তন করি।

৩৫১. অপরিমিত সুকৃত সুকর্মের ফল আমি এই জন্মে পেয়েছি, পরম সুখের অধিকারী হয়েছি এবং সমস্ত ক্লেশ অরি (শত্রু) আমি তীরের গতিতে দগ্ধ করেছি।

৩৫২-৩৫৩. কোনো মানুষের মাথার উপর ভারী বোঝা তুলে দিলে যেমন সেই মানুষটি ভীষণ কষ্ট পায়, দুঃখগ্রস্ত হয়। ঠিক তদ্রূপ আমিও দীর্ঘকাল ধরে এই সংসারে জন্ম-জন্মান্তরে রাগ, দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি, দুঃখগ্রস্ত হয়েছি।

৩৫৪. আজ আমি ভবমুক্ত, সমস্ত দুঃখভার আমার শরীর থেকে নেমে গিয়েছে এবং শাক্যপুত্রের শাসনে আমার সমস্ত করণীয় কর্ম শেষ হয়েছে।

৩৫৫. সমস্ত বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে শাক্যসিংহ বুদ্ধ ব্যতীত প্রজ্ঞার দিক দিয়ে সবার চাইতে আমিই শ্রেষ্ঠ। আমার সমকক্ষ অন্য কেউ নেই।

৩৫৬. আমি সমাধিতে সুকৌশলী ও অমিত ঋদ্ধিশক্তির অধিকারী। আমি চাইলেই নিজেকে ঋদ্ধিযোগে হাজার জনে রূপান্তরিত করতে পারি।

৩৫৭. আনুপূর্বিকভাবে মহামুনি বুদ্ধ সমস্ত কিছু বশীভূত করেছেন। তিনিই আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। এখন নিরোধই (নির্বাণ) আমার পরম শয়ন।

৩৫৮. আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমি সমাধিতে অতিশয় দক্ষ। আমি সম্যক প্রচেষ্টায় রত ও বোধ্যাঙ্গ ভাবনায় রত।

৩৫৯. একজন শ্রাবকের দ্বারা যা প্রাপ্তব্য তৎসমস্তই আমি পেয়েছি। একমাত্র লোকনাথ বুদ্ধ ব্যতীত আমার সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই।

৩৬০. আমি সমাপত্তিতে ভীষণ দক্ষ। ধ্যান-বিমোক্ষ অসম্ভব রকম তাড়াতাড়ি আমি লাভ করতে পারি। আমি বোধ্যঙ্গ ভাবনায় রত এবং শ্রাবকগণের সমস্ত গুণ ও পারমী আমার করায়ত্ত।

৩৬১. শ্রাবকগুণের পরম স্পর্শে আমি পুরুষোত্তম হয়েছি।

সব্রহ্মচারীগণের প্রতি সদা শ্রদ্ধাতদ্গত চিত্ত।

৩৬২. বমিত বিষ সর্পের মতো ও ভগ্ন শিং বৃষের মতো আমি আমার সমস্ত মান, অহংকার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরম গৌরব-সহকারে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়েছি।

৩৬৩. আমার প্রজ্ঞা এমন ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, এই ধরণীর কেউই তার সমতুল্য হতে পারে না। অনোমদর্শী ভগবানের জ্ঞানস্তুতির এমনই ফল!

৩৬৪. শাক্যপুত্র-প্রবর্তিত ধর্মচক্র আমিই একমাত্র অনুপ্রবর্তন করতে সক্ষম, জ্ঞানস্তুতির এমনই ফল!

৩৬৫. কখনো পাপেচ্ছার বশবর্তী, আলস্যপরায়ণ, অল্পশ্রুত ও অগৌরবী, হীনবীর্য মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ না হোক।

৩৬৬. বহুশ্রুত, পণ্ডিত, মেধাবী, শীলবান ও সমাহিত চিত্ত ব্যক্তিই আমার মাথার উপরে স্থিত হোক।

৩৬৭. হে ভদন্তগণ, এখানে সমবেত সকলের উদ্দেশেই আমি বলছি, আপনারা সবাই অল্পেচ্ছু হোন, সন্তুষ্টচিত্ত ও ধ্যানরত ধ্যানী হোন।

৩৬৮. আমি যাঁকে দেখে প্রথম বিরজ, বীতমল হয়েছি, সেই অশ্বজিৎ নামক ধীর শ্রাবকই আমার পরম গুরু।

৩৬৯. তার অসীম দয়ায় আজ আমি ধর্মসেনাপতি হয়েছি এবং সমস্ত পারমী পূরণ করে আসবহীন হয়ে অবস্থান করছি।

৩৭০. অশ্বজিৎ নামক যেই শ্রাবক আমার পরম গুরু ছিলেন, তিনি যেই দিকে অবস্থান করতেন আমি সেই দিকে মাথা রেখেই ঘুমাতাম।

৩৭১. শাক্যসিংহ গৌতম আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আমাকেই অগ্রস্থানে স্থাপন করেছেন।

৩৭২. আমার সমস্ত ক্লেশ[১] দগ্ধ হয়েছে, জন্ম নিরুদ্ধ হয়েছে। নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৭৩. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট আমাকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ সম্পন্ন করেছি।

৩৭৪. চারি প্রতিসম্ভিদা[২], অষ্ট বিমোক্ষ[১] ও ষড়ভিজ্ঞা[২] সাক্ষাৎ করে আমি

---

[১]। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, স্ত্যান-মিদ্ধ, নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা—এই দশটি ক্লেশ।

[২]। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা ও প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা।

বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সারিপুত্র স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সারিপুত্র স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

৩.২. মহামোগ্‌গল্লায়ন স্থবির অপদান

এই মহামোগ্‌গল্লায়ন স্থবির অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময় প্রভৃতি ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবির অপদানে বর্ণিত বর্ণনার মতো জ্ঞাতব্য। স্থবির প্রব্রজিত হওয়ার সাত দিনের মাথায় মগধরাষ্ট্রে কল্লবালগ্রামকে আশ্রয় করে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করতে করতে একসময় স্ত্যনমিদ্ধ তথা তন্দ্রালস্য এসে তার উপর জেঁকে বসলে শাস্তা এসে উৎসাহবাক্যে তাকে বললেন, 'মোগ্‌গল্লায়ন, তোমার জন্মজন্মান্তরের প্রচেষ্টা মোটেও তুচ্ছ করার মতো নয়।' এভাবে শাস্তা কর্তৃক উৎসাহিত হওয়ার পর প্রবল পরাক্রমে উৎপন্ন স্ত্যনমিদ্ধকে তিনি দূরীভূত করেছিলেন। তারপর ভগবানের ধাতু-কর্মস্থানের কথা শুনে পর্যায়ক্রমে বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে উপরের মার্গত্রয় অধিগত করেছিলেন এবং পর মুহূর্তেই অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শীর্ষ শ্রাবকজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

এভাবে দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবকত্ব পেয়ে আয়ুষ্মান মহামোগ্‌গল্লায়ন স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশী মনে নিজের পূর্বজন্মের কাহিনি (অপদান) প্রকাশ করতে গিয়ে শুরুতেই 'অনোমদর্শী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৭৫. অনুত্তর দেবসংঘ প্রমুখ লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ অনোমদর্শী ভগবান হিমালয়ে অবস্থান করতেন।

৩৭৬. তখন আমি বরুণ নামক শীলগুণসম্পন্ন, মহাঋদ্ধিধর নাগরাজ হয়ে জন্মেছিলাম এবং আমার আবাস ছিল মহাসাগর।

---

[১]। চারি মার্গ ও চারি ফল এই অষ্ট বিমোক্ষ অথবা চার প্রকার রূপাবচর ধ্যান ও চার প্রকার অরূপাবচর ধ্যান এই অষ্ট বিমোক্ষ।

[২]। পূর্বনিবাসানুস্মৃতি বা জাতিস্মর জ্ঞান, দিব্যশ্রোত্র বা দিব্যকর্ণ, দিব্যচক্ষু, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান, বিবিধ অলৌকিক ঋদ্ধি ও আসবক্ষয় জ্ঞান।

৩৭৭. আমার সঙ্গীগণের সঙ্গ ত্যাগ করে আমি তখন বিবিধ প্রকার তূর্যবাদ্য স্থাপন করেছিলাম এবং সম্বুদ্ধকে পরিবেষ্টিত করে অপ্সরাগণ নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছিল।

৩৭৮. এভাবে দিব্যতূর্য বাজানোর সময় বুদ্ধ সেই শব্দ শুনতে পেয়ে জাগ্রত হয়েছিলেন।

৩৭৯. তারপর আমি সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম এবং নিজ নাগভবনে এসে আসন প্রস্তুত করার পর 'সময় হয়েছে' বলে সম্বুদ্ধকে আমি জানিয়েছিলাম।

৩৮০. তারপর লোকনায়ক বুদ্ধ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে দশদিক আলোকিত করে আমার নাগভবনে এসেছিলেন।

৩৮১. তখন আমি আসনে উপবিষ্ট ভিক্ষুসংঘসহ দেবাতিদের নরশ্রেষ্ঠ মহাবীরকে বিবিধ প্রকার অন্নপানীয় দান করে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৩৮২. স্বয়ম্ভু অগ্রপুদ্গল মহাবীর ভগবান সেই দান অনুমোদন করেছিলেন এবং ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩৮৩. যেই ব্যক্তি লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে পূজা করল, সে সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু দেবলোকে গমন করবে।

৩৮৪. সাতাত্তরবার দেবকুলে রাজত্ব করবে এবং এই পৃথিবীতে আটশতবার রাজত্ব করবে।

৩৮৫. পঞ্চান্নবার রাজচক্রবর্তী হবে এবং তখন তার অসংখ্য ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হবে।

৩৮৬. এখন হতে অপরিমেয় কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৩৮৭. সে তখন নিরয় হতে চ্যুত হয়ে মানবজন্ম লাভ করবে এবং কোলিত নামক ব্রাহ্মণ হবে।

৩৮৮. পরবর্তীকালে সে প্রব্রজিত হওয়ার পর কুশলমূলের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে গৌতম ভগবানের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক হবে।

৩৮৯. সে আরব্ধবীর্য, ভাবিতচিত্ত, অতুলনীয় ঋদ্ধিমান হয়ে সমস্ত আসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৩৯০. আমি কোনো এক জন্মে পাপমিত্রের সাহায্যে কামরাগ চরিতার্থ করার জন্য প্রদুষ্টমনে মাতাপিতাকে হত্যা করেছিলাম।

৩৯১. নিরয় অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেখানেই মাথা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করি, একান্তই পূর্বকৃত পাপকর্মের

কারণে।

৩৯২. এমনকি এই অন্তিম জন্মেও সেই পূর্বকৃত পাপকর্ম আমার পিছু ছাড়েনি। সুতরাং এই জন্মেও আমি সেভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হবো।

৩৯৩. বিবেকযুক্ত ও সমাধিভাবনায় রত হয়ে আমি সমস্ত আসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করি।

৩৯৪. আমি জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত পুণ্যবলে এমন অমিত ঋদ্ধিশক্তির অধিকারী যে এই সুগভীর বিশাল এই ধরণীকেও আমার বাম হাতের আঙুলে কম্পিত করতে পারি।

৩৯৫. আমার মধ্যে সামান্য পরিমাণও অস্মিমান দেখতে পাচ্ছি না। মান-অহংকার আমার মধ্যে নেই। শ্রমণ গৌতম প্রমুখ সমস্ত ভিক্ষুসংঘকে আমি গৌরব প্রদর্শন করছি।

৩৯৬. আমি এই হতে অপরিমেয় কল্প আগে যে অগ্রশ্রাবকত্ব প্রার্থনা করেছিলাম, আজ আমি এই শেষ জন্মে আসব ক্ষয় করে সেই অগ্রশ্রাবকত্ব লাভ করেছি।

৩৯৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহামোগ্‌গল্লায়ন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহামোগ্‌গল্লায়ন স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩.৩. মহাকাশ্যপ স্থবির অপদান

এই মহাকাশ্যপ স্থবির অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে বৈদেহ নামক আশিকোটি ধনী (কুটুম্বিক) ছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এই ত্রিরত্নের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন এক উপাসক। একসময় উপোসথ দিনে তিনি খুব ভোরে সুখাদ্য খেয়ে উপোসথশীল অধিষ্ঠান করে গন্ধ-পুষ্পমাল্যাদি হাতে নিয়ে বিহারে গেলেন। সেখানে গিয়ে শাস্তাকে পূজা ও বন্দনা করার পর একপার্শ্বে বসলেন।

সেই মুহূর্তে শাস্তা মহানিসভ স্থবিরকে শাস্তাশাসনের মধ্যে তৃতীয় প্রধান শ্রাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন এই বলে যে, হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষুগণের মধ্যে এই নিসভ স্থবিরই প্রধান। উপাসক তা শুনে

অতিশয় প্রসন্ন হলেন। ভগবানের ধর্মকথা বলা শেষ হলে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী চলে গেল। তারপর সেই উপাসক শাস্তাকে বন্দনা করার পর এই বলে নিমন্ত্রণ করলেন, 'ভন্তে, আগামীকাল আমার গৃহে পিণ্ড গ্রহণ করুন।' 'উপাসক, ভিক্ষুসংঘ তো বিশাল।' 'ভন্তে, কতজন?' 'উপাসক, ভিক্ষুর সংখ্যা আটষট্টি লক্ষ।' 'ভন্তে, তাহলে বিহারে একজন শ্রামণকেও না রেখে সকলেই আমার গৃহে পিণ্ড গ্রহণ করুন।' শাস্তা সেই উপাসকের ফাং গ্রহণ করলেন। উপাসক শাস্তা ফাং গ্রহণ করেছেন জানতে পেরে স্বীয় গৃহে গিয়ে মহাদানের আয়োজন করে পরদিন শাস্তাকে ভোজনের সময় জানালেন। শাস্তা পাত্র-চীবর নিয়ে ভিক্ষুসংঘসহ উপাসকের ঘরে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। তারপর অতিশয় তৃপ্তি-সহকারে ভোজন করলেন। উপাসক তখন শাস্তার সামনে বসলেন।

এরই মধ্যে মহানিসভ স্থবির পিণ্ডচারণ করতে করতে সেই পথে এসে পড়লেন। উপাসক তাকে দেখে আসন হতে উঠে সেখানে গিয়ে স্থবিরকে বন্দনা নিবেদনপূর্বক বললেন, 'ভন্তে, আপনার পাত্রটি আমাকে দেন।' স্থবির পাত্রটি তাকে দিলেন। উপাসক বললেন, 'ভন্তে, শাস্তা আমার গৃহে উপবিষ্ট আছেন, আপনিও আমার গৃহে প্রবেশ করুন।' স্থবির বললেন, 'উপাসক তা সম্ভব হবে না।' সেই উপাসক স্থবিরের পাত্র হাতে নিয়ে পিণ্ডপাত দিয়ে পূর্ণ করে পাত্রটি তাঁকে দিয়ে দিলেন। তারপর স্থবির পাত্র হাতে নিয়ে চলে গেলে উপাসক শাস্তার কাছে গিয়ে উপবেশনপূর্বক এরূপ বললেন, ভন্তে মহানিসভ স্থবিরকে 'শাস্তা গৃহে উপবিষ্ট আছেন' বলা হলেও গৃহে প্রবেশ করলেন না। এই স্থবির কি আপনাদের চাইতে অধিক গুণধর?

বুদ্ধগণের কিন্তু সামান্যতম বর্ণ-মাৎসর্যও নেই। তাই শাস্তা বললেন, উপাসক, আমরা ভিক্ষা গ্রহণ করে গৃহে উপবেশন করি, কিন্তু সেই ভিক্ষু এভাবে গৃহে উপবেশন করে আহার করে না। আমরা গ্রাম্য বিহারে বসবাস করি, সে কিন্তু অরণ্যেই বসবাস করে। আমরা কুঠিরে বসবাস করে, সে কিন্তু খোলা আকাশের নিচেই বসবাস করে। ভগবান তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

উপাসকও স্বাভাবিকভাবে জ্বলন্ত প্রদীপে আরও তেল ঢেলে দেওয়ার ন্যায় অধিকতর প্রসন্ন হয়ে চিন্তা করলেন, আমি অন্য সমাপত্তি পেয়ে কী করব, বরঞ্চ ইহাই ভালো হয় যে, ভবিষ্যতে আমি কোনো এক বুদ্ধের শাসনে ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করব। এই ভেবে সেই উপাসক পুনরায় শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করলেন। পূর্বোক্তভাবে সাত দিন

পর্যন্ত মহাদান দিয়ে শেষ দিনে বুদ্ধ প্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘকে ত্রিচীবর দান করে শাস্তার পাদমূলে মাথা ঠকিয়ে এরূপ বললেন, ভন্তে, আমি যে সাত দিন পর্যন্ত মহাদান দিলাম এবং মৈত্রীসহগত কায়কর্ম, বাক্যকর্ম ও মনোকর্ম সম্পন্ন করলাম, এই পুণ্যের ফলে আমি কোনো দিব্যসম্পত্তি, শক্রসম্পত্তি, মারসম্পত্তি বা ব্রহ্মসম্পত্তি প্রার্থনা করব না। শুধু আমি প্রার্থনা করব, এই পুণ্যের ফলে আমি যাতে ভবিষ্যতে কোনো এক বুদ্ধের শাসনে মহানিসভ স্থবিরের মতো ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারি। শাস্তা জ্ঞানদৃষ্টিতে 'এর প্রার্থনা পূর্ণ হবে' দেখতে পেয়ে বললেন, উপাসক, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। ভবিষ্যতে লক্ষকল্প পরে পৃথিবীতে গৌতম নামক বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। তুমি তার শাসনে মহাকাশ্যপ স্থবির নামে তৃতীয় শ্রাবক হবে। বুদ্ধের এই কথা শোনার পর উপাসক 'বুদ্ধগণের কথা অব্যর্থ' এই ভেবে পরের দিন পাবার ন্যায় সেই সম্পত্তি লাভের কথা অবগত হলেন। তারপর থেকে সেই উপাসক আমরণকাল দান দিয়ে, শীল রক্ষা করে ও নানাবিধ পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্ম নিলেন।

তারপর থেকে দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। এখন হতে একানব্বই কল্প আগে বিপশ্বী সম্যকসম্বুদ্ধ বন্ধুমতী নগরকে আশ্রয় করে মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তখন সেই উপাসক দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে জীর্ণশীর্ণ জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেন। সেই সময় বিপশ্বী ভগবান বুদ্ধত্ব লাভের সপ্তম বর্ষে ধর্মদেশনা করলে পরে বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি হয়েছিল। সমগ্র জম্বুদ্বীপে দেবতারা বলতে লাগলেন যে, শাস্তা ধর্মদেশনা করবেন। ব্রাহ্মণ সেই সংবাদটি শুনেতে পেলেন। ব্রাহ্মণ ও তার স্ত্রী তাদের দুজনের মাত্র একটি করে অন্তর্বাস আছে। কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র স্বামী-স্ত্রী দুজনের জন্য মাত্র একটি। সেজন্য সেই ব্রাহ্মণ সমগ্র নগরে একসাটক ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত ছিলেন। কোনো কার্যোপলক্ষে ব্রাহ্মণগণ সমবেত হলে সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ঘরে রেখে নিজে সেই পরিধেয় বস্ত্রটি পরিধান করে সেখানে যেতেন এবং ব্রাহ্মণীগণ সমবেত হলে সেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে ঘরে রেখে নিজে সেই পরিধেয় বস্ত্রটি পরিধান করে সেখানে যেতেন। কিন্তু সেই দিন সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বললেন, ওগো, তুমি কি রাতে ধর্ম শুনতে যাবে নাকি দিনে? ব্রাহ্মণী বললেন, স্বামীন, আমি তো মেয়ে মানুষ, ভীরু প্রকৃতির। অতএব আমি রাতে ধর্ম শুনতে যেতে পারব না, দিনেই যাব। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে ঘরে রেখে সেই বস্ত্রটি পরিধান করে ধর্মশ্রবণেচ্ছু উপাসকদের সাথে বিহারে গিয়ে

শাস্তাকে বন্দনা নিবেদন করে একপার্শ্বে বসে ধর্ম শুনে, আবার সেই উপাসকদের সাথেই ঘরে ফিরে আসলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণও অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণীকে ঘরে রেখে সেই বস্ত্রটি পরিধান করে বিহারে গেলেন।

সেই সময় শাস্তা সমবেত পরিষদের মধ্যে সাজানো গুছানো ধর্মাসনে বসে উপবিষ্ট শ্রোতাদের চিত্তানুসারে আকাশগঙ্গায় অবতরণের ন্যায় ও সিনেরু পর্বতকে মর্দন করে সাগরে নিমজ্জিত করার ন্যায় ধর্মকথা বলছিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রোতৃমণ্ডলীর একদম শেষ প্রান্তে বসে ধর্ম শুনতে লাগলেন। প্রথম যামেই তার সমস্ত শরীর পরিব্যাপ্ত করে পঞ্চপ্রীতি উৎপন্ন হলো। সেই ব্রাহ্মণ পরিহিত বস্ত্রটি ধরে চিন্তা করলেন, এই বস্ত্রটি দশবল বুদ্ধকে দান করব। তারপর 'বহু সমস্যা হতে পারে' এই ভেবে তার মনে মাৎসর্য উৎপন্ন হলো। তিনি ভাবলেন, আমাদের দুজনের এই একটি মাত্র পরিধেয় বস্ত্র। এই একটি মাত্র বস্ত্র দান করে দিলে পরে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া বাইরে বেরোতে পারব না। এভাবে চিন্তা করার পর তার মনের সমস্ত দানচেতনাই অন্তর্হিত হলো। তারপর প্রথম যাম শেষে মধ্যম যামেও তার মনে পূর্বানুরূপ পঞ্চপ্রীতি উৎপন্ন হলো এবং পূর্বানুরূপ নানা বিচার-বিশ্লেষণের পর পূর্ববৎ দানচেতনা অন্তর্হিত হলো। অতঃপর মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হলে শেষ যামেও তার মনে পূর্বানুরূপ পঞ্চপ্রীতি উৎপন্ন হলো। তখন তিনি উৎপন্ন মাৎসর্য দমন করে বস্ত্রটি হাতে নিয়ে শাস্তার পদমূলে রাখলেন। তারপর বামহাতে বস্ত্রটি ধরে ডানহাতে তুলে 'আমার জয় হয়েছে, আমার জয় হয়েছে' বলে তিনবার উচ্চস্বরে চিৎকার করলেন।

সেই সময় বন্ধুসা রাজা ধর্মাসনের পেছনের সারিতে বসে ধর্ম শ্রবণ করছিলেন। 'আমার জয় হয়েছে, আমার জয় হয়েছে' এই চিৎকার শুনে রাজা বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। তারপর রাজা একজন লোককে আদেশ করলেন, 'যাও, তাকে জিজ্ঞেস কর, সে কী বলতে চাই?' এভাবে জিজ্ঞাসিত হলে ব্রাহ্মণ বললেন, হস্তীযানাদিতে আরোহিত হয়ে, অজিনচর্ম পরিহিত হয়ে প্রতিপক্ষের সৈন্যকে পরাজিত করা, ইহা তেমন কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। অথচ পেছনে আগমনরত দুর্বিনীত গরুকে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার ন্যায় আমি আমার চিত্তে উৎপন্ন মাৎসর্যকে পরাভূত করে একমাত্র পরিহিত বস্ত্রটি দশবল বুদ্ধকে দান করতে পেরেছি, ইহাই বড় আশ্চর্যের বিষয়! সেই লোকটি রাজাকে খবরটি জানালেন। শোনার পর রাজা ভাবলেন, আমরা দশবল বুদ্ধের অনন্ত গুণের কথা না জানলেও ব্রাহ্মণ জানতে পেরেছেন। সেই ব্রাহ্মণের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাকে দুটি

বস্ত্র দান করলেন। তা দেখে ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন, রাজা প্রথমে আমাকে নীরবে উপবিষ্ট দেখেও কিছুই দিলেন না। পরে শাস্তাগুণ সম্পর্কে কিছু বলার পরই এই বস্ত্র দুটি দান করলেন। অতএব এই বস্ত্রযুগল পাবার উপযুক্ত পাত্র হচ্ছেন শাস্তা। এই ভেবে ব্রাহ্মণ সেই বস্ত্র দুটি দশবল বুদ্ধকে দান করে দিলেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, ব্রাহ্মণ কী করেছেন? উত্তরে 'ব্রাহ্মণ সেই বস্ত্রটি তথাগতকে দান দিয়েছেন' শুনে আরও দুই জোড়া বস্ত্র সেই ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই দুই জোড়া বস্ত্রও শাস্তাকে দান করে দিলেন। পুনরায় রাজা 'আরও চার জোড়া বস্ত্র' এভাবে বস্ত্রযুগল পাঠিয়ে দিতে দিতে বত্রিশ বস্ত্র জোড়া পাঠালেন। তারপর ব্রাহ্মণ ভাবলেন, মনে হয় ইহা যেন বাড়িয়ে বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে।' তাই ব্রাহ্মণ করলেন কী, এক জোড়া নিজের জন্য আর এক জোড়া ব্রাহ্মণীর জন্য এই দুই জোড়া বস্ত্র রেখে বাকি ত্রিশ জোড়া তথাগতকে দান করলেন। তারপর থেকে সেই ব্রাহ্মণ শাস্তার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হলেন।

অনন্তর রাজা একদিন শীতকালে শাস্তার কাছে সেই ব্রাহ্মণকে ধর্ম শুনতে দেখে লক্ষ টাকা মূল্যমানের পরিহিত রক্তকম্বলটি দিয়ে বললেন, 'এখন থেকে এই বস্ত্রটি পরিধান করেই ধর্মশ্রবণ করবে।' সেই ব্রাহ্মণ তখন ভাবলেন, 'এত সুন্দর বস্ত্রটি এই অশুচিপূর্ণ দেহে জড়িয়ে কী হবে?' তারপর সেই ব্রাহ্মণ গন্ধকুঠিরের ভিতরে তথাগতের মঞ্চের উপরে চাঁদোয়া আকারে টাঙিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

অতঃপর একদিন রাজা খুব ভোরে বিহারে গিয়ে গন্ধকুঠিরের ভিতরে গিয়ে শাস্তার কাছে বসলেন। সেই মুহূর্তে বুদ্ধের ষড়রশ্মি সেই কম্বলে প্রতিফলিত হচ্ছিল। তাই সেই কম্বলটিকে আরও বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। রাজা তা দেখে নিজের দেওয়া কম্বলটি চিনতে পেরে বুদ্ধকে বললেন, 'ভন্তে, এই কম্বলটি তো আমার। এটি তো আমি একসাটক ব্রাহ্মণকে দিয়েছিলাম।' বুদ্ধ বললেন, 'মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণকে পূজা করেছেন, আর ব্রাহ্মণ আমাকে পূজা করেছেন। তখন রাজা চিন্তা করলেন, 'ব্রাহ্মণ আসলে আমার চাইতে বেশি জ্ঞানী। এই ভেবে তার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে একজন মানুষের যা যা প্রয়োজন তৎসমস্তই তাকে দান দিলেন এবং পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ দিলেন। সেই ব্রাহ্মণও রাজপ্রদত্ত সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে আজীবন দান দিয়ে ও শীল রক্ষা করে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন।

পুনরায় সেখান থেকে চ্যুত হয়ে এই ভদ্রকল্পে ভগবান কোণাগমন ও

কাশ্যপ বুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বারাণসীতে এক কুটুম্বিক (ধনী) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঘরবাস করতে করতে একদিন অরণ্যে হাঁটতে গেলেন। সেই সময় এক পচ্চেক বুদ্ধ নদীতীরে চীবর সেলাই করার সময় কাপড়ের সংকট হওয়ায় অসমাপ্ত চীবরটি ভাজ করে রেখে দিচ্ছিলেন। তিনি ঘটনা দেখে বললেন, ভন্তে, ভাজ করে রেখে দিলেন কেন? পচ্চেক বুদ্ধ বললেন, কাপড়ে কুলাচ্ছে না তাই। তখন সেই কুটুম্বিক 'ভন্তে, এটি দিয়েই সেলাই করুন' বলে নিজের উত্তরীয় বস্ত্রটি দান করে প্রার্থনা করলেন, 'জন্মে জন্মে যাতে আমার কোনো পরিহানি না হয়।'

এদিকে ঘরের মধ্যে তখন তার ভগ্নি ও ভার্যা মিলে দুজনে কলহ করছিল। এমন সময় পচ্চেক বুদ্ধ তাদের ঘরে পিণ্ডচারণ করতে আসলেন। তখন তার ভগ্নি পচ্চেক বুদ্ধকে পিণ্ড দান দিয়ে সেই ভার্যাকে লক্ষ করে প্রার্থনা করল, 'ভবিষ্যতে যাতে এমন মূর্খের সংসর্গ করতে না হয়।' সেই ভার্যা গৃহাঙ্গনে দাঁড়িয়ে তা শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে 'এর দেওয়া ভাত ইনি ভোজন না করুক' এই বলে নিজে তাঁর পাত্রটি হাতে নিয়ে ভাতগুলো ফেলে দিয়ে সেখানে ময়লা তুলে দিল। সেই ভগ্নি তা দেখে বললেন, 'মূর্খ কোথাকার, ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে গালি দাও আর মেরে ফেল। কিন্তু দুই অসংখ্য কল্প ধরে পারমী পূরণকারী এমন পচ্চেক বুদ্ধের পাত্র হতে ভাত ফেলে দিয়ে তাতে ময়লা দেওয়া মোটেও তোমার উচিত হয়নি।' তারপর সেই ভার্যার বোধোদয় হলো। সে 'ভন্তে, একটু দাঁড়ান বলে পাত্র হতে ময়লা ফেলে দিয়ে, পাত্রটি ভালোভাবে ধুয়ে সুগন্ধ চূর্ণ মেখে উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য পূরিয়ে দিয়ে পচ্চেক বুদ্ধের হাতে দিয়ে প্রার্থনা করল, 'এই ভাতগুলো যেমন ধবধবে সাদা তেমনি আমার সমস্ত শরীরও ধবধবে সাদা হোক।' পচ্চেক বুদ্ধ তার প্রার্থনা অনুমোদন করে আকাশপথে চলে গেলেন। অতঃপর সেই দম্পতি যথায়ুকাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন। পুনরায় সেখান থেকে চ্যুত হয়ে উপাসক কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বারাণসীতে আশিকোটি ধনীর ঘরে জন্ম নিলেন। আর তার স্ত্রীও তেমন এক ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যা হয়ে জন্ম নিলেন। তারা উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী কন্যার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে স্বামী গৃহে আসার পর থেকেই দরজার চৌকাট থেকে শুরু করে সমস্ত ঘরেই খোলা ঘুয়ের গর্ত হতে দুর্গন্ধ বের হওয়ার ন্যায় প্রচণ্ড রকম দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। শ্রেষ্ঠীপুত্র জিজ্ঞেস করলেন, এই গন্ধ কার কাছ থেকে বের হচ্ছে? উত্তরে 'শ্রেষ্ঠাকন্যার কাছ থেকে' শোনার পর তাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার

নির্দেশ দিলেন। পরে সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা এভাবে সাতটি কুলগৃহ হতে নির্বাসিত হয়েছিলেন।

সেই সময় দশবল কাশ্যপ বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলেন। তাঁর জন্য লক্ষটাকা মূল্যের সুবর্ণ ইট দ্বারা যোজন প্রমাণ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি চৈত্য নির্মাণ করা হচ্ছিল। নির্মাণকালে সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা চিন্তা করলেন, আমি এই পর্যন্ত সাতটি স্থান হতে নির্বাসিত হয়েছি, বেঁচে থেকে আমার লাভ কী? শ্রেষ্ঠীকন্যা নিজের সমস্ত আভরণ দিয়ে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে চারি আঙুলবিশিষ্ট সুবর্ণ ইট তৈরি করালেন। তারপর হরিদ্বর্ণের মনোশিলাপিণ্ড নিয়ে হাতে আটটি উৎপলপুষ্প নিয়ে চৈত্যাঙ্গনে গেলেন। সেই মুহূর্তে ইটা দিয়ে সেই চৈত্যটি নির্মাণ করে আসতে আসতে কিছু পরিমাণ ইটের অভাবে কাজটি শেষ করা যাচ্ছিল না। শ্রেষ্ঠীকন্যা রাজমিস্ত্রীকে বললেন, 'এই ইটগুলো আমি এনেছি। এই নেন এইগুলো দিয়ে কাজ শেষ করুন। রাজমিস্ত্রী বলল, হ্যাঁ ভদ্রে, আপনি যথাসময়েই এসেছেন, আপনি নিজ হাতেই তা স্থাপন করুন। তারপর সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা নিজের ইটটি যথাস্থানে স্থাপন করে সেই স্থানটিকে হাতে থাকা আটটি উৎপলপুষ্প দিয়ে পূজা ও বন্দনা করলেন এবং প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, এই পুণ্যের ফলে জন্মে জন্মে আমার দেহ হতে চন্দনগন্ধ বের হোক এবং মুখ হতে উৎপলগন্ধ বের হোক। প্রার্থনা শেষে পুনরায় চৈত্যকে বন্দনা নিবেদন করে প্রদক্ষিণ শেষে নিজ গৃহে চলে গেলেন।

অন্যদিকে সেই মুহূর্তেই তাকে প্রথমে যেই ঘরে নেওয়া হয়েছিল সেই শ্রেষ্ঠীপুত্রের মনে তার কথা মনে পড়ল। নগরের মধ্যে তখন নক্ষত্র উৎসব উৎযাপিত হচ্ছিল। সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র নিজের পরিচারককে বললেন, 'পূর্বের সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা এখন কোথায়? 'প্রভু, সে তো তার নিজের ঘরে'। 'যাও, তাকে নিয়ে আস, নক্ষত্র উৎসবে তাকে নিয়ে ক্রীড়া করব।' পরিচারক শ্রেষ্ঠীকন্যার ঘরে গিয়ে তাকে বন্দনা করে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। তখন তাকে শ্রেষ্ঠীকন্যা জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস, এখানে আসার কারণ কী?' পরিচারক সমস্ত ঘটনা তাকে জানালেন। শ্রেষ্ঠীকন্যা বললেন, 'বৎস, আমি তো আমার সমস্ত আভরণ দিয়ে চৈত্য পূজা করেছি। তাই আমার তো এখন কোনো আভরণ নেই।' পরিচারক ফিরে গিয়ে শ্রেষ্ঠীপুত্রকে তা জানালেন। শ্রেষ্ঠীপুত্র বললেন, 'যাও তাকে নিয়ে আস, এখানে আসলে পরিধেয় আভরণ সে পেয়ে যাবে।' তারপর পরিচারকেরা গিয়ে সেই শ্রেষ্ঠীকন্যাকে নিয়ে আসলেন। শ্রেষ্ঠীকন্যা ঘরে প্রবেশের সাথে সাথেই সমস্ত ঘর চন্দনগন্ধ ও উৎপলগন্ধে ভরে গেল। শ্রেষ্ঠীপুত্র তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভদ্রে, তোমার শরীর হতে

প্রথমে দুর্গন্ধ বের হতো। আর এখন দেখছি তোমার শরীর হতে চন্দনগন্ধ ও মুখ হতে উৎপলগন্ধ বের হচ্ছে, ইহার কারণ কী? তখন সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা জানালেন। শ্রেষ্ঠীপুত্র চিন্তা করলেন, 'অহো, বুদ্ধের শাসন কতোই হিতকর ও মঙ্গলদায়ক।' এরূপ বুদ্ধশাসনের প্রতি অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হয়ে তিনি এক যোজনবিশিষ্ট একটি সুবর্ণচৈত্য উত্তম কম্বল দিয়ে আচ্ছাদিত করে সেখানে রথচক্র-প্রমাণ, সুবর্ণ পদ্ম দিয়ে সাজিয়ে তুললেন। তার চতুর্পার্শ্বে বারো হাতবিশিষ্ট কাপড় ঝুলিয়ে দিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র সেখানে যথায়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন। পুনরায় সেখান হতে চ্যুত হয়ে বারাণসী হতে একযোজন দূরে এক জায়গায় জনৈক অমাত্যকুলে জন্ম নিলেন। তার স্ত্রীও দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে রাজপরিবারে বড় রাজকন্যা হয়ে জন্ম নিলেন। তারা উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক হলে একদিন সেই কুমারের গ্রামে নক্ষত্র উৎসব উৎযাপিত হচ্ছিল। কুমার মাকে বলল, 'মা, আমাকে একটি বস্ত্র দাও, আমি নক্ষত্র উৎসবে ক্রীড়া করব।' তার মা তখন তাকে একটি ধৌত বস্ত্র বের করে দিল। কুমার বলল, 'মা, ইহা অত্যন্ত স্থূল ও রুক্ষ।' তার মা তখন অন্য একটি বস্ত্র বের করে দিল। সে তাও নিল না। তারপর তার মা তাকে বলল, 'বৎস, আমরা যেই ঘরে জন্মেছি, তাতে এর চাইতে সূক্ষ্ম ও কোমল বস্ত্র পাবার পুণ্য আমাদের নেই।' কুমার বলল, 'মা, তাহলে আমি যেখানে গিয়ে সেই বস্ত্র পাব, সেখানেই যাচ্ছি।' মা বলল, 'পুত্র, তোমার জন্য আজই সমস্ত বারাণসী রাজ্য পাবার ইচ্ছা করছে আমার।' কুমার মাকে বন্দনা করে 'মা, আমি চলে যাচ্ছি' বলে চলে গেল। মাও বলল, 'যাও বৎস, যাও।' কুমার ঘর হতে বের হয়ে বারণসীতে গিয়ে উদ্যানের মঙ্গল শিলার উপর মস্তকাবৃত করে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন বারাণসীর রাজা মৃত্যুবরণ করেছেন মাত্র সাত দিন হলো।

এদিকে অমাত্যগণ রাজার শরীরকৃত্য শেষ করার পর রাজ-অঙ্গণে বসে পরস্পর পরামর্শ করছিলেন এইভাবে : 'রাজার একটি মাত্র কন্যা আছে। কিন্তু কোনো পুত্র নেই। রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কাকে রাজা করলে ভালো হয়?' তখন অমাত্যগণ পরস্পর বলাবলি করছিলেন ও পরস্পরকে বলছিলেন, 'তুমি রাজা হও, তুমি রাজা হও।' পুরোহিত বললেন, 'একে ওকে দেখে লাভ নেই, চলুন আমরা সবাই সাজানো গুছানো চমৎকার একটি রথ ছেড়ে দেব।' তখন তারা সবাই মিলে কুমুদবর্ণের চারিটি সিন্ধু দেশীয় অশ্বকে রথের সাথে বেঁধে, পঞ্চবিধ রাজভাণ্ড

ও শ্বেতচ্ছত্র স্থাপন করে রথটি ছেড়ে দিলেন। তারপর তার পেছনে পেছনে বিবিধ বাদ্যতূর্য বাজানোর ব্যবস্থা করলেন। সেই রথটি ক্রমে পুরনো দ্বার দিয়ে বের হয়ে উদ্যানের অভিমুখে যাত্রা করল। তখন কেউ কেউ বলল, 'রথটি উদ্যানের অভিমুখেই যাচ্ছে, তাই রথটিকে আমরা থামিয়ে দেব।' পুরোহিত বললেন, 'না, রথটিকে থামাবে না।' সেই রথটি তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে গিয়ে কুমারকে প্রদক্ষিণ করল এবং রথে আরোহণের জন্য আপনাতেই দরজাটা খুলে গেল। পুরোহিত পায়ের কাপড়টি উল্টায়ে পদতল দেখে বললেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, ইনিই এই রাজ্য শাসন করার যোগ্য ব্যক্তি।' তারপর বেশ জোড়ে তিনবার তূর্য বাজানোর আদেশ দিলেন।

অতঃপর কুমার সেই তূর্য শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। মুখের কাপড় সরিয়ে সামনে লোকজনকে দেখে বললেন, 'আপনারা এখানে কেন এসেছেন?' তারা বললেন, 'প্রভু, আপনাকেই আমাদের রাজ্য শাসন করতে হবে।'

কুমার বললেন, 'আপনাদের রাজা কোথায়?' তারা বললেন, 'প্রভু, তিনি মারা গেছেন।' কুমার বললেন, 'কতদিন হলো?' তারা বললেন, 'সাত দিন হলো প্রভু।' কুমার বললেন, 'তার পুত্র কিংবা কন্যা নেই?' তারা বললেন, 'প্রভু, তার একটি কন্যা আছে, কিন্তু কোনো পুত্র নেই।'

কুমার বললেন, 'তাহলে আমিই রাজ্যে পরিচালনা করব।'

তৎক্ষণাৎ তারা অভিষেকমণ্ডপ তৈরি করে রাজকন্যাকে সর্ণালংকারে ভূষিত করে উদ্যানে এনে কুমারকে অভিষিক্ত করলেন। সেই অভিষেক অনুষ্ঠানে তারা লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। কুমার বললেন, 'বৎস, ইহা কী?' তারা বললেন, 'প্রভু, ইহা পরিধেয় বস্ত্র।' কুমার বললেন, 'ইহা এত স্থূল ও রুক্ষ কেন?' তারা বললেন, 'প্রভু মানুষের পরিভোগ্য বস্ত্রের মধ্যে এর চাইতে কোমল বস্ত্র আর নেই।' তোমাদের রাজা কি এই বস্ত্রই পড়তেন?' 'হ্যাঁ প্রভু।' 'তোমাদের রাজা তো দেখছি পুণ্যবান নয়। যাও, একটি সোনার পাত্র নিয়ে আস। আমি সেখান হতে বস্ত্র নেব।' তারপর তারা সোনার পাত্র আনলেন। কুমার হাত ও মুখ ধুয়ে হাতে জল নিয়ে পূর্বদিকে ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তখন পৃথিবী ভেদ করে আটটি কল্পবৃক্ষ উৎপন্ন হলো। কুমার সেখান থেকে একটি দিব্যবস্ত্র পরিধান করে আদেশ দিলেন যে, নন্দরাজা রাজত্বে অভিষিক্ত হয়েছেন, তাই এই রাজ্যের সমস্ত সূত্রধর স্ত্রীলোককে কাপড় বুনবে না বলে ডোল পিটিয়ে ঘোষণা করে

দাও। তারপর কুমার ছাতা ঊর্ধ্বে তুলে অলংকৃত হয়ে হাতির পিঠে চড়ে নগরে প্রবেশপূর্বক রাজপ্রাসাদে আরোহণ করে মহাসম্পত্তি ভোগ করলেন।

এভাবে যাবার সময় দেবী রাজার এমন বিত্ত-বৈভব দেখে করুণাবশত বললেন, 'অহো, তপস্বী!' রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'দেবী, ইহা কী?' দেবী বললেন, 'প্রভু, আপনার প্রভূত বিত্ত-বৈভব।' ইহা অতীতে বুদ্ধগণকে শ্রদ্ধার সাথে দান করার ফল। কিন্তু আপনি তো এখন ভবিষ্যতের জন্য কোনো পুণ্যকর্মই করছেন না।' 'কাকে দান করব, এখন তো কোথাও শীলবান নেই।' 'প্রভু, জম্বুদ্বীপ অর্হৎশূন্য নয়। প্রভু, আপনি দানের আয়োজন করুন আমি আপনাকে অর্হৎ এনে দিচ্ছি।' পরদিন রাজা প্রাচীনদ্বারে দানের আয়োজন করলেন। দেবী খুব ভোরে উপাসথশীল অধিষ্ঠান করে প্রাসাদের উপরে গিয়ে পূর্বাভিমুখী হয়ে ভুলুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'যদি এই দিকে কোনো অর্হৎ থেকে থাকেন, তাহলে আগামীকাল এখানে এসে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন।' কিন্তু সেই দিকে কোনো অর্হৎই ছিলেন না। তাই সেই আয়োজিত দান সমস্তই যাচকদের দিলেন।

পরদিন দক্ষিণদ্বারেও সেভাবেই দানের আয়োজন করলেন, কিন্তু সেই দিকেও কোনো দক্ষিণার্হ অর্হৎ পেলেন না। তদ্রূপ পশ্চিমদ্বারেও। কিন্তু উত্তরদ্বারে পূর্বানুরূপ দানের অয়োজন করে দেবী নিমন্ত্রণ করলে হিমালয়ে বসবাসরত পদুমবতীর পুত্র পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ মহাপদুম পচ্চেক বুদ্ধ ভাইকে বললেন, 'ভাই, নন্দরাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ করছেন, সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো।' তারা সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে পরদিন অনোতত্তদহ হ্রদে মুখ ধুয়ে আকাশপথে গিয়ে উত্তরদ্বারে অবতরণ করলেন। লোকেরা তাদের দেখে রাজার কাছে গিয়ে জানালেন, 'প্রভু, পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধ এসেছেন।' দেবীসহ রাজা সেখানে গিয়ে বন্দনা নিবেদনপূর্বক পচ্চেক বুদ্ধগণকে প্রাসাদে তুললেন। সেখানে তাদের দান দিলেন। ভোজন শেষে রাজা সংঘস্থবিরকে ও দেবী সর্বকনিষ্ঠ পচ্চেক বুদ্ধের পদমূলে মাথা নত করে অনুমতি চাইলেন, 'ভন্তে, আর্যগণ যাতে চতুর্প্রত্যয়ে কষ্ট না পান এবং আমরাও যাতে পুণ্য হতে বঞ্চিত না হই, সেজন্য আপনারা এখানে আজীবন বসবাস করবেন বলে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিন।' পচ্চেক বুদ্ধগণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। তারপর তারা উদ্যানে পাঁচশত পর্ণশালা ও চঙ্ক্রমণঘর নির্মাণ করালেন এবং তখন থেকে পচ্চেক বুদ্ধগণ সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।

এভাবেই সময় অতিক্রান্ত হতে লাগল। একদিন রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে

অরাজকতা দেখা দিলে রাজা দেবীকে এই বলে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন, ‘আমি প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্ভূত অরাজকতা দূর করতে সেখানে যাচ্ছি, তুমি পচ্চেক বুদ্ধগণের দেখভাল করবে।’ রাজা সেখান থেকে ফিরে আসার আগেই পচ্চেক বুদ্ধগণের আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল। মহাপদুম পচ্চেক বুদ্ধ রাত্রির তিনটি যাম ধ্যানে রত থেকে অরুণোদয়ের সময় চঙ্ক্রমণ ঘরের খুটি ধরে দাঁড়ানো অবস্থায়ই অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হলেন। ঠিক এভাবেই অবশিষ্ট সকল পচ্চেক বুদ্ধগণও পরিনির্বাপিত হলেন। পরদিন দেবী পচ্চেক বুদ্ধগণের জন্য বসার আসন সাজিয়ে তাতে ফুল ছিটিয়ে দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে পচ্চেক বুদ্ধগণের আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকলেন। দেবী তাদের আসতে না দেখে লোক পাঠালেন এই বলে, ‘বৎস যাও, আর্যদের কোনো সমস্যা হয়েছে কি না জেনে আস।’ তারা সেখানে গিয়ে মহাপদুম পচ্চেক বুদ্ধের পর্ণশালার দরজা খুলে সেখানে তাকে দেখতে পেলেন না। তারপর চঙ্ক্রমণঘরে গিয়ে ঘরের খুটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বন্দনা নিবেদন করে বললেন, ‘ভন্তে, পিণ্ড গ্রহণের সময় হয়েছে।’ পরিনির্বাপিত শরীর কী আর বলবে! নীরব দেখে তারা মনে করলেন সম্ভবত ঘুমাচ্ছেন। তারপর হাত দিয়ে পায়ে স্পর্শ করে পায়ের শীতলতা ও স্তব্ধতা দেখে বুঝতে পারলেন যে, ইনি পরিনির্বাপিত হয়েছেন। তারপর অন্য একজনের কাছে গিয়ে সেখানে একই অবস্থা দেখতে পেলেন। এভাবে সকল পচ্চেক বুদ্ধগণ পরিনির্বাপিত হয়েছেন জানতে পেরে রাজকুলে চলে আসলেন। দেবী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘বৎস, পচ্চেক বুদ্ধগণ কোথায়?’ তারা বললেন, ‘দেবী, তারা পরিনির্বাপিত হয়েছেন।’ তখন দেবী কাঁদতে কাঁদতে নাগরিকদের সাথে সেখানে গিয়ে সসম্মানে পচ্চেক বুদ্ধগণের শরীরকৃত্য করার পর ধাতুগুলো নিয়ে চৈত্য প্রতিষ্ঠা করালেন।

রাজা প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্ভূত অরাজকতা দূর করার পর ফিরে এসে দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভদ্রে, তুমি পচ্চেক বুদ্ধগণের যথাযথ দেখভাল করেছ তো? আর্যগণ সুস্থ ছিলেন তো?’ দেবী বললেন, ‘প্রভু, পচ্চেক বুদ্ধগণ পরিনির্বাপিত হয়েছেন।’ তা শোনার পর রাজা চিন্তা করলেন, ‘ঈদৃশ পণ্ডিত ব্যক্তিদের যদি মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাহলে আমাদের মুক্তি কোথায়?’ রাজা নগরে না ঢুকেই উদ্যানে গেলেন। তারপর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডেকে তার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে নিজে শ্রমণপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। দেবীও চিন্তা করলেন, ‘রাজা প্রব্রজিত হয়েছেন, আমি গৃহে থেকে কী করব?’ এই ভেবে তিনিও উদ্যানে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তারা দুজনেই ধ্যান অনুশীলন

করে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হলেন।

তারা সেখানে অবস্থানকালে চিন্তা করতে লাগলেন যে, আমাদের শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর অনুক্রমে রাজগৃহে উপনীত হবেন। তাই তারা শাস্তা দেবলোকে অবস্থানকালেই পিপ্পলীমানব মগধরাষ্ট্রে মহাতীর্থ নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রামে কপিল ব্রাহ্মণের ভগ্নির গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। এবং ভদ্রাকপিলানী মর্দরাষ্ট্রে সাগলনগরে কোশিয় গোত্র ব্রাহ্মণের ভার্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তারা অনুক্রমে বয়স বাড়তে বাড়তে যখন পিপ্পলিমানবের বয়স বিশ ও ভদ্রাকপিলানীর বয়স ষোল তখন পিপ্পলিমানবের মা-বাবা তাকে দেখে বললেন, 'বৎস, তুমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। কুলের বংশ রক্ষা করতে হবে।' পিপ্পলিমানব মা-বাবাকে বললেন, 'আমাকে এমন কথা বলবেন না। আপনারা যত দিন বেঁচে থাকবেন তত দিন আমি আপনাদের সেবা-শুশ্রূষা করব। আপনাদের মৃত্যুর পর আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হবো।' তারা কিছুদিন পর আবার একই কথা বললেন। পিপ্পলিমানবও একইভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর তার মা বারবার একই কথা বলতে লাগলেন।

পিপ্পলিমানব 'মায়ের বোধোদয় করাব' এই ভেবে রক্তবর্ণের হাজার সুবর্ণ মুদ্রা দিয়ে স্বর্ণকারদের মাধ্যমে একটি অনিন্দ্য সুন্দরী স্ত্রী-প্রতিমা নির্মাণ করালেন। তাতে লাল বস্ত্রালংকার দিয়ে অলংকৃত করে বললেন, 'মা, এমন অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়ে পেলেই আমি সংসারী হবো, আর না পেলে সংসার ত্যাগ করব।' ব্রাহ্মণী ছিলেন ভীষণ বিচক্ষণ, পণ্ডিত। তিনি ভাবলেন, 'আমার পুত্র অত্যন্ত পুণ্যবান। সে অতীত জন্মে কত দান দিয়েছে, পুণ্যকর্ম করেছে। সে পুণ্যকর্ম করার সময় একা করেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সাথে পুণ্যকর্ম করা এমন কোনো অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়ে থাকবে। অতঃপর ব্রাহ্মণী আটজন ব্রাহ্মণকে ডেকে প্রভূত ভোগসম্পত্তি দিয়ে সন্তুষ্ট করে সেই সুবর্ণ প্রতিমাসহ রথে তুলে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এই বলে যে, 'যাও বৎসগণ, যেখানে জাতি-গোত্র প্রভৃতির দিক দিয়ে আমাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন কুলগৃহ আছে, সেখানে গিয়ে এই সুবর্ণ প্রতিমার মতো একজন কন্যা দেখ। পেলে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি করবে।'

তারপর তারা বেরিয়ে পড়লেন। তারা ভাবলেন, 'মর্দরাষ্ট্রটিতে নাকি অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। তাই আমরা প্রথমে সেখানেই যাবো।' যেই ভাবা সেই কাজ। তারা মর্দরাষ্ট্রে গেলেন। অতঃপর তারা সেই সুবর্ণ প্রতিমাটিকে স্নানঘাটে রেখে একপাশে বসলেন। এদিকে পরিচারিকা

ভদ্রাকপিলানীকে স্নান করানোর পর সাজালেন। তারপর নিজে স্নান করতে স্নানঘাটে গিয়ে সেই সুবর্ণ প্রতিমাটিকে দেখে বললেন, 'অবিনীত কোথাকার! কীজন্য এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছো!' বলার পরপরই পিঠে চাপড় দিয়ে বুঝতে পারলেন যে, আসলে ইহা সুবর্ণ প্রতিমা। তখন তিনি বললেন, কী আশ্চর্য ইহা তো দেখতে একদম আমার আর্যকন্যার মতো! এমনকি পরিহিত বস্ত্রও অবিকল।' তারপর সেই ব্রাহ্মণেরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার প্রভুর মেয়ে কি দেখতে অবিকল এ রকমই? পরিচারিকা বললেন, 'কী যে বলেন, এই সুবর্ণ প্রতিমার চাইতে আমার প্রভুর মেয়ে লক্ষ গুণ সুন্দরী। তিনি যখন নিজ কক্ষে প্রবেশ করেন তখন তার সমস্ত কক্ষটি তার শরীরের আলোয় সমস্ত অন্ধকার দূর হয়।' তখন তাকে ব্রাহ্মণেরা বললেন, আমরা তাহলে তার মাতাপিতার কাছে যাব। তারপর তারা সুবর্ণ প্রতিমাটিকে রথে উঠিয়ে সেই ধাত্রীর সাথে তাদের ঘরে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমে আগমন সংবাদটি জানালেন।

ব্রাহ্মণ তাদের অভ্যর্থনা জানানোর পর 'কোথা থেকে এসেছেন?' জানতে চাইলেন। তারা বললেন, 'আমরা মগধরাষ্ট্রের মহাতীর্থ গ্রামে বসবাসরত কপিলব্রাহ্মণের ঘর হতে এখানে এই কারণে এসেছি।' তখন ব্রাহ্মণ বললেন, 'ভালোই তো, সেই ব্রাহ্মণ পরিবারটি জাতি-গোত্র প্রভৃতির দিক দিয়ে আমাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন। অতএব কন্যা বিয়ে দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।' তারা সেই খবরটি কপিলব্রাহ্মণের কাছে পাঠালেন এই বলে, 'প্রভু, ভদ্রাকপিলানী নামে একজন কন্যা পাওয়া গিয়েছে, এখন কী করণীয় জানাতে পারেন।' খবরটি শুনে তারা পিপ্পলিমানবকে বললেন, 'বৎস, কন্যা পাওয়া গিয়েছে।' পিপ্পলিমানব, মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, 'আমি তো ভেবেছি, পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখন পাওয়া গিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। এখন আমি নিজের অনিচ্ছার কথা জানিয়েই তাকে একটি পত্র পাঠাব। তারপর নির্জনে গিয়ে একটি পত্র লিখলেন এইভাবে : 'ভদ্রা, তুমি তোমার সমমর্যাদাসম্পন্ন স্বামী লাভ কর, এটা একান্তভাবে আমি চাই। মনে রাখবে আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হবো। তাই আমাকে বিয়ে করে পরে অনুতপ্ত হও আমি তা চাই না।' এদিকে ভদ্রাও শুনতে পেলেন যে, আমাকে নাকি অমুকের জন্য বিয়ে দেওয়া হবে। তিনিও নির্জনে গিয়ে একটি পত্র লিখলেন এইভাবে : 'আর্যপুত্র, আপনি আপনার সমমর্যাদাসম্পন্ন স্ত্রী লাভ করুন, এটা আমি আন্তরিকভাবে চাই। মনে রাখবেন, আমি কিন্তু গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হবো। তাই আমাকে বিয়ে করে পরে অনুতপ্ত হোন আমি তা

চাই না।’ দুজনের লিখিত দুটি পত্র পথিমধ্যে একই জায়গায় পৌঁছাল। তারা বলাবলি করছিল, ‘ইহা কার পত্র?’ ‘ইহা পিপ্পলিমানবের।’ ‘আর ইহা কার পত্র?’ ‘ইহা ভদ্রাকপিলানীর।’ এভাবে বলা হলে তারা দুজনের পত্র পড়ে ‘এই দেখ, বালকদের কাজ’ এই বলে পত্র দুটি ছিড়ে ফেললেন। তারপর ঠিক একইভাবে অন্য দুটি পত্র লিখে পরস্পরকে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবেই তাদের উভয়কেই প্রেমপত্র পাঠিয়ে দিয়ে তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহকার্য সম্পন্ন করা হলো।

সেই দিনই পিপ্পলি মানব ভদ্রাকপিলানীকে একটি পুষ্পমাল্য দিলেন। ভদ্রাকপিলানীও সেই পুষ্পমাল্যটি শয়নের সময় দুজনের মাঝখানে রাখলেন। এভাবে তারা উভয়েই পৃথকভাবে শয়ন করতে লাগলেন। পিপ্পলিমানব ডানপাশে শয়ন করতেন, আর ভদ্রাকপিলানী বামপাশে শয়ন করতেন। পরস্পর পরস্পরকে বললেন, যার দিকের ফুলগুলো বিবর্ণ হবে, তার রাগচিত্ত উৎপন্ন হয়েছে বলে আমরা জানব। অন্যথায় এই পুষ্পমাল্য স্পর্শও করব না।’ তারা পরস্পরের শরীর স্পর্শ হবে এই ভয়ে সমস্ত রাত্রিই নিদ্রা না গিয়ে কাটিয়ে দিতেন। এমনকি দিনেও পরস্পরের সাথে হাস্যরস করতেন না। তারা এভাবে লোকামিষ মুক্ত থেকে মা-বাবা মারা না যাওয়া পর্যন্ত আত্মীয়তা বিচার না করে, মারা যাওয়ার পরই আত্মীয়তা বিচার করলেন। পিপ্পলিমানবের বিশাল বিত্ত-বৈভব। তিনি একদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে মহাজনতা পরিবৃত হয়ে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পেলেন, ‘লাঙলের দ্বারা ছিন্নভিন্ন মৃত কীটকে কয়েকটি কাক খাচ্ছিল।’ ইহা দেখে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বৎসগণ, এরা কী খাচ্ছে?’ ‘মৃত কীটকে খাচ্ছে।’ ‘এদের কৃত পাপ কার হবে?’ ‘আপনার আর্য।’ তখন তিনি ভাবলেন, ‘এদের কৃতপাপ যদি আমার হয়ে থাকে, তাহলে এই আশিকোটি বিত্ত-বৈভব দিয়ে আমি কী করব? বরঞ্চ এই সমস্ত সম্পত্তি আমি ভদ্রাকপিলানীকে দিয়ে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হব।

এদিকে ভদ্রাকপিলানী সেই মুহূর্তে উঠানে তিনটি তিলের কুম্ভ বের করে ধাত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে বসা অবস্থায় কাকগুলো তিলের মধ্যে থাকা ছোট ছোট প্রাণীকে খেতে দেখে ‘মা, এরা কী খাচ্ছে?’ বলে জানতে চাইলেন। ‘আর্যা ছোট ছোট প্রাণী।’ ‘এতে কার পাপ হচ্ছে?’ ‘আর্যা, আপনারই পাপ হচ্ছে।’ তখন তিনি ভাবলেন, ‘আমাকে প্রথমে চারি হাতবিশিষ্ট একটি বস্ত্র ও এক নালি পরিমাণ ভাত নিতে হয়। এদের কৃত পাপ যদি আমাকেই নিতে হয়, তাহলে জন্মজন্মান্তরের পাপের ভারে আমি মাথাও তুলতে পারব না।

আর্যপুত্র কর্মক্ষেত্র হতে ফিরে আসলে আমাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি তাকে দিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হবো। পিপ্পলিমানব এসে স্নান করে প্রাসাদে আরোহণ করলেন এবং মহার্ঘ মূল্যের শয্যার উপর বসলেন। অতঃপর তাদের জন্য চক্রবর্তী রাজার পরিভোগ্য ভোজন আনা হলো। তারা দুজনেই ভোজন করার পর আত্মীয় পরিজন চলে গেলে নির্জনে আরামদায়ক জায়গায় বসলেন। তখন পিপ্পলি মানব ভদ্রাকপিলানীকে বললেন, 'ভদ্রে, এই ঘরে আসার সময় তুমি কী পরিমাণ ধন সাথে এনেছিলে?' 'আর্য, পঞ্চান্ন হাজার শকট।' 'ভদ্রে, সেই সমস্ত ধন ও এই ঘরে সাতাশি কোটি ধন ও ষাটটি বিশাল দীঘি আছে, তৎসমস্তই আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।' 'আর্য, আপনি কোথায় যাবেন?' 'ভদ্রে, আমি প্রব্রজিত হবো।' 'আর্য, আমি আপনার আগমনের অপেক্ষায় বসে থেকে কী করব, আমিও প্রব্রজিত হবো।' তখন তাদের মনে হলো কামভব, রূপভব ও অরূপভব এই ত্রিবিধ ভব যেন জ্বলন্ত পর্ণকুঠির। তারপর তারা দোকান থেকে হলুদ কাষায় বস্ত্র চীবর ও মৃত্তিকাপাত্র আনিয়ে পরস্পরের চুল কেটে 'পৃথিবীতে যিনিই অর্হৎ হয়েছেন তাঁর উদ্দেশেই আমাদের প্রব্রজ্যা' এই বলে প্রব্রজিত হলেন। তারপর পাত্র থলিতে ভরে কাঁধে নিয়ে প্রাসাদ হতে নেমে পড়লেন। ঘরের দাস, কর্মচারী কেউই জানে না।

অনন্তর তারা ব্রাহ্মণ গ্রাম হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দাসদের গ্রামের দরজায় গিয়ে পৌঁছালে তাদের দুজনে পোশাক-আশাক, হাব-ভাব ও চাল-চলন দেখে দাসগ্রামের সবাই বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তখন তারা তাদের পায়ে পরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আর্য, আমাদের অনাথ করে চলে যাচ্ছেন কেন?' তখন তারা বললেন, বৎসগণ, আমরা মনে করি এই ত্রিবিধ ভব জ্বলন্ত পর্ণশালার মতো। তাই আমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। আমরা যদি তোমাদের প্রত্যেককে ভরণ পোষণ করি তাহলে শতবর্ষও কুলাবে না। তোমরাই তোমাদের ভরণপোষণ কর। আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবন ধারণ কর। দাসেরা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করলেও তারা চলে গেলেন।

স্থবির আগে আগে যাবার সময় পেছন দিকে একটু তাকিয়ে চিন্তা করলেন, এই ভদ্রাকপিলানী সমগ্র জম্বুদ্বীপের মধ্যে অন্যতম সুন্দরী স্ত্রী। সে আমার পেছনে পেছনে আসছে। এমনও তো হতে পারে যে, কোনো মানুষ ভাবছে 'এরা প্রব্রজিত হয়েও পরস্পরকে পরস্পর ত্যাগ করতে পারছে না এবং অনুচিত কর্ম করছেন'। এভাবে কেউ আমাদের প্রতি অমূলকভাবে খারাপ ধারণা পোষণ করে অপায়ে গমন করুক, ইহা আমি চাই না। তাই

আমাকে অবশ্যই একে ছাড়তে হবে। এই চিন্তা করে যেতে যেতে একটি দ্বিধাবিভক্ত রাস্তা দেখতে পেয়ে দাঁড়ালেন। ভদ্রাকপিলানীও সামনে এসে বন্দনাপূর্বক দাঁড়ালেন। অতঃপর পিপ্পলিমানব তাকে বললেন, 'ভদ্রে, তোমার মতো মেয়ে আমার পেছনে পেছনে আসতে দেখে 'এরা প্রব্রজিত হয়েও পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করতে পারছেন না' এই ভেবে আমাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে। এতে করে বহু মানুষ অপায়ে যেতে পারে। এখন এই দ্বিধাবিভক্ত পথে তুমি একটি বেছে নাও, আমি অন্যপথে গমন করব।' ভদ্রাকপিলানী 'হ্যাঁ আর্য, মেয়ে মানুষ প্রব্রজিতদের বাধাস্বরূপ। প্রব্রজিত হয়েও পরস্পর ছাড়াছাড়ি হতে পারছেন না এই ভেবে তারা আমাদের প্রতি প্রদুষ্টচিত্ত হতে পারে।' এই বলে তিনবার প্রদক্ষিণ করে চারি স্থানে পঞ্চাঙ্গ লুটায়ে বন্দনা করে দুটি হাত জোড় করে প্রণামের আকারে ঊর্ধ্বে তুলে 'আজ আমাদের লক্ষকল্পের মিত্রতা বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে। আপনি পুরুষ মানুষ তাই ডানদিকে যান। আর আমি মেয়ে মানুষ, তাই বামদিকে যাই। এই বলে বন্দনাপূর্বক হাঁটা শুরু করলেন। তাদের দুজন পরস্পর বিছিন্ন হওয়ার সময় এই মহাপৃথিবী 'আমি এই চক্রাবালের সিনেরু পর্বত প্রভৃতি ধারণ করতে সমর্থ হলেও আপনাদের গুণ ধারণ করতে সমর্থ নই' এভাবে বলার ন্যায় বিকট শব্দে কম্পিত হয়েছিল। আকাশে অশনি শব্দ উদ্গাত হওয়ার ন্যায় চক্রবাল পর্বত হতে শব্দ নির্গত হয়েছিল।

এদিকে সম্যকসম্বুদ্ধও বেণুবন মহাবিহারের কুঠিরে বসে ভূকম্পনের শব্দ শুনতে পেলেন। 'ভূকম্পন কী কারণে হচ্ছে?' চিন্তা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন পিপ্পলিমানব ও ভদ্রাকপিলানী আমার উদ্দেশে প্রভূত বিত্ত-বৈভব ত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়েছেন। তারা দুজনে দুই পথে গিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় উভয়ের মহান গুণের প্রভাবে এই পৃথিবী কম্পিত হয়েছে। এখন আমাকে অবশ্যই তাদের উপকার করতে হবে। এই ভেবে গন্ধকুঠি হতে বের হয়ে নিজে পাত্র-চীবর নিয়ে আশিজন মহাস্থবিরকে কিছুই না জানিয়ে তিন গাবুত[১] রাস্তা মুহূর্তেই অতিক্রম করে রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যে বহুপুত নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে পদ্মাসনে বসলেন। উপবেশনের সময় জনৈক পাংশুকূলিক ভিক্ষুর ন্যায় উপবেশন না করে বুদ্ধবেশ ধারণ করে আশি হাতবিশিষ্ট বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ করেই বসলেন। এভাবে সেই মুহূর্তে বুদ্ধরশ্মি এখানে-ওখানে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল। সূর্য উদিত হলে যেমন অন্ধকার

---

[১]। এক গাবুত সমান দুই মাইলের সামান্য একটু কম।

সম্পূর্ণরূপে কেটে যায়, তদ্রূপ এমন বুদ্ধরশ্মি ছড়িয়ে পড়ার ফলে সমস্ত বন-জঙ্গল একই বর্ণ ধারণ করল। তখন বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের শ্রী-সৌন্দর্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে সমগ্র আকাশকে মনে হচ্ছিল শুভ্রসমুজ্জ্বল তারার মতো। জল ও বন-জঙ্গল মুকুল উদ্গত সুপুষ্পিত বৃক্ষের মতো শোভা পাচ্ছিল। নিগ্রোধবৃক্ষের শাখাগুলো নীল, কিন্তু পাকলে সেগুলো লাল হয়ে যায়। অথচ সেই দিন সমস্ত নিগ্রোধবৃক্ষই সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করেছিল।

মহাকাশ্যপ স্থবির সেই অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলেন, 'নিশ্চয় ইনিই আমাদের শাস্তা হবেন। সম্ভবত উনার উদ্দেশেই আমি প্রব্রজ্যা নিয়েছি।' তারপর কাছে গিয়ে বন্দনা নিবেদন করে বললেন, 'ভন্তে ভগবান, আপনিই আমার শাস্তা, আমাকে আপনার শ্রাবক করুন। ভন্তে ভগবান, আপনিই আমার শাস্তা। আমাকে আপনার শ্রাবক করুন।' তখন ভগবান তাকে বললেন, 'কাশ্যপ, যদি তুমি মহাপৃথিবীকে এই সম্মান প্রদর্শন না করতে, সেও তোমার এই সম্মান সহ্য করতে পারত না। কিন্তু তথাগতের এমন কতগুলো মহৎ গুণ আছে যে, তাতে করে তোমার এই সম্মান আমার লোম পর্যন্ত শিহরিত করতে সক্ষম নয়। বসো কাশ্যপ বসো, আমিও তোমাকে পৈতৃক সম্পত্তি প্রদান করব।' অতঃপর ভগবান তাকে উপসম্পদা দিলেন। উপসম্পদা দেওয়ার পর তাকে বহু নিগ্রোধ বৃক্ষসমূহ হতে বের হয়ে স্থবিরকে পশ্চাৎরূপী শ্রমণ করে পথে হাঁটতে শুরু করলেন। শাস্তার শরীর বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণে প্রতিমণ্ডিত, আর মহাকাশ্যপ স্থবিরের শরীর সপ্ত মহাপুরুষ লক্ষণে প্রতিমণ্ডিত। তাই স্থবির সোনার তরীর পেছনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ন্যায় শাস্তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। শাস্তা অল্প কিছু রাস্তা গমনের পর রাস্তার পাশে অন্যতর এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করার ইঙ্গিত দিলেন। স্থবির 'শাস্তা বসতে চাইছেন' জেনে নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে সেলাই করা সংঘাটি (দোয়াজিক) চার গুণ ভাজ করে বিছিয়ে দিলেন।

শাস্তা সেখানে বসলেন। হাতে চীবরটি মৃদু স্পর্শ করে বললেন, 'কাশ্যপ, এই জোড়াতালি দিয়ে সেলাই করা সংঘাটি ভীষণ মৃদু ও কোমল।' স্থবির বুঝতে পারলেন যে শাস্তা আমার সংঘাটির মৃদুতা ও কোমলতার কথা বলছেন। সম্ভবত শাস্তা ইহা পরিধান করতে চাইছেন। তারপর স্থবির বললেন, 'ভন্তে ভগবান, আমার এই সংঘাটি পরিধান করুন।' 'কাশ্যপ, তুমি কী পরিধান করবে?' 'ভন্তে, আপনার পরিধেয় চীবরটি পেলে আমি তা-

ই পরিধান করব।' 'কিন্তু কাশ্যপ, তুমি কি এই জীর্ণশীর্ণ পাংশুকূল চীবর ধারণ করতে পারবে? আমি এই পাংশুকূল চীবর যেদিন গ্রহণ করেছিলাম সেদিন জলসহ এই মহাপৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। বুদ্ধ কর্তৃক ব্যবহৃত জীর্ণশীর্ণ এই চীবর কোনো সাধারণ ভিক্ষু ধারণ করতে সমর্থ নয়। একমাত্র পণ্ডিত, প্রতিপত্তিব্রত পরিপূরণকারী ও জন্মগতভাবে পাংশুকূলিক ভিক্ষুই এই চীবর ধারণ করতে সমর্থ। এই বলে শাস্তা স্থবিরের সাথে চীবর অদলবদল করলেন।

এভাবে চীবর পরিবর্তন করে স্থবিরের চীবর ভগবান ও ভগবানের চীবর স্থবির পরিধান করলেন। সেই মুহূর্তেই মহাপৃথিবী অচেতন হলেও 'ভন্তে, আপনারা অতিশয় দুষ্কর কার্য সম্পাদন করেছেন। এভাবে পূর্বে ভগবান নিজের পরিহিত চীবর কোনো শ্রাবকের সাথে পরিবর্তন করেননি। অতএব আমি আপনাদের এই গুণ ধারণ করতে সমর্থ নই।' এভাবে বলার ন্যায় জলসহ এই মহাপৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। স্থবিরও চিন্তা করলেন, 'আমি এই মুহূর্তে বুদ্ধ ব্যবহৃত চীবর গ্রহণ করেছি। অতএব আমার পরবর্তী করণীয় কী?' এইভাবে চিন্তা করার পর সঙ্গে সঙ্গে শাস্তার নিকটেই তের প্রকার ধুতাঙ্গ গ্রহণ করে সাত দিন পর্যন্ত পৃথকজন হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন। অষ্টম দিনের মাথায় প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অতঃপর শাস্তা এই বলে প্রশংসা করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, কাশ্যপ পঞ্চদশী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কুলসমূহে উপস্থিত হয়। কুলসমূহে সপ্রতিভ হয়েই চির নবীনের ন্যায় উপস্থিত হয়। প্রভৃতি প্রকারে প্রশংসা করার পর পরবর্তীকালে আর্যসংঘের মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে এই বলে তাকে ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনটি দিয়েছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষুগণের মধ্যে এই মহাকাশ্যপ স্থবিরই অগ্র, শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে ভগবানের কাছ থেকে অগ্রস্থান পাওয়ার পর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম অনুস্মরণ করে খুশী মনে নিজের পূর্বজীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনাথ, ভগবান পদুমুত্তর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৯৮. লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনাথ, ভগবান পদুমুত্তর শাস্তা পরিনির্বাপিত হলে মহাজনতা তাঁকে বিবিধ উপায়ে পূজা করেছিলেন।

৩৯৯. উদগ্রচিত্ত, আমোদ-প্রমোদরত ও সংবেগজাত সেই জনতার মধ্যে আমার মনে তখন প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিল।

৪০০. আমার সমস্ত জ্ঞাতি-মিত্রদের সমবেত করিয়ে আমি এই কথা

বলেছিলাম যে, মহাবীর পরিনির্বাপিত হয়েছেন। আসুন, আমরা তাকে সসম্মানে পূজা করি।

৪০১. 'সাধু, সাধু' বলে তারা আমার কথায় সম্মত হলে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলাম। কারণ, লোকনাথ বুদ্ধের কাছে আমরা পুণ্য সঞ্চয় করতে পারব।

৪০২. দৈর্ঘ্যে শত হাত ও প্রস্থে দেড় হাতবিশিষ্ট বিমান তথা প্রাসাদ বহু অর্থের বিনিময়ে নভোমণ্ডলে অসম্ভব সুন্দরভাবে তৈরি করেছিলাম।

৪০৩. তাতে হর্ম্য নির্মাণ করেছিলাম এবং তালপাতায় চিত্র আঁকিয়েছিলাম। আমি নিজের চিত্তে প্রসন্নতা উৎপন্ন করে সশ্রদ্ধ চিত্তে পূজা করেছিলাম।

৪০৪. সেই চৈত্যটি জ্বলন্ত অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় শুভ্র সমুজ্জ্বল, পলাশ বৃক্ষের ন্যায় সুপুষ্পিত ও ইন্দ্রলতার ন্যায় আকাশের চতুর্দিকে দৃষ্টিনন্দন আলো ছড়াচ্ছিল।

৪০৫. সেই অনিন্দ্য সুন্দর চৈত্যটির প্রতি চিত্ত-প্রসন্নতা উৎপন্ন করে আমি বহু পুণ্য সঞ্চয় করেছিলাম। এই পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করার ফলে আমি স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৪০৬. আমার চারপাশে সব সময় হাজার বন্ধুপরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত, আমার জন্য সব সময় দিব্যরথ প্রস্তুত থাকত। সেখানে সপ্ততলবিশিষ্ট উঁচু ভবন আমার জন্য উৎপন্ন হয়েছিল।

৪০৭. আমার সম্পূর্ণ স্বর্ণময় হাজার কূটাগার ছিল। সেই স্বর্ণময় কূটাগারগুলো স্বতেজে জ্বল জ্বল করে প্রভা বিস্তার করত। এই দৃশ্য সকল দেবতারাই উপভোগ করত।

৪০৮. সেই ভবনের দরজাগুলো ছিল রক্তিম বর্ণের। সেই সোনারঙা দরজাগুলো চতুর্দিক আলোকিত করে তুলত।

৮০৯. আমার অমিত পুণ্যের ফলে উৎপন্ন সুনির্মিত মণিময় কূটাগারগুলো দশ দিক আলোকিত করে তুলত।

৪১০. সেই মণিময় কূটাগারগুলো যখন দশদিক আলোকিত করে তুলত তখন সকল দেবতারা তাতে অভিভূত হতো, পুণ্যকর্মের এমনই সুফল।

৪১১. আমি আজ থেকে ষাটকল্প আগে আমি উব্বিদ্ধ নামক রাজচক্রবর্তী হয়ে চতুর্দিকের সমস্ত রাজ্য জয় করে এই পৃথিবীকে শাসন করেছিলাম।

৪১২. অনুরূপভাবে এই ভদ্রকল্পে অতীতের পুণ্যকর্মের ফলে ত্রিশবার

মহাপরাক্রমশালী রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৪১৩. সপ্তরত্ন লাভ করে আমি চারি মহাদ্বীপ শাসন করেছিলাম। সেখানে আমার ভবনটি ইন্দ্রলতার মতো উজ্জ্বলতা ছড়াত।

৪১৪. দৈর্ঘ্যে চব্বিশ যোজন আর প্রস্থে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত রম্য নামক নগর নির্মাণ করেছিলাম। সেই নগরের তোরণগুলো ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়।

৪১৫. দৈর্ঘ্যে পাঁচশত যোজন আর প্রস্থে আড়াইশত যোজন বিস্তৃত, বহু জনাকীর্ণ স্বর্গের দেবপুরের মতোই দেখাত।

৪১৬. সূঁচ রাখার পাত্রে সূঁচ রাখলে যেমন পরস্পর ঘর্ষণ, সংঘর্ষণ হয় এবং সমগ্র পাত্রটি সূঁচে আকীর্ণ হয়।

৪১৭. ঠিক তদ্রূপ আমার সেই রম্য নগরটিও সব সময় হস্তীরথ, অশ্বরথসহ জনমানুষে ভরপুর থাকত।

৪১৮. সেই নগরে পান-ভোজন শেষ করে পুনরায় দেবালয়ে যেতাম। এমনকি এই অন্তিম জন্মেও আমার ব্যাপক কুলসম্পদ ছিল।

৪১৯. আমার জন্ম হয়েছিল কুলীন ব্রাহ্মণবংশে। আমার ছিল প্রভূত বিত্ত-বৈভব, আশি কোটি ধন ও প্রভূত স্বর্ণালংকার। সেই সমস্ত ত্যাগ করে আমি প্রব্রজিত হয়েছিলাম।

৪২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকাশ্যপ স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৩.৪. অনুরুদ্ধ স্থবির অপদান

এই অনুরুদ্ধ স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় বিত্তবান এক ধনী কুটুম্বিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন বিহারে গিয়ে শাস্তার কাছে ধর্মশ্রবণ করছিলেন। তখন শাস্তা একজন ভিক্ষুকে দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে দেখে উৎসাহিত হয়ে তিনি নিজেও তেমন মহাদান দেওয়ার ইচ্ছায় ভগবানকে ফাং করলেন। পরদিন লক্ষ ভিক্ষু পরিবেষ্টিত ভগবানকে সপ্তাহকাল যাবৎ মহাদান দিয়ে শেষ দিনে ভগবান প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম

উত্তম বস্ত্র দান করে দিব্যচক্ষুধারীদের মধ্যে অগ্রস্থান লাভের প্রার্থনা করলেন। শাস্তা জ্ঞানচক্ষে ভবিষ্যতে তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে দেখে তাকে বললেন, 'ভবিষ্যতে তুমি গৌতম নামক সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে দিব্যচক্ষুধারীদের মধ্যে অগ্রস্থান লাভ করবে।' তিনি সেইভাবে পুণ্যকর্ম করতে করতে একসময় শাস্তা পরিনির্বাপিত হলেন। পরিনির্বাপিত বুদ্ধের জন্য সাত যোজনবিশিষ্ট কনকস্তূপে বহু দ্বীপবৃক্ষ ও দ্বীপমৃত্তিকাসহ বহু কাংশপাত্র দিয়ে ধাতুপূজা করে এই প্রার্থনা করলেন, 'এই পুণ্য দিব্যচক্ষুজ্ঞান লাভের উপনিশ্রয় হোক।' এভাবে আজীবন পুণ্যকর্ম করতে করতে ভগবান কাশ্যপের সময় বারাণসীতে এক কুটুম্বিক গৃহে জন্মগ্রহণ করলেন। তখনো কাশ্যপ বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে তার জন্য এক যোজনবিশিষ্ট কনকস্তূপ নির্মিত হয়েছিল। সেই কনকস্তূপে বহু কাংশপত্রে ঘি পূর্ণ করে মাঝখানে একটি করে গুলপিণ্ড স্থাপন করলেন। এভাবে সমস্ত কনকস্তূপে বহু কাংশপাত্র সাজালেন। সেই কাংশপাত্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কনকস্তূপের চারপাশে চঙ্ক্রমণ করে করে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

এভাবে সেই জন্মেও আজীবন কুশলকর্ম করে দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। সেখানে যথায়ুষ্কাল জীবিত থেকে সেখান হতে চ্যুত হয়ে বুদ্ধ অনুৎপত্তিকালে সেই বারাণসীতেই এক দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন। তখন তার নাম রাখা হলো 'অন্নভার'। তিনি তখন সুমনশ্রেষ্ঠীর গৃহে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি উপরিট্ঠি নামক পচ্চেক বুদ্ধ নিরোধসমাপত্তি হতে উঠে গন্ধমাদন পর্বত হতে আকাশপথে গিয়ে বারাণসী নগরের দ্বারে নেমে চীবর পরিধান করে নগরে পিণ্ডচারণ করতে দেখলেন। তিনি অতীব প্রসন্নমনে তার কাছ থেকে পাত্রটি নিয়ে নিজের জন্য বরাদ্দ করা ভাতের সম্পূর্ণ ভাগটি পাত্রে ঢেলে পচ্চেক বুদ্ধকে দান করলেন। তখন তার ভার্যাও নিজের ভাগটি সেভাবেই পচ্চেক বুদ্ধের পাত্রে ঢেলে দিলেন। তিনি তখন সেই পাত্রটি নিয়ে পচ্চেক বুদ্ধের হাতে দিলেন। পচ্চেক বুদ্ধ পাত্রটি নিয়ে অনুমোদন করার পর চলে গেলেন। সেই দিন সুমনশ্রেষ্ঠীর ছায়ায় অবস্থিত এক দেবতা 'অহো, এই দান পরম দান! এই দান উপরিট্ঠি পচ্চেক বুদ্ধ কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হোক!' এই বলে সশব্দে অনুমোদন করলেন। তা শুনে সুমনশ্রেষ্ঠী চিন্তা করলেন, 'এভাবে দেবতাও এই দান অনুমোদন করছে। আসলে ইহাই উত্তম দান।' এভাবে চিন্তা করার পর অন্নভারের কাছে পুণ্য প্রার্থনা করলেন। অন্নভার শ্রেষ্ঠীকে পুণ্যদান করলেন। তাতে অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হয়ে সুমনশ্রেষ্ঠী তাকে হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে

তোমাকে আমার এখানে কাজ করতে হবে না। এই টাকা দিয়ে তোমার জন্য একটি বাড়ি বানিয়ে সেখানেই বসবাস কর।

যেহেতু নিরোধসমাপত্তি হতে উত্থিত পচ্চেক বুদ্ধকে দান দেওয়া পিণ্ডপাত সেই দিনই বলবতী বিপাক দান করে, তাই সুমনশ্রেষ্ঠী রাজার নিকট যাবার সময় অন্নভারকে সঙ্গে নিয়েই গেলেন। রাজা অন্নভারকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখলেন। শ্রেষ্ঠী বললেন, 'মহারাজ, ইনি একজন দর্শনযোগ্য ব্যক্তি।' তখন তার কৃতকর্মের জন্য আমি তাকে হাজার মুদ্রা দান করেছি বলে জানালেন। তা শুনে রাজা তার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে আরও হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে 'যাও, অমুক স্থানে গিয়ে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস কর।' এই বলে গৃহনির্মাণের স্থান দেখিয়ে দিলেন। তার জন্য সেই স্থান পরিস্কার করার সময় বিশাল বিশাল নিধিকুম্ভ (গুপ্তধন) মাটি ভেদ করে উত্থিত হলো। অন্নভার সেগুলো দেখে রাজাকে অবগত করলেন। রাজা সমস্ত ধন উত্তোলন করে এক জায়গায় জড়ো করলেন। জড়ো করার পর এই বিশাল ধন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নগরের মধ্যে এই পরিমাণ ধন কার ঘরে আছে?' 'প্রভু কারো ঘরেই নেই।' 'তাহলে এই অন্নভারকেই এই নগরের মধ্যে মহাশ্রেষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক!' এই বলে সেই দিনই তাকে স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠীধ্বজা দিলেন।

তারপর তিনি শ্রেষ্ঠী হয়ে আজীবন কল্যাণকর্ম করে দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। এভাবে দীর্ঘকাল দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে আমাদের ভগবানের উৎপত্তির সময় কপিলবাস্তু নগরে শুক্রোধন শাক্যের ঘরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। তার নাম রাখা হলো অনুরুদ্ধ। তিনি ছিলেন মহানাম শাক্যের ছোট ভাই আর ভগবান বুদ্ধের চাচাতো ভাই। তিনি ছিলেন পরম সুকুমার ও মহাপুণ্যবান। তার জন্য সোনার পাতে ভাত উৎপন্ন হতো। একদিন তার মা ভাবলেন, আমার ছেলে 'নাই' এই শব্দের সাথে পরিচিত নয়। আমি তাকে সেটা কৌশলে জানাব।' এভাবে চিন্তা করার পর একটি খালি সোনার পাত্র ঢাকনা দিয়ে ঢেকে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দেবতারা সেই খালি সোনার পাত্রে দিব্য পিঠা ভরে দিলেন। তিনি এমনই মহাপুণ্যবান ছিলেন যে, তিনটি ঋতুর বাসোপযোগী করে তার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। তাতে তিনি সুবেশা নর্তকী পরিবেষ্টিত হয়ে দেবতার ন্যায় মহা ভোগ-সম্পত্তি পরিভোগ করতে লাগলেন।

আমাদের বোধিসত্ত্বও সেই সময় তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে শুদ্ধোদন মহারাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। অনুক্রমে বড় হতে

হতে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে মহাভিনিষ্ক্রমণ করে ছয় বৎসর কঠোর সাধনা করে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করলেন। তারপর বোধিমূলে সাত সপ্তাহ অবস্থান করার পর ঋষিপতন মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। লোকের প্রতি অনুকম্পা করে রাজগৃহে গিয়ে বেণুবনে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন শুদ্ধোদন মহারাজা 'আমার পুত্র নাকি রাজগৃহে পৌঁছেছেন। বৎসগণ, যাও আমার পুত্রকে নিয়ে আস।' এই বলে দশজন অমাত্য প্রেরণ করলেন। তারা সবাই ভগবানের কাছে 'এহি ভিক্খু' প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হলেন। তন্মধ্যে উদায়ী স্থবিরের প্রার্থনায় ভগবান বিশ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজগৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কপিলবাস্তু নগরে গেলেন। সেখানে জ্ঞাতিগণ সমাগত হলে বহু অলৌকিক ঋদ্ধি প্রতিহার্য প্রদর্শনের পর গভীর অর্থপূর্ণ ধর্মদেশনা করলেন। এভাবে সমবেত জনতাকে অমৃত পান করিয়ে দ্বিতীয় দিনে পাত্র-চীবর নিয়ে নগরদ্বারে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলেন, 'জ্ঞাতিগণের নগরে আগত সকল বুদ্ধগণের কী করণীয়? এভাবে চিন্তা করতে করতে বুঝতে পারলেন যে, 'একটি ঘরও বাদ না দিয়ে ধনী-গরিব-নির্বিশেষে ক্রমান্বয়ে পিণ্ডচারণ করা উচিত।' তাই বুদ্ধ সেভাবেই ক্রমান্বয়ে পিণ্ডচারণ করলেন। রাজা 'আমার পুত্র দ্বারে দ্বারে পিণ্ডচারণ করছেন' শুনতে পেয়ে অতিসত্ত্বর সেখানে আসলেন। তিনি পথিমধ্যে ধর্মকথা শুনে নিজের আবাসে প্রবেশ করিয়ে ভগবানকে অতীব সেবা, সৎকার, সম্মান প্রদর্শন করলেন। ভগবান সেখানে জ্ঞাতিগণের প্রতি করণীয় কর্তব্য সেরে কুমার রাহুলকে প্রব্রজিত করিয়ে পর্যটন করতে করতে অনুক্রমে অনুপিয় আমবাগানে উপনীত হলেন।

সেই সময় শুদ্ধোদন মহারাজা শাক্যগণকে সমবেত করিয়ে বললেন, 'আমার পুত্র যদি গৃহবাস করত তাহলে অবশ্যই সে সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত রাজচক্রবর্তী হতো। আমার নাতি কুমার রাহুলও ক্ষত্রিয় পরিবৃত হয়ে বিচরণ করত। তোমরা নিশ্চয় এটা জান। এখন আমার পুত্র জগতে বুদ্ধ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সে যেন ক্ষত্রিয় পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করতে পারে, সেজন্য তোমরা প্রত্যেকের ঘর থেকে একটি করে বালক দান কর।' এভাবে তার এক কথায় বিরাশি হাজার ক্ষত্রিয় কুমার প্রব্রজিত হয়েছিল।

সেই সময় মহানাম শাক্য নিজের ছোট ভাই অনুরুদ্ধ শাক্যের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, 'ভাই অনুরুদ্ধ, অভিজাত শাক্যকুমারগণ ভগবানের কাছে প্রব্রজিত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের ঘর হতে কেউই প্রব্রজিত হয়নি। তাই আমি বলতে চাচ্ছি যে, তুমি প্রব্রজিত হও, নতুবা আমি প্রব্রজিত হবো।' তা শুনে অনুরুদ্ধ গৃহবাসের প্রতি আগ্রহ না থাকায় অচিরেই প্রব্রজিত

হলেন। এভাবে অনুপিয়তে গিয়ে প্রব্রজিত হওয়ায় সঙ্গী ভিক্ষুদের মধ্যে সেই বর্ষার ভেতরেই ভদ্দিয় স্থবির অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অনুরুদ্ধ স্থবির দিব্যচক্ষু লাভ করেছিলেন। দেবদত্ত অষ্ট সমাপত্তি লাভ করেছিলেন। আনন্দ স্থবির স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভৃগু স্থবির ও কিমিলি স্থবির পরবর্তী সময়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। উক্ত সকল স্থবিরের নিজ নিজ প্রার্থনা ও পূর্বজন্মের কাহিনি যথাস্থানে বিবৃত করে চৈত্যরাষ্ট্রে প্রাচীনবংশায় গিয়ে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করতে করতে সপ্ত মহাপুরুষের বিতর্ক চিন্তা করলেন। কিন্তু অষ্টম মহাপুরুষের বিতর্ক চিন্তা করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। শাস্তা অনুরুদ্ধ অষ্টম মহাপুরুষের বিতর্ক চিন্তা করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন জেনে 'তার এই সংকল্প পূরণ করব' এই ভেবে সেখানে গিয়ে যথাপ্রস্তুত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হয়ে অষ্টম মহাপুরুষের বিতর্ক পূরণ করে দিয়ে চতুর্প্রত্যয়ে সন্তোষ ও ভাবনারাম প্রতিমণ্ডিত মহান আর্যবংশ প্রতিপদা (সূত্র) দেশনা করে আকাশে উঠে ভেসকলাবনে চলে গেলেন।

স্থবির তথাগত চলে যাওয়া মাত্রই ত্রিবিদ্যাসহ ক্ষীণাসব অর্হৎ হয়ে চিন্তা করলেন, 'শাস্তা আমার মনের কথা জ্ঞাত হয়ে এখানে এসে অষ্টম মহাপুরুষ বিতর্ক পূরণ করে দিয়েছেন, এতে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।' বুদ্ধগণের এই ধর্মদেশনা ও নিজের জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে এ প্রীতি উচ্ছ্বসিত মনে এই উদান গাথা ভাষণ করেছিলেন।

"জগতের অনুত্তর শাস্তা আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে মনোময় শরীর নির্মাণ করে ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হলেন।"

"যখন আমার অষ্টম মহাপুরুষ বিতর্ক হয়, তখন শাস্তা আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হলেন এবং অতিরিক্ত দেশনা করলেন। কামতৃষ্ণাদি প্রপঞ্চহীন লোকোত্তর ধর্মে অভিরত বুদ্ধ চারিসত্য বিষয়ে ধর্মদেশনা করলেন।"

"আমি তাঁর ধর্ম জ্ঞাত হয়ে তদনুরূপ পালন করে শিক্ষাত্রয়ে রত হলাম, আমার ত্রিবিদ্যা লাভ হলো এবং বুদ্ধশাসনে আমি কৃতকার্য হলাম।" (থেরগাথা)

পরবর্তীকালে শাস্তা জেতবন মহাবিহারে অবস্থানের সময় 'দিব্যচক্ষুধারী ভিক্ষুগণের মধ্যে অনুরুদ্ধই শ্রেষ্ঠ' এই বলে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এভাবে তিনি ভগবানের কাছ থেকে দিব্যচক্ষুধারী ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রস্থান লাভ করে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশী মনে পূর্বজন্মের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুমেধ ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা

বলেছিলেন।

৪২১. লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক, নির্জনবিহারী সুমেধ ভগবানকে আমি দেখেছিলাম।

৪২২. লোকনায়ক সম্বুদ্ধ বুদ্ধশ্রেষ্ঠ সুমেধের নিকট গিয়ে হাত জোড় করে প্রার্থনা করেছিলাম।

৪২৩. হে মহাবীর, লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক, অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। বৃক্ষমূলে ধ্যানরত থাকার সময় আমি আপনাকে প্রদীপ দান করব।

৪২৪. সেই ধীর, স্বয়ম্ভু, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমার প্রার্থনা অনুমোদন করেছিলেন। তখন আমি বৃক্ষগুলো ভেদ করে তাতে তৈলপ্রদীপ ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম।

৪২৫. আমি লোকবন্ধু বুদ্ধকে যেই হাজারো বটিবিশিষ্ট প্রদীপ দান করেছিলাম, আমার সেই প্রদীপগুলো সপ্তাহকাল অবধি প্রজ্বলিত হয়ে নিভে গিয়েছিল।

৪২৬. সেই চিত্ত-প্রসন্নতার ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে স্বর্গের দিব্যবিমানে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৪২৭. আমি দেবত্ব লাভ করার পর সেখানে আমার ব্যাম পরিমাণ জায়গার সর্বত্রই আলোকোজ্জ্বল থাকত। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

৪২৮. আমি তখন শতযোজন বিস্তৃত জায়গায় বিরোচিত হতাম এবং দেবগণকে স্বতেজে অভিভূত করতাম। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

৪২৯. আমি দেবেন্দ্র হয়ে ত্রিশকল্প দেবলোকে রাজত্ব করেছিলাম। কেউই আমাকে কোনোরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করত না। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

৪৩০. আমি আটাশবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং তখন রাতদিন যোজন যোজন দূর পর্যন্ত দেখতে পেতাম।

৪৩১. আমি শাস্তার শাসনে দিব্যচক্ষু লাভ করেছি, সেই দিব্যচক্ষু জ্ঞানের দ্বারা হাজার লোক দর্শন করতে পারি। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

৪৩২. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে পৃথিবীতে সুমেধ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। আমি তাঁকে অতীব প্রসন্নমনে প্রদীপ দান করেছিলাম।

৪৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অনুরুদ্ধ স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৩.৫. মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে হংসবতী নগরে ব্রাহ্মণ মহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করে অনুক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন। পরবর্তী সময়ে পদুমুত্তর ভগবান উৎপন্ন হওয়ার পর বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উদ্দেশে ধর্মদেশনা করার সময় তিনি পূর্বানুরূপভাবে মহাজনতার সাথে বিহারে গেলেন। একদম শেষপ্রান্তে বসে ধর্ম শুনতে লাগলেন। তখন শাস্তা একজন ভিক্ষুকে ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করছেন দেখে 'আমাকেও ভবিষ্যতে এই ভিক্ষুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্মকথিক ভিক্ষু হতে হবে' এই ভেবে ভগবানের দেশনা শেষ হলে এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী চলে গেলে শাস্তার কাছে গিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ করলেন। পূর্বানুরূপভাবে মহাদান দেওয়ার পর ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আমি এই পুণ্যের ফলে অন্য কোনো প্রার্থনা করব না। এই ভিক্ষুকে আপনি যেমন ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে আমিও কোনো এক বুদ্ধের শাসনে ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্র তথা শ্রেষ্ঠ হতে চাই।' এইভাবে প্রার্থনা করলেন। শাস্তা বললেন, 'ভবিষ্যতে আজ থেকে লক্ষকল্প পরে পৃথিবীতে গৌতম নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন। তার শাসনে প্রব্রজিত হয়ে তুমি ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে।'

তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন কল্যাণকর্ম করে মৃত্যুর পর লক্ষকল্প ধরে দেব ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন। আমাদের ভগবানের সময় তিনি কপিলবাস্তু নগরের অনতিদূরে দ্রোণবাস্তু নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রামে ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে অঞ্‌ঞাসি কোণ্ডাঞ্‌ঞো স্থবিরের ভাগিনেয় হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম রাখা হলো 'পূর্ণ'। শাস্তা অভিসম্বোধি লাভ করার পর ও ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর অনুক্রমে রাজগৃহকে আশ্রয় করে অবস্থান করার সময় তিনি অঞ্‌ঞাসি কোণ্ডাঞ্‌ঞো স্থবিরের কাছে প্রব্রজিত হন। পরে উপসম্পদা লাভের পর কঠোর সাধনায় নিয়োজিত হয়ে সমস্ত প্রব্রজিত কৃত্য পূর্ণ করেন। তারপর 'দশবল বুদ্ধের কাছে গমন করব' এই ভেবে তিনি মাতুল স্থবিরের সাথে শাস্তার কাছে গিয়ে কপিলবাস্তু নগরে অবস্থান করে জ্ঞানযোগে কাজ করার সময় অচিরেই বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

সেই পূর্ণ স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হওয়া পাঁচশত কুলপুত্র ছিলেন। স্থবির তাদের দশবস্তু কথায় উপদেশ দিলেন। তারাও সকলেই দশবস্তু-কথায়

উপদিষ্ট হয়ে আপন আপন জীবনে তা অনুশীলন করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তারা নিজেদের প্রব্রজিত কৃত্য শেষ হয়েছে জেনে উপাধ্যায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ভন্তে, আমরা প্রব্রজিত কৃত্য সুসম্পন্ন করেছি এবং দশবস্তু কথায় যথাযথভাবে অনুশীলন করেছি। ভন্তে, এখন আমরা দশবল বুদ্ধকে দর্শনে ইচ্ছুক।' স্থবির তাদের কথা শুনে চিন্তা করলেন, 'আমার দশকথাবস্তু লাভের কথা শাস্তা স্বয়ং জানেন। আমি ধর্মদেশনা করার সময় দশকথাবস্তু সর্বতোভাবেই দেশনা করি। আমি যদি তাদের সাথে যাই, তাহলে এই সকল ভিক্ষু আমাকে পরিবেষ্টিত হয়েই যাবে। এভাবে গণের সাথে দশবল শাস্তাকে দর্শন করতে আমার পক্ষে অশোভন। তাই এরাই আগে যাক।' অতঃপর তাদের এরূপ বললেন, 'আবুসো, আগে গিয়ে দশবল বুদ্ধকে দর্শন করো। আমার কথায় তথাগতের পায়ে বন্দনা করো। আমিও তোমাদের অনুসৃত পথেই পরে আসব।' সেই ভিক্ষুগণ সকলেই দশবলের জন্মভূমিবাসী, সকলেই ক্ষীণাসব অর্হৎ, সকলেই দশকথাবস্তুলাভী। তারা উপাধ্যায়ের উপদেশমতে স্থবিরকে বন্দনা করে অনুক্রমে পর্যটন করতে করতে ষাট যোজন পথ অতিক্রম করে রাজগৃহস্থ বেণুবন বিহারে গিয়ে দশবল বুদ্ধের পায়ে বন্দনা করে একপার্শ্বে বসলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের সাথে কুশল বিনিময় করা বুদ্ধগণের স্বভাব। তাই স্বভাবতই ভগবান সেই ভিক্ষুগণের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। তারপর ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? 'আপনার জন্মভূমি হতে।' তখন ভগবান দশকথাবস্তুলাভী এক ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার জন্মভূমিতে জন্মভূমিবাসী সব্রহ্মচারী ভিক্ষুদের কে এমন উপদেশ দিয়েছেন, যে নিজেই অল্পেচ্ছু আর ভিক্ষুকে অল্পেচ্ছু হওয়ার উপদেশ দেন?' তারা জানালেন, 'ভন্তে তিনি হচ্ছেন মন্তানিপুত্র আয়ুষ্মান পূর্ণ।

সেই ভিক্ষুদের কথা শুনে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের মনে মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্থবিরকে দেখার প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হলো। অতঃপর রাজগৃহ হতে শ্রাবস্তীতে গেলেন। পূর্ণ স্থবিরও দশবল বুদ্ধ এসেছেন শুনে 'শাস্তাকে দেখব' এই ভেবে সেখানে গেলেন এবং গন্ধকুঠিরের ভিতরেই তথাগতের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তথাগত তাকে দেশনা করলেন। স্থবির ধর্ম শ্রবণের পর দশবলবুদ্ধকে বন্দনা করে নির্জনে অবস্থানের জন্য অন্ধবনে গেলেন। সেখানে এক ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষমূলে দিবাবিহারের জন্য বসলেন। এদিকে সারিপুত্র স্থবিরও তার আগমনের কথা শুনে সেখানে সপ্তবিশুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। স্থবির তখন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর রথবিনীত উপমায় প্রদান

করলেন। তারা পরস্পর সুভাষিত বাক্য অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করলেন।

পরবর্তীকালে শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট পূর্ণ স্থবিরকে এই বলে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ধর্মকথিক ভিক্ষুগণের মধ্যে পূর্ণ স্থবিরই শ্রেষ্ঠ।'

তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে অতীব খুশী মনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অধ্যাপক, মন্ত্রধর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৩৪. অধ্যাপক, মন্ত্রধর ও ত্রিবিধ বেদে বিশেষজ্ঞ হয়ে আমি বহু শিষ্য পরিবৃত হয়ে নরোত্তম শাস্তার কাছে গিয়েছিলাম।

৪৩৫. অত্যন্ত পূজার্হ, লোকবিদ, মহামুনি পদুমুত্তর বুদ্ধ সংক্ষেপে আমার কৃতকর্মের ভাবী ফল ঘোষণা করেছিলেন।

৪৩৬. আমি শাস্তার কাছে ধর্মকথা শোনার পর তাঁকে অভিবাদন করেছিলাম। তারপর হাত জোড় করে দক্ষিণমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৪৩৭. সংক্ষিপ্তভাবে শোনার পর অমি বিস্তারিতভাবে ভাষণ করেছিলাম। আমার সেই বিস্তারিত উপদেশ শুনে আমার সকল শিষ্যই অতিশয় আনন্দিত হয়েছিল। নিজেদের মনের সমস্ত মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করে বুদ্ধের প্রতি চিত্ত-প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়েছিল।

৪৩৮. আমি যেমন সংক্ষিপ্তভাবে দেশনা করতে পারি, তেমনি বিস্তারিতভাবেও দেশনা করতে পারি। আমি অভিধর্ম বিশারদ। কথাবত্থু ও সপ্তবিশুদ্ধি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান আমার নখদর্পণে। উক্ত সকল বিষয় সকলকে অবগত করিয়ে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করি।

৪৩৯. আজ থেকে পাঁচশত কল্প আগে আমি চতুর্বিধ দ্বীপের সপ্তরত্ন-সমন্বিত বিচক্ষণ ও বাকপণ্ডিত রাজচক্রবর্তী হয়ে অবস্থান করেছিলাম।

৪৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই মন্তানিপুত্র আয়ুষ্মান পূর্ণ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৩.৬. উপালি স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী

নগরে এক বিত্তবান ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার নিকট ধর্মদেশনা শ্রবণ করছিলেন। এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে বিনয়ধর ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ প্রদান করছেন দেখে তিনিও পূর্বানুরূপ মহাদান দিয়ে শাস্তার কাছে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করলেন এবং সেই বর পেলেন।

তিনি আজীবন কুশলকর্ম সম্পাদন করে দেবলোক ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে এই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে এক নাপিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো উপালি। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে অনুরুদ্ধ প্রমুখ অপর ছয়জন ক্ষত্রিয়ের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। পরে তথাগত অনুপিয়বনে অবস্থানকালে সেই ছয়জন ক্ষত্রিয়ের সাথে সেখানে গিয়ে প্রব্রজিত হন। তিনি প্রব্রজিত হওয়ার পর উপসম্পদা লাভ করে শাস্তার কাছ থেকে কর্মস্থান নিয়ে বললেন, 'ভন্তে, আমাকে অরণ্যে বসবাসের জন্য অনুমতি প্রদান করুন।' তখন ভগবান বললেন, 'ভিক্ষু অরণ্যে বাস করলে একটি মাত্র ধুরই বর্ধিত করতে পারে। কিন্তু তুমি যদি আমার কাছে অবস্থান কর, তাহলে বিদর্শনধুর ও গ্রন্থধুর উভয়ই পূরণ করতে পারবে।' অতঃপর তিনি শাস্তার কথা ধরে বিদর্শন ভাবনা করতে করতে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। শাস্তাও স্বয়ং তাকে সমগ্র বিনয়পিটক শিক্ষা দিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারুকচ্ছ-বত্থু, অজ্জুক-বত্থু ও কুমারকস্‌সপ-বত্থু এই তিনটি ঘটনা বিচার করলেন। প্রত্যেকটি ঘটনা বিচারের পর শাস্তা সাধুবাদ দিয়ে অনুমোদন করলেন এবং পরে তাকে বিনয়ধর ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলেন।

এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠ আসন পেয়ে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে খুশী মনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হংসবতী নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৪১. হংসবতী নগরের সুজাত নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আশিকোটি ধন ও প্রভূত বিত্ত-বৈভবের মালিক।

৪৪২. তিনি অধ্যাপক, মন্ত্রধর, ত্রিবিধ বেদশাস্ত্রে পারদর্শী, লক্ষণশাস্ত্রবিদ, ইতিহাসবিদ ও সধর্মে পারমীবান।

৪৪৩. অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক ও তাপসগণ সেই সময় পৃথিবীতে বিচরণ করতেন।

৪৪৪. সেই বিশ্ববিশ্রুত পরিব্রাজকগণ আমাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। বহু মানুষ আমাকে পূজা করলেও আমি কাউকেই পূজা করতাম না।

৪৪৫. কারণ, জগতে আমি আমার পূজার্হ কাউকেই দেখতাম না। আমি ভীষণভাবে মানমত্ত ছিলাম। যতদিন জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন না হন ততদিন 'বুদ্ধ' নামক শব্দ বিদ্যমান থাকে না।

৪৪৬. দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পদুমুত্তর নামক চক্ষুষ্মান বুদ্ধ সমস্ত অন্ধকার বিদুরিত করে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪৪৭. সেই সময় বহু মানুষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লে বুদ্ধ হংসবতী নগরে উপনীত হয়েছিলেন।

৪৪৮. চক্ষুষ্মান বুদ্ধ যখন পিতার উদ্দেশে ধর্মদেশনা করছিলেন, তখন সেখানে যোজন বিস্তৃত জায়গায় বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলী ছিল।

৪৪৯. সেই সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সুনন্দ নামক এক তাপস সমগ্র বুদ্ধপরিষদকে পুষ্পাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করেছিলেন।

৪৫০. সেই পুষ্পমণ্ডপে উপবিষ্ট হয়ে চক্ষুষ্মান বুদ্ধ চতুর্সত্য সম্বন্ধে দেশনা করলে লক্ষ কোটি সত্ত্ব ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

৪৫১. বুদ্ধ মোট সাত দিন, সাত রাত ধর্মবারি বর্ষণ করে অষ্টম দিনে তাপস সুনন্দের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

৪৫২. এই একত্রিশ লোকভূমির দেবলোক ও মনুষ্যলোক জন্ম-পরিভ্রমণকালে এই সুনন্দ তাপস সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান হয়েই জন্মগ্রহণ করবে।

৪৫৩. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৪৫৪. তার শাসনে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী মন্তানিপুত্র পূর্ণ[১] নামক শাস্তাশ্রাবক হবেন।

৪৫৫. এভাবে বিবিধ প্রকারে সম্বুদ্ধ সুনন্দ তাপসকে ভূয়সী প্রশংসা করলে তিনি সমবেত জনতাকে নিজের অলৌকিক ঋদ্ধিশদ্ধি দেখিয়ে অতিশয় আনন্দিত ও মুগ্ধ করেছিলেন।

৪৫৬. সেই সমবেত জনতা সুনন্দ তাপসকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করেছিল। এতে সুনন্দ তাপস অহংকারে স্ফীত না হয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন এবং নিজের গতি পরিশুদ্ধ করলেন।

৪৫৭. এইরূপে মহামুনির উপদেশ শোনার পর আমার মনে মনে সংকল্প হয়েছিল যে, ভাবী গৌতম বুদ্ধ যেভাবে পারমী সম্ভার পূর্ণ করছেন ঠিক

---

[১]। মূলে 'মন্তানিপুত্র পূর্ণ' আছে, অথচ এটি হওয়ার কথা 'উপালি'। (অনুবাদক)

সেভাবেই আমিও পারমী সম্ভার পূর্ণ করব।

৪৫৮. এভাবে চিন্তা করার পর ‘আমার কী পুণ্যকর্ম করা উচিত এই বিষয়ে আমি চিন্তা করেছিলাম। অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ত্রিরত্নে আমি কীদৃশ পুণ্য-পারমী পূরণ করব?

৪৫৯. এই অধ্যয়নশীল ভিক্ষু বুদ্ধের শাসনে বিনয়ে অগ্রস্থান লাভ করেছিলেন, আমিও তার মতো হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম।

৪৬০. আমার যেই অপরিমাণ বিপুল ভোগ-সম্পত্তি ছিল, সেই সমস্ত ভোগসম্পত্তি দিয়ে আমি বুদ্ধের জন্য একটি আরাম (বিহার) নির্মাণ করেছিলাম।

৪৬১. নগরের পূর্বদিকে শোভন নামক আরামটি লক্ষ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছিলাম এবং সেখানে একটি বিহার নির্মাণ করেছিলাম।

৪৬২. সেই সংঘারামে আমি কুটাগার, প্রাসাদ, মণ্ডপ, হর্ম্য, গুহা ও চঙ্ক্রমণঘর নির্মাণ করেছিলাম।

৪৬৩. সেখানে জন্তাঘর[১], অগ্নিশালা, জলাধার ও স্নানঘর তৈরি করে আমি ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে দান করেছিলাম।

৪৬৪. বসার আসন, পিঁড়ি, পরিভোগ্য ভোজন, আরামিক (সেবক) ও ওষুধ প্রভৃতি সমস্তই আমি দিয়েছিলাম।

৪৬৫. আমি সেই সংঘারামের চতুর্পার্শ্বে সুদৃঢ় ঘেড়া দিয়েছিলাম, যাতে করে সেখানে বসবাসরত শান্ত-সমাহিত ভিক্ষুসংঘকে কেউ অন্তরায় করতে না পারে।

৪৬৬. সেই সংঘারামে আমি লক্ষ টাকা ব্যয় করে আবাস (কুঠির) তৈরি করেছিলাম। এভাবে তৈরি করার পর আমি সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৪৬৭. হে মুনি, সংঘারাম তৈরির কাজ সমাপ্ত। এখন আপনি তা গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে তা দান করব। অতএব হে চক্ষুষ্মান, আপনি অনুমোদন করুন।

৪৬৮. অত্যন্ত পূজার্হ, লোকবিদ, নায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা জেনে তা অনুমোদন করেছিলেন।

৪৬৯. মহর্ষী সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সকরুণ অনুমোদন জ্ঞাত হয়ে আমি ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলাম এবং ভোজনের সময় জানিয়েছিলাম।

---

[১]। শরীর গরম করবার জন্য গরম ভাপ নেওয়ার ঘর।

৪৭০. ভোজনের সময় জানানো হলে পদুমুত্তর বুদ্ধ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে আমার আরামে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪৭১. ভগবান প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষুসংঘ আসনে উপবেশন করলে আমি পান-ভোজনে তৃপ্ত করেছিলাম। ভোজন শেষ হয়েছে জেনে আমি আমার কথা নিবেদন করেছিলাম।

৪৭২. প্রভু, আমি এই শোভন নামক আরাম লক্ষ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছি এবং সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করিয়েছি।

৪৭৩. এই আরাম দানের ফলে ও প্রার্থনাবলে জন্মজন্মান্তরে আমি যেন আমার প্রার্থিত বিষয় লাভ করি।

৪৭৪. এই সুনির্মিত সংঘারাম গ্রহণ করার পর সম্বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মধ্যে উপবেশন করে এই কথা বলেছিলেন।

৪৭৫. হে ভিক্ষুগণ, যেই ব্যক্তি এই সুনির্মিত সংঘারাম বুদ্ধকে দান করল, আমি এখন তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৪৭৬. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা এই চতুরঙ্গিনী সেনা সুনন্দ তাপসকে নিত্য ঘিরে থাকবে। ইহা তার সংঘারাম দানেরই ফল।

৪৭৭. তূর্য, ভেরী সমলংকৃত হয়ে তাকে নিত্য ঘিরে থাকবে। ইহা সংঘারাম দানেরই ফল।

৪৭৮-৪৭৯. সমলংকৃত, সুসজ্জিত, সুবসনা, মাথায় মণিকুণ্ডলধারী, সুকাজলা, সুদর্শনা, কৃশতনুবিশিষ্ট বিরাশি হাজার নারী তাকে নিত্য ঘিরে থাকবে। ইহাই সংঘারাম দানেরই ফল।

৪৮০. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজারবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করবে।

৪৮১. দেবলোকে রাজত্ব পেয়ে যা প্রাপ্তব্য তৎসমস্তই সে লাভ করবে এবং অপরিমাণ ভোগসম্পত্তি লাভ করে দেবলোকে রাজত্ব করবে।

৪৮২. সে হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবে এবং পৃথিবীতে কতবার যে প্রাদেসিক রাজা হবে তার ইয়ত্তা নেই।

৪৮৩. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে আভির্ভূত হবেন।

৪৮৪. সে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে ধর্মৌরসজাত পুত্র ও উত্তরাধিকারী হবে এবং উপালি নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

৪৮৫. বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত বিনয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ও বিশারদ হিসেবে সর্বত্র পরিচিতি পেয়ে বুদ্ধশাসনকে ধারণ করে সে অনাসক্ত হয়েই অবস্থান

করবে।

৪৮৬. শাক্যসিংহ গৌতম এই সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে তাকে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৪৮৭. পূর্বে অপরিমেয় দান করার ফলে আমি আপনার শাসনে বিনয়ে শ্রেষ্ঠ হবার বর প্রার্থনা করেছিলাম। আমি সর্ববিধ সংযোজন ছিন্ন করেছি। এখন আমার সেই প্রার্থনা সফল হবার সময় উপস্থিত হয়েছে।

৪৮৮-৪৯০. রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন রাজদণ্ডে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দণ্ড ভোগ করার আগেই নিজের মুক্তি ইচ্ছা করে। ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, আমি ভবদণ্ডে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে, কর্মতীরে বিদ্ধ হয়ে, বেদনাকাতর হয়ে এই ভবে স্বাদ পাচ্ছি না। রাগ, দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধ অগ্নিতে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছি। তাই আমিও রাজদণ্ডে ভীত-সন্তস্ত ব্যক্তির ন্যায় এই ভব হতে মুক্তি অন্বেষণ করি।

৪৯১-৪৯৫. বিষধর সর্প কর্তৃক দংশিত ব্যক্তি যেমন ছটফট করতে করতে ওষুধ খুঁজতে থাকে এবং ওষুধ দেখতে পেলে সেই বিষনাশক ওষুধ সেবন করে বিষমুক্ত ও সুখী হয়। ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, সর্প-দংশিত ব্যক্তির ন্যায় আমিও অবিদ্যা দ্বারা পীড়িত হয়ে সদ্ধর্মরূপ ওষুধ খুঁজতে থাকি। খুঁজতে খুঁজতে একপর্যায়ে শাক্যশাসন দেখতে পাই, যা সর্বপ্রকার ওষুধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ববিধ দুঃখবিমোচনকারী। তেমন ধর্মৌষুধ সেবন করে আমার সমস্ত অবিদ্যারূপ বিষ বিদূরিত করি এবং অজর, অমর, শীতিভূত নির্বাণ সাক্ষাৎ করি।

৪৯৬-৫০০. ভূতে ধরা ব্যক্তি যেমন ভূতের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে সেই ভূত হতে রক্ষা পাবার জন্য ভূতবিদ্যা সন্ধান করে এবং সন্ধানের পর একসময় ভূতবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকে দেখতে পায়। তখন সেই ব্যক্তির কাছে গিয়ে তার দেহে ভর করা ভূতকে তাড়ায়। ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, অজ্ঞতারূপ অন্ধকারে প্রপীড়িত হয়ে সেই অন্ধকার হতে মুক্তির ইচ্ছায় আমিও জ্ঞানালোক সন্ধান করি। অতঃপর একসময় অন্ধকার ধ্বংসকারী শাক্যমুনিকে আমি দেখতে পেলাম। ভূতবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তির ন্যায় তিনিই আমার অজ্ঞতারূপ সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করেন। ভূতবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তির ন্যায় তিনিই আমার সংসার স্রোত ছিন্ন করে দেন, তৃষ্ণাস্রোত নিবারিত করেন এবং সর্ববিধ ভব উত্তীর্ণ করে দেন।

৫০১-৫০৪. গরূড় পক্ষী যেমন নিজের আহার ভূমিতে স্থিত সর্পকে শতযোজন বিস্তৃত বিশাল বিশাল সরোবরে খুঁজতে থাকে। সর্প দেখতে পেলে

অধঃশির করে নখ দিয়ে ধরে যথেচ্ছা চলে যায়। ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, শক্তিশালী গরূড় পক্ষীর ন্যায় আমিও অমৃতরূপ অসংস্কৃত নির্বাণ সন্ধান করতে করতে অনুত্তর শান্তিপদ ধর্মধরকে দেখতে পাই। গরূড় পক্ষীর সর্প ধরার ন্যায় আমিও তা নিয়েই অবস্থান করি।

৫০৫. আশাবতী নামক এক জাতীয় লতা চিত্তলতাবনে জন্মাত। সেই লতায় হাজার বৎসর পরে একটি মাত্র ফল ধরে।

৫০৬. সেই ফল যত দূরেই থাকুক না কেন দেবগণ সেই ফলই খায়। কারণ, সেই আশাবতী লতার ফল দেবগণের অসম্ভব প্রিয়।

৫০৭. লক্ষ বৎসর পরে এখন আমি সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সংস্পর্শে বিচরণ করি। দেবগণ যেভাবে আশাবতী লতাকে খায় ঠিক সেভাবে আমিও সন্ধ্যা-সকাল দুবার বুদ্ধকে নমস্কার করি।

৫০৮. বুদ্ধদর্শনহেতু আমি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছি। তাই এই বুদ্ধচর্যা ও প্রতিপত্তিশীল আচরণ আমার কাছে একান্তই অমোঘ, মোটেই তুচ্ছ করার মতো বিষয় নয়। দীর্ঘকাল পরে দেখা পাওয়া এই পরম মুহূর্তটি আমাকে অতিক্রম করে যায়নি। ।

৫০৯. সমগ্র ভবের মধ্যে কোথাও আমার প্রতিসন্ধি হবার সম্ভবনা আমি দেখতে পাই না। কারণ, আমি উপধিহীন, বিপ্রমুক্ত ও উপশান্ত হয়ে বিচরণ করি।

৫১০. পদ্মফুল যেমন সূর্যরশ্মিতে ফোটে, ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, আমিও বুদ্ধরশ্মিতে প্রস্ফুটিত হই।

৫১১-৫১২. বলাকা যোনিতে যেমন কখনো পুরুষ বলাকা বিদ্যামান থাকে না, স্ত্রী বলাকারা মেঘগর্জনের সময়ই গর্ভবতী হয়। পরবর্তীকালে মেঘ গর্জন না করা পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবৎ গর্ভ রক্ষা করতে হয়। দীর্ঘকাল পরে মেঘ গর্জনসহকারে প্রবল বর্ষণ করে তখনই কেবল তারা সন্তান জন্ম দিয়ে ভারমুক্ত হয়।

৫১৩-৫১৪. ঠিক তদ্রূপ বহু কল্প পূর্বে পদুমুত্তর বুদ্ধের ধর্মমেঘ তীব্র গর্জন-সহকারে প্রবল বর্ষণ করেছিল। ধর্মমেঘের সেই গর্জন শব্দে আমি ধর্মরূপ গর্ভ ধারণ করেছিলাম। লক্ষ বৎসর ধরে আমি সেই ধর্মরূপ পুণ্যগর্ভ ধারণ করে আসছি। ধর্মমেঘ গর্জন না করলে আমি গর্ভভার হতে মুক্ত হতে পারব না।

৫১৫. হে শাক্যমুনি, আপনি যখন কপিলবাস্তু রম্য নগরে ধর্মমেঘ গর্জন করেছিলেন তখনি আমি সেই গর্ভভার হতে মুক্ত হয়েছিলাম।

৫১৬. শূন্যতা, অনিমিত্ত ও অপ্রণিহিত এই ত্রিবিধ বিমোক্ষ এবং চারি ফল সমস্ত ধর্মই আমি জ্ঞাত হয়েছি।

[দ্বিতীয় ভাণবার]

৫১৭. অনন্ত অপ্রমেয় কল্প আগে আপনার শাসনে বিনয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের যেই প্রার্থনা আমি করেছিলাম, আমার কাছে সেই পরম মুহূর্তটি এখন উপস্থিত। আমি অনুত্তর শান্তিপদ নির্বাণ অধিগত করেছি।

৫১৮. পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে বিনয়ে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুর ন্যায় আমিও আজ বিনয়ে বিশারদ হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি। আমার সমতুল্য বিনয়জ্ঞ দ্বিতীয় কেউ নেই। আমিই বুদ্ধের শাসনকে ধারণ করি।

৫১৯. ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এই উভয় বিভঙ্গ, মহাবর্গ-চুলবর্গ নামক খন্ধক ও সাংঘাদিশেষ ও পাচিত্তিয়ত্রিকে এবং পরিবার পাঠ এই সমগ্র বিনয়পিটকের প্রতিটি অক্ষরে ও ব্যঞ্জনে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

৫২০. পাপী ভিক্ষুগণকে নিগ্রহকরণে; আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষুগণকে আপত্তিমুক্তকরণে, কারণে, অকারণে, আহ্বানে ও আপত্তি উত্তরণে সর্বত্রই আমি দক্ষ ও অভিজ্ঞ।

৫২১. খন্ধকে অথবা সমগ্র বিনয়পিটকে সূত্রপদ পরিত্যাগ করে খন্ধক ও বিনয়ের সাথে মিলিয়ে দেখে আমি তার থেকে রস উৎসারণ করি।

৫২২. আমি ব্যাকরণ বিশারদ ও অর্থ-অনর্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। আমার অজ্ঞাত কোনো কিছুই নেই। আমিই বুদ্ধের শাসনে বিনয়ধর ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৫২৩. আজ আমি শাক্যপুত্র বুদ্ধের শাসনে বিনয়-বিষয়ক সমস্যা সমাধানে অতিশয় দক্ষ। সমস্ত সন্দেহ আমি বিদূরিত করি এবং সর্ববিধ সংশয় ছিন্ন করি।

৫২৪. পদ, অনুপদ, অক্ষর, ব্যঞ্জন, নিদান ও পর্যাবসান এই ছয় বিষয়ে আমি অত্যন্ত দক্ষ।

৫২৫-৫২৬. পরাক্রমশালী রাজা যেমন শত্রুপক্ষীয় সেনাদের বিতাড়িত করে সংগ্রামে বিজয়ীর বেশে এসে নগর নির্মাণ করে এবং সেই নগরে প্রাচীর, পরিখা, স্তম্ভ, তোরণ, দ্বারপ্রকোষ্ঠ ও অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণ করান।

৫২৭. সেই নগরে চৌরাস্তার সংযোগস্থলে চেকপোস্টের মতো বাড়ি, নানা রকমের দোকান-পাট, বিচার-আচার করার জন্য সভাগৃহ নির্মাণ করান।

৫২৮. শত্রুপক্ষের দোষত্রুটি ও দূরভিসন্ধি জানার জন্য গুপ্তচর ও রাজ্য

রক্ষার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন।

৫২৯. 'রাজ্যের সম্পদ বিনষ্ট না হোক' এই ভেবে সম্পদ রক্ষার জন্য সুদক্ষ ভাণ্ডাররক্ষক নিয়োগ করেন।

৫৩০. যেই রাজা পণ্ডিত, সুদক্ষ ও আপন রাজ্যের উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি প্রজাগণের বিচারকার্য সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দক্ষ বিচারক নিয়োগ করেন।

৫৩১. যিনি উল্কাপাত ও নক্ষত্রবিদ্যায় পারদর্শী, লক্ষণবিদ, অধ্যাপক ও মন্ত্রধর তাকেই তিনি রাজ্যের পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ দেন।

৫৩২. এই সমস্ত গুণাবলীসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিই ক্ষত্রিয় রাজা বলে পরিচিত হন। তিনি সব সময় আপন রাজ্যের প্রজাগণকে রক্ষা করেন।

৫৩৩. ঠিক তদ্রূপ হে মহাবীর, আপনিও ক্লেশরূপ শত্রুকে হত্যা করে সদেবলোকের ধর্মরাজ হয়েছেন।

৫৩৪. অন্যতীর্থিয়গণকে দমন করে, সসৈন্য মারকে পরাস্ত করে ও অজ্ঞতারূপ সমস্ত অন্ধকারকে বিদূরিত করে আপনিও ধর্মনগর নির্মাণ করেছেন।

৫৩৫. আপনার প্রতিষ্ঠিত ধর্মনগরে শীল হচ্ছে প্রাচীরসদৃশ, জ্ঞান হচ্ছে দ্বারপ্রকোষ্ঠ। হে বীর, শ্রদ্ধা হচ্ছে খুটি, সংযম হচ্ছে দ্বাররক্ষক।

৫৩৬. চারি স্মৃতিপ্রস্থান হচ্ছে পাহারা দেওয়ার জন্য উঁচু প্রকোষ্ঠ, প্রজ্ঞা হচ্ছে চৌরাস্তার সংযোগস্থলে স্থাপিত বাতি, চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ হচ্ছে চৌমহনী যেখানে চতুর্দিক হতে ধর্মবীথি (ধর্মপথ) এসে মিলিত হয়েছে।

৫৩৭. সূত্র, অভিধর্ম ও বিনয় এই নবাঙ্গ বুদ্ধবচন আপনার ধর্মে ধর্মসভা নামে প্রসিদ্ধ।

৫৩৮. শূন্যতা, অনিমিত্ত ও অপ্রণিহিত এই ত্রিবিধ বিমোক্ষ, আনেঞ্জা তথা অরূপধ্যান ও নির্বাণ এই সমস্তই হচ্ছে আপনার ধর্মকুঠির।

৫৩৯. প্রজ্ঞাবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধের কাছ থেকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, দক্ষ সারিপুত্র স্থবিরই আপনার শাসনে ধর্মসেনাপতি।

৫৪০. সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ও অসম্ভব ঋদ্ধির অধিকারী কোলিতই (মোদ্গাল্লায়ন) আপনার শাসনে পুরোহিত।

৫৪১. প্রাচীনবংশধর, প্রবল প্রতাপী, অনাসক্ত, ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাকাশ্যপ স্থবিরই আপনার শাসনে সুদক্ষ বিচারক।

৫৪২. বহুশ্রুত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মধর আনন্দ স্থবিরই আপনার শাসনে ধর্মরক্ষক।

৫৪৩. এই সকল অভিজ্ঞ ভিক্ষুদের বাদ দিয়ে ভগবান আমাকেই নির্বাচিত করেছেন। বুদ্ধোপদিষ্ট বিনয় মীমাংসার ভার বুদ্ধ আমাকেই দিয়েছেন।

৫৪৪. কোনো বুদ্ধের শ্রাবক আমাকে বিনয়-বিষয়ক প্রশ্ন করলে আমি চোখ বুজেই সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি।

৫৪৫. সমগ্র বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে একমাত্র মহামুনি বুদ্ধ ব্যতীত বিনয়ে আমার সমতুল্য কেউই নেই, কোথায় আবার আমার চাইতে দক্ষ।

৫৪৬. বিশাল ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপদিষ্ট হয়ে গৌতম বুদ্ধ এভাবেই ঘোষণা করেন যে, আমার শাসনে বিনয় ও খন্ধক বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী উপালির সমতুল্য কেউ নেই।

৫৪৭. সে (উপালি) বুদ্ধোপদিষ্ট নবাঙ্গ বুদ্ধশাসনের সবকিছুকেই বিনয়াবিষ্ট, বিনয়মূলক হিসেবে দর্শন করে।

৫৪৮. আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে শাক্যসিংহ গৌতম ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে বিনয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৫৪৯. লক্ষকল্প আগে থেকে আমি এই শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করে আসছিলাম, এখন আমার সামনে সেই পরম মুহূর্তটি উপস্থিত। কারণ, আমি বিনয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের পারমী পূরণ করেছি।

৫৫০. পূর্বে আমি শাক্যকুলের বহু মানুষের অনন্দদায়ক নাপিত ছিলাম। সেই নাপিত জীবন ত্যাগ করে আমি এখন মহর্ষি বুদ্ধের পুত্র হয়েছি।

৫৫১. এই ভদ্রকল্পের দুই কল্প আগে অঞ্জস নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, যিনি অত্যন্ত তেজস্বী, যশস্বী, প্রজাপালক ও মহাধনী।

৫৫২. তখন আমি সেই রাজার পুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। আমার নাম ছিল চন্দন ক্ষত্রিয়। আমি ছিলাম ভীষণ জাত্যাভিমানী, যশ ও ভোগে মত্ত।

৫৫৩. সর্বালংকারে বিভূষিত, চোখ, কান ও কোষ এই ত্রিবিধ অঙ্গ পরিপূর্ণ লক্ষ মাতঙ্গ হস্তী সদ সর্বদা আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত।

৫৫৪. এক সময় আমি সদলবলে উদ্যানে গমনেচ্ছু হয়ে শ্রীমণ্ডিত এক হস্তীর পিঠে উঠে নগর হতে বের হয়েছিলাম।

৫৫৫. তখন শীলসংবরাদি পনের প্রকার চরণসম্পন্ন, গুপ্তদ্বার ও সুসংযত দেবল নামক সম্বুদ্ধ আমার সামনে আসছিলেন।

৫৫৬. সেই সময় আমি শ্রীমণ্ডিত হস্তী দিয়ে বুদ্ধকে আঘাত করেছিলাম, পীড়িত করেছিলাম। তাতে করে সেই আক্রমণকারী হস্তী নিজের পা দুটি আর নাড়াতে পারছিলেন না।

৫৫৭. সেই হস্তীকে অনড় অবস্থায় দেখে আমি বুদ্ধের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম এবং সম্বুদ্ধকে নানাভাবে নিপীড়ন ও অত্যাচার করে আমি উদ্যানে চলে গিয়েছিলাম।

৫৫৮. সেখানে যাওয়ার পর আমি কোনোভাবেই সুখ পাচ্ছিলাম না। আমার মাথা যেন আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। পচ্চেক বুদ্ধকে নানাভাবে কষ্ট দেওয়ার কারণে আমি অনুতাপ আগুনে দগ্ধ হচ্ছিলাম, স্থলে উৎক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় ছটফট করছিলাম।

৫৫৯. তখন আমার মনে হচ্ছিল, সসাগরা পৃথিবী যেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় জ্বলছে। তারপর আমি পিতার কাছে এসে এই কথা নিবেদন করলাম।

৫৬০. বিষধর ক্রুদ্ধ সর্পকে, দাউ দাউ করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে ও প্রমত্ত মাতঙ্গ হস্তীকে নিপীড়িত করার ন্যায় আমি সেই স্বয়ম্ভু পচ্চেক বুদ্ধকে নিপীড়ন করেছি।

৫৬১. ঘোর তপস্বী স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে আমি নিপীড়িত করায় রাজ্যসহ আমরা সবাই বিনষ্ট হবো। আমরা যাতে বিনষ্ট না হই সেজন্য আমরা তার কাছে ক্ষমা চাইব।

৫৬১. সেই আত্মদান্ত, শান্ত-সমাহিত পচ্চেক বুদ্ধ যদি আমাদের অনুগ্রহ না করেন, ক্ষমা না করেন, তাহলে সাত দিনের মধ্যেই আমাদের এই রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে।

৫৬৩. পূর্বে সুমেখলা প্রমুখ চারজন রাজাও ঋষিগণকে নিপীড়িত করে রাজ্যসহ দুর্গতিতে গিয়েছিলেন।

৫৬৪. সুসংযত ব্রহ্মচারী ঋষিগণ যখন ক্রুদ্ধ হন, রাগান্বিত হন, তখন সসাগরা পৃথিবীসহ সমস্ত দেবলোক বিনষ্ট হয়।

৫৬৫. সেই ঋষিগণের প্রবল প্রতাপ জ্ঞাত হয়ে তিন যোজন বিস্তৃত জায়গায় হাজার মানুষকে সমবেত করেছিলাম। আমার সমস্ত দোষ অকপটে স্বীকার করার জন্য স্বয়ম্ভু বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৫৬৬. আমরা সবাই ভেজাবস্ত্রে, ভেজা মাথায় হাত জোড় করে পচ্চেক বুদ্ধের পায়ে নিপতিত হয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম :

৫৬৭. হে মহাবীর, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা কাতর স্বরে প্রার্থনা করছি, আমাদের সমস্ত কষ্ট বিদূরিত হোক, আমাদের রাজ্য বিনষ্ট না হোক।

৫৬৮. দেবমনুষ্য, দানব, রাক্ষস সকলেই মুগর দিয়ে আমার মাথায়

আঘাত করুক।

৫৬৯. জলে যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না, বীজ যেমন শিলাময় পর্বতে অঙ্কুরোদগম হয় না, ওষুধে যেমন কৃমি জন্মায় না, ঠিক তদ্রূপ বুদ্ধের মনেও ক্রোধ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

৫৭০. অচলা ভূমি, অপ্রমেয় সাগর ও অনন্ত আকাশ যেমন কখনো ক্রুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধগণ ক্রুদ্ধ হন না।

৫৭১. মহাবীর বুদ্ধগণ সতত ক্ষমাশীল হয়ে থাকেন। তাদৃশ ক্ষমাশীল বুদ্ধগণের সাথে যারা বসবাস করেন, তারা কখনো দুর্গতিতে গমন করেন না।

৫৭২. সম্বুদ্ধ এই কথা বলার পর তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেছিলেন। তখন সেই বিশাল জনতার সামনেই সম্বুদ্ধ আকাশে উঠেছিলেন।

৫৭৩. হে বীর, সেই পাপকর্মের ফলে আজ আমি এই অন্তিম জন্মে নীচকুলে জন্ম নিয়েছি। সমস্ত জন্ম অতিক্রম করে আমি নির্বাণ নামক অভয় নগরে প্রবেশ করেছি।

৫৭৪. সেই সময়ও মহাবীর বুদ্ধ আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেছিলেন, আমাকে ক্ষমা করেছিলেন।

৫৭৫. এই জন্মেও মহাবীর বুদ্ধ ত্রিবিধ অগ্নিতে দগ্ধমান আমাকে শীতিভূত, নিবৃত, উপশান্ত করেছেন।

৫৭৬. যারা এখনো শোনেননি, তারা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। আমি যেভাবে নির্বাণ দর্শন করেছি তারই আলোকে আপনাদের এখন পরমার্থ দেশনা করব।

৫৭৭. সেই শান্তচিত্ত, সমাহিত, স্বয়ম্ভুকে সেভাবে কষ্ট দেওয়ার ফলে আজ আমি নীচকুলে জন্ম নিয়েছি।

৫৭৮. তোমরা এখন যেই সুক্ষণ লাভ করেছ, তাকে অবহেলা করো না। এই বুদ্ধোৎপত্তি অতিক্রান্ত হলে পরে অনুশোচনা করিও না। তোমরা মুক্তিলাভের জন্য আরব্ধবীর্য-সহকারে চেষ্টা কর। কারণ, তোমরা সেই দুর্লভ বুদ্ধোৎপত্তিক্ষণ পেয়েছ।

৫৭৯. বুদ্ধ কিছু কিছু ব্যক্তির উর্ধ্বগমন, কিছু কিছু ব্যক্তির অধঃগমন, কিছু কিছু ব্যক্তির ঘোরতর বিষ এবং কিছু কিছু ব্যক্তির অমৃতোপম ওষুধ বিবিধ উপমাযোগে দেশনা করেন।

৫৮০. ভগবান বুদ্ধ মার্গলাভীদের জন্য সংসারদুঃখ মোচন, ফলে

স্থিতদের জন্য সংসার উত্তরণ, ফললাভীদের জন্য নির্বাণরূপ ওষুধ এবং মনুষ্য-দেব-নির্বাণসম্পত্তি প্রত্যাশীদের জন্য অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘ বিবিধ উপমাযোগে দেশনা করেন।

৫৮১. বুদ্ধশাসনের বিরুদ্ধবাদীদের অকুশল পাপরূপ ঘোরতর বিষ তাদেরই দগ্ধ করে।

৫৮২. সাধারণত ঘোরতর বিষ একবার পান করলে একবারই শুধু জীবন নাশ হয়। কিন্তু যারা বুদ্ধশাসনের বিরোধিতা করে তারা কোটিকল্প পর্যন্ত দগ্ধ হয়ে থাকে।

৫৮৩. বুদ্ধ একান্তই আপন ক্ষমা-মৈত্রীবলে দেবলোকসহ এই ত্রিলোক অতিক্রম করেন। তাই তোমরাও তার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। সম্যকভাবে বুদ্ধশাসনে আত্মনিয়োগ কর।

৫৮৪. পৃথিবী যেমন লাভে, অলাভে, সম্মানে, অসম্মানে নির্লিপ্ত থাকে, বুদ্ধগণও ঠিক তদ্রূপ। তাই তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করিও না।

৫৮৫. দেবদত্ত, হত্যাকারী, চোর, অঙ্গুলিমাল, রাহুল অথবা ধনপাল সকলের প্রতিই বুদ্ধ সমচিত্ত পোষণ করেন।

৫৮৬. কারণ, বুদ্ধগণের বিন্দুমাত্রও প্রতিঘ বা দ্বেষ ও রাগ বা আসক্তি বিদ্যমান নেই। তারা সকলের প্রতি সমচিত্ত পোষণ করেন, এমনকি চোর, ঘাতকদের প্রতিও।

৫৮৭. গূথমিশ্রিত মলিন কাষায় বস্ত্র যা আর্যগণের ধ্বজা, তেমন কাষায় বস্ত্র পথে-প্রান্তরে পতিত অবস্থায় দেখতে পেলে দুটি হাত জোড় করে সেই আর্যধ্বজাকে বন্দনা করা উচিত।

৫৮৮. অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যে সকল বুদ্ধ আছেন তারা সকলেই এই আর্যধ্বজা দ্বারা শোভিত হন, তাই আর্যধ্বজাকে নমস্কার করা কর্তব্য।

৫৮৯. বুদ্ধসদৃশ সেই সুপ্রজ্ঞাপিত বিনয়কে আমি হৃদয়ে ধারণ করি। আমি সব সময় সেই বিনয়কে নমস্কার করেই অবস্থান করি।

৫৯০. বিনয় আমার আশ্রয়স্থল, বিনয় আমার স্থিতি ও চঙ্ক্রমণের স্থান। বিনয়েই আমি বসবাস করি এবং বিনয়ই আমার বিচরণক্ষেত্র।

৫৯১. হে মহাবীর, বিনয়পারমী পূরণকারী ও শমথ ভাবনায় সুদক্ষ উপালি আপনার পাদদ্বয়ে সব সময় বন্দনা নিবেদন করে।

৫৯২. আমি যখন গ্রাম হতে গ্রামে, নগর হতে নগরে বিচরণ করি, তখনো সম্বুদ্ধ ও তাঁর প্রবর্তিত সদ্ধর্মকে নমস্কার করি।

৫৯৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার জন্ম ধ্বংস হয়েছে,

সর্ববিধ আসব আমার পরিক্ষীণ হয়েছে এবং আমার পুনর্জন্ম নেই।

৫৯৪. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে আমার আগমন সার্থক হয়েছে, আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করেছি এবং বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি।

৫৯৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপালি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপালি স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৩.৭. অঞ্ঞাসি কোণ্ডাঞ্ঞো স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে গৃহপতি মহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন শাস্তার কাছে ধর্মশ্রবণ করছিলেন। তখন শাস্তা তাঁর শাসনে একজন ভিক্ষুকে প্রথম ধর্মসাক্ষাৎকারীর মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনি নিজেই সেই অগ্রস্থান লাভের আশায় লক্ষ ভিক্ষু-পরিবৃত ভগবানকে সাত দিন যাবৎ মহাদান দিয়ে প্রার্থনা করলেন। শাস্তাও তার প্রার্থনা সফল হবে বলে ঘোষণা দিলেন। তারপর তিনি আজীবন বিবিধ পুণ্যকর্ম করতে করতে শাস্তা পরিনির্বাপিত হলে তাঁর উদ্দেশে নির্মিত চৈত্যে হাজার হাজার মূল্যের রত্ন-পরিবেষ্টিত করে একটি রত্নঘর নির্মাণ করালেন।

তিনি এভাবে পুণ্যকর্ম করে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে বিপশ্বী ভগবানের সময় মহাকাল নামক একজন কুটুম্বিক হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। তখন তিনি ক্ষেতে শালিধান চিড়ে প্রথমে শালি চাল বের করলেন। তারপর দুগ্ধমিশ্রিত করে পায়স তৈরি করে সেখানে মধু, ঘি, গুড় প্রভৃতি মিশ্রিত করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করলেন। শালিধান চিড়ে চাল নেওয়ার পর সেখানে আবার শালিধান জন্মালো। তিনি এভাবে পৃথুকালে পৃথুকাগ্র, লায়নকালে লায়নাগ্র, বেণী করার সময় বেণীর অগ্র, কলাপ করার সময় কলাপাগ্র, খলাগ্র, ভণ্ডাগ্র, মিনাগ্র প্রভৃতি প্রকারে নয়বার অগ্রদান দিলেন। তাতে করে তার শষ্য আরও অধিক ফলবান হলো। এভাবে আজীবন পুণ্য করার পর সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। তারপর দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে আমাদের ভগবান উৎপন্ন হওয়ার কিছুকাল পূর্বে কপিলবাস্তু

নগরের অনতিদূরে দ্রোণবাস্তু নামক এক ব্রাহ্মণগ্রামে ব্রাহ্মণ মহাশাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবিধ বেদ শিক্ষা করলেন। পরে পর্যায়ক্রমে লক্ষণশাস্ত্র ও মন্ত্রশাস্ত্রে ব্যাপক পারদর্শীতা অর্জন করলেন। সেই সময় আমাদের বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে কপিলবাস্তুর নগরে শুদ্ধোদন মহারাজার রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নামকরণের দিনে যেই আট শতাধিক ব্রাহ্মণ সেখানে সমবেত হলেন, তার মধ্য থেকে মাত্র আটজন ব্রাহ্মণকে বেছে নেওয়া হলো, যারা লক্ষণশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। সেই আটজনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। সদ্যজাত শিশু বোধিসত্ত্বের লক্ষণ বিচার করার পর তার দেহে মহাপুরুষ লক্ষণ দেখতে পেয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, এই শিশু একমাত্র বুদ্ধই হবেন। তারপর তিনি মহাসত্ত্ব কখন মহাভিনিষ্ক্রমণ করবেন তার বিচার করতে লাগলেন।

শিশু বোধিসত্ত্ব ক্রমে মহান রাজপরিবারে বেড়ে উঠতে লাগলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে জ্ঞানপরিপক্ক হয়ে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে মহাভিনিষ্ক্রমণ করলেন। অনোমা নদীর তীরে প্রব্রজিত হয়ে অনুক্রমে উরুবেলায় গিয়ে কঠোর সাধনা শুরু করলেন। সেই সময় কোণ্ডাঞ্ঞো মানব মহাসত্ত্ব প্রব্রজিত হয়েছেন এই কথা শুনার পর লক্ষণশাস্ত্রবিদ অপর ব্রাহ্মণদের পুত্র বপ্প প্রমুখ পাঁচজন প্রব্রজিত হয়ে অনুক্রমে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হলেন। তার সাথে তারা প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ অবস্থান করলেন। তারপর একদিন দেখতে পেলেন যে, তিনি স্থূল আহার ভোজন করছেন। তাই তারা তখন তাকে ছেড়ে ঋষিপতন মৃগদাবে চলে গেলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব স্থূল আহার পরিভোগের পর শরীরে বেশ বল অনুভব করলেন। সেই বলবান শরীর নিয়ে তিনি পূর্ণশালী বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে বোধিবৃক্ষমূলে অপরাজিত পালঙ্কে উপবিষ্ট হয়ে ত্রিবিধ মারের মায়া পদদলিত করে অভিসম্বোধি জ্ঞান লাভ করলেন। তারপর সাত সপ্তাহ ধরে বোধিমণ্ডপে অবস্থান করে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের দেশনা করার উদ্দেশ্যে ঋষিপতন মৃগদাবে চলে গেলেন। সেখনে গিয়ে তাদের ধর্মচক্র-প্রবর্তন-সূত্র দেশনা করলেন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করার পর চিন্তা করলেন, 'আমি কী কর্মের ফলে এমন অমৃতনির্ঝর লোকোত্তর সুখ নির্বাণ অধিগত করতে সক্ষম হয়েছি?' এভাবে চিন্তা করতে করতে নিজের পূর্বকৃত কর্মের কথা জেনে অত্যন্ত খুশী মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৯৬. বুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধকে প্রথমে আমিই দেখতে পেয়েছিলাম।

৫৯৭. বোধিমূলের সবখানেই সকল যক্ষগণ সমবেত হয়েছিলেন। তারা সম্বুদ্ধকে চারদিকে ঘিরে হাত জোড় করে বন্দনা করছিলেন।

৫৯৮. সকল দেবতারা অত্যন্ত খুশী মনে আকাশে বিচরণ করছিলেন। কারণ, অজ্ঞতারূপ অন্ধকার দূরকারী বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন।

৫৯৯. তারা সকলে আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করেছিলেন এবং এই ভেবে ভীষণ খুশী হয়েছিলেন যে, এবার আমরা বুদ্ধের শাসনে সমস্ত ক্লেশ-অরি দগ্ধ করব।

৬০০. দেবগণের এই কথা শুনে আমিও হৃষ্ট-তুষ্ট চিত্তে সম্বুদ্ধকে প্রথম ভিক্ষা দান দিয়েছিলাম।

৬০১. অনুত্তর শাস্তা আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে দেবসংঘে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬০২. সাত দিন অতিক্রান্ত হবার পর আমি বোধিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার ব্রহ্মচর্য জীবনের ইহাই প্রথম পিণ্ডগ্রহণ।

৬০৩. তুষিত স্বর্গ হতে এখানে এসে যিনি এই পিণ্ড আমাকে দান করেছেন, আমি এখন তার কথাই বলব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৬০৪. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রাজত্ব করবে। সকল দেবগণকে অবিভূত করে ত্রিদিব নামে পরিচিত হবে।

৬০৫. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যজন্ম লাভ করবে। মনুষ্যজন্মে সে হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবে।

৬০৬. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৬০৭. স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে তিনি তখন মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করবেন। গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়ে তিনি ছয় বৎসর যাবৎ কঠোর সাধনা করবেন।

৬০৮. তারপর সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করলে বুদ্ধ সত্যধর্ম দেশনা করবেন। তখন কোণ্ডাঞ্ঞ্ঞোই প্রথম সত্যধর্ম সাক্ষাৎ করবে।

৬০৯. গৃহত্যাগের পর থেকে আমি প্রব্রজিত হয়ে কঠোর সাধনা করেছিলাম এবং সমস্ত ক্লেশ-অরি দগ্ধ করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত হয়েছিলাম।

৬১০. সর্বজ্ঞ বুদ্ধ পৃথিবীতে অন্যান্য সত্ত্বগণকে ফেলে ঋষিপতন মৃগদাবে গিয়ে প্রথম অমৃত ভেরি বাজিয়েছিলেন।

৬১১. সে কারণেই আমি অনুত্তর শান্তিপদ অমৃত নির্বাণ লাভ করেছি এবং সর্ববিধ আসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট সমাপত্তি ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অঞ্ঞাসি কোণ্ডাঞ্ঞো স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অঞ্ঞাসি কোণ্ডাঞ্ঞো স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৩.৮. পিন্ডোল ভারদ্বাজ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মে জন্মে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণ করে পর্বতের পাদদেশে একটি গুহায় বাস করতেন। সে আহারের খোঁজে বের হলে, ভগবান তার প্রতি সদয় হয়ে তার গুহায় প্রবেশ করে নিরোধসমাপত্তি ধ্যানে বসলেন। সিংহ ফিরে এসে বুদ্ধকে তার গুহায় দেখতে পেল। সে অতিশয় খুশী হয়ে জলজ ও স্থলজ ফুল দিয়ে পূজা করল। অন্য পশুপাখিরা যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেভাবেই সে প্রবেশদ্বারে পাহারা দিতে লাগল। দিনে তিন বার সিংহনাদ করে বুদ্ধের প্রতি স্মৃতি রক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকত। এভাবে সাত দিন যাবৎ সে পূজা করল। ভগবান সাত দিন পরে নিরোধসমাপত্তি হতে উঠে চিন্তা করলেন, 'সিংহের পক্ষে এই পুণ্যসম্পদই যথেষ্ট হবে।' তারপর ভগবান আকাশপথে সিংহ দেখতে পায় মতো বিহারে চলে গেলেন।

সিংহ বুদ্ধের বিয়োগদুঃখ সহ্য করতে না পেরে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করল। অতঃপর সে হংসবতী নগরে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করল। ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলে একদিন নগরবাসীর সাথে বিহারে গিয়ে শাস্তার শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে বুদ্ধের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হলেন। তারপর বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সাত দিন পর্যন্ত মহাদান দিলেন। এভাবে আজীবন পুণ্যকর্ম করার পর বহুবার অপরাপর দেবমনুষ্য জন্ম নিয়ে আমাদের ভগবানের সময় কৌশাম্বীতে রাজা উদয়নের পুরোহিতের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। তার নাম রাখা হলো ভারদ্বাজ। স্বয়ং ত্রিবেদ শিক্ষা করে পাঁচশত শিষ্যকে ত্রিবেদ শিক্ষা দিতে লাগলেন। ভোজনের প্রতি অতি আসক্তিবশত তিনি শিষ্যদের ত্যাগ করে রাজগৃহে চলে গেলেন। সেখানে

ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত হলেন। তার ভোজনে মাত্রাজ্ঞান মোটেই ছিল না। ভগবান সুকৌশলে তাকে শিক্ষা দিলেন। অচিরেই তিনি ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়ে বিদর্শন ভাবনাবলে ষড়ভিজ্ঞা লাভ করলেন। ষড়ভিজ্ঞা লাভের পর ভগবানের সামনে গিয়ে বললেন, 'ভগবানের শ্রাবকের দ্বারা যা প্রাপ্তব্য, তা আমি পেয়েছি।' তিনি ভিক্ষুসংঘকে সিংহনাদে বললেন, 'মার্গ-ফল সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে, সে আমাকে জিজ্ঞেস করুক।' সে কারণেই ভগবান তাকে সিংহনাদকারী ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন এই বলে, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক সিংহনাদকারী ভিক্ষুগণের মধ্যে পিন্ডোল ভারদ্বাজই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে শ্রেষ্ঠ আসন পাবার পর পূর্বকৃত পুণ্যসম্ভার স্মরণ করে অত্যন্ত খুশী মনে নিজের পূর্বজন্মের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬১৩. সেই স্বয়ম্ভু অগ্রপুদ্গল পদুমুত্তর বুদ্ধ হিমালয়ের চিত্রপর্বতের শীর্ষদেশে বসবাস করতেন।

৬১৪. সেখানে চতুর্দিকে গমনে সক্ষম এক নির্ভীক পশুরাজ সিংহ ছিল। তার সিংহনাদ শুনে বহু সত্ত্ব ভীত-সন্ত্রস্ত হতো।

৬১৫. সুপুষ্পিত পদ্মফুল হাতে নিয়ে আমি নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। বুদ্ধ সাত দিন পর নিরোধসমাপত্তি ধ্যান হতে উত্থিত হলে আমি তাকে ফুল দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৬১৬. নরোত্তম বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে চতুর্দিকে বন্দনা নিবেদন করে প্রসন্নচিত্ত হয়ে দিনে তিনবার সিংহনাদ করেছিলাম।

৬১৭. অত্যন্ত পূজার্হ, লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ স্বীয় আসনে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬১৮. বুদ্ধের কথা জ্ঞাত হয়ে তথায় সকল দেবতারা সমবেত হয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন যে, আমরা বুদ্ধশ্রেষ্ঠের শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্মবাণী শ্রবণ করব।

৬১৯. লোকনায়ক দূরদর্শী মহামুনি বুদ্ধ সেই হৃষ্ট, তুষ্ট, আনন্দিত জনতার সামনে আমার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

৬২০. যেই সিংহ এই পদ্মফুল দান দিয়েছে ও সিংহনাদ করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৬২১. আজ থেকে আট কল্প পরে সে পৃথিবীতে সপ্তরত্নসম্পন্ন, চারি মহাদ্বীপের অধিশ্বর রাজচক্রবর্তী হবে।

৬২২. পুদুম নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়ে সে চৌষট্টিটি জাতির মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করবে।

৬২৩. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে অবির্ভূত হবেন।

৬২৪. গৌতম শাস্তা সত্যধর্ম প্রচার করলে পরে সে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে। গৃহত্যাগ করে সে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।

৬২৫. সমাধি ভাবনায় সে নিজের চিত্তকে দমন করে উপশান্ত ও নিরুপধি হবে। সর্ববিধ আসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৬২৬. সে গ্রাম হতে অনেক দূরে কোলাহলমুক্ত, বন্য পশুপাখি সমাকুল নির্জন স্থানে বসবাস করবে। সর্ববিধ আসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৬২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিন্ডোল ভারদ্বাজ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিন্ডোল ভারদ্বাজ স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৩.৯. খদিরবনিয় রেবত স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক তীর্থনাবিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশাল গঙ্গানদীতে তীর্থ নৌকায় করে আপন জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি সশ্রাবক ভগবানকে গঙ্গানদীর তীরে উপস্থিত হয়েছেন দেখে বেশ খুশী মনে তার নৌকায় করে সসম্মানে পরপারে পার করে দিলেন। সেই সময় শাস্তা জনৈক ভিক্ষুকে আরণ্যিক ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসা করলে তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আশায় ভগবান প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। দান শেষে সেই বর প্রার্থনা করলেন। ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে ঘোষণা দিলেন।

তিনি তারপর থেকে তিনি ব্যাপকভাবে পুণ্য করতে লাগলেন। দেব ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে

লাগলেন। আমাদের গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হলে পরে তিনি মগধরাষ্ট্রের নালক গ্রামে রূপসারি ব্রাহ্মণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে মাতাপিতা তাকে সংসারী হওয়ার কথা বললেন। তখন তিনি সারিপুত্র স্থবির প্রব্রজিত হয়েছেন শুনে চিন্তা করলেন, 'আমার বড় ভাই আর্য উপতিষ্য এই সমস্ত পার্থিব ভোগ-সম্পত্তি ত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়েছেন। থুথুর ন্যায় ফেলে দেওয়া তার এই সম্পত্তি আমি কেন ভোগ করতে যাব?' এভাবে তিনি মনের মধ্যে গভীর সংবেগ উৎপন্ন করলেন। তারপর তিনি মৃগশিকারীদের পেতে রাখা জাল পাশ কেটে ফেলে যাওয়া হরিণের ন্যায় সমস্ত জ্ঞাতিগণকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে তিনি মনের মধ্যে প্রবল উৎসাহ পেলেন। তারপর ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে 'আমি ধর্মসেনাপতির ছোট ভাই' এই বলে নিজের প্রব্রজ্যা নেওয়ার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। ভিক্ষুগণ তাকে প্রব্রজিত করালেন। বিশ বৎসর পূর্ণ হলে পরে ভিক্ষুগণ তাকে উপসম্পদা দিয়ে কর্মস্থান ভাবনায় নিয়োজিত করালেন। তিনি কর্মস্থান গ্রহণের পর খদিরবনে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি আরব্ধবীর্য-সহকারে ভাবনা করতে করতে জ্ঞানের পরিপক্বতাহেতু অচিরেই ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তিনি অর্হৎ হয়ে শাস্তাকে ও ধর্মসেনাপতিকে বন্দনা করার জন্য শয্যাসন গুছিয়ে রেখে পাত্র-চীবর নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর পর্যায়ক্রমে শ্রাবস্তীতে গিয়ে জেতবনে প্রবেশ করে শাস্তাকে ও ধর্মসেনাপতিকে বন্দনা নিবেদন করে কিছুদিন জেতবনে অবস্থান করলেন। অতঃপর একদিন শাস্তা আর্যসংঘের মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে তাকে এই বলে আরণ্যিক ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক আরণ্যিক ভিক্ষুগণের মধ্যে রেবতই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশী হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'গঙ্গা ভাগীরথী' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬২৮. হিমালয় হতে উদ্ভূত গঙ্গা, ভাগীরথী প্রভৃতি নদী সদা প্রবহমান। আমি সেই প্রবহমান প্রবল স্রোতস্বিনী নদীর পরপারে কৈবর্ত (জেলে) পরিবারে জন্ম নেওয়া একজন নাবিক ছিলাম। আমি ঘাটে আসা বহু মানুষকে পারাপারে সাহায্য করতাম।

৬২৯. একদিন দ্বিপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে সেই গঙ্গানদীর তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬৩০. ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়েছেন দেখে তড়িঘড়ি আমি কারিগর

দিয়ে বহু নৌকা নির্মাণ করিয়েছিলাম। দুটি নৌকা পাশাপাশি বেঁধে উপরে চাঁদোয়া দিয়ে নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৬৩১. সম্বুদ্ধ সেখানে এসে সেই নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। জলের উপরে ভাসমান অবস্থায় শাস্তা এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬৩২. যেই ব্যক্তি বুদ্ধ প্রমুখ অনাসক্ত সংঘকে পরপারে পার করে দিলেন, সেই ব্যক্তি অতীব চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু দেবলোকে রমিত হবে।

৬৩৩. দেবলোকে তার জন্য সুনির্মিত, অতীব দর্শনীয় বিশাল নৌকা উৎপন্ন হবে এবং তাতে উপরে চাঁদোয়ার মতো করে পুষ্পাচ্ছাদনী সব সময় ঝুলে থাকবে।

৬৩৪. আজ থেকে আটান্ন কল্প পরে সে তারকো নামক চতুরন্ত বিজয়ী রাজচক্রবর্তী হবে।

৬৩৫. আজ থেকে সাতান্ন কল্প পরে সে মহাপরাক্রমশালী চর্মক নামক রাজা হয়ে জগতে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হবে।

৬৩৬. আজ লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে আর্বিভূত হবেন।

৬৩৭. স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে সে তখন মনুষ্যলোকে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে এবং তার নাম হবে রেবত।

৬৩৮. গৃহত্যাগ করে সে পূর্বজন্মের পুণ্য-প্রভাবে গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত হবে।

৬৩৯. প্রব্রজিত হওয়ার পর সে আরব্ধবীর্য বিদর্শক হয়ে সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৬৪০. বীর্য আমার অতীব তীক্ষ্ণ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ আমার প্রার্থিত বিষয়। সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি এখন অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৬৪১. লক্ষকল্প ধরে আমি যেই কুশলকর্ম করে এসেছি, তারই ফল আমি এখন ভোগ করছি। তীরের গতিতে সমস্ত ক্লেশ-অরি দগ্ধ-বিদগ্ধ করে আমি এখন সুমুক্ত হয়েছি।

৬৪২. লোকবিদ মহামতি বুদ্ধ আমাকে সব সময় অরণ্যে বাস করতে দেখে আরণ্যিক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৬৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান খদিরবনিয় রেবত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[খদিরবনিয় রেবত স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

৩.১০. আনন্দ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে শাস্তার বৈমাত্রেয় ভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম রাখা হয়েছিল 'সুমন'। তার পিতা ছিলেন নন্দরাজা। রাজা সুমন কুমার প্রাপ্তবয়স্ক হলে হংসবতী নগর হতে একশত বিশ যোজন দূরে একটি উপরাজ্য প্রদান করলেন। সুমন কুমার সেখানে নিয়মিত বসবাস করতেন। মাঝেমধ্যে শাস্তাও পিতাকে এক নজর দেখার জন্য হংসবতী নগরে আসতেন। সেই সময় রাজা স্বয়ং লক্ষ ভিক্ষুসংঘসহ শাস্তাকে সেবা-পূজা করতেন। অন্য কাউকে সেবা করতে দিতেন না। সেই সময় প্রত্যন্ত রাজ্যে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দিল। সুমন কুমার রাজাকে না জানিয়ে নিজেই সেই বিদ্রোহ দমন করলেন। রাজা খবর পেয়ে তার প্রতি ভীষণ খুশী হয়ে তাকে বর দিতে ডেকে পাঠালেন এই বলে, 'বৎস, আমি তোমাকে বর দিতে চাই। এখানে এসে বর নিয়ে যাও।' সুমন কুমার বললেন, 'বাবা, আমাকে যদি শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে তিনমাস সেবা করতে দেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে।' রাজা বললেন, 'বৎস, এই বর দিতে পারব না, অন্য বর চাও। সুমন কুমার বললেন, 'প্রভু, ক্ষত্রিয়গণ দুই কথা বলেন না, আমাকে এই বরই দিন। অন্য বর আমি চাই না।' রাজা বললেন, 'শাস্তা যদি সম্মত হন, তাহলে আমিও বর প্রদান করলাম।' অতঃপর সুমন কুমার শাস্তা কী বলেন জানতে বিহারে গেলেন। সেই সময় ভগবান ভোজন শেষে এইমাত্র গন্ধকুঠিরে প্রবেশ করেছেন। সুমন কুমার ভিক্ষুগণের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভন্তে, আমি ভগবানের সাথে দেখা করতে এসেছি। অনুগ্রহ করে দেখা করার ব্যবস্থা করুন। ভিক্ষুগণ বললেন, 'সুমন নামক স্থবিরই শাস্তার সেবক। আপনি তার কাছে যান। অতঃপর সুমন কুমার স্থবিরের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভন্তে, আমি শাস্তার সাথে দেখা করতে চাই। অনুগ্রহ করে তার ব্যবস্থা করুন।' অতঃপর স্থবির সুমন কুমার দেখে মতো পৃথিবীতে নিমগ্ন হয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ভন্তে, রাজপুত্র আপনার সাথে দেখা করতে চাই।' 'সুমন, তাহলে বাইরে আসন প্রস্তুত কর।' স্থবির পুনরায় মাটি ভেদ করে কুমারের সামনে আসলেন এবং গন্ধকুঠিরের পরিবেণে আসন প্রস্তুত করলেন। সুমন কুমার স্থবিরের

অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি দেখে অতিশয় বিস্মিত হলেন।

ভগবান গন্ধকুঠির হতে বের হয়ে এসে আসনে বসলেন। রাজপুত্র সুমন কুমার শাস্তাকে বন্দনা করার পর কুশল জিজ্ঞেস করে বললেন, 'ভন্তে, এই স্থবির আপনার শাসনে প্রধান কি?' 'হ্যাঁ কুমার, প্রধান।' 'ভন্তে, কী প্রকারে প্রধান হওয়ার যায়?' 'দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে।' 'ভন্তে ভগবান, আমিও এই স্থবিরের ন্যায় ভবিষ্যতে কোনো এক বুদ্ধের শাসনে এমন প্রধান হতে চাই।' এই বলে সুমন কুমার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সপ্তাহকাল মহাদান দিয়ে সপ্তম দিনে বললেন, 'ভন্তে, আমি পিতার কাছ থেকে আপনাকে তিনমাস সেবা করার বর পেয়েছি। আগামী তিনমাস বর্ষাবাসের জন্য ফাং করছি। শাস্তা তার কথায় সম্মতি প্রদান করলেন। শাস্তা সম্মত হয়েছেন জেনে সুমন কুমার ভগবান প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের বাসোপযোগী বিহার নির্মাণ করালেন। সুমন কুমার সেখানে নিজের বাসস্থানের কাছেই লক্ষ টাকায় ক্রয় করা শোভন নামক উদ্যানে লক্ষ টাকা ব্যয় করে নির্মিত বিহারে ভগবান প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে প্রবেশ করিয়ে দুহাত জোড় করে বিনীতভাবে বললেন :

> "ভন্তে, আমি এই বিহারের জায়গা লক্ষ টাকায় কিনেছি এবং লক্ষ টাকা ব্যয় করে আবাস নির্মাণ করেছি। হে মহামুনি, এই শোভন নামক উদ্যান অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।"

এই বলে কুমার জল ঢাললেন। তিনি বর্ষাবাস অধিষ্ঠান করার দিনে (আষাঢ়ী পূর্ণিমা) মহাদানের আয়োজন করে দান করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে স্ত্রী, পুত্র ও অমাত্যবর্গকে দানকার্যে নিয়োজিত করলেন। তিনি স্বয়ং সুমন স্থবিরের বাসস্থানের কাছেই নিজের আবাসে বাস করে শাস্তাকে তিনমাস পর্যন্ত সেবা-সৎকার করলেন। বর্ষাবাস শেষ হলে প্রবারণার সময় তিনি গ্রামে প্রবেশ করে সপ্তাহকাল মহাদান দিয়ে সপ্তম দিনে শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের পদমূলে ত্রিচীবর রেখে বন্দনা নিবেদনপূর্বক বিনীতভাবে প্রার্থনা করলেন 'ভন্তে, আমি এত দিন যাবৎ যেই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছি, তা শক্রসম্পত্তি প্রভৃতি লাভ করার জন্য করিনি। আমি এই পুণ্যের প্রভাবে সুমন স্থবিরের ন্যায় ভবিষ্যতে কোনো এক বুদ্ধের প্রধান সেবক হতে চাই।' শাস্তা তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে অনুমোদন করে চলে গেলেন। তিনি সেই বুদ্ধের সময় লক্ষ বৎসরব্যাপী বিবিধ পুণ্যকর্ম করলেন। তারপর জন্মজন্মান্তরে বিবিধ পুণ্যকর্ম করে দেবলোক ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে কাশ্যপ ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পিণ্ডচারণরত এক স্থবিরকে

একটি বস্ত্র দান করে পূজা করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি পুনরায় স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান হতে চ্যুত হয়ে বারাণসী রাজ্যের রাজা ছিলেন। আটজন পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে তাদের ভোজন করিয়ে নিজের মঙ্গল উদ্যানে আটটি পর্ণশালা নির্মাণ করান। তাদের বসার জন্য সম্পূর্ণ রত্নময় আটটি চেয়ার ও মণিময় পাত্র নির্মাণ করিয়ে দশ হাজার বৎসরব্যাপী তাদের সেবা-সৎকার করেছিলেন।

লক্ষকল্প ধরে জন্মজন্মান্তরে পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিনি আমাদের বোধিসত্ত্বের সাথে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি অমিতোধন শাক্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মক্ষণে জ্ঞাতিগণের মনে আনন্দ উৎপন্ন হয়েছিল বিধায় তার নাম রাখা হলো আনন্দ। তিনি অনুক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন। এদিকে ভগবান মহাভিনিষ্ক্রমণের পর সম্যক সম্বোধি লাভ করে ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর প্রথম কপিলবাস্তুতে গিয়ে সেখান হতে চলে গেলে ভগবানের কাছে প্রব্রজিত হওয়ার ইচ্ছায় ভদ্দিয় প্রমুখ ছয়জন শাক্যকুমারের সাথে গৃহত্যাগ করে ভগবানের কাছে প্রব্রজিত হলেন। তিনি মন্তানিপুত্র পূর্ণ স্থবিরের কাছে ধর্মদেশনা শুনে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই সময় ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভের বিশ বৎসর পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট কোনো সেবক ছিলেন না। নাগসমান, নাগিত, উপবান, সুনক্ষত্র, চুন্দ, স্বাগত, মেঘিয় প্রমুখ প্রভৃতি ভিক্ষুগণ বিভিন্ন সময় বুদ্ধের সেবা করতেন বটে, কিন্তু তাঁর মনমতো হতো না। অতঃপর একদিন ভগবান গন্ধকুঠিরের পরিবেশে ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে বসে ভিক্ষুগণকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কোনো কোনো ভিক্ষুকে 'আমি এই পথে যাব' বললে তারা আমাকে অন্য পথে নিয়ে যায়। কোনো কোনো ভিক্ষু আমার পাত্র-চীবর মাটিতে রাখে। আসলে এখন আমার একজন স্থায়ী সেবক প্রয়োজন।

বুদ্ধের এই কথা শোনার পর ভিক্ষুগণের ধর্মসংবেগ উৎপন্ন হলো। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র প্রথমে উঠে ভগবানকে বন্দনা করে সেবকত্ব প্রার্থনা করে বললেন, 'ভন্তে, আমিই আপনার যথাযথ সেবা করব।' ভগবান তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে আয়ুষ্মান আনন্দ ব্যতীত মহামোগ্গল্লান স্থবির প্রমুখ আশিজন মহাশ্রাবক সকলেই সেবক হওয়ার প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ভগবান সকলের প্রার্থনাই প্রত্যাখ্যান করলেন। অন্যদিকে আনন্দ কিন্তু চুপচাপ বসে থাকলেন। তখন ভিক্ষুগণ তাকে বললেন, 'আবুসো আনন্দ, আপনিই শাস্তার সেবক হওয়ার জন্য প্রার্থনা

করুন।’ আনন্দ বললেন, ‘সেবকত্ব খুঁজে নিতে হবে, এটা আবার কী রকম? শাস্তা যদি চান তাহলে তিনি নিজেই আমাকে বলবেন।’ তারপর ভগবান বললেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, আনন্দকে তোমাদের উৎসাহ যোগাতে হবে না। সে নিজ জ্ঞানেই আমার সেবা করবে। তারপরও ভিক্ষুগণ বলতে লাগলেন, ‘উঠুন আবুসো আনন্দ, যান, শাস্তার সেবক হবার জন্য প্রার্থনা করুন।’ তখন আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ভগবান যদি স্বীয় লব্ধ উত্তম চীবর আমাকে না দেন, উত্তম পিণ্ডপাত না দেন, একই গন্ধকুঠিতে থাকতে না দেন, নিমন্ত্রণে না নিয়ে যান, তাহলেই আমি ভগবানের সেবা করব। এই সমস্ত গুণ থাকা শাস্তা সেবকের একান্তই বাঞ্ছনীয়। আনন্দ স্থবির অপরে যাতে নিন্দা করতে না পারে সেজন্যই এই চারটি বিষয় প্রত্যাখ্যান করলেন।

আনন্দ আরও বললেন, ‘ভগবান যদি আমার গৃহীত নিমন্ত্রণে গমন করেন, কোনো দেশবাসী বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে আমি যাতে যখনি ইচ্ছা বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারি, যখন আমার কোনো বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিবে তখন যদি আমি বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হতে পারি এবং আমার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ যা ধর্মোপদেশ দিবেন তা যদি আমাকে ফিরে এসে বলেন, তাহলেই আমি বুদ্ধের সেবা করব।’ আনন্দ স্থবির এই আটটি বর অপরের নিন্দা এড়ানোর জন্য এবং ধর্মভাণ্ডাগারিকত্ব পরিপূরণের জন্য প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধের কাছ থেকে এই আটটি বর পেয়ে আনন্দ স্থায়ী সেবক হলেন। তিনি বুদ্ধের সেবক হবার জন্য লক্ষকল্প পারমী পূরণ করে আসছেন। আজ সেই ফল লাভ করলেন।

তিনি বুদ্ধের সেবকের দায়িত্ব পাওয়ার পরদিন থেকে প্রতিদিন দুই প্রকার জল ও তিন প্রকার দন্তমাজন দিতেন। পা ধুয়ে দিতেন। পিঠ মালিশ করে দিতেন। সমস্ত গন্ধকুঠির ঝাঁট দিতেন। এভাবে প্রভৃতি প্রকারে তিনি বুদ্ধের সেবা করতে লাগলেন। ‘এই সময় শাস্তার এই দ্রব্য প্রয়োজন হবে’ এই ভেবে সবকিছু যথাস্থানে ঠিকঠাক রেখে দিতেন। দিনে শাস্তার কাছাকাছি থাকতেন। রাতে গন্ধকুঠিরের চতুর্দিকে দণ্ডপ্রদীপ হাতে নিয়ে নয়বার ঘোরাফেরা করতেন। ভগবান যখনই ডাক দেবেন তখন যাতে উপস্থিত হতে পারেন। আলস্য যাতে শরীরে চেপে না বসে সেজন্য চারপাশে ঘুরে ঘুরে থাকতেন। অতঃপর শাস্তা জেতবনে আর্যসংঘের মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে অনেক প্রকারে আনন্দের প্রশংসা করলেন। ভগবান আনন্দকে বহুশ্রুত, স্মৃতিমান, গতিমান, ধৃতিমান ও সেবাপরায়ণ ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিলেন।

এভাবে শাস্তা তাকে পঞ্চ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিলেন। কালক্রমে বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে তখনো কিন্তু আনন্দ স্থবির শৈক্ষ্য পুদগল ছিলেন। আজীবন বুদ্ধের সেবা করতে করতে স্রোতাপত্তি ফল লাভের পর তদুর্ধ্ব মার্গত্রয় লাভের জন্য সচেষ্ট হতে পারেননি। বুদ্ধ পরিনির্বাণোত্তর প্রথম সঙ্গীতিতে আমন্ত্রিত হলে পর চিন্তা করলেন, 'ধর্মসঙ্গীতিতে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। অথচ আমি এখনো শৈক্ষ্য। সঙ্গীতিতে আমন্ত্রিত অন্য সকল ভিক্ষুগণ অশৈক্ষ্য। সেই অশৈক্ষ্য ভিক্ষুগণের সাথে সেই ধর্মসঙ্গীতিতে যোগদান করা আমার পক্ষে কি সমীচীন হবে? এভাবে চিন্তা করার পর দেবতাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বিদর্শন কর্মস্থান ভাবনায় আত্মনিয়োগ করলেন। স্থবির সারা রাত্রি চঙ্ক্রমণে বিদর্শন ভাবনা করে যখন ক্লান্ত শরীরে শোয়ার চেষ্টা করছেন, তখন পদদ্বয় ভূমি হতে তুলেছেন, বালিশে মাথা রাখেননি এমতাবস্থায় ষড়ভিজ্ঞা লাভ করলেন।

এভাবে ষড়ভিজ্ঞা লাভ করার পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে খুশী মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিহারের দরজা হতে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৪৪. বিহারের দরজা হতে বের হয়ে এসে প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে বসে মহামুনি পদুমুত্তর বুদ্ধ অমৃতবারি বর্ষণ করে মহাজনতাকে নির্বাণামৃত পান করিয়েছিলেন।

৬৪৫. ষড়ভিজ্ঞাপ্রাপ্ত. মহাঋদ্ধিশালী, ধীর লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ অবিচ্ছেদ্য ছায়ার ন্যায় সম্বুদ্ধকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন।

৬৪৬. সেই সময় আমি হাতির পিঠে বসা ছিলাম। আমার মাথার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হয়েছিল। অতীব সুদর্শন সম্বুদ্ধকে দেখে আমার মনে ভীষণ সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা অনুভব করেছিলাম।

৬৪৭. তারপর আমি হাতির পিঠ হতে নেমে এসে নরশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম। আমার সেই রত্নখচিত শ্বেতচ্ছত্রটি বুদ্ধের মাথার উপর ধারণ করেছিলাম।

৬৪৮. মহাঋষি পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্প অবগত হয়ে ধর্মকথা না বলে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬৪৯. যেই ব্যক্তি আমার মাথার উপর রত্নখচিত শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৬৫০. সে এখান হতে চ্যুত হয়ে তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করবে এবং সেখানে অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্য ভোগসম্পত্তি উপভোগ করবে।

৬৫১. সে চৌত্রিশবার দেবলোকে রাজত্ব করবে এবং সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে আট শতবার মহাপরাক্রমশালী প্রাদেসিক রাজা হবে।

৬৫২. আটান্নবার সে রাজচক্রবর্তী হবে এবং তার অধীনে তখন বহু প্রদেশ তথা রাজ্য পরিচালিত হবে।

৬৫৩. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে আবির্ভূত হবেন।

৬৫৪. শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করে সে তখন বুদ্ধের জ্ঞাতি হবে এবং পরে বুদ্ধের প্রধান সেবক হয়ে আনন্দ নামে পরিচিত হবে।

৬৫৫. সে অত্যন্ত বীর্যবান, প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, বিশারদ, অনুগত, বিনীত ও অধ্যয়নশীল হবে।

৬৫৬. বিদর্শন ভাবনায় নিয়েজিত হয়ে সে উপশান্ত নিরুপধি হবে এবং সর্ববিধ আসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৬৫৭. গভীর অরণ্যের মধ্যে হস্তীরাজের যেমন বয়োবৃদ্ধ যৌবনরহিত, ঈষাদন্ত, শক্তিহীন দুর্বল বহু মাতঙ্গ হস্তী আছে।

৬৫৮. ঠিক তদ্রূপ মহাঋদ্ধিশালী অনেক লক্ষ পণ্ডিত ক্ষীণাসব অর্হৎ বুদ্ধনাগের কাছে অবস্থান করছেন। তাদের রাগ-দ্বেষ-মোহাদি কোনো প্রণিধিই বিদ্যমান নেই।

৬৫৯. আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে প্রথম, মধ্যম ও শেষ যামে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে প্রণাম নিবেদন করি এবং তার যথাযথ সেবা-পূজা করি।

৬৬০. আমি আরব্ধবীর্য, প্রাজ্ঞ, স্মৃতিসম্পজ্ঞানী হয়ে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছি এবং শৈক্ষ্য ভিক্ষুদের মধ্যে আমিই বিশারদ।

৬৬১. লক্ষকল্প আগে আমি যেই প্রার্থনা করেছিলাম, সেই প্রার্থনা আমার পূর্ণ হয়েছে এবং এখন আমি সদ্ধর্মে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছি।

৬৬২. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট আমার আগমন শুভ হয়েছে এবং ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৬৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আনন্দ স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, সারিপুত্র ও কোলিত,

কাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, পূর্ণ ও উপালি;
অঞ্‌ঞাসি কোণ্ডঞ্‌ঞো, পিন্ডোল ও রেবত,
আনন্দ কর্তৃক এই গাথাগুলো সুভাষিত।

[অপদানের বুদ্ধ-বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

* * *

২. সিংহাসনীয়-বর্গ

১. সিংহাসনদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ ভগবান যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি দেবলোকে বাস করেন। ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তিনি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। কালক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন। পরে ভগবানের উদ্দেশে নির্মিত শারীরিক চৈত্য দেখে চিন্তা করলেন, 'অহো, ইহা আমার পক্ষে বড়ই অলাভ যে, আমি ভগবান জীবিত থাকাকালে পৃথিবীতে জন্মাইনি!' এই চিন্তা করার পর ভগবানের শারীরিক চৈত্যের প্রতি তার চিত্ত-প্রসন্নতা উৎপন্ন হলো। বেশ খুশী মনে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা-সহকারে দেবতা-নির্মিত আসন সদৃশ সম্পূর্ণ রত্নময় ধর্মাসনে একটি সিংহাসন তৈরি করিয়ে জীবিত বুদ্ধকে পূজা করার ন্যায় পূজা করলেন। তার উপর দিব্যবিমানের ন্যায় গৃহ নির্মাণ করালেন, পা ধোয়ার পিড়ি নির্মাণ করালেন। এভাবে আজীবন দীপ, ধূপ, পুষ্প, গন্ধ প্রভৃতি দিয়ে বিবিধ প্রকারে পূজা করে সেখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। কামসুগতি ভূমির ছয়টি স্বর্গে বিবিধ প্রকার দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে মনুষ্যলোকে বহুবার রাজচক্রবর্তী হলেন। অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হলেন। তারপর কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হয়ে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে এই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হলে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। কালক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন। পরে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে তার মনের মধ্যে অতীব শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলো। পরে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের পর তিনি কর্মস্থান ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশী মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'দ্বিপদোত্তম সিদ্ধার্থ লোকনাথ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. দ্বিপদোত্তম সিদ্ধার্থ লোকনাথ পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তাঁর উপদেশবাণী ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করলে বহু মানুষ ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিল।

২. আমি অত্যন্ত সশ্রদ্ধ চিত্তে, খুশী মনে সিংহাসন নির্মাণ করিয়েছিলাম এবং সিংহাসন নির্মাণের পর পা ধোয়ার পিড়ি নির্মাণ করিয়েছিলাম।

৩. সিংহাসনের উপর দিব্যবিমানের ন্যায় একটি ঘর তৈরি করে দিয়েছিলাম। সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৪. সেখানে আমার দিব্যবিমানটি ছিল দৈর্ঘ্যে চব্বিশ যোজন ও প্রস্থে চৌদ্দ যোজন বিস্তৃত।

৫. লক্ষ দেবকন্যা সব সময় আমাকে ঘিরে থাকত। সেখানে আমার অত্যন্ত সুনির্মিত স্বর্ণময় পালঙ্ক উৎপন্ন হয়েছিল। ইহা আমার সিংহাসন দানেরই ফল।

৬. একদম আমার ইচ্ছেমতো যখন যেখানে চাইতাম সেখানেই আমার জন্য হস্তীযান, অশ্বযান, দিব্যযান ও সিবিকা প্রাসাদ উপস্থিত হতো।

৭. আমার জন্য সেখানে মণিময় ও সারময় বহু পালঙ্ক উৎপন্ন হয়েছিল। ইহা আমার সিংহাসন দানেরই ফল।

৮. আমি সেখানে স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, স্ফটিকময় ও বৈদুর্য্যময় জুতা পড়তাম। ইহা আমার পা ধোয়ার পিড়ি দানেরই ফল।

৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুণ্যকর্ম করেছিলাম সেই থেকে একবারও আমি অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

১০. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি তিন জন্মে তিনবার 'ইন্দ্র' নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং বাহাত্তর কল্প আগে তিন জন্মে তিনবার 'সুমন' নামক চক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১১. সত্তর কল্প আগে আমি আরও তিন জন্মে তিনবার 'বরুণ' নামক সপ্তরত্নসম্পন্ন, চারি দ্বীপের অধিশ্বর রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সিংহাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সিংহাসনদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একস্তম্ভিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক বনকর্মী হয়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় শ্রদ্ধাবান উপাসকেরা সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমরা ভগবানের জন্য

একটি উপস্থানশালা নির্মাণ করব। বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহের জন্য তারা বনে প্রবেশ করে সেই উপাসককে দেখে তার কাছে একটি খুঁটি চাইলেন। উপাসক সবকিছু অবগত হয়ে তাদের বললেন, 'আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না।' এভাবে বলে তাদের সকলকে পাঠিয়ে দিয়ে একটি সারময় খুঁটি নিয়ে শাস্তাকে দেখিয়ে সেই উপাসকদের দিলেন। এতে সেই উপাসক মনে মনে ভীষণ খুশী হলেন। পরে তিনি দানাদি বহু পুণ্যকর্ম করতে লাগলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে জন্ম নিয়ে ছয়টি স্বর্গেই সর্ববিধ দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে বহুবার চক্রবর্তী রাজা হলেন। অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হলেন। পরে তিনি আমাদের গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হলে এক শ্রদ্ধাসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি প্রায় সময় মাতাপিতার সাথে বিহারে গিয়ে ভগবানের কাছ থেকে ধর্মশ্রবণ করতেন। এভাবে একদিন মনে অচলা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নিলেন। পরে কর্মস্থান ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশী মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩. সিদ্ধার্থ ভগবানের বহু শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন। তারা ছিলেন বুদ্ধের শরণাগত উপাসক এবং তারা তথাগতকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন।

১৪. তারা সকলে মিলে পরামর্শ করে শাস্তার জন্য একটি উপস্থানশালা নির্মাণ করছিলেন। একটি খুঁটির অভাব হওয়ায় খুঁটির খোঁজে তারা গভীর বনে প্রবেশ করেছিলেন।

১৫. আমি তাদের অরণ্যে দেখতে পেয়ে তাদের কাছে গেলাম এবং হাত জোড় করে বিনীতভাবে কারণ জিজ্ঞেস করলাম।

১৬. সেই শীলবান উপাসকেরা আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'আমরা ভগবানের জন্য একটি উপস্থানশালা নির্মাণ করতে যাচ্ছি। কিন্তু একটি খুঁটির অভাব আছে।'

১৭. সেই একটি খুঁটি দানের ভার আমাকে দিন। আমি তা শাস্তাকে দেখাব। আপনারা নিশ্চিন্ত হোন।

১৮. তারা অত্যন্ত খুশী মনে আমাকে সেই খুঁটির দায়িত্বভার দিয়ে দিলেন। তারপর ফিরে এসে আমি প্রথমে আমার ঘরে গেলাম।

১৯. সেই শ্রদ্ধাবান উপাসকেরা চলে যাওয়ার পরই আমি একটি সারময় খুঁটি দান করলাম। অত্যন্ত খুশী মনে আমিই প্রথম সেই খুঁটিটি মাটিতে

গাড়লাম।

২০. সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু দেবলোকে আমার জন্য দিব্যবিমান উৎপন্ন হয়েছিল। আমার ভবনটি ছিল সাততলাবিশিষ্ট।

২১. বিবিধ তূর্য-বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নর্তকী পরিবেষ্টিত হয়ে আমি সব সময় থাকতাম। পঞ্চান্ন কল্প পরে আমি প্রবল যশস্বী রাজা হয়েছিলাম।

২২. সেখানেও আমার রাজপ্রাসাদটি ছিল সাততলাবিশিষ্ট এবং তাতে একটি অত্যন্ত মনোরম খুঁটি ছিল।

২৩. একুশ কল্প পরে আমি উদেন নামক এক ক্ষত্রিয় হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম এবং তখনো আমার রাজপ্রাসাদটি ছিল সাততলাবিশিষ্ট।

২৪. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, সেখানেই সর্ববিধ সুখ আমি ভোগ করেছি।

২৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যখন সারময় খুঁটিটি দান করেছিলাম, তখন থেকে আর আমার দুর্গতিতে জন্ম হয়নি। ইহা একটি সারময় খুটি দানেরই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একস্তম্ভিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একস্তম্ভিক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. নন্দ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পর একদিন তিনি ভগবানের কাছে ধর্মশ্রবণ করছিলেন। এমন সময় ভগবান একজন ভিক্ষুকে ইন্দ্রিয়সংযমী ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিচ্ছেন দেখে তার নিজেরও ওই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের ইচ্ছা উৎপন্ন হলো। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বহু পূজা-সৎকার ও মহাদান দিয়ে তিনি এই প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, 'ভন্তে, আমি ভবিষ্যতে আপনার ন্যায় কোনো এক বুদ্ধের এরূপ ইন্দ্রিয়সংযমীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রাবক হতে চাই।

তিনি তারপর থেকে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে অর্থদর্শী ভগবানের সময় ধর্মতা নামক নদীতে বিশাল এক কচ্ছপ হয়ে

জন্মগ্রহণ করলেন। একদিন ভগবান নদী পার হবার ইচ্ছায় সেই নদীতীরে উপস্থিত হলেন। কচ্ছপটি নদীতীরে দাঁড়িয়ে থাকা শাস্তাকে দেখে নিজেই নদী পার করে দিবার ইচ্ছায় বুদ্ধের পদতলে এসে পড়ে রইলেন। শাস্তা তার ইচ্ছার কথা জেনে তার পিঠে উঠলেন। সে ভীষণ খুশী হয়ে দ্রুতবেগে স্রোত অতিক্রম করে নদীর পরপারে পৌঁছে দিলেন। ভগবান তার পুণ্য অনুমোদন করার সময় তার ভাবী সম্পত্তি লাভের কথা বলে চলে গেলেন। সে সেই পুণ্যকর্মের ফলে সুগতি স্বর্গলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে আমাদের এই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হলে কপিলবাস্তুতে শুদ্ধোদন রাজার ঔরসে অগ্রমহিষী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তার নামকরণ দিনে 'জ্ঞাতিগণকে নন্দিত করে জন্মগ্রহণ করেছে বিধায় তার নাম রাখা হলো নন্দ। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পর ভগবান জগতের হিতার্থে ধর্মচক্র প্রবর্তন করতে কপিলবাস্তুতে গিয়ে পৌঁছালেন। ব্যাপক জ্ঞাতি সমাগমে বুদ্ধ বেশ্বান্তর জাতক দেশনা করেন। দ্বিতীয় দিনে পিণ্ডচারণে প্রবিষ্ট হয়ে ধর্মদেশনা করে পিতাকে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত করালেন। পুনরায় গৃহে গিয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে স্রোতাপত্তিফলে ও শুদ্ধোদন রাজাকে সকৃদাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত করালেন। তৃতীয় দিনে কুমার নন্দের অভিষেক ও বিবাহ-মঙ্গল সম্পাদিত হবে। তিনি পিণ্ডচারণ করতে সেখানে গিয়ে কুমার নন্দের হাতে ভিক্ষাপাত্র দিলেন ও মঙ্গলাশীর্বাদ করলেন। তার কাছ থেকে আর ভিক্ষা পাত্র গ্রহণ করলেন না। ভিক্ষাপাত্রসহ কুমার নন্দকে বিহারে নিয়ে আসলেন এবং নন্দের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। সেভাবে প্রব্রজিত হওয়ার কারণে নন্দ উৎকণ্ঠিত ও পীড়িত জেনে বুদ্ধ তাকে কৌশলে দমন করলেন। বুদ্ধের উপদেশে তিনি বিদর্শন ভাবনায় মনোনিবেশ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। স্থবির পরদিন ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, ভগবান যে আমাকে পাঁচশত অপ্সরা এনে দিবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, আমি এখন সেই প্রতিশ্রুতি হতে ভগবানকে মুক্তি দিচ্ছি।' ভগবান বললেন, 'নন্দ, যখন তোমার চিত্ত সর্ববিধ আসব হতে মুক্ত হয়েছে, তখনই আমি আমার প্রতিশ্রুতি হতে মুক্তি পেয়েছি।' অতঃপর ভগবান নন্দের বিশেষ ইন্দ্রিয়সংযমতা জ্ঞাত হয়ে তার গুণকে ভিক্ষুসংঘের মাঝে তুলে ধরতে এই বলে তাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ইন্দ্রিয়সংযমী ভিক্ষুদের মধ্যে নন্দই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে ভীষণ খুশী হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর

ভগবানের’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৭. লোকশ্রেষ্ঠ, স্বয়ম্ভু, মহর্ষী পদুমুত্তর ভগবানকে আমি একটি ক্ষৌমবস্ত্র দান করেছিলাম।

২৮. পদুমুত্তর বুদ্ধ তখন আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘এই বস্ত্র দানের ফলে তুমি সুবর্ণ বর্ণের অধিকারী হবে।’

২৯. সেই কুশলকর্মের প্রভাবে দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে তুমি ভবিষ্যতে গৌতম ভগবানের কনিষ্ঠ ভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

৩০. তুমি রাগাসক্ত, সুখশীল ও পঞ্চকামগুণে আসক্তিপরায়ণ হবে, কিন্তু বুদ্ধ কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে তুমি তখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।

৩১. প্রব্রজিত হওয়ার পর তুমি তখন পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৩২. আজ থেকে সাত হাজার কল্প পূর্বে আমি চারবার চেলা নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং ছয় হাজার কল্প পূর্বে আমি চারবার উপচেলা নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. আজ থেকে পাঁচ হাজার কল্প পূর্বে আমি সপ্তরত্ন-সমন্বিত রাজচক্রবর্তী হয়ে জম্বুদ্বীপ, অপরগোয়ান, উত্তরকুরু ও পূর্ববিদেহ এই চারি দ্বীপ শাসন করেছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নন্দ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নন্দ স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. চুলপন্থক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় প্রভৃতি থেরগাথা-অর্থকথায় বর্ণিত মহাপন্থকের কাহিনির মতো জ্ঞাতব্য। তবে বিশেষত্ব শুধু এই : মহাপন্থক স্থবির অর্হত্ত্ব লাভ করে ফলসমাপত্তিসুখে অবস্থান করে চিন্তা করলেন, ‘আমার ছোট ভাই চুলপন্থককে কীভাবে এই সুখে প্রতিষ্ঠিত করব?’ তখন তিনি মাতামহ ধনশ্রেষ্ঠীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘মহাশ্রেষ্ঠী যদি আদেশ করেন, আমি চুলপন্থককে প্রব্রজ্যা প্রদান

করব।' শ্রেষ্ঠী বললেন, 'ভন্তে, আপনি তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' স্থবির তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। তিনি দশশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বড় ভাইয়ের নিকট এই একটি মাত্র গাথা চার মাসেও মুখস্থ করতে পারলেন না। গাথাটি হলো :

"পদুমং যথা কোকনদং সুগন্ধং পাতো সিযা ফল্লমবীতগন্ধং,
অঙ্গীরসং পস্‌স বিরোচমানং তপন্তমাদিচ্চমিবন্তলিক্‌খেতি।"

(সংনি; অংনি)

তখন মহাপন্থক স্থবির তাকে বললেন, 'দেখ চুলপন্থক, তুমি এই শাসনে অযোগ্য। চার মাসে একটি গাথাও তুমি মুখস্থ করতে পারলে না। আর কীভাবে প্রব্রজিত কৃত্যের চরমাবস্থা (নির্বাণ) লাভ করবে? তুমি এখনি এখান থেকে চলে যাও।' তিনি স্থবিরের দ্বারা এভাবে বহিষ্কৃত হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সেই সময় ভগবান জীবকের আম্রবনে বাস করছিলেন। জীবক একজন লোককে এই বলে পাঠালেন, 'যাও, পাঁচশত ভিক্ষুসহ শাস্তাকে নিমন্ত্রণ কর।' সেই সময় আয়ুষ্মান মহাপন্থক ছিলেন ভিক্ষুসংঘের পক্ষে নিমন্ত্রণগ্রহীতা (ভত্তুদ্দেসকো)। তিনি চুলপন্থককে বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। চুলপন্থক তা শুনে ভীষণ দুঃখিত হলেন। ভগবান তার ক্ষোভের বিষয় জানতে পেরে ভাবলেন, 'কোন উপায়ে চুলপন্থক আমার সমস্ত বিষয় জানতে পারবে?' তখন ভগবান তার অনতিদূরে গিয়ে আবির্ভূত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'পন্থক, তুমি কাঁদছ কেন?' 'ভন্তে, আমার বড়ভাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।' 'পন্থক, তুমি কোনো চিন্তা করো না। আমার শাসনেই তোমার প্রব্রজ্যা। এদিকে আস, এই কাপড়টি হাতে নিয়ে ঘষতে ঘষতে 'রজঃহরণ, রজঃহরণ' বলতে থাক।' তিনি বুদ্ধের উপদেশমতো সেই কাপড়টি হাতে নিয়ে ঘষতে লাগলেন। এভাবে ঘষতে ঘষতে দুই হাতের সংঘর্ষণে কাপড়টি অতিশয় মলিন হলো। তিনি জ্ঞানপরিপক্ব হয়ে চিন্তা করলেন, 'এই কাপড়টি স্বভাবত পরিষ্কার ছিল, অথচ এই অশুচি দেহের আশ্রয়ে অতিশয় মলিন হয়েছে। বাস্তবিকই এই দেহ অনিত্য!' এভাবে ক্ষয়-ব্যয়ের প্রতি স্মৃতি নিবদ্ধ করে সেই নিমিত্তকে রক্ষা করে ধ্যান উৎপন্ন করলেন। ক্রমে বিদর্শনে মনোনিবেশ করে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের সাথে সাথেই ত্রিপিটকে তার অসাধারণ জ্ঞান ও পঞ্চাভিজ্ঞা উৎপন্ন হলো।

এদিকে শাস্তা চারশত নিরানব্বই জন ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে জীবকের ঘরে ভোজনের জন্য উপস্থিত হয়ে আসনে উপবিষ্ট হলেন। মহাপন্থক চুলপন্থকের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি জেনে তিনি সেখানে যাননি। জীবক যাগু পরিবেশন করতে আসলে শাস্তা হাত দিয়ে পাত্র ঢেকে রাখলেন। তখন জীবক জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, যাগু গ্রহণ করছেন না কেন?' 'জীবক, বিহারে একজন ভিক্ষু আছে।' তিনি একজন লোককে পাঠিয়ে দিলেন, 'যাও, বিহারে গিয়ে এখনি সেই ভিক্ষুকে নিয়ে আস।' সেই সময় চুলপন্থক ঋদ্ধিবলে নিজের চেহারার মতো অবিকল হাজার ভিক্ষু তৈরি করে বসে আছেন। লোকটি বিহারে গিয়ে বহু ভিক্ষু দেখে ফিরে এসে জীবককে বললেন, 'বিহারে তো অনেক বেশি ভিক্ষু আছেন। তাদের মধ্য থেকে আমি আর্যকে চিনতে পারিনি।' জীবক শাস্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, বিহারে উপবিষ্ট ভিক্ষুর নাম কী?' 'জীবক, তার নাম চুলপন্থক।' জীবক লোকটিকে বললেন, "যাও 'চুলপন্থক কে?' এভাবে জিজ্ঞেস করে তাকে নিয়ে আস।" লোকটি বিহারের গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, চুলপন্থক কে? তখন এক হাজার ভিক্ষু সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন 'আমি চুলপন্থক, আমি চুলপন্থক'। পুনরায় ফিরে গিয়ে সেই সংবাদটি জীবককে জানালেন। জীবক বুদ্ধকে জানালেন। তখন বুদ্ধ বললেন, "আবার যাও, যে প্রথমে 'আমি চুলপন্থক' বলবে তুমি তাকে বলবে 'শাস্তা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন'। এই বলে চীবরের কোনে ধরবে।" লোকটি বিহারে গিয়ে তা-ই করল। সঙ্গে সঙ্গেই ঋদ্ধিযোগে নির্মিত ভিক্ষুগণ অন্তর্হিত হলেন। তখন লোকটি স্থবিরকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন।

শাস্তা তখন যাগু ও খাদ্য-ভোজ্যাদি গ্রহণ করলেন। ভোজনকৃত্য শেষে ভগবান আয়ুষ্মান চুলপন্থককে আদেশ করলেন, 'চুলপন্থক, অনুমোদন করে দাও।' তখন তিনি প্রতিসম্ভিদালাভী হওয়ায় সিনেরু পর্বতকে ধরে মহাসমুদ্রে মর্দন করার ন্যায় সমগ্র বুদ্ধবচন ত্রিপিটক মন্থন করে পুণ্যানুমোদন করলেন। দশবল বুদ্ধ ভোজনকৃত্য শেষে বিহারে চলে আসলেন। একদিন ধর্মসভায় এই কথা উঠল যে, 'অহো, বুদ্ধগণের কী আশ্চর্য প্রভাব! যেই চুলপন্থক চার মাসে একটি মাত্র গাথা মুখস্থ করতে পারলেন না, সেই চুলপন্থককে বুদ্ধ এত অল্প সময়ের মধ্যে মহাঋদ্ধিশালী করলেন!'

ভগবান আসলে জীবকের গৃহে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায়ই 'এখন চুলপন্থকের চিত্ত সমাহিত হয়েছে, বিদর্শনের উপযুক্ত হয়েছে' জেনে আয়ুষ্মান চুলপন্থকের সামনে নিজে দেখা দিয়ে 'পন্থক, সাধারণের দৃষ্টিতে

এই কাপড়টি মলিন হলেও আর্যবিনয়ে কিন্তু অন্য আরও সংক্লেশ ও ময়লা আছে’ এভাবে উপদেশ দিয়ে এই তিনটি গাথা ভাষণ করলেন।

> ‘রাগ (লোভ) হচ্ছে মনের ময়লা। রাগের অন্য নাম হচ্ছে ময়লা। হে ভিক্ষুগণ, যারা এই মনের ময়লা ত্যাগ করে অবস্থান করেন, তারাই আমার শাসনে নির্মল।”
>
> “দ্বেষ হচ্ছে মনের ময়লা। দ্বেষের অন্য নাম হচ্ছে ময়লা। হে ভিক্ষুগণ, যারা এই মনের ময়লা ত্যাগ করে অবস্থান করেন, তারাই আমার শাসনে নির্মল।”
>
> “মোহ হচ্ছে ময়লা। মোহের অন্য নাম হচ্ছে ময়লা। হে ভিক্ষুগণ, যারা এই মনের ময়লা ত্যাগ করে অবস্থান করেন, তারাই আমার শাসনে নির্মল।” (মহানিদ্দেস, চুলনিদ্দেস)

এই গাথাদ্বয় আবৃত্তি শেষেই চুলপন্থক প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। শাস্তা তখন সেই ভিক্ষুগণের পারস্পরিক আলোচনা শুনে সেখানে এসে বুদ্ধাসনে বসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসে কী আলোচনা করছিলে?’ ভিক্ষুগণ সব খুলে বললেন। তখন ভগবান বললেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, চুলপন্থক শুধু এই জন্মেই আমার উপদেশে লোকোত্তর সম্পত্তি লাভ করেনি, পূর্বজন্মেও সে আমার দ্বারা লোকিয় সম্পত্তি লাভ করেছে।’ এই বলে ভগবান ভিক্ষুগণের প্রার্থনায় ‘চুলশ্রেষ্ঠী জাতক’ দেশনা করলেন। পরবর্তীকালে ভগবান আর্যসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মাসনে বসে তাকে মনোময়কায় নির্মাণকারী ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে রাখলেন।

এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত প্রীত হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘পদুমুত্তর বুদ্ধ’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৫. অত্যন্ত পূজার্হ পদুমুত্তর বুদ্ধ বিশাল ভিক্ষুসংঘ ছেড়ে জনকোলাহলমুক্ত নির্জন স্থান হিমালয়ে অবস্থান করছিলেন।

৩৬. তখন আমিও তাপস হয়ে হিমালয়ের সমীপে নির্মিত আশ্রমে বাস করছিলাম এবং অধুনা আগত মহাবীর লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৩৭. নিরোধসমাপত্তিতে অবস্থানরত নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে কেউ যাতে অন্তরায় করতে না পারে তার জন্য আমি তার মাথার উপর পুষ্পচ্ছত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

৩৮. সপ্তাহকাল পর নিরোধসমাপত্তি হতে জাগ্রত হলে আমি তাকে দু-

হাতে ধরে পুষ্পচ্ছত্র দান করেছিলাম। পদুমুত্তর মহামুনি ভগবান তা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

৩৯. চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর বুদ্ধ যখন অনুমোদন করছিলেন তখন সকল দেবতারা ভীষণ খুশী হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সাধুবাদ দিয়েছিলেন।

৪০. এভাবে সাধুবাদ দেওয়ার পর দেবতারা নরোত্তম বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং তার মাথার উপর আকাশে পদ্মফুলের উত্তম বিশাল ছাতা ধরে থাকলেন।

৪১. তখন পদুমুত্তর বুদ্ধ দেবতাগণকে উদ্দেশ করে বললেন, যেই তাপস শতপত্রবিশিষ্ট বিশাল ছাতা আমাকে দান করেছে, আমি এখন তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৪২. সে পঁচিশ কল্প পর্যন্ত দেবলোকে রাজত্ব করবে এবং পৃথিবীতে চৌত্রিশবার রাজচক্রবর্তী হবে।

৪৩. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সেখানে তার মাথার উপর শূন্যে পদ্মফুলের ছাতা ঝুলে থাকবে।

৪৪. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

৪৫. তিনি ধর্ম প্রচার করলে পরে সে মনুষ্যজন্ম লাভ করবে এবং তার শাসনে সে মনোময় কায়ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে।

৪৬. তারা মহাপন্থক ও চুলপন্থক নামে দুই ভাই জন্মগ্রহণ করবে এবং সত্যধর্ম উপলব্ধি করে বুদ্ধের শাসনকে উজ্জ্বল করবে।

[তারপর নিজের সম্পর্কে চুলপন্থক স্থবির বললেন]

৪৭. আমি জন্মের পর আঠার বৎসরে পা রাখলে গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। শাক্যপুত্র বুদ্ধের শাসনে প্রথমে বিশেষ কিছুই আমি লাভ করতে পারিনি।

৪৮. আমি ছিলাম মোটাবুদ্ধির মানুষ। পৃথকজন থাকাকালে আমার স্মৃতিশক্তি অতীব দুর্বল ছিল। তাই আমার বড়ভাই আমাকে 'যাও, ঘরে চলে যাও' বলে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন।

৪৯. আমি আমার বড়ভাইয়ের দ্বারা বহিষ্কৃত হয়ে সংঘারামের গেইটের কাছে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা ত্যাগ না করার ইচ্ছায় ভীষণ দুঃখিত মনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

৫০. ভগবান সেখানে আসলেন। পরম আদরে আমার মাথায় হাত

বুলিয়ে দিলেন এবং বাহুতে ধরে আমাকে সংঘারামের ভিতরে প্রবেশ করালেন।

৫১. শাস্তা আমার প্রতি অশেষ দয়াবশত ঋদ্ধিনির্মিত পা মোছার একখানি কাপড় দিলেন এবং বললেন, এই কাপড়টি ধরে 'রজঃহরণ, রজঃহরণ' বলে চিত্তে সম্যকরূপে ধারণ কর।

৫২. আমি ভগবান প্রদত্ত এক টুকরা সাদা কাপড়টি হাতে নিয়ে সেখানেই 'রজঃহরণ, রজঃহরণ' জপতে লাগলাম। তাতেই আমার চিত্ত সর্বাসব হতে মুক্ত হলো এবং আমি অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

৫৩. আমি বহু জন্ম ধরে মনোময় কায়ধারী হবার পারমী পূরণ করেছিলাম। আমি এখন সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চুলপন্থক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চুলপন্থক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. পিলিন্দবচ্ছ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বানুরূপ তিনিও শাস্তার কাছে ধর্মদেশনা শ্রবণ করতে গেলেন। এমন সময় শাস্তা এক ভিক্ষুকে দেবতাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধের কাছ থেকে বর পেয়ে আজীবন কুশলকর্ম করে সেখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে সুমেধ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তিনি চৈত্যপূজা ও সংঘপূজা করলেন। সেখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে যথাক্রমে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে রাজচক্রবর্তী হলেন। তখন তিনি বহু মানুষকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করে স্বর্গগামী করলেন। তারপর আমাদের ভগবান উৎপন্ন হওয়ার কিছু সময় আগে তিনি শ্রাবস্তীতে এক

ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। তার নাম রাখা হলো 'পিলিন্দ'। আর 'বচ্ছ' হচ্ছে তার গোত্রের নাম। পরবর্তীকালে তিনি 'পিলিন্দবচ্ছ'' হিসেবেই সবিশেষ পরিচিত হলেন। সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে তিনি পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি 'চুলগান্ধার' নামক বিদ্যা সাধনা করে আকাশপথে বিচরণ করতেন এবং পরের চিত্ত সম্পর্কে জানতেন। সেই কারণে রাজগৃহে অবস্থানকালে তার লাভ-সৎকার অতিশয় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অতঃপর আমাদের ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করার পর অনুক্রমে রাজগৃহে উপস্থিত হলেন। তখন থেকে বুদ্ধপ্রভাবের কারণে তার সেই বিদ্যা বিনষ্ট হলো। তাই আগের মতো আর আকাশে বিচরণ করতে পারতেন না এবং পরের চিত্ত সম্পর্কেও অবগত হতে পারতেন না। তখন তিনি চিন্তা করলেন, 'আমার আচার্য-প্রাচার্যের মুখে শুনেছি যে, যেখানে কেউ মহাগান্ধারবিদ্যা ধারণ করেন সেখানে চুলগান্ধার বিদ্যা আর টিকতে পারে না।' এই রাজগৃহে শ্রমণ গৌতম আসার পর থেকে আমার গান্ধারবিদ্যা বিনষ্ট হয়েছে। নিশ্চয় এই শ্রমণ গৌতম মহাগান্ধার বিদ্যা জেনে থাকবেন। এখন আমি তার আশ্রয়ে থেকে তার কাছ থেকে সেই বিদ্যা শিক্ষা করব। এই ভেবে তিনি ভগবান বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মহাশ্রমণ, আমি আপনার কাছে একটি বিদ্যা শিক্ষা করতে চাই। অনুগ্রহ করে আমাকে যদি একটু সেই সুযোগ দেন।' ভগবান বললেন, 'তাহলে আমার শাসনে প্রব্রজিত হও।' তিনি মনে করলেন বোধ হয় এই বিদ্যা শিক্ষা করতে হলে বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিতে হয়, তাই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। ভগবান তাকে ধর্মকথা বলার পর তাঁর চরিতানুযায়ী কর্মস্থান দিলেন। পূর্বকৃত পুণ্য বেশি থাকায় অচিরেই তিনি বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য-প্রভাবে তৎকালীন স্বর্গে বসবাসরত দেবতারা সকলেই কৃতজ্ঞতাবশত স্থবিরকে সন্ধ্যা-সকাল সেবা করতে যেতেন। তিনি দেবতাদের অতি প্রিয়ভাজন হলেন। তাই ভগবান একদিন তাকে এই বলে দেবতাদের প্রিয়ভাজন ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা দিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক দেবতাদের অতি প্রিয়ভাজন ভিক্ষুদের মধ্যে পিলিন্দবচ্ছই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত প্রীত হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকনাথ বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৫. শ্রেষ্ঠ পুদ্গল লোকনাথ সুমেধ সম্বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে আমি অতীব

প্রসন্নচিত্তে ও খুশী মনে তার উদ্দেশে নির্মিত ধাতুচৈত্য পূজা করেছিলাম।

৫৬. তার শিষ্য যেই সমস্ত ষড়ভিজ্ঞাপ্রাপ্ত, মহাঋদ্ধিশালী, ক্ষীণাসব অর্হৎ ছিলেন, আমি তাদের সবাইকে একত্র করে সংঘের উদ্দেশে আহার্য দান করেছিলাম।

৫৭. সেই সময় সুমেধ ভগবানের একজন সেবক ছিলেন, তিনি আমার আহার্যদান অনুমোদন করেছিলেন।

৫৮. সংঘের উদ্দেশে আহার্য-দানজনিত চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি স্বর্গের দিব্যবিমানে উৎপন্ন হয়েছিলাম। তখন ছিয়াশি হাজার অপ্সরা নিত্য আমাকে আনন্দ দান করত।

৫৯. সেই অপ্সরাবৃন্দ পঞ্চকামগুণে আমাকে সেবা করতে করতে নিত্য আমাকেই অনুসরণ করত এবং দেবলোকে আমি অন্য সকল দেবগণকে সর্ববিষয়ে অভিভূত করতাম। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৬০. পঁচিশ কল্প পরে আমি বরুণ নামক রাজচক্রবর্তী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং তখন আমি বিশুদ্ধ ভোজন করতাম।

৬১. সেই সময় মানুষেরা ক্ষেতে বীজ বপন করত না, লাঙল দিয়ে জমি কর্ষণ করত না এবং অকর্ষিত জমির শালিধানই পরিভোগ করত।

৬২. সেখানে রাজত্ব করেই আমি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং তখনো আমার এই রকম বহু ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হয়েছিল।

৬৩. আমার কোনো শত্রু-মিত্র ছিল না। সকলেই পরস্পরকে কোনোরূপ হিংসা করত না এবং আমি সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলাম। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৬৪. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৬৫. এই ভদ্রকল্পে আমি মহাপরাক্রমশালী, মহানুভব রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৬৬. সেই সময় আমি বহু মানুষকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং তাদের সবাইকে সুগতি স্বর্গপ্রাপ্ত করিয়ে আমি দেবতাদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়েছিলাম।

৬৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট সমাপত্তি ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ

করেছিলেন।

[পিলিন্দবচ্ছ স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. রাহুল স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পর একদিন তিনি শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করতে গেলেন। এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে শিক্ষাকামী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। তা দেখে তিনি নিজেই সেই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের ইচ্ছায় শয্যাসন প্রভৃতি প্রভূত দান দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে ওই শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন। তিনি সেখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে যথাক্রমে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়ার পর তিনি আমাদের বোধিসত্ত্বের ঔরসে ও যশোধরা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হলো 'রাহুল'। তিনি ক্রমে ক্ষত্রিয় পরিবারে বড় হতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শাস্তার নিকটে অনেক সূত্রপদ শিক্ষা করে জ্ঞান পরিপক্ব হলে পর বিদর্শনে মনোনিবেশ করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের প্রতিপত্তি তথা গাথা চতুষ্টয় প্রকাশ করলেন।

"জ্ঞাতিসম্পদ ও মার্গসম্পদ এই উভয় সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলাম বিধায় আমাকে 'রাহুল ভদ্র' নামে লোকেরা চিনত। যেহেতু আমি বুদ্ধের পুত্র ও ধর্মজ্ঞানে চক্ষুষ্মান।"

"আমার আসব ক্ষীণ হয়েছে। আমার আর পুনর্জন্ম নেই। আমি অর্হৎ, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, ত্রিবিদ্যালাভী, ও নির্বাণামৃতদর্শী।"

"কামসমূহে অন্ধ, তৃষ্ণারূপ জালে প্রচ্ছন্ন, তৃষ্ণারূপ প্রচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, কুমিরের মুখে আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় প্রমত্তবন্ধু মার দ্বারা কামবন্ধনে আবদ্ধ সত্ত্বগণ এই বন্ধন হতে বের হতে পারে না।"

"আমি সেই কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, মারবন্ধনকে ছিন্ন করে এবং তৃষ্ণাকে সমূলে উৎপাটন করে সমস্ত ক্লেশপরিদাহ শীতল করেছি এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণে নিবৃত হয়েছি।"

পরবর্তীকালে শাস্তা রাহুলকে এই বলে শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে

শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে রাহুলই শ্রেষ্ঠ।’

এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করার পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অতীব খুশী মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘পদুমুত্তর ভগবানের’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৮. লোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর ভগবানের সাততলাবিশিষ্ট বিশাল প্রাসাদে আমি একটি বিছানার চাঁদর দান করেছিলাম।

৬৯. দ্বিপদীদের মধ্যে ইন্দ্র, নরশ্রেষ্ঠ মহামুনি ভগবান হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবৃত হয়ে গন্ধকুঠিরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৭০. গন্ধকুঠিরে অত্যুজ্জ্বল, দেবাতিদেব, নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৭১. যেই ব্যক্তি এই অত্যুজ্জ্বল বিছানার চাঁদর দান করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৭২. এই পুণ্যের ফলে সে তার মনমতো প্রিয় স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও বৈদুর্যময় প্রাসাদ লাভ করবে।

৭৩. সে দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে চৌষট্টিবার রাজত্ব করবে এবং পৃথিবীতে হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবে।

৭৪. আজ থেকে একুশ কল্প পরে সে চতুরন্ত বিজয়ী রাজচক্রবর্তী হবে।

৭৫. তার রেনুবতী নামক ইষ্টক-নির্মিত নগর থাকবে এবং সেটি হবে দৈর্ঘ্যে তিনশত যোজন ও প্রস্থে চার যোজন।

৭৬. বিশ্বকর্মা-নির্মিত সপ্তরত্ন-প্রতিমন্ডিত সুদর্শন নামক একটি প্রাসাদ থাকবে।

৭৭. দেবতাদের সুদর্শন নামক একটি জনকোলাহলমুক্ত নগর থাকবে। সেখানে বহু বিদ্যাধর বসবাস করবে।

৭৮. সূর্য উদিত হলেও সেই নগর চৌদিকে আলো ছড়াতে থাকবে এবং চারপাশের আট যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গা নিত্য আলোকিত করে রাখবে।

৭৯. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৮০. সে তখন তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে পূর্বজন্মের পুণ্য-প্রভাবে গৌতম ভগবানের ঔরসজাত সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

৮১. তখন সে যদি গৃহে বাস করে তাহলে অবশ্যই রাজচক্রবর্তী হবে। তবে তার মনে গৃহবাসের প্রতি সামান্যতমও আসক্তি থাকবে না।

৮২. সে গৃহত্যাগ করে অবশ্যই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে এবং অসম্ভব সংযত ও বিনীত হবে। অতঃপর সে ‘রাহুল স্থবির’ নামে অর্হৎ হবে।

৮৩. কিকী পক্ষী যেমন তার ডিম রক্ষা করে, চামরী গাই গরু যেমন তার একমাত্র লেজ রক্ষা করে; ঠিক তদ্রূপ মহামুনি বুদ্ধও প্রাজ্ঞ ও শীলবান হয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন।

৮৪. সেই কারণে আমি সত্যধর্ম জ্ঞাত হয়ে তাঁর শাসনে অবস্থান করছি এবং সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

৮৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রাহুল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রাহুল স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. বঙ্গান্তপুত্র উপসেন স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পর একদিন তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মশ্রবণ করতে লাগলেন। এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে সর্বত্র প্রসন্নতালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। তা দেখে শাস্তার কাছে তিনি সেই শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন। শাস্তার কাছ থেকে বর পেয়ে তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিলেন। এই গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে তিনি নালকগ্রামে রূপসারি ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তার নাম রাখা হলো ‘উপসেন’। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি ত্রিবিধ বেদ শিক্ষা করলেন। পরে ভগবানের নিকট ধর্ম শুনে অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নেন। উপসম্পদার এক বৎসর পরে তিনি ‘আর্য গর্ভ বৃদ্ধি করব’ ভেবে একজন ভিক্ষু শিষ্য গ্রহণ করে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হলেন। শাস্তা তখন এক বর্ষাও লাভ করেনি এমন নবীন ভিক্ষুর সাথে অবস্থান করছেন জেনে বললেন, ‘মোঘপুরুষ, তুমি এত শিগ্গির বহুলতায় রত হয়েছ কেন?’ এভাবে শাস্তা তাকে ভীষণ তিরস্কার করলেন। তিনি ভাবলেন, ‘আজ আমি যেই ব্যক্তির কারণে বুদ্ধ কর্তৃক তিরস্কৃত হলাম, সেই ব্যক্তির দ্বারাই আমাকে

ভগবানের প্রশংসা পেতে হবে।’ তারপর দৃঢ়বীর্য-সহকারে বিদর্শন ভাবনায় আত্মনিয়োগ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজে নিজে ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গের সবকটি গ্রহণ করে পালন করতে লাগলেন এবং অপরকেও তা পালন করতে উপদেশ দিতে লাগলেন। তাই ভগবান তাকে সর্বত্র প্রসন্নতালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন।

পরবর্তীকালে কোনো একসময় কোশাম্বীবাসী ভিক্ষুদের মধ্যে কলহ দেখা দিলে তখন কলহ মিটমাট করতে ইচ্ছুক এমন এক ভিক্ষু তাকে প্রশ্ন করলেন, ‘এখন এক বিরাট কলহ দেখা দিয়েছে। ভিক্ষুসংঘ দ্বিধা বিভক্ত। এখন আমার কী করা উচিত?’ জবাবে তিনি তার বিবেকবাস হতে শীলাদি ব্রত-প্রতিব্রতের উপকারিতার কথা বললেন। এভাবেই স্থবির সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেবার সময় নিজের আচরিত বিষয় উদাহরণ হিসেবে টেনে অন্যকে উপদেশ দিতেন। এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘পদুমুত্তর ভগবান’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৬. বিবেকাসনে উপবিষ্ট, লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ ও নরোত্তম পদুমুত্তর ভগবানের নিকট আমি উপস্থিত হয়েছিলাম।

৮৭. তখন আমি কণিকার ফুল দেখামাত্র তা বৃন্তচ্যুত করে বিশাল একটি ছাতায় অলংকৃত করে বুদ্ধের মাথার উপর ধারণ করেছিলাম।

৮৮. আমি পরম উৎকৃষ্ট অন্ন, সুভোজন পিণ্ডপাত দান করেছিলাম। আমার প্রদত্ত পিণ্ডপাত আটজন শ্রমণসহ বুদ্ধ মোট নয়জন ভোজন করেছিলেন।

৭৯. আমার সেই পরম অন্নদান ও বিশাল ছাতা ধারণ স্বয়ম্ভু অগ্রপুদ্গল মহাবীর বুদ্ধ স্বয়ং অনুমোদন করেছিলেন। অতঃপর ভগবান আমার সম্বন্ধে বললেন :

৯০. সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু সে বিপুল ভোগসম্পত্তি লাভ করবে এবং দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে ছত্রিশবার রাজত্ব করবে।

৯১. একুশবার সে রাজচক্রবর্তী হবে এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৯২. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৯৩. পৃথিবীতে যখন বুদ্ধের শাসন চির দেদীপ্যমান হবে তখন সে মনুষ্যত্ব লাভ করবে। তার ধর্মৌরসজাত পুত্র হয়ে ধর্মের উত্তরাধিকারী হবে।

৯৪. তখন সে উপসেন নামক শাস্তাশ্রাবক হবে। ভগবান তখন তাকে

সর্বত্র প্রসন্নতালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিবেন।

৯৫. আমি এখন শীলাদি ব্রত-প্রতিব্রত পালন করছি। আমার সর্ববিধ ভবই ধ্বংস হয়েছে। সসৈন্য মারকে পরাজিত করে আমি এখন অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৯৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বঙ্গান্তপুত্র উপসেন স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

[তৃতীয় ভাণবার]

৮. রাষ্ট্রপাল স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবান উৎপন্ন হবার কিছুকাল পূর্বে হংসবতী নগরে গৃহপতি মহাশাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার পিতা মৃত্যুবরণ করলে মহাধনের অধিকারী হলেন। কোষাধ্যক্ষ তাকে তার সেই অপরিমেয় রত্নভাণ্ডার দেখালেন। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই অপরিমেয় ধন দেখে ভাবলেন, 'এই ধনরাশি আমার পিতা, পিতামহ কেউই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু আমাকে অবশ্যই এই বিপুল ধনরাশি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।' তৎপর তিনি প্রতিদিন চরম দারিদ্রক্লিষ্ট দুঃস্থ লোকজনকে ব্যাপক হারে দান দিতে লাগলেন। তিনি অভিজ্ঞানলাভী একজন তাপসের কাছে গিয়ে তার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এভাবে আজীবন পুণ্যকর্ম করে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে যথায়ুষ্কাল জীবিত থেকে সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে ভগ্নশীল রাষ্ট্রে একত্রিত করতে সমর্থ এমন এক পরিবারে একমাত্র পুত্রসন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান জগতে আবির্ভূত হলেন। অনুক্রমে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর সংসারদুঃখে প্রপীড়িত বহু সত্ত্বকে পরম শান্তিভূমি নির্বাণ মহানগরে প্রবেশ করালেন। অতঃপর সেই কুলপুত্র অনুক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন। একদিন তিনি উপাসকদের সাথে বিহারে গিয়ে শাস্তাকে

ধর্মদেশনা করতে দেখে অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হয়ে পরিষদের একদম শেষপ্রান্তে বসলেন।

সেই সময় ভগবান এক ভিক্ষুকে শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। তিনি তা দেখে অতিশয় খুশী হয়ে সপ্তাহকাল যাবৎ বুদ্ধ প্রমুখ লক্ষ ভিক্ষুকে মহাদান দিলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন। শাস্তা ভবিষ্যতে তার প্রার্থনা সফল হবে দেখে বললেন, 'ভবিষ্যতে এই ব্যক্তি গৌতম সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে শ্রদ্ধাপ্রব্রজিত ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে।' তৎপর তিনি শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা নিবেদনপূর্বক আসন হতে উঠে চলে গেলেন। এভাবে তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করার পর সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে লাগলেন।

আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে ফুশ্য ভগবানের সময়ে শাস্তার বৈমাত্রেয় ভাই তিনজন রাজপুত্র যখন দান দিতে লাগলেন, তখন তিনি জন্মগ্রহণ করে তাদের সঙ্গে পুণ্যকার্যে অংশগ্রহণ করলেন। এভাবে জন্মে জন্মে বহু পুণ্যকার্য সম্পাদন করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কুরুরাজ্যে থুল্লকোটিক নগরে রাষ্ট্রপাল শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ভগ্নশীলরাষ্ট্র একত্রিত করতে সমর্থ এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় বংশানুগত নামে পরিচিত হলেন। তাই তার নাম রাখা হলো 'রাষ্ট্রপাল'। তিনি বিশাল এক পরিবারে বড় হতে লাগলেন। অনুক্রমে তিনি যৌবনে উপনীত হলে মাতাপিতার উৎসাহে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। সেই হতে তিনি পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে দেবতুল্য অঢেল সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন।

অতঃপর ভগবান কুরুরাজ্যে ধর্মপ্রচারার্থে জনপদ ভ্রমণ করতে করতে থুল্লকোটিক নগরে পদার্পণ করলেন। খবর পেয়ে রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র শাস্তার নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তারপর তার প্রব্রজিত হবার প্রবল বাসনা উৎপন্ন হলো। কিন্তু কোনোভাবেই মাতাপিতার অনুমতি মিলছে না। এমতাবস্থায় তিনি প্রায় সপ্তাহকাল মুখে কোনো আহারই দিলেন না। পুত্রের এমন কাণ্ড দেখে মাতাপিতা প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রব্রজ্যা নেওয়ার অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি শাস্তার কাছে উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। শাস্তা অনুমতি দিলে শাস্তার আদেশক্রমে জনৈক স্থবির তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। তারপর তিনি জ্ঞানত মনোযোগ দিয়ে যাবতীয় কাজ করতে করতে বিদর্শন ভাবনা বলে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি শাস্তার অনুমতি নিয়ে মাতাপিতাকে এক নজর দেখতে স্বীয় নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে ধনী-গরিব-নির্বিশেষে

পিণ্ডচারণ করার সময় নিজের বাড়ি হতে পিঠা পেয়ে তা অমৃতের মতো ভোজন করলেন। অতঃপর পিতা তাকে আগামীকালের জন্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন। তিনিও পিতার বাড়িতে পিণ্ডপাত ভোজন শেষে বসে আছেন, এমন সময় তার স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর্যপুত্র, আপনি যেই অপ্সরা লাভের জন্য প্রব্রজিত হয়েছেন, আপনার সেই অপ্সরা কেমন সুন্দরী?" এভাবে তাকে বিবিধ উপায়ে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেন। তিনি তার অভিপ্রায় পরিবর্তনের ইচ্ছায় অনিত্যমূলক ধর্মকথা বলতে লাগলেন :

"দেখ, এই দেহ বস্ত্রাভরণে বিচিত্রিত, নয়টি দ্বারবিশিষ্ট, তিন শতাধিক অস্থি আশ্রিত, নিত্য আতুরগ্রস্ত ও বহু মিথ্যাসংকল্পে পরিপূর্ণ। এমন দেহের কোনো ধ্রুবস্থিতি নেই।"

"দেখ, এই দেহ মণিকুন্ডল দ্বারা বিচিত্রিত ও অস্থি-ত্বক দ্বারা আবৃত হলেও বস্ত্রাচ্ছাদিত হওয়াতেই ইহাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"আলতামাখা চরণ ও সুগন্ধ চূর্ণমাখা মুখখানি কেবল অজ্ঞানীকেই মোহিত করতে সমর্থ। মুক্তিকামীকে ইহা মোহিত করতে পারে না।"

"কপালের কুঞ্চিত কেশে ও কাজলকালো চোখে অজ্ঞানীকেই কেবল মোহিত করতে পারে। মুক্তিকামীকে ইহা মোহিত করতে পারে না।"

"নতুন কাজলের পাত্র যেমন বাইরে কারুকার্য খচিত, দেখতে ভীষণ সুন্দর। ভিতরে কী আছে তা দেখা যায় না। ঠিক তদ্রূপ অলংকৃত পূতিময় অশুচিপূর্ণ এই শরীরও বাইরে খুবই উজ্জ্বল দেখায়, অথচ ভিতরে বিষ্ঠাদি অশুচিপূর্ণ। উহা অজ্ঞানীকেই কেবল মোহিত করতে পারে, মুক্তিকামীকে মোহিত করতে পারে না।"

"মৃগশিকারী যেমন জাল পেতে তথায় আহার্য দিয়ে আঁড়ালে লুকিয়ে থেকে মৃগের প্রতীক্ষার করে, অথচ সুচতুর মৃগ পেতে রাখা জাল স্পর্শ না করেই আহার্য খেয়ে মৃগশিকারীর ক্রন্দন সত্ত্বেও তাকে প্রবঞ্চনা করে চলে যায়।"

"অন্য মৃগ আহার্য খেয়ে জালে আবদ্ধ হলেও সজোরে জাল ছিড়ে মৃগশিকারীর ক্রন্দন সত্ত্বেও পালিয়ে যায়।" (মধ্যম নিকায় ও থেরগাথা)

এভাবে এই গাথাগুলো বলে স্থবিরও শক্তিশালী মহামৃগের ন্যায় ও অতীতের বর্তমানের খাদ্য-ভোজ্যকে ত্যাগ করে আকাশপথে উড়ে গেলেন এবং রাজা

কোরব্যের মৃগজিন নামক উদ্যানের মঙ্গলশিলায় বসলেন। এদিকে স্থবিরের পিতা সাত সাতটি দরজা তালাবদ্ধ করে প্রহরীদের আদেশ দিলেন, 'সাবধান তাকে বের হবার সুযোগ দিবে না। তার চীবর খুলে তাকে সাদা কাপড় পরিয়ে দাও'। তাই স্থবির আকাশপথে চলে গেলেন।

এদিকে রাজা কোরব্য মঙ্গলশিলাসনে উপবিষ্ট স্থবিরের বার্তা শুনে সেখানে গেলেন। তার সাথে কুশল বিনিময় করলেন এবং বললেন, 'হে রাষ্ট্রপাল, এ জগতে কেউ বৃদ্ধ হয়ে, কেউ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে, কেউ সম্পত্তিশূন্য হয়ে, কেউ জ্ঞাতিশূন্য হয়ে প্রব্রজিত হন, আপনি এগুলোর কোনোটিই পাননি। তারপরও আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন কেন?' স্থবির বললেন, 'জগৎ অনিত্য, জগৎ কাউকেই ত্রাণ করে না, এ জগতে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে চলে যেতে হয় এবং এ জগতে কেউই তৃষ্ণা মেটাতে পারে না" এই চারটি ধর্মোপদেশ দিয়ে নিজের উপলব্ধ বিষয় জ্ঞাত করার ইচ্ছায় এই অনুগীতি ভাষণ করলেন :

"মহারাজ, এ জগতে বহু ধনাঢ্য লোককে দেখছি, তারা ধন লাভ করে কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দান দেয় না। কারণ, কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে তাদের সামান্যতমও জ্ঞান নেই। সেই লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ প্রভূত ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করতে থাকে। তারও অধিক বিত্ত-বৈভব লাভের চেষ্টা করে।"

"রাজা বল প্রয়োগে পৃথিবীকে পরাজিত করে থাকে, সসাগরা ধরণীকে আয়ত্ত করে থাকে। এমনকি সমুদ্রের এপারে তৃপ্তি না পেয়ে সমুদ্রের পরপারেও নিজের করে পেতে চায়।"

"কিন্তু রাজা ও অন্য অনেক মানুষ তৃষ্ণাবহুল হয়ে মারা যায়। মনের সাধ না মিটিয়েই তারা দেহ ত্যাগ করতে থাকে। এ জগতে তৃষাতুর ব্যক্তি ধনসম্পত্তি লাভে তৃপ্তি হতে পারে না। যতই পায় ততই আরও পেতে চায়।"

"মৃত ব্যক্তির জন্য তার জ্ঞাতিগণ আলুলায়িত কেশে গুণকীর্তন করতে করতে কাঁদতে থাকে। 'অহো, আমাদের জ্ঞাতিগণ অমর হোক!' এই বলে বিলাপ করতে থাকে। অথচ মৃতব্যক্তিকে কাপড়ে আবৃত করে বের করে ও চিতা সাজিয়ে তাতে দাহকার্য করে।"

"শবদাহকারীরা শূলদ্বারা বিদ্ধ করেই মৃতদেহ দাহন করে। অন্যদিকে মৃতব্যক্তি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করে সঙ্গে একখানি মাত্র কাপড় শ্মশানে নিয়ে যায়। মৃতব্যক্তিকে জ্ঞাতি, মিত্র, সহায় কেউই পরিত্রাণ

করতে পারে না।”

“তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরাই সমস্ত ধনসম্পত্তি নিয়ে যায়। কিন্তু সে কর্মানুযায়ীই চলে যায়। মৃতব্যক্তি কোনো ধনই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। তার স্ত্রী-পুত্রেরাই সমস্ত ধন-রাজ্য নিয়ে যায়। ধনের দ্বারা কেউই বার্ধক্য ধ্বংস করতে পারে না।”

“পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, মানুষ মাত্র কদিন সংসারে বেঁচে থাকে। জীবন অতীব ক্ষণস্থায়ী ও নিয়ত পরিবর্তনশীল।”

“ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে এই মৃত্যুর স্পর্শ হতে কেউই রক্ষা পায় না। তদ্রূপ পণ্ডিত হোক কিংবা মূর্খ হোক কেউই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় না। অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজের অজ্ঞানতাবশত বুকে আঘাত করে করে ভালো-মন্দ ফল ভোগ করে। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি ভালো-মন্দ বিষয়ে মোটেই কম্পিত হন না।”

“সে কারণে যেই অসীম প্রজ্ঞাবলে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করা যায়, সেই প্রজ্ঞাই ধনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। মোহান্ধ ব্যক্তিরা এই ছোট-বড় ভবের ফলাফল বুঝতে না পেরে বহু পাপকার্য করে থাকে।”

“সে পাপকর্ম করে বারবার সংসারে জন্মগ্রহণ করে পরলোকে উৎপত্তির কারণ হতে মুক্তিলাভ করতে পারে না। অজ্ঞানী ব্যক্তি তার কর্মানুসারে গর্ভ ও পরজন্ম লাভ করে থাকে। উহার কারণ হতে মুক্তি লাভ করতে পারে না।”

“চৌরাস্তার মুখে চোর ধরা পড়লে যেমন রাজপুরুষেরা তার পাপকর্মের দরুন তাকে কশাঘাতাদি দণ্ডকর্ম দিয়ে থাকে, তেমনি এ জগতে প্রাণীগণ পাপ করে পরলোক প্রাপ্ত হলে তাদের সেই পাপকর্মের দরুন তাদের নরকে দুঃখ পেতে হয়।”

“এ জগতে কাম বড়ই বিচিত্র, মধুর ও মনোরম। নানাভাবে সত্ত্বদের চিত্ত মর্দন করে থাকে। সেই কারণে কাম প্রব্রজ্যায় অভিরমিত হতে দেয় না। তাই হে রাজন, আমি কাম্যবস্তুতে বা কামসেবনে বিবিধ দোষ দেখেই প্রব্রজিত হয়েছি।”

“ফল পাকুক আর নাই পাকুক যেকোনো মুহূর্তে গাছ থেকে ঝড়ে পড়তেই পারে, তদ্রূপ কী বালক, কী বৃদ্ধ সকলেই যেকোনো সময় শরীর ত্যাগ করে মৃত্যুমুখে পড়তে পারে। রাজন, আমি এই অনিত্যভাব প্রজ্ঞাচক্ষে দেখেই প্রব্রজিত হয়েছি। এই সমস্ত কারণে নির্দোষ শ্রামণ্যজীবনই সবচাইতে শ্রেষ্ঠ।”

“আমি কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করেই জিনশাসনে সদাচরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। অর্হত্ত্বফল লাভ করায় আমার প্রব্রজ্যা এখন সফল ও সার্থক। আমি অঋণী হয়েই আহার্য পরিভোগ করছি।”

“আমি বস্তুকাম ও ক্লেশকামকে এগার প্রকার অগ্নিতে দগ্ধ হতে দেখে, স্বর্ণ-রৌপ্যসমূহকে অস্ত্রস্বরূপ দেখে, বারবার সংসারে জন্মগ্রহণ করাকে দুঃখরূপে দেখে ও অষ্ট মহানিরয়কে ভয়ের চক্ষে দেখে এই সমস্ত কামভেগের দোষ বলে যখন আমি জ্ঞাত হই, তখনই বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে সংবেগ প্রাপ্ত হয়েছি। আমি গৃহীকালে কামরাগাদি শল্য দ্বারা বিদ্ধ হই, এখন বুদ্ধের শাসনে এসে আমার সর্বাসব ক্ষয় হয়েছে।”

“শাস্তা আমার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার সম্পূর্ণরূপে নেমে গিয়েছে। ভবনেত্রি তৃষ্ণা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।”

“যেই উদ্দেশে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, সমস্ত সংযোজন ক্ষয়ে আমার সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।” (থেরগাথা)

এভাবে স্থবির রাজা কোরব্যকে ধর্মদেশনা করে শাস্তার নিকট চলে গেলেন। পরবর্তীকালে শাস্তা একদিন আর্যসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে স্থবিরকে শ্রদ্ধাপ্রব্রজিত ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। এভাবে স্থবির শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশী মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘পদুমুত্তর ভগবানের’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৭-৯৮. আমি লোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর ভগবানের রূপকায়ের প্রতি অতীব শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তাঁকে বিবিধ অলংকারে সাজানো, ঈষাদন্ত, জরাজীর্ণ একটি হস্তীনাগ দান করেছিলাম। সেই হস্তীনাগের উপর বর্ণিলভাবে সাজানো শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হলে তখন সেটি ভীষণভাবে শোভা পাচ্ছিল। আমি বহু অর্থের বিনিময়ে একটি সংঘারাম নির্মাণ করিয়েছিলাম।

৯৯. সেখানে চুয়ান্ন হাজার প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলাম এবং মহর্ষি বুদ্ধকে দান দিয়েছিলাম।

১০০. অগ্রপুদ্গল, স্বয়ম্ভু, মহাবীর বুদ্ধ আমার সেই মহাদান অনুমোদন করেছিলেন। উপস্থিত সকল জনতাকে আনন্দ দান করার জন্য অমৃতপদ দেশনা করেছিলেন।

১০১. মহামতি পদুমুত্তর বুদ্ধ আমাকে লক্ষ করে ভিক্ষুসংঘের মাঝে

উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১০২. এই ব্যক্তি চুয়ান্ন হাজার প্রাসাদ নির্মাণ করালেন। এখন আমি তার সেই মহাদানের ভাবী ফল সম্বন্ধে বলব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

১০৩. ভাবী জন্মে তার আঠার হাজার কূটাগার উৎপন্ন হবে, সেগুলোর সবকটিই সম্পূর্ণ খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি।

১০৪. সে দেবলোকে জন্ম নিয়ে দেবেন্দ্র হয়ে পঞ্চাশবার রাজত্ব করবে এবং আটান্নবার রাজচক্রবর্তী হবে।

১০৫. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

১০৬. সে তখন দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য-প্রভাবে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে।

১০৭. পূর্বজন্মের পুণ্য-প্রভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে এবং রাষ্ট্রপাল নামক শাস্তাশ্রাবক হিসেবে পরিচিত হবে।

১০৮. বিদর্শন ভাবনা বলে সে উপশান্ত ও সম্পূর্ণ নিরুপধি হবে এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

[তারপর রাষ্ট্রপাল স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

১০৯. গৃহত্যাগের পর থেকে আমি আমার সমস্ত ভোগসম্পদ ত্যাগ করেছি এবং লালামিশ্রিত ভোগসম্পত্তির প্রতি বিন্দুমাত্রও প্রেম তথা আসক্তি আমার নেই।

১১০. বীর্য আমার অতীব তীক্ষ্ণ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ আমার প্রার্থিত বিষয়। সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি এখন অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

১১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রাষ্ট্রপাল স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সোপাক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়

একজন কুটুম্বিকের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে দেখে বীজপূর্ণ ফল দান করেন। ভগবান তার প্রতি দয়া করে তা পরিভোগ করেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের প্রতি অতি প্রসন্ন হয়ে পালাক্রমে দান দিতেন। সংঘের উদ্দেশ্যে তিনজন ভিক্ষুকে তিনি আজীবন দুধভাত দান করেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে তিনি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নেওয়ার পর একসময় মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখনো এক পচ্চেক বুদ্ধকে দুধভাত দান করেন।

এভাবে জন্মে জন্মে পুণ্যকর্ম করায় তিনি সুগতি স্বর্গলোকেই পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময় পূর্বজন্মের কর্মের ফলস্বরূপ শ্রাবস্তীতে এক হতদরিদ্র স্ত্রীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তার মা তাকে প্রসবকালীন প্রসব করতে না পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। বেশ দীর্ঘক্ষণ মূর্ছিতাবস্থায় থাকাতে জ্ঞাতিবর্গ তাকে মৃত ধারণায় শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সজ্জিত চিতায় তুলে দিলেন। কিন্তু দৈবপ্রভাবে প্রবল বাতাস ও ভারি বৃষ্টি বর্ষণের দরুন চিতায় আগুন না দিয়ে সবাই বাড়িতে চলে গেল। বালকের এই জন্ম ছিল শেষ জন্ম। তাই একান্তই দৈবপ্রভাবে রোগমুক্ত হয়ে নিরাপদে মাতৃগর্ভ হতে বের হলেন। তবে শিশুর মা মারা গেল। তখন দেবতারা মনুষ্যবেশ ধরে বালককে শ্মশান-রক্ষকের বাড়িতে নিয়ে গেল। কিছুদিন ছেলেটিকে আহারে ভরণ-পোষণ করল। পরে শ্মশান-রক্ষক নিজের পুত্রের ন্যায় তাকে লালন-পালন করতে লাগল। শিশুটি বড় হতে হতে অন্য বালকদের সাথে সব সময় খেলা করত। শ্মশানে জন্ম ও শ্মশানে বর্ধিত বিধায় সোপাক নামে সে পরিচিত হলো।

অনন্তর তার বয়স যখন সাত বৎসর হয়, তখন ভগবানের শুভ দৃষ্টি তার উপর পড়ল। ভগবান শ্মশানে আসলেন। বালক পূর্বজন্মের কুশল সংস্কারবশত প্রসন্নমনে শাস্তার কাছে এসে বন্দনা করে দাঁড়িয়ে থাকল। তখন শাস্তা তাকে ধর্মদেশনা করলেন। ধর্মশ্রবণের পর তিনি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। ভগবান বললেন, 'পিতার অনুমতি পেয়েছ কী?' তিনি তখনই পিতাকে শাস্তার নিকটে আনলেন। পিতা ভগবানকে বন্দনা করে বললেন, 'ভন্তে, এই বালককে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' ভগবান তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করার পর মৈত্রী ভাবনা শিক্ষা দিয়ে তা অনুশীলনের আদেশ দিলেন। তিনি মৈত্রী কর্মস্থান গ্রহণ করে শ্মশানে অবস্থান করে অচিরেই ধ্যান লাভ করলেন। পরে তাতে বিদর্শন জ্ঞান প্রয়োগ করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি অন্যান্য শ্মশানবাসী ভিক্ষুদের মৈত্রী-ভাবনার বিধি শিক্ষা দিতে

গিয়ে এই গাথা ভাষণ করলেন :

“একমাত্র প্রিয় পুত্রের প্রতি মাতাপিতা যেমন তার হিত কামনা করে থাকে, তেমনি সব সময় সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করবে।” (থেরগাথা)

এভাবে তিনি অর্হত্ত্বফল অধিগত করার পর নিজের পূর্বকৃত পুণ্য স্মরণ করে অত্যন্ত খুশী মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘পাহাড়ের ঢালু জায়গা’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১১২. পর্বতের গভীর বনে আমি যখন ঢালু জায়গা পরিষ্কার করছিলাম তখন আমার সামনে সিদ্ধার্থ ভগবান উপস্থিত হয়েছিলেন।

১১৩. বুদ্ধ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন দেখে আমি যথা শিগ্‌গির তার বসার জন্য সন্থতবস্ত্র বিছিয়ে দিয়ে তাতে পুষ্পাসন তৈরি করেছিলাম।

১১৪. সেই পুষ্পাসনে উপবিষ্ট হয়ে লোকনায়ক সিদ্ধার্থ আমার ভবিষ্যৎ গতি জেনে অনিত্যমূলক এই গাথা বলেছিলেন।

১১৫. সংস্কারধর্ম মাত্রেই অনিত্য, ইহারা উৎপত্তি ও ব্যয়শীল। একবার উৎপন্ন হয়, তারপর আবার নিরুদ্ধ হয়। এই সমস্ত সংস্কারধর্মের সম্পূর্ণ উপশমই প্রকৃত সুখ।

১১৬. ইহা বলার পর লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ বুদ্ধ আকাশে হংসরাজের ন্যায় নভোমণ্ডলে উড়ে চলে গেলেন।

১১৭. আমি তখন আমার সকল মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করে গভীর মনোযোগ দিয়ে অনিত্যসংজ্ঞা ভাবতে লাগলাম। এভাবে গভীর মনোযোগ দিয়ে অনিত্যসংজ্ঞা ভাবতে ভাবতে আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করলাম।

১১৮. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে আমি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলাম। নিজের রান্না করা ভাতের ন্যায় পূর্বকৃত পুণ্যের ফলস্বরূপ এখন আমি এই অন্তিম জন্ম ধারণ করেছি।

১১৯. গৃহত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি এবং জন্মের সাত বৎসরের মাথায় আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

১২০. আরব্ধবীর্য, ভাবিতচিত্ত ও শীলে সুসংযত হয়ে মহানাগ বুদ্ধকে তুষ্ট করে আমি তাঁর কাছে উপসম্পদা লাভ করেছি।

১২১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কুশলকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে আর আমাকে একবারও দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পদানেরই ফল।

১২২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই অনিত্যসংজ্ঞা ভাবনা

করেছিলাম, এই অন্তিম জন্মেও সেই একই অনিত্যসংজ্ঞা ভাবনা করে আসব ক্ষয় করেছি।

১২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সোপাক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সোপাক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সুমঙ্গল স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে প্রিয়দর্শী ভগবানের সময় এক বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবান স্নান করে একটি মাত্র চীবর পরিহিত আছেন দেখে আনন্দিত চিত্তে করতালি দিলেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ শেষে এই গ্রামে পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো সুমঙ্গল। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। লোকেরা দানীয় সামগ্রী নিয়ে আসার সময় তিনিও দই-ঘট নিয়ে আসছিলেন। এমন সময় ভিক্ষুদের প্রভূত লাভ-সৎকার-সম্মান দেখে তিনি ভাবলেন, ‘এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখে শয়ন-ভোজন করে বেশ নিরাপদে আছেন, আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে ভালো হয়।’ তারপর একদিন এক মহাস্থবিরের নিকট গিয়ে নিজের প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। মহাস্থবির তার প্রতি অশেষ করুণাবশত তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন এবং কর্মস্থান নির্দেশ করলেন। কর্মস্থান গ্রহণের পর তিনি অরণ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। একাকী অবস্থান করায় একদিন উৎকণ্ঠিত হয়ে চীবর ত্যাগের ইচ্ছায় জ্ঞাতিকুলে যেতে লাগলেন। পথে এক কৃষককে কোমর বেঁধে, মলিন বস্ত্র পরিধান করে, শরীরে কাদাজল মেখে, রৌদ্রের তাপে পুড়ে কাজ করতে দেখে মনে মনে ভাবলেন, ‘অহো, জীবন ধারণের জন্য এই ব্যক্তি কতই দুঃখ ভোগ করতেছে!’ এভাবে তার সংবেগ উৎপন্ন হলো। জ্ঞানের পরিপক্বতাহেতু পূর্বগৃহীত কর্মস্থানের কথা তার মনে পড়ল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক বৃক্ষমূলে গিয়ে বিবেকলব্ধ হয়ে জ্ঞানত

মনোনিবেশ করে বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন করে পর্যায়ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি অন্নপানীয়াদি' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১২৪. আমি অন্নপানীয়াদি বিবিধ উপকরণ দান করতে ইচ্ছুক। উত্তম আহার প্রস্তুত করার পর আমি বিশাল বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে পরিশুদ্ধ প্রব্রজিত প্রতিগ্রাহক খুঁজছিলাম।

১২৫. তখনি আমি সর্বলোককে বিনয়নকারী, স্বয়ম্ভু, অগ্রপুদ্গল, মহাযশস্বী প্রিয়দর্শী সম্বুদ্ধকে দেখেছিলাম।

১২৬. শ্রাবক-পরিবৃত সেই জ্যোতিষ্মান ভগবানকে রথে করে যাবার সময় সূর্যের মতো দীপ্তিমান মনে হচ্ছিল।

১২৭. আমি প্রথমে দুহাত জোড় করেছিলাম এবং নিজের চিত্তকে অতিশয় প্রসন্ন করে মনে মনে তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম এই বলে যে, 'মহামুনি এখানে আগমন করুন।'

১২৮. অনুত্তর শাস্তা আমার সংকল্পের কথা জেনে হাজারো ক্ষীণাসব অর্হৎসহ আমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১২৯. হে পুরুষজ্ঞ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। প্রাসাদে আরোহণ করে সিংহাসনে উপবেশন করার প্রার্থনা করছি।

১৩০. নিজে দমিত হয়ে অপরকে দমনকারী ও নিজে তীর্ণ হয়ে অপরকে তীর্ণকারী শ্রেষ্ঠ প্রাসাদে আরোহণ করে শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন।

১৩১. আমার ঘরে যা কিছু আমিষ জাতীয় খাদ্য-ভোজ্য আছে, দুহাতে সেগুলো নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৩২. অতিশয় প্রসন্নমনে কৃতাঞ্জলি হয়ে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে নমস্কার করছি। অহো, বুদ্ধ কী মহৎ!

১৩৩. উত্তম অন্ন ভোজনকারী আটজন আর্যপুদ্গালের মধ্যে বহু ক্ষীণাসব অর্হৎ আছেন। আপনাদের কী আশ্চর্য প্রভাব! আমি আপনাদের শরণ গ্রহণ করছি।

১৩৪. লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ প্রিয়দর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমার সম্বন্ধে এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

১৩৫. যেই ব্যক্তি তথাগত সম্বুদ্ধ প্রমুখ সংঘকে উত্তম ভোজন দান করেছে, এখন আমি তার কথাই বলব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

১৩৬. দেবলোকে সে সাতাশবার রাজত্ব করবে এবং স্বীয় পুণ্য-প্রভাবে সে দেবলোকে রমিত হবে।

১৩৭. আঠারবার সে রাজচক্রবর্তী হবে এবং পৃথিবীতে সে পাঁচশতবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

১৩৮. বাঘ-আশ্রিত গভীর অরণ্যে আমি ভাবনায় মনোনিবেশ করে আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করেছি।

১৩৯. আজ থেকে আঠারশত কল্প আগে যেদিন আমি দান দিয়েছিলাম, সেদিন থেকে আমাকে আর দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দুধভাত দানেরই ফল।

১৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমঙ্গল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমঙ্গল স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সিংহাসনীয়, একস্তম্ভী, নন্দ ও চুলপন্থক,
পিলিন্দ, রাহুল, বঙ্গান্তপুত্র ও রাষ্ট্রপাল।
সোপাক ও সুমঙ্গল দশে মিলে বর্গ দ্বিতীয়,
একশত চল্লিশটি গাথা এতে প্রকাশিত।

[সিংহাসনিয়-বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

* * *

৩. সুভূতি-বর্গ

১. সুভূতি স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পদুমুত্তর ভগবান লোকনাথ পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার কিছুকাল পূর্বে হংসবতী নগরে জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে একমাত্র পুত্রসন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো নন্দ মানব। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা শেষে তাতে কোনো সার না দেখে নিজের চুয়াল্লিশ হাজার শিষ্যকে সাথে নিয়ে পর্বতের পাদদেশে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সাধনাবলে তিনি অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চভিজ্ঞা লাভ করেন। তিনি শিষ্যগণকেও কর্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তাতে তারাও অচিরেই ধ্যান লাভ করেন।

সেই সময় পৃথিবীতে পদুমুত্তর ভগবান উৎপন্ন হলেন। তিনি হংসবতী নগরকে আশ্রয় করে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন তিনি ভোরে সমস্ত লোক অবলোকন করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, নন্দ তাপসের শিষ্যবর্গ অর্হত্ত্ব লাভ করবেন এবং নন্দ তাপস নিজে দুই অঙ্গ-সমন্বিত শ্রাবকপদ প্রার্থনা করবেন। তাই ভগবান ভোরের শরীরকৃত্য শেষ করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে সিংহের ন্যায় একাকী আকাশপথে নন্দ তাপসের শিষ্যবৃন্দ ফল সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়লে 'তারা আমার বুদ্ধভাব জানুক' এই অধিষ্ঠান করে নন্দ তাপস দেখে মতো আকাশ হতে নেমে ভূমিতে দাঁড়ালেন। নন্দ তাপস আকাশপথ হতে বুদ্ধকে নামতে দেখে তার বুদ্ধানুভাব ও লক্ষণসমূহ দেখতে পেয়ে লক্ষণ-শাস্ত্রমতে বিচার-বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, এই সমস্ত লক্ষণ-সমন্বিত ব্যক্তি গৃহবাস করলে রাজচক্রবর্তী হন এবং প্রব্রজিত হলে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন। ইনি নিশ্চয় বুদ্ধ হবেন। তখন তিনি সসম্ভ্রমে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা করলেন এবং বসার আসন পেতে দিলেন। ভগবান তার পেতে দেওয়ার আসনে বসলেন। নন্দ তাপসও একপার্শ্বে নিজের উপযুক্ত আসনে বসলেন।

সেই সময় নন্দ তাপসের চুয়াল্লিশ হাজার শিষ্য উত্তম উত্তম পুষ্টিকর ফল সংগ্রহ করে আশ্রমে এসে বুদ্ধ ও আচার্যের বসার ভঙ্গি দেখে বললেন, 'আচার্য, আমরা মনে করেছিলাম যে, এই পৃথিবীতে আপনার চেয়ে মহৎ ব্যাক্তি দ্বিতীয় কেউ নেই। এখন দেখে তো মনে হয় এই ব্যক্তি আপনার চেয়ে মহৎ।' নন্দ তাপস তাদের বললেন, 'বৎসগণ, তোমরা এ কী বলছ!

তোমরা কি সর্ষপের সাথে বিশাল সিনেরু পর্বতের তুলনা করতে চাও? সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সাথে আমাকে তুলনা করিও না।' অতঃপর তার শিষ্যগণ ভাবলেন, 'এই ব্যক্তি যদি এতই তুচ্ছ হতেন, তাহলে আমাদের আচার্য নিশ্চয় এভাবে নিজের সাথে তুলনা করতেন না। এই ব্যক্তি নিশ্চয় অতীব মহৎ ও পূজনীয়।' এই ভেবে ভগবানের চরণে মাথা ছুঁয়ে বন্দনা করলেন। নন্দ তাপস তার শিষ্যদের বললেন, 'বৎসগণ, আমরা কখনো বুদ্ধকে দান করার সুযোগ পাইনি। ভগবান এখানে ভিক্ষার সময়েই এসেছেন। তাই আমরা এখন আমাদের কাছে যা-ই আছে তা দিয়েই পূজা করব। তোমরা যেই উত্তম উত্তম পুষ্টিকর ফল সংগ্রহ করে এনেছ, সেগুলো এদিকে আন।' এই বলে নিজ হাতে ফলগুলো ধুয়ে স্বয়ং তথাগতের পাত্রে দিলেন। শাস্তাগণ ফলমূল প্রতিগ্রহণ করার সাথে সাথেই দেবতারা তাতে দিব্য-ওজ দিয়ে থাকেন। তাপস নিজে জল ছাকনি দিয়ে ছেঁকে দান করলেন। তারপর ভোজনকৃত্য শেষে ভগবান বসে থাকলেন। নন্দ তাপস তখন তার সকল শিষ্যকে ডেকে শাস্তার কাছে বসে কুশল বিনিময় করলেন। তখন শাস্তা চিন্তা করলেন, 'ভিক্ষুসংঘ এখানে আগমন করুক।' তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ সেখানে এসে শাস্তাকে বন্দনা করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

অনন্তর নন্দ তাপস শিষ্যবৃন্দকে ডেকে বললেন, 'বৎসগণ, বুদ্ধের বসার আসন যথেষ্ট নিচু এবং এক লক্ষ ভিক্ষুর বসার আসনও নেই। আজ তোমাদের অবশ্যই বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষুসংকে উপযুক্ত সৎকার করতে হবে। যাও, পর্বতের পাদদেশ হতে বর্ণ-গন্ধ সমৃদ্ধ ফুল নিয়ে আস।' তাপসের শিষ্যবৃন্দ ছিলেন ঋদ্ধিমান। তাই তারা মুহূর্তের মধ্যেই বর্ণ-গন্ধ সমৃদ্ধ ফুল নিয়ে এসে বুদ্ধের জন্য যোজন প্রমাণ পুষ্পাসন তৈরি করলেন। অগ্রশ্রাবকদের জন্য ও বাকি ভিক্ষুদের জন্য যথোপযুক্ত পুষ্পাসন তৈরি করলেন। নন্দ তাপস তথাগতের সামনে গিয়ে দু-হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বললেন, 'ভন্তে, আমাদের সকলের দীর্ঘকাল হিত-সুখের জন্য এই পুষ্পাসনে বসুন।' ভগবান পুষ্পাসনে বসলেন। এইভাবে শাস্তা বসলে ভিক্ষুগণ শাস্তার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে নিজ নিজ আসনে বসলেন। তখন নন্দ তাপস বিশাল একটি পুষ্পচ্ছত্র হাতে নিয়ে তথাগতের মাথার উপর ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। শাস্তা তখন 'তাপসগণের এই সৎকার মহাফলবতী হোক' এই অধিষ্ঠান করে নিরোধসমাপত্তিতে ধ্যানমগ্ন হবার কথা জ্ঞাত হয়ে অন্য ভিক্ষুগণও নিরোধসমাপত্তিতে ধ্যানমগ্ন হলেন। এইভাবে তথাগত সপ্তাহকাল নিরোধসমাপত্তিতে ধ্যানমগ্ন হলে নন্দ তাপসের শিষ্যবৃন্দ ভিক্ষার সময় বনের

ফলমূল খেয়ে অবশিষ্ট সময় বুদ্ধের সামনে দুহাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থেকেই সপ্তাহকাল প্রীতিসুখে অতিবাহিত করলেন।

ভগবান নিরোধসমাপত্তি ধ্যান হতে উঠে অরণ্যবিহারী ও দক্ষিণাযোগ্য এই দুই অঙ্গ-সমন্বিত এক শ্রাবক ভিক্ষুকে ধর্মোপদেশ দিতে আদেশ দিলেন। সেই ভিক্ষু চক্রবর্তী রাজার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ধন ও মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা লাভ করার ন্যায় আনন্দিত মনে নিজের অধিগত বিষয়ে স্থিত হয়ে সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচন রোমন্থন করে ধর্মোপদেশ দিলেন। শাস্তার দেশনা শেষ হলে নন্দ তাপস ব্যতীত অপর চুয়াল্লিশ হাজার তাপস অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। শাস্তা তাদের 'এহা ভিক্খূ' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাদের মাথার সমস্ত চুল অন্তর্হিত হলো। শরীরে অষ্ট পরিষ্কার ধারণ করল। তখন তাদের ষাটবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় দেখাচ্ছিল। তারা সকলেই শাস্তার চতুর্পার্শ্বে বসলেন। কিন্তু নন্দ তাপসের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি কিছুই লাভ করতে পারলেন না। তার নাকি অরণ্যবিহারী স্থবিরের ধর্মোপদেশ শোনার সময় থেকে 'অহো, আমি যদি ভবিষ্যতে কোনো এক বুদ্ধের শাসনে এই ভিক্ষুর মতো হতে পারতাম!' এই চিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল। সেই চিত্তবিতর্কের কারণেই তিনি মার্গফল উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। তথাগতকে বন্দনা করার পর দুহাত জোড় করে সামনে দাঁড়িয়ে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, যেই ভিক্ষু ঋষিগণের পুষ্পাসন অনুমোদন করে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন, তিনি আপনার শাসনে কে হন?' 'এই ভিক্ষু অরণ্যবিহারী ও দক্ষিণাযোগ্য এই দুই অঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বলাভী।' তখন তাপস প্রার্থনা করলেন, 'ভন্তে, এই সপ্তাহকাল অবধি পুষ্পছত্র ধারণ করা-জনিত আমি যেই পুণ্য লাভ করেছি, সেই পুণ্যের প্রভাবে আমি অন্য কোনো সম্পত্তি চাই না। আমি শুধু ভবিষ্যতে কোনো এক বুদ্ধের শাসনে এই স্থবিরের ন্যায় দুই অঙ্গ-সমন্বিত শ্রাবক হতে চাই।" শাস্তা 'এই তাপসের প্রার্থনা সফল হবে কি না' সর্বজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে লক্ষকল্প পরে তার প্রার্থনা সফল হবে দেখে বললেন, 'তাপস, তোমার এই প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। ভবিষ্যতে লক্ষকল্প পরে পৃথিবীতে গৌতম নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন, তাঁর কাছেই তোমার প্রার্থনা সফল হবে।' তারপর ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে আকাশপথে চলে গেলেন। নন্দ তাপসও শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ দৃষ্টিসীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত দুহাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

পরবর্তীকালে তিনি মাঝেমধ্যে শাস্তার কাছে উপস্থিত হয়ে ধর্মোপদেশ শুনতে যেতেন। এভাবে ধ্যানলব্ধ অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মালোকে

উৎপন্ন হলেন। সেই হতে ক্রমান্বয়ে আরও পাঁচশত জন্ম প্রব্রজিত হয়ে অরণ্যে ধ্যান করেছিলেন।

তিনি কাশ্যপ বুদ্ধের সময়েও প্রব্রজিত হয়ে বিশ হাজার বৎসর অরণ্যবাস করেছিলেন। তারপর তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলেন। এভাবে তাবতিংস স্বর্গে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে শত শতবার রাজচক্রবর্তী ও প্রাদেসিক রাজা হয়ে প্রভৃতি মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেছিলেন। যখন গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি শ্রাবস্তীর সুমন শ্রেষ্ঠীর গৃহে অনাথপিণ্ডিকের ছোট ভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো সুভূতি।

সেই সময় আমাদের ভগবান গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর অনুক্রমে রাজগৃহে গিয়ে সেখানে বেণুবন বিহার প্রভৃতি দান প্রতিগ্রহণ করে রাজগৃহকে আশ্রয় করেই শীতবনে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তী হতে উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে নিজের বন্ধুভাজন রাজগৃহে শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে গেলেন। সেখানে শ্রেষ্ঠীর মুখ থেকে জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনে শীতবনে শাস্তার কাছে উপস্থিত হয়ে প্রথম দর্শনেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তারপর শাস্তাকে শ্রাবস্তীতে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। শাস্তা তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে তিনি রাজগৃহ হতে শ্রাবস্তী পর্যন্ত মোট পয়ঁতাল্লিশ যোজন রাস্তার প্রতি যোজন অন্তর অন্তর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন। তিনি শ্রাবস্তীতে জেতকুমারের বিশাল উদ্যান ভূমিটি কোটি টাকার বিনিময়ে কিনে সেখানে ভগবানের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করিয়ে দান করেন। যেদিন বিহার দান করা হচ্ছিল, সেদিন সুভূতি কুটুম্বিক অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর সাথে ধর্ম শ্রবণ করে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। উপসম্পদা গ্রহণের পর কর্মস্থান শিক্ষা করে অরণ্যে শ্রমণধর্ম পালন করার সময় ক্রমে মৈত্রীধ্যান লাভ করে তাতে বিদর্শন জ্ঞান বর্ধিত করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি ধর্মোপদেশ প্রদানকালে শাস্তার দেশিত নিয়মে ধারাবাহিকভাবে ধর্মদেশনা করেন বিধায় অরণ্যবিহারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। পিণ্ডচারণ করার সময় ধনী-গরিব-নির্বিশেষে প্রতিটি ঘরে মৈত্রীভাব নিয়ে 'দায়কগণের মহাফল লাভ হবে' এই ভেবে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন বিধায় দক্ষিণাযোগ্য ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। সেই কারণে ভগবান তাকে দুই অঙ্গ-সমন্বিত শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন এই বলে যে, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক অরণ্যবিহারী ও দক্ষিণাযোগ্য

ভিক্ষুদের মধ্যে সুভূতিই শ্রেষ্ঠ।' এভাবেই মহাস্থবির নিজের পূরিত পারমীর ফলস্বরূপ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পৃথিবীতে বহুজনের হিতার্থে, বহুজনের সুখার্থে জনপদ ভ্রমণ করতে করতে অনুক্রমে তিনি রাজগৃহে গিয়ে পৌঁছালেন।

রাজা বিম্বিসার স্থবিরের আগমনবার্তা শুনে তার কাছে উপস্থিত হয়ে বন্দনা নিবেদনপূর্বক প্রার্থনা করলেন, 'ভন্তে, এখানেই বাস করুন, আমি আপনার জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে দেব।' তিনি স্থবিরকে প্রার্থনা জানিয়ে বাড়িতে ফিরে আসলেন। কিন্তু বাসস্থান নির্মাণের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। স্থবির বাসস্থানের অভাবে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে লাগলেন। স্থবিরের পুণ্য-প্রভাবে দেবতারা বৃষ্টি বন্ধ করে দিলে, জনসাধারণ ভীষণ কষ্ট পেতে লাগল। তাই তারা রাজপ্রাসাদের দ্বারে এসে আর্তনাদ করতে করতে লাগল। রাজা 'বৃষ্টি না হওয়ার কারণ খুঁজতে খুঁজতে ভাবলেন, সম্ভবত স্থবির খোলা আকাশের নিচে বাস করায় বৃষ্টি হচ্ছে না। তারপর রাজা স্থবিরের জন্য পর্ণকুঠির নির্মাণ করিয়ে প্রার্থনা করলেন, ভন্তে, এই পর্ণকুঠিরেই বসবাস করুন। এইভাবে বন্দনা নিবেদনপূর্বক চলে গেলেন। স্থবির কুঠিরে প্রবেশ করে তৃণের উপর বসলেন। তখন সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল না। এই সামান্য বৃষ্টির কারণে জনসাধানণের তেমন উপকার হবে না দেখে এবং নিজের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক সমূহ বিপদ কেটে গিয়েছে দেখে মেঘকে সম্বোধন করে এই গাথাটি বললেন :

"আমার দেহরূপ পর্ণশালায় লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রবেশ না করার জন্য প্রজ্ঞারূপ আচ্ছাদনে উহা আচ্ছাদিত হয়েছে। তাই ক্লেশদুঃখের অভাবে পবিত্র সুখ প্রাপ্ত হয়েছি। মনবায়ু দেহরূপ পর্ণশালায় প্রবাহিত হয় না। আমার বাহ্যিক উপদ্রব বিনষ্ট হয়েছে। হে মেঘ, তুমি যথেচ্ছা বারি বর্ষণ কর। আমার চিত্ত একাগ্রতায় নিবিষ্ট ও সর্বক্লেশ বিমুক্ত। আমি আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করছি। অভ্যন্তরীণ উপদ্রব আমার বিনষ্ট হয়েছে। হে মেঘ, তুমি বর্ষণ কর।" (থেরগাথা)

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব ও এই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে' প্রভৃতি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

১. হিমালয়ের অনতিদূরে নিসভ নামক পর্বতে আমি একটি আশ্রম নির্মাণ করেছিলাম। তাতে বহু পর্ণশালা ছিল।

২. আমি তখন কোশিয় নামক এক তেজস্বী জটিল সন্ন্যাসী হয়ে একাকী সেই নিসভ পর্বতে বাস করছিলাম।

৩. আমি তখন ফলমূল কিংবা লতাপাতা কোনোটাই ভোজন করতাম না। স্বয়ং-পতিত ফলমূল ও লতাপাতা খেয়েই আমি জীবন ধারণ করতাম।

৪. আমি প্রাণের বিনিময়েও তৃষ্ণাবশে ফলমূলাদি অন্বেষণের সময় আমার সম্যক জীবিকাকে বিনষ্ট হতে দিতাম না। আমার চিত্তকে অল্পেচ্ছুতায় সন্তুষ্ট রাখতাম এবং অযোগ্য অন্বেষণ তথা বৈদ্যকর্ম, দূতকর্ম প্রভৃতি মিথ্যাজীবিকা পরিবর্জন করতাম।

৫. আমার মনে যখনই লোভচিত্ত উৎপন্ন হতো, তখন আমি নিজেই তা পর্যালোচনা করতাম এবং একাগ্রতার দ্বারা তাকে দমন করতাম।

৬. তুমি যদি লোভনীয় বিষয়ে লুব্ধ হও, দোষনীয় বিষয়ে দুষ্ট হও এবং মোহনীয় বিষয়ে মোহগ্রস্ত হও, তাহলে এই অরণ্যবাস হতে চলে যাও। এই বলে নিজেকে নিজে শাসন করতাম।

৭. এই অরণ্যবাস একান্তই বিশুদ্ধ ও নির্মল তাপসদের জন্য। তুমি সেই বিশুদ্ধ জীবনকে দূষিত করো না। যদি তা না পার, তাহলে এই অরণ্যবাস হতে চলে যাও। এই বলে নিজেকে নিজে শাসন করতাম।

৮. সংসারী হলে তুমি পুত্র লাভ করবে। কিন্তু সংসার ও পুত্রলাভ এই উভয়ই যদি তুমি ত্যাগ করতে না পার, তাহলে এই অরণ্যবাস হতে চলে যাও। এই বলে নিজেকে নিজে শাসন করতাম।

৯. শ্মশানে অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড যেমন গ্রামে কিংবা অরণ্যে কোনো কাজে আসে না এবং ইহা জ্বালানী কাঠের স্বীকৃতি পায় না।

১০. ঠিক তদ্রূপ তুমিও এখন না গৃহী, না সংযত তপস্বী। তাই আজই তুমি এই উভয় হতে মুক্ত হও। যদি তা না পার, তাহলে এই অরণ্যবাস হতে চলে যাও। এই বলে নিজেকে নিজে শাসন করতাম।

১১. তোমার যে ইহা আছে, এটা কে জানে? তুমি আমাকে আলস্যপরায়ণ করে শ্রদ্ধাধুরের দিকে নিয়ে যাও কেন?

১২. নাগরিক যেমন অশুচিকে ঘৃণা করে, তদ্রূপ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। ঋষিগণ তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। ঋষিগণ সব সময় তাকে তিরস্কার করেন।

১৩. বিজ্ঞগণ তা অতিক্রম করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। তুমি যদি বিজ্ঞ ব্যক্তির সংসর্গ বর্জিত হও, তবে কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে?

১৪. ষাটবর্ষীয় জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ মাতঙ্গ হস্তীকে যেমন শক্তিশালী তরুণ হস্তী দল হতে তাড়িয়ে দেয়।

১৫. দলচ্যুত হয়ে সেই বৃদ্ধ মাতঙ্গ হস্তী কোথাও সুখ পায় না। দুঃখিত,

দুর্মনা হয়ে সে ভীষণভাবে উৎকণ্ঠিত হয়।

১৬. ঠিক তদ্রূপ খারাপ কাজ করলে জটিলেরা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। তাদের সংসর্গবর্জিত হয়ে তুমি কোথাও সুখ পাবে না।

১৭. তুমি দিবারাত্রি শোকশল্যে বিদ্ধ হতে থাকবে। তখন তুমি দলচ্যুত বৃদ্ধ মাতঙ্গ হস্তীর ন্যায় পরিতাপে দগ্ধ হবে।

১৮. স্বর্ণালংকারে বিভূষিত হয়ে কামাসক্ত ব্যক্তি যেমন কোথাও ধ্যানমগ্ন হতে পারে না, তদ্রূপ তুমিও শীলবিহীন হয়ে কোথাও ধ্যানমগ্ন হতে পারবে না।

১৯. গৃহবাস করলেও তুমি কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে? তোমার কোনো মাটিতে কিংবা পেটিকাতে নিহিত ধর্ম নেই।

২০. নিজে কাজকর্ম করে ও ঘর্মাক্ত দেহে গৃহে থেকে জীবিকা নির্বাহ করবে, কোনো সাধু ব্যক্তিই তাতে রুচি বোধ করে না।

২১. নানা অকুশল চিন্তায় রত ও সংক্লেশযুক্ত মনকে আমি এভাবেই বারণ করে থাকি। নানা ধর্মকথা বলে আমি আমার চিত্তকে পাপ হতে মুক্ত রাখি।

২২. এভাবে আমি অপ্রমত্তবিহারী হয়ে অবস্থান করতে করতে গভীর অরণ্যে ত্রিশ হাজার বৎসর অতিবাহিত করি।

২৩. আমাকে এভাবে অপ্রমাদে রত ও পরমার্থ অনুসন্ধানে রত দেখে পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার কাছে এসেছিলেন।

২৪. অপ্রমেয় ও অনুপম সুবর্ণের অধিকারী অদ্বিতীয় বুদ্ধ তখন আকাশে চঙ্ক্রমণ করেছিলেন।

২৫. সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় ও আকাশ অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় অনন্ত জ্ঞানী বুদ্ধ তখন আকাশে চঙ্ক্রমণ করেছিলেন।

২৬. পশুরাজ নির্ভীক সিংহের ন্যায়, গর্বিত হস্তীরাজের ন্যায় ও উৎফুল্ল ব্যাঘ্ররাজের ন্যায় বুদ্ধ তখন আকাশে চঙ্ক্রমণ করেছিলেন।

২৭. সুবর্ণ বর্ণাভ ও কাঠের জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ এবং উজ্জ্বল মুনি সদৃশ বুদ্ধ তথাগত তখন আকাশে চঙ্ক্রমণ করেছিলেন।

২৮. বিশুদ্ধ পূর্ণিমার স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় ও মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সংক্লেশহীন বিশুদ্ধশাসন তথাগত তখন আকাশে চঙ্ক্রমণ করেছিলেন।

২৯. আকাশে চঙ্ক্রমণরত জ্যোতিষ্মান বুদ্ধকে দেখে আমি তখন এরূপ চিন্তা করলাম, 'এই সত্ত্ব কি কোনো দেবতা, নাকি কোনো মানুষ?'

৩০. পৃথিবীতে এমন মানুষ তো আমি এখনো দেখিওনি, শুনিওনি। এই

সত্ত্ব নিশ্চয় বুদ্ধ বা শাস্তা হবেন।

৩১. এভাবে চিন্তা করার পর আমি নিজের চিত্তকে অতিশয় প্রসন্ন করলাম। তখন আমি নানা রকমের ফুল ও গন্ধমাল্য সংগ্রহ করলাম।

৩২. বেশ খুশী মনে সুচিত্রিত, অত্যন্ত মনোরম পুষ্পাসন তৈরির পর আমি অগ্রপুদ্গল, নরসারথিকে এই কথা নিবেদন করলাম :

৩৩. হে বীর, আপনার উপযোগী করেই আমি এই আসন তৈরি করেছি। আমার চিত্তকে আনন্দে ভাসিয়ে দিয়ে এই কুসুমাসনে বসুন।

৩৪. ভগবান সেই আসনে নির্ভীক পশুরাজ সিংহের ন্যায় বসলেন। বুদ্ধ সেই কুসুমাসনে বসে সাত দিন, সাত রাত অতিবাহিত করলেন।

৩৫. আমিও বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সাত দিন, সাত রাত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সাত দিন পর অনুত্তর শাস্তা যখন নিরোধসমাপত্তি ধ্যান হতে উঠলেন, তখন আমার সেই মহৎ কর্মের প্রশংসা করতে গিয়ে এই কথা বললেন :

৩৬. তুমি অনুত্তর বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলন করো এবং এই স্মৃতি অনুশীলন করে নিজের মনকে শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ করো।

৩৭. তুমি দেবলোকে ত্রিশ হাজার কল্প পর্যন্ত রমিত হবে। সেখানে তুমি আশিবার দেবেন্দ্র হয়ে রাজত্ব করবে এবং পৃথিবীতে তুমি হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবে।

৩৮. তুমি অসংখ্যবার প্রাদেশিক রাজা হবে। এই সমস্ত বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলনেরই ফল।

৩৯. তুমি জন্মজন্মান্তরে প্রভূত ভোগসম্পত্তি লাভ করবে, ভোগসম্পত্তির অভাব কোনোদিন তোমার থাকবে না। ইহা বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলনেরই ফল।

৪০. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৪২. শাক্যপুত্র গৌতম সম্বুদ্ধকে আরাধনা করে তুমি সুভূতি নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

৪৩. শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে তোমাকে দক্ষিণাযোগ্য ও অরণ্যবিহারী এই দুই গুণসমন্বিত ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দেবেন।

৪৪. ইহা বলার পর পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আকাশে হংসরাজের ন্যায় আকাশপথে চলে গেলেন।

৪৫. এভাবে লোকনাথ বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে তথাগতকে নমস্কার করে

সব সময় আমি আনন্দিত মনে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করেছিলাম।

৪৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪৭. তারপর আমি দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে আশিবার রাজত্ব করেছিলাম এবং হাজারবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৪৮. অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়ে আমি বিপুল মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেছিলাম। ইহা আমার বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলনেরই ফল।

৪৯. জন্মজন্মান্তরে আমি প্রভূত ভোগসম্পত্তি লাভ করেছিলাম এবং ভোগ সম্পত্তির অভাব কোনোদিন আমার ছিল না। ইহা আমার বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলনেরই ফল।

৫০. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে যখন আমি যেই পুণ্যকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে আর কোনোদিন আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলনেরই ফল।

৫১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুভূতি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুভূতি স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. উপবান স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পদুমুত্তর ভগবান পরিনির্বাপিত হলে দেব-মনুষ্য-নাগ-গরুড়-যক্ষ-কুম্ভাণ্ড-গন্ধর্ব সকলে মিলে বুদ্ধের ধাতু নিয়ে সপ্ত রত্নময় চৈত্য নির্মাণ করেন। এই দরিদ্র ব্যক্তি তার সুধৌত উত্তরীয় বস্ত্র বংশাগ্রে ঝুলিয়ে ধ্বজা আকারে পূজা করেন। যক্ষ সেনাপতি অভিসম্মত সেই ধ্বজা নিয়ে অদৃশ্যাকারে আকাশপথে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন। তিনি তা দেখে অতিশয় আনন্দিত হলেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম রাখা হলো উপবান। পরে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলে বুদ্ধের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে বুদ্ধের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হন এবং বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ক্রমে বিদর্শন ভাবনা

অনুশীলনের মাধ্যমে ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। ভগবান অসুস্থ হলে স্থবির তখন উষ্ণ জল, উপযুক্ত পানীয় ও ভৈষজ্য দিয়ে ভগবানের সেবা করেন। তাতে ভগবান সহসা সুস্থ হয়ে উঠেন। তখন ভগবান তাকে দেশনা করেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর তিনি নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

৫২. সর্ববিধ ধর্মে বিশারদ পদুমুত্তর বুদ্ধ জ্বলন্ত অগ্নিরাশির ন্যায় পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

৫৩. বিশাল জনতা সমাগত হয়ে তথাগতকে পূজা করেছিলেন এবং বুদ্ধের শরীরকৃত্য করার জন্য চিতা তৈরি করেছিলেন।

৫৪. বুদ্ধের শরীরকৃত্য শেষে সেখান থেকে ধাতুসমূহ নিয়ে দেবমনুষ্যসহ সকল সত্ত্বগণ ধাতুচৈত্য নির্মাণ করেছিলেন।

৫৫. সেই চৈত্যের প্রথম স্তরটি স্বর্ণময়, দ্বিতীয় স্তরটি মণিময়, তৃতীয় স্তরটি রৌপ্যময় ও চতুর্থ স্তরটি স্ফটিকময়।

৫৬. তদ্রূপ পঞ্চম স্তরটি ছিল রক্তিম বর্ণাভ মাটিতে তৈরি, ষষ্ঠ স্তরটি মূল্যবান পাথরে তৈরি ও সবার উপরের তলটি সপ্তবিধ রত্ন দিয়ে তৈরি।

৫৭. খুঁটিগুলো ছিল মণিময়, বেদিগুলো রত্নময় এবং এক যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট স্তূপটি ছিল সম্পূর্ণ স্বর্ণময়।

৫৮. দেবতারা সেখানে এসে একত্রিত হয়ে আলোচনা করছিলেন, লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে আমরাও স্তূপ নির্মাণ করব।

৫৯. একপিণ্ডবিশিষ্ট শরীরের আর কোনো ধাতু অবশিষ্ট নেই। তাই এই বুদ্ধস্তূপটির মধ্যেই আমরা একটি বস্ত্রাভরণ তৈরি করব।

৬০. দেবতারা আরও বর্ধিত কলেবরে সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত আরও একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। তাতে করে স্তূপটির ব্যাপ্তি দুই যোজন বিস্তৃত হলো।

৬১. নাগগণ সেখানে এসে সমবেত হয়ে আলোচনা করছিলেন, 'দেবতারা ও মানুষেরা মিলে বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ নির্মাণ করলেন।'

৬২. আমরা কোনোভাবেই প্রমত্ত হয়ে থাকতে পারি না। তাই আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ নির্মাণ করব।

৬৩. তারা ইন্দ্রনীল, মহানীল ও উজ্জ্বল মণিসমূহ একস্থানে একত্রিত করে বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত স্তূপটিকে আচ্ছাদিত করলেন।

৬৪. বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত চৈত্যটি তখন সম্পূর্ণ মণিময় হয়ে গেল এবং

চতুর্দিকের তিন যোজন বিস্তৃত জায়গায় আলো ছড়াচ্ছিল।

৬৫. গরুড়েরা সেখানে এসে সমবেত হয়ে পরস্পর আলোচনা করছিলেন, দেবতা, মানুষ ও নাগ সকলে মিলে বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ নির্মাণ করলেন।

৬৬. আমরা কোনোভাবেই প্রমত্ত হয়ে থাকতে পারি না। তাই আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ নির্মাণ করব।

৬৭. তারা সম্পূর্ণ মণিময় একটি স্তূপ নির্মাণ করলেন এবং সেই বুদ্ধচৈত্যটিকে আরও এক যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন।

৬৮. বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত সেই স্তূপটি মোট চার যোজনে বিস্তৃত হলো। সেই উঁচু অনিন্দ্য সুন্দর চার যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট স্তূপটি চতুর্দিকে শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছিল।

৬৯. কুম্ভাণ্ডগণও সমবেত হয়ে পরস্পর আলোচনা করছিলেন, 'দেবতা, মানুষ, নাগ ও গরুড় তারা প্রত্যেকেই বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ নির্মাণ করলেন।'

৭০. আমরা কোনোভাবেই প্রমত্ত হয়ে থাকতে পারি না। তাই আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ নির্মাণ করব। আমরা সম্পূর্ণ বুদ্ধচৈত্যকে বিবিধ রত্ন দিয়ে আচ্ছাদিত করব।

৭১. এভাবে তারাও বুদ্ধচৈত্যটিকে আরও একযোজন বিস্তৃত করলেন। তাতে করে বুদ্ধচৈত্যটির মোট উচ্চতা দাঁড়াল পাঁচ যোজন।

৭২-৭৪. যক্ষগণও সেখানে সমবেত হয়ে পরস্পর আলোচনা করছিলেন, দেবতা, মানুষ, নাগ, গরুড় ও কুমাণ্ডগণ প্রত্যেকেই বুদ্ধের উদ্দেশ্যে স্তূপ নির্মাণ করলেন। আমরা কোনোভাবেই প্রমত্ত হয়ে থাকতে পারি না। তাই আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ নির্মাণ করব। আমরা সম্পূর্ণ বুদ্ধচৈত্যটিকে বিবিধ স্ফটিক দিয়ে আচ্ছাদিত করব।

৭৫. এভাবে তারাও বুদ্ধ চৈত্যটিকে আরও এক যোজন বিস্তৃত করলেন। তাতে করে বুদ্ধচৈত্যটির মোট উচ্চতা দাঁড়াল ছয় যোজন। এটি তার চারপাশে অসম্ভব সুন্দর দীপ্তি ছড়াচ্ছিল।

৭৬-৭৭. তখন গন্ধর্বগণ সমবেত হয়ে পরস্পর আলোচনা করছিলেন, মানুষ, দেবতা, নাগ, গরুড়, কুম্ভাণ্ড ও যক্ষগণ। তারা সকলে মিলে বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ নির্মাণ করেছেন। আমরাই শুধু এখনো বসে আছি। তাই আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ নির্মাণ করব।

৭৮. তখন তারা সাতটি বেদি তৈরি করলেন এবং তার উপর বর্ণিলভাবে সাজানো ছত্র ঝুলিয়ে দিলেন। গন্ধর্বগণ একটি সম্পূর্ণ স্বর্ণময় স্তূপ নির্মাণ

করলেন।

৭৯. সাত যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট স্তূপটি তখন চারদিকে অসম্ভব সুন্দর দীপ্তি ছড়াচ্ছিল। সেই স্তূপটি হতে এমনভাবে আলো বের হচ্ছিল যে, তাতে করে সত্ত্বগণ আর রাত-দিন বুঝতে পারছিল না।

৮০. সেই স্তূপটির উজ্জ্বলতা এমনই প্রখর ছিল যে, তার কাছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাও অতিশয় ম্লান দেখাচ্ছিল। তখন শতযোজন বিস্তৃত জায়গায় কোনো প্রদীপ জ্বালাতে হয়নি।

৮১. যে সকল মানুষ সেই সময় স্তূপটিকে পূজা করছিলেন, তার সকলেই স্তূপের কাছে যেতে পারছিলেন না, তারা উন্মুক্ত আকাশেই তাদের ফুলগুলো ছুঁড়ে মারছিলেন।

৮২. অভিসম্মত নামক যক্ষ দেবতাদের স্থাপিত ধ্বজা ও পুষ্পমাল্যকে অতীব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।

৮৩. তখন তারা সেই যক্ষকে মোটেই দেখতে পেলেন না। শুধুমাত্র পুষ্পমাল্যই দেখতে পেলেন। এভাবে পুষ্পমাল্যের ঊর্ধ্বগমন দেখে সেই পুণ্য-প্রভাবে সকলেই সুগতি স্বর্গলোকে গমন করলেন।

৮৪. বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী ও বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান উভয় মানুষেরাই এমন অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দর্শনেচ্ছু হয়ে স্তূপটিকে পূজা করলেন।

৮৫. আমি তখন হংসবতী নগরের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আনন্দের জোয়ারে ভাসা জনতাকে দেখে আমি তখন এরূপ চিন্তা করেছিলাম।

৮৬. বুদ্ধ ভগবান এমনই মহৎ যে, যাঁর ধাতুর প্রভাব এতই প্রবল! এই জনসাধারণ অতি প্রসন্নমনে সেই ধাতুকে পূজা করছে এবং মোটেই অনুতাপ করছে না।

৮৭. আমিও লোকনাথ বুদ্ধের এই ধাতুকে পূজা করব। সেই পুণ্যের প্রভাবে আমি ভবিষ্যতে তার ধর্মের উত্তরাধিকারী হবো।

৮৮. আমি আমার সুধৌত উত্তরীয় বস্ত্র বংশাগ্রে ঝুলিয়ে ধ্বজা আকারে আকাশে উড়িয়ে দিলাম।

৮৯. তখন অভিসম্মত নামক যক্ষ আমার সেই ধ্বজা নিয়ে আকাশে প্রদক্ষিণ করলেন। সেই শূন্যে স্থিত ধ্বজা দেখে বিপুল জনতা আনন্দে উদ্বেলিত হলো।

৯০. তখন তা দেখে আমার চিত্ত অতীব প্রসন্ন হলো এবং আমি একজন শ্রমণের নিকট উপস্থিত হলাম। সেই ভিক্ষুকে অভিবাদনপূর্বক আমি ধ্বজা

দানের বিপাক সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করলাম।

৯১. তিনি আমার প্রতি অতীব প্রীতি উৎপন্ন করে আমাকে বললেন, তুমি সেই ধ্বজা দানের বিপাক দিবানিশি ভোগ করবে।

৯২. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা এই চতুরঙ্গিনী সেনা সব সময় তোমাকে পরিবৃত হয়ে থাকবে। ইহা তোমার ধ্বজা দানেরই ফল।

৯৩. ষাট হাজার সুসজ্জিত তূর্য-ভেরী সব সময় তোমাকে পরিবৃত হয়ে থাকবে। ইহা তোমার ধ্বজা দানেরই ফল।

৯৪-৯৫. সমলংকৃতা, সুসজ্জিতা, সুবসনা, মাথায় মণিকুন্তলধারী, সুকাজলা, সুদর্শনা ও কৃশতনুবিশিষ্টা ছিয়াশি হাজার নারী তোমাকে নিত্য পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তোমার ধ্বজা দানেরই ফল।

৯৬. তুমি দেবলোকে ত্রিশ হাজার কল্প রমিত হবে এবং দেবলোকে তুমি আশিবার দেবেন্দ্র হয়ে রাজত্ব করবে।

৯৭. তুমি পৃথিবীতে হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবে এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৯৮. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৯৯. তখন তুমি দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে।

১০০. আশিকোটি ধন ও বহু দাস-কর্মচারী ত্যাগ করে তুমি তখন গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত হবে।

১০১. শাক্যপুত্র গৌতম সম্বুদ্ধের উপদেশ মেনে চলে তখন তুমি ‘উপবান’ নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

[অতঃপর স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

১০২. লক্ষকল্প আগে আমি যেই পুণ্যকর্ম করেছি, সেই পুণ্যের ফল আমি এখনো ভোগ করছি। এখন আমি তীরের গতিতে সর্ববিধ ক্লেশদগ্ধ করে বিমুক্ত হয়েছি।

১০৩. চারি দ্বীপের অধিশ্বর রাজচক্রবর্তীর ন্যায় আমার চারপাশে তিন যোজন পরিমাণ জায়গায় সব সময় ধ্বজা উড়ত।

১০৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যখন এই পুণ্যকর্ম করেছিলাম, তখন থেকেই আমাকে আর দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধ্বজা দানেরই ফল।

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপবান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপবান স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ত্রিশরণ গমনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় বন্ধুমতি নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি অন্ধ মাতাপিতাকে সেবা-শুশ্রূষা করতেন। তিনি একদিন চিন্তা করলেন, 'আমি মাতাপিতাকে সেবা-শুশ্রূষা করতে গিয়ে মনে হয় প্রব্রজ্যা নিতে পারব না। বরঞ্চ ত্রিশরণ গ্রহণ করলে ভালো হয়। এতে করে আমি অন্তত দুর্গতি হতে রক্ষা পাবো।'

এই ভেবে তিনি বিপশ্বী ভগবানের অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে ত্রিশরণ গ্রহণ করেন। তিনি সেই ত্রিশরণ লক্ষ বৎসরব্যাপী রক্ষা করেন। সেই কর্মের ফলে তিনি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে এই গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন সাত বৎসর তখন তিনি বন্ধু বালকের দ্বারা পরিবৃত হয়ে একটি সংঘারামে গেলেন। সেখানে এক ক্ষীণাসব অর্হৎ স্থবির তাদের ধর্মোপদেশ দেওয়ার পর ত্রিশরণ দিলেন। তিনি সেই ত্রিশরণ গ্রহণ করে পূর্বজীবনে নিজের রক্ষিত ত্রিশরণ স্মরণ করলেন। তারপর তাতে বিদর্শন জ্ঞান আরোপ করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর ভগবান তাকে উপসম্পদা দিলেন।

তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর উপসম্পন্ন হয়ে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ' আমি চন্দ্রাবতি নগরে' প্রভৃতি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

১০৬. আমি চন্দ্রাবতী[১] নগরে একজন মাতৃসেবক ছিলাম। আমার মাতাপিতা ছিলেন অন্ধ। আমি সেই সময় তাদের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলাম।

১০৭. সেই সময় একদিন আমি নির্জনে বসে আনমনে ভাবছিলাম, আমি

---

[১]। অর্থকথায় আছে 'বন্ধুমতি'।

মাতপিতাকে সেবা-শুশ্রূষা করতে গিয়ে হয়তো প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই হয়ে উঠবে না।

১০৮. আমি অজ্ঞতারূপ মহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে লোভ-দ্বেষ-মোহ এই ত্রিবিধ অগ্নিতে দগ্ধ হতে হতে দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করলে পরে আমাকে উদ্ধার করার কেউই থাকবে না।

১০৯. সেই সময় পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনিই একমাত্র দুঃখপীড়িত শোকসন্তপ্ত পুণ্যকামী সত্ত্বগণকে উদ্ধার করতে সক্ষম।

১১০. আমি ত্রিশরণ গ্রহণ করে যথাযথভাবে রক্ষা করেছিলাম। সেই সুকৃত পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি দুর্গতি এড়াতে পেরেছিলাম।

১১১. তখন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক ছিলেন নিসভ স্থবির। আমি তার কাছে গিয়ে ত্রিশরণ গ্রহণ করেছিলাম।

১১২. সেই সময় আমার আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর, আজীবন আমি সেই গৃহীত ত্রিশরণ যথাযথভাবে রক্ষা করেছিলাম।

১১৩. আমি চলমান জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সেই ত্রিশরণ অনুস্মরণ করতাম। তার ফলে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১১৪. দেবলোকে আমি ছিলাম অমিত পুণ্যশক্তির অধিকারী। যেই দেশে আমি উৎপন্ন হয়েছি, সেখানেই সুখের অষ্ট উপকরণ লাভ করেছি।

১১৫. আমি ছিলাম তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ। সকল দেবগণ আমাকে অনুসরণ করতেন। আমি অমিত ভোগ সম্পত্তি লাভ করেছিলাম।

১১৬. সর্বত্রই আমার শরীর ছিল সোনালি বর্ণের ও কোমল কান্তিময়। আমি ছিলাম ভীষণ বন্ধুভাবাপন্ন। আমার যশ সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল।

১১৭. আমি দেবলোকে আশিবার দেবেন্দ্র হয়ে রাজত্ব করেছিলাম। আমি অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্যসুখ ভোগ করেছিলাম।

১১৮. পৃথিবীতে আমি পঁচাত্তরবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম।

১১৯. এই অন্তিম জন্মে আমি পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হয়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১২০. বালক-পরিবৃত হয়ে আমি নগর হতে বের হয়ে আনন্দিত মনে সংঘারামে উপনীত হয়েছিলাম।

১২১. সেখানে আমি বিমুক্ত, উপধিবিহীন এক শ্রমণকে দেখতে পেলাম। তিনিই আমাকে ধর্মোপদেশ দিলেন এবং ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

১২২. তার কাছে ত্রিশরণের কথা শুনে আমার পূর্বজীবনে গৃহীত

ত্রিশরণের কথা মনে পড়ল এবং সেই আসনে উপবিষ্ট হয়েই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

১২৩. জন্মের সাত বৎসরের মাথায় আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণের কথা জানতে পেরে আমাকে উপসম্পদা দিয়েছিলেন।

১২৪. আজ থেকে অনন্ত কল্প আগে আমি যেই ত্রিশরণ গ্রহণ করেছিলাম, সেই সুকৃত কর্মের ফলে আজ আমি এই ফল লাভ করেছি।

১২৫. সেই সুগৃহীত ত্রিশরণ আমি যথাযথভাবে রক্ষা করেছিলাম এবং মনে উত্তমরূপে ধারণ করেছিলাম। তাতে করে বিপুল যশ-খ্যাতি অর্জন করে আজ আমি অচল অমৃতপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

১২৬. যাদের শোনার আগ্রহ আছে তারা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমি যেই অমৃত নির্বাণ স্বয়ং দর্শন করেছি তার কথাই এখন আপনাদের বলব।

১২৭. পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে জিনশাসন প্রচার করেছেন এবং শোকশল্য উৎপাটনকারী অমৃত ভেরি বাজিয়েছেন।

১২৮. অতঃপর আপনারা অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে এসে শক্তিপ্রমাণে অনুশীলন করুন এবং অমৃত নির্বাণ দর্শন করুন।

১২৯. ত্রিশরণ গ্রহণ করে যথাযথভাবে পঞ্চশীল রক্ষা করুন এবং বুদ্ধের প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে দুঃখের অন্তসাধন করুন।

১৩০. যথাযথভাবে ধর্ম অনুশীলন করে আপনাপন শীল রক্ষা করুন। তাতে করে অচিরেই আপনারা অর্হত্ত্ব লাভ করবেন।

১৩১. হে মহাবীর, ত্রিবিদ্যাপ্রাপ্ত, ঋদ্ধিমান ও পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞানলাভী আপনার সেই শ্রাবক শরণ স্থবির আপনাকে বন্দনা নিবেদন করছেন।

১৩২. আজ থেকে অনন্ত কল্প আগে যেদিন আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম, সেদিন থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ত্রিশরণ গ্রহণেরই ফল।

১৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিশরণ গমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিশরণ গমনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পঞ্চশীল গ্রহণকারী স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্বজন্মে কৃত অকুশল পাপকর্মের ফলে দরিদ্র হয়ে জন্মেছিলেন। জীবন ধারণের জন্য তিনি পরের ঘরে নানা কাজ করতেন। এভাবেই তার সংসার চলতে লাগল। একদিন হঠাৎ তিনি সংসারের বিবিধ দোষ দেখতে পেয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তাকে কেউই প্রব্রজ্যা দিলেন না। প্রব্রজিত হতে না পেরে তিনি অনোমদর্শী ভগবানের শ্রাবক নিসভ স্থবিরে কাছে গিয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ করলেন। তখন পৃথিবীতে মানুষের আয়ু ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। তাই তিনি লক্ষ বৎসর ধরে পঞ্চশীল পালন করলেন। সেই পুণ্যকর্মের ফলে তিনি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালীতে মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। তার মাতাপিতাকে শীল গ্রহণ করতে দেখে তার নিজের শীল গ্রহণের কথা মনে পড়ল। তাতে বিদর্শন জ্ঞান আরোপ করে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করলেন এবং সাথে সাথেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে উদানবশে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চন্দ্রাবতী নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩৪. সেই সময় আমি চন্দ্রাবতী নগরে এক ভৃত্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। পরের কাজকর্ম করার কারণে আমি প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারিনি।

১৩৫. অজ্ঞতারূপ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে লোভ-দ্বেষ-মোহ এই ত্রিবিধ অগ্নিতে দগ্ধ হতে হতে আমি ভাবলাম, কোন উপায়ে আমি ভববন্ধন হতে মুক্ত হতে পারব?

১৩৬. আমি একজন দরিদ্রক্লিষ্ট ভৃত্য। দান দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই। তবে ইহাই ভালো হয়, যদি আমি পঞ্চশীল উত্তমরূপে পালন করি।

১৩৭. তখন অনোমদর্শী ভগবানের নিসভ স্থবির নামক একজন শ্রাবক ছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ করেছিলাম।

১৩৮. সেই সময় আমার আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তাই আমি লক্ষ বৎসর ধরে সেই গৃহীত পঞ্চশীল উত্তমরূপে পালন করেছিলাম।

১৩৯. মৃত্যুর সময় দেবগণ আমাকে নিশ্চিন্ত করেছিলেন। তারা তখন আমার সামনে হাজার অরযুক্ত দিব্যরথ উপস্থিত করেছিলেন।

১৪০. চলমান জীবনে আমি প্রতিটি মুহূর্তে আমার শীল অনুস্মরণ করতাম। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১৪১. আমি দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে ত্রিশবার রাজত্ব করেছিলাম এবং সেখানে অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্যসুখ ভোগ করেছিলাম।

১৪২. পৃথিবীতে আমি পঁচাত্তরবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম।

১৪৩. দেবলোক হতে চ্যুত হওয়ার পর পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে আমি বৈশালীতে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১৪৪. পৃথিবীতে জিনশাসন প্রচারিত হলে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস অধিষ্ঠানের দিনে আমার মাতাপিতা পঞ্চশীল গ্রহণ করেছিলেন।

১৪৫. তারা শীল গ্রহণ করছেন শুনে আমার সেই পূর্বগৃহীত শীলের কথা স্মরণ হলো। তারপর অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

১৪৬. আমি জন্মের পাঁচ বৎসরের মাথায় অর্হত্ত্ব লাভ করলাম। চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণ দেখতে পেয়ে আমাকে উপসম্পদা প্রদান করলেন।

১৪৭. আমি পঞ্চশীল যথাযথভাবে পালন করার ফলে অনন্ত কল্প ধরে কখনো বিনিপাত নিরয়ে জন্মগ্রহণ করিনি।

১৪৮. পঞ্চশীল পালন করার দরুন আমি অমিত যশ-খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলাম, যা একজন দেশক কোটিকল্প ধরে প্রকাশ করলেও ফুরাবে না।

১৪৯. পঞ্চশীল পালন করে আমি জন্মে জন্মে দীর্ঘায়ু, মহাধনী ও তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হয়েছিলাম।

১৫০. সকলের উপর অতি মাত্রায় অধিপত্য লাভ করে আমি বহু জন্মপরিভ্রমণ করে এই স্থান লাভ করেছি।

১৫১. পৃথিবীতে অপরিমেয় শীল পালনকারী জিনশ্রাবকগণের বিপাক কীরূপ হবে একবার ভেবে দেখুন।

১৫২. সেই ভৃত্য আমি উত্তমভাবে শীল অনুশীলন করেছিলাম। সেই শীল পালনের দরুন আজ আমি সর্ববিধ বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করেছি।

১৫৩. আজ থেকে অনন্ত কল্প আগে যেদিন আমি পঞ্চশীল রক্ষা করেছিলাম, সেদিন থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পঞ্চশীল পালনেরই ফল।

১৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পঞ্চশীল গ্রহণকারী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চশীল গ্রহণকারী স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অন্নসংবাসক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণসমন্বিত, ব্যামপ্রভায় আলোকিত ও অনিন্দ্য সুন্দর ভগবানকে পিণ্ডচারণ করতে দেখে তিনি আনন্দিত মনে ভগবানকে নিমন্ত্রণ করলেন। ভগবানকে ঘরে নিয়ে গিয়ে উত্তম উত্তম অন্নপানীয়ে পরিতৃপ্ত করে ভোজন করালেন। তিনি সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করলেন। তারপর অপরাপর ভবে বহুবার জন্ম নিয়ে দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তিনি পূর্বকৃত পুণ্য অনুসারে 'অন্নসংবাসক' নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত হলেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে 'এভাবেই আমি এই পুণ্যকর্মের ফলে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি' এই বলে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবর্ণবর্ণ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৫৫. সেই সময় সুবর্ণ তোরণ সদৃশ বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ-সমন্বিত সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ পথিমধ্যে পিণ্ডচারণ করছিলেন।

১৫৬. লোকপ্রদীপ, জ্যোতিষ্মান, অপ্রমেয়, অনোপম সুন্দর সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে দেখে আমার মনে এক পরম প্রীতি অনুভব করেছিলাম।

১৫৭. আমি সেই মহামুনি সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে ঘরে নিয়ে গিয়ে উত্তম উত্তম অন্নপানীয় ভোজন করিয়েছিলাম। তারপর মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ আমাকে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন।

১৫৮. সেই সময় মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে আমি কল্পকাল স্বর্গে রমিত হয়েছিলাম।

১৫৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি এই দান দিয়েছিলাম, সেই পুণ্যের ফলে সেদিন থেকে আজ অবধি আমাকে দুর্গতিতে

পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিণ্ডদানেরই ফল।

১৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অন্নসংবাসক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অন্নসংবাসক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ধূপদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি সিদ্ধার্থ ভগবানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে চন্দনাদি দ্বারা তৈরি করে বিবিধ প্রকার ধূপ দিয়ে ভগবানের গন্ধকুঠিকে পূজা করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে প্রত্যেক জন্মে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় হতেন। পরে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতীতের পুণ্য-প্রভাবে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়ে তিনি বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অতীত জীবনে কৃত ধূপপূজার পুণ্যফলে অর্হত্ত্ব লাভ করেছেন বিধায় সবর্ত্রই তিনি ধূপদায়ক স্থবির নামে পরিচিত হলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৬১. লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবানের গন্ধকুঠিরের উদ্দেশে আমি অত্যন্ত প্রসন্নমনে ধূপপূজা করেছিলাম।

১৬২. দেবলোকে কিংবা মনুষ্যলোকে যেখানেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, সেখানে সকলেরই অতি প্রিয়ভাজন হয়েছি। ইহা আমার ধূপ দানেরই ফল।

১৬৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি এই ধূপ দান দিয়েছিলাম, সেই পুণ্য-প্রভাবে সেদিন থেকে আজ অবধি একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধূপ দানেরই ফল।

১৬৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধূপদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধূপদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পুলিন পূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় একসময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে চৈত্যাঙ্গন ও বোধি-অঙ্গন অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন। সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে তিনি সপ্তরত্ন-সমন্বিত রাজচক্রবর্তী হলেন। এভাবে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে অপরাপর ভবে বহুবার জন্ম নিয়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি পূর্বজন্মে বালি (পুলিন) দান করায় পুলিনদায়ক স্থবির নামে পরিচিত হলেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘বিপশ্বী ভগবানের’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৬৫. আমি বিপশ্বী ভগবানের বোধিবৃক্ষ মূলের ও চৈত্যাঙ্গনের পুরাতন বালি মারিয়ে দিয়ে সেখানে পরিশুদ্ধ ধবধবে নতুন বালি ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১৬৬. একানব্বই কল্প আগে আমি যেদিন বালি দান করেছিলাম, সেই থেকে আজ অবধি একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বালি দানেরই ফল।

১৬৭. আজ থেকে ত্রিশকল্প আগে আমি মহাপরাক্রমশালী, ধনাধিপতি মহাপুলিন নামে রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৬৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুলিনপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পূলিনপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. উত্তিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় চন্দ্রভাগা নদীতে এক কুমির হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কুমিরটি ভগবানকে নদীর তীরে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে প্রসন্নচিত্তে পরপারে পার করে দেওয়ার ইচ্ছায় তীরের কাছেই শুয়ে পড়ল। ভগবান তার প্রতি অশেষ করুণাবশত তার পিঠের উপর পাদদ্বয় রাখলেন। সেই কুমিরটি অতীব খুশী হয়ে প্রীতি বেগে শিগ্‌গির ভগবানকে পরপারে পার করে দিল। ভগবান তার চিত্ত-প্রসন্নতার কথা অবগত হয়ে এই ভেবে আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলেন, এই কুমির এখান হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করবে। তারপর থেকে সুগতি স্বর্গলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে আজ থেকে চুরানব্বই কল্প পরে সে অমৃতের স্বাদ পাবে।

সেই কুমিরটি ঠিক সেভাবেই সুগতি স্বর্গলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তখন তার নাম রাখা হলো উত্তিয়। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলে 'অমৃত পান করব' এই ভেবে পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবানকে দেখতে পেয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়ে বন্দনা নিবেদনপূর্বক ধর্মোপদেশ শুনলেন। এতে বুদ্ধের প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তারপর তিনি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হয়ে শীলবিশুদ্ধি অর্জন করতে না পারায় বিশেষ কিছু লাভ করতে পারলেন না। তখন জনৈক ভিক্ষু বিশেষ কিছু লাভ করে তা অন্য ভিক্ষুকে বলছেন দেখে শাস্তার কাছে গিয়ে সংক্ষিপ্ত উপদেশ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন শাস্তা 'হে উত্তিয়, তুমি আগে শীলবিশুদ্ধি অর্জন কর' এই বলে তাকে সংক্ষেপে উপদেশ দিলেন। এভাবে তিনি শাস্তার উপদেশ পেয়ে বিদর্শন ভাবনা শুরু করলেন। প্রবল বীর্যবলে বিদর্শন ভাবনা করার সময় তার বিষম রোগ দেখা দেওয়ায় সংবেগপ্রাপ্ত হয়ে ও বীর্যারম্ভতার সুফল জ্ঞাত হয়ে তিনি বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব লাভ করার পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চন্দ্রভাগা নদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৬৯. সেই সময় আমি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এককুমির হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম। সেই নদীতে পারাপারের জন্য একটি বিস্তৃত ঘাট ছিল।

১৭০. সেই সময়ে অগ্রপুদ্গল স্বয়ম্ভু সিদ্ধার্থ নদী পার হওয়ার জন্য ঘাটে

উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৭১. শাস্তা সম্বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হলে আমি তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। উপস্থিত হয়ে আমি সম্বুদ্ধকে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

১৭২. হে মহাবীর, আপনি আমার পিঠে উঠে পড়ুন। আমিই আপনাকে নদী পার করে দেব। হে মহামুনি, আমাকে একটু অনুগ্রহ করুন, ইহা আমার বংশপরস্পরা প্রাপ্ত পৈতৃক বিষয়।

১৭৩. আমার সকরুণ প্রার্থনা শুনে মহামুনি আমার পিঠে উঠেছিলেন। আমিও ভীষণ আনন্দিত মনে লোকনায়ক বুদ্ধকে নদী পার করে দিয়েছিলাম।

১৭৪. স্রোতাস্বিনী নদী পার হওয়ার পর লোকনায়ক সিদ্ধার্থ বুদ্ধ আমাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তুমি অমৃতের স্বাদ পাবে।

১৭৫. সেই কুমির জন্ম হতে চ্যুত হয়ে আমি দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম। সেখানে আমি অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্যসুখ ভোগ করেছিলাম।

১৭৬. দেবলোকে আমি দেবেন্দ্র হয়ে সাতবার রাজত্ব করেছিলাম এবং পৃথিবীতে তিনবার মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭৭. আমি এখন সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে বিবেকযুক্ত, প্রাজ্ঞ ও সুসংযত হয়ে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

১৭৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে নদী পার করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে আজ অবধি একবারও আমাকে দুর্গতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নদী পার করে দেওয়ার ফল।

১৭৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উত্তিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উত্তিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. এক অঞ্জলিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বিপশ্বী ভগবানকে পিণ্ডচারণ করতে দেখে অতিশয় আনন্দিত মনে দুহাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি সেই পুণ্যের ফলে দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। সর্বত্রই তিনি পূজনীয় ও শ্রদ্ধেয়

হতেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অতীত জন্মে কৃতকর্ম অনুসারেই তিনি এক অঞ্জলিক স্থবির নামে পরিচিত হলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে তার হাতে আমলকীর চিহ্ন দেখতে পেয়ে অতিশয় আনন্দিত মনে উদানবশে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবণ বর্ণ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৮০. আমি সার্থবাহ, নরশ্রেষ্ঠ, বিনায়ক, সুবর্ণ বর্ণের অধিকারী সম্বুদ্ধকে পথিমধ্যে পিণ্ডচারণ করতে দেখেছিলাম।

১৮১. অদমিতকে দমনকারী মহামতি বুদ্ধকে দেখে আমি অতীব প্রসন্নমনে আমার দুহাত জোড় করেছিলাম।

১৮২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেদিন দুহাত জোড় করেছিলাম, সেই থেকে আজ অবধি একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দুহাত জোড় করারই ফল।

১৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান এক অঞ্জলিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[এক অঞ্জলিক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. ক্ষৌমদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি অতীব প্রসন্ন হয়ে ত্রিরত্নের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলেন। পরে বিপশ্বী ভগবানের কাছে ধর্মোপদেশ শুনে প্রসন্নমনে তিনি তার ক্ষৌমবস্ত্র দিয়ে ভগবানকে পূজা করেন। তারপর থেকে তিনি আজীবন বিবিধ পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় দেবলোকে তিনি দিব্যসুখ ভোগ করতে লাগলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি মনুষ্যলোকে চক্রবর্তী রাজা প্রভৃতি হয়ে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে পারমীসম্ভার পূরণ করতে লাগলেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি শাস্তার কাছে

ধর্মোপদেশ শুনে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে তিনি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্য অনুসারে তিনি ক্ষৌমদায়ক স্থবির নামে পরিচিত হলেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বন্ধুমতি নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৮৪. সেই সময় আমি বন্ধুমতি নগরে এক বণিক হয়ে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করতাম এবং দান-শীলাদি পুণ্যবীজ রোপণ করতাম।

১৮৫. তখন মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে রথে করে যেতে দেখে পুণ্যচেতনায় আমি তাকে একটি ক্ষৌমবস্ত্র দান করেছিলাম।

১৮৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যখন আমি ক্ষৌমবস্ত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে আজ পর্যন্ত একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ক্ষৌমবস্ত্র দানেরই ফল।

১৮৭. আজ থেকে সতের কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত, চারি মহাদ্বীপের অধিশ্বর রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৮৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ক্ষৌমদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ক্ষৌমদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

স্মরক-গাথা

সুভূতি, উপবান, শরণ ও শীলগ্রাহক
অন্নসংবাসক, ধূপদায়ক, ও পূলিনপূজক
উত্তিয়, এক অঞ্জলিক ও ক্ষৌমদায়ক মিলে
একশ অট্টাশি গাথা গ্রন্থিত জানিও সকলে।

[সুভূতি-বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]
[চতুর্থ ভাণবার সমাপ্ত]

৪. কুণ্ডধান-বর্গ

১. কুণ্ডধান স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবানের কাছে ধর্মোপদেশ শুনতে গেলেন। এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে প্রথম শলাকা গ্রহণকারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিতে দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন এবং সেভাবেই পুণ্যকর্ম করতে লাগলেন। একদিন পদুমুত্তর বুদ্ধ সপ্তাহকালব্যাপী নিরোধসমাপত্তি ধ্যান হতে উঠে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাকে তিনি মনোশিলাচূর্ণ ও কদলীফল দান করেন। ভগবান তা গ্রহণ করে পরিভোগ করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি এগারবার দেবলোকে রাজত্ব করেন এবং চব্বিশবার চক্রবর্তী রাজা হন।

এভাবে তিনি বিবিধ পুণ্যকর্ম করে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় এক ভূমিবাসী দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘায়ু বুদ্ধগণের সময় পনের দিনে উপোসথ হয় না। তাই বিপশ্বী বুদ্ধের সময় ছয় বৎসর অন্তর অন্তর একবার উপোসথ হতো। একদিন কাশ্যপ বুদ্ধের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির দিনে দুজন বন্ধু ভিক্ষু সেখানে উপোসথ করার ইচ্ছায় যাচ্ছিলেন। তখন এই ভূমিবাসী দেবতা ভাবলেন, 'তাদের দুজনের বন্ধুত্ব ভাঙা যায় কি না একবার পরীক্ষা করা উচিত।' এই ভেবে সেই ভূমিবাসী দেবতা সেই দুজন ভিক্ষুর অদূরে থেকে সুযোগ খুঁজতে লাগল।

অনন্তর একজন স্থবির অপর স্থবিরের হাতে চীবর রেখে মলত্যাগের জন্য জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। মলত্যাগ শেষে হাত-পা ধুয়ে ফিরে আসতে লাগলেন। এমন সময় দেবতা সুযোগ পেয়ে স্ত্রীবেশে স্থবিরের শরীর মুছতে মুছতে তার পেছনে পেছনে আসতে লাগল। সঙ্গী ভিক্ষু এমন দৃশ্য দেখার পর অতিশয় দুঃখিত হয়ে বললেন, 'অহো, এই ভিক্ষু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আগে যদি এমন জানতাম, তাহলে এতদিন তার সঙ্গে থাকতাম না।' সেই স্থবির ভিক্ষু আসার সাথে সাথেই তাকে বললেন, 'বন্ধু, এই নেন আপনার পাত্র-চীবর। আপনার ন্যায় পাপী ভিক্ষুর সঙ্গে আমি যাব না।' স্থবিরের এমন কথা শুনে তার হৃদয় যেন তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হলো। তখন বেশ অপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধু, আপনি এমন কথা বলেছেন কেন? আমি এতদিন

সামান্য পাপও করিনি। আজ আপনি আমার এমন কী দোষ দেখতে পেলেন?' 'অন্য কিছু দেখার আর কী আছে, এখনই তো আপনি একজন অলংকৃতা স্ত্রীর সাথে জঙ্গল হতে বের হয়ে আসছিলেন।' 'কোথায়, আমি তো এমন কোনো স্ত্রীলোক দেখছি না।' এভাবে তিনবার বলা সত্ত্বে তিনি তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিলেন না। কারণ, তিনি তার সাথে না গিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে শাস্তার নিকট গেলেন। বন্ধু স্থবিরও অন্য রাস্তা দিয়ে বুদ্ধের কাছে গেলেন।

অতঃপর ভিক্ষুগণ উপোসথাগারে প্রবেশ করার সময় সেই ভিক্ষু বন্ধু ভিক্ষুকে দেখে 'আমি এই পাপী ভিক্ষুর সাথে উপোসথ করব না।' এই ভেবে উপোসথাগারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। যখন ভূমিবাসী দেবতা ভাবলেন, 'বাস্তাবিক আমি বড়ই অন্যায় কাজ করেছি।' পুনরায় দেবতা এক বৃদ্ধ বেশে স্থবিরের নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, 'ভন্তে, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' 'উপাসক, এই উপোসথাগারে এক পাপী ভিক্ষু প্রবেশ করেছে।' আমি তার সাথে উপোসথ করব না। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।' 'ভন্তে, আপনি এরূপ মনে করবেন না। উনি একজন সুশীল ভিক্ষু। আপনি যেই স্ত্রীলোকটিকে দেখেছেন, তা অন্য কাউকে মনে করবেন না। আমিই সেই স্ত্রী লোক। আপনাদের মৈত্রীভাবের পরীক্ষার জন্য এবং সুশীল-দুঃশীলতা পরীক্ষার জন্য আমিই সেই কাজটি করেছি।' 'হে সৎপুরুষ আপনি কে?' 'ভন্তে, আমি ভূমিবাসী দেবতা।' দেবপুত্র কথা বলতে বলতেই দিব্যভাবে স্থিত হয়ে স্থবিরের পদমূলে পড়ে 'ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুন। এই স্থবিরের কোনো দোষ নেই। তার সাথে উপোসথ করুন।' এই বলে ক্ষমা চাইলেন। তারপরও সেই ভিক্ষু অন্য একস্থানে গিয়ে বসলেন। পূর্বের বন্ধুত্ব বশে তার পাশে বসলেন না। তিনি বন্ধু স্থবির ভিক্ষুকে কোনো দোষারোপও করলেন না। পরবর্তীকালে বন্ধু ভিক্ষুটি বিদর্শন ভাবনা বলে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। ভূমিবাসী দেবতা সেই কর্মের ফলে এক বুদ্ধান্তর কল্প অপায় ভয় হতে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। যদি অন্য সময় মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করত, অন্যের কৃত অপরাধ তার উপর বর্তাত। সৌভাগ্যক্রমে সে আমাদের ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। তার নাম রাখা হলো ধানমানব। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পর তিনি ত্রিবিধ বেদ শিক্ষা করে বৃদ্ধবয়সে শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। যেই দিন তিনি ভিক্ষু হলেন, সেই দিন থেকে এক অলংকৃতা রমণী তার পিছে পিছে অনুগমন করত। তিনি গ্রামে প্রবেশ করার সময় সেই

স্ত্রীলোকটিও তার সাথে গ্রামে প্রবেশ করত, ফিরে আসার সময় সেই স্ত্রীলোকটিও প্রবেশ করত এবং দাঁড়ালে সেই স্ত্রীলোকটিও দাঁড়াত। এভাবেই সেই স্ত্রীলোকটি সব সময় তাকে অনুসরণ করত। কিন্তু স্থবির মোটেই তাকে দেখতে পেতেন না। পূর্বকৃত কর্মের ফলে সেই স্ত্রীলোকটিকে অন্যেরা দেখতে পেত।

ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করলে উপাসিকারা তাঁকে একবার পিণ্ড দিয়ে এই বলে পরিহাস করতেন, 'ভন্তে, আমাদের সহায়িকার জন্য আরও একভাগ গ্রহণ করুন।' বিহারে আসলে তরুণ ভিক্ষু-শ্রামণেরা তাকে এই বলে উপহাস করতেন, 'ধানকুণ্ডো জাত হয়েছে।' এভাবে উপহাস করার কারণে তাকে সবাই কুণ্ডোধান স্থবির বলে ডাকত। এভাবে অন্যের দ্বারা সব সময় উপহাসের শিকার হতে হতে সহ্য করতে না পেরে মাঝেমধ্যে বিরক্তির সুরে বলতেন, 'তোমরাই কোণ্ড, তোমাদের আচার্য-উপাধ্যায়ই কোণ্ড।' অতঃপর ভিক্ষুগণ শাস্তার কাছে গিয়ে বললেন, 'ভন্তে, কুণ্ডধান স্থবির ছোট ছোট শ্রামণদের সাথে কাকর্শবাক্য ব্যবহার করছেন।' শাস্তা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলন, 'হে ধান, সত্যই কি তুমি ছোট ছোট শ্রামণদের সাথে কর্কশবাক্য ব্যবহার করছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে, তারা আমাকে সব সময় পরিহাস করলে অসহ্য হয়ে আমি এমন কর্কশবাক্য ব্যবহার করেছি।' ভগবান তখন তাকে 'হে ভিক্ষু, তুমি পূর্বকৃত কর্মও হজম করতে পারছ না। আর কখনো এমন কর্কশ বাক্য বলিও না।' এই বলে এই গাথাদ্বয় বললেন :

> "কাউকে কটূকথা বলিও না তুমি যাদের কটূকথা বলবে তারাও তোমাকে কটূ কথা বলতে পারে। ক্রোধযুক্ত বাক্য দুঃখদায়ক, তজ্জন্য দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করবে।"
>
> "আঘাতপ্রাপ্ত কাংশের ন্যায় যদি নিজেকে নীরব রাখতে পার, তবেই তুমি নির্বাণ প্রাপ্ত হবে। তখন তোমার ক্রোধজনিত বাদবিসম্বাদ আর থাকবে না।" (ধম্মপদ ১৩৩, ১৩৪)

স্থবির সুন্দরী স্ত্রীলোকের সাথে বিচরণ করার এই খবরটি কোশলরাজাও শুনতে পেলেন। তখন রাজা 'যাও বৎস, সেই ভিক্ষুকে পরীক্ষা কর' এই বলে লোক পাঠালেন এবং নিজেও সপরিবারে স্থবিরের কাছে গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি দেখতে লাগলেন। সেই মুহূর্তে স্থবির সেলাইয়ের কাজ করছিলেন। তখন দেখা যাচ্ছিল যে, তার পাশে সেই স্ত্রীলোকটিও দাঁড়িয়ে আছে। রাজা সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেয়ে 'নিশ্চয় ইহার কোনো

কারণ আছে' এই ভেবে সেই স্ত্রীলোকটির দাঁড়িয়ে থাকার স্থানে গেলেন। রাজা সেখানে আসার সাথে সাথে সেই স্ত্রীলোকটি স্থবিরের ঘরে প্রবেশ করল। রাজাও সাথে সাথে স্থবিরের ঘরে প্রবেশ করে সবখানে তাকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সেই স্ত্রীলোকটি দেখতে না পেয়ে 'এই স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় স্থবিরের পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল।' এই মনে করে প্রথমে তিনি স্থবিরের কাছ দিয়ে গেলেও স্থবিরকে বন্দনা করলেন না। আসলে ঘটনাটি পুরোপুরি মিথ্যা হিসেবে জেনে স্থবিরের পর্ণশালা হতে বের হয়ে স্থবিরকে বন্দনা করে একপাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, আপনার কি ভোজনে কষ্ট হচ্ছে?' স্থবির বললেন, 'হতে পারে মহারাজ।' তখন মহারাজ স্থবিরের আহারে কষ্ট দেখে এই বলে চতুর্প্রত্যয়ে নিমন্ত্রণ করলেন, 'ভন্তে, আর্যের ভোজনে কষ্ট পাওয়ার কথা আমি জানি। আপনাকে কে আর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। ভন্তে, এখন থেকে আপনার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই।' আমিই আপনার যাবতীয় চতুর্প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করব। আপনি নিরুদ্বেগে সাধনায় মনোযোগী হোন।' স্থবির রাজার আশ্রয়ে উপযুক্ত ভোজন লাভ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তারপর থেকে সেই স্ত্রীলোকটিও অন্তর্হিত হলো।

অনাথপিণ্ডিক তার কন্যা সুভদ্রাকে উগ্‌গনগরের এক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন সুভদ্রা উপোসথশীল অধিষ্ঠান করে প্রাসাদের উপরতলায় উঠলেন। তিনি আট মুষ্টি সুমনপুষ্প আকাশের দিকে নিক্ষেপ করে এই বলে অধিষ্ঠান করলেন, 'এই পুষ্প তথাগতের মাথার উপর চন্দ্রাতপ আকারে অবস্থিত হোক। এই সংজ্ঞায় ভগবান আগামীকাল পাঁচশত ভিক্ষুসহ আমার বাড়িতে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।' সেই পুষ্পগুলো গিয়ে ধর্মদেশনার সময় তথাগতের মাথার উপর চন্দ্রাতপ আকারে অবস্থিত হয়েছিল। শাস্তা সেই সুমন পুষ্পের চন্দ্রাতপ দেখতে পেয়ে মনে মনে সুভদ্রার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে পরদিন অরুণোদয়ে আনন্দকে বললেন, 'আনন্দ, আজ আমরা দূরবর্তী স্থানে ভিক্ষা করতে যাব। পৃথকজনদের শলাকা না দিয়ে কেবল আর্যপুদ্গলদের শলাকা দাও।' স্থবির ভিক্ষুগণকে তা জানালেন, 'আবুসো, শাস্তা আজ দূরবর্তী স্থানে ভিক্ষা করতে যাবেন। পৃথকজনেরা শলাকা নেবেন না, শুধু আর্যপুদ্গালেরাই শলাকা গ্রহণ করুন।' তখন কুণ্ডধান স্থবির সর্বাগ্রে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আবুসো, আমাকে একটি শলাকা দিন।' আনন্দ বললেন, 'আবুসো, আপনার ন্যায় ভিক্ষুকে শলাকা দিতে ভগবান বারণ করেছেন, ইহা আর্যপুদ্গালদেরই একমাত্র প্রাপ্য।' এই বলে

মনের মধ্যে আবার একধরনের বিতর্ক উৎপন্ন হলো। তিনি তা শাস্তাকে জানালেন। শাস্তা বললেন, 'কুণ্ডধান স্থবির যদি শলাকা চাই, তাকে দাও।' আনন্দ ভাবলেন, 'ভগবান যখন নিষেধ করলেন না, অবশ্য অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে।' আনন্দ আসার আগেই কুণ্ডধান স্থবির অভিজ্ঞা উৎপাদক চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে ঋদ্ধিযোগে আকাশে উঠে হাত বাড়িয়ে এই বলে শলাকা নিলেন, 'আবুসো আনন্দ, ভগবান আমাকে জানেন। আমার ন্যায় ভিক্ষুই প্রথম শলাকা গ্রহণের উপযুক্ত।' তখন শাস্তা সেই স্থবিরকে এই শাসনে প্রথম শলাকা গ্রহণকারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন। কারণ, এই কুণ্ডধান স্থবির রাজার আশ্রয়ে উপযুক্ত খাদ্য-ভোজ্য পেয়ে সমাহিতচিত্ত হয়ে, বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। তারপরও এই স্থবিরের গুণের কথা জানা না থাকায় পৃথকজন ভিক্ষুরা এই বলে সংশয় প্রকাশ করলেন, 'ইনিও শলাকা গ্রহণ করলেন কি?' সেই পৃথকজন ভিক্ষুদের সংশয় দূর করার জন্য স্থবির আকাশে উঠে ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করে এই গাথা বলেছিলেন :

"অপায়গামী পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন ছেদন করবে। সুগতিগামী পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ত্যাগের জন্য শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে অনাগামীমার্গ লাভের জন্য উত্তরোত্তর ভাবনা করবে। কাম-দ্বেষ- মোহ-মান-দৃষ্টি এই পাচঁটি সঙ্গ যেই ভিক্ষু অতিক্রম করেছেন, তিনিই কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যা স্রোত উর্ত্তীণ হয়ে নির্বাণে স্থিত বলে কথিত হন।"

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করার পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সপ্তাহকাল নির্জনে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. সপ্তাহকালব্যাপী নিরোধসমাপত্তি ধ্যানে নিরত স্বয়ম্ভু অগ্রপুদ্গল বুদ্ধকে আমি অতীব প্রসন্নমনে সেবা করেছিলাম।

২. ধ্যান হতে উঠেছেন জেনে আমি মহামুনি পদুমুত্তর বুদ্ধকে বড় একটি কলা দান করেছিলাম।

৩. লোকনায়ক মহামুনি সর্বজ্ঞ ভগবান তা গ্রহণ করে আমাকে খুশী করার জন্য পরিভোগ করেছিলেন।

৪. সার্থবাহ অনুত্তর সম্বুদ্ধ আমার দেওয়া কলাটি পরিভোগ করার পর বুদ্ধাসনে বসে এই গাথাগুলো বলেছিলেন :

৫. এই পর্বতকে আশ্রয় করে যেই সমস্ত যক্ষ বাস করছেন এবং অরণ্যে

যে সমস্ত ভূমিবাসী ও বৃক্ষবাসী দেবতা বাস করছেন তারা সকলেই আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৬. পশুরাজ সিংহের ন্যায় বুদ্ধকে যে ব্যক্তি সেবা করেছে এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৭. দেবলোকে সে এগারবার দেবরাজ ইন্দ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং পৃথিবীতে সে চৌত্রিশবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

৮. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে আবির্ভূত হবেন।

৯. শীলবান, অনাসক্ত অর্হৎ শ্রমণকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া-জনিত পাপকর্মের ফলস্বরূপ সে অযথা বদনামের অধিকারী হবে।

১০. সে গৌতম বুদ্ধের শাসনে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সে কুণ্ডধান নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

[অতঃপর কুণ্ডধান স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

১১. আমি প্রবিবেকযুক্ত, ধ্যানরত ও ধ্যানী। শাস্তাকে তুষ্ট করে আমি অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করি।

১২. শ্রাবক-পরিবৃত ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে সম্মুখে রেখে ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে শলাকা গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন।

১৩. আমি চীবর একাংশ করে লোকনায়ক বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদনপূর্বক সবার আগে প্রথম শলাকা নিয়েছিলাম।

১৪. সেই কর্মের দরুন দশ হাজার লোক কম্পনকারী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে আমাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন।

১৫. বীর্য আমার অতীব তীক্ষ্ণ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণই আমার পরম আরাধ্য। সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুণ্ডধান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুণ্ডধান স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. স্বাগত স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ববিধ শিল্পে পারদর্শী ছিলেন।

তাই তার নাম রাখা হলো সোভিত। একদিন তিনি বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ-সমন্বিত অতি শোভমান পদুমুত্তর বুদ্ধকে উদ্যানের গেইট দিয়ে যেতে দেখে অতীব প্রসন্নমনে বহুভাবে তার গুণকীর্তন করলেন। ভগবান তার স্তুতিমূলক বাক্য শুনে এই বলে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে গৌতম ভগবানের স্বাগত নামক শ্রাবক হবে।'

তিনি সেই থেকে আজীবন বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পন্দন করলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। লক্ষকল্প ধরে তিনি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের পর তার মাতাপিতার মনে অতিশয় আনন্দ উৎপন্ন হয়েছিল বিধায় তার নাম রাখা হলো স্বাগত। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করার পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'শোভিত নামে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৭. সেই সময় আমি শোভিত নামে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম এবং আমি সশিষ্যে আরামে (বিহারে) গিয়েছিলাম।

১৮. তখন পুরুষোত্তম ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে আরামের গেইট হতে বের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৯. আমি তখন সেই আত্মদান্ত সম্বুদ্ধকে ও তাঁর ভিক্ষুসংঘকে দেখতে পেয়েছিলাম। লোকনায়ক বুদ্ধের প্রতি অতীব প্রসন্ন হয়ে আমি এই বলে গুণকীর্তন করেছিলাম।

২০. যেকোনো বৃক্ষ যেমন ভূমিতে জন্মায়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান মেধাবী সত্ত্বগণও বুদ্ধের শাসনে জন্মান।

২১. আপনিই সার্থবাহ ও সপ্রাজ্ঞ, বহু মানুষকে আপনিই মহিমান্বিত করেছেন এবং বহু মানুষকে আপনিই ভুল পথ হতে উদ্ধার করে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

২২. নিজে দান্ত হয়ে আপনি আজ দান্ত-পরিবৃত, নিজে ধ্যানী হয়ে আপনি আজ ধ্যানী-পরিবৃত এবং আপনি নিজে আরব্ধবীর্য হয়ে ভাবিতচিত্ত ও উপশান্ত ভিক্ষু-পরিবৃত হয়েই অবস্থান করেন।

২৩. পুণ্যজ্ঞানে অলংকৃত পরিষদের সাথে আপনি অতিশয় শোভিত হন এবং মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় আপনার জ্ঞানপ্রভা সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়।

২৪. আমাকে এভাবে প্রসন্নচিত্ত হতে দেখে মহর্ষি পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে দাঁড়িয়ে এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

২৫. আজকে যেই ব্রাহ্মণ বেশ আনন্দিত মনে আমার গুণকীর্তন করছে, সে লক্ষকল্প ধরে দেবলোকে রমিত হবে।

২৬. সে তুষিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত হবে।

২৭. সেই কর্মের দরুন সে অর্হত্ত্ব লাভ করবে এবং স্বাগত নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

[অতঃপর স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

২৮. প্রব্রজিত হওয়ার পর আমি কায়িক পাপকর্ম সর্বতোভাবে বর্জন করেছি, এবং বাচনিক দুশ্চরিত্র বর্জন করে আমি আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ করেছি।

২৯. এভাবে অবস্থান করায় আমি তেজধাতু বিষয়ে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করি এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান স্বাগত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[স্বাগত স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. মহাকচ্চায়ন স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় গৃহপতি মহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মোপদেশ শুনছিলেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে সংক্ষেপে ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণকারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিচ্ছিলেন। তা দেখে তিনি নিজেও সেই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের আশায় দানাদি বহু পুণ্যকর্ম করে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে সুমেধ ভগবানের সময় এক বিদ্যাধর হয়ে জন্ম নিলেন। একদিন তিনি আকাশপথে গমনকালে শাস্তাকে এক বনে উপবিষ্ট দেখে প্রসন্নমনে কণিকার ফুল দিয়ে পূজা করলেন। তিনি সেই পুণ্যের ফলে বহুবার সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে বারাণসীর এককুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্যপ

ভগবানের পরিনির্বাণের পর তার উদ্দেশে সুবর্ণ চৈত্য নির্মাণের সময় তাতে দশ হাজার টাকা মূল্যের সোনা দান দিয়ে পূজা করেন এবং এই প্রার্থনা করেন, 'হে ভগবান, এই পুণ্যের ফলে জন্মজন্মান্তরে আমার শরীর যেন সোনার মতো উজ্জ্বল হয়।' তারপর থেকে আজীবন কুশলকর্ম করে এক বুদ্ধান্তর কল্প দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি উজ্জয়নীর রাজা চন্দ্রপ্রদ্যোতের এক পুরোহিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ দিনে তার মাতাপিতা ভাবলেন, 'আমাদের পুত্রের শরীর দেখতে স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল।' তাই তারা পুত্রের নাম রাখলেন কাঞ্চন মানব। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরে তিনি ত্রিবিধ বেদ শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই পিতার পৌরহিত্যপদ লাভ করেন। আসলে তিনি ছিলেন কচ্চায়ন গোত্রের মানুষ। তাই পরে তিনি 'কচ্চায়ন' নামেই সবিশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন।

রাজা চন্দ্রপ্রদ্যোত জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনতে পেয়ে তাকে এই বলে পাঠালেন, 'আচার্য, আপনি শাস্তার কাছে গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন।' তিনি শাস্তার কাছে গেলেন। শাস্তা তাকে ধর্মোপদেশ দিলেন। দেশনা শেষে তিনি সঙ্গী সাতজনের সাথে সেখানে উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। অতঃপর শাস্তা তাদের 'এহা ভিক্খূ' বলে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাদের দেখতে ষাটবর্ষীয় প্রবীণ স্থবিরের ন্যায় দেখাচ্ছিল। তারপর স্থবির এই বলে রাজার সংবাদটি জানালেন, 'ভন্তে, রাজা প্রদ্যোত আপনার পদবন্দনা করেছেন এবং আপনার কাছ থেকে ধর্মোপদেশ শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।' তখন শাস্তা তাকে বললেন, 'তুমি তো এখন ভিক্ষু। অতএব তুমিই যাও। তুমি গেলেই রাজা অত্যন্ত খুশী হবেন।' স্থবির বুদ্ধের নির্দেশে সেখানে গিয়ে রাজাকে খুশী করে এবং অবন্তীতে বুদ্ধের শাসন প্রতিষ্ঠা করে শাস্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণকারী ভিক্ষুগণের মধ্যে মহাকচ্চায়নই শ্রেষ্ঠ' এভাবে ভগবানের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করলেন।

পরে নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩১. পদুমুত্তর বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত পদুম নামক চৈত্যে আমি শিলাসন তৈরি করিয়ে তাতে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলাম।

৩২. আমি লোকবন্ধু বুদ্ধের মাথার উপর চন্দ্রাতপ সদৃশ রত্নময় ছাতা

ধারণ করেছিলাম

৩৩. সেই সময় যেখানে যত দেবতা, ব্রহ্মা সমাগত হবেন ভগবান তাদের নিকট আমার রত্নময় ছাতা দানের ফল সম্বন্ধে দেশনা করবেন।

৩৪. শাস্তার মুখ থেকে আমরা তৎসমস্তই শ্রবণ করব এবং সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমরা আরও বেশি করে আনন্দ দান করব।

৩৫. ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত স্বয়ম্ভু অগ্রপুদ্গল সেই স্বর্ণে মোড়া শিলাসনে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৩৬. রত্নময় সোনারঙা এই আসনটি যেই ব্যক্তি দান করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোন।

৩৭. সে দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে ত্রিশ কল্প রাজত্ব করবে এবং শত শত যোজন বিস্তৃত জায়গায় সে দীপ্তিমান হবে।

৩৮. পরে সে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হবে এবং তখন তার নাম হবে প্রভাস্বর।

৩৯. তখন সে সূর্যের মতো দিবারাত্রি সদা দীপ্তিমান থাকবে এবং তার বিবিধ রত্নসম্ভার উৎপন্ন হবে।

৪০. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে আর্বিভূত হবেন।

৪১. তখন সে তুষিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে কচ্চায়ন নামক ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

৪২. পরে সে প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্ত অর্হৎ হবে এবং লোকপ্রদ্যোৎ গৌতম বুদ্ধ তখন তাকে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করবেন।

৪৩. তখন সে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করবে এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তাকে সন্তুষ্ট করবে।

[তারপর মহাকাচ্চায়ন স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

৪৪. আমার জন্ম অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে। আমি বিবিধ মন্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলাম। আমি আমার সমস্ত ধন-ধান্য ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৪৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর আমি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে থাকি এবং এতে করে আমি প্রশ্নকর্তাকে সন্তুষ্ট করি ও দ্বিপদোত্তম বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করি।

৪৬. আমার বিস্তারিত উত্তরে অতিশয় পরিতুষ্ট হয়ে মহাবীর স্বয়ম্ভু অগ্রপুদ্গল বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছিলেন।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবে আয়ুষ্মান মহাকাচ্চায়ন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকাচ্চায়ন স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কালুদায়ী স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মোপদেশ শুনছিলেন। এমন সময় শাস্তা এক ভিক্ষুকে কুলপ্রসাদক ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিচ্ছিলেন। তা দেখে তিনি ও শ্রদ্ধাতদ্গত চিত্তে দানাদি পুণ্যকর্ম করে সেই শ্রেষ্ঠস্থান প্রার্থনা করলেন।

তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেব-মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে আমাদের বোধিসত্ত্বের মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ দিনে কপিলবাস্তুতে এক অমাত্যের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্বের জন্মদিনেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তখন তাকে একটি শ্বেতবস্ত্রে শয়ন করিয়ে বোধিসত্ত্বের নিকটে নেওয়া হয়। বোধিবৃক্ষ, রাহুলমাতা, চারি নিধিকুম্ভ, আরোহণীয় হস্তী, কন্থক অশ্ব, ছন্ন সারথী, আনন্দ ও কালুদায়ী এই সাতজন বোধিসত্ত্বের সাথে একই দিনে জন্ম নেওয়ায় তাদের সবাইকে সহজাত বলা হয়। কালুদায়ীর জন্মগ্রহণে সকল নগরবাসী উন্নতমনা হয়েছিল বিধায় তার নাম রাখা হলো উদায়ী। শরীরের বর্ণ ঈষৎ কালো ছিল বিধায় কালুদায়ী নামেই সবিশেষ পরিচিতি পেলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের বাল্যবন্ধু ছিলেন। বোধিসত্ত্বের সাথে খেলা করতে করতেই তিনি বড় হন।

পরবর্তীকালে লোকনাথ বুদ্ধ মহাভিনিষ্ক্রমণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর রাজগৃহের বেলুবনে অবস্থান করেন। তখন রাজা শুদ্ধোদন খবর পেয়ে বুদ্ধকে আনবার জন্য হাজার লোকের সাথে জনৈক অমাত্যকে পাঠালেন। সেই অমাত্য বুদ্ধের ধর্মদেশনার সময় সেখানে উপস্থিত হন। শ্রোতৃমণ্ডলীর একদম শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ধর্মদেশনা শুনে সপরিষদ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তখন শাস্তা তাদের 'এহা ভিক্খবো' বলে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই সকলে ঋদ্ধিময় পাত্র-

চীবর পেয়ে ষাটবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় প্রতীয়মান হলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর আর্যগণ মধ্যস্থভাবে অবস্থান করেন। তাই তিনি রাজার প্রেরিত সংবাদটি দশবল বুদ্ধকে আর বলেননি। এদিকে রাজা তাদের কোনো খবরাখবর না পেয়ে পুনরায় হাজার লোকের সাথে একজন অমাত্যকে পাঠালেন। তারাও পূর্ববৎ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন এবং ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভ করলেন। এই প্রকারে রাজা নয়জন অমাত্যকে নয় হাজার লোকের সাথে পাঠালেন, সকলেই বুদ্ধের ধর্ম শুনে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। কিন্তু কেউই রাজার সংবাদ বুদ্ধকে বলেননি।

তখন রাজা চিন্তা করলেন, 'বোধহয় এতজন লোকের দয়া আমার উপর না থাকায় তারা কেউই দশবল বুদ্ধকে এখানে আসার কথা বলেনি। এই উদায়ী দশবলের সমবয়স্ক, বাল্যবন্ধু ও খেলার সাথী। আমার প্রতি তার যথেষ্ট স্নেহও আছে। অতএব তাকেই পাঠাব।' এই ভেবে রাজা তাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, এক হাজার লোককে সঙ্গে নিয়ে রাজগৃহে গিয়ে দশবল বুদ্ধকে নিয়ে আস।' রাজার আদেশে যাবার সময় তিনি বললেন, 'মহারাজ, আমি যদি প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারি, তাহলে ভগবানকে এখানে নিয়ে আসব।' তখন রাজা বললেন, 'তুমি যেভাবেই হোক আমার পুত্রকে আমাকে একটু দেখাও।' তিনিও রাজগৃহে গিয়ে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে সপরিষদে অর্হত্ত্ব লাভ করেন এবং ঋদ্ধিময় প্রব্রজ্যা লাভ করেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি ভাবলেন, 'এখন ভগবানের কপিলবাস্তু নগরে যাবার সময় নয়'। যখন বসন্ত সমাগমে বৃক্ষলতাদি পুষ্পিত হবে ও মাঠ হরিদ্বর্ণ তৃণে সমাচ্ছন্ন হবে, তখন যাওয়াটা সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।' তাই তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করে বসন্ত সমাগমে কপিলবাস্তু নগরে যাবার জন্য ভগবানকে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য করতে গিয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন।

"ভদন্ত, ফলগ্রাহী বৃক্ষগুলো পুরোনো পাতা ত্যাগ করে এখন ঈষৎ লালবর্ণের কুসুম-কিশলয়ে সুশোভিত। সেই বৃক্ষগুলো প্রজ্জ্বলিত আগুনের ন্যায় চতুর্দিকে প্রভাসিত হচ্ছে। হে অর্থরসসমূহের ভাগী মহাবীর, এখন আপনার কপিলবাস্তু নগরে যাওয়ার উপযুক্ত সময়।"

"পুরোনো পাতা ত্যাগ করে ফলগ্রাহী সর্বদিকে সুফুল্লিত মনোরম বৃক্ষগুলো সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। হে বীর, এখনই আপনার সেখানে গমনের উপযুক্ত সময়।"

"ভদন্ত, এখন অতি শীতল নয়, আর অতি উত্তমও নয়, তাই এখনই

দীর্ঘপথ গমনের উপযুক্ত সুখময় ঋতু। শাক্য ও কোলিয় জনপদের মধ্যে রোহিনী নদী উত্তর-দক্ষিণ আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। রাজগৃহ ইহার দক্ষিণ পূর্বকোণে। সেই কারণে রাজগৃহ হতে কপিলবাস্তু গমন করতে পেছনে রোহিনী নদী উত্তীর্ণ হওয়ার সময় ভগবানকে শাক্য ও কোলিয়বাসীরা দর্শন করুক।"

"কৃষক ফসলের আশায় ক্ষেত্র কর্ষণ করে ও ফসলের আশায় বীজ বপন করে। ধনাহরণকারী বণিকেরা ধনের আশায় সমুদ্রে গমন করে। আমি আপনাকে কপিলবাস্তু নগরে নেওয়ার আশায় এখানে অবস্থান করছি। আমার সেই আশা সফল হোক।" (থেরগাথা)

"হে মহামুনি, এখন অতি শীতলও নয়, অতি উষ্ণও নয়। এখন গেলে ভিক্ষায়ও তেমন কষ্ট পেতে হবে না। এখন বৃক্ষলতাদি সুপুষ্পিত ও দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ হরিদ্বর্ণে তৃণে সমাচ্ছন। এখনই কপিলবাস্তু গমনের উপযুক্ত সময়।" (অঙ্গুত্তরনিকায় অর্থকথা)

"কৃষক বারবার বীজ বপন করে থাকে। দেবরাজ মেঘ বারবার বর্ষণ করে থাকে। কৃষক বারবার ক্ষেত্র কর্ষণ করে থাকে এবং বারবার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ধান্য ফসল আনয়ন করে থাকে।"

"ভিক্ষুক বারবার খুঁজতে থাকে। দানপতি দায়ক বারবার দান করে থাকে। দানপতি দায়ক বারবার দান দিয়ে সুগতি স্বর্গলোকে গমন করে থাকে।"

"সেই কারণে আমিও বারবার প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই বীর তথা বীর্যবান পুরুষ স্বীয় রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির সাত পুরুষ উদ্ধার করে থাকে। যেই কুলে ভুরিপ্রাজ্ঞ বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, আমি মনে করি সেই কুল দেবাতিদেব শক্র তুল্য। যেহেতু আপনি আর্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করে মুনিভাব প্রাপ্ত হয়েছেন।"

"মহর্ষি বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন ও মাতা মায়াদেবী। পুণ্যবতী মাতা বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে প্রমোদিত হচ্ছেন।"

"গৌতমী গোত্রভুক্ত সেই মায়াদেবী এখান থেকে মৃত্যুবরণ করে দেবগণের সাথে দেবলোকে পঞ্চকামগুণে পরিবেষ্টিত হয়ে অতিশয় আমোদিত হচ্ছেন।" (থেরগাথা)

এভাবে স্থবির বারবার প্রার্থনা করলে ভগবান সেখানে গমনের বহু উপকার

দেখে বিশ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজগৃহ হতে ক্রমে কপিলবাস্তু অভিমুখে হাঁটতে শুরু করেন। এদিকে স্থবির ঋদ্ধিযোগে আকাশপথে গিয়ে আকাশে ভাসমান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। রাজা তাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?' রাজার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্থবির বললেন, 'আমি অমাত্যপুত্র কালুদায়ী। আপনিই আমাকে ভগবানের কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি আমাকে চেনেন না। এবার আমাকে আপনি এভাবেই চিনুন।" এই বলে গাথাযোগে বললেন :

"আমি অসহসহিষ্ণু, অঙ্গীরস, অপ্রতিম বুদ্ধের পুত্র। আর্যজাতি হিসেবে আপনি আমার পিতা। লোকব্যবহারেও আপনি আমার পিতা। শাক্যধর্মের অনুকূলে লৌকিক জ্ঞাতি হিসেবে এবং গৌতম গোত্র বিধায় আপনি আমার পিতামহ।"

এভাবেই তিনি নিজের পরিচয় তুলে ধরলেন। রাজা তার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে মহার্ঘ পালঙ্কে বসালেন। রাজা নিজের জন্য রান্না করা উৎকৃষ্ট ভোজন তার পাত্রে ঢেলে দিলে স্থবির চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। তখন রাজা বললেন, 'ভন্তে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন। এখানেই ভোজন করুন।' স্থবির বললেন, 'আমি শাস্তার কাছে গিয়েই ভোজন করব।' 'ভন্তে, আপনার শাস্তা এখন কোথায়?' 'মহারাজ, শাস্তা এখন বিশ হাজার ভিক্ষুকে সাথে নিয়ে আপনাকে এক নজর দেখার জন্য মাঝপথে আছেন।' 'ভন্তে, আপনি এখানেই ভোজন করুন। তারপর ভগবানের জন্য কিছু পিণ্ড নিয়ে যান। যতদিন আমার পুত্র এই নগরে না পৌঁছাবেন, ততদিন এখান থেকে নিয়ে যাবেন।' রাজা কর্তৃক এভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে স্থবির সেখানে ভোজন করলেন। ভোজন শেষে রাজা ও তার পরিষদকে ধর্মদেশনা করে শাস্তা আগমনের কিছু পূর্বে সমস্ত রাজপ্রাসাদ বিবিধ রত্নে সাজালেন, তারপর সকলে দেখে মতো করে শাস্তার জন্য আহৃত ভাতপূর্ণ পাত্র আকাশে ছুঁড়ে মেরে নিজেই আবার আকাশে উঠে ভাতপূর্ণ পাত্রটি হাতে নিয়ে শাস্তার হতে রাখলেন। শাস্তা সেই পিণ্ডপাত ভোজন করলেন। এভাবে ষাট যোজন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় তিনি প্রতিদিন ভগবানের জন্য রাজগৃহ হতে পিণ্ড এনে দান করতেন। অতঃপর ভগবান চিন্তা করলেন, কালুদায়ী আমার পিতাকে ও তার পরিষদকে অতিশয় প্রসন্ন করেছেন। তারপর ভগবান এই বলে তাকে কুলপ্রসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক কুলপ্রসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে কালুদায়ীই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ

করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘পদুমুত্তর বুদ্ধের’ এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৪৮-৪৯. সেই সময় দীর্ঘপথে প্রতিপন্ন, পর্যটনরত পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি সুপুষ্পিত পদ্ম, উৎপল ও মল্লিকা প্রভৃতি ফুল দান করেছিলাম এবং উৎকৃষ্ট ভোজন দান করেছিলাম।

৫০. মহাবীর বুদ্ধ সেই উৎকৃষ্ট ভোজন তৃপ্তি-সহকারে পরিভোগ করেছিলেন এবং সেই ফুলগুলো নিয়ে জনতাকে দেখিয়েছিলেন।

৫১-৫২. এমন ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ ও প্রিয় জলজ পদ্ম যেই ব্যক্তি অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করে আমাকে দান করেছে। আর যেই ব্যক্তি মনোজ্ঞ পুষ্প ও উৎকৃষ্ট ভোজন দান দিয়েছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৫৩. আঠারবার সে দেবলোকে রাজত্ব করবে এবং তার চারপাশে উৎপল, পদ্ম ও মল্লিকা ফুল সদা প্রষ্ফুটিত থাকবে।

৫৪. অমিত পুণ্য-প্রভাবে তার চারপাশে তখন দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হবে এবং তার মাথার উপর আকাশে চন্দ্রাতপ সদৃশ পুষ্পচ্ছত্র স্থিত হবে।

৫৫. পৃথিবীতে সে পঁচিশবার রাজচক্রবর্তী হবে এবং পাঁচশতবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৫৬. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে অবির্ভূত হবেন।

৫৭. অতীতের পুণ্য-প্রভাবে সে শাক্যকুলে জন্ম নিয়ে জ্ঞাতিগণের আনন্দ দান করবে এবং ভগবান বুদ্ধের জ্ঞাতিভাই হবে।

৫৮. পরবর্তীকালে সে পূর্বজন্মের পুণ্য-প্রভাবে প্রব্রজিত হবে এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৫৯. প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ তাকে কুলপ্রসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দেবেন।

৬০. কঠোর সাধনায় নিয়োজিত হয়ে সে নিরুপধি ও উপশান্ত হবে এবং তখন উদায়ী নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

[অতঃপর কালুদায়ী স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

৬১. আমার রাগ (লোভ), দ্বেষ, মোহ, মান ও ম্রক্ষ পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে এবং আমি এখন সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

৬২. সম্বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করে আমি এখন আরব্ধবীর্য ও প্রাজ্ঞ। আমি

কুলদের প্রসন্নতা উৎপাদন করি বিধায় সম্বুদ্ধ আমাকে এই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন।

৬৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কালুদায়ি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কালুদায়ি স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. মোঘরাজ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করছিলেন। এমন সময় ভগবান জীর্ণ চীবরধারীর শ্রেষ্ঠস্থানে একজন ভিক্ষুকে নিয়োগ করলেন। তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করলেন। তিনি জন্মজন্মান্তরে বহু পুণ্য সঞ্চয় করে অর্থদর্শী ভগবানের সময় পুনরায় এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্য-বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিবেন। একদিন তিনি ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত ভগবানকে রথে চড়ে যেতে দেখে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করেন এবং গাথাযোগে প্রশংসা করে পাত্রপূর্ণ মধু দান করেন। শাস্তা তা গ্রহণ করে ধর্মোপদেশ দিলেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে কাশ্যপ ভগবানের সময় কাষ্ঠবাহন রাজার অমাত্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তাকে নিয়ে আসার জন্য তিনি হাজার পুরুষ পরিবৃত হয়ে শাস্তার কাছে গেলেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় বিশ হাজার বৎসর শ্রমণধর্ম অনুশীলন করেন।

সেখান থেকে চ্যুত হয়ে এক বুদ্ধান্তর কল্প সুগতি স্বর্গলোকে অবস্থান করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম রাখা হয় 'মোঘরাজ'। বাবরিয় ব্রাহ্মণের নিকট শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেন ও তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদিন অজিত প্রমুখ হাজারজন তাপস ভগবানের নিকট প্রেরিত হন। তারা ভগবানকে ১৫টি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন এবং ভগবান প্রশ্নগুলির উত্তর দিলে তারা অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর পাংশুচীবর পরিধান করতেন। উহার সেলাই, সুতা ও রং

নিম্নমানের ছিল। একদিন শাস্তা তাকে জীর্ণ চীবরধারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন।

এভাবে তিনি পূর্বপ্রার্থিত অর্হত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত পুণ্য স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অর্থদর্শী ভগবান' এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৬৪. অপরাজিত স্বয়ম্ভু অর্থদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে রথে চড়ে পথে গমন করছিলেন।

৬৫. আমি সশিষ্য পরিবৃত হয়ে ঘর হতে বের হয়েই লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬৬. তখন লোকনায়ক বুদ্ধের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়ে নতশিরে দুহাত জোড় করে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৬৭. রূপী, অরূপী কিংবা অসংজ্ঞসত্ত্ব তারা সকলেই আপনার সর্বোচ্চ জ্ঞান অধিগত করতে সক্ষম।

৬৮. সুখপ্রত্যাশী এমন সব জলজ প্রাণী যারা জলসীমায় বসবাস করে ও পানিতে বদ্ধ হয়ে আটকে আছে।

৬৯. সে রূপী হোক আর অরূপী হোক যেই সমস্ত সত্ত্বগণের চেতনা আছে তারা সকলেই আপনার সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে।

৭০. অজ্ঞতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই পৃথিবী আজ সম্বুদ্ধজ্ঞানের রশ্মিতে আজ ভীষণ আলোকোজ্জ্বল এবং আপনার অমৃতনির্ঝর উপদেশবাণী শুনে সত্ত্বগণ সংশয়স্রোত উত্তীর্ণ হয়ে থাকে।

৭১. ঘোর অজ্ঞতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন পৃথিবীতে বাস করলেও তারা আপনার অনন্ত জ্ঞানের জ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকারকে পরাভূত করে আলোকিত হয়ে থাকে।

৭২. আপনিই চক্ষুষ্মান, আপনিই সকল সত্ত্বগণের মহা অন্ধকার অপনোদনকারী। আপনার অমিয় উপদেশবাণী শ্রবণ করেই বহু সত্ত্ব দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করে থাকে।

৭৩. এই সমস্ত প্রশংসাসূচক গাথা বলার পর আমি পাত্রে মধু পুরিয়ে নিয়ে উভয় হাতে ধরে মহর্ষি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৭৪. মহাবীর, মহাঋষি বুদ্ধ তখন তা নিজ হাতে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভোজনের পর সর্বজ্ঞ বুদ্ধ আকাশে উড়াল দিয়েছিলেন।

৭৫. নরশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী ভগবান তখন শূন্যে স্থিত থেকে আমাকে প্রসন্ন করতে গিয়ে এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৭৬. যেই ব্যক্তি আমার অনন্ত জ্ঞানকে ও সেই জগতের আধার বুদ্ধকে প্রশংসায় ভাসাল, সেই ব্যক্তি সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু কখনো দুর্গতিতে যাবে না।

৭৭. সে দেবলোকে চৌদ্দবার রাজত্ব করবে এবং পৃথিবীতে পাঁচশতবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৭৮. পৃথিবীতে সে পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হবে এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়ে রাজত্ব করবে।

৭৯. সে অধ্যয়নশীল, মন্ত্রধর ও ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শী হয়ে গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত হবে।

৮০. সে তখন গম্ভীর ও নিপুণ অর্থ জ্ঞানের দ্বারা বিচার করবে এবং মোঘরাজ নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

৮১. সে তখন ত্রিবিদ্যার অধিকারী হবে এবং অনাসক্ত হয়ে কৃতকার্য হবে। সার্থবাহ গৌতম ভগবান তাকে তখন শ্রেষ্ঠস্থান দিবেন।

৮২. আমি এখন জনসংসর্গ ত্যাগ করে, সমস্ত ভববন্ধন ছিন্ন করে ও সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করি।

৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মোঘরাজ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মোঘরাজ স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অধিমুক্ত স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে লোকনাথ অর্থদর্শী বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিরত্নের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়ে ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে ইক্ষু দিয়ে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়ে মহাদান দেন এবং সেই মহাদানের ফলস্বরূপ পরম শান্তিপদ নির্বাণ প্রার্থনা করেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বিধায় অধিমুক্ত স্থবির হিসেবে পরিচিত হন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে করতে গিয়ে 'লোকনাথ বুদ্ধ পরিনিবার্ণের পর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৪. নরশ্রেষ্ঠ লোকনাথ অর্থদর্শী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হওয়ার পর আমি ভিক্ষুসংঘকে অতিশয় প্রসন্নমনে সেবা করেছিলাম।

৮৫. ঋজুভূত, সমাহিত ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করার পর আমি ইক্ষু দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করিয়ে তাতে অনুত্তর সংঘকে ভোজন করিয়েছিলাম।

৮৬. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেখানে সমস্ত সত্ত্বগণকে অভিভূত করে থাকি। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৮৭. আজ থেকে আঠারশত কল্প আগে আমি যখন এই দান দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইক্ষু দানেরই ফল।

৮৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অধিমুক্ত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অধিমুক্ত স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. লসুনদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহবাসের বিবিধ দোষ দেখে গৃহত্যাগ করে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ের আশ্রয়ে গভীর বনে বাস করতে লাগলেন। তিনি সেখানে রসুনসহ বিবিধ ফলমূলের গাছ রোপণ করে সেই ফলমূল খেয়েই বসবাস করতে লাগলেন। তিনি বহু রসুন নিয়ে পথিমধ্যে বহু পথচারীকে প্রসন্নমনে দান করেন এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে ওষধস্বরূপ দান করে যথাস্থানে চলে যান। এভাবে তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে সেই পুণ্য-প্রভাবে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। ক্রমে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা

করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে তিনি রসুন (লসুন) দান করেছিলেন বিধায় লসুনদায়ক স্থবির নামে বিখ্যাত হন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৯. সেই সময় আমি হিমালয়ের অনতিদূরে একজন তাপস ছিলাম। সেখানে আমি রসুন খেয়েই জীবন ধারণ করতাম এবং রসুনই ছিল আমার পরম ভোজন।

৯০. আমি ঝুড়িপূর্ণ রসুন নিয়ে সংঘারামে গিয়েছিলাম এবং খুশী মনে সংঘকে রসুন দান করেছিলাম।

৯১. নরশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত সংঘের উদ্দেশে আমি রসুন দান করেছিলাম এবং সেই পুণ্যের ফলে স্বর্গে কল্পকাল রমিত হয়েছিলাম।

৯২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যখন আমি রসুন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার রসুন দানেরই ফল।

৯৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান লসুনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[লসুনদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. আয়াগদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের পরিনির্বাণের পর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে কাঠমিস্ত্রিকে দিয়ে দর্শনীয় ও দীর্ঘ একটি ভোজনশালা নির্মাণ করালেন। ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে উৎকৃষ্ট আহারে ভোজন করিয়ে মহাদান দিয়ে চিত্তকে আনন্দের সাগরে ভাসিয়েছিলেন। তিনি এভাবে আজীবন পুণ্যকর্ম করে দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ক্রমে বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে তিনি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃতপুণ্য অনুসারে তিনি আয়াগ স্থবির নামে বিখ্যাত হন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকনাথ শিখী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৪. নরশ্রেষ্ঠ লোকনাথ শিখী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তার উদ্দেশে নির্মিত স্তূপটিকে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে বন্দনা করেছিলাম।

৯৫. সেই সময় আমি কাঠমিস্ত্রিকে দিয়ে একটি দর্শনীয় ভোজনশালা নির্মাণ করিয়ে সেখানে বেশ খুশী মনে ব্যাপক দানযজ্ঞ আয়োজন করেছিলাম।

৯৬. সেই পুণ্যের ফলে আমি দেবলোকে এক নাগাড়ে আট কল্প বাস করেছিলাম এবং বাকি কল্পগুলো বিভিন্ন ভূমিতে বিচ্ছিন্নভাবে জন্মেছিলাম।

৯৭. আমার শরীরে কোনো বিষই কার্যকর হতে পারে না, কোনো অস্ত্রই আমাকে আঘাত করতে পারে না এবং জলে কখনো আমার মৃত্যু হয় না। ইহা আমার দানযজ্ঞ আয়োজনেরই ফল।

৯৮. আমি যখনই ইচ্ছা করতাম তখন মহামেঘ বারি বর্ষণ করত। এমনকি দেবগণও আমার বশে থাকত। ইহা আমার পুণ্যকর্মেই ফল।

৯৯. আমি পৃথিবীতে ত্রিশবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং আমাকে কেউই নিন্দা-অবজ্ঞা করত না। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

১০০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যখন বিশাল দানযজ্ঞ আয়োজন করে দান করি, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দানযজ্ঞ আয়োজনেরই ফল।

১০১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আয়াগদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আয়াগদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ধর্মচক্রিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী-পুত্রসমেত জীবন যাপন করতে করতে তিনি ক্রমে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হন। পরে তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ধর্মসভাগৃহের ধর্মাসনের পেছনের দিকে উপরে একটি রত্নময় ধর্মচক্র তৈরি করিয়ে পূজা করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি দেবমনুষ্যলোকে প্রতি জন্মেই শক্র-সম্পত্তি ও চক্রবর্তী-সম্পত্তি ভোগ করতে থাকেন। পরে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার তখন অঢেল সম্পত্তি। বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃতকর্ম অনুসারে তিনি ধর্মচক্রিক স্থবির নামে বিখ্যাত হন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০২. সিদ্ধার্থ ভগবানের সিংহাসনের সামনে আমি একটি বিজ্ঞ-প্রশংসিত ধর্মচক্র নির্মাণ করে দিয়েছিলাম।

১০৩. জন্মে জন্মে আমি সুবর্ণ বর্ণে শোভিত হই এবং হস্তী, অশ্বচালিত বহু উন্নত মানের রথ আমার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত। বহু অনুগত মানুষ আমাকে নিত্য পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

১০৪. ষাট হাজার তূর্য-বাদ্যযন্ত্রের মোহনীয় সুরে আমি নিত্য বিমোহিত হয়ে থাকতাম এবং অপ্সরা পরিবেষ্টিত হয়ে আমি অতিশয় শোভিত হতাম। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

১০৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যখন সেই ধর্মচক্র স্থাপন করি, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধর্মচক্র দানেরই ফল।

১০৬. আজ থেকে এগার কল্প আগে আমি মহাপরাক্রমশালী চারি দ্বীপের অধিশ্বর চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধর্মচক্রিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ

করেছিলেন।

[ধর্মচক্রিক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. কল্পবৃক্ষীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে নির্বাণপ্রদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত বৈচিত্র্যময় ও দর্শনীয় এক কল্পবৃক্ষ নির্মাণ করিয়ে সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে নির্মিত চৈত্যের সামনে স্থাপন করে পূজা করেন। তিনি আজীবন এভাবে পুণ্যকর্ম করতে থাকেন। মৃত্যুর পর তিনি সুগতি স্বর্গলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে একসময় এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহবাসের পাট চুকিয়ে রত্নত্রয়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ধর্মোপদেশ শুনে শ্রদ্ধান্বিত হন এবং শাস্তার অনুমতি নিয়ে প্রব্রজিত হন। প্রব্রজিত হওয়ার পর অচিরেই তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃতকর্ম অনুসারে তিনি কল্পবৃক্ষীয় স্থবির নামে বিখ্যাত হন।

এভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘সিদ্ধার্থ ভগবানের’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০৮. সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে নির্মিত স্তূপের সামনে আমি বর্ণিলভাবে সাজানো বস্ত্র ঝুলিয়ে দিয়ে সেখানে একটি কল্পবৃক্ষ স্থাপন করেছিলাম।

১০৯. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেখানে আমার গৃহদ্বারে অতি শোভমান একটি কল্পবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হতো।

১১০. যেই পরিষদ অথবা যেই ব্যক্তিরা আমার বশানুগত হতো, তাদের কাছ থেকে বস্ত্র নিয়ে আমরা সব সময় পরিধান করে থাকি।

১১১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যখন সেই কল্পকৃক্ষ স্থাপন করি, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কল্পবৃক্ষ দানেরই ফল।

১১২. আজ থেকে সাত কল্প আগে আমি আটবার ক্ষত্রিয় রাজা হয়েছিলাম এবং পৃথিবীতে সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কল্পবৃক্ষীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কল্পবৃক্ষীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কুণ্ডধান-বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কুণ্ডধান, স্বাগত, কাচ্চায়ন ও উদায়ী,
মোঘরাজ, অধিমুক্ত ও লসুনদায়ক
আয়াগদায়ক, ধর্মচক্রিক ও কল্পবৃক্ষীয়
এই দশে মিলে কুণ্ডধান-বর্গ সমাপ্ত।

* * *

৫. উপালি-বর্গ

১. ভাগিনেয় উপালি স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি গৃহবাসের দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি পঞ্চভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেই পদুমুত্তর ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে হিমালয়ে প্রবেশ করলেন। তাপস পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিষ্মান ভগবানকে দূর থেকে দেখতে পেলেন। চিত্তের মধ্যে ভীষণ প্রসন্নতা অনুভব করলেন। অতীব প্রসন্নমনে তিনি নিজের পরিহিত মৃগচর্মকে একাংশ করে দুহাত জোড় করে বন্দনা করলেন। বন্দনা করার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যূথবদ্ধ হাত দুটি মাথায় ঠেকিয়ে বহুবিধ উপমাযোগে ভগবানের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁর সে প্রশংসাবাক্য শুনতে পেয়ে ভগবান বললেন, এই তাপস ভবিষ্যতে গৌতম নামক ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত হয়ে বিনয়ে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে।

সেই তাপস আজীবন কঠোর ধ্যানসাধনা করে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেব-মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে দেব-মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তু নগরে উপালি স্থবিরের ভাগিনেয় হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্রমে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মামা উপালি স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং চরিতানুযায়ী কর্মস্থান নিয়ে তাতে বিদর্শন আরোপ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি নিজের আচার্যের নিকটে দীর্ঘকাল বসবাস করার কারণে বিনয় প্রশ্নে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হলেন। অতঃপর একদিন ভগবান তাকে এই বলে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক বিনয়প্রশ্নে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে ভাগিনেয় উপালিই শ্রেষ্ঠ।

তিনি এভাবে শ্রেষ্ঠস্থান লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. একদিন বিবেককামী লোকনায়ক সম্বুদ্ধ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে নির্জনে অবস্থানের জন্য যাচ্ছিলেন।

২. তখন আমি ছিলাম মৃগচর্ম-পরিহিত ত্রিদণ্ডধারী তাপস। আমি ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত লোকনায়ক সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩. আমার পরিহিত মৃগচর্মকে একাংশ করে দুহাত জোড় করে নতশিরে সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করেছিলাম এবং গাথাযোগে লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৪-৫. যেমন অণ্ডজ, স্বেদজ, ঔপপাতিক ও জরায়ুজ প্রভৃতি সত্ত্বগণ এবং কাক, পক্ষী প্রভৃতি আকাশচারী সমস্ত প্রাণীগণ। অথবা সংজ্ঞী-অসংজ্ঞী যেই সমস্ত সত্ত্বগণ আছে, তারা সকলেই আপনার জ্ঞানসীমার অভ্যন্তরে অবস্থিত।

৬. পৃথিবীতে যে সমস্ত সুগন্ধ আছে সেগুলো, বিশাল বিশাল পর্বতমালা ও সুউচ্চ হিমালয় পর্বত কোনোটাই আপনার শীলগুণের ষোলকলার এককলার সমান নয়।

৭. আপনি হচ্ছেন দেবলোকসহ এই পৃথিবীর মোহরূপ অন্ধকার বিদূরণকারী, আপনার জ্ঞানজ্যোতিতে সমস্ত অজ্ঞতারূপ অন্ধকার এখন বিধ্বংসিত।

৮. সূর্য অস্তমিত হলে যেমন সত্ত্বগণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ঠিক তদ্রূপ বুদ্ধ তথাগত উৎপন্ন না হলে এই পৃথিবী অজ্ঞতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে।

৯. পৃথিবীতে সূর্য উদিত হলে যেমন সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয়, ঠিক তদ্রূপ বুদ্ধশ্রেষ্ঠ আপনিও অজ্ঞতারূপ সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করেন।

১০. কঠোর সাধনা বলে আপন চিত্তকে দমন করে আপনি দেবলোকসহ এই মনুষ্যলোকে বুদ্ধ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আপনি আপনার কর্মের মাধ্যমে বহু মানুষকে সন্তুষ্ট করেছেন।

১১. স্থিতধী মহামুনি পদুমুত্তর ভগবান তার সেই সমস্ত প্রশংসাবাক্য অনুমোদন করে আকাশে হংসরাজের ন্যায় নভোমণ্ডলে উঠেছিলেন।

১২. মহর্ষি পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ নভোমণ্ডলে উঠে অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৩. যেই ব্যক্তি নানা উপমাযোগে আমার জ্ঞানপ্রভার ভূয়সী প্রশংসা করল, আমি এখন তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

১৪. সে দেবলোকে আঠারবার দেবরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং পৃথিবীতে তিনশতবার রাজা হবে।

১৫. পৃথিবীতে সে পঁচিশবার রাজচক্রবর্তী হবে এবং তখন তার অধীনে অসংখ্য প্রাদেশিক রাজ্য থাকবে।

১৬. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

১৭. তখন সে তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত কর্মপ্রভাবে নীচুজাতে জন্মগ্রহণ করলেও উপালি নামে খ্যাত হবে।

১৮. পরে সে প্রব্রজিত হয়ে পাপের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

১৯. শাক্যপুত্র মহর্ষি গৌতমবুদ্ধ তার প্রতি অতিশয় তুষ্ট হয়ে বিনয়জ্ঞ উপালিকে এই শ্রেষ্ঠস্থান দিবেন।

[অতঃপর ভাগিনেয় উপালি স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

২০. আমি শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হয়েছি। আমার সমস্ত করণীয় কৃত হয়েছে। এখন আমি অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করি।

২১. ভগবান আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত আমাকে বিনয়ে বিশারদ উপাধি দিয়েছেন। এখন আমি আমার স্বীয় কর্মে অভিরমিত হয়ে ও অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

২২. আমি প্রাতিমোক্ষশীলে ও পঞ্চেন্দ্রিয়ে সুসংযত হয়ে সমস্ত রত্নের আকর বিনয়কে ধারণ করি।

২৩. আমার এই সমস্ত গুণ অবগত হয়ে অনুত্তর শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে এই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন।

২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপালি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভাগিনেয় উপালি স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সোণকোটিবীস স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করতে করতে ব্যাপক বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হলেন। তিনি ভগবানের চঙ্ক্রমণের সুবিধার জন্য একটি সুন্দর চঙ্ক্রমণ ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন। তাতে তিনি সুগন্ধী চূর্ণ লেপন করান। সমস্ত চঙ্ক্রমণ ঘর সমতল মসৃণ করান। নানা বর্ণের পুষ্প, প্রদীপ, ধূপ প্রভৃতি সজ্জিত করান এবং

চন্দ্রাতপ টাঙিয়ে দেন। এভাবে ভগবানের উদ্দেশে চঙ্ক্রমণ ঘর দান করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম উত্তম আহারে পূজা করেন।

তিনি এভাবে আজীবন পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে শেষ জন্মে কোলিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি কোটি টাকা মূল্যের কানের ডুল পরতেন বিধায় তার নাম কোটিকর্ণ তথা কুটিকর্ণ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছিল। তিনি ভগবানের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়ে তার কাছে ধর্মশ্রবণ করে শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হয়ে বিদর্শন ভাবনাবলে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অনোমদর্শী মুনির' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৫. লোকশ্রেষ্ঠ অনোমদর্শী মুনির জন্য আমি সুগন্ধী চূর্ণ লেপন করিয়ে একটি চঙ্ক্রমণ ঘর তৈরি করিয়েছিলাম।

২৬. সেই চঙ্ক্রমণ ঘরে আমি নানা বর্ণের পুষ্প ছিটিয়েছিলাম এবং আকাশে চন্দ্রাতপ তথা শামিয়ানা টাঙিয়ে বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে ভোজন করিয়েছিলাম।

২৭. আমি তখন সুব্রত ভগবানকে দুহাত জোড় করে অভিবাদন করে দীর্ঘ হলঘর দান করেছিলাম।

২৮. অনুত্তর শাস্তা চক্ষুষ্মান ভগবান আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত সেই দীর্ঘ হলঘরটি গ্রহণ করেছিলেন।

২৯. সদেব-মনুষ্যলোকে দক্ষিণাযোগ্য সম্বুদ্ধ সেই দীর্ঘ হলঘরটি প্রতিগ্রহণের পর ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩০. যেই ব্যক্তি আনন্দিত মনে আমাকে এই দীর্ঘ হলঘরটি দান করেছে, আমি এখন তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৩১-৩২. এই পুণ্যকর্মীর মৃত্যুকালে অলৌকিকভাবে হাজারো অশ্বরথ উৎপন্ন হবে। সেই অশ্বরথে চড়ে এই পুণ্যপুরুষ দেবলোকে গমন করবে। সেই রথে চড়ে দেবলোকে পৌঁছলে দেবগণ সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাদের সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে।

৩৩. শ্রেষ্ঠরত্ন-সমন্বিত ও সুবর্ণ মৃত্তিকালিপ্ত মহার্ঘ মূল্যের বিশাল কুটাগারে সে অবস্থান করবে।

৩৪. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে অভিরমিত হবে এবং পঁচিশ কল্প পর্যন্ত দেবরাজ হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করবে।

৩৫. সাতাত্তরবার সে রাজচক্রবর্তী হবে এবং প্রবল যশস্বী হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে এক নামে পরিচিত হবে।

৩৬. দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এবং বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করে সে আটাশ কল্প পর্যন্ত রাজচক্রবর্তী হবে।

৩৭. তখনো তার জন্য দশ প্রকার শব্দ-বিবর্জিত উত্তম, শ্রেষ্ঠ একটি প্রসাদ বিশ্বকর্মা নির্মাণ করে দেবেন এবং তাতে সে বসবাস করবে।

৩৮. আজ থেকে অপ্রমেয় কল্প পরে সে মহাপরাক্রমশালী ভূমিপাল নামক ওক্কাকু রাজ্যের রাজা হবে।

৩৯. ষোল হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে অসম্ভব সুন্দরী এক অভিজাত ক্ষত্রিয় কুমারী নয়টি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে।

৪০. সেই সময় সে নয়টি পুত্রসন্তানের জননী ক্ষত্রিয় কুমারীকে মেরে ফেলবে এবং প্রিয় তরুণী এক কন্যাকে নিজের মহিষীরূপে গ্রহণ করবে।

৪১. রাজ্যের ওক্কাকুদের তুষ্ট করে সে এক অসম্ভব সুন্দরী কন্যা লাভ করবে এবং বরপ্রাপ্ত হয়ে সেই কন্যা তার পুত্রদের প্রব্রজিত করাবে।

৪২. তারা সকলে প্রব্রজিত হয়ে একসাথে পর্বতে যাবে এবং সেখানে তারা জাতিভেদ হওয়ার ভয়ে নিজেদের ভগ্নিদের সাথেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

৪৩. তন্মধ্যে একটি কন্যা অসম্ভব ব্যাধি পীড়িত হবে এবং তারা তখন 'আমাদের জাতি নষ্ট না হোক' এই ভেবে ক্ষত্রিয়দের নিধন করবে।

৪৪. ক্ষত্রিয়দের নিধন করে সেই কন্যার সাথেই সে বসবাস করবে এবং সেই সময় ওক্কাকুকুলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে।

৪৫. ওক্কাকুকুলের লোকজন তখন তার প্রজা হবে এবং কোলিয় জাতিতে সে বিপুল পরিমাণ মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করবে।

৪৬. মৃত্যুর পর সে দেবলোকে গমন করবে। সেখানেও সে অতীব মনোরম একটি সুন্দর প্রাসাদ লাভ করবে।

৪৭. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে 'সোণ' নামে পরিচিত হবে।

৪৮. শাস্তার শাসনে প্রব্রজিত হয়ে সে আরব্ধবীর্য ও দমিতচিত্ত হয়ে সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৪৯. অনন্তদর্শী, বিশেষজ্ঞ, মহাবীর শাক্যপুত্র গৌতম ভগবান তাকে

শ্রেষ্ঠস্থান দিবেন।

৫০. অঝোর ধারায় মেঘ বর্ষণের ফলে চারি আঙুল প্রমাণ তৃণজাত হলে খোলা আকাশ তলে তিনি কঠোর সাধনায় নিয়োজিত হলেন, তারপরও লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলেন।

[পরবর্তীকালে বুদ্ধের নির্দেশে বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্ব লাভ করার পর নিজের সম্বন্ধে বললেন]

৫১. আমি নিজেকে উত্তমভাবে দমন করেছি। চিত্ত আমার এখন সুপ্রণীহিত। আমার কাঁধ থেকে সমস্ত দুঃখভার নেমে গিয়েছে। সর্বাসব ক্ষয় করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে নিবৃত হয়েছি।

৫২. পশুরাজ সিংহের ন্যায় মহানাগ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন।

৫৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সোণকোটিবীস স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সোণকোটিবীস স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কালিগোধপুত্র ভদ্দীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে স্ত্রী-পুত্রসমেত সংসার জীবন যাপন করতে করতে একদিন তিনি নগরবাসীদের পুণ্যকর্ম করতে দেখতে পেলেন। তাতে উৎসাহিত হয়ে তিনি নিজেও পুণ্যকর্ম করতে ইচ্ছুক হলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে বহু মহার্ঘ মূল্যের শয্যাসনাদি প্রস্তুত করালেন। তাতে ভগবান প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বসিয়ে উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য ভোজন করিয়ে মহাদান দিলেন।

এভাবে তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি এই উভয়সম্পত্তি ভোগ করে পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে কালিগোধা নামক দেবীর পুত্র হয়ে জন্ম নিলেন। পরে তিনি তার সুকোমল ও সুডৌল হাত-পায়ের ভদ্রভাবের কারণে এবং কালিগোধ দেবীর পুত্র হওয়ার কারণে কালিগোধপুত্র ভদ্দীয় নামে ব্যাপক পরিচিত হলেন।

তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে প্রব্রজিত হয়ে অচিরেই অর্হৎ হলেন।

তিনি অর্হৎ হওয়ার পর নিজের পূর্বকৃত পুণ্য স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৪. সর্ববিধ লোকের সর্বাধিনায়ক, মৈত্রীচিত্ত মহামুনি পদুমুত্তর সম্বুদ্ধের নিকট সকল জনতা উপস্থিত হতেন।

৫৫. তারা সকলে বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘকে বিবিধ প্রকার রুটিসহ উত্তম উত্তম আমিষ ও পানীয় দান করতেন।

৫৬. তাদের দেখে আমি ও দেবাতিদেব বুদ্ধশ্রেষ্ঠ প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে নিমন্ত্রণ করে দান দিয়েছিলাম।

৫৭. আমার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে তারা তথাগত প্রমুখ অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

৫৮. আমি সর্বজ্ঞ বুদ্ধের উপযুক্ত করে লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণময় পালঙ্ক তৈরি করিয়েছিলাম এবং তাতে নরম তুলা ও ক্ষৌম কার্পাসাদি যূথবদ্ধ করেছিলাম।

৫৯. দেবাতিদেব, নরশ্রেষ্ঠ, লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬০. আসন হতে উঠে এসে অত্যন্ত প্রসন্নমনে মহান যশস্বী লোকনাথ সম্বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে অভিনন্দিত করেছিলাম।

৬১. লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ লক্ষ ভিক্ষুকে আমি অত্যন্ত প্রসন্নমনে পরম অন্ন দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৬২. দক্ষিণাযোগ্য, লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬৩. যেই ব্যক্তি স্বর্ণনির্মিত এই মহার্ঘ মূল্যের আসনটি দান করেছে এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৬৪. সে দেবলোকে চুয়াত্তরবার দেবরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং সেখানে দেব-অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দেবসম্পত্তি ভোগ করবে।

৬৫. সে পৃথিবীতে হাজারবার প্রাদেসিক রাজা হবে এবং একান্নবার সে রাজচক্রবর্তী হবে।

৬৬. সে জন্মজন্মান্তরে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করবে। পরবর্তীকালে সে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে প্রব্রজিত হয়ে ভদ্দীয় নামক শাস্তাশ্রাবক হিসেবে

পরিচিত হবে।

[অতঃপর কালিগোধপুত্র ভদ্দীয় স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

৬৭. আমি কায়বিবেক, চিত্তবিবেক ও উপধিবিবেক এই ত্রিবিধ বিবেকযুক্ত নির্জন শয়নাসন ভজনা করি। মার্গফল আমার অধিগত এবং আমার সমস্ত চিত্তক্লেশ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

৬৮. আমার এই সমস্ত গুণ অবগত হয়ে লোকনায়ক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমাকে এই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন।

৬৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কালিগোধপুত্র ভদ্দীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কালিগোধপুত্র ভদ্দীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সন্নিট্‌ঠাপক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহবাসের বহু দোষ দেখতে পেয়ে বস্তুকাম ও ক্লেশকাম ত্যাগ করে হিমালয়ের অনতিদূরে এক পর্বতের অরণ্যে বসবাস করেন। সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে সেই স্থানে উপনীত হলেন। অতঃপর সেই তাপস ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে বন্দনা নিবেদনপূর্বক বসার জন্য তৃণ বিছিয়ে দিলেন। ভগবান সেখানে বসলেন। তারপর তিনি ভগবানকে মধু, তিল, ফলমূল প্রভৃতি দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন।

সেই পুণ্যকর্মের ফলে তিনি মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে প্রব্রজিত হলেন এবং পরে বিদর্শন ভাবনা বলে অচিরেই অর্হৎ হলেন। অতি শিগ্‌গির অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে তিনি শান্তিপদ নির্বাণে সুষ্ঠুরূপে স্থিত বিধায় সন্নিট্‌ঠাপক স্থবির নামে খ্যাত হন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘অরণ্যে কুঠির নির্মাণ করে’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭০. অরণ্যে কুঠির নির্মাণ করে আমি পর্বত মধ্যে বসবাস করতাম এবং

লাভ-অলাভ ও যশ-অযশে আমি যথাসম্ভব সন্তুষ্টচিত্ত থাকতাম।

৭১. পরম দক্ষিণাযোগ্য, লোকবিদ, পদুমুত্তর বুদ্ধ লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে আমার নিকটে এসেছিলেন।

৭২. আমার কাছে উপনীত হওয়া মহানাগ পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি তৃণাসন বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

৭৩. আমি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে ঋজুভূত বুদ্ধকে আমণ্ড পানীয় দান করেছিলাম।

৭৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে সেদিন আমি দান দিয়েছিলাম, সেই থেকে আজ পর্যন্ত একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আমণ্ড পানীয় দানেরই ফল।

৭৫. আমি আজ থেকে একচল্লিশ কল্প আগে অরিন্দম নামে এক মহাপ্রতাপশালী সপ্তরত্ন-সমন্বিত রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৭৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট সমাপত্তি ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সন্নিট্ঠাপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সন্নিট্ঠাপক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চহস্তিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। সেই সময় তিনি হাতের পাঁচটি উৎপল দিয়ে উদ্যানে বিচরণরত সুমেধ ভগবানকে পূজা করেন। সেই পঞ্চ উৎপল গিয়ে আকাশে চন্দ্রাতপ হয়ে ছায়া দিতে দিতে তথাগতের সাথে সাথে গমন করত। তিনি তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তার সর্বাঙ্গ শরীর পঞ্চপ্রীতিতে পরিপূর্ণ হলো। তিনি আজীবন সেই পুণ্য অনুস্মরণ করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। বহু যোনিতে জন্ম নিয়ে পরিশেষে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বিদর্শন ভাবনা বলে তিনি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত কুশলকর্ম অনুসারেই তিনি

পঞ্চহস্তিয় স্থবির নামে পরিচিত হন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে নিজের দৃষ্ট পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুমেধ সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭৭. অধোচক্ষু, স্বল্পভাষী, স্মৃতিমান, সংযতেন্দ্রিয় সুমেধ সম্বুদ্ধ উদ্যানে বিচরণ করছিলেন।

৭৮. এমন সময় আমার হাতে ছিল পাঁচটি উৎপল। আমি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে সেই পাঁচটি উৎপল দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৭৯. মহানাগ আচার্যকে যেমন শিষ্যরা ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে, ঠিক তদ্রূপ সেই পাঁচটি উৎপলও শাস্তার মাথার উপর সব সময় চন্দ্রাতপ হয়ে ঝুলে থাকত।

৮০. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে যেদিন আমি পাঁচটি উৎপল দান করেছিলাম, সেই থেকে এখনো পর্যন্ত আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮১. আজ থেকে বিশশত কল্প আগে আমি পাঁচবার ক্ষত্রিয় ও একহস্তিয় নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা ছিলেন।

৮২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পঞ্চহস্তিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চহস্তিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. পদুমাচ্ছাদনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ত্রিরত্নের প্রতি অতীব প্রসন্ন হয়ে পরিনির্বাপিত বিপশ্বী ভগবানের শ্মশানকে পদ্মফুল দিয়ে পূজা করেন। তিনি আজীবন পুণ্যের কথা স্মরণ করে প্রসন্নমনে অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর পর সুগতি লোকে জন্ম পরিভ্রমণ করতে করতে দিব্য ও মনুষ্য দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে আমাদের এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত

হন এবং বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও প্রচেষ্টার পর অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তার দিবাবিহারের স্থান ও রাত্রিবিহারের স্থান প্রভৃতি স্থানে অবস্থানের সময় সব সময় তার মাথার উপর পদ্মফুলের চন্দ্রাতপ ঝুলে থাকত। তাই তিনি পদুমাচ্ছাদনীয় স্থবির নামে খ্যাত হন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পরিনির্বাপিত লোকনাথ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৩. শ্রেষ্ঠপুদ্গল লোকনাথ বিপশ্বী ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি তার শ্মশানকে সুপুষ্পিত পদ্মফুল দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৮৪. সেই সুপুষ্পিত পদ্মফুলগুলো ভগবানের শ্মশানের উপরে আকাশে চন্দ্রাতপ হয়ে ঝুলে থাকত।

৮৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি সুপুষ্পিত পদ্মফুল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা দানেরই ফল।

৮৬. আজ থেকে সাতচল্লিশ কল্প আগে আমি চতুরন্ত বিজয়ী মহাপরাক্রমশালী পদুমিশ্বর নামে চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমাচ্ছাদনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমাচ্ছাদনীয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. শয়নদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে হাতির দাঁত, স্বর্ণ প্রভৃতি দিয়ে শোয়ার জন্য খাট তৈরি করে, তাতে বহু বিচিত্র আস্তরণে আচ্ছাদিত করে ভগবানকে পূজা করেন। ভগবান তার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত সেটি গ্রহণ করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি জন্মে জন্মে দিব্য ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শাস্তা শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা

গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম অনুসারে তিনি শয়নদায়ক স্থবির নামে খ্যাত হন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৮. মৈত্রীপরায়ণ সিদ্ধার্থ ভগবানকে আমি উত্তম শয়নাসন দান করেছিলাম এবং তাতে বহু বিচিত্র কাপড় আচ্ছাদিত করেছিলাম।

৮৯. ভগবান সেই ব্যবহারযোগ্য শয়নাসন প্রতিগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই আসন হতে উঠে গিয়ে শূন্যে উড়াল দিয়েছিলাম।

৯০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি উত্তম শয়নাসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শয়নাসন দানেরই ফল।

৯১. আজ থেকে একান্ন কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী দেবসহায় শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শয়নদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শয়নদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. চঙ্ক্রমণদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঁচু জায়গায় অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে রৌপ্যরাশি সদৃশ অতীব শোভমান এক চঙ্ক্রমণশালা তৈরি করালেন। তাতে তিনি স্বচ্ছ বালি ছিটিয়ে দিয়ে মৃদু সুকোমল করে ভগবানকে দান করেন। ভগবান তা প্রতিগ্রহণ করেন। প্রতিগ্রহণের পর তিনি কায়সুখে ও চিত্তসুখে দিনাতিপাত করে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন, এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে গৌতম ভগবানের শাসনে শ্রাবক হবে।

তিনি সেই পুণ্যকর্মের ফলে দেব-মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে দ্বিবিধ

সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম অনুসারে তিনি চঙ্ক্রমণদায়ক স্থবির নামে খ্যাত হন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অর্থদশী মুনির' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৩. লোকশ্রেষ্ঠ মহামুনি অর্থদশী ভগবানের জন্য আমি ইষ্টকাদি দ্বারা একটি চঙ্ক্রমণশালা নির্মাণ করিয়েছিলাম।

৯৪. সেই সুনির্মিত মনোরম চঙ্ক্রমণশালাটি উচ্চতায় পঞ্চরত্ন (হাত?) ও দৈর্ঘ্যে একশত হাতবিশিষ্ট।

৯৫. নরশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী ভগবান তা প্রতিগ্রহণ করেছিলেন এবং হাতে এক মুঠো বালি নিয়ে এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৯৬. এই ব্যক্তি এই স্বচ্ছ বালি ও সুনির্মিত মনোরম চঙ্ক্রমণশালা দানের ফলে জন্মে জন্মে সপ্তরত্ন-সমন্বিত হবে।

৯৭. সে দেবলোকে তিনকল্প দেবরাজ হয়ে রাজত্ব করবে এবং তখন সে দেব-অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করবে।

৯৮. মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে সে অসংখ্যবার রাজা হবে এবং তিনবার মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হবে।

৯৯. আজ থেকে আঠার কল্প আগে যেদিন আমি এই দানকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চঙ্ক্রমণশালা দানেরই ফল।

১০০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চঙ্ক্রমণদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেন।

[চঙ্ক্রমণদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সুভদ্র স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক মহাধনাঢ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ হন। রত্নত্রয়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি পদুমুত্তর ভগবানকে পরিনির্বাণ মঞ্চে শায়িত অবস্থায় দেখতে পেলেন। সেই সময় ভগবানের পরিনির্বাণ মঞ্চের চতুর্পার্শ্বে দশ হাজার চক্রবালের অসংখ্য দেবতা জড়ো হয়েছিলেন। এমন দৃশ্য দেখে তিনি আরও অধিকতর প্রসন্ন হয়ে নানা প্রকার সুগন্ধী পুষ্প দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন।

সেই পুণ্যকর্মের ফলে তিনি যথায়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে জন্ম নিয়ে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। মনুষ্যকুলে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। জন্মে জন্মে তিনি সুগন্ধী পুষ্প দিয়ে পূজিত হতেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক মহাধনাঢ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বুদ্ধের দর্শন পাননি। অতঃপর ভগবান যখন পরিনির্বাণ মঞ্চে শায়িত সেই সময় তিনি প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তারপর থেকে তিনি সুভদ্র স্থবির নামে খ্যাত হন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর লোকবিদ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০১. পরম দক্ষিণাযোগ্য, লোকবিদ, মহর্ষি পদুমুত্তর ভগবান বিপুল জনতাকে সংসারদুঃখ হতে উদ্ধার করে শান্ত-নিবৃত করান।

১০২. পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ যখন পরিনির্বাপিত হলেন তখন দশ হাজার চক্রবাল কম্পিত হয়েছিল এবং তথাকার অসংখ্য দেবতা ভগবানের পরিনির্বাণস্থানে সমবেত হয়েছিলেন।

১০৩. সুগন্ধী চন্দন পূর্ণ করে বিবিধ তগর-মল্লিকা পুষ্প দিয়ে আনন্দিত মনে আমি নরোত্তম ভগবানকে পূজা করেছিলাম।

১০৪. অনুত্তর শাস্তা পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা জেনে সেই শায়িত অবস্থায়ই এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১০৫. আমার শেষ জীবনে একদম পরিনির্বাণমঞ্চে শায়িত অবস্থায় যেই ব্যক্তি আমাকে বিবিধ গন্ধমাল্য দিয়ে পূজা করল, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

১০৬. এই ব্যক্তি মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গলোকে গমন করবে এবং সেখানে রাজত্ব করার পর নির্মাণরতি দেবলোকে গমন করবে।

১০৭. এভাবে নরোত্তম বুদ্ধকে সুগন্ধী মাল্য দান দিয়ে আপন কর্মফলে সে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করবে।

১০৮. পুনরায় এই ব্যক্তি তুষিত দেবলোকে জন্মগ্রহণ করবে এবং সেই তুষিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করবে।

১০৯. সেই সময় পৃথিবীতে মহানাগ চক্ষুষ্মান শাক্যপুত্র গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন। তিনি বহু সত্ত্বগণকে অজ্ঞতারূপ অন্ধকার থেকে তুলে এনে পরিনির্বাপিত করাবেন।

১১০. তখন সে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে শান্ত-নিবৃত ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে।

১১১. লোকনায়ক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ তার পূর্বকৃত পুণ্যের কথা অবগত হয়ে সোৎসাহে চতুরার্যসত্য সম্বন্ধে দেশনা করবেন।

১১২. সে তখন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পেয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হবে এবং শ্রদ্ধাতদ্গত চিত্তে শাস্তাকে অভিবাদন করে সে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করবে।

১১৩. জগৎশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বুদ্ধ তার মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রসন্নতা ও তুষ্টভাব দেখে তাকে প্রব্রজ্যা দিবেন।

১১৪. অতঃপর সে সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা লাভের পর কঠোর সাধনা করে সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

[পঞ্চম ভাণবার]

[অতঃপর আয়ুষ্মান সুভদ্র স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

১১৫. আমি এখন পূর্বকৃত পুণ্যের ফলে একাগ্রচিত্ত, সুমাহিত ও বুদ্ধের ধর্মোরসজাত ধর্মপুত্র।

১১৬. আমি ধর্মরাজ বুদ্ধের কাছে গিয়ে গভীর অর্থপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম। ধর্মরাজ বুদ্ধের কাছ থেকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর শুনতে শুনতেই আমি ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিলাম।

১১৭. আমি বুদ্ধ তথাগতের সত্যধর্ম জ্ঞাত হয়ে তাঁরই শাসনে অবস্থান করি এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

১১৮. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পদুমুত্তর বুদ্ধ তৈলের অভাবে প্রদীপ নিভে যাওয়ার ন্যায় অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

১১৯. পদুমুত্তর ভগবানের উদ্দেশ্যে নির্মিত সম্পূর্ণ রত্নময় সাত যোজনবিশিষ্ট একটি স্তূপ ছিল, তাতে আমি অত্যন্ত মনোরম উত্তম ধ্বজা দিয়ে সম্পূর্ণ ভদ্রভাবে পূজা করেছিলাম।

১২০. কাশ্যপ বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক, জিনশাসনের উত্তরাধিকারী তিষ্য স্থবির ছিলেন আমার ঔরসজাত পুত্র।

১২১. আমি তাকে অত্যন্ত হীনমনে অভদ্রভাবে কিছু কথা বলেছিলাম। সেই কর্মের ফলস্বরূপ আমি এই শেষ জন্মে বুদ্ধের পরিনির্বাণের ঠিক আগ

মুহূর্তে সর্বশেষে ধর্মজ্ঞান লাভ করেছি।

১২২. মহামুনি বুদ্ধ যখন মল্লদের শালবন উপবনে অন্তিম শয্যায় শায়িত, অবস্থায় আমার প্রতি অনুকম্পাবশত আমাকে প্রব্রজ্যা দিলেন।

১২৩. আজই আমার প্রব্রজ্যা, আজই উপসম্পদা এবং আজই দ্বিপদোত্তম বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভ।

১২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুভদ্র স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুভদ্র স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. চুন্দ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি সপ্তরত্নময় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে তাতে সুমন পুষ্প দিয়ে আচ্ছাদিত করে ভগবানকে পূজা করেন। সেই সুমন পুষ্পগুলো আকাশে উঠে ভগবানের মাথার উপর চন্দ্রাতপ আকারে স্থিত হয়েছিল। অতঃপর ভগবান তার সম্বন্ধে এই ভবিষদ্বাণী করে বললেন, এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে গৌতম ভগবানের শাসনে চুন্দ নামে শ্রাবক হবে।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে পর্যায়ক্রমে ছয়টি কামসুগতি ভূমিতে দিব্যসুখ ভোগ করে মনুষ্যলোকে চক্রবর্তী সম্পত্তি প্রভৃতি সুখসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ব্রহ্মণ পরিবারে রূপসারির পুত্র সারিপুত্র স্থবিরের কনিষ্ঠ ভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অসম্ভব রকম শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে তার নাম রাখা হলো 'চুন্দ'। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি গৃহবাসের বহু দোষ ও প্রব্রজ্যার সুফল দেখে বড়ভাই স্থবির সারিপুত্রের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১২৫. লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে মহার্ঘ মূল্যের একটি প্রাসাদ

নির্মাণ করিয়ে তাতে আমি সুমনপুষ্প দিয়ে আচ্ছাদিত করেছিলাম।

১২৬. বুদ্ধের উদ্দেশে প্রাসাদ নির্মাণ শেষে আমি সেই পুষ্প বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১২৭. লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক বুদ্ধের প্রতি অতীব প্রসন্ন হয়ে আনন্দিত মনে আমি মহার্ঘ মূল্যের পুষ্প দান করেছিলাম।

১২৮. সংশয়োত্তীর্ণ সম্বুদ্ধ ও ত্রিবিধ স্রোত অতিক্রমকারী সিদ্ধার্থ ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১২৯. যেই ব্যক্তি এই সুগন্ধ পুষ্প দান দেওয়ায় দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হচ্ছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

১৩০. এই ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেবসংঘ-পরিবেষ্টিত হয়ে ও সুগন্ধ পুষ্পাকীর্ণ হয়ে দেবলোকে গমন করবে।

১৩১. পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের প্রভাবে তার জন্য সম্পূর্ণ স্বর্ণময় ও মণিময় একটি সুউচ্চ ভবন উৎপন্ন হবে।

১৩২. সে দেবলোকে চুয়াত্তরবার দেবরাজত্ব করবে এবং তখন সে দেব-অপ্সরা পরিবেষ্টিত হয়ে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করবে।

১৩৩. পৃথিবীতে সে তিনশতবার রাজা হবে এবং পঁচাত্তরবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

১৩৪. সে স্বীয় পূর্বকৃত কর্ম না দেখেই পূর্বকৃত পুণ্য ভোগ করে দুর্জয় নামক মানবাধিপতি হবে।

১৩৫. সে বিনিপাত নিরয়ে না গিয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করবে এবং তখন তার জন্য শতকোটি হিরণ্য উৎপন্ন হবে।

১৩৬. ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্মগ্রহণ করবে এবং শ্রুতবান, ধীমান সারি ব্রাহ্মণের ঔরসজাত প্রিয় পুত্র হবে।

১৩৭. পরবর্তীকালে সে গৌতম বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হয়ে চুলচুন্দ নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৩৮. শ্রামণের অবস্থায় সে শান্ত ক্ষীণাসব অর্হৎ হবে এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

১৩৯. আমি সর্বোত্তম নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য মহাবীর বুদ্ধকে বহু সেবা-শুশ্রূষা করেছি এবং বহু শীলবান ভিক্ষুসহ আমার জ্যেষ্ঠ ভাই সারিপুত্র স্থবিরেরও সেবা-শুশ্রূষা করেছি।

১৪০. আমার ভাইকে বহু সেবা-শুশ্রূষা করার পর তার ধাতুগুলো পাত্রে নিয়ে লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধকে দিয়েছি।

১৪১. বুদ্ধ সেই ধাতুগুলো উভয় হাতে নিয়ে জনতাকে দেখিয়ে আমার ভাই অগ্রশ্রাবকের গুণকীর্তন করেছি।

১৪২. চিত্ত আমার সুবিমুক্ত, শ্রদ্ধা আমার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে আমি অবস্থান করি।

১৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চুন্দ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চুন্দ স্থবির অপদান সমাপ্ত]

[উপালি-বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

উপালি, সোণো, ভদ্দিয়, সন্নিট্‌ঠাপক, হস্তিয়,
পদুমাচ্ছাদনীয়, শয়ন, চঙ্ক্রমণশালা, সুভদ্র,
চুন্দ স্থবিরসহ মোট এই দশটি অপদান
একশত তেয়াল্লিশটি গাথায় হয়েছে সমাপ্ত।

* * *

৬. বীজনী-বর্গ

১. বিধূপনদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট পূরিত পুণ্যসম্ভারে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার অঢেল বিত্ত-বৈভব ছিল। শাস্তার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়ে তিনি গৃহী থাকাকালে স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-মুক্তা-খচিত একটি পাখা তৈরি করে ভগবানকে দান করেন। সেই পুণ্যকর্মের ফলে তিনি দেব-মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে আমাদের এই গৌতম সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। গৃহবাসের বহু দোষ ও প্রব্রজ্যার বহু সুফল দেখতে পেয়ে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

'কোন কর্মের দ্বারা আমি এই লোকোত্তর সম্পত্তি লাভ করেছি?' এই ভেবে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে প্রত্যক্ষভাবে অবগত হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. দ্বিপদীদের মধ্যে ইন্দ্র, লোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু দ্বারা নির্মিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কারুকাজ করা একটি পাখা দান করেছিলাম।

২. বুদ্ধ তথাগতের প্রতি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে ও দুহাত জোড় করে আমি সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করেছিলাম এবং উত্তরাভিমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৩. লোকশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক পদুমুত্তর শাস্তা আমার প্রদত্ত পাখা গ্রহণ করার পর ভিক্ষুসংঘের মাঝে দাঁড়িয়ে এই গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

৪. এই কারুকাজ খচিত পাখা দান করার ফলে ও চিত্ত-প্রসন্নতার ফলে সে লক্ষকল্প পর্যন্ত বিনিপাত অপায়ে গমন করবে না।

[অতঃপর বিধূপনদায়ক স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

৫. আমি আরব্ধবীর্য, দমিতচিত্ত, সমাহিতচিত্ত এবং জন্মের সাত বৎসরের মাথায় আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৬. আজ থেকে ষাট হাজার কল্প আগে আমি ষোলবার মহাপরাক্রমশালী বীজমানস নামে রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের

শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিধূপনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিধূপনদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. শতরশ্মি স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিবিধ শাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা ও ত্রিবেদ শিক্ষা করে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি গৃহত্যাগ করে অরণ্যে প্রবেশপূর্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং সেই থেকে হিমালয়ে বাস করতে থাকেন। সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে সুউচ্চ এক পর্বতে উঠে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় বসলেন। তাপস ভগবানকে সেভাবে বসে থাকতে দেখে অতিশয় আনন্দিত মনে দুহাত জোড় করে নানা উপমাযোগে ভগবানের প্রশংসা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর ছয় সুগতি স্বর্গলোকে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করার পর মনুষ্যলোকে শতরশ্মি নামক চক্রবর্তী রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মে চক্রবর্তী-সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে জ্ঞানের পরিপক্বতাহেতু জন্মের সাত বৎসরের মাথায় প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

'কোন কর্মের ফলে মাত্র সাত বৎসর বয়সে আমি অনুত্তর শান্তিপদ নির্বাণ লাভ করেছি?' এই ভেবে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি উদানবশে প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুউচ্চ পর্বতে শৈলময় আরোহণ করে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮. পুরুষোত্তম পদুমুত্তর ভগবান সুউচ্চ শৈলময় পর্বতের উপর আরোহণ করে সেখানে বসেছিলেন। সেই পর্বতেরই অনতিদূরে এক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ বাস করছিলেন।

৯. উপবিষ্ট দেবাতিদেব, মহাবীর, নরশ্রেষ্ঠ, লোকনায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি দুহাত জোড় করে সম্মান জানিয়েছিলেন।

১০. ইনিই সেই মহাবীর, শ্রেষ্ঠধর্ম-প্রকাশক বুদ্ধ হবেন যিনি ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হচ্ছেন।

১১. চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর বুদ্ধ উত্তাল মহাসমুদ্রের ন্যায়, অনতিক্রম্য মহানদীর ন্যায় ও নির্ভীক পশুরাজ সিংহের ন্যায় স্বীয় পরিষদকে ধর্মদেশনা করছিলেন।

১২. শাস্তা পদুমুত্তর ভগবান আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে ভিক্ষুসংঘের মাঝে দাঁড়িয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৩. যেই ব্যক্তি আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে দুহাত জোড় করেছে এবং বুদ্ধশ্রেষ্ঠের গুণকীর্তন করেছে, সে দেবলোকে দেবরাজ হয়ে ত্রিশ হাজার কল্প রাজত্ব করবে।

১৪. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে পৃথিবীতে যাবতীয় সংসারদুঃখ হতে মুক্ত গৌতম সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন।

১৫. এই ব্যক্তি তারই ধর্মৌরসজাত ধর্মপুত্র হবে এবং শতরশ্মি স্থবির নামে অর্হৎ হবে।

১৬. মাত্র সাত বৎসর বয়সে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি এবং শতরশ্মির ন্যায় আমার জ্ঞানপ্রভা চতুর্দিকে প্রসারিত হয়েছে।

১৭. আমি মণ্ডপে অথবা বৃক্ষমূলে যত্রতত্র কঠোর ধ্যান অনুশীলন করেছি এবং গৌতম সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

১৮. আজ থেকে ষাট হাজার কল্প আগে আমি চারবার রাম নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শতরশ্মি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শতরশ্মি স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. শয়নদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসের সময় প্রভুত সুখ-সম্পত্তি ভোগ করতে করতে একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হলেন। তাই তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যময় মহার্ঘ মূল্যের একটি খাট তেরি করিয়ে তাতে সুকোমল চীনাবস্ত্রাদিতে আচ্ছাদিত করে শোয়ার জন্য ভগবানকে দান

করলেন। ভগবান তার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত তাতে শয়ন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে প্রভূত সুখ-সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি শাস্তার নিকট ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২০. সর্বলোকের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি অতি প্রসন্নমনে শয়ন (খাট) দান করেছিলাম।

২১. সেই শয়ন (খাট) দান করার ফলে আমার জীবনের সুখের বীজ উপ্ত হয়েছিল, তার ফলে আমার জন্মে জন্মে বিপুল ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হয়েছিল। ইহা আমার শয়ন দানেরই ফল।

২২. আকাশে কিংবা ভূমিতে আমি যেখানেই শয্যা গ্রহণ করি না কেন, সেখানে আমার শয্যাই সবচেয়ে উত্তম হতো। ইহা আমার শয়ন দানেরই ফল।

২৩. আমি পাঁচ হাজার কল্প আগে আটবার মহাতেজস্বী রাজা হয়েছিলাম এবং চৌত্রিশশত কল্প আগে আমি চারবার মহাপরাক্রমশালী রাজা হয়েছিলাম।

২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শয়নদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শয়নদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. গন্ধোদকীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পদুমুত্তর ভগবানের পরিনির্বাণের পর নগরবাসীকে বোধিপূজা করতে দেখে তিনি নিজেও এক চিত্রিত ঘটে সুগন্ধী জল পূর্ণ করে বোধিবৃক্ষে ঢালতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মহামেঘও অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। তখন তিনি বজ্রপাতের আঘাতে

মৃত্যুবরণ করলেন। বোধিবৃক্ষকে সুগন্ধী জল দিয়ে পূজা করার পুণ্যফলে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে জন্মগ্রহণের পর তিনি 'অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম!' প্রভৃতি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

এভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে সমস্ত প্রকার উষ্ণতাজনিত দুঃখ-বিবর্জিত হয়ে জন্মে জন্মে শীতিভূত হয়ে সুখে কাল যাপন করতেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বিদর্শন ভাবনা বলে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্য অনুসারে তিনি গন্ধোদকীয় স্থবির নামে খ্যাত হন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৫. পদুমুত্তর বুদ্ধের একটি মহাবোধি বৃক্ষ ছিল। আমি সেই বোধিবৃক্ষে বিচিত্র ঘটে করে গন্ধোদক দিয়েছিলাম।

২৬. আমি যখন বোধিবৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালছিলাম তখন মহামেঘও সগর্জনে আঝোর ধারায় বর্ষণ করছিল এবং সেই সাথে মহামেঘের পরস্পর ঘর্ষণের ফলে অশনি বেগে পৃথিবীতে বজ্রপাত হচ্ছিল।

২৭. সেই বজ্রপাতের আঘাতে আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম। দেবলোকে জন্ম নিয়ে আমি এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলাম।

২৮. অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো আমার শাস্তাসম্পদ! মনুষ্য কলেবর ত্যাগ করে আমি এখন দেবলোকে রমিত হই!

২৯. এখানে আমার ভবনটি সুউচ্চ ও শততলবিশিষ্ট এবং লক্ষ কন্যা সব সময় আমাকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে।

৩০. আমার কোনো প্রকার রোগ নেই, শোক নেই এবং কোনো প্রকার উষ্ণতাজনিত দুঃখও আমি ভোগ করি না। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৩১. আজ থেকে আটাশশত কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধোদকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধোদকীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ওপবয়্হ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার ব্যাপক ভোগসম্পত্তি উপভোগ করতে করতে গৃহবাস করতে লাগলেন। পরে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে এক আজানীয় হাতি দিয়ে শাস্তাকে পূজা করলেন। পূজার পর হঠাৎ চিন্তা করলেন, বুদ্ধদি শ্রমণগণ হাতি-ঘোড়া প্রভৃতি অকপ্পিয় বস্তু গ্রহণ করেন না। আমি কপ্পিয় জিনিসই দান করব। তারপর তিনি সেটির বদলে সমমূল্যের অর্থ দিয়ে উপযুক্ত উন্নত মানের চীবর ও ভৈষজ্য ক্রয় করে দান করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি যথায়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে হাতি, ঘোড়াদি প্রভৃতি বাহন লাভ করে সুখভোগ করতে লাগলেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে তিনি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে কর্মস্থান গ্রহণ করে তাতে বিদর্শন আরোপ করে পর্যায়ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্য অনুসারে তিনি ওপবয়্হ স্থবির নামে খ্যাত হন।

তিনি—'কী কারণে আমি এই শান্তিপদ নির্বাণ অধিগত করতে সক্ষম হয়েছি?'—এই চিন্তা করতে করতে নিজের পূর্বকৃত কর্ম প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাত হয়ে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি উদানবশে প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৩. আমি পদুমুত্তর বুদ্ধকে আজনীয় হস্তী দান করেছিলাম। সম্বুদ্ধকে আজানীয় হস্তী দান করার পর আমি নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

৩৪. তারপর পদুমুত্তর ভগবানের অগ্রশ্রাবক, শ্রেষ্ঠ ধর্মের উত্তরাধিকারী দেবল স্থবির আমার নিকটে এসেছিলেন।

৩৫. তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, সম্পূর্ণ অষ্ট পরিষ্কারের উপর নির্ভরশীল ভগবান আজানীয় হস্তী গ্রহণ করেন না। তারপরও তোমরা সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে চক্ষুষ্মান ভগবান তোমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত তা গ্রহণ করেছিলেন।

৩৬. অতঃপর আমি সিন্ধুদেশীয় আজানীয় হস্তীর বদলে সমমূল্যের কপ্পিয় জিনিস পদুমুত্তর ভগবানকে দান করেছিলাম।

৩৭. সেই পুণ্যকর্মের ফলে আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন সেখানে আমার যথোপযুক্ত সহনীয়

শান্তচিত্ত উৎপন্ন হতো।

৩৮. তাদের কাছে ইহাই পরম লাভ, যারা ভগবানের নিকট উপসম্পদা লাভ করেন। তাই আমিও পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হলে পরে তাঁর সস্নেহ সান্নিধ্য পেয়ে তারই কাছে উপসম্পদা লাভ করতে পেরেছি।

৩৯. অতীতে আমি আটাশবার চতুরন্ত বিজয়ী, জম্বুসন্তের জম্বু-অধিপতি, মহাপরাক্রমশালী রাজা হয়েছিলাম।

৪০. এই একত্রিশ লোকভূমির মধ্যে আমার ইহাই অন্তিম জন্ম। আমি এখন জয়-পরাজয়ের ঊর্ধ্বে অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৪১. আমি আজ থেকে চৌত্রিশ হাজার কল্প আগে মহাতেজস্বী, মহাপরাক্রমশালী সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ওপবয়্হ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ওপবয়্হ স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সপরিবার আসন স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে, বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ও দানফলের প্রতি অচলা বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি নানাবিধ উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাত ভগবানকে দান করেন। দান দেওয়ার পর ভোজনশালার ভোজনের আসনকে সুমন ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্প দিয়ে সাজালেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে বহুবিধ সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি এভাবে শান্তিপদ নির্বাণ লাভ করার পর 'কোন পুণ্যের প্রভাবে এই শান্তিপদ নির্বাণ লাভ করেছি' জ্ঞানযোগে চিন্তা করতে করতে নিজের পূর্বকৃত কর্ম দেখতে পেলেন। অতঃপর অতিশয় আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৩. আমি পদুমুত্তর ভগবানকে পিণ্ডপাত দান করেছিলাম এবং তাড়াতাড়ি গিয়ে ভোজনশালায় ভোজনের আসনটি মল্লিকাদি পুষ্প দিয়ে সাজিয়েছিলাম।

৪৪. সেই সুসজ্জিত আসনে আসীন লোকনায়ক বুদ্ধ ঋজুভূত ও সমাহিতচিত্ত হয়ে পিণ্ডপাত দানের ফল বর্ণনা করেছিলেন এভাবে :

৪৫. উর্বর ক্ষেত্রে অল্পমাত্র বীজ রোপিত হলেও যেমন তাতে সুবৃষ্টি বর্ষিত হলে ব্যাপকভাবে ফল ধরে কৃষককে তুষ্ট করে।

৪৬. ঠিক তদ্রূপ তুমিও এই পিণ্ডপাত উত্তম ক্ষেত্রে দান দিয়েছ, তাই তুমি জন্মজন্মান্তরে উত্তম ফল লাভ করবে।

৪৭. ইহা বলার পর পদুমুত্তর ভগবান পিণ্ডপাত গ্রহণ করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গেলেন।

৪৮. আমি এখন প্রাতিমোক্ষ শীলে ও পঞ্চেন্দ্রিয়ে সুসংযত এবং কায়বিবেক, চিত্তবিবেক ও উপধিবিবেক সমন্বিত হয়ে এবং সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপরিবার আসন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপরিবার আসন স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পঞ্চদীপক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি ভগবানের কাছে ধর্মদেশনা শুনে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হলেন এবং ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও প্রসন্নচিত্ত হলেন। একদিন মহাজনতা অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে বোধিপূজা করছিলেন। তাদের দেখে তিনি নিজেও বোধিবৃক্ষের চতুর্দিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে চক্রবর্তী-সম্পত্তি প্রভৃতি ভোগ করেন। জন্মে জন্মে তিনি শুভ্র সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান বিমানাদিতে বাস করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে প্রদীপ দ্বারা পূজা করার ফলস্বরূপ তিনি পঞ্চদীপক স্থবির নামে খ্যাত হন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সকল সত্ত্বগণের প্রতি' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫০. সকল সত্ত্বগণের প্রতি অসম্ভব রকম অনুকম্পাপরায়ণ পদুমুত্তর বুদ্ধের প্রচারিত সদ্ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে আমি ঋজুদৃষ্টিসম্পন্ন তথা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছিলাম।

৫১. আমি বোধিবৃক্ষের চতুর্পার্শ্বে প্রদীপ দান করেছিলাম এবং সেই সময় আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে প্রদীপ তৈরি করেছিলাম।

৫২. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, আমার মাথার উপর শূন্যের মধ্যে উল্কা (জ্বলন্ত প্রদীপ) ধারণ করা হতো। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

৫৩. এতে করে আমি শৈলময় পর্বত ভেদ করে শত শত যোজন দেখতে পেতাম।

৫৪. সেই পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ আমি আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি এবং দ্বিপদীদের মধ্যে ইন্দ্র তথা শ্রেষ্ঠ তথাগত বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৫৫. আজ থেকে চৌত্রিশশত কল্প আগে আমি শতচক্ষু নামে এক মহাতেজস্বী, মহাবলশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পঞ্চদীপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চদীপক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ধ্বজাদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে সুন্দর

সুন্দর অনেক বস্ত্র দিয়ে ধ্বজা তৈরি করিয়ে ধ্বজাপূজা করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি জন্মে জন্মে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত পূজার্হ হন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্ত্রী-পুত্রসমেত সংসারজীবন করতে করতে তিনি বিরাট ধনী ও যশস্বী হন। শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৭. আমি পদুমুত্তর বুদ্ধের বোধিবৃক্ষের উত্তম পদমূলে (গোড়ায়) হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট চিত্তে বিচিত্র ধ্বজা টাঙিয়েছিলাম।

৫৮. আমি স্বয়ংপতিত বোধিপাতা নিয়ে বাইরে আচ্ছাদিত করেছিলাম এবং অন্তর-বাহির সবকিছুই পরিশুদ্ধ হয়ে আমি এখন অধিমুক্ত ও অনাসক্ত।

৫৯. অত্যন্ত পূজার্হ, লোকবিদ পদুমুত্তর সম্বুদ্ধকে সম্মুখে বন্দনা করার ন্যায় আমি উত্তম বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম।

৬০-৬১. পদুমুত্তর শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে স্থিত হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন। এই ব্যক্তি এই ধ্বজা দান ও সেবা-পূজার ফলে লক্ষকল্প পর্যন্ত দুর্গতিতে গমন করবে না এবং দেবলোকে বিপুল দিব্যসম্পত্তি ভোগ করবে।

৬২. সে বহু শতবার রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং উগ্‌গত নামক চক্রবর্তী রাজা হবে।

৬৩. ব্যাপক সুখসম্পত্তি ভোগ করার পর পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে সে গৌতম ভগবানের শাসনে অভিরমিত হবে।

৬৪. কঠোর সাধনায় রত হয়ে আত্মদমন করে এখন আমি উপশান্ত ও নিরুপধি হয়েছি এবং সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৬৫. আজ থেকে একান্ন হাজার কল্প আগে আমি উগ্‌গতের সহায়ক হয়েছিলাম এবং পাঁচ লক্ষকল্প আগে ক্ষত্রিয় রাজা মেঘের সহায়ক হয়েছিলাম।

৬৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধ্বজাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধ্বজাদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পদুম স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করার ফলে যেই সময় পদুমুত্তর ভগবানের দ্বারা জগতে ধর্ম দেদীপ্যমান ও বিরাজমান, ঠিক সেই সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসকালে তিনি ব্যাপক ভোগসম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি একদিন শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে ধর্মশ্রবণেচ্ছু মহাজনতার সাথে ধর্মশ্রবণ করতে গেলেন। তখন তিনি ধ্বজাসহ পদ্মফুলের মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাকালে ধ্বজাসহ পদ্মফুলের মালা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বাতাসে উড়তে লাগল। সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

আজীবন এভাবে পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর তিনি সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দেব-অপ্সরা পরিবৃত হয়ে পূজিত হয়ে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক শ্রদ্ধাবান ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত পুণ্য অনুসারে তিনি পদুম স্থবির নামে খ্যাত হন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চতুরার্যসত্য প্রকাশকারী' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৭-৬৮. চতুর্সত্য প্রকাশকারী ও শ্রেষ্ঠধর্ম প্রবর্তক পদুমুত্তর ভগবান যখন অমৃতবারি বর্ষণ করে মহাজনতাকে অমৃতময় নির্বাণ সলিলে শান্ত, নিবৃত করছিলেন। তখন আমি ধ্বজাসহ পদ্মফুলের মালা হাতে নিয়ে হাত দুটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে দাঁড়িয়েছিলাম এবং পদুমুত্তর ভগবানের উদ্দেশে সেগুলো শূন্যে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

৬৯. ঠিক সেই মুহূর্তে ধ্বজাসহ পদ্মফুলের মালা ফিরে আসার সময় পদুমুত্তর ভগবান আমার সংকল্প জ্ঞাত হয়ে সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

৭০. পদুমুত্তর ভগবান ধ্বজাসহ সেই পদ্মফুলের মালা হাতে নিয়ে ভিক্ষুসংঘের মাঝে দাঁড়িয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৭১. যেই ব্যক্তি পদ্মফুলগুলো সর্বজ্ঞ, বিনায়ক পদুমুত্তর ভগবানের উদ্দেশে ছুঁড়ে মেরেছিলেন, এখন আমি সেই ব্যক্তির গুণকীর্তন করব। তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোন।

৭৩. সে এই পুষ্পমাল্যের যতগুলো পাতা আছে ঠিক তার সমপরিমাণ চক্রবর্তী রাজা হবে এবং তখন তার উপর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত

হবে।

৭৪. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

৭৫. সে তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী দায়াদ বুদ্ধপুত্র হবে এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে নির্বাপিত হবে।

৭৬. মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমি সম্প্রজ্ঞানের সাথে দিনাতিপাত করেছি এবং জন্মের মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৭৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুম স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুম স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. অসনবোধিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময় জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি সুখে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে অসন বোধিবৃক্ষ হতে একটি ফল নিলেন। সেখান থেকে গজিয়ে উঠা চারা রোপণ করেন। সেই সদ্য রোপিত বোধিবৃক্ষটি যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য নিয়মিত জল দেওয়াসহ প্রভৃতি প্রকারে পরিচর্যা করে পূজা করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারমীবান পুণ্যপুরুষ হওয়ায় তিনি মাত্র সাত বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ক্ষুর দিয়ে মাথার চুল কাটার সময়ই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃত পুণ্য অনুসারে তিনি অসনবোধিয় স্থবির নামে খ্যাত হন।

তিনি পূর্বজন্মের পূরিত পুণ্যসম্ভারের কথা স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭৮. জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখেছিলাম এবং প্রসন্নমনে নরোত্তম বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৭৯. লোকশ্রেষ্ঠ তিষ্য ভগবান যেই বোধিবৃক্ষমূলে বসে বোধিজ্ঞান লাভ

করেছিলেন, আমি অত্যন্ত হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট চিত্তে সেই উত্তম বোধিবৃক্ষ রোপণ করেছিলাম।

৮০. সেই বোধিবৃক্ষের নাম অসন। আমি সেই উত্তম অসন বোধিবৃক্ষকে পাঁচ বৎসর যাবৎ পরিচর্যা করেছিলাম।

৮১. আমার রোপিত বোধিবৃক্ষের সুপুষ্পিত শাখা দেখে আমার শরীরে আশ্চর্যজনকভাবে লোমহর্ষণ হয়েছিল। তারপর আমি নিজের কৃতকর্মের কথা বলতে বলতে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

৮২. সেই সময় অগ্রপুদ্গল স্বয়ম্ভু তিষ্য সম্বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৮৩. যেই ব্যক্তি বোধিবৃক্ষ রোপণ করেছেন ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে বুদ্ধপূজা করেছেন, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৮৪. সে দেবলোকে ত্রিশকল্প দেবেন্দ্র রাজত্ব করবে এবং চৌষট্টিবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

৮৫. তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে সে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে মনুষ্যলোকে রমিত হবে।

৮৬. সে কঠোর সাধনাবলে আত্মদমন করে উপশান্ত ও নিরুপধি হবে এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৮৭. কায়বিবেক, চিত্তবিবেক, উপধিবিবেক এই ত্রিবিধ বিবেকযুক্ত হয়ে আমি এখন সম্পূর্ণ উপশান্ত ও নিরুপধি এবং হস্তীনাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করি।

৮৮. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি বোধিবৃক্ষ রোপণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিবৃক্ষ রোপণেরই ফল।

৮৯. আজ থেকে চুয়াত্তর কল্প আগে আমি দণ্ডসেন নামক বিশ্ববিশ্রুত সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯০. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি 'সমন্তনেমি' নামক পৃথিবীর অধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯১. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি পূর্ণক নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অসনবোধিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অসনবোধিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[বীজনী-বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বীজনী, শতরশ্মি, শয়ন, উদক ও ওপবয়্হ,
সপরিবারা, প্রদীপ, ধ্বজা ও পদ্মপূজক
বোধিসহ সর্বমোট দশটি অপদান মিলে
বিরানব্বইটি গাথা হয়েছে প্রকাশিত।

*　　*　　*

৭. সকচিন্তনীয়-বর্গ

১. সকচিন্তনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভগবানের একদম শেষ বয়সে জন্ম নেন। তাই তিনি ভগবানের দেখা পাননি। ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তিনি ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং হিমালয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন তিনি এক বিবেক উৎপাদনীয় রমণীয় বনে উপনীত হলেন। তিনি সেখানকার এক পর্বত কন্দরে বালি দিয়ে চৈত্য তৈরি করলেন এবং সেই চৈত্যটি ভগবান সংজ্ঞায় বুনো ফুল দিয়ে পূজা করলেন এবং নমস্কার করতে করতে চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ও চক্রবর্তী-সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তখন অঢেল বিত্ত-বৈভরের অধিকারী ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'গভীর নির্জন বন দেখে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. আমি শব্দহীন নির্জন, উপদ্রবমুক্ত, ঋষিগণের উপযুক্ত নিবাস গহীন বন দেখতে পেয়েছিলাম।

২. সেই গহীন নির্জন বনে আমি বালি দিয়ে একটি স্তূপ তৈরি করে তাতে নানা বুনো ফুল দিয়ে সাজিয়েছিলাম এবং সেই স্তূপটিতে আমি সম্মুখে স্থিত সম্বুদ্ধকে বন্দনা করার ন্যায় করে বন্দনা করেছিলাম।

৩. আমি আমার নিজ পুণ্যকর্মের ফলে সপ্তরত্ন-সমন্বিত রাজাধিপতি হয়েছিলাম। ইহা আমার ফুলপূজা দানেরই ফল।

৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেদিন ফুলপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজা দানেরই ফল।

৫. আশি কল্পের একদম শেষপ্রান্তে এসে আমি সপ্তরত্ন-সমন্বিত চারি দ্বীপের অধিশ্বর চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের

শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সকচিন্তনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সকচিন্তনীয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. অবোপুপ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করে আনন্দিত মনে তিনি নানা ধরনের ফুল হাতে নিয়ে বুদ্ধের উপরে ছিটিয়ে দিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেব-মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে স্বর্গ-সম্পত্তি ও চক্রবর্তী-সম্পত্তি ভোগ করে সর্বত্রই পূজিত হলেন। পরবর্তীকালে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পর তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। সমস্ত আকাশজুড়ে দীপ্ত-প্রদীপ্ত হতেন বিধায় এবং পূর্বজন্মে বুদ্ধের উপর পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলেন বিধায় তিনি অবোপুপ্পিয় স্থবির নামে খ্যাত হন।

এভাবে তিনি শান্তিপদ নির্বাণ লাভ করার পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিহার হতে বের হয়ে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭. বিহার হতে বের হয়ে শিখী ভগবান চঙ্ক্রমণঘরে চঙ্ক্রমণের সময় চতুর্সত্য প্রকাশ করেছিলেন এবং অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করেছিলেন।

৮. বুদ্ধশ্রেষ্ঠ শিখী ভগবানের কথিত উপদেশ জ্ঞাত হয়ে আমি নানা ধরনের ফুল হাতে নিয়ে আকাশে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৯. সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি জয়-পরাজয় ত্যাগ করে দ্বিপদীদের ইন্দ্র, লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

১০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি নানাবিধ ফুল ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফুলপূজা দানেরই ফল।

১১. আজ থেকে বিশ কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী সুমেধ নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অবোপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অবোপুপ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. পচ্চাগমনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় সিন্ধু নদীর সমীপে এক চক্রবক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বক পূর্বজন্মের পুণ্যসম্ভার-সমন্বিত হওয়ায় জলজ মৎস না খেয়ে একমাত্র শেওলা খেয়েই জীবন যাপন করত। সেই সময় বিপশ্বী ভগবান সত্ত্বগণকে অনুগ্রহ করার মানসে সেখানে উপস্থিত হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সেই বক দেদীপ্যমান ভগবানকে দেখতে পেল। অতীব প্রসন্নমনে নিজের ঠোঁট দিয়ে সুপুষ্পিত শালবৃক্ষ হতে শালপুষ্প দিয়ে ভগবানকে পূজা করল। সেই চিত্ত-প্রসন্নতার দরুন সেই বক মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হলো এবং অপরাপর ছয়টি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ভোগ করল। মৃত্যুর পর সেখান থেকে মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হলো। মনুষ্যজন্মে তিনি চক্রবর্তী-সম্পত্তি প্রভৃতি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। বকজন্মে ভগবানকে দেখে পুষ্প দিয়ে পূজা করায় তিনি পচ্চাগমনীয় স্থবির নামে খ্যাত হন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিন্ধু নদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩. সেই সময় আমি সিন্ধু নদীর তীরে এক বক হয়ে জন্মেছিলাম। আমি পাপ বিষয়ে ভীষণ সুসংযত ছিলাম এবং শুধু শেওলা খেয়েই জীবন ধারণ করতাম।

১৪. আমি আকাশ পথে গমনরত বিরজ বীতমল বুদ্ধকে দেখেছিলাম এবং ঠোঁট দিয়ে শালপুষ্প নিয়ে বিপশ্বী ভগবানের উদ্দেশে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১৫. তথাগত বুদ্ধের প্রতি যেই ব্যক্তির শ্রদ্ধা অচলা ও সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই

চিত্তপ্রসাদহেতু সে কখনো দুর্গতিতে গমন করে না।

১৬. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট আমার আগমন শুভ হয়েছে এবং পাখি জন্মে আমি দুঃখমুক্তির সুবীজই বপন করেছিলাম।

১৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি শালপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৮. আজ থেকে সতের কল্প আগে আমি মহাপরাক্রমশালী সুচারুদর্শন নামে চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পচ্চাগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পচ্চাগমনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পরপ্রসাদক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিবেদ, ইতিহাস, ব্যাকরণ ও লক্ষণশাস্ত্রসহ প্রভৃতি বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সেই সময় সেল ব্রাহ্মণ নামেই ব্যাপক পরিচিতি পেলেন। তিনি বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন-সমন্বিত অতি শোভমান সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি প্রসন্নমনে বহু উপমাযোগে ভগবানের প্রশংসা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবলোকে শক্র হয়ে ও অপরাপর ছয় কামসুগতি চক্রবর্তী সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই চারি প্রতিসম্ভিদাসহ ষড়াভিজ্ঞ অর্হৎ হলেন। বহু উপমাযোগে বুদ্ধকে প্রশংসা করে সত্ত্বগণের চিত্তপ্রসন্নতা উৎপাদন করেন বিধায় তিনি পরপ্রসাদক স্থবির নামে খ্যাত হন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'শ্রেষ্ঠপুদ্গল, পণ্ডিত প্রবর, বীর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২০. শ্রেষ্ঠপুদ্গল, পণ্ডিতপ্রবর, বীর, মহর্ষি, বিজয়ী, সুবর্ণবর্ণের অধিকারী সম্বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্ন চিত্ত হন না?

২১. যার ধ্যান হিমালয়ের ন্যায় অপরিমেয় ও মহাসাগরে ন্যায় অনতিক্রম্য, সেই বুদ্ধ তথাগতকে দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

২২. যাঁর শীলগুণ পৃথিবীর মতো অপ্রমেয় ও মণিহারের মতো অসম্ভব রকম সুন্দর, সেই বুদ্ধ তথাগতকে দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

২৩. যাঁর জ্ঞানের পরিধি আকাশের ন্যায় অনন্ত ও অপ্রমেয়, সেই বুদ্ধ তথাগতকে দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

২৪-২৫. এই চারটি গাথাযোগে সেই সেল ব্রাহ্মণ বুদ্ধশ্রেষ্ঠ, অপরাজিত সিদ্ধার্থ ভগবানকে প্রশংসা করে, চুরানব্বই কল্প ধরে দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করেননি এবং সুগতি স্বর্গলোকে অনন্ত, অপ্রমেয় সুখসম্পত্তি ভোগ করেছিলেন।

২৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি লোক নায়ক বুদ্ধকে বহু উপমাযোগে প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে প্রশংসা করাই ফল।

২৭. আজ থেকে চৌদ্দ কল্প আগে আমি চারি দ্বীপের অধিশ্বর, সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পরপ্রসাদক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পরপ্রসাদক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ভিসদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বেস্সভূ ভগবানের সময় হিমালয়ের পাদদেশে এক হাতি হয়ে জন্মগ্রহণ করে বসবাস করেন। সেই সময় বেস্সভূ ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে হিমালয়ে গেলেন। তা দেখে হস্তীনাগ অতীব প্রসন্নমনে পদ্মের ডাঁটা নিয়ে ভগবানকে ভোজন করাল। সেই পুণ্য-প্রভাবে সে হাতিযোনি হতে চ্যুত হয়ে এবং দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে সেখানে ছয় কামসুগতিতে সুখসম্পত্তি ভোগ করল এবং

মনুষ্যজন্মে চক্রবর্তী-সম্পত্তিসহ প্রভৃতি সম্পত্তি ভোগ করল। পরবর্তীকালে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃত কুশলকর্ম অনুসারে তিনি ভিসদায়ক স্থবির নামে খ্যাত হন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিপশ্বী, শিখী ও বেস্সভূ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৯. বিপশ্বী, শিখী ও বেস্সভূ এই তিনজন মহান ঋষির মধ্যে যিনি তৃতীয় ঋষি সেই পুরুষোত্তম বেস্সভূ গভীর বনে অবস্থান করছিলেন।

৩০. আমি পদ্মফুলের ডাঁটা নিয়ে বুদ্ধের নিকটে গিয়েছিলাম এবং সেই পদ্মফুলের ডাঁটা নিজ হাতে প্রসন্নমনে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩১. বেস্সভূ ভগবান সেই পদ্মফুলের ডাঁটা সুকোমল হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন, সেই পরম স্পর্শজ সুখের মতো সুখ আমি কখনো পাইনি, তার চাইতে অধিক কোথায়?

৩২. আমি হস্তীনাগ জন্মে যেই কুশল বীজ রোপণ করেছি, তার ফলে আমার সংসারচক্রে জন্মপরিভ্রমণ সমূলে নিঃশেষ হয়েছে।

৩৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি সেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদ্মফুলের ডাঁটা দানেরই ফল।

৩৪. চৌদ্দ কল্প আগে আমি ষোলবার মনুষ্যাধিপতি রাজা হয়েছিলাম এবং মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভিসদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভিসদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সুচিন্তিত স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় হিমালয়ের পাদদেশে এক ব্যাধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হরিণ,

শুকর, প্রভৃতি প্রাণী হত্যা করে সেগুলোর মাংস খেয়ে-বেচে জীবন ধারণ করতেন। সেই সময় লোকনাথ অর্থদর্শী ভগবান লোকের প্রতি অনুকম্পাবশত হিমালয়ে গেলেন। সেই ব্যাধ ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে নিজের খাবার উৎকৃষ্ট মাংসখণ্ড দান করলেন। ভগবান তাঁর প্রতি অনুকম্পা করে তা গ্রহণ করেন এবং ভোজন শেষে অনুমোদন করে চলে গেলেন। তিনি সেই পুণ্য-প্রভাবে অত্যন্ত খুশী মনে মৃত্যুর পর ছয় কামসুগতি ভূমিতে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন এবং মনুষ্যলোকে চক্রবর্তী-সম্পত্তিসহ প্রভৃতি সম্পত্তি ভোগ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

চারি প্রতিসম্ভিদা ও পঞ্চভিজ্ঞা লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি দুর্গম পর্বতবাসী ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৬. অভিজাত পশুরাজ সিংহের ন্যায় আমি দুর্গম পর্বতচারী ছিলাম এবং তখন পর্বতের অভ্যন্তরে মৃগ শিকার করেই আমি জীবন ধারণ করতাম।

৩৭. সর্বজ্ঞ অর্থদর্শী ভগবান আমাকে উদ্ধার মানসে পর্বতের অভ্যন্তরে এসেছিলেন।

৩৮. আমি যেই মুহূর্তে মৃগ হত্যার পর মাংস খেতে শুরু করেছি, ঠিক তখনই ভগবান ভিক্ষা করতে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৩৯. আমি সঙ্গে সঙ্গে অর্থদর্শী ভগবানকে সেই উৎকৃষ্ট মাংস দান করেছিলাম, তখন মহাবীর বুদ্ধ আমাকে সন্তুষ্ট করে অনুমোদন করেছিলেন।

৪০. সেই চিত্তপ্রসাদহেতু আমি দুর্গম গিরিপ্রান্তরে প্রবেশ করেছিলাম এবং মনে প্রীতি উৎপন্ন করে সেখানেই কালগত হয়েছিলাম।

৪১. এই মাংসদানের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি পনেরশত কল্প দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম।

৪২. অবশিষ্ট কল্পগুলোতে আমি সেই মাংসদান ও বুদ্ধগুণ অনুস্মরণ এই কুশলচিন্তা করে করেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

৪৩. আটত্রিশ কল্প আগে আমি আটবার দীর্ঘায়ু নামক রাজা ও ষাটশত কল্প আগে আমি দুইবার বরুণ নামক রাজা হয়েছিলাম।

৪৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুচিন্তিত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুচিন্তিত স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. বস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় গরুড় পক্ষী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন অর্থদর্শী ভগবান গন্ধমাদন পর্বতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সেই গরুড়পক্ষী ভগবানকে দেখে অতীব প্রসন্নমনে আপন বেশ ত্যাগ করে মনুষ্যবেশ ধারণ করলেন এবং মহার্ঘ মূল্যের এক দিব্যবস্ত্র দিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। ভগবান সেই দিব্যবস্ত্র গ্রহণ করে অনুমোদনপূর্বক চলে গেলেন।

সেই থেকে সেই গরুড় পক্ষী ভীষণ আনন্দিত মনে দিন কাটাতে লাগল। অতঃপর আয়ুশেষে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করল। সেখানে তিনি বহুবার জন্ম নিয়ে ব্যাপক পুণ্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। তিনি প্রতিজন্মেই মহার্ঘ মূল্যের বস্ত্রাভরণ লাভ করতেন। এভাবে জন্মজন্মান্তরে মহার্ঘ মূল্যের বস্ত্রের ছায়ায় বসবাস করতে করতে একসময় এই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই ষড়ভিজ্ঞাসহ ক্ষীণাসব অর্হৎ হন। পূর্বজন্মে কৃত পুণ্যকর্ম অনুসারে তিনি বস্ত্রদায়ক স্থবির নামে খ্যাত হন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘সেই সময় আমি গরুড় পক্ষীকুলে জন্ম নিয়েছিলাম’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৫. সেই সময় আমি গরুড় পক্ষীকুলে জন্ম নিয়েছিলাম এবং বিরজ বীতমল বুদ্ধকে গন্ধমাদন পর্বতে যেতে দেখেছিলাম।

৪৬. গরুড় পক্ষীবেশ ত্যাগ করে আমি তখন মনুষ্যবেশ ধারণ করেছিলাম এবং দ্বিপদশ্রেষ্ঠ তথাগত বুদ্ধকে একটি দিব্যবস্ত্র দান করেছিলাম।

৪৭. আমার প্রদত্ত সেই দিব্যবস্ত্র লোকনায়ক বুদ্ধ গ্রহণ করেছিলেন এবং শূন্যে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ করেছিলেন।

৪৮. সে এই বস্ত্রদানের ফলে ও প্রার্থনাবলে গরুড় পক্ষী জন্ম ত্যাগ করে

দেবলোকে রমিত হবে।

৪৯. লোকশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী ভগবান আমার সেই বস্ত্রদানের ভূয়সী প্রশংসা করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৫০. জন্মজন্মান্তরে আমি প্রভূত বস্ত্রসম্পদের অধিকারী হতাম এবং আমার মাথার উপর চন্দ্রাতপ ঝুলে থাকত। ইহা আমার বস্ত্রদানেরই ফল।

৫১. ছত্রিশ কল্প আগে আমি সাতবার অরুণ নামক মনুষ্যাধিপতি মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা ছিলাম।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বস্ত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. অম্বদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময় বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বানররাজ হয়ে হিমালয়ে বসবাস করেন। সেই সময় অনোমদর্শী ভগবান তার প্রতি অশেষ করুণাবশত হিমালয়ে গেলেন। অতঃপর সেই বানররাজ ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে একটি সুমিষ্ট আম ও মধু দান করল। ভগবান বানরটি দেখে মতো করে সেই সুমিষ্ঠ আমটি খেয়ে অনুমোদন করে চলে গেলেন।

অতঃপর সেই বানরটি অতিশয় আনন্দিত মনে প্রীতিবশে যথা আয়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করল। দেবলোকে দিব্যসুখ ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই ষড়ভিজ্ঞা লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃত পুণ্যকর্ম অনুযায়ী তিনি অম্বদায়ক স্থবির নামে খ্যাত হন। পরবর্তীকালে তিনি স্বকৃত কুশলবীজ দেখে বেশ আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অনোমদর্শী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৩. অনোমদর্শী ভগবান পর্বত অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হয়ে সমগ্র লোকে অনন্ত অপ্রমেয় মৈত্রী বিস্তার করেছিলেন।

৫৪. আমি তখন হিমালয় পর্বতে বানর হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম। অনোমদর্শী ভগবানকে দেখতে পেয়ে আমি বুদ্ধের প্রতি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম।

৫৫. সেই সময় হিমালয়ের অদূরে বিশাল আমবাগান ছিল এবং তাতে প্রচুর সুমিষ্ঠ আম ছিল। সেই আমবাগান হতে সুমিষ্ঠ পাকা আম ও মধু নিয়ে ভগবানকে দান করেছিলাম।

৫৬. আমার সেই আম ও মধু এই উভয় দানের সুফল সেদিন অনোমদর্শী মহামুনি বুদ্ধ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

৫৭. সে সাতান্ন কল্প পর্যন্ত দেবলোকে রমিত হবে এবং বাকি কল্পগুলোতে সে তুষিত স্বর্গে জন্মপরিভ্রমণ করবে।

৫৮. পরিপক্ব জ্ঞানের দ্বারা পাপকর্মকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে এবং বিনিপাত নিরয়ে না গিয়ে সে ক্লেশসমূহকে দগ্ধ করবে।

৫৯. আমি এখন শ্রেষ্ঠ মহর্ষি ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক দমিত হয়েছি এবং সকল প্রকার জয়-পরাজয় ত্যাগ অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৬০. আজ থেকে সাতাত্তরশত কল্প আগে আমি চৌদ্দবার অম্বট্‌ঠজস নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সুমন স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় এক মালাকারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হওয়ার পর তিনি ভগবান বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে হাতে সুমনফুলের মালা নিয়ে ভগবান বুদ্ধকে পূজা করলেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি দেব-মনুষ্যলোকে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর স্ত্রী-পুত্রসমেত জীবন যাপন করতে করতে তিনি সুমন নামে পরিচিত হলেন। পরে শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন

এবং অচিরেই অর্হৎ হলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূবকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘সুমন নামক মালাকার’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬২. সেই সময় আমি সুমন নামক মালাকার ছিলাম এবং লোকের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ, বিরজ, বীতমল বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬৩. আমার উভয় হাত দিয়ে উত্তম সুমনপুষ্প নিয়ে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৬৪. এই পুষ্পপূজার ফলে ও প্রার্থনাবলে আমাকে কখনো দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

৬৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি বুদ্ধকে পুষ্পদান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

৬৬. আজ থেকে ছাব্বিশ কল্প আগে আমি চারবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাযশস্বী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমন স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পুষ্পচঙ্কোটিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাপক বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হন। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে সোনা রঙা লাল অনোজ পুষ্প সংগ্রহ করে মণিময় পাত্রে পুরালেন এবং তা দিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। পূজা করার পর এই বলে প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান, এই পুণ্যের ফলে জন্মে জন্মে আমি যেন সুবর্ণবর্ণ ও পরম পূজনীয় হয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারি।

সেই পুণ্যের ফলে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণকালে সর্বত্রই সৌম্যকান্ত ও সুবর্ণবর্ণের অধিকারী হয়ে পরম পূজার্হ হতেন। পরবর্তী সময়ে

তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

৬৮-৬৯. নির্ভীক পশুরাজ সিংহের ন্যায়, গরুড় পক্ষীর ন্যায় ও প্রবল পরাক্রমী বাঘের ন্যায় ত্রিলোকের আশ্রয়, অপরাজিত শিখী বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে উপবেশন করেছিলেন।

৭০. অনোজ পুষ্পগুলো অসম্ভব সুন্দর একটি মণিময় পাত্রে রেখে আমি পাতাসহ বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৭১. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি সমস্ত জয়-পরাজয় ত্যাগ করে অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৭২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি সেই পুণ্যকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৩. আজ থেকে ত্রিশকল্প আগে আমি দেবভূতিস নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পচঙ্কোটিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পচঙ্কোটিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[সকচিন্তনীয়-বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সকচিন্তনীয়, অবোপুষ্পীয় ও পচ্চাগমনীয় স্থবির,
পরপ্রসাদক, ভিসদায়ক, সূচি ও বস্ত্রদায়ক।
অম্বদায়ক, সুমন ও পুষ্পচঙ্কোটিয় স্থবির
এই বর্গে মোট চুয়াত্তরটি গাথা হয়েছে বর্ণিত।

* * *

৮. নাগসমাল-বর্গ

১. নাগসমাল স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে গৃহবাস করার সময় সৎসঙ্গ না পাওয়ায় তিনি শাস্তা জীবিত থাকাকালে ভগবানের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বা তাঁর কাছ থেকে ধর্মশ্রবণ অথবা পূজা কোনোটাই কখনো করেননি। ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে ভগবানের শারীরিক ধাতুসমূহ নিধান করে নির্মিত চৈত্যের প্রতি তিনি অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হলেন। সেই চৈত্যে পাটলীপুষ্প দিয়ে পূজা করে আনন্দিত মনে জীবন যাপন করছিলেন। আয়ুশেষে মৃত্যুর পর তিনি তুষিত দেবলোকসহ অপরাপর ছয়টি দেবলোকে সুখভোগ করেন। পরবর্তীকালে মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তাঁর শরীর নাগবৃক্ষের কচিপাতার মতো অত্যন্ত সুকোমল ছিল বিধায় তাঁর মা-বাবা তার নাম রাখলেন নাগসমাল। ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুমহাপথে উৎপন্ন পাটলীপুষ্প ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. সুমহাপথে উৎপন্ন পাটলীপুষ্প নিয়ে আমি লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধের উদ্দেশ্যে নির্মিত চৈত্যে পূজা করেছিলাম।

২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি সেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার স্তূপে পুষ্পপূজা করারই ফল।

৩. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি ভূমিয়ো নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী এক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নাগসমাল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নাগসমাল স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পদসংজ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময় এক শ্রদ্ধাবান উপাসকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হন। ভগবান তার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত তাকে পদচিহ্ন দেখালেন। পদচিহ্ন দেখার পর তার চিত্ত-প্রসন্নতা আরও বেড়ে গেল এবং তিনি খুশীতে ভীষণভাবে শিহরিত হলেন। তারপর তিনি বন্দনা ও পূজা করলেন।

সেই সুকৃত পুণ্য-প্রভাবে তিনি মুত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি দিব্যসুখ ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে সমস্ত রকম মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃত পুণ্যকর্ম অনুসারে তিনি পদসংজ্ঞক স্থবির নামে খ্যাত হন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আদিত্যবন্ধু তিষ্য বুদ্ধের অমাড়িত পদচিহ্ন দেখে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫. আদিত্যবন্ধু তিষ্য বুদ্ধের অমাড়িত পদচিহ্ন দেখে আমি অতিশয় হৃষ্ট-তুষ্ট চিত্তে প্রসন্ন হয়েছিলাম।

৬. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি পদচিহ্ন দেখে প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদচিহ্ন দেখে উৎপন্ন চিত্ত-প্রসন্নতারই ফল।

৭. আজ থেকে সাত কল্প আগে আমি সুমেধ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদসংজ্ঞক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। একদিন তিনি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা ভগবানের পাংশুকূল চীবর দেখে অতিশয় প্রসন্ন হন। 'ইহা অর্হৎগণের ধ্বজা' এই ভেবে তিনি সেই পাংশুকূল চীবরটিকে বন্দনা ও পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেব-মনুষ্যলোকে দেব-মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা শাস্তার পাংশুকূল চীবর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯. আমি গাছের ডালে ঝুলে থাকা শাস্তার পাংশুকূল চীবর দেখে দুহাত জোড় করে সেই পাংশুকূল চীবরটিকে বন্দনা করেছিলাম।

১০. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি সেই কুশলকর্মটি করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অর্হৎগণের ধ্বজা জ্ঞানে পাংশুকূল চীবরটিকে পূজা করারই ফল।

১১. আজ থেকে চার কল্প আগে আমি দুমসারোসি নামক চতুরন্ত বিজয়ী, মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ভিসালবুদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় হিমালয়ের সমীপে অরণ্যে বন্য ফলমূল খেয়ে বসবাস করতেন। একদিন তিনি নির্জন বিবেকশ্রেষ্ঠ স্থানে গত বিপশ্বী ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে পাঁচটি

পদ্মফুলের ডাঁটা দান করলেন। ভগবান মনের মধ্যে চিত্ত-প্রসন্নতা উৎপাদনের উদ্দেশে তিনি দেখতে পান মতো করে সেই পদ্মফুলের ডাঁটা খেলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর তুষিতাদি ছয় দেবলোকে সুখসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সমস্ত ধনদৌলত ত্যাগ করে তিনি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি গভীর গহীন বনে বাস করতাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩. সেই সময় আমি গহীন বনে বসবাস করতাম। একদিন আমি পরম পূজার্হ বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৪. আমি হাত ধোয়ার জল ও পদ্মফুলের ডাঁটা দান করেছিলাম এবং শ্রদ্ধাবনত শিরে বন্দনা নিবেদনপূর্বক উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি পদ্মফুলের ডাঁটা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

১৬. আজ থেকে তিন কল্প আগে আমি ভিসসম্মত নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভিসালবুদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভিসালবুদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

[ষষ্ঠ ভাণবার সমাপ্ত]

৫. একসংজ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হন। একদিন তিনি শাস্তার 'খণ্ড' নামক অগ্রশ্রাবককে ভিক্ষা করতে

দেখে পরম শ্রদ্ধায় পিণ্ডদান করেছিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি বহুজন্ম দেবমনুষ্য-সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। একদিন তিনি পিণ্ডপাতের সংজ্ঞা (ধারণা) মনে মনে গভীরভাবে চিন্তা করে বিশেষত্ব লাভ করায় একসংজ্ঞক স্থবির নামে খ্যাত হন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি পরম পূজার্হ খণ্ড' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৮. আমি পরম পূজার্হ খণ্ড নামক বিপশ্বী ভগবানের অগ্রশ্রাবককে একবার পিণ্ডদান করেছিলাম।

১৯. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই চিত্ত-প্রসাদহেতু আমাকে কখনো দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একবার মাত্র ভিক্ষাদানেরই ফল।

২০. আজ থেকে চল্লিশ কল্প আগে আমি বরুণ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একসংজ্ঞক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. তৃণসন্থারদায়ক অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জগতে বুদ্ধ আবির্ভাবের আগেই জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ের অদূরে এক সরোবরকে আশ্রয় করে বসবাস করছিলেন। সেই সময় তিষ্য ভগবান তার প্রতি অনুকম্পাবশত আকাশপথে সেখানে গেলেন। অতঃপর তাপস আকাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ভগবানকে দেখতে পেলেন। দেখার পর তিনি প্রসন্নমনে তৃণ কেটে তৃণের মাদুর তৈরি করে তাতে ভগবানকে বসালেন এবং পরম শ্রদ্ধায় পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করে চলে গেলেন। তিনি মৃত্যুর

পর বহুবার জন্ম নিয়ে বহুবিধ সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২২. হিমালয়ের অনতিদূরে একটি বিশাল সরোবর ছিল। সেটি ছিল ছায়া সুনিবিড় ও নানা পাকপাখালির কূজনে সদা মুখরিত।

২৩. আমি সেই সরোবরে স্নান করে ও সেখান থেকে জল পান করে তারই অদূরে অবস্থান করি। একদিন আমি আকাশপথে গমনরত শ্রমণশ্রেষ্ঠ তিষ্য ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৪. আমার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে অনুত্তর শাস্তা তিষ্য ভগবান মুহূর্তের মধ্যেই আকাশ হতে নেমে এসে ভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন।

২৫. তারপর আমি তৃণগুচ্ছ নিয়ে বসার আসন পেতে দিয়েছিলাম। লোকনায়ক তিষ্য ভগবান তাতে বসেছিলেন।

২৬. আমি অতীব প্রসন্নমনে লোকনায়ক বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম এবং মহামুনি ভগবানের কথা চিন্তা করতে করতে কুটিরের বিপরীত দিকে চলে গিয়েছিলাম।

২৭. সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম এবং সেই থেকে কখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তৃণমাদুর দানেরই ফল।

২৮. আজ থেকে দুই কল্প আগে আমি মিগসম্মত নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণসন্থারদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণসন্থারদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সূঁচিদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের চীবর তৈরির জন্য পাঁচটি সূঁচ দান করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেব-মনুষ্যলোকে বিপুল পুণ্যসম্পত্তি ভোগ করে জন্মে জন্মে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হওয়ার দরুন ধারালো ক্ষুরের ন্যায় অতিশীঘ্রই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

৩০. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে পৃথিবীতে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট সুমেধ নামক লোকনায়ক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩১. কাঞ্চনবর্ণের অধিকারী দ্বিপদশ্রেষ্ঠ সেই সুমেধ বুদ্ধকে আমি চীবর সেলাইয়ের জন্য পাঁচটি সূঁচ দান করেছিলাম।

৩২. সেই সূঁচ দানের পুণ্য-প্রভাবে আমি সুনিপুণ বিদর্শক হয়ে জন্মেছি এবং আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে তীক্ষ্ণভাবে, অথচ বেশ আয়েশ করে ও সুখে।

৩৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে এবং আমার জন্ম ধ্বংস হয়েছে। আমি সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৩৪. আমি চারবার দ্বিপদশ্রেষ্ঠ, প্রবল পরাক্রমী, সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সূঁচিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সূঁচিদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পাটলিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি কুশল- অকুশল বিষয়ে বেশ দক্ষতা অর্জন করেন। একদিন তিনি শাস্তার

প্রতি প্রসন্ন হয়ে পাটলিপুষ্প নিয়ে শাস্তাকে দান করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি বহুধা বিস্তৃত সুখসম্পত্তি ভোগ করতে করতে দেব-মনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ-সমন্বিত' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৬. বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ-সমন্বিত সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ নগরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৩৭. তখন আমি সুকোমল শ্রেষ্ঠীপুত্র ছিলাম এবং হাতে পাটলিপুষ্প নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

৩৮. সেই পাটালিপুষ্প দিয়ে আমি অতীব হৃষ্ট-তুষ্ট চিত্তে দেবনরের নাথ, লোকবিদ তিষ্য সম্বুদ্ধকে পূজা ও বন্দনা করেছিলাম।

৩৯. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি এই পুণ্যকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

৪০. আজ থেকে তেষট্টি কল্প আগে আমি অভিসম্মত নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাটলিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাটলিপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ঠিতঞ্জলিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময় পূর্বজন্মে কৃত অকুশল কর্মপ্রভাবে ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে হরিণ, শুকর প্রভৃতি প্রাণী হত্যা করে ব্যাধকর্মের মাধ্যমে অরণ্যে বসবাস করত। সেই সময় তিষ্য ভগবান তার প্রতি অশেষ অনুকম্পা

করে হিমালয়ে গমন করলেন। সে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনের ব্যামপ্রভায় দেদীপ্যমান ভগবানকে দেখে ভীষণ আনন্দিত হলো। অতঃপর সে প্রণাম নিবেদন করে পর্ণমাদুরে গিয়ে বসল। ঠিক সেই মুহূর্তে মহামেঘ তীব্র শব্দে গর্জন করে বজ্রপাত করছিল। বজ্রপাতের আঘাতে মৃত্যুর সময় সে বুদ্ধকে অনুস্মরণ করে পুনরায় প্রণাম নিবেদন করেছিল। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি উত্তম ক্ষেত্রে পুণ্যকর্ম করার দরুন অকুশল বিপাককে নিবারিত করে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। তারপর মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪২. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে মৃগশিকারী ছিলাম। সেখানে আমি বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ-সমন্বিত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৩. সেখানে আমি সম্বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করে চলে গিয়েছিলাম এবং তারই অনতিদূরে পর্ণমাদুরে গিয়ে বসেছিলাম।

৪৪. সেই সময় আমার মাথার উপর বজ্রপাত পড়েছিল। বজ্রপাতের আঘাতে মৃত্যুর সময় আমি আবারও সম্বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করেছিলাম।

৪৫. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি সম্বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রণাম নিবেদনেরই ফল।

৪৬. আজ থেকে চুয়ান্ন কল্প আগে আমি মৃগকেতু নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ঠিতঞ্জলিয়ের স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঠিতঞ্জলিয়েয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. ত্রিপদুমিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক মালাকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি মালাকারকর্ম করে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি বহুবিধ জলজ ও স্থলজ পুষ্প হাতে নিয়ে রাজার কাছে গমনেচ্ছু হয়ে চিন্তা করলেন, রাজা এই ফুলগুলো দেখে খুশী হয়ে হাজারো ধন ও বহু গ্রাম আমাকে দিতে পারেন। কিন্তু আমি যদি এই ফুলগুলো দিয়ে লোকনাথ বুদ্ধকে পূজা করি, তবে অমৃতধন নির্বাণ লাভ করতে পারব। অতএব ইহাই আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো নয় কি?

তিনি আরও চিন্তা করলেন, ভগবানকে পূজা করে আমি নিশ্চয় স্বর্গ-মোক্ষসম্পত্তি অর্জন করতে সক্ষম হবো। অতঃপর তিনি অসম্ভব সুন্দর সেই রক্তিম ফুলগুলো নিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। সেই ফুলগুলো গিয়ে আকাশে চাঁদোয়ার মতো করে বিস্তৃত হয়ে স্থিত হলো। নগরবাসী সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে অবিভূত হলো। তা দেখে ভগবান অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেব-মনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ধর্মকথা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

৪৮. সর্বধর্মে বিশারদ আত্মদান্ত পদুমুত্তর বুদ্ধ সেই সময় আত্মদমিত ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত হয়ে নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন।

৪৯. আমি তখন হংসবতী নগরে এক মালাকার হয়ে জন্মেছিলাম এবং আমার হাতে তখন অসম্ভব সুন্দর কিছু পদ্মফুল ছিল।

৫০. অতঃপর আমি নগরমধ্যে গমনরত বিরজ, বীতমল বুদ্ধকে দেখতে পেলাম এবং দেখার পর চিন্তা করলাম :

৫১. এই ফুলগুলো রাজাকে দিয়ে আমার কী-ই বা লাভ হবে! বড় জোড় হাজারো ধন ও বহু গ্রাম লাভ করতে পারব।

৫২. তার চাইতে বরং আমি যদি অদান্ত দমনকারী, সকল সত্ত্বগণের হিতকারী, মহাবীর লোকনাথ বুদ্ধকে পূজা করি; তবে নিশ্চয় অমৃতধন নির্বাণ লাভ করতে পারব।

৫৩. এইরূপ চিন্তা করার পর আমার চিত্ত অসম্ভব রকম প্রফুল্লতায় ভরে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ আমি তিনটি রক্তিম বর্ণের পদ্মফুল নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে

মেরেছিলাম।

৫৪. ছুঁড়ে মারার সাথে সাথে সেই ফুলগুলো আকাশে চাঁদোয়ার মতো করে অধোমুখী হয়ে ভগবানের মাথার উপর স্থিত হয়েছিল।

৫৫. সেখানকার যে সমস্ত মানুষ দৃশ্যটি দেখতে পেল তারা সকলেই ভীষণভাবে উৎফুল্ল হয়েছিল এবং আকাশবাসী দেবতারা সুমুধুর কণ্ঠে সাধুবাদ দিয়েছিলেন।

৫৬. তখন তারা সকলেই বললেন, বুদ্ধশ্রেষ্ঠের গুণপ্রভাবে আমরা ভীষণ আচনক দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমরা এখন সেই ফুলগুলোর কীর্তিগাথাসমেত ধর্মশ্রবণ করব।

৫৭. পরম পূজার্হ, লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ পথে দাঁড়িয়েই এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৫৮. যেই মানব রক্তিম বর্ণের পদ্মফুল দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৫৯. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং ত্রিশ কল্প দেবেন্দ্র হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করবে।

৬০. তখন তার দেববিমানের বিস্তৃতি হবে দৈর্ঘ্যে তিনশত যোজন এবং প্রস্থে দেড়শত যোজন।

৬১. তখন তার জন্য চার লক্ষ চূড়া-বেষ্টিত মঞ্চবিশেষ, দর্শনীয় কূটাগার ও মহার্ঘ শয্যা-সমন্বিত বিমান উৎপন্ন হবে।

৬২. সেখানে লক্ষকোটি সুনিপুণা অপ্সরা তাকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। তারা দিব্য বাদ্য-বাজনাসমেত নৃত্যগীত করতে করতে তার চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করবে।

৬৩. এমন সব অসম্ভব সুন্দরী দেব-অপ্সরা সমবিভ্যহারে সে দেবলোকে অবস্থান করবে এবং তখন তার উপর প্রতিনিয়ত ব্যক্তিম বর্ণের দিব্য পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হবে।

৬৪. দেববিমানের প্রতিটি ভিত্তিস্তম্ভে, নাগদন্তে, দ্বারে ও তোরণে চক্রাকারে রক্তিম বর্ণের দিব্যপুষ্প সব সময় ঝুলে থাকবে।

৬৫. সমগ্র দেববিমানটি ফুলে ফুলে ছেঁয়ে যাবে ও পাতায় পাতায় ভরে যাবে এবং দেব-অপ্সরাবৃন্দ ফুলসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাকে পরিতুষ্ট করবে।

৬৬. সেই দেবভবনের চতুর্পার্শ্বে শতযোজন বিস্তৃত এলাকায় সেই রক্তিম বর্ণের পদ্মফুলগুলো প্রতিনিয়ত দিব্যগন্ধ ছড়াতে থাকবে।

৬৭. সে পঁচাত্তরবার চক্রবর্তী রাজা হবে এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক

রাজা হবে।

৬৮. নিরাপদে, নিরুপদ্রবে দেব-মনুষ্যলোকে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে অন্তিম জন্মে সে নির্বাণ লাভ করবে।

৬৯. ধর্মবাণিজ্যে নিয়োজিত বুদ্ধ তথাগতকে আমি ভালো করেই চিনতে পেরেছি। তাই আমি তিনটি পদ্মফুল দিয়ে পূজা করে ত্রিবিধ সম্পত্তি লাভ করেছি।

৭০. আজ আমি ধর্মের সাক্ষাৎ পেয়েছি, সম্পূর্ণরূপে বিপ্রমুক্ত হয়েছি। তাই আমার মাথার উপর সুপুষ্পিত রক্তিম বর্ণের পুষ্প স্থিত হবে।

৭১. পদুমুত্তর শাস্তা যখন আমার কৃতকর্মের গুণকীর্তন করছিলেন, তখন লক্ষ প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল।

৭২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে যেদিন আমি বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদ্মফুল দানেরই ফল।

৭৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে এবং আমার জন্মসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে এবং এখন আমার আর পুনর্জন্ম নেই।

৭৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিপদুমীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিপদুমীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[নাগসমাল-বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

নাগসমাল, পদসংজ্ঞক ও বুদ্ধসংজ্ঞক,
ভিসালবুদায়ক, একসংজ্ঞক ও তৃণসন্থারদায়ক;
সূঁচিদায়ক, পাটলিপুষ্পিয় ও ঠিতঞ্জলিয় স্থবির
ত্রিপদুমীয় মিলে মোট চুয়াত্তরটি গাথায় সমাপ্ত।

* * *

৯. তিমির-বর্গ

১. তিমিরপুপ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন তিনি গৃহবাসের দোষ দেখে গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারপর চন্দ্রভাগা নদীর নিকটবর্তী এক জায়গায় বসবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি নির্জনে বিবেকসুখে অবস্থানের ইচ্ছায় হিমালয়ে গিয়ে উপবিষ্ট সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখে বন্দনা করলেন এবং তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তিমিরপুষ্প নিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। সেই প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করতে করতে জন্মপরিভ্রমণ করতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চন্দ্রভাগা নদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. চন্দ্রভাগা নদীর তীরে আমি বসবাস করছিলাম এবং উপবিষ্ট সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখে আমার চিত্ত নির্মল আনন্দে ভরে উঠেছিল।

২. তাঁর প্রতি চিত্ত-প্রসন্নতা উৎপাদন করে আমি চিন্তা করলাম যে, নিশ্চয় ইনি নিজে তীর্ণ হয়েছেন এবং অপরকেও তীর্ণ করতে পারবেন, নিজে দান্ত হয়েছেন এবং অপরকেও দমন করতে পারবেন।

৩. নিজে ক্লেশমুক্ত হয়েছেন এবং অপরকেও ক্লেশমুক্ত করতে পারবেন, নিজে শান্ত হয়েছেন এবং অপরকেও শান্ত করতে পারবেন। নিজে মুক্ত হয়েছেন এবং অপরকেও মুক্ত করতে পারবেন। নিজে নিবৃত হয়েছেন এবং অপরকেও নিবৃত করতে পারবেন।

৪. এইভাবে চিন্তা করার পর আমি মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানের মাথার উপর তিমিরপুষ্প নিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

৫. দুহাত জোড় করে প্রথমে তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলাম। তারপর শাস্তার পা ছুঁয়ে বন্দনা করে চলে গিয়েছিলাম।

৬. চলে যাওয়ার পর পরই আমি পশুরাজ সিংহের আক্রমণের শিকার হয়েছিলাম এবং প্রপাতে গমন করতে গিয়ে সেখানেই ভূপাতিত হয়েছিলাম।

৭. চুরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি তিমিরপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

৮. আজ থেকে ছাপান্ন কল্প আগে আমি সাতবার মহাযশস্বী সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিমিরপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিমিরপুষ্পিয় স্থবির প্রথম সমাপ্ত]

২. গতসংজ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে শ্রদ্ধাভাব উদয়ের ফলে তিনি মাত্র সাত বৎসর বয়সে প্রব্রজিত হন এবং ভগবানকে বিশেষ কায়দায় প্রণাম করার দরুন তিনি বেশ পরিচিতি লাভ করেন। একদিন তিনি লাঙলে কর্ষিত স্থানে জাত নীলকান্ত মণির প্রভা-সমন্বিত সাতটি পুষ্প নিয়ে আকাশে বুদ্ধের উদ্দেশে পূজা করেন। আজীবন শ্রমণধর্ম পালন করার পর তিনি সেই পুণ্য-প্রভাবে দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০. আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে শাস্তার পদে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

১১. আমি লাঙলে কর্ষিত ক্ষেত্রে জাত সাতটি পুষ্প হাতে নিয়ে অনন্ত

গুণের সাগর তিষ্য বুদ্ধের উদ্দেশে আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

১২. আমি নিজ হাতে আনন্দিত মনে সুগতের অনুসৃত পথকে পূজা করে দুহাত জোড় করেছিলাম।

১৩. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি এই পুণ্যকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৪. আজ থেকে আট কল্প আগে আমি তিনবার অগ্নিশিখা নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গতসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গতসংজ্ঞক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. নিপন্নঞ্জলিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গব্রত পূরণ করতে করতে অরণ্যে অবস্থান করেন। সেই সময়ে তার এক বিষম রোগ দেখা দিল। রোগপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তার মনে অসম্ভব রকম করুণাভাব উৎপন্ন হলো। তখন ভগবান তার করুণাভাবের কথা জেনে সেখানে গেলেন। এদিকে তিনি শায়িত অবস্থা বিছানা হতে উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। তাই তিনি মাথাকে আনত করে ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি দিব্যসুখ ভোগ করেন। অনুরূপভাবে অপরাপর ছয় কামসুগতি ভূমিতেও দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে কৃত পুণ্যকর্ম অনুসারে তিনি নিপন্নঞ্জলিক স্থবির নামে খ্যাত হন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পুণ্যসম্পত্তি অবলোকন করে আনন্দিত মনে

নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘আমি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়েই’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৬. আমি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়েই বসবাস করতাম। বিষম রোগপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও গভীর অরণ্যে আমার মনে পরম করুণাভাব জাগ্রত ছিল।

১৭ আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত শাস্তা তিষ্য ভগবান আমার কাছে গিয়েছিলেন। তখন আমি শায়িত অবস্থায় নতমস্তকে ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করেছিলাম।

১৮. প্রসন্নমনে মহামানব সমুদ্ধকে অভিবাদন করার পর সেখানেই আমার মৃত্যু হয়েছিল।

১৯. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি পুরুষোত্তম ভগবানকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বন্দনা করারই ফল।

২১. আজ থেকে পাঁচকল্প আগে আমি পাঁচবার মহাশিখা নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নিপন্নঞ্জলিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নিপন্নঞ্জলিক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অধোপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার করতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কামের আদীনব তথা দোষ দেখে গৃহত্যাগ করে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং পঞ্চভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে অসম্ভব ঋদ্ধিশালী হয়ে হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন।

সেই সময় শিখী ভগবানের অগ্রশ্রাবক অভিভূ স্থবির বিবেকসুখে অবস্থানের জন্য হিমালয়ে গেলেন। অতঃপর সেই তাপস সেই অগ্রশ্রাবক স্থবিরকে দেখতে পেলেন। স্থবির যেই পর্বতের উপরে উঠছেন সেই পর্বতের

পাদদেশ হতে অসম্ভব সুন্দর সুগন্ধ পুষ্প নিয়ে স্থবিরকে পূজা করলেন। স্থবির বেশ সাগ্রহে তার পুষ্পপূজা অনুমোদন করলেন। তারপর তাপস নিজের আশ্রমে চলে গেলেন। সেখানে তিনি বিশাল এক অজগর সাপের দ্বারা দংশিত হলে পরে ধ্যানস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন এবং ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ছয় দেবলোকে ও মনুষ্যেলোকে যথাক্রমে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের কাছে ধর্মকথা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্মানুসারে অধোপুষ্পিয় স্থবির নামে খ্যাত হন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অভিভূ নামক সেই ভিক্ষু' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২২. অভিভূ নামক সেই ভিক্ষু ছিলেন শিখী ভগবানের অগ্রশ্রাবক। (একদিন) মহানুভব, ত্রিবিদ্যালাভী অভিভূ স্থবির হিমালয়ে উপনীত হয়েছিলেন।

২৩. সেই সময় আমিও হিমালয়ে এক মনোরম আশ্রমে ঋষিপ্রব্রজ্যা নিয়ে বসবাস করছিলাম। আমি ছিলাম ধ্যানবশীভূত ও অসম্ভব ঋদ্ধিধর।

২৪. পাখি যেমন আকাশে ইচ্ছামতো উড়ে ও পর্বত অতিক্রম করে, ঠিক তদ্রূপ আমি পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত পুষ্প হাতে নিয়ে পর্বতের উপর গিয়েছিলাম।

২৫. আমি নিজ হাতে সাতটি পুষ্প নিয়ে অভিভূ স্থবিরকে পূজা করেছিলাম এবং বন্দনা নিবেদন করে সেখান হতে চলে গিয়েছিলাম।

২৬. আশ্রমের কুঠিরে গিয়ে কাঁধের বোঝা নিয়ে আমি পর্বতের অভ্যন্তরে চলে গিয়েছিলাম।

২৭. সেখানে আমাকে বিশাল এক অজগর সাপ দংশন করেছিল। তাতে করে আমি পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেদিন আমি পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অধোপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অধোপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি কামের দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। মৃগচর্ম ধারণ করে হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেই সময়ে বিপশ্বী ভগবান হিমালয়ে গেলেন।

অতঃপর সেই তাপস ভগবানকে দেখতে পেলেন। তখন ভগবানের শরীর থেকে ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি নির্গত হচ্ছিল। তাপস তা দেখে অতিশয় প্রসন্ন হয়ে দুহাত জোড় করে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর তুষিতাদি ছয় দেবলোকে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসকালে কামের দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বহুকাল আগে আমি হিমালয় পর্বতে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩০. বহুকাল আগে আমি হিমালয় পর্বতে বসবাস করেছিলাম। পর্বতের অভ্যন্তরে আমি তখন মৃগচর্ম পরিধান করতাম।

৩১. সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় ও আলোকোজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় সুবর্ণবর্ণের অধিকারী সম্বুদ্ধকে আমি হিমালয় পর্বতে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩২. মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের শরীর হতে ষড়রশ্মি নির্গত হতে দেখে আমার চিত্ত অতীব প্রসন্ন হয়েছিল। তারপর আমি দুহাত জোড় করে নতশিরে বন্দনা করেছিলাম।

৩৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা

আমার বুদ্ধকে বন্দনা করারই ফল।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. দ্বিতীয় রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুশ্য ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গৃহবাসকালে কামের দোষ দেখতে পেয়ে তিনি গৃহত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি গাছের বাকলে তৈরি চীবর পরিধান করে হিমালয় পর্বতে বিবেকসুখে অবস্থান করেন।

সেই সময় তিনি ফুশ্য ভগবান সেই প্রদেশে উপনীত হয়েছেন দেখতে পেলেন এবং তার শরীর হতে ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি নির্গত হতে দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি তার প্রতি অতীব প্রসন্ন হয়ে দুহাত জোড় করে বন্দনা নিবেদন করলেন। বুদ্ধের প্রতি চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু যেই প্রীতি-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়েছিল সেই প্রীতি-সৌমনস্যের সাথে মৃত্যুর পর তিনি তুষিত দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি ছয় কামসুগতি ভূমিতে ও মনুষ্যলোকে যথাক্রমে দিব্যসম্পত্তি ও মনুষ্যস্পত্তি ভোগ করেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘পূর্বে আমি হিমালয়ের পর্বতে’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৫. পূর্বে আমি হিমালয় পর্বতে অবস্থান করতাম এবং গাছের বাকলে তৈরি চীবর পরিধান করতাম।

৩৬. সেই সময় আমি পর্বতে ধ্যানরত সুগত ফুশ্য ভগবানকে দেখেছিলাম। তার শরীর হতে নির্গত ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি দেখে আমি দুহাত

জোড় করেছিলাম। আমার চিত্ত তখন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

৩৭. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পূর্বকৃত পুণ্যকর্মেরই ফল।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দ্বিতীয় রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[দ্বিতীয় রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. ফলদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুশ্য ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের বিত্ত-বৈভব ত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং মৃগচর্ম ধারণ করে বসবাস করেন। সেই সময় তিনি ফুস্‌স ভগবানকে সেখানে উপস্থিত হতে দেখে প্রসন্নমনে সুমধুর ফলমূল দিয়ে ভোজন করান। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবলোকে প্রভূত পুণ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘হিমালয় পর্বতে’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৯. আমি সেই সময় মৃগচর্ম পরিধান করে হিমালয় পর্বতে অবস্থান করতাম। সেখানে জিনবর ফুশ্য বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে আমি সুমধুর ফলমূল দান করেছিলাম।

৪০. অতীব প্রসন্নমনে ফলমূল দান করার পর থেকে জন্মজন্মান্তরে আমি বিবিধ ফলমূল লাভ করতাম।

৪১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি ফলমূল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলমূল দানেরই ফল।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুশ্য ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং হিমালয়ের গভীর অরণ্যে বসবাস করেন। ফুশ্য ভগবান তার প্রতি করুণাবশত সেখানে গেলেন। তিনি ভগবানের কাছে ধর্মকথা শুনে ধর্মের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হন। তারপর তিনি আয়ু শেষে মৃত্যুর পর তুষিতাদি ছয় দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে যথাক্রমে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয় পর্বতে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৩. সেই সময় আমি হিমালয় পর্বতে পাতার মাদুরে বসবাস করতাম। ফুশ্য ভগবান সেখানে গিয়ে ধর্মকথা বললে তাঁর সুভাষিত কথার প্রতি আমার চিত্ত ভীষণ প্রসন্ন হয়েছিল।

৪৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি সেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শব্দসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বোধিসিঞ্চক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়ে ব্রত-প্রতিব্রত পরিপূর্ণ করে শাসনকে অতিশয় শোভিত করতে লাগলেন। একদিন বিশাল জনতাকে বোধিপূজা করতে দেখে তিনি নিজেও বহু পুষ্প ও সুগন্ধী জল নিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবলোকে জন্ম নিয়ে দেবসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি ধ্যানফলসুখে অবস্থান করে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘বিপশ্বী ভগবানের’ প্রভৃতি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

৪৬. সেই সময় বিপশ্বী ভগবানের একটি মহাবোধিবৃক্ষ ছিল। প্রব্রজিত হয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

৪৭. সুগন্ধী পুষ্প ও জল নিয়ে আমি সেই বোধিবৃক্ষকে পূজা করেছিলাম। বিপশ্বী ভগবান নিজে মুক্ত হয়েছেন এবং আমাদেরও মুক্ত করবেন। নিজে নিবৃত হয়েছেন এবং আমাদেরও নিবৃত করবেন।

৪৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি বোধিবৃক্ষকে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিবৃক্ষ পূজারই ফল।

৪৯. আজ থেকে তেত্রিশ কল্প আগে আমি আটবার জনাধিপতি উদকসেচনা নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বোধিসিঞ্চক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বোধিসিঞ্চক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পদুমপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুশ্য ভগবানের সময় এক

কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি পদ্মফুলে সমকীর্ণ এক পুষ্করিণীতে নেমে পদ্মফুলের ডাঁটা খাচ্ছিলেন। এমন সময় পুষ্করিণীর পাশ দিয়ে ফুশ্য ভগবানকে যেতে দেখলেন। প্রসন্নমনে সেখান থেকে পদ্মফুল নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। তখন ছুঁড়ে দেওয়া পদ্মফুলগুলো আকাশে চন্দ্রাতপের ন্যায় স্থিত হলো। সেই দৃশ্য দেখে তিনি ভীষণভাবে প্রসন্ন হলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ব্রত-প্রতিব্রত পরিপূরণ করে শ্রমণধর্ম পালন করতে লাগলেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গে জন্ম নিয়ে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স বাড়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি পুষ্করিণীতে নেমে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫১. আমি পুষ্করিণীতে নেমে পদ্মফুলের ডাঁটা খাচ্ছিলাম সেখানে আমি বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ-সমন্বিত ফুশ্য বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৫২. তখন আমি পদ্মফুল হাতে নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম এবং পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৫৩. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি কায়িক ও মানসিকভাবে সংযম অবলম্বন করেছিলাম এবং বাক্য-দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে জীবিকা পরিশুদ্ধ করেছিলাম।

৫৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেদিন আমি পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

৫৫. আঠার কল্প ধরে আমি আঠারবার পদুমাভাস নামক রাজা হয়েছিলাম।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমপুপ্পিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[তিমির-বর্গ নবম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

তিমিরপুষ্পিয়, গতসংজ্ঞক ও নিপন্নঞ্জলিক,
অধোপুষ্পিয়, রশ্মিসংজ্ঞক ও দ্বিতীয় রশ্মিসংজ্ঞক,
ফলদায়ক, শব্দসংজ্ঞক ও বোধিসিঞ্চক স্থবির,
পদুমপুষ্পিয় এই দশে মিলে ছাপান্নটি গাথায় সমাপ্ত।

* * *

১০. সুধা-বর্গ

১. সুধাপিণ্ডিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ ভগবানের পরিনির্বাণের পর তাঁর পবিত্র দেহধাতু সংস্থাপন করে চৈত্য নির্মাণকালে তাতে প্রসন্নমনে সুধাপিণ্ড দান করেছিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি সেই থেকে আজ পর্যন্ত কখনো চারি অপায়ে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি বহুজন্ম দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পূজার যোগ্য বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. পূজার যোগ্য বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘকে পূজা কর। এতে করে জগতের সমস্ত প্রপঞ্চ অতিক্রম করতে পারবে এবং যাবতীয় শোক-বিলাপ-পরিদেবন মুক্ত হতে পারবে।

২. এমন অকুতোভয়ী, নিবৃত, পূজার যোগ্য বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘকে পূজা করার যে অমিত পুণ্যফল তা কোনোভাবেই কোনো কিছুর সাথে তুলনা করে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

৩. জম্বুদ্বীপ, অপরযোগ, উত্তরকুরু ও পূর্ববিদেহ এই চারি মহাদ্বীপের ক্ষমতার অধিকারী চক্রবর্তী রাজা হলেও একবার মাত্র পূজার যোগ্য বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘকে পূজা করার যে ফল তার তুলনায় ষোল ভাগের একভাগও হয় না।

৪. নরশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে নির্মীয়মাণ চৈত্য আমি অতীব প্রসন্নমনে সুধাপিণ্ড দান করেছিলাম।

৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফল এমনই মহৎ!

৬. পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি আজ থেকে ত্রিশ কল্প আগে তেরবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুধাপিণ্ডিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুধাপিণ্ডিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সুচিন্তিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহুজন্মে নির্বাণপ্রদ পুণ্য সঞ্চয় করে তিষ্য ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হলেন। একদিন তিনি শাস্তার বসার জন্য পরিশুদ্ধ কাষ্ঠময় একটি বসার আসন দান করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি বহুজন্ম সুগতিসুখ অনুভব করলেন এবং বহু জন্মের পর এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আদিত্যবন্ধু লোকনাথ তিষ্য ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮. আদিত্যবন্ধু লোকনাথ তিষ্য ভগবানকে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে একটি পরিশুদ্ধ নির্মল বসার আসন দান করেছিলাম।

৯. আজ থেকে আঠার কল্প আগে আমি মহারুচি নামক রাজা হয়েছিলাম। আর আমার প্রভূত ধনৈশ্বর্য, পান-ভোজন, শয্যাসন প্রভৃতি কোনো অভাব ছিল না।

১০. অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধ ভগবানকে বসার আসন দান করে আমি এখনো নিজের পূর্বকৃত সুকর্ম অনুভব করি।

১১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বসার আসন দান করেছিলাম, তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। বসার আসন দানের ফল এমনই মহৎ!

১২. আজ থেকে আটত্রিশ কল্প আগে আম রুচি, উপরুচি ও মহারুচি নামক তিনবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুচিন্তিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুচিন্তিক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. অর্ধচেলক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময় পূর্বকৃত একটি মাত্র অকুশল কর্ম-প্রভাবে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সদ্ধর্ম শ্রবণ করে অতীব প্রসন্নমনে চীবর তৈরির জন্য অর্ধেক পরিমাণ কাপড় দান করলেন। তিনি সেই পুণ্যকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় দেবলোকের সমস্ত দেবসম্পত্তি ভোগ করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যকুলে জন্ম নিয়ে মনুষ্যসম্পত্তির শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি চক্রবর্তী-সম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অত্যন্ত খুশী মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তিষ্য ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৪. আমি অতীতে তিষ্য ভগবানকে চীবর তৈরির জন্য অর্ধেক পরিমাণ কাপড় দান করেছিলাম। তাতে করে আমি দুর্গতিতে পতন হতে রক্ষা পেয়েছি।

১৫. অর্ধেক পরিমাণ কাপড় দান করে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম এবং অবশিষ্ট কল্পে আমি বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করেছিলাম।

১৬. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কাপড় দান করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। কাপড় দানের ফল এমনই মহৎ!

১৭. আজ থেকে ঊনপঞ্চাশ কল্প আগে আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং বত্রিশবার জনাধিপতি মহাপ্রতাপশালী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অর্ধচেলক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অর্ধচেলক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সূঁচিদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সময়ে সময়ে অকুশলবীজ রোপণ করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে কৃত কোনো এক অকুশল কর্মপ্রভাবে এক কামারকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি কামার কর্মে সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করলেন। একদিন শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে চীবর সেলাইয়ের জন্য সূঁচ দান করলেন। সেই সূঁচ দানের পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবলোকে দেবসম্পত্তি ভোগ করেন। পরবর্তীকালে মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হয়েও চক্রবর্তী-সম্পত্তিসহ প্রভৃতি সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন এবং প্রতিটি জন্মে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ মহাজ্ঞানী হতেন। তিনি পর্যায়ক্রমে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহাধনী, শ্রদ্ধাবান ও তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ। তিনি একদিন শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে ধর্মানুসারে জ্ঞানত মনোনিবেশ করে সেই আসনেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘আমি পূর্বে কামার ছিলাম’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৯. আমি পূর্বে কামার ছিলাম। পুরুষোত্তম মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে আমি তখন সূঁচ দান করেছিলাম।

২০. সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি জন্মজন্মান্তরে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ মহাজ্ঞানী হয়ে জন্মাতাম এবং পরিশেষে আমি সম্পূর্ণ রাগমুক্ত হয়েছি, বিমুক্ত হয়েছি, আসবক্ষয় জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি।

২১. অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত জন্মে আমি জ্ঞানযোগে সবকিছুকে বিচার করতে সক্ষম হয়েছি। সূঁচ দানের ফল এমনই মহৎ।

২২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি সত্ত্বগণের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ ছিলাম এবং সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সূঁচিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সূঁচিদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. গন্ধমালিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার প্রভূত ভোগৈশ্বর্য ছিল। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধিযোগে শাস্তার জন্য গন্ধস্তূপ নির্মাণ করালেন। সেই গন্ধস্তূপের উপর সুমনপুষ্প টাঙিয়েছিলেন। তিনি সেই পুণ্য-প্রভাবে দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৪. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে গন্ধস্তূপ নির্মাণ করেছিলাম। আমি তা বুদ্ধগণের উপযোগী করে সুমনপুষ্পে আচ্ছাদিত করেছিলাম।

২৫-২৬. লোকনায়ক বুদ্ধ সেখানে উজ্জ্বল মণিকাঞ্চনের ন্যায়, দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের ন্যায়, তেজস্বী সূর্যের ন্যায়, দৃঢ়পরাক্রমী বাঘের ন্যায় ও পশুরাজ সিংহের ন্যায় ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত হয়ে উপবেশন করেছিলেন।

২৭. আমি শাস্তার পদযুগলে বন্দনা নিবেদন করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম। আমি সেই গন্ধমাল্য আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে দান করেছিলাম।

২৮. এভাবে বিশেষ উপায়ে বুদ্ধকে পূজা করার ফলে আমি কখনো দুর্গতিতে জন্মাইনি। বুদ্ধপূজা করার ফল এমনই মহৎ!

২৯. আজ থেকে ঊনচল্লিশ কল্প আগে আমি ষোলবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধমালিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ত্রিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করতে করতে কোনো এক অকুশলকর্মের ফলে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তখন হরিণ হত্যা করে অরণ্যে অবস্থান করতেন। সেই সময় তিনি বিপশ্বী ভগবানের পাটলি বোধিবৃক্ষকে চির হরিৎ পত্রপল্লবে সুশোভিত দেখে প্রসন্নমনে তিনটি ফুল দিয়ে পাটলি মহাবোধিকে বন্দনা নিবেদন করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি সেখান থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে চক্রবর্তী-সম্পত্তি প্রভৃতি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শাস্তার শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

এভাবে সিদ্ধিলাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি পূর্বে অরণ্যের মধ্যে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩১. আমি পূর্বে অরণ্যের মধ্যে হরিণ শিকারী ছিলাম। সবুজ পত্রপল্লবে শোভিত পাটলি বোধিবৃক্ষকে দেখে আমি তিনটি ফুল দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৩২-৩৩. ভিতর-বাহির উভয় পরিশুদ্ধ, সুবিমুক্ত, অনাসক্ত লোকনায়ক বিপশ্বী সম্বুদ্ধকে সামনে থেকে পূজা করার ন্যায় আমি স্বয়ং-পতিত পাতা কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে আচ্ছাদিত করেছিলাম। সেই পাটলি বোধবৃক্ষকে অভিবাদন করার পর সেখানেই আমার মৃত্যু হয়।

৩৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বোধিবৃক্ষকে পূজা করেছিলাম, তার ফলে কখনো আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিবৃক্ষকে পূজা করারই ফল।

৩৫. আজ থেকে তেত্রিশ কল্প আগে আমি তেরবার সকলের প্রিয় মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. মধুপিণ্ডিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শিকারের উদ্দেশে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলে পরে বিবেকাভিরত শান্ত সৌম্য সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখতে পেলেন। সিদ্ধার্থ ভগবান সমাধি হতে জাগ্রত হলে পরে তিনি তাঁকে সুমধুর মধু দান করলেন। তারপর প্রসন্নমনে বন্দনা করে চলে গেলেন। তিনি সেই পুণ্য-প্রভাবে দেবলোকে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করতে করতে বহু জন্মপরিভ্রমণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আহ্বানার্হ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৭-৩৮. আমি ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আহ্বানার্হ, নিবৃত-অন্তর মহানাগ, মুক্তপুরুষ সিদ্ধার্থ ভগবানকে জনমানবহীন নির্জন নিস্তব্ধ গভীর অরণ্যে উপবিষ্ট দেখেছিলাম। তিনি তথায় লক্ষ নক্ষত্ররাজিতে পরিশোভিত শুকতারার ন্যায় চির দেদীপ্যমান ছিলেন।

৩৯. দেখার সাথে সাথেই আমার সমস্ত অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠেছিল এবং সেই সাথে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল যে, আমি সমাধি হতে উঠার পর সিদ্ধার্থ ভগবানকে সুমধুর মধু দান করেছিলাম।

৪০. অতঃপর আমি শাস্তার শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা নিবেদন করে পূর্বমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম। এই মধুদানের ফলে আমি চৌত্রিশ কল্প আগে 'সুদর্শন' নামক রাজা হয়েছিলাম।

৪১. আমি যখন ভোজন করতাম তখন যেন আমার খাদ্য মধু প্রবাহিত

হতো এবং বর্ষিত হতো। ইহা আমার পূর্বকর্মেরই ফল।

৪২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই মধু দান করেছিলাম, তারপর থেকে কখনো আমাকে কোনো দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। মধুদানের ফল এমনই মহৎ!

৪৩. আজ থেকে চৌত্রিশ কল্প আগে আমি চারবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মধুপিণ্ডিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মধুপিণ্ডিক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. শয্যাসনদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হন। একদিন শাস্তা সিদ্ধার্থ ভগবান তার আবাস-স্থলের বনে গেলে পরে তিনি ভগবানকে প্রণাম করেন এবং মাদুর বিছিয়ে তার চতুর্পার্শ্বে আচ্ছাদনীর মতো করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পুষ্পপূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে খুশী মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৫. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে একটি পাতার মাদুর দান করেছিলাম। সিদ্ধার্থ ভগবান সেখানে উপবেশন করলে পরে তার চতুর্পার্শ্বে নানা জাতের ফুল সাজিয়ে পুষ্পপূজা করেছিলাম।

৪৬. সেই পুণ্যের ফলে আমি মহার্ঘ মূল্যের অতীব রমণীয় প্রাসাদে কতবার যে রমিত হয়েছিলাম! তখন আমার সমস্ত শয়নকক্ষ মহার্ঘ পুষ্পে শোভিত থাকত।

৪৭. সেই পুষ্পশোভিত শয়নকক্ষে আমি প্রবেশ করা মাত্রই সমস্ত শয়নকক্ষজুড়ে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হতো।

৪৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি পাতার মাদুর দান করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাতার মাদুর দান করারই ফল।

৪৯. আজ থেকে পাঁচকল্প আগে আমি সাতবার 'তৃণসন্থারক' নামক জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শয্যাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শয্যাসনদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বেয়্যাবচ্চক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত জীবনের কাহিনি উপর্যুক্ত কাহিনির ন্যায় জ্ঞাতব্য। শুধুমাত্র এই স্থবিরের কাহিনিটি বিপশ্বী ভগবানের সময় বলে জ্ঞাতব্য।

৫১. তখন বিপশ্বী ভগবানের ছিল সুবৃহৎ ভিক্ষুপরিষদ। বুদ্ধ প্রমুখ সেই সুবৃহৎ ভিক্ষুপরিষদের একান্ত সেবক ছিলাম আমি। আমি তাদের সমস্ত কাজকর্ম করে দিতাম।

৫২. মহর্ষি সুগতকে দান দেওয়ার মতো আমার হাতে তখন কিছুই ছিল না। আমি শুধু প্রসন্নমনে শাস্তার চরণ যুগলে সশ্রদ্ধ বন্দনা করেছিলাম।

৫৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই সেবা-সৎকার করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষসংঘকে সেবা-সৎকার করারই ফল।

৫৪. আজ থেকে আট কল্প আগে আমি সুচিন্তিত নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বেয়্যাবচ্চক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বেয়্যাবচ্চক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় শঙ্খবাদক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শঙ্খবাদন শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করলেন। তিনি প্রত্যহ ভগবানের সামনে শঙ্খ বাজিয়ে ভগবানকে শঙ্খশব্দে পূজা করতেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেব-মনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে প্রত্যেক জন্মেই শ্রুতিমধুর কণ্ঠের অধিকারী হতেন। পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি 'মধুরকণ্ঠী' নামে খ্যাতিমান হলেন। তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি 'মধুরস্‌সর স্থবির' নামে খ্যাত হন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি ছিলাম বিপশ্বী ভগবানের' প্রভৃতি গাথাগুলো বলেছিলেন।

৫৬. আমি ছিলাম বিপশ্বী ভগবানের শঙ্খবাদক। অমি প্রত্যহ মহর্ষি সুগতকে শঙ্খবাদনের মধ্য দিয়ে শঙ্খশব্দে পূজা করতাম।

৫৭. দেখ, এমন লোকনাথ সম্বুদ্ধকে শব্দপূজা করার ফলস্বরূপ আমাকে প্রতিনিয়ত ষাট হাজার দিব্যতূর্য পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত।

৫৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই মহাঋষি সম্বুদ্ধকে শব্দপূজা করেছিলাম, তার ফলে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সম্বুদ্ধকে শব্দপূজা করারই ফল।

৫৯. আজ থেকে চব্বিশ কল্প আগে আমি ষোলবার মহানির্ঘোষ নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[সুধাবর্গ দশম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সুধাপিণ্ডিয়, সুচিন্তিক, অর্ধবস্ত্রী, সূঁচ ও গন্ধমালি,
ত্রিপুষ্পিয়, মধুপিণ্ডিক, শয্যাসনদায়ক, বেয়্যাবচ্চক,
বুদ্ধোপস্থায়ক মিলে এই বর্গে ষাটটি গাথা কথিত।

অতঃপর বর্গের স্মারক-গাথা :

বুদ্ধবর্গ, প্রথম সিংহাসন, সুভূতি ও কুণ্ডধান,
উপালি, বীজনী, সকচিন্তিয়, নাগসমাল ও তিমির
সুধাসহ দশটি বর্গে চৌদ্দশ পঞ্চান্নটি গাথা প্রকাশিত।

[বুদ্ধবর্গ দশক]

[প্রথম শতক সমাপ্ত]

*　　*　　*

১১. ভিক্ষাদায়ী-বর্গ

১. ভিক্ষাদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সিদ্ধার্থ ভগবানকে পিণ্ডচারণ করতে দেখে প্রসন্নমনে আহার দান করেন। ভগবান তার প্রদত্ত আহার গ্রহণ করে অনুমোদনপূর্বক চলে গেলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি যথা আয়ুষ্কাল বেঁচে থেকে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'দান গ্রহণের যোগ্য, নির্বাণগত' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. দান গ্রহণের যোগ্য, নির্বাণগত, সুবর্ণ বর্ণ মহান সম্বুদ্ধ বন হতে গ্রামের উদ্দেশে বের হয়েছিলেন।

২. আমি জ্ঞানবলে উপশান্ত হয়েছেন এমন মহাবীর মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানকে এক চামচ ভিক্ষা দিয়েছিলাম।

৩. তিনি তাঁর অনুসারী বিশাল জনতাকে পরমা শান্তি নির্বাণে উপনীত করছিলেন। তাই সেই আদিত্যবন্ধু সম্বুদ্ধের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগ্রত হয়েছিল।

৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে একবারও দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভিক্ষাদানেরই ফল।

৫. আজ থেকে সাতাশি কল্প আগে আমি সাতবার মহারেণু নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভিক্ষাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভিক্ষাদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি প্রত্যহ ধর্মশ্রবণ করতে যেতেন। তিনি ভগবানের ধর্মদেশনার জ্ঞানের গভীরতা দেখে ভীষণ প্রসন্ন হলেন এবং পঞ্চঙ্গ-অষ্টাঙ্গ নমস্কারবশে প্রণাম নিবেদন করে চলে গেলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। সেখানে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী-সম্পত্তিসহ প্রভৃতি মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭-৮. শ্রেষ্ঠ আজানীয় ঘোড়ার ন্যায় ও মাতঙ্গ হস্তীর ন্যায় মহর্ষি জ্যোতিষ্মান লোকশ্রেষ্ঠ সম্যকবুদ্ধকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, যিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দশদিক আলোকিত করে রথে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।

৯. তাঁর অসীম জ্ঞানের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমি দুহাত জোড় করেছিলাম এবং প্রসন্নচিত্তে সুপরিশুদ্ধ মনে সিদ্ধার্থ ভগবানকে অভিবাদন করেছিলেন।

১০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম তারপর থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানসংজ্ঞায় দুহাত জোড় করারই ফল।

১১. আজ থেকে তেয়াত্তর কল্প আগে আমি ষোলবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী নরোত্তম চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. উৎপলহস্তি স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক মালাকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ফুল বিক্রি করে করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। অতঃপর একদিন ফুল নিয়ে বিচরণ করতে করতে ভগবানকে দেখতে পেলেন এবং একগুচ্ছ রক্তোৎপল দিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে মৃত্যুর পর তিনি সুগতি স্বর্গলোকে পুণ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় আমি ছিলাম তিরবা নিবাসী মালাকার' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩. সেই সময় আমি ছিলাম তিরবা নিবাসী মালাকার। একদিন আমি ত্রিলোক পূজ্য বিরজ বীতমল সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৪-১৫. আমি অতীব প্রসন্ন ও সুপরিশুদ্ধ মনে একগুচ্ছ ফুল দান করেছিলাম। সেই কৃতপুণ্যের ফলে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, অতীব ইষ্ট ও মনোজ্ঞ ফল আমি ভোগ করতাম এবং সুদৃশ্য পুষ্পমাল্য আমার চতুর্পার্শ্বে আমাকে পরিবেষ্টন করে থাকত। ইহা আমার ফুলদানেরই ফল।

১৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফুল দান করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে একবারও দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

১৭. বর্তমান জন্মের কথা বাদ দিলে সেই চুরানব্বই কল্পের পর থেকে আমি মোট পাঁচশবার রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উৎপলহস্তি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উৎপলহস্তি স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পদপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে সুমনপুষ্পে ভগবানের পদযুগলে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে শক্রসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ক্রমে বিদর্শন ভাবনা বলে অর্হত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের কৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজন্মের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৯. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে সুমনপুষ্প দান করেছিলাম। আমি ভীষণ আনন্দিত মনে তার পদযুগলে সাতটি পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২০. সেই কুশল কর্মের প্রভাবেই আজ আমি অমৃতলোক নির্বাণ ভূমে অভিরমিত হই এবং আমি সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

২১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি ভগবানের পদযুগলে যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে আর একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

২২. আজ থেকে পাঁচ কল্প আগে আমি তেরবার 'সমন্তগন্ধ' নামক চতুরন্ত বিজয়ী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদপূজক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. মুষ্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক মালাকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি নিজের

মালাকার শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করলেন। একদিন তিনি ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমনে দুহাতে সুমনপুষ্প নিয়ে ভগবানের পদমূলে ছিটিয়ে দিয়ে পূজা করেন। সেই প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্বের প্রার্থনা অনুসারে শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'তখন আমি ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৪. তখন আমি ছিলাম সুদর্শন নামক এক মালাকার। একদিন আমি লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিরজ বীতমল বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৫. আমি দুহাতে সুমন পুষ্প নিয়ে পদুমুত্তর বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম। তার ফলে আমি বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করেছিলাম।

২৬. এই পুষ্প পূজার ফলে ও প্রার্থনাবলে আমাকে লক্ষকল্প দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

২৭. আজ থেকে ছত্রিশ কল্প আগে আমি ষোলবার দেবোত্তর নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মুষ্টিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মুষ্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. উদকপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি কুশলাকুশল বিষয়ে অবগত হলেন। একদিন পদুমুত্তর ভগবানকে আকাশপথে যেতে দেখলেন। তখন ভগবানের শরীর হতে ষড়রশ্মি নির্গত হচ্ছিল। তা দেখে তিনি প্রসন্নমনে উভয় হাতে জল নিয়ে পূজা করলেন। সেই জল তখন রজত বুদ্বুদের ন্যায় আকাশে স্থিত হলো। তাতে তিনি আরও প্রসন্ন হলেন। মৃত্যুর

পর তিনি তুষিত স্বর্গে জন্ম নিয়ে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করলেন। পরবর্তীকালে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবর্ণবর্ণ জ্যোতিষ্মান সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৯. সুবর্ণবর্ণ জ্যোতিষ্মান সম্বুদ্ধ প্রজ্জ্বলিত ঘৃতৈতেলের মতো এবং তেজস্বী সূর্যের মতো আপন ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে আকাশপথে গমন করছিলেন।

৩০. আমি তখন বুদ্ধকে পূজা করার মানসে দুহাতে জল নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম। মহাকারুণিক ঋষি মহাবীর বুদ্ধ তা গ্রহণ করেছিলেন।

৩১. পদুমুত্তর শাস্তা আকাশে দাঁড়িয়েই আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে এই গাথা ভাষণ করেছিলেন।

৩২. এই ব্যক্তি পরম প্রীতির সাথে এই জল দানের প্রভাবে লক্ষকল্প অপায় দুর্গতিতে যাবে না।

৩৩. সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি দ্বিপদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম হয়েছি এবং সমস্ত জয়-পরাজয় অতিক্রম করে অজর-অমর অচলস্থান নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছি।

৩৪. আজ থেকে পঁয়ষট্টিশত কল্প আগে আমি তিনবার চতুরন্ত বিজয়ী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকপূজক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. নলমালিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। পরে কামের আদীনব তথা দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে

তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি সেখানে ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমনে বন্দনা করলেন। তৃণমাদুর বিছিয়ে দিয়ে বসতে প্রার্থনা করলেন। ভগবান সেই তৃণমাদুরে বসলেন। তখন তিনি ভগবানকে একজাতীয় নলের তৈরি পাখা দিয়ে বাতাস করার পর তা দান করলেন। ভগবান তার প্রতি অনুকম্পা করে তা গ্রহণ করলেন এবং অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে লাগলেন। প্রতি জন্মে তিনি মানসিক অশান্তি, সন্তাপ, মনস্তাপহীন হয়ে পরম সুখে কাল যাপন করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্ব জীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর বুদ্ধকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৬-৩৭. তৃণমাদুরে উপবিষ্ট ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ উপশান্ত পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি একজাতীয় নলে তৈরি হাতপাখা দিয়ে বাতাস করেছিলাম। বাতাস করার পর আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে তা দান করেছিলাম।

৩৮. লোকনায়ক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ সেই হাতপাখা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে আশীর্বাদসূচক এই গাথা ভাষণ করেছিলেন।

৩৯. তোমার হাতপাখা দিয়ে বাতাস করার ফলে আমার সমস্ত দেহ যেমন পরিদাহ হতে মুক্ত হয়ে শান্ত শীতল হয়েছে, ঠিক তদ্রূপ তোমার চিত্তও রাগ, দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধাগ্নি হতে মুক্ত হয়ে চিরশান্ত, নিবৃত হোক।

৪০. তখন সেই বনকে আশ্রয় করে থাকা সমস্ত দেবতারা সেখানে সমাগত হয়েছিল। তারা বলল, আমরা সবাই গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে অমৃতোপম আনন্দদায়ক বুদ্ধবাণী শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

৪১. ভগবান তথাকার দেবসংঘ-পরিবেষ্টিত সভায় উপবিষ্ট হয়ে অমৃতোপম আনন্দদায়ক এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৪২. এই হাতপাখা দাতা ব্যক্তি হাতপাখা দানের ফলে ও প্রার্থনাবলে ভবিষ্যতে সুব্রত নামক চক্রবর্তী রাজা হবে।

৪৩. তারপর সে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে মালুতো নামক চক্রবর্তী রাজা হবে।

৪৪. এই হাতপাখা দানের প্রভূত পুণ্য-প্রভাবে সে লক্ষকল্প অপায় দুর্গতিতে জন্ম নেবে না।

৪৫. ত্রিশ হাজার কল্পের মধ্যে সে মোট আত্রিশবার সুব্রত নামক চক্রবর্তী রাজা ও ঊনত্রিশ হাজার কল্পের মধ্যে সে আটবার মালুত নামক চক্রবর্তী রাজা হবে।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নলমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

[সপ্তম ভাণবার]

৮. আসন উপস্থায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংসারধর্ম পালনকালে একদিন সংসারের দোষ দেখে ভীষণ উদ্বিগ্ন হলেন। পরে গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন ভগবান সেখানে গেলে তিনি ভগবানকে দেখতে পেলেন। ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে একটি সিংহাসন দান করলেন। ভগবান তাতে বসলেন। উপবিষ্ট ভগবানকে তিনি কয়েক গুচ্ছ মালা হাতে নিয়ে পূজা করে প্রদক্ষিণ করলেন। অতঃপর চলে গেলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে প্রতি জন্মে উচ্চবংশীয় ও মহাধনী হয়ে জন্ম নিলেন। পরবর্তীকালে সময়ের পরিক্রমায় তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্মের কথা স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি নিঃশব্দ নিরিবিলি' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৭. আমি নিঃশব্দ নিরিবিলি এক গভীর বনে অর্থদর্শী ভগবানকে একটি সিংহাসন দান করেছিলাম।

৪৮. আমি হাতে পুষ্পমাল্য নিয়ে শাস্তাকে প্রদক্ষিণ করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৪৯. সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি আজ দ্বিপদশ্রেষ্ঠ, লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম এবং সমস্ত জন্মকে ক্ষয় করে নিজেকে চিরনিবৃত করেছি।

৫০. আজ থেকে আটারশত কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, তার ফলে আমাকে একবারও দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সিংহাসন দানেরই ফল।

৫১. আজ থেকে সাতশত কল্প আগে আমি সন্নিব্বাপক নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আসন উপস্থায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আসন উপস্থায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বিলালিদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হন। একদিন তিনি সংসারে কামের আদীনব তথা দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং হিমালয়ে অতীব অল্পেচ্ছু হয়ে ও সন্তুষ্ট মনে বসবাস করতে লাগলেন। সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান তার প্রতি অনুকম্পা করে হিমালয়ে গেলেন। তিনি ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে বন্দনা করে বিলালি নামক এক জাতীয় গাছের ফল নিয়ে পাত্রে দিলেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধ তার প্রতি অনুকম্পা করে ও তার মনে আনন্দ উৎপাদনের জন্য তার প্রদত্ত বিলালি গাছের ফল ভোজন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেব-মনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে

নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘আমি হিমালয়ের অনতিদূরে’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৩. আমি হিমালয়ের অনতিদূরে পর্ণকুটিরে বসবাস করতাম। সে সময় আমি লোভাতুর না হয়ে মৃদু ঘাসের উপর শয়ন করতাম।

৫৪. মাটি খনন করে তোলা আলু, তালমূল, বিলালি ফল, কলা, বড়ই, ভল্লাতক ফল প্রভৃতি তখন প্রস্তুত ছিল।

৫৫. পরম পূজনীয়, লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে আমার কাছে এসেছিলেন।

৫৬. আমি তখন অকস্মাৎ উপস্থিত হওয়া নরশ্রেষ্ঠ দেবাতিদেব মহানাগ বুদ্ধকে বিলাল ফল হাতে নিয়ে তার পাত্রে দান করেছিলাম।

৫৭. মহাবীর বুদ্ধ তখন আমার মনে আনন্দ উৎপাদনের জন্য তা পরিভোগ করেছিলেন এবং এই গাথা বলেছিলেন।

৫৮. নিজের চিত্তকে প্রসন্ন করে তুমি আমায় বিলাল ফল দান করলে, তার ফলে তুমি লক্ষকল্প অপায় দুর্গতিতে জন্ম নেবে না।

৫৯. এখন আমি সমস্ত জন্ম ক্ষয় করে অবস্থান করছি। এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৬০. আজ থেকে চুয়ান্ন কল্প আগে আমি সুমেখলিয় নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিলালিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিলালিদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. রেণুপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হলেন। একদিন জ্যোতিষ্মান ভগবান বুদ্ধকে দেখে প্রসন্নমনে হাতে নাগপুষ্পরেণু নিয়ে পূজা করলেন। ভগবান তার পুষ্পপূজা অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। প্রতি জন্মে সর্বত্রই তিনি পূজিত হতেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি স্বীয় দিব্যচক্ষু দ্বারা নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজন্মের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায়' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬২-৬৩. মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় ও ভরা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সর্বদিক আলোকিত করা সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ আপন শ্রাবক-পরিবেষ্টিত হয়ে সগৌরবে আমার এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি নাগপুষ্পরেণু হাতে নিয়ে তাঁকে দান করেছিলাম।

৬৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পরেণু দান করেছিলাম, তার ফলে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৬৫. আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ কল্প আগে আমি রেণু নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রেণুপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রেণুপূজক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[ভিক্ষাদায়ী-বর্গ দশম]

স্মারক-গাথা

ভিক্ষাদায়ী, জ্ঞানসংজ্ঞিক, উৎপলহস্তি ও পদপূজক,
মুষ্টিপুষ্পিয়, উদকপূজক, নলমালিয়, আসন-উপস্থায়ক
বিলালিদায়ক ও রেণুপূজকসহ ছেষট্টি গাথায় সমাপ্ত।

* * *

১২. মহাপরিবার-বর্গ

১. মহাপরিবারক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় যক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ লক্ষ যক্ষের সাথে এক ক্ষুদ্র দ্বীপে দিব্যসুখ ভোগ করে অবস্থান করছিলেন। সেই দ্বীপে একটি সুরম্য চৈত্য ছিল। সেখানে ভগবান গেলেন। অতঃপর যক্ষসেনাপতি ভগবানকে দেখতে পেলেন। তিনি ভগবানের কাছে গেলেন এবং দিব্যবস্ত্র দিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। তিনি সপরিবারে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে দিব্যসুখ ভোগ করলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তীসুখ ভোগ করে পরবর্তীকালে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় বিপশ্বী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. সেই সময় লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম বিপশ্বী ভগবান আটষট্টি হাজার শিষ্য-পরিবৃত হয়ে আমাদের ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রবেশ করেছিলেন।

২. নগর হতে বের হয়ে আমি সেই দ্বীপের চৈত্যে গিয়ে পরম পূজনীয় বিরজ বীতমল বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩. চুরাশি হাজার যক্ষ আমার কাছে এসে তখন আমাকে তাবতিংস স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায় সেবা-সৎকার করছিলেন।

৪. সেই সময় আমি আমার প্রাসাদ হতে বের হয়ে একটি দিব্যবস্ত্র নিয়েছিলাম এবং ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে অভিবাদন করে সেই দিব্যবস্ত্রটি দান করেছিলাম।

৫. অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো আমাদের শাস্তা! বুদ্ধের তেজশক্তিতে তখন সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল।

৬. আমি সেই অতি আশ্চর্য দৃশ্য দেখে অবাক বনে গিয়েছিলাম। আমার সমস্ত লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করেছিলাম।

৭. সেই প্রসন্নচিত্তে আমি শাস্তাকে দিব্যবস্ত্রটি দান করেছিলাম। এবং সপরিষদ আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে একবারও দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৯. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি ষোলবার সুবাহন নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহাপরিবারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাপরিবারক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সুমঙ্গল স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক বড় দীঘির কাছাকাছি এক জায়গায় বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় ভগবান বিহার হতে বের হয়ে সেই দীঘিতে স্নান করতে গেলেন। স্নানের পর দীঘির পাড়ে চীবর পরিহিত হয়ে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর সেই দেবপুত্র বেশ খুশী মনে দুহাত জোড় করে দিব্যতূর্য বাজিয়ে বুদ্ধের গুণকীর্তন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেব-মনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্ব জীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১১. লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম জিনবর অর্থদর্শী ভগবান বিহার হতে বের হয়ে একটি বড় দীঘিতে এসেছিলেন।

১২. সেখানে তিনি স্নান করেছিলেন এবং পরিধেয় চীবর পরিধান করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক দেখছিলেন।

১৩. আমি আমার ভবনে বসেই লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তখনি আমি অতীব আনন্দিত মনে করতালি দিয়েছিলাম।

১৪. মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান ও তেজস্বী সম্বুদ্ধকে আমি দিব্য নৃত্য-গীতে ও দিব্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আনন্দিত করেছিলাম।

১৫. সেই পুণ্য-প্রভাবে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন সর্বত্রই আমি আমার বিপুল যশ দিয়ে অন্য সত্ত্বদের অতিক্রম করতাম।

১৬. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। হে মুনি, আপনি আগে নিজেকে পরিপুষ্ট করে তারপর অপর সত্ত্বগণকে পরিপুষ্ট করেছিলেন।

১৭. স্বীয় সত্যব্রতে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত থেকে অতীব আনন্দিত মনে সম্বুদ্ধকে সেবা-পূজা করে আমি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

১৮. আজ থেকে ষোলশত কল্প আগে আমি আঠারবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমঙ্গল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমঙ্গল স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. স্মরণগমনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হিমালয়ে এক দেবরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় সেখানকার অপর এক যক্ষ দেবরাজ ওই দেবরাজের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে উদ্ধত হলো। ঠিক সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান তাদের প্রতি অশেষ অনুকম্পা করে আকাশপথে সেখানে গেলেন। তারপর সপরিষদ দুই দেবরাজকে ধর্মদেশনা করলেন। ধর্মদেশনা শোনার পর তারা সবাই নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে সগৌরবে ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে শরণ গ্রহণ করেন। এই শরণ-গ্রহণই তাদের জীবনে প্রথম শরণ-গ্রহণ। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি

শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'উভয় দেবরাজ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২০. সেই সময় বিশাল দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সপরিষদ উভয় দেবরাজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

২১. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর শাস্তা আকাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ সেই সপরিষদ উভয় দেবরাজকে সংবেগ-উৎপাদক ধর্মদেশনা করেছিলেন।

২২. তাতে করে তথাস্থ সমস্ত দেবতা ভীষণ খুশী হয়ে নিজেদের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এবং সাথে সাথে সম্বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে সকলেই একাগ্রচিত্ত হয়েছিলেন।

২৩. আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে পরম করুণাময় লোকবিদ পদুমুত্তর ভগবান অমৃতনির্ঝর উপদেশ প্রদান করেছিলেন এবং সেই সাথে মহাজনতাকে শান্ত-নিবৃত করেছিলেন।

২৪. প্রদুষ্টচিত্ত মানুষ যদি কোনো একটি প্রাণীকেও কষ্ট দেয়, তাহলে সে সেই প্রদুষ্টচিত্তের কারণেই অপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

২৫. সংগ্রামে অবতীর্ণ নাগের ন্যায় তোমরা বহু প্রাণীকে কষ্ট দিয়েছ। এবার তোমরা নিজ নিজ চিত্তকে শান্ত-নিবৃত কর। বারবার হত্যায় লিপ্ত হইও না।

২৬. সেই দুই দেবরাজের সুবৃহৎ পরিষদসহ আমরা সবাই লোকশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

২৭. সেই চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ উপস্থিত জনতাকে উপদেশ দিয়ে দেবগণ দেখে মতো করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

২৮. সেই প্রথম আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম, তারপর থেকে লক্ষকল্প আমাকে অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

২৯. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি মোট ষোলবার মহাদুন্দুভি নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শরণগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শরণগমনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. একাসনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় বরুণ নামক এক দেবরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে সুগন্ধ মাল্য ও শ্রুতিমধুর নৃত্যগীতের মাধ্যমে সপরিবারে ভগবান বুদ্ধকে পূজা করলেন। পরবর্তী সময়ে ভগবানের পরিরির্বাণের পর তাঁরই মহাবোধিবৃক্ষকে সাক্ষাৎ বুদ্ধের মতো করে সকল প্রকার তূর্য্য বাজিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর নির্মাণরতি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। এভাবে তিনি দেব-মনুষ্যলোকে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় আমি বরুণ নামক দেবরাজ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩১. সেই সময় আমি বরুণ নামক দেবরাজ ছিলাম। আমি দেববাহনে চড়ে দিব্য পুষ্পমাল্য ও তূর্য্য বাজিয়ে অর্থদর্শী সম্বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৩২. নরোত্তম লোকনায়ক অর্থদর্শী ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি সমস্ত দিব্যমাল্য ও দিব্যতূর্য্য নিয়ে মহাবোধিবৃক্ষমূলে গিয়েছিলাম।

৩৩. আমি মহাবোধিবৃক্ষকে সাক্ষাৎ বুদ্ধের ন্যায় দিব্যতূর্য বাজিয়ে মনোজ্ঞ নৃত্যের মাধ্যমে পূজা করেছিলাম।

৩৪. ধরণীর বুকে বর্ধিষ্ণু সেই মহাবোধিবৃক্ষকে পূজা করে আমি পদ্মাসনে বসেছিলাম এবং সেই আসনেই আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৩৫. আমি স্বীয় কর্মে সন্তুষ্ট ছিলাম এবং মহাবোধিবৃক্ষের প্রতি ভীষণ প্রসন্ন ছিলাম। সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি নির্মাণরতি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৩৬. দেবমনুষ্যলোকে প্রতিটি জন্মে ষাট হাজার তূর্য্য-বাদ্য আমাকে

প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টন করে থাকত।

৩৭. এখন আমার রাগ, দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধ অগ্নি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে এবং সমস্ত জন্ম ক্ষয় হয়েছে। আমি এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৩৮. আজ থেকে শতকল্প আগে আমি চৌত্রিশবার সুবাহু নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একাসনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাসনীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সুবর্ণপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক জায়গায় ভূমিবাসী দেবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট ধর্মশ্রবণ করে চারটি সুবর্ণ পুষ্প দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন। সাথে সাথে সেই ফুলগুলো আকাশে স্থিত হয়ে সুবর্ণ শামিয়ানার মতো ছায়া দিতে লাগল। তখন সেই সুবর্ণ পুষ্পগুলোর জ্যোতি ও বুদ্ধের শরীরের জ্যোতি মিলেমিশে একাকার হয়ে এক উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি করেছিল। তিনি তা দেখে অতীব প্রসন্ন হলেন। তাই নিজ বাসভবনে ফিরে যাওয়ার পর তিনি তা স্মরণ করে করে বারবার শিহরিত হতে লাগলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি তুষিত দেবলোকসহ অপরাপর সুগতিলোকে জন্ম নিয়ে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্মদেশনা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪০. লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী ভগবান উপবিষ্ট হয়ে বিশাল জনতাকে অমৃতপদ নির্বাণ ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৪১. সেই দ্বিপদশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে আমি চারটি সুবর্ণপুষ্প তাঁকে দান করেছিলাম।

৪২. সেই চারটি সুবর্ণপুষ্প বুদ্ধ প্রমুখ সমগ্র পরিষদের উপর শামিয়ানা হয়ে ছায়া দিয়েছিল। তখন সুবর্ণপুষ্পের প্রভা ও বুদ্ধশরীরের প্রভা মিলে একাকার হয়ে চতুর্দিক বিপুল আলোয় আলোকিত হয়েছিল।

৪৩. সেই অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আমি ভগবান বুদ্ধের প্রতি উদগ্রচিত্ত, প্রসন্নমনা, কৃতাঞ্জলি ও অসম্ভব ভক্তিপ্রবণ হয়েছিলাম।

৪৪. আমি সুব্রত সম্বুদ্ধকে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম এবং সশ্রদ্ধ বন্দনা নিবেদন করেছিলাম। আমি আমার খুশীর কথা সবাইকে জানিয়ে নিজের বাসভবনে চলে গিয়েছিলাম।

৪৫. আমি আমার বাসভবনে উপবিষ্ট হওয়ার পরও বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করছিলাম। সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি তুষিত দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি বহু পুষ্প দান করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৭. আজ থেকে তেতাল্লিশ কল্প আগে আমি ষোলবার নেত্তিসম্মত নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুবর্ণপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুবর্ণপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. চিতকপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় রাজায়তনে বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শিখী ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তিনি শ্রুতিপরম্পরা দেবতাদের কাছে ধর্মকথা শুনে ভগবানের প্রতি অতীব প্রসন্ন হলেন। একদিন তিনি গন্ধ, দীপ, ধূপ, পুষ্প প্রভৃতি নিয়ে সপরিবারে ভগবানের শ্মশানে গিয়ে পূজা করলেন। তারপর নিজ বাসভবনে

বসেও ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে সাক্ষাৎ বুদ্ধকে বন্দনা করার ন্যায় বন্দনা করতেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে ও সেই চিত্ত-প্রসন্নতার দরুন তিনি রাজায়তন বৃক্ষমূল হতে মৃত্যুবরণ করে তুষিত দেবলোকাদিতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকবন্ধু শিখী ভগবান বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৯. লোকবন্ধু শিখী ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হওয়ার পর আমি অমাত্য ও পরিবার-পরিজন নিয়ে রাজায়তনে বসবাস করছিলাম।

৫০. আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে ও খুশী মনে শিখী ভগবানের শ্মশানে গিয়েছিলাম। তথায় আমি দিব্যতূর্য্য বাজিয়ে সুগন্ধ পুষ্পমাল্য ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৫১. পবিত্র শ্মশানে পূজা করে আমি বন্দনা করেছিলাম। অতীব খুশী মনে আমি নিজ বাসভবনে চলে গিয়েছিলাম।

৫২-৫৩. আমি আমার বাসভবনে বসে বসে শুধু পবিত্র শ্মশানকে পূজা করার সেই স্মৃতিটুকু বারবার স্মরণ করছিলাম। হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি দেব-মনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছি এবং সমস্ত জয়-পরাজয় অতিক্রম করে অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৫৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভগবান বুদ্ধের পবিত্র শ্মশানে পূজা করারই ফল।

৫৫. আজ থেকে ঊনত্রিশ কল্প আগে আমি ষোলবার উগ্‌গত নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিতকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিতকপূজক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. বুদ্ধসংজ্ঞিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক ভূমিবাসী বিমানে দেবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বিপশ্বী ভগবানও নিজের আয়ুসংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। সাথে সাথে দশ হাজার লোকধাতুসহ সসাগরা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল। তখন সেই দেবপুত্রের ভবনটিও কম্পিত হয়েছিল। প্রকম্পিত হওয়ার পরপরই সেই দেবপুত্রের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, 'কী কারণে এই সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হলো?' তিনি দিব্যদৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, ভগবান বুদ্ধ আয়ুসংস্কার ত্যাগ করেছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হয়েছে। এটি জানার পর তার মনে এক গভীর শোক ও দৌর্মনস্য উৎপন্ন হলো। তখন বৈশ্রাবণ মহারাজ তার কাছে এসে 'চিন্তা করো না ' বলে আশ্বস্ত করলেন। সেই দেবপুত্র সেখান থেকে চ্যুত হয়ে সেই পুণ্য-প্রভাবে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৭. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবান যখন নিজের আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সসাগরা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৫৮. বিপশ্বী বুদ্ধ আয়ুসংস্কার বিসর্জন করার ফলে আমার সুবিস্তৃত, সুচিত্রিত, দর্শনীয় ভবনটিও প্রকম্পিত হয়েছিল।

৫৯. আমার বিশাল ভবনটি প্রকম্পিত হয়ে উঠলে পরে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল। এই আলো দেখা দেওয়ার কারণ কী? আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিল।

৬০. তখনি বৈশ্রাবণ মহারাজা পৃথিবীতে এসে লোকজনকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনারা সকলেই সংযত ও একাগ্রচিত্ত হোন।

৬১. অহো বুদ্ধো! অহো ধর্ম! অহো আমাদের শাস্তাসম্পদ! এই পৃথিবীতে যখন বুদ্ধাদি মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় তখন পৃথিবী প্রকম্পিত হয়।

৬২. বুদ্ধগণের এমন প্রভাব ঘোষণা করে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম। অবশিষ্ট কল্পে আমি বহু কুশলপুণ্য সম্পাদন করেছিলাম।

৬৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধসংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৬৪. আজ থেকে চৌদ্দ কল্প আগে আমি 'সমিত' নামক এক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধসংজ্ঞিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধসংজ্ঞিক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. মার্গসংজ্ঞিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হিমালয়ে এক দেবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অরণ্যে গিয়ে সঠিক মার্গান্বেষী পথভ্রষ্ট বুদ্ধশিষ্যদের প্রথমে ভোজন করিয়ে তারপর তাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে সম্পত্তি ভোগ করে জন্মজন্মান্তরে সর্বত্রই জ্ঞানী পণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসে অনাগ্রহী হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর বুদ্ধের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৬. পদুমুত্তর বুদ্ধের কিছু শিষ্য ছিলেন সতত বনচারী পথভ্রষ্ট হয়ে গভীর অরণ্যে অবস্থান করে অন্ধভাবেই বুদ্ধের উপদেশ শুনেছিলেন।

৬৭. লোকনায়ক পদুমুত্তর সম্বুদ্ধকে অনুসরণ করে সেই পদুমুত্তর ভগবানের শিষ্য পুত্ররা গভীর অরণ্যে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

৬৮. আমি আমার ভবন হতে উঠে গিয়ে সেই ভিক্ষুদের কাছে

গিয়েছিলাম। আমি প্রথমে তাদের ভোজন দান করেছিলাম এবং তাদের সঠিক মার্গটি দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

৬৯. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি মাত্র সাত বৎসর বয়সেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৭০. আজ থেকে পাঁচশত কল্প আগে আমি বারোবার সচক্ষু নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মার্গসংজ্ঞিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মার্গসংজ্ঞিক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. প্রত্যুপস্থান-সংজ্ঞিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক যক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি ভগবানের দর্শন পাননি। তাই তিনি ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ভীষণ শোকাভিভূত হলেন। সেই সময় ভগবান বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন সাগর স্থবির। সাগর স্থবির তাকে উপদেশ দিলেন, ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর জীবিত বুদ্ধের ন্যায় ভগবান বুদ্ধের শারীরিকধাতু পূজা করলে মহাফল লাভ হয়। অতএব তুমি স্তূপ নির্মাণ কর। তার উপদেশে তিনি স্তূপ নির্মাণ করালেন এবং অতীব শ্রদ্ধার সাথে পূজা করলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবমনুষ্যলোকে শক্রসম্পত্তি ও চক্রবর্তী সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অর্থদর্শী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭২. সুগত অর্থদর্শী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হওয়ার পরপরই আমি যক্ষকুলে জন্ম নিয়েছিলাম। তখন আমি অতীব যশস্বী ছিলাম।

৭৩. ইহা আমার পক্ষে অতীব দুর্লব্ধ, দুষ্প্রভাত ও দুঃসংবাদ যে, যখন আমার ভোগসম্পত্তি অঢেল ছিল ঠিক তখনই চক্ষুষ্মান ভগবান পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

৭৪. আমার সংকল্পের কথা জেনে বুদ্ধের শিষ্য সাগর স্থবির আমাকে উদ্ধার করার ইচ্ছায় আমার কাছে এসেছিলেন।

৭৫. তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি শোক করো কেন? ভয় পেও না। তথাগত বুদ্ধের ধর্ম উত্তমরূপে আচরণ কর। পৃথিবীতে বুদ্ধ অবিদ্যমান থাকলেও সকলের জন্য মুক্তির বীজসম্পদ বিদ্যমান আছে।

৭৬. পরিনির্বাপিত লোকনায়ক সম্বুদ্ধের সর্ষপ প্রমাণ শারীরিক ধাতুকে পূজা কর।

৭৭. সাক্ষাৎ বুদ্ধের ন্যায় সমান শ্রদ্ধা নিয়ে বুদ্ধের শারীরিক ধাতুকে পূজা করলেও মহৎ ফল লাভ হয়। অতএব তুমি একটি স্তূপ নির্মাণ করে বুদ্ধের শারীরিক ধাতুকে পূজা কর।

৭৮. সাগর স্থবিরের এই কথা শুনার পর আমি একটি বুদ্ধস্তূপ নির্মাণ করেছিলাম। তথাগত বুদ্ধের উক্ত স্তূপে আমি পাঁচ বৎসর যাবৎ পূজা করেছিলাম।

৭৯. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে অবশেষে আজ আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৮০. আজ থেকে সাতশত কল্প আগে আমি চারবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান প্রত্যুপস্থান-সংজ্ঞিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[প্রত্যুপস্থান-সংজ্ঞিক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. জাতিপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি

লক্ষণবিদের কাছ থেকে শুনতে পেলেন যে, এই বালক নাকি বুদ্ধ হয়ে ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্র হয়ে এক সময় সকল সত্ত্বগণকে উদ্ধার করবেন। ইহা শোনার পর বুদ্ধের ন্যায় তাকে পূজা করলেন। পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে শৈশবকাল, রাজকুমার কাল ও রাজত্বকাল এই ত্রিকাল অতিক্রম করে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। তখনো তিনি বুদ্ধকে অতীব শ্রদ্ধায় পূজা করলেন। মৃত্যুর পর তিনি তুষিত স্বর্গাদিতে জন্ম নিয়ে দিব্যসুখ ভোগ করে এবং পরে মনুষ্যলোকে চক্রবর্তীসুখ প্রভৃতি মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মের মাত্র সাত বৎসরের মাথায় ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিপশ্বী ভগবান জন্মের সাথে সাথে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮২. এই পৃথিবীতে বিপশ্বী ভগবান জন্মের সাথে সাথে সমগ্র একত্রিশ লোকভূমি যেন ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হয়েছিল এবং সসাগরা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল।

৮৩. তখন লক্ষণ-শাস্ত্রবিদগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই শিশু জগতে বুদ্ধ হবেন। সকল সত্ত্বগণের মধ্যে অগ্র ও শ্রেষ্ঠ হবেন এবং বহু দুঃখপীড়িত সত্ত্বকে উদ্ধার করবেন।

৮৪. লক্ষণ শাস্ত্রবিদগণের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি সেই শিশুকে বুদ্ধ জ্ঞান করে পূজা করেছিলাম। বুদ্ধসংজ্ঞায় এমন জাতিপূজা তখন ছিল না বললেই চলে।

৮৫. এভাবে বহু কুশল সঞ্চয় করে আমি আমার চিত্তকে অতীব প্রসন্ন করেছিলাম এবং জাতিপূজা করার পর সেখানেই আমার মৃত্যু হয়েছিল।

৮৬. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, অন্য সকল সত্ত্বগণকে আমি আমার পুণ্যবলে অতিক্রম করতাম। ইহা আমার জাতিপূজারই ফল।

৮৭. আমার ধাত্রীরা সেবা-শুশ্রূষা করতেন আমার ইচ্ছানুসারে এবং তারা কখনো রাগান্বিত হতেন না। ইহা আমার জাতিপূজারই ফল।

৮৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই জাতিপূজা করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে একবারও অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জাতিপূজারই ফল।

৮৯. আজ থেকে তিনকল্প আগে আমি চৌত্রিশবার সুপারিচরিয়া নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জাতিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জাতিপূজক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[মহাপরিবার-বর্গ দ্বাদশ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পরিবার, সুমঙ্গল, শরণ, আসন ও পুষ্পিয়,
চিতপূজক, বুদ্ধসংজ্ঞিক, মার্গ, উপস্থান, জাতি,
এই বর্গে মোট নব্বইটি গাথা হলো উপস্থাপিত।

*　*　*

১৩. সেরেয়্য-বর্গ

১. সেরেয়্যক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক ব্রক্ষ্মাণ পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করে ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত ব্রাক্ষ্মণ্যধর্মে বিশেষ পারদর্শী লাভ করেন। একদিন তিনি সপরিবারে উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভগবানকে দেখতে পেলেন এবং প্রসন্নমনে সেরেয়্যপুষ্প হাতে নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে মেরে পূজা করলেন। সেই ফুলগুলো আকাশে শামিয়ানা হয়ে সপ্তাহকালব্যাপী স্থিত থাকার পর আপনাতেই অন্তর্হিত হলো। তিনি সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে অতীব প্রসন্ন হলেন। সেই আনন্দিত মন নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তিনি তুষিতাদি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্ববাসনা বলে শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশল কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি ছিলাম তখন অধ্যাপক, মন্ত্রধর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. আমি ছিলাম তখন অধ্যাপক, মন্ত্রধর ও ত্রিবেদে পারদর্শী। উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২. তিনি ছিলেন বনচর পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভীক ও প্রবল পরাক্রমী মাতঙ্গ হস্তীর ন্যায় সপ্রতিভ।

৩. আমি তখন সেরেয়্যপুষ্প হাতে নিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম। বুদ্ধের অমিত পুণ্য-প্রভাবে সেই সেরেয়্যপুষ্পগুলো তাকে শামিয়ানার মতো ছায়া দিয়েছিল ।

৪. মহাবীর, সর্বজ্ঞ, লোকনায়ক বুদ্ধ অধিষ্ঠান করেছিলেন। তাই সমস্ত পুষ্পাচ্ছাদনটি নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের উপর ছেয়ে গিয়েছিল।

৫. তারপর সেই পুষ্পাচ্ছাদনটি অন্তঃবৃন্ত ও বহির্মুখী হয়ে সাত দিন যাবৎ ছায়া দান করে অদৃশ্য হয়েছিল।

৬. সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে আমার লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। আমি লোকনায়ক সুগত বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম।

৭. সেই চিত্ত-প্রসন্নতার ফলে ও পূর্বকৃত পুণ্যবলে আমাকে লক্ষকল্প অপায় দুর্গতিতে জন্মাতে হয়নি।

৮. আজ থেকে পনের হাজার কল্প আগে পঁচিশবার বিচিত্র মালাধারী মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সেরেয়্যক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সেরেয়্যক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পুষ্পস্তূপীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী বুদ্ধের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি নিজ শিল্পবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাতে সার দেখতে না পেয়ে গৃহত্যাগ করে হিমালয়ে পাঁচ হাজার শিষ্যের সাথে পঞ্চভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করেন। তারপর তিনি কুক্কুর পর্বতের কাছেই একটি পর্ণশালা তৈরি করিয়ে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।

তখন তিনি বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনে সশিষ্যে বুদ্ধের কাছে যেতে চাইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হঠাৎ কোনো এক ব্যাধির কবলে পড়ে গেলেন। তাই তিনি বুদ্ধদর্শনে যেতে ব্যর্থ হলেন। তারপর তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করে শিষ্যদের কাছ থেকে বুদ্ধানুভাব ও লক্ষণ সম্পর্কে শুনে প্রসন্নমনে হিমালয়ে স্তূপ তৈরি করিয়ে বুদ্ধাপূজা করলেন। মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। অতঃপর তার শিষ্যরা দাহক্রিয়া সম্পন্ন করে বুদ্ধের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

তারপর ভগবান বুদ্ধচক্ষে দেখতে পেলেন যে, সে ভবিষ্যতে জ্ঞান লাভ করবে।

পরবর্তীকালে তিনিই এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্ম নিয়ে, শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অতঃপর তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে'

প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০. হিমালয়ের অনতিদূরে কুক্কুর নামে এক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ বাস করতেন।

১১. তখন সেই ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে নিত্য পাঁচ হাজার শিষ্য বসবাস করত। তারা সবাই গুরুগতপ্রাণ ও মন্ত্রবিশারদ।

১২-১৪. তারা তাকে জানাল যে, জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। তিনি অশীতি অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন, বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট, ব্যামপ্রভা-বিমণ্ডিত, জিনশ্রেষ্ঠ ও সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল। শিষ্যদের কথা শুনে সেই মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ আশ্রম হতে বের হয়ে শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, লোকনায়ক মহাবীর বুদ্ধ কোন দেশে বাস করছেন?

১৫. তখন আমি সেই দিকে ফিরে উদগ্রচিত্তে অদ্বিতীয় জিনকে নমস্কার করেছিলাম এবং পূজা করেছিলাম।

১৬. আমি শিষ্যদের ডেকে বললাম, ‘এসো, আমরা সবাই সেখানে যাব। তথাগতকে বন্দনা করব। আমরা শাস্তার পায়ে বন্দনা করে বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করব।

১৭. একদিন আশ্রম হতে বের হয়ে যাত্রা শুরু করলে পরে হঠাৎ এক কঠিন ব্যাধি আমাকে চেপে ধরেছিল। ব্যাধি-আক্রান্ত হয়ে পুনরায় আমাকে আশ্রমে ফিরে যেতে হয়েছিল।

১৮. তারপর একদিন সকল শিষ্যদের ডেকে তথাগত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম, লোকনাথ বুদ্ধ কীদৃশ? তাঁর পরম গুণগুলো কী কী?

১৯. তারা আমার প্রশ্নের জবাবে তথাগত বুদ্ধ দেখতে কেমন ও তার কী কী গুণ এবং তাদের শোনা উপদেশগুলো আমাকে বলেছিল।

২০. তাদের কথা শুনে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। তারপর পুষ্পস্তূপ তৈরি করে আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

২১. তারা আমার দাহক্রিয়া সম্পন্ন করে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে শাস্তাকে অভিবাদন করেছিল।

২২. আমি পুষ্প দিয়ে স্তূপ তৈরি করে মহর্ষি সুগতকে পূজা করে লক্ষকল্প অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

২৩. আজ থেকে চুয়াল্লিশ হাজার কল্প আগে ষোলবার ‘অগ্নিসম’ নামে ক্ষত্রিয় মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৪. আজ বিশ হাজার কল্প আগে আমি আটত্রিশবার ‘ঘতাসন’ নামে মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পস্তূপীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পস্তূপীয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. পায়সদায়ক স্থবির অপদান

২৬. বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ-পরিবেষ্টিত হয়ে গভীর অরণ্য হতে বের হচ্ছিলেন।

২৭. বিরাট এক কাংসপাত্রে করে পায়স নিয়ে আহুতি দেবার ইচ্ছায় যজ্ঞানুষ্ঠানে গিয়েছিলাম।

২৮. সেই সময় লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম ভগবান সুনীল আকাশে দাঁড়িয়ে চঙ্ক্রমণ করছিলেন।

২৯. সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। সেই কাংসপাত্র একপার্শ্বে রেখে আমি বিপশ্বী ভগবানকে অভিবাদন করেছিলাম।

৩০. তারপর আমি বললাম, হে মহামুনি, আপনি দেবাতিদেব ও দেবমনুষ্যদের মধ্যে সর্বজ্ঞ। অনুকম্পা করে আমার এই পায়স গ্রহণ করুন।

৩১. লোকনায়ক, মহামুনি, শাস্তা, সর্বজ্ঞ ভগবান আমার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে পায়স গ্রহণ করেছিলেন।

৩২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পায়স দানেরই ফল।

৩৩. আজ থেকে একচল্লিশ কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন-সমন্বিত ক্ষত্রিয় মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পায়সদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পায়সদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. গন্ধোদকীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে নির্বাণ-প্রদায়ক পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি দিব্যসুখ ভোগ করার ন্যায় মনুষ্যসুখ ভোগ করছিলেন। একদিন তিনি নিজ প্রাসাদে বসে আছেন। এমন সময় ভগবান তার দৃষ্টিপথে সুবর্ণবর্ণ ধারণ করে চৌদিকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তিনি হাঁটতে থাকা ভগবান বুদ্ধকে দেখতে পেলেন। দেখার সাথে সাথে কাছে গেলেন এবং প্রসন্নমনে বন্দনা নিবেদন করলেন। তারপর ভগবান বুদ্ধকে সুগন্ধী জল দিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসারের প্রতি ভীষণ উদাসীন হলেন। একদিন তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং কর্মস্থান নিয়ে বিদর্শন জ্ঞান বর্ধিত করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করে 'আমি নিজের প্রাসাদে বসে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৫. আমি নিজের প্রাসাদে বসে অজ্ঞতারূপ অন্ধকার-বিনাশক, আলোকোজ্জ্বল সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৬. তিনি মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় আপন জ্যোতি বিস্তার করে প্রাসাদের কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

৩৭. আমি সুগন্ধী জল নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম এবং সেই চিত্ত-প্রসন্নতা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৩৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই সুগন্ধী জল দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি সুগন্ধ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধোদকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধোদকীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সম্মুখথবিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মের মাত্র সাত বৎসরের মাথায় ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করলেন। তিনি গৃহবাস করার সময় জগতে বিপশ্বী বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি তার শরীরে বুদ্ধগণের সমস্ত মহাপুরুষ লক্ষণ দেখতে পেলেন। তারপর তিনি রাজা প্রমুখ জনসাধারণকে বিপশ্বী বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা জানালেন এবং সেই সাথে জনমনের নানা সন্দেহ দূর করে নানাভাবে বুদ্ধের প্রশংসা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবলোকে দেবসুখ ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বকৃত কুশলকর্ম অনুযায়ী তিনি সম্মুখথবিক স্থবির নামে খ্যাত হন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘বিপশ্বী ভগবান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪১. বিপশ্বী ভগবান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে আমি তাঁর শারীরিক লক্ষণ বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁর বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেছিলাম। জনমনে নানা সন্দেহ দূর করেছিলাম। এই শিশু যে বুদ্ধ হবেন দৃপ্তকণ্ঠে সে-ঘোষণা দিয়েছিলাম।

৪২. যার জন্মগ্রহণে দশ হাজার চক্রবাল প্রকম্পিত হয়েছিল সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা তখন ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৪৩. যার জন্মগ্রহণে সমস্ত চক্রবাল বিপুল আলোকে আলোকিত হয়েছিল, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা তখন ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৪৪. যার জন্মগ্রহণে স্রোতস্বিনী নদীও ক্ষণিকের জন্য প্রবাহিত হয় না, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা তখন ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৪৫. যার জন্মগ্রহণে অবীচি নরকেও নরকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা তখন ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৪৬. যার জন্মগ্রহণে বনের পক্ষীকুলও তাদের প্রতিদিনকার বিচরণ বন্ধ করে, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা তখন ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৪৭. যার জন্মগ্রহণে নিত্য বহমান বায়ুও প্রবাহিত হয় না, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা তখন ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৪৮. যার জন্মগ্রহণে পৃথিবীর সকল রত্নই উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা তখন ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৪৯. যার জন্মগ্রহণে সত্ত্বগণ দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে পারে, সেই ভগবান চক্ষুষ্মান শাস্তা তখন ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৫০. সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের সাথে সাথে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঊর্ধ্ব, অধো সকল দিক অবলোকন করেছিলেন এবং 'আমিই অগ্র, আমিই শ্রেষ্ঠ' বলে সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন। ইহাই বুদ্ধগণের ধর্মতা।

৫১. আমি তখন জনসাধারণকে সংবেগপ্রাপ্ত করে লোকনায়ক বুদ্ধের প্রশংসা করেছিলাম এবং সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে পূর্বমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৫২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধের প্রশংসা করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে একবারও দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে প্রশংসা করারই ফল।

৫৩. আজ থেকে নব্বই কল্প আগে আমি 'সম্মুখথবিক' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৪. আজ থেকে ঊননব্বই কল্প আগে আমি 'পৃথিবী-দুন্দুভি' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৫. আজ থেকে অষ্টাশি কল্প আগে আমি 'ওভাসো' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৬. আজ থেকে সাতাশি কল্প আগে আমি 'সরিতচ্ছেদন' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৭. আজ থেকে ছিয়াশি কল্প আগে আমি 'অগ্নিনির্বাপণ' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৮. আজ থেকে পঁচাশি কল্প আগে আমি 'গতিপচ্ছেদন' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৯. আজ থেকে চুরাশি কল্প আগে আমি 'বাতসমো' নামক সপ্তরত্ন-

সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬০. আজ থেকে তিরাশি কল্প আগে আমি 'রত্নপোজ্জ্বল' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬১. আজ থেকে বিরাশি কল্প আগে আমি 'পদবিক্কমনো' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬২. আজ থেকে একাশি কল্প আগে আমি 'বিলোকন' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৩. আজ থেকে আশি কল্প আগে আমি 'গিরসারো' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সম্মুখথবিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সম্মুখথবিক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কুসুমাসনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ক্রমে ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করলেন। একদিন তিনি মাতাপিতাকে পূজা করতে গিয়ে পাঁচটি উৎপলগুচ্ছ নিজের কাছে রেখে বসলেন। ঠিক তখনি তিনি ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে বিপশ্বী ভগবানকে আসতে দেখতে পেলেন। তখন বুদ্ধের শরীর হতে ষড়রশ্মি নির্গত হচ্ছিল। এভাবে ষড়রশ্মি নির্গমনকারী বুদ্ধকে দেখে তিনি ভীষণ প্রসন্নচিত্ত হলেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধ বসার জন্য পুষ্পাসন তৈরি করলেন। তারপর সেখানে ভগবান বুদ্ধকে বসালেন। মাতাপিতার উদ্দেশে প্রস্তুত করা সমস্ত খাদ্য-ভোজ্য তিনি সপরিবারে নিজ হাতে ভগবানকে পরিবেশন করলেন। ভগবান বুদ্ধ অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করলেন। ভোজন শেষে তিনি ভগবান বুদ্ধকে একগুচ্ছ উৎপল দান করলেন এবং বিশেষ প্রার্থনা করলেন। ভগবানও তার প্রার্থনা অনুমোদন করে চলে গেলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ধনাঢ্য

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি কামের আদীনব তথা দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তখন ধান্যবতী নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৫-৬৬. আমি তখন ধান্যবতী নগরে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। আমি লক্ষণশাস্ত্র, ইতিহাস, শব্দশাস্ত্র, পদ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলাম। আমি ত্রিবেদ শিক্ষা করে শিষ্যদের বিবিধ মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলাম।

৬৭. আমি পঞ্চ উৎপলগুচ্ছ হাতে নিয়ে মাথায় ধারণ করে মাতাপিতাকে পূজা করার মনস্থ করেছিলাম।

৬৮. ঠিক তখনি ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত নরশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবান দশদিক আলোকিত করে এদিকে আসছিলেন।

৬৯. আমি প্রথমে বসার আসনটি ফুল দিয়ে সাজিয়ে তৈরি করে মহামুনি বিপশ্বী ভগবানকে ফাং করে নিজ ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম।

৭০. মাতাপিতার জন্য আমার ঘরে যা কিছু উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য তৈরি করেছিলাম, সেসব আমি বুদ্ধকে প্রসন্নমনে নিজ হাতে দান করেছিলাম।

৭১. ভগবান বুদ্ধের খাওয়া শেষ হয়েছে জেনে আমি তাকে পুষ্প দান করেছিলাম। ভগবান সর্বজ্ঞ বুদ্ধ আমার দান অনুমোদন করে উত্তরাভিমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৭২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, তারপর থেকে আমাকে একবারও দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প দানেরই ফল।

৭৩. আজ হতে অনন্তর কল্প আগে আমি বরদর্শন নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুসুমাসনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুসুমাসনীয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. ফলদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করলেন। তখন তিনি হাজার হাজার ব্রাহ্মণের বিখ্যাত আচার্য ছিলেন। তাতে কোনো সার দেখতে না পেয়ে গৃহত্যাগ করে তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং হিমালয় পর্বতের অনতিদূরে আশ্রম তৈরি করে সশিষ্যে বসবাস করতেন। ঠিক সে সময় পদুমুত্তর ভগবান ভিক্ষা করতে করতে তার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত সেই প্রদেশে উপস্থিত হলেন। তাপস ভগবানকে দেখে অতীব প্রসন্ন হলেন। তিনি গাছের মাথায় ঝুলে থাকা মধুর পদুমফল পেরে মধুসহ দান করেন। ভগবান তাকে খুশী করার জন্য তার সামনেই পরিভোগ করে আকাশে দাঁড়িয়ে ফলদানের সুফল বর্ণনা করে চলে গেলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মের মাত্র সাত বৎসরের মাথায় অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি ছিলাম অধ্যাপক, মন্ত্রধর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭৫. আমি ছিলাম অধ্যাপক, মন্ত্রধর ও ত্রিবেদে পণ্ডিত। হিমালয়ের অনতিদূরে একটি আশ্রমে আমি বসবাস করছিলাম।

৭৬. তখন আমার কাছে অগ্নিহোত্র ও পুণ্ডরীক ফলসমূহ ছিল। আমার পুটলিটি ছুঁড়ে মেরে গাছের মাথায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম।

৭৭. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর ভগবান আমাকে উদ্ধার করার মানসে ভিক্ষার জন্য আমার এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৭৮. আমি অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে মধুর পদুমফল দান করেছিলাম। তখন আমার মনে ভীষণ গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছিল, যা ইহ জীবনে পরম সুখাবহ।

৭৯. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ শাস্তা সম্যকসম্বুদ্ধ আকাশে দাঁড়িয়ে এই গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

৮০. এই ফলদানের ফলে ও প্রার্থনাবলে সে লক্ষকল্পকাল দুর্গতিতে জন্ম নেবে না।

৮১. সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছি এবং পরিশেষে সমস্ত জয়-পরাজয় ত্যাগ অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৮২. আজ থেকে সাতশত কল্প আগে আমি সুমঙ্গল নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এবং হিমালয়ের অনতিদূরে পর্বত অভ্যন্তরে একটি পর্ণশালা তৈরি করে পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি উৎপন্ন করে বসবাস করছিলেন। একদিন তিনি পরিশুদ্ধ পণ্ডবর্ণের বালুকাতল দেখে 'বুদ্ধগণ ঠিক এমনই পরিশুদ্ধ! বুদ্ধগণ ঠিক এমনই পরিশুদ্ধ! এভাবে বুদ্ধ ও তাঁর জ্ঞানকে অনুস্মরণ করলেন এবং প্রশংসা করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকাল উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তাশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয় পর্বতের এক পর্বত অভ্যন্তরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৮৪. হিমালয় পর্বতের এক পর্বত অভ্যন্তরে আমি বসবাস করছিলাম। একদিন আমি অতীব শোভন বালুকারাশি দেখে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে অনুস্মরণ করেছিলাম।

৮৫. বুদ্ধজ্ঞানের কোনো তুলনা নেই এবং শাস্তার কোনো সংস্কার নেই, তিনি সম্পূর্ণ সংস্কারহীন।

৮৬. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। জ্ঞানের দিক দিয়ে আপনার সমতুল্য অন্য কেউ নেই। আপনিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

৮৭. আপনার অনন্ত জ্ঞানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েই আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম। অবশিষ্ট কল্পে আমি বহু কুশল কর্ম সম্পন্ন করেছিলাম।

৮৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই জ্ঞানসংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৮৯. আজ থেকে সত্তর কল্প আগে আমি একবার 'পুলিনপুপ্পিয়' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহা পরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জ্ঞানসংজ্ঞিক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. গ্রন্থিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার ভোগ্য সম্পত্তির কোনো ঊনতা ছিল না। একদিন তিনি সশিষ্য বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমনে পুষ্পস্বরূপ খইসহ অপর চতুর্বিধ পুষ্পের গুচ্ছ দিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্ম নিয়ে দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং পরে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'দক্ষিণার যোগ্য সুবর্ণবর্ণ বিপশ্বী সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯১. দক্ষিণার যোগ্য সুবর্ণবর্ণ বিপশ্বী সম্বুদ্ধ শ্রাবক-পরিবৃত হয়ে বিহার

হতে বের হয়েছিলেন।

৯২. অতঃপর আমি অজ্ঞতারূপ অন্ধকার-বিনাশক বুদ্ধশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম এবং প্রসন্নমনে গ্রন্থিপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৯৩. সেই একই চিত্তপ্রসাদ নিয়ে অতীব আনন্দিত মনে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ তথাগতকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৯৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৯৫. আজ থেকে একচল্লিশ কল্প আগে আমি 'চরণ' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গ্রন্থিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গ্রন্থিপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

১০. পদুমপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালক্রমে নিজের শিল্পকর্মে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। তিনি তাতে কোনো সারই দেখতে পেলেন না। তিনি জগতে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে জন্ম নেওয়ায় কোনো ধরনের উপদেশ-অনুশাসন না পেয়ে গৃহত্যাগ করে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। হিমালয়ের অনতিদূরে গৌতমক নামক পর্বতে একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়ে সেখানে তিনি পঞ্চভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে ধ্যানসুখে অবস্থান করছিলেন। তখন পদুমুত্তর ভগবান বুদ্ধ হয়ে সত্ত্বগণকে সংসারদুঃখ হতে উদ্ধার করতে করতে তার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত হিমালয়ে গেলেন। তাপস ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমনে নিজের শিষ্যদের ডাকলেন। তাদের দিয়ে পদুমপুষ্প আনিয়ে সেই পদুমপুষ্প দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে উভয় সম্পত্তি

ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত পুণ্য স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৭. হিমালয়ের অনতিদূরে গৌতমক নামক পর্বত ছিল, যেটি নানা ধরনের গাছগাছালিতে ভরা ও ভূমিবাসী দেবগণের আবাসস্থল।

৯৮. সেই পর্বতের মাঝখানে একটি বিশাল আশ্রম নির্মিত হয়েছিল। সেই আশ্রমে আমি সশিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করছিলাম।

৯৯. আমি শিষ্যগণকে সম্বোধন করে বলেছিলাম, আমার শিষ্যরা, তোমরা এদিকে এসো, পদুমপুষ্প নিয়ে আসো। দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে আমি পূজা করব।

১০০. আমার কথায় সাই দিয়ে আমার শিষ্যগণ পদুমপুষ্প নিয়ে এসেছিল। তাদের সঙ্গে নিয়েই আমি বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

১০১. তখন আমি আমার সকল শিষ্যকে একত্র করে এই বলে অনুশাসন করেছিলাম, তোমরা প্রমত্ত হয়ে জীবন যাপন করিও না। অপ্রমত্ত বড়ই সুখাবহ।

১০২. এভাবে শিষ্যদের অনুশাসন করে আমি অপ্রমত্ত হয়েই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১০৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১০৪. আজ থেকে একান্ন কল্প আগে আমি 'জলুত্তমো' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশলী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমপূজক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

[সেরেয়্য-বর্গ এয়োদশ]

স্মারক-গাথা

সেরেয়্য, পুষ্পস্তূপিয়, পায়স, গন্ধোদকীয়,
সম্মুখথবিকা, কুসুমাসনীয়, ফলদায়ক ও জ্ঞানসংজ্ঞিক,
গ্রন্থিপুষ্পিয়, পদুমপূজক মোট একশ পাঁচটি গাথা বর্ণিত।

*　　*　　*

১৪. শোভিত-বর্গ

১. শোভিত স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, শাস্তা সুমধুর স্বরে গভীর তাত্ত্বিক ধর্মদেশনা করছেন। তা দেখে তিনি বেশ আনন্দের সাথে প্রসন্নমনে নানা প্রকারে ভগবান বুদ্ধের প্রশংসা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় দিব্যসুখ ভোগ করেন। অতঃপর তিনি মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম পদুমুত্তর বুদ্ধ বিশাল জনতাকে অমৃতনির্ঝর অমিয় ধর্মদেশনা করছিলেন।

২. তাঁর সেই সুমধুর ধর্মদেশনা শুনে আমি তখন দুহাত জোড় করে একাগ্রচিত্ত হয়েছিলাম।

৩. নদীর মধ্যে যেমন সাগরই শ্রেষ্ঠ, পর্বতের মধ্যে যেমন শিলাময় পর্বতই শ্রেষ্ঠ; ঠিক তদ্রূপ যারা চিত্তের ইচ্ছানুসারে জীবনকে চালিত করে তারা মোটেই বুদ্ধজ্ঞান লাভের যোগ্য নয়।

৪. ধর্মবিধি বাদ দিয়ে মহাকারুণিক ঋষিপ্রবর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৫. যে ব্যক্তি লোকনায়ক বুদ্ধের অসীম জ্ঞানের গুণকীর্তন করছে, সে লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায় দুর্গতিতে জন্ম নেবে না।

৬. সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করে সে একাগ্রচিত্ত ও সমাহিত হয়ে শাস্তার শাসনে শোভিত স্থবির নামে শ্রাবক হবে।

৭. আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার কল্প আগে আমি সাতবার 'যশুগ্‌গত' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে এবং

ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শোভিত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শোভিত স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সুদর্শন স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি গভীর এক নদীর অদূরে সুপুষ্পিত অশ্বত্থবৃক্ষ খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলেন, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতির্ময় হয়ে শিখী সম্যকসম্বুদ্ধ নদীর পাড়ে বসে আছেন। অতীব প্রসন্নমনে তিনি তাঁকে কেতকীপুষ্প ছিড়ে তা দিয়ে পূজা করে বললেন, ভন্তে, যেই জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে আজ আপনি এমন মহানুভব সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হয়েছেন, আমি সেই জ্ঞানকে পূজা করছি। ভগবান তার কথা অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের কৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুবিস্তৃত নদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০. সুবিস্তৃত নদীর তীরে অশ্বত্থ বৃক্ষটি পুষ্পিত হতো। আমি সেই বৃক্ষটিকে খোঁজ করতে গিয়ে লোকনায়ক শিখী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১১. সে সময় আমি সুপুষ্পিত একটি কেতকী গাছ দেখতে পেয়েছিলাম। তা থেকে আমি কেতকীপুষ্প ছিড়ে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১২. হে বুদ্ধশ্রেষ্ঠ মহামুনি, যেই জ্ঞানের দ্বারা আপনি অমৃতপদ নির্বাণ লাভ করেছেন, আমি সেই জ্ঞানকেই পরম পূজা করছি।

১৩. এভাবে জ্ঞানপূজা করার পর আমি অশ্বত্থবৃক্ষটিকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানপূজারই ফল।

১৫. আজ থেকে তেরকল্প আগে আমি বারবার 'ফলুগ্‌গত' নামে সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাফলী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুদর্শন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুদর্শন স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. চন্দন পূজনক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় হিমালয়ের চন্দ্রভাগা নদীর অদূরে কিন্নর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুষ্পাহার খেয়ে, পুষ্পবস্ত্র পরিধান করে গায়ে চন্দনাদি সুগন্ধী মেখে হিমালয়ে ভূমিবাসী দেবতার ন্যায় উদ্যানক্রীড়া ও জলক্রীড়াদি নানাবিধ সুখ ভোগ করতে করতে অবস্থান করছিলেন। তখন অর্থদর্শী ভগবান তার প্রতি অনুকম্পাবশত হিমালয়ে গিয়ে উন্মুক্ত আকাশেই সংঘাটি বিছিয়ে তারপর বসলেন। সেই কিন্নর তখন উন্মুক্ত আকাশে উপবিষ্ট জ্যোতির্ময় ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমনে সুগন্ধ চন্দন দিয়ে পূজা করলেন। ভগবান তা অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে চক্রবর্তী রাজ্য প্রভৃতি সুখ ভোগ করেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চন্দ্রভাগা নদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৭. আমি তখন চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কিন্নর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি শুধু পুষ্প খেয়েই জীবন ধারণ করতাম এবং পুষ্পবস্ত্রই পরিধান

করতাম।

১৮. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম, অর্থদর্শী ভগবান আকাশপথে হংসরাজের ন্যায় গভীর অরণ্যে গিয়েছিলেন।

১৯. হে পুরষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। আপনার সুবিশোধিত চিত্তকে নমস্কার। আপনার মুখবর্ণ অতীব প্রসন্ন এবং ইন্দ্রিয়নিচয় অতীব প্রসন্ন।

২০. তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ সুমেধ ভগবান আকাশে উঠে তাতে সংঘাটি বিছিয়ে পদ্মাসনে বসলেন।

২১. আমি তখন নির্মল চন্দন নিয়ে জিনশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী ভগবানের কাছে গিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নচিত্তে তা বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২২. তারপর লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে আনন্দিত মনে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

২৩. আজ থেকে আঠারশত কল্প আগে আমি যেই চন্দন দান করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৪. আজ থেকে চৌদ্দশত কল্প আগে আমি তিনবার রোহিনী নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চন্দন পূজনক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চন্দন পূজনক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পুষ্পাচ্ছাদনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি স্বীয় শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী ও যশস্বী হলেন। তিনি প্রতিনিয়ত তার অঢেল সম্পত্তিকে উজার করে দিয়ে দান করতে লাগলেন। একদিন তিনি এই বলে মহাদানের আয়োজন করলেন, সমগ্র জম্বুদ্বীপে যেই যাচকগণ 'আমি দান পাইনি' বলে থাকেন তারা যেন দান না পায়। তখন পদুমুত্তর ভগবান সশিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে আকাশপথে

গমন করছিলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানকে দেখতে পেলেন। অতীব প্রসন্নচিত্তে নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে ফুল নিয়ে আসতে বললেন। শিষ্যরা ফুল নিয়ে আসলে পরে সেই ফুলগুলো দিয়ে আকাশে ছুঁড়ে মেরে পূজা করলেন। সেই ফুলগুলো তখন সমস্ত নগরকে শামিয়ানার মতো আচ্ছাদিত করে সাত দিন পর্যন্ত স্থিত হয়েছিল।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে প্রভূত সুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়েই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তখন সুনন্দ নামক ব্রাহ্মণ ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৬. আমি তখন সুনন্দ নামক ব্রাহ্মণ ছিলাম, যিনি মন্ত্রধর ও অধ্যাপক। আমি তখন দুই হাত উজার করে যাচকদের দান করতাম।

২৭. মহাকারুণিক, শ্রেষ্ঠ ঋষি, লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ তখন মহাজনতার প্রতি অনুকম্পা-পরবশ হয়ে উন্মুক্ত আকাশে চঙ্ক্রমণ করেছিলেন।

২৮. চঙ্ক্রমণ শেষে নিরুপধি লোকনায়ক সর্বজ্ঞ সম্বুদ্ধ অসংখ্য সত্ত্বগণের প্রতি বিপুলা মৈত্রী বিস্তার করেছিলেন।

২৯. মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ বৃন্তচ্যুত করে ফুল সংগ্রহ করিয়ে সেগুলো সকল শিষ্যদের ডেকে আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

৩০. বুদ্ধের অসামান্য প্রভাবে সেই ফুলগুলো তখন সমস্ত নগরকে শামিয়ানার মতো আচ্ছাদিত করে সপ্তাহকাল স্থিত ছিল।

৩১. সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি দেবমনুষ্যলোকে প্রভূত ভোগসম্পত্তি ভোগ করেছি এবং লোকে সর্বাসব জ্ঞাত হয়ে সর্বতৃষ্ণা হতে মুক্ত হয়েছি।

৩২. আজ থেকে এগারশত কল্প আগে আমি পঁয়ত্রিশবার 'অম্বরংসস' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পাচ্ছাদনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পাচ্ছাদনীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. রহোসংজ্ঞক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বুদ্ধশূন্যকালে মধ্যম দেশে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি স্বীয় শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করলেন। তিনি সংসারের মধ্যে কোনো সার দেখতে পেলেন না। তাতে শুধু উদরপূর্ণ করে ক্রোধ, মানমত্ততা প্রভৃতি অকুশল প্রবৃত্তিতে মশগুল থাকা। তাই তিনি গৃহত্যাগ করে হিমালয়ে প্রবেশ করে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি বসভ পর্বতের সমীপে একটি আশ্রম তৈরি করলেন। এবং বহু শত শিষ্য-পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। এভাবে তিনি সেখানে প্রায় তিন হাজার বৎসর হিমালয়ে বসবাস করেছিলেন। একদিন তিনি চিন্তা করলেন, 'আমি এতগুলো শিষ্যের আচার্য। আমার কোনো গুরুস্থানীয়, গৌরবনীয় ও বন্দনীয় আচার্য নেই।' এভাবে তিনি খুবই দুঃখিতমনা হলেন। তিনি তার সকল শিষ্যদের একত্র করিয়ে বুদ্ধগণের অভাবে নির্বাণাধিগম অভাবের কথা বললেন। তারপর তিনি নিজে একাকী নির্জন বিবেকস্থানে বসে বুদ্ধের সামনে বসার ন্যায় বুদ্ধসংজ্ঞায় মনসংযোগ করে বুদ্ধালম্বনে প্রীতি উৎপাদন করলেন এবং নিজ শালায় পদ্মাসনে বসে মৃত্যুবরণ করে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি সেখানে দীর্ঘকাল ধ্যানসুখে বসবাস করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চকামগুণে অনাসক্ত হয়ে জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞানযোগে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে বসভ নামক পর্বত' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৪. হিমালয়ের অনতিদূরে বসভ নামক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের পাদদেশে এক বিশাল আশ্রম ছিল।

৩৫. সেই সময় আমি ব্রাহ্মণ হয়ে তিন হাজার শিষ্যকে শিক্ষা দিতাম। আমি এই শিষ্যদের একত্র করে একপার্শ্বে বসেছিলাম।

৩৬. একপার্শ্বে বসার পর মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ আমি বুদ্ধবেদ গবেষণা করতে গিয়ে বুদ্ধজ্ঞানের প্রতি ভীষণ প্রসন্নচিত্ত হলাম।

৩৭. বুদ্ধের অমিত জ্ঞানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি পাতায় তৈরি মাদুরে পদ্মাসনে বসেছিলাম এবং সেখানে বসা অবস্থায়ই আমি মৃত্যুবরণ

করেছিলাম।

৩৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধসংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৩৯. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি 'সিরিধর' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রহোসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রহোসংজ্ঞক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. চম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বেস্‌সভূ ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি স্বীয় শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। গৃহবাসে কোনো সার দেখতে না পেয়ে গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং সেই থেকে গভীর বনে বসবাস করতে লাগলেন। বেস্‌সভূ ভগবানের উদ্দেশে শিষ্যদের দ্বারা আনীত চম্পক পুষ্প দিয়ে পূজা করলেন। ভগবান তা অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্ববাসনা বলে গৃহবাসের প্রতি উদাসীন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪১. স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল ও সকল দিক আলোকিত করা উজ্জ্বল শুকতারার মতো পর্বতমধ্যে উপবিষ্ট বুদ্ধকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

৪২. সেই সময় তিনজন মানবক ছিলেন যারা স্বীয় স্বীয় শিল্পে বিশেষ পারদর্শী। তারা কাঁধে বোঝা বহনের লাঠি নিয়ে আমার অনুসরণ করছিলেন।

৪৩. তাপসের দ্বারা নিক্ষিপ্ত পুটলির সাতটি ফুল হাতে নিয়ে আমি

বেস্‌সভূ ভগবানের অসীম জ্ঞানে সমর্পণ করেছিলাম।

৪৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে যেই পুষ্প দান করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানপূজারই ফল।

৪৫. আজ থেকে ঊনত্রিশ কল্প আগে আমি 'বিপুলাভ' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চম্পকপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চমস্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অর্থসন্দর্শক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে কৃতপুণ্যের ফলে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি স্বীয় শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। গৃহবাসে কোনো সার দেখতে না পেয়ে তিনি গৃহত্যাগ করে হিমালয়ে গিয়ে রমণীয় স্থানে পর্ণশালা তৈরি করে তাতে বসবাস করতে লাগলেন। সেই সময় সত্ত্বগণের প্রতি অনুকম্পা-পরবশ হয়ে পদুমুত্তর ভগবান হিমালয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি ভগবানকে সেখানে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন মনে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনাপূর্বক প্রশংসাবাক্যে গুণকীর্তন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি যথা আয়ুষ্কাল বেঁচে থেকে মৃত্যুর পর ব্রহ্মালোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিশাল একটি ঘরে উপবিষ্ট' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৭. বিশাল একটি ঘরে উপবিষ্ট ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত ক্ষীণাসব, বলপ্রাপ্ত লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৮. পদুমুত্তর সম্বুদ্ধকে ত্রিবিদ্যালাভী, ষড়াভিজ্ঞ ও মহাঋদ্ধিমান লক্ষ

অর্হৎ এমনভাবে পরিবেষ্টিত করে বসেছিল যে, তা দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

৪৯. সদেবলোকে তাঁর জ্ঞানের তুল্য অন্য কেউ নেই। এমন অনন্ত জ্ঞানের আধার সম্বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

৫০. ধর্মকায়কে দেদীপ্যমান করা রত্নাকর সম্বুদ্ধকে পুরোপুরি বুঝা বা উপলব্ধি করা কখনো সম্ভব নয়। এমন সম্বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্নচিত্ত হন না?

৫১. এই তিনটি গাথা যোগে আমি তখন অপরাজিত পদুমুত্তর সম্বুদ্ধকে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৫২. সেই চিত্তপ্রসাদের ফলে ও বুদ্ধগুণের প্রভাবে আমাকে লক্ষকল্প অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়নি।

৫৩. আজ থেকে ত্রিশশত কল্প আগে আমি সুমিত্র নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অর্থসন্দর্শক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অর্থসন্দর্শক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. এক প্রসাদনীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং কেশব নামে পরিচিত হলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে দুহাত জোড় করে অতীব আনন্দিত মনে চলে গেলেন। সেই খুশী মন নিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের কৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘আমার নাম ছিল মূলত নারদ’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৫. আমার নাম ছিল মূলত নারদ। কিন্তু আমাকে সবাই কেশব নামেই চিনত। একদিন আমি কুশলাকুশল হতে মুক্ত বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

৫৬. মহাকারুণিক, মৈত্রীচিত্তের আধার মহামুনি চক্ষুষ্মান অর্থদর্শী ভগবান সত্ত্বগণের সন্দেহ দূর করার জন্যে ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৫৭. ধর্মদেশনা শুনে আমি অতীব প্রসন্ন হয়েছিলাম এবং দুহাত জোড় করে শাস্তাকে অভিবাদন করে পূর্বমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৫৮. আজ থেকে সতেরশত কল্প আগে আমি অমিত্ততাপনো নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান এক প্রসাদনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[এক প্রসাদনীয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. শালপুষ্পদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে কুশলপুণ্য সঞ্চয় করা সত্ত্বেও কোনো এক কর্মের ফলে হিমালয়ে সিংহ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু সিংহ পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করতেন। সেই সময় শিখী ভগবান তার প্রতি অনুকম্পা করে হিমালয়ে গেলেন। সিংহ ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমনে গাছ থেকে একটি শালপুষ্প ছিড়ে তা দিয়ে পূজা করলেন। ভগবান তা অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘আমি তখন ছিলাম অভিজাত’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬০. আমি তখন ছিলাম অভিজাত পশুরাজ সিংহ। একদিন গিরিদুর্গ সন্ধান করতে গিয়ে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬১. এই মহাবীর বুদ্ধই বহু জনতার দুঃখাগ্নি নির্বাপিত ও শান্ত করে থাকেন। এই দেবাতিদেব নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে সেবাপূজা করতে পারলে খুবই ভালো হয়।

৬২. অতঃপর আমি শালগাছের একটি শাখা ভেঙে সকোষ একটি ফুল ছিড়েছিলাম এবং সম্বুদ্ধের নিকট গিয়ে ফুল দান করেছিলাম।

৬৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফুল দান করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফুলদানেরই ফল।

৬৪. আজ থেকে নয় কল্প আগে আমি তিনবার 'বিরোচন' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শালপুষ্পদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শালপুষ্পদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পিয়ালফলদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় এক ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিমালয়ের এক পর্বতকন্দরে হরিণ হত্যা করে জীবন যাপন করতেন। একদিন শিখী ভগবান গেলে তিনি তাঁকে দেখে প্রসন্নমনে বন্দনা করলেন। বন্দনা শেষে দান দেওয়ার মতো কিছুই না দেখে সুমধুর পিয়ালফল সংগ্রহ করে দান করলেন। ভগবান সেগুলো পরিভোগ করলেন। সেই ব্যাধের বুদ্ধালম্বনের প্রতি পরম প্রীতি উৎপন্ন হলো। সেই প্রীতিতে সমস্ত শরীর শিহরিত হলো। সেই প্রীতিচিত্তে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং দেবলোকে জন্ম নিলেন।

তিনি সেখানে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে বহু মনুষ্য-সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসের প্রতি প্রবলভাবে উদাসীন হলেন। তাই তিনি গৃহত্যাগ করে শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন বর্ধিত করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত ফলদান কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তখন ছিলাম হরিণশিকারী' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৬. আমি তখন ছিলাম হরিণশিকারী। আমি হিমালয়ের এক পর্বতকন্দরে হরিণ শিকার করে করে জীবিকা নির্বাহ করতাম। শিখী শাস্তা আমার অনতিদূরেই অবস্থান করতেন।

৬৭. অতঃপর একদিন আমি নিজেই লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেলাম। তখন আমার দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দান করার মতো কিছুই ছিল না।

৬৮. অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি কিছু পিয়ালফল নিয়ে বুদ্ধের কাছে গেলাম। ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম ভগবান সেগুলো প্রতিগ্রহণ করলেন।

৬৯. তারপর বিনায়ক বুদ্ধকে আমি পরম শ্রদ্ধায় পরিচর্যা করেছিলাম। সেই চিত্ত-প্রসন্নতা নিয়েই আমি সেখানে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৭০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৭১. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি তিনবার পিয়ালিনো নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিয়ালফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিয়ালফলদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[শোভিত-বর্গ চৌদ্দতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

শোভিত, সুদর্শন, চন্দনপূজক, পুষ্পাচ্ছাদনীয়,
রহোসংজ্ঞক, চম্পকপুষ্পিয় ও অর্থসন্দর্শক;
এক প্রসাদনীয়, শালপুষ্পদায়ক ও পিয়ালফলদায়ক,
এই দশে মিলে মোট বাহাত্তর গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

* * *

১৫. ছাতা-বর্গ

১. অতিছত্রীয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অর্থদর্শী ভগবান জীবিত থাকাকালে তাকে দেখতে পাননি। তাই অর্থদর্শী ভগবানের পরিনির্বাণের পর ভাবতে লাগলেন, অহো, আমার কী যে পরিহানী হলো!' অতঃপর তিনি মনকে শক্ত করে কৃতসংকল্প হলেন এই বলে যে, আমাকে অবশ্যই আমার জন্মকে সফল ও সার্থক করতে হবে। তারপর তিনি যেখানে ভগবানের শরীরধাতু নিধান করা হয়েছে সেখানে গিয়ে বড় বড় ছাতা দিয়ে ধাতুপূজা করলেন। আরও পরের দিকে তিনি পুষ্পচ্ছত্র তৈরি করে সেই ধাতুকক্ষকে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং কর্মস্থান নিয়ে ভাবনা করতে করতে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অর্থদর্শী ভগবানের পরিনির্বাণের পর' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবানের পরিনির্বাণের পর তাঁর উদ্দেশে নির্মিত ধাতুস্তূপে সুবৃহৎ ছাতা তৈরি করে পূজা করেছিলাম।

২. আমি সময়ে সময়ে সেখানে গিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম এবং আমার প্রতিষ্ঠিত ছাতায় পুষ্পাচ্ছাদন দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে সতেরশত কল্প আগে আমি দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং এর মধ্যে একবারও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিনি। ইহা আমার স্তূপপূজারই ফল।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অতিছত্রীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অতিছত্রীয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. স্তম্ভরোপক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ধর্মদর্শী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মদর্শী ভগবানের পরিনির্বাণের পর শ্রদ্ধান্বিত ও প্রসন্নচিত্ত হয়ে ভগবানের উদ্দেশে নির্মিত ধাতুগৃহে একটি স্তম্ভ (খুঁটি) প্রতিষ্ঠিত করে তাতে একটি ধ্বজা-পতাকা উড়িয়ে দিলেন। বহু সুমনপুষ্প গ্রন্থিত করে সেই ধাতুস্তম্ভটিকে পূজা করেন।

তিনি মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বালক বয়স থেকে ভীষণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'নরশ্রেষ্ঠ ধর্মদর্শী লোকনাথ ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫. নরশ্রেষ্ঠ ধর্মদর্শী লোকনাথ ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে নির্মিত ধাতুচৈত্য এক ধ্বজাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।

৬. আমি একটি সিড়ি তৈরি করে ধাতুস্তূপে আরোহণ করেছিলাম এবং সেই স্তূপে বহু জাতিপুষ্প টাঙিয়ে দিয়েছিলাম।

৭. অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো আমার শাস্তাসম্পদ! এই পুণ্য-প্রভাবে আর কখনো আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার স্তূপপূজারই ফল।

৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি ষোলবার 'স্তূপসীখ' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান স্তম্ভরোপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[স্তম্ভরোপক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. বেদিকারক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে প্রিয়দর্শী ভগবানের সময় এক

ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহবাস করতে লাগলেন। প্রিয়দর্শী শাস্তা পরিনির্বাপিত হলে পরে তিনি প্রসন্নমনে তার উদ্দেশে চৈত্য নির্মাণ করালেন এবং সেই চৈত্যটিকে সপ্তরত্ন দিয়ে মহাপূজা করালেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে জন্মে জন্মে পূজনীয়, মহাধনী ও মহাধনাঢ্য হলেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী। পরে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং আপন প্রচেষ্টার দ্বারা অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'নরোত্তম প্রিয়দর্শী লোকনাথ পরিনির্বাপিত হলে পরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০. নরোত্তম প্রিয়দর্শী লোকনাথ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে একটি মুক্তাবেদি তৈরি করেছিলাম।

১১. সেই বেদিটি আমি বিবিধ মণিমুক্তা দিয়েই তৈরি করেছিলাম। সেই বেদিটি দান করার পর অতীব খুশী মনে সেখানেই আমার মৃত্যু হয়েছিল।

১২. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন সবখানেই আমার মাথার উপর মণি ধারণ করা হতো। ইহা আমার পূর্বকৃত কর্মেরই ফল।

১৩. আজ থেকে ষোলশত কল্প আগে আমি ছত্রিশবার 'মণিপ্রভাস' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বেদিকারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বেদিকারক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সপরিবারিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি মহাধনী, প্রভূত ভোগসম্পত্তির অধিকারী হলেন। অতঃপর যখন পদুমুত্তর ভগবান

পরিনির্বাপিত হলেন তখন মহাজনতা তার শারীরিক ধাতু নিধান করে মহাচৈত্য তৈরি করে পূজা করলেন। সেই সময় এই উপাসক সেই চৈত্যের উপর চন্দনকাষ্ঠ দিয়ে একটি চৈত্যঘর তৈরি করে মহাপূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বহু কুশলকর্ম করে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ত্রলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৫. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম পদুমুত্তর জিন জ্বলন্ত অগ্নিরাশির ন্যায় জ্বলে উঠে আবার পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

১৬. মহাবীর বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে তার উদ্দেশে বিশাল স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। সেই ধাতুগৃহকে বহু লোক দূর থেকে সেবা-পূজা করতেন।

১৭. আমি তখন অতীব প্রসন্নচিত্তে সেই স্তূপের মধ্যে একটি চন্দনবেদী নির্মাণ করেছিলাম। সেই চন্দনবেদীর কারণে সেই স্তূপগুলো তখন দেদীপ্যমান হয়েছিল।

১৮. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন সবখানেই আমি কোনো হীনতা বা নীচতা দেখতে পেতাম না। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

১৯. আজ থেকে পনেরশত কল্প আগে আমি আটবার মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপরিবারিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপরিবারিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. উমাপুপ্ফিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসারবন্ধনে

আবদ্ধ হয়ে গৃহবাস করতে লাগলেন। ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তার উদ্দেশে নির্মিত ধাতুচৈত্যে ইন্দ্রনীল মণিবর্ণের উমাপুষ্প নিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি সুগতি লোকে জন্মপরিভ্রমণকালে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। জন্মে জন্মে তিনি নীল বর্ণের অধিকারী, উচ্চবংশীয় ও মহাধনী হতেন। এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পরম পূজনীয় লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২১. পরম পূজনীয় লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তার উদ্দেশে একটি বিশাল স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল।

২২. মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে সেই স্তূপটি নির্মাণের সময় আমি উমাপুষ্প নিয়ে সেই স্তূপে দান করেছিলাম।

২৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার স্তূপপূজারই ফল।

২৪. আজ থেকে নয় কল্প আগে আমি পঁচাশিবার সোমদেব নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উমাপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উমাপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অনুলেপদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি ছিলেন মহাধনী ও প্রভূত ভোগসম্পত্তির অধিকারী। তিনি অনোমদর্শী ভগবানের বোধিবৃক্ষের বেদির বলয় নির্মাণ করিয়ে তাতে সুধাকর্ম করালেন এবং তাতে সোনালি

বালুকারাশি বিকীর্ণ করে রৌপ্যবিমানের মতো করে তৈরি করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি ভীষণ সুখী হলেন এবং জন্মে জন্মে রৌপ্যবিমানের মতো রৌপ্যপ্রাসাদে সুখানুভব করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনায় নিয়োজিত হয়ে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি 'কোন কুশলকর্ম করে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি' নিজের অধিগত পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞানযোগে স্মরণ করে পূর্বকৃত কুশলকর্মের কথা অবগত হয়ে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি অনোমদর্শী মুনির জন্য' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৬. আমি অনোমদর্শী মুনির জন্য একটি বোধিবেদী নির্মাণ করেছিলাম। তাতে আমি আরও সুধাপিণ্ড দিয়ে নিজ হাতে লেপন করে দিয়েছিলাম।

২৭. আমার সেই সুকর্ম দেখে নরোত্তম অনোমদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে স্থিত হয়ে এই গাথাটি বলেছিলেন।

২৮. এই সুকর্মের ফলে এই ব্যক্তি প্রার্থনা অনুযায়ী দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে পরিশেষে দুঃখের অন্ত সাধন করবে।

২৯. আমি এখন প্রসন্নবদন, একাগ্রচিত্ত ও সুসমাহিত। আমি এই গৌতম সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৩০. আজ থেকে ঠিক শতকল্প আগে আমি 'সর্বঘনো' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অনুলেপদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অনুলেপদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. মার্গদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে নির্বাণপ্রদায়ক পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে এক গৃহস্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি ভগবানকে

একটি নদী পার হয়ে গভীর বনে যেতে দেখলেন। অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি চিন্তা করলেন, এখনই আমাকে ভগবানের গমনপথটি সমান করে দিতে হবে। যেই চিন্তা সেই কাজ। তিনি কুদাল ও ঝুড়ি নিয়ে ভগবানের গমনমার্গ সমান করে দিলেন এবং সেই রাস্তার উপর বালি ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ভগবানের পায়ে পড়ে বন্দনা করে এই বলে প্রার্থনা করলেন, ভন্তে এই গমনরাস্তাটি পরিস্কার ও অলংকৃত করার ফলে জন্মে জন্মে আমি যেন পূজনীয় হতে পারি, নির্বাণ লাভ করতে পারি। ভগবান 'তোমার প্রার্থনা পূরণ হোক' বলে অনুমোদন করে চলে গেলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই পূজিত হতেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'নদী পার হয়ে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩২. নদী পার হয়ে চক্ষুষ্মান ভগবান বনে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনি আমি শ্রেষ্ঠ লক্ষণসম্পন্ন সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৩. কুদাল ও ঝুড়ি নিয়ে আমি প্রথমে সেই অমসৃণ ও অসমান পথটিকে সমান ও মসৃণ করেছিলাম। তারপর শাস্তাকে অভিবাদন করে নিজের চিত্তকে খুশী করিয়েছিলাম।

৩৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, তার ফলে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পথদানেরই ফল।

৩৫. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি একবার 'সুপ্রবুদ্ধ' নামক জনাধিপতি, লোকনায়ক নরেশ্বর হয়েছিলাম।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মার্গদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মার্গদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ফলদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে কাঠমিস্ত্রি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি চন্দনকাষ্ঠ দিয়ে ঠেঁস দেওয়ার ফলক নির্মাণ করে ভগবানকে দান করেন। ভগবান তার দান অনুমোদন করেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই চিত্তসুখে অবস্থান করে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পূর্বে আমি কাষ্ঠকর্মে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৭. পূর্বে আমি কাষ্ঠকর্মে সুশিক্ষিত যাননির্মাতা ছিলাম। একদিন আমি একটি চন্দন-ফলক তৈরি করে লোকবন্ধুকে দান করেছিলাম।

৩৮. এই পুণ্যের ফলে আমার ইচ্ছামাত্রই সুবর্ণনির্মিত হস্তীযান, অশ্বযান, দিব্যযান উপস্থিত হয়ে ব্যাম-পরিমাণ জায়গা প্রভাসিত হতো।

৩৯. আমি যখন যেখানে চাইতাম সেখানেই আমার জন্য সিবিকাপ্রাসাদ আবির্ভূত হতো এবং বহু মূল্যবান রত্ন উৎপন্ন হতো। ইহা আমার ফলক দানেরই ফল।

৪০. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফলক দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলক দানেরই ফল।

৪১. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি চারবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফলকদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বটংসকিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসকালে তাতে দোষ দেখতে পেলেন। তাই তিনি গৃহত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে মহাবনে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময়ে সুমেধ ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানের জন্য সেই বনে উপস্থিত হলেন। অতঃপর সেই তাপস ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে প্রস্ফুটিত সললপুষ্প নিয়ে মালাকারে গেঁথে ভগবানের পদমূলে রেখে পূজা করলেন। ভগবান তাকে খুশী করার জন্য অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘অপরাজিত স্বয়ম্ভু সুমেধ’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৩. অপরাজিত স্বয়ম্ভু সুমেধ বিবেকসুখে অবস্থানের জন্য মহাবনে গিয়েছিলেন।

৪৪. সুপুষ্পিত সললবৃক্ষে সললফুল দেখতে পেয়ে সেগুলো নিয়ে সুন্দর করে মালা গেঁথেছিলাম এবং লোকনায়ক বুদ্ধের পদমূলে রেখে পূজা করেছিলাম।

৪৫. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, তার ফলে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৬. আজ থেকে উনিশশত কল্প আগে আমি ষোলবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বটংসকিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বটংসকিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পালঙ্কদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে নির্বাণপ্রদ পুণ্য সঞ্চয় করে সুমেধ ভগবানের সময়ে এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার ছিল অগাধ ধনসম্পত্তি। তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ধর্মকথা শুনে শাস্তার জন্য সপ্তরত্ন-সমন্বিত একটি পালঙ্ক (খাট) তৈরি করিয়ে মহাপূজা করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই পূজিত হতেন। অনুক্রমে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে ‘পালঙ্কদায়ক স্থবির’ নামে সবিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ সুমেধ ভগবানকে’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৮. আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ সুমেধ ভগবানকে শামিয়ানাসহ শৌখিন বস্ত্রে ঢাকা একটি পালঙ্ক দান করেছিলাম।

৪৯. সেই সময় আমার সংকল্প অনুযায়ীই সব সময় সপ্তরত্ন-সমন্বিত পালঙ্ক উৎপন্ন হতো।

৫০. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই পালঙ্ক দান করেছিলাম, সেই থেকে আমাকে একবারও অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পালঙ্ক দানেরই ফল।

৫১. আজ থেকে বিশ হাজার কল্প আগে আমি তিনবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী সুবর্ণ আভাসম্পন্ন চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পালঙ্কদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পালঙ্কদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[ছত্রবর্গ পনেরতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

অতিছত্রীয়, স্তম্ভরোপক, বেদিকারক, সপরিবারিয়,
উমাপুষ্পিয়, অনুলেপদায়ক, মার্গদায়ক, ফলদায়ক,
বটংসকিয় ও পালঙ্কদায়ক এই দশে মিলে
মোট বায়ান্ন গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

* * *

১৬. বন্ধুজীবক-বর্গ

১. বন্ধুজীবক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসকালে শিখী ভগবানের রূপকায় দেখে প্রসন্নমনে বন্ধুজীবকপুষ্প নিয়ে ভগবানের পদমূলে পূজা করলেন। ভগবান তাকে খুশী করার জন্য তার দান অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্ম নিয়ে ছয় কামাবচরসম্পত্তি ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে চক্রবর্তী প্রভৃতি সম্পত্তি ভোগ করে আমাদের এই গৌতম সম্যকসম্বুদ্ধের এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অসম্ভব রূপবান ও যশস্বী শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে তিনি শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বনিবাস-জ্ঞানযোগে পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চাঁদের ন্যায় বিমল' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১-২. চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ, বিমল, শুদ্ধ বিপ্রসন্ন, অনাবিল, নন্দীভব পরিক্ষীণ, সংসারে সমস্ত তৃষ্ণোত্তীর্ণ শিখী ভগবান ত্রিতাপ-দগ্ধ বহু জনতাকে নির্বাপনকারী, গভীর বনে ধ্যানরত, একাগ্রচিত্ত ও সমাহিত চিত্ত।

৩. আমি সেই বন্ধুজীবক পুষ্পগুলো সুন্দর করে মালা গেঁথে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজার ফল।

৫. আজ থেকে সাতকল্প আগে আমি সমন্তচক্ষু নামক নরেন্দ্র মহাযশস্বী, মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বন্ধুজীবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বন্ধুজীবক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. তম্বপুপ্ফিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে প্রিয়দর্শী ভগবানের সময়ে পূর্বকৃত কোনো এক অকুশল কর্মপ্রভাবে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে পরের কাছে কাজ করে যা পারিশ্রমিক পেত তা দিয়েই জীবন ধারণ করত। সে এভাবে দুঃখের সাথে বসবাস করতে করতে একসময় একটি ভীষণ অপরাধ করে ফেলে। তাই মরণ ভয়ে ভীত হয়ে বনে পালিয়ে গেল। সে যেখানে গেল সেখানে একটি পাটলী বোধিবৃক্ষ দেখতে পেল। সে প্রথমে সেটিকে বন্দনা করল। তারপর বোধিবৃক্ষের চারপাছে ঝাঁট দিল এবং পাশের একটি গাছে তাম্রবর্ণের কিছু ফুল দেখে সেগুলো নিয়ে বোধিপূজা করল। ভীষণ প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করে সে বোধিবৃক্ষের গোড়ায় পদ্মাসনে বসল। এদিকে লোকজন তাকে অনুসরণ করতে করতে সেখানে গিয়ে পৌঁছাল। সে তাদের দেখে বোধিবৃক্ষের কথা চিন্তা করতে করতে পালিয়ে যেতে লাগল এবং ক্রমে ভয়ানক এক গিরিখাদে পড়ে মারা গেল।

তিনি বোধিপূজার কথা স্মরণ করার কারণে তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। তাতে দিব্যসুখ ভোগ করে এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পরের কাজ করতে গিয়ে আমি একটি অপরাধ করে ফেলেছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭. পরের কাজ করতে গিয়ে আমি একটি অপরাধ করে ফেলেছিলাম। ভীষণ ভয়তাড়িত হয়ে আমি তাই গভীর বনে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

৮. গভীর বনে আমি একটি সুপুষ্পিত তম্ববৃক্ষ দেখতে পেয়েছিলাম। সাথে সাথে আমি সেখান থেকে কিছু ফুল ছিড়ে নিয়ে বোধিবৃক্ষে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৯. তারপর আমি পাটলী বোধিবৃক্ষের চারপাশে ঝাঁট দিয়েছিলাম এবং পদ্মাসনে বসে বোধিবৃক্ষমূলে অবস্থান করছিলাম।

১০. আগে থেকেই কিছু লোক আমাকে অনুসরণ করছিল। একসময় তারা আমাকে অনুসরণ করতে করতে আমার কাছে পৌঁছাল। আমি তাদের

দেখে আরও বেশি করে বোধিবৃক্ষের কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

১১. আমি আবারও অতীব প্রসন্নচিত্তে বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম। তারপর পালিয়ে যেতে গিয়ে ভয়ানক এক গিরিখাদে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিলাম।

১২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পদান করেছিলাম, তার ফলে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিপূজারই ফল।

১৩. আজ থেকে তিনকল্প আগে আমি 'সুসংযত' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তম্বপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তম্বপুপ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. বীথিসম্মার্জক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিখী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি নগরবাসীর সাথে গমনপথ সজ্জিত করে সেই পথ দিয়ে ভগবানকে যেতে দেখে অতীব প্রসন্নমনে সেই গমনপথটি সমতল ও মসৃণ করে তাতে ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে একটি কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকনায়ক ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৫. উদীয়মান, শতরশ্মি, পীতরশ্মি সূর্য ও পঞ্চদশীর পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় লোকনায়ক ভগবান ধীর লয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৬. তখন আটষট্টি হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ ছিল। তারা সকলে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ

নরোত্তম সম্বুদ্ধকে অনুসরণ করছিলেন।

১৭. আমি সেই গমনপথটি সম্মার্জনের পর সশিষ্য লোকনায়ক বুদ্ধকে সেই পথ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম। তখন আমি সেখানে অতীব প্রসন্নমনে ধ্বজা পতাকা উড়িয়েছিলাম।

১৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ধ্বজা উড়িয়েছিলাম, তার ফলে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি।

১৯. আজ থেকে চারকল্প আগে আমি মহাপরাক্রমশালী বিশ্ববিশ্রুত সর্বাকার পরিপূর্ণ রাজা হয়েছিলাম।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বীথিসম্মার্জক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বীথিসম্মার্জক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কক্কারুপুষ্পপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করে শিখী ভগবানের সময়ে এক ভূমিবাসী দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শিখী সম্যকসম্বুদ্ধকে দেখে দিব্য কক্কারুপুষ্প নিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে প্রায় একত্রিশ কল্পকাল দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি দেবপুত্র হয়ে লোকনায়ক শিখী বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২১. আমি দেবপুত্র হয়ে লোকনায়ক শিখী বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম এবং কক্কারুপুষ্প নিয়ে আমি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, তার ফলে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৩. আজ থেকে নয়কল্প আগে আমি নরশ্রেষ্ঠ সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কক্কারুপুষ্পপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কক্কারুপুষ্পপূজক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. মন্দারবপুষ্পপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময়ে এক ভূমিবাসী দেবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শিখী ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে দিব্য মন্দারবপুষ্প দিয়ে পূজা করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে প্রায় একত্রিশ কল্পকাল দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি দেবপুত্র হয়ে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৫. আমি দেবপুত্র হয়ে লোকনায়ক শিখী বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম এবং মন্দারবপুষ্প নিয়ে আমি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২৬. আমার প্রদত্ত দিব্যফুলের মালাটি তথাগতের মাথার উপর সপ্তাহকাল পর্যন্ত শামিয়ানার মতো ছায়া দিয়েছিল। তখন সকলে সেখানে এসে তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করেছিল।

২৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, তার ফলে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৮. আজ থেকে দশকল্প আগে আমি 'জ্যোতিন্ধর' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মন্দারবপুষ্পপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মন্দারবপুষ্পপূজক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বুদ্ধশূন্য কল্পে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসকালে সংসারের বিভিন্ন উপদ্রব দেখে গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ের সমীপে কুক্কুট নামক পর্বতে আশ্রম তৈরি করে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি সেখানে সাতজন পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে প্রসন্নমনে কদম্বপুষ্প সংগ্রহ করে তাদের পূজা করলেন। তাঁরাও তার দান অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে প্রায় একত্রিশ কল্পকাল দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩০. হিমালয়ের অদূরে কুক্কুট নামক একটি পর্বত ছিল। সেই পর্বতের পাদদেশে সাতজন পচ্চেক বুদ্ধ বসবাস করতেন।

৩১. সেখানে একটি সুপুষ্পিত কদম্ববৃক্ষ ছিল। সেখান থেকে কদম্বপুষ্প নিয়ে আমি নিজ হাতে সাতজন পচ্চেক বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৩২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৩. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি সাতবার 'পুষ্প' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কদম্বপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. তৃণশূলক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে কুশল পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে শিখী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসকালে তিনি নানাবিধ দোষ দেখতে পেয়ে গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং হিমালয়ের সমীপে ভূতগণ নামক পর্বতে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি বিবেকসুখে অবস্থানরত শিখী সম্বুদ্ধকে দেখে প্রসন্নমনে তৃণশূলপুষ্প নিয়ে শাস্তার পদমূলে পূজা করলেন। বুদ্ধও তার সেই পুষ্পপূজা অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং উপনিশ্রয় সম্পত্তি থাকায় অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৫. হিমালয়ের অনতিদূরে ভূতগণ নামক একটি বিশাল পর্বত ছিল। সেখানে এক লোকনাথ স্বয়ম্ভু জিন বসবাস করতেন।

৩৬. আমি তখন তৃণশূলপুষ্প নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম। তার ফলে আমি নিরানব্বই কল্প অবধি বিনিপাত নিরয়ে জন্মাইনি।

৩৭. আজ থেকে এগার কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণশূলক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণশূলক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ প্রভৃতি শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করলেন। গৃহবাস করতে করতে তিনি তাতে কোনো সার দেখতে না পেয়ে হিমালয়ে প্রবেশ করলেন এবং সেখানেই তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যানসুখে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময়ে পদুমুত্তর ভগবান তার প্রতি অনুকম্পা করে সেখানে গেলেন। সেই তাপস তখন ভগবানকে দেখতে পেলেন। উল্লেখ্য, তাপস ছিলেন লক্ষণশাস্ত্রবিদ। তাই তিনি ভগবানের শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণগুলো দেখতে পেলেন এবং প্রসন্নমনে বন্দনা করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভগবান আকাশপথ দিয়ে চলে গেলেন। অতঃপর সেই তাপস সশিষ্যে নাগপুষ্প সংগ্রহ করে সেই পুষ্প দিয়ে ভগবানের গমনপথকে উদ্দেশ করে পূজা করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত-প্রতিব্রত পালনের মধ্য দিয়ে শাসনের সৌন্দর্য বর্ধন করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি 'কোন কুশল কর্মের ফলে আমি এমন লোকোত্তর সম্পত্তি লাভ করেছি' এই ভেবে অতীত কর্ম স্মরণ করে জ্ঞানযোগে প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় সুবচ্ছ নামক এক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৯. সেই সময়ে সুবচ্ছ নামক এক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সশিষ্যে হিমালয়ের অনতিদূরে পর্বত-অভ্যন্তরে বসবাস করছিলেন।

৪০. পরম পূজনীয় পদুমুত্তর জিন আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার নিকট এসেছিলেন।

৪১. তিনি আমার নিকট আকাশপথে এসে উন্মুক্ত আকাশেই চঙ্ক্রমণ করেছিলেন এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় ধুমায়িত করেছিলেন। ক্ষণিক পর তিনি আমার চিত্ত-প্রসন্নতা অবগত হয়ে পূর্বমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৪২. এমন আশ্চর্য, অদ্ভুত ও লোমহর্ষকর দৃশ্য দেখে আমি নাগপুষ্প সংগ্রহ করে পদুমুত্তর বুদ্ধ যেই পথ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন সেই পথকে

উদ্দেশ্য করে তাতে নাগপুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৪৩. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই চিত্ত-প্রসন্নতার ফলে আমাকে একবারও অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

৪৪. আজ থেকে একত্রিশশত কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নাগপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পুন্নগপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুশ্য ভগবানের সময়ে এক ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি মহাবনে প্রবেশ করে সেখানে সুপুষ্পিত পুন্নগপুষ্প দেখতে পেলেন। তিনি হেতুসম্পন্ন হওয়ায় পরম শ্রদ্ধায় ভগবানকে স্মরণ করে সেই পুন্নগপুষ্প সংগ্রহ করে ও বালি দিয়ে চৈত্য তৈরি করে উদ্দেশিক পূজা করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি এক নাগাড়ে বিরানব্বই কল্প ধরে দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং দৃঢ়বীর্য-সহকারে চেষ্টা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি তখন গভীর বনে শিকার করে বসবাস করতাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৬. আমি তখন গভীর বনে শিকার করে বসবাস করতাম। আশেপাশে সুপুষ্পিত পুন্নগবৃক্ষ দেখে প্রথমে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম।

৪৭. সুপুষ্পিত পুন্নগবৃক্ষ থেকে সুগন্ধী পুন্নগপুষ্প সংগ্রহ করে তা দিয়ে বালি দিয়ে তেরি উদ্দেশিক স্তূপে বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৪৮. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, তারপর থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি এক অন্ধকার-বিধ্বংসী সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুন্নগপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুন্নগপুপ্পিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. কুমুদদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হিমালয়ের নিকটে এক বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদে কুকুত্থ নামক পক্ষী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো এক কুশলকর্মের প্রভাবে পক্ষীকুলে জন্ম হলেও সেই পাখিটি ছিল ভীষণ বুদ্ধিমান, পাপ-পুণ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ, শীলবান ও প্রাণীহত্যা হতে সম্পূর্ণ বিরত। সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান আকাশপথে এসে তার আশপাশে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। অতঃপর সেই পাখিটি ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমনে ঠোঁট দিয়ে কুমুদপুষ্প ছিড়ে নিয়ে ভগবানের রাতুল চরণযুগলে পূজা করলেন। ভগবান তার মনে উৎপন্ন প্রীতি-সৌমনস্য আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হলেন। একদিন তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অদূরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫১. হিমালয়ের অদূরে একটি বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদ ছিল। সেই হ্রদে পদ্ম, উৎপল, পুণ্ডরীকসহ প্রভৃতি ফুলের সমারোহ ছিল।

৫২. আমি তখন কুকুত্থ নামক পাখি হয়ে জন্মেছিলাম। পাখি হলেও আমি ছিলাম ভীষণ বুদ্ধিমান ও পাপ-পুণ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ।

৫৩. পরম পূজনীয়, মহামুনি, লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ সেই বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদের অদূরে এসে চঙ্ক্রমণ করছিলেন।

৫৪. আমি তখন জলজ কুমুদপুষ্প ঠোঁট দিয়ে ছিড়ে মহর্ষি বুদ্ধকে দান করেছিলাম। আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে মহামুনি বুদ্ধ আমার দান গ্রহণ করেছিলেন।

৫৫. সেই কুমুদ পুষ্পদান-জনিত পুণ্য-প্রভাবে আমাকে লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

৫৬. আজ থেকে ষোলশত কল্প আগে আমি আটবার 'বরুণ' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুমুদদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুমুদদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[বন্ধুজীবক-বর্গ ষোলতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বন্ধুজীবক, তম্বপুপ্পিয়, বীথিসম্মার্জক ও কক্কারুপুষ্পপূজক
মন্দারবপুষ্পপূজক, কাদম্বপুপ্পিয় ও তৃণশূলক,
নাগপুপ্পিয়, পুন্নগপুপ্পিয় ও কুমুদদায়ক এই দশে মিলে
মোট সাতান্নটি গাথায় এই বন্ধুজীবক বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

১৭. সুপরিচরিয়-বর্গ

১. সুপরিচরিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক যক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যক্ষটি একসময় হিমালয়ে অনুষ্ঠিত এক যক্ষসম্মেলনে গেলে সেখানে ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে হাত জোড় করে বন্দনা নিবেদন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি ঊর্ধ্বতন দেবলোকে জন্ম নিয়ে সেখানে দিব্যসুখ অনুভব করে এবং মনুষ্যলোকে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি ছিলেন প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক। ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় পদুম নামক' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. সেই সময় পদুম নামক দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম চক্ষুষ্মান বুদ্ধ গভীর বন হতে বের হয়ে ধর্মদেশনা করছিলেন।

২. যক্ষ সম্মেলনের অদূরে মহর্ষি ভগবান ছিলেন এবং সেখানে সমবেত যক্ষেরা তৎক্ষণাৎ মহর্ষি ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলেন।

৩. বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর ধর্মদেশনার মর্মকথা বুঝে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে দুই হাতে তালি বাজিয়ে বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৪. দেখো, বুদ্ধশাস্তাকে পরম শ্রদ্ধায় পূজা করার ফলে আমি ত্রিশ হাজার কল্প অবধি অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

৫. আজ থেকে ঊনত্রিশশত কল্প আগে আমি 'সমলংকৃত' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুপারিচরিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুপারিচরিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কণবেরপুপ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতপুণ্য হয়ে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি রাজার অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন। সেই সময়ে সিদ্ধার্থ ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর সেই রাজন্তঃপুরের তত্ত্বাবধায়ক গমনরত ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে কণবেরপুষ্প দিয়ে ভগবানকে পূজা করে হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি প্রভূত সুগতি-সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে পরম শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সেই সময় ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৭. সেই সময় ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সিদ্ধার্থ ভগবান শ্রাবক-পরিবেষ্টিত হয়ে নগরপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৮. তখন রাজার অন্তঃপুরের অভিসম্মত নামক এক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রাসাদে উপবিষ্ট অবস্থায়ই লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলেন।

৯. অতঃপর তিনি কণবেরপুষ্প নিয়ে পরম শ্রদ্ধায় ভিক্ষুসংঘের উপর ছিটিয়ে দিয়েছিলেন এবং একটু আলাদা করে বুদ্ধকে আগে বেশি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

১০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে আমাকে একবারও অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১১. আজ থেকে সাতাশি কল্প আগে আমি চারবার মহাঋদ্ধিমান সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কণবেরপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কণবেরপুপ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. খজ্জকদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময় এক শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে আম, জামসহ বহু মধুর ফল ও নারিকেলে তৈরি পিঠা দান করেন। ভগবান তার মনের প্রসন্নতা বর্ধনের জন্য তাঁর সামনেই সেগুলো পরিভোগ করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি সুগতি স্বর্গলোকে সুখভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে পরম শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত-পরিব্রত অনুশীলনের মাধ্যমে শাসনের শোভা বর্ধন করে শীলালংকার প্রতিমণ্ডিত হয়ে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অতীতে আমি তিষ্য ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩. অতীতে আমি তিষ্য ভগবানকে বিবিধ ফলমূল ও নারিকেলে তৈরি পিঠা দান করেছিলাম।

১৪. মহর্ষি তিষ্য বুদ্ধকে দান করার পর আমি পরম সুখে আমোদিত হয়েছিলাম এবং যেখানে ইচ্ছা জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১৫. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

১৬. আজ থেকে তেরকল্প আগে আমি 'ইন্দ্রসম' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান খজ্জকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[খজ্জকদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. দেশপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময়ে এক

কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বুদ্ধগতপ্রাণ, ধর্মগতপ্রাণ ও সংঘগতপ্রাণ হলেন। সেই সময়ে অর্থদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত হয়ে চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় আকাশপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই উপাসক তখন ভগবান যেই পথ দিয়ে গেলেন সেই পথকে উদ্দেশ করে সুগন্ধী পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দিয়ে পূজা করলেন এবং হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন এবং সেখানে দিব্যসুখ ভোগ করলেন। পরে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করলেন। বহুকাল পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হলেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে গৃহবাসের প্রতি উদাসীন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রতসম্পন্ন হয়ে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৮. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান উন্মুক্ত আকাশে উঠে সুনীল আকাশপথে যাচ্ছিলেন।

১৯. যেই দেশের উপর দিয়ে মহামুনি শাস্তা আকাশপথে গিয়েছিলেন, সেই দেশ তথা স্থানকে উদ্দেশ করে পরম শ্রদ্ধায় নিজ হাতে পূজা করেছিলাম।

২০. আজ থেকে আঠারশত কল্প আগে আমি মহামুনিকে যেই পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দেশপূজারই ফল।

২১. আজ থেকে এগারশত কল্প আগে আমি 'গোসুজাত' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দেশপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[দেশপূজক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. কণিকারছত্রিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বেস্সভূ ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হলেন। সেই সময় বেস্সভূ ভগবান বিবেকসুখে অবস্থানের ইচ্ছায় মহাবনে প্রবেশ করে বসলেন। অতঃপর সেই উপাসকও কোনো এক কার্যোপলক্ষে সেখানে গিয়ে জ্যোতির্ময় ভগবানকে দেখতে পেলেন। অতীব প্রসন্নমনে কণিকারপুষ্প সংগ্রহ করে তা দিয়ে ছাতার মতো করে ভগবানের বসার স্থানে শামিয়ানার মতো করে টাঙিয়ে দিয়ে পূজা করলেন। ভগবানের অমিত পুণ্য-প্রভাবে সেটি সপ্তাহকাল অবধি সতেজ হয়ে স্থিত থাকল। ভগবানও ফলসমাপত্তি ও নিরোধসমাপত্তিতে ধ্যানমগ্ন হয়ে সপ্তাহকাল অবস্থান করলেন। তিনি সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে আনন্দিত মনে ভগবানকে বন্দনা করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভগবান এদিকে সমাপত্তি হতে জাগ্রত হয়ে বিহারে চলে গেলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পরম শ্রদ্ধায় শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে গৃহবাসের প্রতি উদাসীন হলেন। কিছুদিন পর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত-প্রতিব্রত পালনের মধ্য দিয়ে জিনশাসনের শোভা বর্ধন করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৩. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বেস্সভূ সম্বুদ্ধ দিবাবিহারের জন্য মহাবনে গিয়েছিলেন।

২৪. তখন আমি কণিকারপুষ্প সংগ্রহ করে তা দিয়ে ছাতা তৈরি করে শামিয়ানার মতো করে পুষ্পচ্ছাদন করে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পাচ্ছাদন দান করেছিলাম, তার ফলে আমাকে একবারও অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৬. আজ থেকে বিশকল্প আগে আমি আটবার স্বর্ণাভ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কণিকারছত্রিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কণিকারছত্রিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ঘিদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুশ্য ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভগবান ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত হয়ে পথে হাঁটতে হাঁটতে সেই উপাসকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর সেই উপাসক ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে বন্দনা করে পুরো এক পাত্র ঘিতৈল দান করলেন। ভগবান তার দান অনুমোদন করে চলে গেলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবলোকে জন্ম নিয়ে সেখানে দিব্যসুখ ভোগ করলেন। পরে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে জন্মে জন্মে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পরম শ্রদ্ধায় শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং স্বীয় ব্রতপূর্ণ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পরম পূজনীয়' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৮. বিপুল জনতাকে নির্বাণ-শান্তি-প্রদায়ক, পরম পূজনীয় ফুশ্য ভগবান পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

২৯. ভগবান ফুশ্য অনুক্রমে যেতে যেতে আমার গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি তার হাত থেকে পাত্রটি নিয়ে তাতে এক পাত্রপূর্ণ ঘিতৈল দান করেছিলাম।

৩০. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ঘিতৈল দান করেছিলাম, তার ফলে আমাকে একবারও অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘিদানেরই ফল।

৩১. আজ থেকে ছাপ্পান্ন কল্প আগে আমি একবার 'সমোদক' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ঘিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঘিদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. যুথিকাপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ফুশ্য ভগবানের সময়ে এক শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি কোনো এক কার্যোপলক্ষে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন যে জ্যোতির্ময় ফুশ্য ভগবান নদীতে স্নান করতে চাইছেন। তখনি তিনি বেশ আনন্দিত মনে সেখানে গিয়ে যুথিকাপুষ্প সংগ্রহ করে ভগবানকে পূজা করলেন। ভগবান তার সেই পূজা অনুমোদন করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত-প্রতিব্রত পালন করে শাসনের শোভা বর্ধন করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'চন্দ্রভাগা নদীর তীরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৩. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে হাঁটছিলাম। অতঃপর আমি সুপুষ্পিত শালবৃক্ষ সদৃশ স্বয়ম্ভু ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৪. আমি যুথিকাপুষ্প হাতে নিয়ে মহামুনি বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে সেগুলো দান করেছিলাম।

৩৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পদান করেছিলাম, তার ফলে আমাকে একবারও অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৬. আজ থেকে সাতষট্টি কল্প আগে আমি একবার 'সমুদ্ধরো' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যুথিকাপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যুথিকাপুষ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. বস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে এক রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হয়ে একটি জনপদের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্যা ও সাম্যতা এই চার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই জনপদের সকলকে সন্তুষ্ট করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তখন সিদ্ধার্থ ভগবান সেই জনপদে উপস্থিত হলেন। সেই যুবরাজও ভগবানকে পেয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়ে পূজা করলেন। ভগবান সেই বস্ত্রটিকে হাতে সামান্য স্পর্শ করে আকাশপথে চলে গেলেন। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সেই বস্ত্রটিও ভগবানকে অনুসরণ করল। অতঃপর সেই যুবরাজ এমন আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে অতীত প্রসন্নমনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভগবান যেই পথ দিয়ে গেলেন সেই পথে অবস্থান করা লোকজনও সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এভাবে ভগবান আকাশপথে বিহারে চলে গেলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে যুবরাজ মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং পরে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাসের প্রতি ভীষণ উদাসীন হলেন। পরে তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং দৃঢ়বীর্য-সহকারে প্রচেষ্টার মাধ্যমে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করাতে গিয়ে 'পূর্বে আমি ত্রিবরা নামক এক রমণীয় নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৮. পূর্বে আমি ত্রিবরা নামক এক রমণীয় নগরে রাজপুত্র ছিলাম। হাতের কাছে দানীয়সামগ্রী পেয়ে আমি সর্বতোভাবে উপশান্ত বুদ্ধ তথাগতকে

দান করেছিলাম।

৩৯. আমার প্রদত্ত বস্ত্রে সামান্য করে হাতের ছোঁয়া লাগিয়ে ভগবান তা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি আকাশপথে চলে গিয়েছিলেন।

৪০. বুদ্ধ আকাশপথে যাবার সময় আমার প্রদত্ত বস্ত্রটিও তার পেছনে পেছনে অলৌকিকভাবে যেতে লাগল। তা দেখে আমার চিত্ত ভীষণ খুশী হয়েছিল। অহো, বুদ্ধই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুদ্গল!

৪১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বস্ত্র দান করেছিলাম, তার ফলে আমাকে একবারও অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বস্ত্রদানেরই ফল।

৪২. আজ থেকে সাতষট্টি কল্প আগে আমি 'পরিশুদ্ধ' নামক মহাপরাক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বস্ত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সমাদপক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বহু পুণ্যকর্ম করতে করতে গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি বহু শ্রদ্ধাবান উপাসককে একত্র করে নিজে প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে 'একটি গোল চত্বর তৈরি করব' বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে একটি গোল চত্বর তৈরি করে তাতে পণ্ডরবর্ণের বালি ছিটিয়ে দিয়ে ভগবানকে দান করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি ছয় দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে কামাবচরসুখ ভোগ করেন এবং পরে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে চক্রবর্তীসুখ প্রভৃতি মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং শীল ও ব্রতসম্পন্ন হয়ে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘সেই সময় বন্ধুমতি নগরে’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৪. সেই সময় বন্ধুমতি নগরে বহু শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন। তাদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ ছিলাম এবং তারা ছিল আমারই সহচর।

৪৫. তাদের সকলকে সমবেত করিয়ে আমি বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলাম। একদিন আমরা সবাই মিলে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে একটি গোল চত্বর তৈরি করব বলে আলোচনা করছিলাম।

৪৬. তারা সকলেই ‘সাধু’ বলে একবাক্যে তাতে সম্মত হয়েছিল। কিছুদিন পর সেই গোল চত্বরটি তৈরি করে আমরা সবাই বিপশ্বী ভগবানকে দান করেছিলাম।

৪৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বড় গোল চত্বর দান করেছিলাম, তার ফলে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বড় গোল চত্বর দান করারই ফল।

৪৮. আজ থেকে ঊনসত্তর কল্প আগে আমি ‘আদেয়্য’ নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সমাদপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সমাদপক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পঞ্চঙ্গুলিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে তিষ্য ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি অঢেল সম্পত্তির অধিকারী হলেন। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্নচিত্ত হলেন। একদিন তিনি ভগবানকে রাস্তা হতে বিহারে ঢুকতে দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি সুমনপুষ্পাদিসহ চন্দন ও নানাবিধ বিলেপনী সুগন্ধী নিয়ে বিহারে গিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন এবং ভগবানের শরীরে পঞ্চঙ্গুলি দিয়ে

বন্দনা নিবেদনপূর্বক চলে গেলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে 'এই কুশলকর্ম করেই এমন লোকোত্তর সম্পত্তি লাভ করেছি' জ্ঞাত হয়ে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তিষ্য ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫০. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম, অবস্থান দক্ষ মুনি তিষ্য ভগবান নিজ গন্ধকুঠিতে প্রবেশ করেছিলেন।

৫১. আমি তখন সুগন্ধী পুষ্প ও নানাবিধ সুগন্ধী মাল্য নিয়ে জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলাম এবং খুব অল্পশব্দে ধীর লয়ে মূল গন্ধকুঠিতে প্রবেশ করে সেগুলো দান করেছিলাম।

৫২. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সুগন্ধী মাল্যাদি দান করেছিলাম, তার ফলে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পঞ্চঙ্গুলি দানেরই ফল।

৫৩. আজ থেকে বাহাত্তর কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী সয়ংপ্রভ চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পঞ্চঙ্গুলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চঙ্গুলিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[সুপারিচরিয়-বর্গ সতেরতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সুপারিচরিয়, কণবেরপুষ্পিয়, খজ্জকদায়ক, দেশপূজক,
কণিকারছত্রিয়, ঘিদায়ক, যুথিকাপুষ্পিয় ও বস্ত্রদায়ক,
সমাদাপক ও পঞ্চঙ্গুলিয় স্থবির অপদান এই দশে মিলে
সর্বমোট চুয়ান্ন গাথায় এই সুপারিচরিয় বর্গ সমাপ্ত।

* * *

১৮. কুমুদ-বর্গ

১. কুমুদমালিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অর্থদর্শী ভগবানের সময় হিমালয় পর্বতের অদূরে প্রাকৃতিক হ্রদের কাছে এক রাক্ষস হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি সেখানে ভগবানকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমনে কুমুদপুষ্প সংগ্রহ করে ভগবানকে পূজা করেন। ভগবান তার দান অনুমোদন করে চলে গেলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসুখ ভোগ করেন এবং পরে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং দৃঢ়বীর্য-সহকারে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয় পর্বতে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. হিমালয় পর্বতে একটি বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদ ছিল। সেখানে আমি মহাপরাক্রমশালী ভয়ঙ্কর এক রাক্ষস হয়ে জন্মেছিলাম।

২. সেই হ্রদে তখন সব সময় কুমুদপুষ্প ফুটে থাকত। আমি সেই কুমুদ পুষ্পগুলো সংগ্রহ করেছিলাম।

৩. দ্বিপদশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান আমাকে দেখে আমার কাছে এসেছিলেন।

৪. আমি তখন আমার সংগ্রহ করা সমস্ত পুষ্প ধরে দেবতাতিদেব, নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৫. তখন পুষ্পগুলো সেই হিমালয় পর্বতজুড়ে তথাগত বুদ্ধের সমস্ত পরিষদকে শামিয়ানার মতো আচ্ছাদনী হয়ে ছায়া দিয়েছিল।

৬. আজ থেকে আঠারশত কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি সাতবার 'হাজাররথ' নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুমুদমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুমুদমালিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সিড়িদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কোণ্ডাঞ্‌ঞো ভগবানের সময়ে এক কাঠমিস্ত্রি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি অতীব প্রসন্নমনে ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। তারপর তিনি ভগবান যাতে সুখে স্বীয় বাসভবনে উঠতে পারেন তার জন্য শক্ত কাঠ দিয়ে একটি সিড়ি তৈরি করে দিলেন। ভগবান তার চিত্ত-প্রসন্নতা বর্ধনের জন্য তার সামনেই সেই সিড়ি বেয়ে প্রাসাদের উপরে উঠলেন। তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। সেই খুশী মন নিয়ে মৃত্যুবরণ করায় তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন এবং পরে মনুষ্যলোকে জন্মের সময়ও সিড়ি দানের পুণ্য-প্রভাবে উচ্চ কুলে জন্ম নিয়ে মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে তিনি পরম শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘আমি অতীতে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ কোণ্ডাঞ্‌ঞো ভগবান’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯. আমি অতীতে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ কোণ্ডাঞ্‌ঞো ভগবানকে নিজ বাসভবনে উঠার জন্যে একটি শক্ত কাঠের সিড়ি তৈরি করে দিয়েছিলাম।

১০. সেই চিত্ত-প্রসন্নতার দরুন আমি দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছি এবং এই গৌতম সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আজ অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

১১. আজ থেকে একত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি তিনবার ‘সম্বহুলা’ নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সিড়িদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সিড়িদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. রাত্রিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি হরিণ শিকারের জন্য অরণ্যে বিচরণ করছিলেন, ঠিক তখনি তার প্রতি করুণা-পরবশ হয়ে অরণ্যে বিচরণরত বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেলেন। অতীব প্রসন্নমনে সুপুষ্পিত রাত্রিপুষ্প সংগ্রহ করে তিনি তা দিয়ে ভগবানকে পূজা করলেন। ভগবান তার পূজা অনুমোদন করে চলে গেলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে ও কামের দোষ দেখে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি মৃগশিকারী ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৩. আমি অতীতে গভীর অরণ্যে একজন মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি দেবাতিদেব নরশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৪. পাশে ধরণীর বুকে জন্ম নেওয়া সুপুষ্পিত রাত্রিপুষ্প দেখতে পেয়ে তা সমূলে তুলে নিয়ে মহর্ষি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পদানেরই ফল।

১৬. আজ থেকে আট কল্প আগে আমি সুপ্রসন্ন নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রাত্রিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রাত্রিপুষ্পিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কূপদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি চিন্তা করলেন, 'আমাকে অবশ্যই পানীয় জল দান করতে হবে এবং তা যাতে নিরন্তর প্রবাহিত হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।' তারপর তিনি একটি কূপ খনন করিয়ে তাতে পাকা দেওয়াল দিয়ে শক্ত করে তৈরি করলেন এবং কূপের পার অবধি পানি জমা হলে পরে তিনি সেই কূপটি বিপশ্বী ভগবানকে দান করলেন। ভগবান পানীয় জল দানের ফল বর্ণনা করে অনুমোদন করলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে জন্মে জন্মে স্বচ্ছ পুষ্করিণী ও পরিষ্কার কূপসম্পন্ন হয়ে সুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিপশ্বী ভগবানকে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৮. আমি বিপশ্বী ভগবানের উদ্দেশ্যে একটি স্বচ্ছ সুন্দর কূপ তৈরি করেছিলাম এবং সেই সাথে পিণ্ডপাত দান করেছিলাম।

১৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কূপদানেরই ফল।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কূপদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কূপদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সিংহাসনদায়ক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে নির্বাণপ্রদ কুশল পুণ্য সঞ্চয় করে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হলেন। ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তিনি সপ্তরত্ন খচিত একটি সিংহাসন তৈরি করে বহু সুগন্ধী মাল্যাদি দিয়ে বোধিবৃক্ষকে পূজা করলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে সর্বত্রই পূজিত হতেন। পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি শ্রাবস্তীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহবাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে সমস্ত জ্ঞাতিবর্গকে ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকনায়ক লোকনাথ পদুমুত্তর বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২১. লোকনায়ক লোকনাথ পদুমুত্তর বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি অতীব প্রসন্নমনে একটি রত্নখচিত সিংহাসন দান করেছিলাম।

২২. তাতে বহু মানুষ বিবিধ সুগন্ধী মাল্য দিয়ে পূজা করে ইহ জীবনেই পরম সুখ নির্বাণের অধিকারী হয়েছিলেন।

২৩. প্রসন্নমনে সেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করে আমি লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

২৪. আজ থেকে পনের হাজার কল্প আগে আমি আটবার 'সিলুচ্চয়' নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সিংহাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সিংহাসনদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. মার্গদত্তিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে অনোমদর্শী ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি একদিন অনোমদর্শী ভগবানকে চঙ্ক্রমণ করতে দেখতে পেলেন। তখন তার প্রতি পদে পদে পুষ্প প্রস্ফুটিত হচ্ছিল। এমন আশ্চর্য অদ্ভুত দৃশ্য দেখে প্রসন্নমনে তিনি বহু পুষ্প আকাশে ছুঁড়ে মারলেন এবং সেই পুষ্পগুলো শামিয়ানার মতো স্থিত হলো।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি কামসুগতি ভূমিতে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই পূজিত হয়ে সুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে যৌবনে পদার্পণ করে তিনি শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত প্রতিপালন করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে চঙ্ক্রমণস্থানকে পূজা করায় তার নাম হলো মার্গদত্তিক স্থবির।

তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'অনোমদর্শী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৬. দ্বিপদশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম অনোমদর্শী ভগবান দৃষ্টধর্মে তথা ইহজীবনেই আমার সুখের জন্য উন্মুক্ত আকাশে চঙ্ক্রমণ করেছিলেন।

২৭. তিনি চঙ্ক্রমণ করার সময় পা তুলার সাথে সাথে সেখানে একটি করে অসম্ভব সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হতো এবং সেই পুষ্পগুলো ভগবান বুদ্ধের মাথার উপর শামিয়ানার মতো স্থিত হতো।

২৮. আজ থেকে বিশ হাজার কল্প আগে পাঁচবার 'পুষ্পাচ্ছাদনীয়' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মার্গদত্তিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মার্গদত্তিক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. একদীপিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক

গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ভগবানের সলল মহাবোধি বৃক্ষে একটি প্রদীপ দিয়ে পূজা করলেন। তাতে তিনি একটি তৈলবটি স্থাপন করলেন যাতে প্রদীপটি প্রতিনিয়ত জ্বলতে থাকে। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হতেন এবং প্রসন্নচক্ষুর অধিকারী হতেন। পরে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে প্রদীপপূজা করে বিশেষ খ্যাতি পাওয়ায় তার নাম একদীপিয় স্থবির হলো।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর মুনির' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩০. পদুমুত্তর মুনির সলল বোধিবৃক্ষে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে একটি প্রদীপ দান করেছিলাম।

৩১. কৃতপুণ্য হওয়ার দরুন ভবভবান্তরে জন্মগ্রহণকালে আমাকে কখনো দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

৩২. আজ থেকে ষোল হাজার কল্প আগে আমি চারবার 'চন্দ্রাভা' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একদীপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একদীপিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. মণিপূজক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গৃহবাসকালে তিনি তাতে দোষ দেখতে পেলেন এবং গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারপর থেকে তিনি হিমালয়ের নিম্নভাগে এক নদীর সমীপে একটি পর্ণশালা তৈরি করে তাতে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন পদুমুত্তর ভগবান

বিবেকসুখে অবস্থানের জন্য ও তার প্রতি অশেষ অনুকম্পা করে সেখানে গেলেন। ভগবানকে দেখে তিনি প্রসন্নমনে মণিপালঙ্ক দিয়ে পূজা করলেন। ভগবান তাকে খুশী করার জন্য সেই পালঙ্কে বসলেন। তাতে তিনি ভীষণ খুশী হয়ে নির্বাণ লাভের প্রার্থনা করলেন। ভগবান তার প্রার্থনা অনুমোদন করে চলে গেলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে সর্বত্রই পূজিত হতেন। বহু সুখ ভোগের পর তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসকালে তিনি একদিন শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে পরম শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের নিম্নভাগে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৪. হিমালয়ের নিম্নভাগে একটি নদী প্রবাহিত হতো। সেই সময় সেই নদীর সমীপে স্বয়ম্ভু ভগবান বসবাস করছিলেন।

৩৫. আমি একটি বিবিধ কারুকার্য-খচিত মনোজ্ঞ মণিপালঙ্ক নিয়ে অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই মণিপালঙ্ক দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৭. আজ থেকে বারো কল্প আগে আমি আটবার মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মণিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মণিপূজক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. চিকিৎসক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে বন্ধুমতী নগরে এক চিকিৎসক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন

বহুশ্রুত, সুশিক্ষিত ও চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি বহু রোগীর রোগ চিকিৎসা করে সারাতে লাগলেন। একদিন তিনি বিপশ্বী ভগবানের সেবক অশোক স্থবিরের রোগ চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তুললেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে অপরাপর সুখভোগকালে জন্মে জন্মে নিরোগী, দীর্ঘায়ু ও সোনারঙা শরীরের অধিকারী হলেন।

পরে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি শ্রাবস্তীর এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি সকল শিল্প বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরোগী, সুখী ও ধনাঢ্য হলেন। তিনি রত্নত্রয়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে পরম শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বন্ধুমতি নগরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৯. আমি তখন বন্ধুমতি নগরে একজন সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলাম। আমি বহু রোগীর রোগযন্ত্রণা, দুঃখ লাঘব করে দিয়ে বহু মানুষের সুখ বিধান করেছিলাম।

৪০. আমি একদিন দেখতে পেলাম এক জ্যোতিষ্মান শীলবান শ্রমণ ভীষণ অসুস্থ। আমি তাঁকে প্রসন্নচিত্তে কিছু ওষুধ দিয়েছিলাম।

৪১. বিপশ্বী ভগবানের সেবক সংযতেন্দ্রিয় শ্রমণ অশোক স্থবির সেই ওষুধ খেয়ে রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

৪২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ওষুধ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ওষুধ দানেরই ফল।

৪৩. আজ থেকে আট কল্প আগে আমি সর্বোষুধ নামক এক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিকিৎসক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিকিৎসক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সংঘসেবক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বেস্সভূ ভগবানের সময়ে এক বিহার সেবকের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি পরম শ্রদ্ধায় অতীব প্রসন্নমনে বিহারের সেবকের কাজকর্ম করতে লাগলেন। উত্তমভাবে সংঘের সেবা করতে লাগলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক গৃহপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ধনাঢ্য ও সুখী হলেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ব্রত পালনের মাধ্যমে শাসনে শোভমান হয়ে বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই প্রতিসম্ভিদাসহ ষড়াভিজ্ঞ অর্হৎ হলেন। পূর্বজন্মে কৃত কুশলকর্ম অনুযায়ী তিনি সংঘসেবক স্থবির নামেই পরিচিত হলেন।

একদিন তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বস্সভূ ভগবানের' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৫. আমি বেস্সভূ ভগবানের সময়ে এক বিহারের আরামিক তথা সেবক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি তখন অতীব প্রসন্নমনে উত্তম সংঘের সেবা করেছিলাম।

৪৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি। ইহা আমার সংঘসেবা করারই ফল।

৪৭. আজ থেকে সাতকল্প আগে আমি সাতবার 'সমোদক' নামে এক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সংঘসেবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সংঘসেবক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কুমুদ-বর্গ আঠারতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কুমুদমালিয়, সিড়িদায়ক, রাত্রিপুষ্পিয় ও কূপদায়ক,
সিংহাসনদায়ক, মার্গদত্তিক, একদীপিয় ও মণিপূজক,
চিকিৎসক স্থবিরসহ সংঘসেবক এই দশে মিলে
সর্বমোট আটচল্লিশ গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

* * *

১৯. কুটজপুপ্পিয়-বর্গ

[এই বর্গের দশজন স্থবিরের পূর্বজীবনের কাহিনির তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। এই দশজন স্থবিরও পূর্ববর্ণিত স্থবিরগণের ন্যায় অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে অর্হত্ত্ব লাভ করে স্ব স্ব নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাই এই সমস্ত স্থবিরগণের অপদান তথা পূর্বজীবনের কাহিনি পূর্ববৎ জ্ঞাতব্য।]

১. কুটজপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১. মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও তেজস্বী সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ দিকবিদিক অবলোকন করতে করতে উন্মুক্ত আকাশপথে যাচ্ছিলেন।

২. আমি তখন বেশ বড়সড় সুপুষ্পিত কুটজপুষ্প দেখতে পেয়েছিলাম এবং সেই পুষ্প সংগ্রহ করে ফুশ্য ভগবানকে দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪. আজ থেকে সতের কল্প আগে আমি তিনবার 'সুপুষ্পিত' নামক এক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুটজপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুটজপুপ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. বন্ধুজীবক স্থবির অপদান

৬. সৎপুরুষ-বর্ণিত স্বয়ম্ভু সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে পর্বত-অভ্যন্তরে উপবেশন করেছিলেন।

৭. প্রাকৃতিক হ্রদের খোঁজে বের হয়ে ঘটনাক্রমে আমি 'বন্ধুজীবক' নামক জলজপুষ্প দেখতে পেয়েছিলাম।

৮. আমি তখন কিছু বন্ধুজীবকপুষ্প নিয়ে হাত জোড় করে সিদ্ধার্থ মহামুনির কাছে গেলাম এবং প্রসন্নচিত্তে সেগুলো দান করেছিলাম।

৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম,

সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১০. আজ থেকে চৌদ্দ কল্প আগে আমি একবার ‘সমুদ্রকল্প’ নামক এক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বন্ধুজীবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বন্ধুজীবক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কোটুম্বরিয় স্থবির অপদান

১২-১৩. স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল, সাগরের মতো অপ্রমেয়, পৃথিবীর মতো সুবিস্তৃত, ঋষভের মতো দেবসংঘকর্তৃক পূজিত, পর্বত-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট নরোত্তম শিখী বুদ্ধের কাছে আমি অতীব হৃষ্ট চিত্তে গমন করেছিলাম।

১৪. আমি সাতটি পুষ্প নিয়ে জ্ঞাতি-পরিজনসহ সেখানে গিয়ে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৬. আজ থেকে বিশকল্প আগে আমি একবার ‘মহানেলস’ নামক এক মহাতেজস্বী, মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোটুম্বরিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোটুম্বরিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পঞ্চহস্তিয় স্থবির অপদান

১৮. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তস্‌স ভগবান শ্রাবক-পরিবেষ্টিত হয়ে রথে চড়ে যাচ্ছিলেন।

১৯. রাস্তার পাশে আমি পাঁচটি করে উৎপল হাতে নিয়ে মোট চারজন

লোক রেখেছিলাম। আমি ফুল হাতে নিয়ে যেই শ্রদ্ধা জানাতে গেছি ঠিক তখনি তিনি অমিত ঋদ্ধিযোগে তা গ্রহণ করেছিলেন।

২০. সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ পথের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় আমি বুদ্ধের শরীর হতে নির্গত বুদ্ধরশ্মিতে ভীষণ রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়েছিলাম এবং দ্বিপদোত্তম বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

২১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২২. আজ থেকে তেরকল্প আগে আমি পাঁচবার 'সুসুভসম্মত' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পঞ্চহস্তিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চহস্তিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ইসিমুর্গদায়ক স্থবির অপদান

২৪-২৫. আমি ইসিমুর্গ পিষ্ট করে তাতে মধুখণ্ড মিশ্রিত করে উদীয়মান সূর্যের ন্যায়, স্নিগ্ধ পীতরশ্মি চন্দ্রের ন্যায় ও বৃষভের ঝুঁটির মতো গৌরবদীপ্ত স্বীয় প্রাসাদে স্থিত লোকবন্ধু মহানায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২৬. তখন বুদ্ধের সঙ্গে ছিল আট লক্ষ শ্রাবক। আমি তাদের পাত্রপূর্ণ করে দান করেছিলাম।

২৭. সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু ও পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে আমি লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

২৮. আজ থেকে চল্লিশ হাজার কল্প আগে আমি আটত্রিশবার 'ইসিমুর্গ' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ইসিমুর্গদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ইসিমুর্গদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. বোধিসেবক স্থবির অপদান

৩০. আমি তখন রম্যবতী নগরের একজন মৃদঙ্গবাদক[১] ছিলাম। আমি প্রতিনিয়ত বোধিবৃক্ষকে মৃদঙ্গ বাজিয়ে শোনাতে যেতাম।

৩১. এভাবে আমি সকাল-সন্ধ্যা মৃদঙ্গ বাজিয়ে বোধিবৃক্ষকে সেবা করতাম। সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি এই আঠারশত কল্পের মধ্যে একবারও অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিইনি।

৩২. আজ থেকে পনেরশত কল্প আগে আমি 'মুদঙ্গ' নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বোধিসেবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বোধিসেবক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. একচিন্তিক স্থবির অপদান

৩৪. কোনো দেবতা যখন আয়ুক্ষয়ে দেবকায় হতে চ্যুত হন, তখন দেবগণ অনুমোদনসূচক তিনটি শব্দ করেন।

৩৫. বন্ধু, এখান হতে তুমি কামসুগতিতে মনুষ্যগণের সাহচর্যে যাও। সেখানে তুমি মানুষ হয়ে পরম শ্রদ্ধাবান হয়ে সদ্ধর্ম লাভ কর।

৩৬. সেই পরম শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজীবন সুপ্রবর্তিত সদ্ধর্মে অবিচল থাকো।

৩৭. কায়, বাক্য ও মনে বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করে তুমি সম্পূর্ণ উপধিহীন ও ক্রোধহীন হও।

৩৮. তদুপরি আরও বহু দান-পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে অনন্যসাধারণ সদ্ধর্ম-ব্রহ্মচর্য অনুশীলন কর।

৩৯. এইভাবে অশেষ অনুকম্পা-পরবশ হয়ে বিজ্ঞ দেবতাগণ আমার দেবলোকচ্যুতি অনুমোদন করেছিলেন।

৪০. সেই দেবসম্মেলনে তাদের সাকুল আবেদন শুনে আমি ভীষণভাবে

---

[১]। 'মৃদঙ্গ' অর্থে দুই দিকে চামরাযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। এমন বাদ্যযন্ত্র যে বাজায় সে-ই হচ্ছে মৃদঙ্গবাদক।

সংবেগপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি তখন 'কংসু' নামক যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪১. আমার সংবেগের কথা অবগত হয়ে এক ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার কাছে এসেছিলেন।

৪২. পদুমুত্তর বুদ্ধের শ্রাবক সেই সুমন নামক শ্রমণ অর্থ-ধর্মবশে অনুশাসন করে আমাকে আরও ভীষণভাবে সংবিগ্ন করেছিলেন।

৪৩. তার সুভাষিত কথা শুনে আমি বুদ্ধের প্রতি গভীরভাবে প্রসন্ন হয়েছিলাম এবং সেই ধীর-স্থির বুদ্ধকে অভিবাদন করে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৪৪. সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি পূর্বের সেই দেবলোকে জন্ম নিয়ে লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একচিন্তিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একচিন্তিক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ত্রিকর্ণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৪৬. দেবলোকে জন্ম নিয়ে আমি বহু দেব-অপ্সরা পরিবৃত হয়ে অবস্থান করছিলাম। তখন নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে অনুস্মরণ করেছিলাম।

৪৭. আমি ত্রিকর্ণিপুষ্প হাতে নিয়ে প্রথমে নিজের চিত্তকে অনাবিল আনন্দে আপ্লুত করেছিলাম এবং পরে নরশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৪৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পদান করে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে আমাকে একবারও অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৯. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি চারবার 'রমুত্তম' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিকর্ণিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিকর্ণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. একচারিয় স্থবির অপদান

৫১. সেই সময় তাবতিংস দেবলোকের দেবগণের মধ্যে পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হওয়ার খবরটি প্রচারিত হয়েছিল। তারা এই ভেবে সংবিগ্ন হলো, আমরা যে এখনো সরাগ তথা লোভপরায়ণ!

৫২. সেই সংবিগ্ন, শোকশল্যবিদ্ধ দেবগণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি স্বীয় ঋদ্ধিবলে বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

৫৩. আমি দিব্যসঙ্গীত সমারোহে হাতে মন্দারবপুষ্প নিয়ে ঠিক পরিনির্বাণ লাভের সময় বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৫৪. আমার সেই দান উপস্থিত সকল দেবতা ও অপ্সরাবৃন্দ অনুমোদন করেছিলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে আমাকে লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

৫৫. আজ থেকে ষাট হাজার কল্প আগে আমি ষোলবার 'মহামল্লজনা' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একচারিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একচারিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. ত্রিবণ্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৫৭. তারা সকলে আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করে উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি করছিলেন। এমন হীন চিন্তা করতে করতে আমার ভীষণ মানসিক পরিদাহ দেখা দিয়েছিল।

৫৮. সেই সময় সুনন্দ নামক ধর্মদর্শী মহামুনির একজন শ্রাবক ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন।

৫৯. যারা আমার সহচর ছিল তারা সবাই আমাকে কিছু ফল এনে

দিয়েছিল। আমি সেগুলো নিয়ে বুদ্ধের সেই শ্রাবককে দান করেছিলাম।

৬০. সেই পুণ্য-প্রভাবে আমি মৃত্যুর পর আবার সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম। এভাবে আমি আঠারশত কল্প পর্যন্ত বিনিপাত অপায়ে জন্মগ্রহণ করিনি।

৬১. আজ থেকে তেরশত কল্প আগে আমি আটবার 'ধুমকেতু' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিবণ্টিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিবণ্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কুটজপুষ্পিয়-বর্গ ঊনিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কুটজপুষ্পিয়, বন্ধুজীবক, কোটুম্বরিয়, পঞ্চহস্তিয়,
ইসিমুর্গদায়ক, বোধিসেবক, একচিন্তিক ও ত্রিকর্ণিপুষ্পিয়,
একচারিয় স্থবিরসহ ত্রিবণ্টিপুষ্পিয় মোট দশে মিলে
সর্বমোট বাষট্টিটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

*　　*　　*

২০. তমালপুষ্পিয়-বর্গ

১. তমালপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১. তখন আমার একটি সুনির্মিত বিমান ছিল, যা চুরাশি হাজার স্বর্ণময় স্তম্ভবিশিষ্ট ও দৈবপ্রতিচ্ছবি প্রতিমণ্ডিত।

২. আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে তমালপুষ্প হাতে নিয়ে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪. আজ থেকে বিশকল্প আগে আমি একবার 'চন্দ্র' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তমালপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তমালপুষ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. তৃণসন্থারক স্থবির অপদান

৬. একসময় যখন এক বনবাসী ঋষি শাস্তার জন্য তৃণ কাটছিলেন, তখন প্রদক্ষিণরত পৃথিবীর সকল কর্তা (রাজা) নিপাতিত হয়েছিল।

৭. আমি তখন ধরণীর উপর সেই তৃণ নিয়ে বিছিয়ে দিয়েছিলাম। আমি বহু তালপাতা আহরণ করেছিলাম।

৮. সেই তালপাতায় আচ্ছাদনী তৈরি করে আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে দান করেছিলাম এবং দেবমনুষ্যগণের শাস্তার মাথার উপর তা সপ্তাহকাল পর্যন্ত ধারণ করেছিলাম।

৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে যেই তৃণ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তৃণদানেরই ফল।

১০. আজ থেকে পঁয়ষট্টি কল্প আগে আমি চারবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণসন্থারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণসন্থারক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. খণ্ডপুল্লিয় স্থবির অপদান

১২. মহাবনে একটি ফুশ্য ভগবানের উদ্দেশে নির্মিত স্তূপ ছিল। সেই স্তূপের একটি সুদীর্ঘ পাদপীঠ বন্য হাতির দ্বারা ভগ্ন হয়েছিল।

১৩. ত্রিলোকগুরু ফুশ্য ভগবানের অনন্ত গুণে মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে আমি অসমান ভূমি সমান করেছিলাম এবং তাতে সুধাপিণ্ড দান করেছিলাম।

১৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সুধাপিণ্ড দানেরই ফল।

১৫. আজ থেকে সাতাত্তর কল্প আগে আমি ষোলবার 'জিতসেন' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান খণ্ডপুল্লিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[খণ্ডপুল্লিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অশোকপূজক স্থবির অপদান

১৭. ত্রিবরা নামক এক রমণীয় পুরে একটি রাজ-উদ্যান ছিল। আমি সেই রাজ-উদ্যানের উদ্যানপাল ও রাজার একান্ত পরিচারক ছিলাম।

১৮. সেই সময় পদুম নামক এক স্বয়ম্ভু ছিলেন, যিনি ভীষণ প্রভাস্বর ও জ্যোতিষ্মান। শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্ট সেই মহামুনিকে সুশীতল ছায়া যেন ছেড়ে যেতে চাইছিল না।

১৯. ফুলের ভারে কুঁজো সুপুষ্পিত সুদর্শন অশোকবৃক্ষকে দেখতে পেয়ে আমি পদুমুত্তর বুদ্ধকে সেই বৃক্ষের ফুল দান করেছিলাম।

২০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফুল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার

বুদ্ধপূজারই ফল।

২১. আজ থেকে সাঁইত্রিশ কল্প আগে আমি ষোলবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অশোকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অশোকপূজক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অংকোলক স্থবির অপদান

২৩. সুপুষ্পিত অংকোলফুলে তৈরি সকোষ উত্তম পুষ্পমাল্য দেখে আমি সেই পুষ্পমাল্য সংগ্রহ করেছিলাম এবং বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

২৪. সেই সময় সিদ্ধার্থ মহামুনি যেই গুহায় বাস করছিলেন সেই গুহার দ্বার খোলা হয়েছিল। সুযোগ পেয়ে আমি মুহূর্তের মধ্যেই সগৌরবে সেই গুহায় ফুল ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পদান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পদানেরই ফল।

২৬. আজ থেকে ছত্রিশ কল্প আগে আমি একবার ‘দেবগর্জিত’ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অংকোলক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অংকোলক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কিশলয়পূজক স্থবির অপদান

২৮. দ্বারবতী নগরে একটি পুষ্পোদ্যান ছিল। ঠিক তার পাশেই ছিল একটি দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যবর্ধক কূপ, যেখানে পা ধোয়া, স্নান করা ও খাওয়া সবকিছুই করা যায়।

২৯. নিজ বলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ় ও অপরাজিত সিদ্ধার্থ বুদ্ধ আমার প্রতি

অশেষ অনুকম্পা করে উন্মুক্ত আকাশপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৩০. আমি তখন মহর্ষি বুদ্ধকে পূজা করার মতো অন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় আমি অশোক-পাতা দেখে সেগুলোই আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

৩১. আশ্চর্য হলেও সত্য, সেই অশোক-পাতাগুলো বুদ্ধের পেছন পেছন যাচ্ছিল। সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে আমি ভীষণ সংবেগপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, অহো, বুদ্ধের এ কী মহত্ত্ব!

৩২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই অশোক-পাতা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৩. আজ থেকে সাঁইত্রিশ কল্প আগে আমি একবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী একেশ্বর চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিশলয়পূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিশলয়পূজক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. তিন্দুকদায়ক স্থবির অপদান

৩৫. তখন আমি ছিলাম গিরিদুর্গে বিচরণকারী দ্রুতগামী এক বানর। একদিন আমি ফলবান গাবগাছ দেখে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম।

৩৬. কিছুদিন পর আমি ভীষণ প্রসন্নচিত্তে ত্রিভবজ্ঞ লোকনায়ক সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে খুঁজছিলাম।

৩৭. ত্রিলোকের অনুত্তর শাস্তা আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়েছিলেন। তারপর তিনি হাজার হাজার ক্ষীণাসব শিষ্যসহ আমার কাছে এসেছিলেন।

৩৮. আমি তখন ভীষণ আনন্দিত মনে ফল হাতে বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম। সর্বোত্তম সর্বজ্ঞ ভগবান আমার দেওয়া গাবফল গ্রহণ করেছিলেন।

৩৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার

ফলদানেরই ফল।

৪০. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি 'উপনন্দ' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিন্দুকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিন্দুকদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. মুষ্টিপূজক স্থবির অপদান

৪২. সেই সময় ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম জিন সুমেধ ভগবান ছিলেন, যিনি সকল সত্ত্বগণের প্রতি পরম অনুকম্পাকারীদের মধ্যে প্রধান।

৪৩. একসময় দ্বিপদশ্রেষ্ঠ সুমেধ ভগবান চঙ্ক্রমণ করছিলেন। সেই চঙ্ক্রমণরত বুদ্ধকে আমি একমুষ্টি গিরিনলের ফুল দান করেছিলাম।

৪৪. সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু ও পূর্বকৃত পুণ্যহেতু আমি ত্রিশ হাজার কল্পকাল অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

৪৫. আজ থেকে তেইশ কল্প আগে আমি একবার 'সুনেল' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজা হয়েছিলাম।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মুষ্টিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মুষ্টিপূজক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. কিংকণিকপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৪৭. সুমঙ্গল নামক স্বয়ম্ভু অপরাজিত জিন গভীর বন হতে বের হয়ে নগরে প্রবেশ করেছিলেন।

৪৮. নগরে পিণ্ডচারণ করার পর মহামুনি সম্বুদ্ধ নগর হতে বেরিয়ে এসে নিজ কৃত্য শেষ করে বনান্তরে বসবাস করছিলেন।

৪৯. একদিন আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে কিংকণিপুষ্প দান

করেছিলাম।

৫০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৫১. আজ থেকে ছিয়াশি কল্প আগে আমি ‘অপিলাসিস’ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিংকণিকপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিংকণিকপুষ্পিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. যুথিকাপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৫৩. পরম পূজনীয় চক্ষুষ্মান জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ গভীর বন হতে বের হয়ে এসে বিহারে যাচ্ছিলেন।

৫৪. আমি দুই হাতে যুথিকাপুষ্প নিয়ে পরম মৈত্রীপরায়ণ বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৫৫. সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে লক্ষকল্পকাল অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি।

৫৬. আজ থেকে পঞ্চাশ কল্প আগে আমি একবার ‘সমিত্তনন্দন’ নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যুথিকাপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যুথিকাপুষ্পিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[তমালপুষ্পিয়-বর্গ বিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

তমালপুষ্পিয়, তৃণসন্থারক, খণ্ডপুল্লিয়, অশোক,
অংকোলক, কিশলয়, তিন্দুকদায়ক, মুষ্টিপূজক,
কিংকণিকপুষ্পিয় ও যুথিকাপুষ্পিয় এই দশে মিলে
সর্বমোট সাতান্নটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

অতঃপর এই বর্গের স্মারক-গাথা :

ভিক্ষাদায়ী, পরিবার, সেরেয়্য ও শোভিত,
ছত্র, বন্ধুজীবী ও সুপারিচারিয় স্থবির তথা
কুমুদ, কুটজ ও তমাল এই দশটি বর্গ মিলে
সর্বমোট ছয়শত ছেষট্টিটি গাথা হয়েছে প্রকাশিত।

[ভিক্ষাবর্গ দশক সমাপ্ত]

[দ্বিতীয় শতক সমাপ্ত]

*   *   *

২১. কণিকারপুষ্পিয়-বর্গ

১. কণিকারপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১. সুপুষ্পিত কণিকার পুষ্প দেখে আমি তখন সেগুলো সংগ্রহ করেছিলাম এবং সংসার-স্রোতোত্তীর্ণ তিষ্য বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩. আজ থেকে পঁয়ত্রিশ কল্প আগে আমি 'অরুণাপাণি' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী বিশ্ববিশ্রুত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কণিকারপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কণিকারপুষ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. মিনেলপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৫. মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রবল তেজস্বী, পরম মৈত্রীপরায়ণ সুবর্ণবর্ণ শিখী ভগবান তখন চঙ্ক্রমণশালায় সমারূঢ় হয়েছিলেন।

৬. আমি তখন অতীব প্রসন্নচিত্তে উত্তম জ্ঞানের আধার বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম এবং হাতে মিনেলপুষ্প নিয়ে দান করেছিলাম।

৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮. আজ থেকে ঊনত্রিশ কল্প আগে আমি 'সুমেঘঘন' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মিনেলপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মিনেলপুষ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কিংকণিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১০. মহার্ঘ মূল্যের কাঞ্চনতুল্য লোকনায়ক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ তখন ত্রিতাপ-দগ্ধ মানুষের উপর মৈত্রীবারি বর্ষণ করেছিলেন।

১১. আমি হাতে কিংকণিপুষ্প নিয়ে অতীব উদগ্রচিত্তে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে দান করেছিলাম।

১২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৩. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি 'ভীমরথ' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিংকণিপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিংকণিপুপ্পিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. তরণীয় স্থবির অপদান

১৫. দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান সশিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে নদীতীরে গিয়েছিলেন।

১৬. সেই নদীটি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। তাই সেটি পার হওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। আমি তখন দ্বিপদোত্তম বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে সেই নদী পার করে দিয়েছিলাম।

১৭. আজ থেকে একশত আঠার কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নদী পার করে দেওয়ারই ফল।

১৮. আজ থেকে তেরশত কল্প আগে আমি পাঁচবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী 'সর্বোভবা' নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. আমি এই অন্তিম জন্মে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার তিনজন সহায়ককে সঙ্গে নিয়ে শাস্তার শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তরণীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তরণীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নিগ্‌গুণ্ডিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

২১. আমি তখন বিপশ্বী ভগবানের আরামিক তথা সেবক ছিলাম। একদিন আমি নিগ্‌গুণ্ডিপুষ্প হাতে নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একনব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৩. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি একবার 'মহাপ্রতাপ' নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নিগ্‌গুণ্ডিপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নিগ্‌গুণ্ডিপুপ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. উদকদায়ক স্থবির অপদান

২৫. আমি তখন বিপ্রসন্ন অনাবিল সিদ্ধার্থ শ্রমণকে ভোজন করতে দেখেছিলাম এবং ঘটে করে জল নিয়ে সিদ্ধার্থ ভগবানকে দান করেছিলাম।

২৬. আজ আমি অতীব নির্মল, বিমল ও ক্ষীণসংশয় এবং ভবে জন্মগ্রহণের সময় আমার তখন এই সমস্ত ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে।

২৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই জল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জল দানেরই ফল।

২৮. আজ থেকে একষট্টি কল্প আগে আমি একবার 'বিমল' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সললমালিয় স্থবির অপদান

৩০. স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল ও সর্বদিক আলোকসঞ্চারী নরসারথী সিদ্ধার্থ ভগবান পর্বত-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট ছিলেন।

৩১. আমি তখন আমার তীরকে সরল সোজা করে সেই তীর দিয়ে সবৃন্ত পুষ্প ছিড়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৩. আজ থেকে একান্ন কল্প আগে আমি একবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী জ্যোতিষ্মান চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সললমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সললমালিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩৫. চক্রালংকার ভূষিত অতিক্রান্ত পদ দেখে আমি মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাচ্ছিলাম।

৩৬. আমি পাশে কোরণ্ড পুষ্প দেখতে পেয়ে সমূলে ছিড়ে নিয়ে তা দিয়ে বিপশ্বী ভগবানকে পূজা করেছিলাম এবং ভীষণ আনন্দিত মনে তাঁর উত্তম রাতুল পদে বন্দনা করেছিলাম।

৩৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৮. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি একবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী বিমল চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. আধারদায়ক স্থবির অপদান

৪০. আমি একবার লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে একটি আধার তথা পাত্র দান করেছিলাম। এখন আমি এই বসুধা তথা সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করেছি।

৪১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে এবং সমস্ত জন্ম ধ্বংস হয়েছে। সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমি অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৪২. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি চারবার সমন্তবরণ নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আধারদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আধারদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পাপনিবারিয় স্থবির অপদান

৪৪. আমি একসময় অতীব প্রসন্নমনে দেবতিদেব তিষ্য ভগবানকে একটি ছাতা দান করেছিলাম।

৪৫. এতে করে আমার সমস্ত পাপ নিবৃত হলো এবং বহু কুশল পুণ্য অনুষ্ঠিত হলো। আমার মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশে সব সময় ছাতা ধারণ করা হতো। ইহা আমার পূর্বকৃত কর্মেরই ফল।

৪৬. আমার করণীয় ব্রত অনুশীলিত হয়েছে, সমস্ত জন্ম ধ্বংস হয়েছে এবং আমি এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৪৭. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ছাতা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ছাতা দানেরই ফল।

৪৮. আজ থেকে বাহাত্তর কল্প আগে আমি আটবার মহানিদান নামক

জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাপনিবারিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাপনিবারিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কণিকারপুপ্পিয়-বর্গ একুশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কণিকার, মিনেল, কিংকণি ও তরণীয় স্থবির,
নিগ্গুণ্ডিপুপ্পিয়, উদকদায়ক, সলল ও কোরণ্ড,
আধারদায়ক, পাপনিবারীয় স্থবির এই দশে মিলে
মোট ঊনপঞ্চাশটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

* * *

২২. হাতি-বর্গ

১. হাতিদায়ক স্থবির অপদান

১. আমি একসময় দ্বিপদশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবানকে বিশাল এক ঈষাদন্ত নাগশ্রেষ্ঠ তথা হাতি দান করেছিলাম।

২. এখন আমি ভীষণ উত্তমার্থ অনুত্তর শান্তিপদ নির্বাণ উপভোগ করছি। কারণ, আমি সর্বলোকের পরম হিতৈষী বুদ্ধকে একটি হাতি দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই হাতি দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার হাতি দানেরই ফল।

৪. আজ থেকে আটাত্তর কল্প আগে আমি ষোলবার সমন্তপ্রাসাদিক নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান হাতিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[হাতিদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পানধিদায়ক স্থবির অপদান

৬. আমি অরণ্যবাসী ঋষি, দীর্ঘরাত্রি যাবৎ তপশ্চর্যাকারী, ভাবিতচিত্ত বুদ্ধকে জলপাত্র দান করেছিলাম।

৭. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই পুণ্যকর্মের ফলে আমি দিব্যযান উপভোগ করেছিলাম। ইহা আমার পূর্বকৃত কর্মেরই ফল।

৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জলপাত্র দানেরই ফল।

৯. আজ থেকে সাতাত্তর কল্প আগে আমি আটবার 'সুযানা' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পানধিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ

করেছিলেন।

[পানধিদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. সত্যসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১১. সেই সময় বেস্সভূ ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে মহাজনতাকে আর্যসত্য দেশনা করছিলেন এবং তাদের শান্ত-নিবৃত করছিলেন।

১২. আমি তাঁর কাছ থেকে পরম করুণা লাভ করেছিলাম। একদিন আমি এক ধর্মসভায় গিয়েছিলাম। একপার্শ্বে বসে শাস্তার অমৃতনির্ঝর ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

১৩. আমি তাঁর সুমধুর ধর্মদেশনা শুনে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং সেখানে আমি ত্রিশকল্প পর্যন্ত বসবাস করেছিলাম।

১৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সত্যসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

১৫. আজ থেকে ছাব্বিশ কল্প আগে আমি একবার 'একফুসিত' নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সত্যসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সত্যসংজ্ঞক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. একসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১৭. শাস্তার পাংশুকূলিক চীবরটি গাছের উপর টাঙানো দেখে আমি সেই পাংশুকূলিক চীবরটিকে হাত জোড় করে পরম শ্রদ্ধায় বন্দনা করেছিলাম।

১৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি একবার 'অমিতাভ' নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একসংজ্ঞক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান

২১. তিনি (বুদ্ধ) উদীয়মান শতরশ্মি সুর্যের ন্যায়, পীতরশ্মি স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় ও পর্বত-অভ্যন্তরে বসবাসরত সুজাত শ্রেষ্ঠ বাঘের ন্যায় সদা প্রতীয়মান।

২২. বুদ্ধের অমিত প্রভাবে তখন বুদ্ধরশ্মি ছাড়িয়ে জ্বল জ্বল করছিল সমস্ত পর্বত-অভ্যন্তরে। আমি সেই বুদ্ধরশ্মির প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে কল্পকাল যাবৎ স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

২৩. সেই চিত্তপ্রসাদহেতু ও বুদ্ধানুস্মৃতিহেতু অবশিষ্ট কল্পে আমি বহু কুশলপুণ্য সম্পাদন করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

২৫. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি একবার 'সুজাত' নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রশ্মিসংজ্ঞক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সন্ধিত স্থবির অপদান

২৭. সমগ্র অশ্বত্থবৃক্ষ যখন হরিদ্বর্ণ ধারণ করেছিল এবং তার নিচে পাদপীঠ আবির্ভূত হয়েছিল, তখন আমি ভীষণ মনোযোগী হয়ে এক বুদ্ধগত সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই সংজ্ঞার প্রভাবে আমি আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

২৯. আজ থেকে তেরকল্প আগে আমি ‘ধনিষ্ঠ’ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সন্ধিত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সন্ধিত স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. তালবণ্টদায়ক স্থবির অপদান

৩১. আমি আদিত্যবন্ধু তিষ্য ভগবানকে তালপাতার পাখা দান করেছিলাম, যাতে উষ্ণতা নিবারণ করতে পারেন এবং পরিদাহ উপশম করতে পারেন।

৩২. আমি এখন আমার সমস্ত রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি সমূলে নির্বাপিত করেছি। ইহা আমার তালপাতার পাখা দানেরই ফল।

৩৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং আমি এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৩৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তালপাতার পাখা দানেরই ফল।

৩৫. আজ থেকে তেষট্টি কল্প আগে আমি ‘মহানাম’ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তালবণ্টদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তালবণ্টদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. অক্কন্তসংজ্ঞক স্থবির অপদান

৩৭. অতীতে আমি একটি কুৎসিত বস্ত্র নিয়ে উপাধ্যায় হয়েছিলাম। আমি তখন নির্ভুলভাবে গ্রন্থশিক্ষার জন্য মন্ত্র অনুকরণ করে শিখতাম।

৩৮. একদিন আমি শ্রেষ্ঠ বৃষভ, গণুত্তম (মতান্তরে ‘গজুত্তম’), পরম পূজনীয়, বিরজ, বীতমল তিষ্য বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৯. আমি তখন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম মহাবীর বুদ্ধ যেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই পথে আমার কুৎসিত বস্ত্রটি বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

৪০. সেই লোকপ্রদ্যোৎ, বিমল চন্দ্রতুল্য শাস্তাকে দেখে আমি অতীব প্রসন্নমনে শাস্তার পদযুগলে বন্দনা করেছিলাম।

৪১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কুৎসিত বস্ত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কুৎসিত বস্ত্র দানেরই ফল।

৪২. আজ থেকে সাঁইত্রিশ কল্প আগে আমি 'সুনন্দ' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অক্কন্তসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অক্কন্তসংজ্ঞক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ঘিদায়ক স্থবির অপদান

৪৪. আমি যখন আমার প্রাসাদে বহু নারী পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট ছিলাম। ঠিক তখনি আমি এক পীড়িত শ্রমণকে দেখে আমার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম।

৪৫. দেবাতিদেব নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবান উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁকে ঘিতৈল দান করেছিলাম।

৪৬. আমি তার বিপ্রসন্ন মুখেন্দ্রিয় ও প্রশান্তিময় চেহারা দেখে শাস্তার রাতুল চরণে বন্দনা করে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৪৭. তিনি আমার সুপ্রসন্নভাব দেখে অলৌকিক ঋদ্ধিযোগে হংসরাজের ন্যায় আকাশপথে চলে গিয়েছিলেন।

৪৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘিতৈল দানেরই ফল।

৪৯. আজ থেকে সতের কল্প আগে আমি জ্যোতিদেব নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ঘিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঘিদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পাপনিবারিয় স্থবির অপদান

৫১. আমি তখন প্রিয়দর্শী ভগবানের চঙ্ক্রমণঘরটি পরিস্কার করেছিলাম এবং নলখাগড়া দিয়ে আচ্ছাদিত করেছিলাম যাতে করে বায়ু, বৃষ্টি, রোদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৫২. পাপকে বর্জনের জন্যই আমি বহু কুশল-পুণ্য অনুষ্ঠান করেছিলাম। আমি এখন শাস্তার শাসনে সমস্ত ক্লেশ পরিত্যাগ করে বিচরণ করছি।

৫৩. আজ থেকে এগার কল্প আগে আমি 'অগ্নিদেব' নামক এক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী বিশ্ববিশ্রুত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাপনিবারিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাপনিবারিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[হাতি-বর্গ বাইশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

হাতি, পানধি, সত্য, একসংজ্ঞি ও রশ্মি,
সন্ধিত, তালবণ্ট, অক্কন্তসংজ্ঞক ও ঘিদায়ক,
পাপনিবারিয় দশম মোট চুয়ান্ন গাথায় সমাপ্ত।

*　　*　　*

২৩. আলম্বনদায়ক-বর্গ

১. আলম্বনদায়ক স্থবির অপদান

১. আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, দ্বিপদশ্রেষ্ঠ অর্থদর্শী ভগবানকে আলম্বন দান করেছিলাম।

২. তার ফলে আমি বিপুলা পৃথিবীতে ও বিশাল সাগরে জীবনকে চালিত করেছি এবং পৃথিবীস্থ প্রাণীদের উপর আমার প্রভুত্ব বিস্তার করেছি।

৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, সমস্ত জন্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করে বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪. আজ থেকে বাষট্টি কল্প আগে আমি তিনবার 'একাপস্‌সিত' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আলম্বনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আলম্বনদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. অজিনদায়ক স্থবির অপদান

৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি ছিলাম এক গণাচার্য। একদিন আমি পরম পূজনীয় বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৭-৮. আমি তখন লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে একখণ্ড চর্ম দান করেছিলাম। হে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ দ্বিপদেন্দ্র নরোত্তম, সেই কর্মের প্রভাবে দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে আমি আমার সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি এবং এই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে অন্তিম দেহ ধারণ করেছি।

৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই মৃগচর্ম দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মৃগচর্ম দান করারই ফল।

১০. আজ থেকে পাঁচ কল্প আগে আমি 'সুদায়ক' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অজিনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অজিনদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. দ্বিরতনীয় স্থবির অপদান

১২. অতীতে আমি গভীর অরণ্যে এক মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি পরম পূজনীয় বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৩. একদিন আমি মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে মাংসপেশী দান করেছিলাম। তার ফলে আমি দেবলোকসহ এই পৃথিবীতে শাসন করেছি।

১৪. এই মাংসপেশী দানের ফলে আমার রত্ন উৎপন্ন হতো এবং এই পৃথিবীতে ইহজীবনেই আমার এই দ্বিবিধ রত্ন ছিল।

১৫. আমি সেই সমস্ত উপভোগ করেছি একমাত্র মাংসপেশী দানের ফলে। আমার গাত্র অত্যন্ত মৃদু কোমল এবং প্রজ্ঞা অত্যন্ত নিপুণ।

১৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই মাংশপেশী দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মাংসপেশী দানেরই ফল।

১৭. আজ থেকে চারকল্প আগে আমি 'মহারোহিত' নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দ্বিরতনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[দ্বিরতনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. আরক্ষাদায়ক স্থবির অপদান

১৯. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে একটি বেদি তৈরি করে দিয়েছিলাম এবং সুগত মহর্ষিকে একটি আরক্ষা দিয়েছিলাম।

২০. সেই কর্মবিশেষত্বের প্রভাবে আমাকে কখনোই ভয়-ভৈরব স্পর্শ করত না এবং যেখানেই উৎপন্ন হই না কেন আমার কোনো প্রকার ত্রাস দেখা দিত না।

২১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বেদি তৈরি করে

দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বেদি দানেরই ফল।

২২. আজ থেকে ছয় কল্প আমি 'অপস্‌সেন' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আরক্ষাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আরক্ষাদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অব্যাধিক স্থবির অপদান

২৪. আমি বিপশ্বী ভগবানকে জল গরম করার জন্য ব্যাধিগ্রস্তদের আবাসে একটি অগ্নিশালা দান করেছিলাম।

২৫. সেই কর্মের প্রভাবেই আমার এই সুনির্মিত শরীর লাভ হয়েছে এবং ব্যাধি আমাকে কোনোভাবেই আক্রমণ করতে পারে না। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

২৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই অগ্নিশালা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অগ্নিশালা দানেরই ফল।

২৭. আজ থেকে সাতকল্প আগে আমি একবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী অপরাজেয় চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অব্যাধিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অব্যাধিক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অংকোলপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৯. তখন আমার নাম ছিল নারদ। তবে আমাকে সবাই কাশ্যপ নামেও চিনত। একদিন আমি দেবপূজিত শ্রমণশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে

পেয়েছিলাম।

৩০. অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন পরম পূজনীয় বিপশ্বী বুদ্ধকে আমি অংকোলপুষ্প দান করেছিলাম।

৩১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩২. আজ থেকে চুয়াত্তর কল্প আগে আমি 'রোমসো' নামক মালাভরণসম্পন্ন ও বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিকারী এক ক্ষত্রিয় রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অংকোলপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অংকোলপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সুবর্ণবটংসকীয় স্থবির অপদান

৩৪-৩৫. একদিন আমি উদ্যান ভূমিতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তখনি আমি একটি অত্যন্ত সুনির্মিত স্বর্ণময় গলার হার নিয়ে, অতি শিগ্গির হাতির পিঠে চড়ে লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

৩৭. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি একবার 'মহাপ্রতাপ' নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুবর্ণবটংসকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুবর্ণবটংসকীয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. মিঞ্জবটংসকীয় স্থবির অপদান

৩৯. লোকনাথ শিখী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি পরম শ্রদ্ধায় গলার হার দিয়ে বোধিপূজা করেছিলাম।

৪০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিপূজারই ফল।

৪১. আজ থেকে ছাব্বিশ কল্প আগে আমি মেঘভ্য নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মিঞ্জবটংসকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মিঞ্জবটংসকীয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সুকতাবেলিয় স্থবির অপদান

৪৩. আমি তখন ‘অসিত’ নামক এক মালাকার ছিলাম। প্রত্যহ আমাকে ফুল নিয়ে রাজাকে দিতে হতো।

৪৪. একদিন রাজার কাছে পৌঁছার আগেই আমি লোকনায়ক শিখী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম এবং ভীষণ হৃষ্টচিত্তে বুদ্ধকে সেগুলো দান করেছিলাম।

৪৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৬. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি ‘বেভার’ নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুকতাবেলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুকতাবেলিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. একবন্দনীয় স্থবির অপদান

৪৮. আমি একসময় শ্রেষ্ঠ বৃষভ, বীর, বিজয়ী বেস্‌সভু বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে অতীব প্রসন্নমনে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৪৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বন্দনা করারই ফল।

৫০. আজ থেকে চব্বিশ কল্প আগে আমি 'বিকতানন্দ' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একবন্দনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একবন্দনীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[আলম্বনদায়ক-বর্গ তেইশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আলম্বন, অজিন, মাংসদায়ক ও আরক্ষাদায়ক,
অব্যাধিক, অংকোল, সুবর্ণবটংসক ও মিঞ্জবটংসক,
সুকতাবেলিয় ও একবন্দনীয় এই দশে মিলে
সর্বমোট একান্নটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

*   *   *

২৪. উদকাসন-বর্গ

১. উদকাসনদায়ক স্থবির অপদান

১. আরামদ্বার হতে বের হয়ে এসে আমি একটি ফলক বিছিয়ে দিয়েছিলাম এবং উত্তমার্থ প্রাপ্তির জন্যে জল দিয়ে সেবা করেছিলাম।

২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলক ও জল দানেরই ফল।

৩. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি 'অভিসামসম' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদকাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকাসনদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. ভাজনপালক স্থবির অপদান

৫. আমি তখন বন্ধুমতী নগরে এক কুম্ভকার হয়ে জন্মেছিলাম। আমি তখন ভিক্ষুসংঘের ভাজন সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

৬. আজ থেকে একনব্বই কল্প আগে আমি যেই সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভাজন সুরক্ষারই ফল।

৭. আজ থেকে তেপ্পান্ন কল্প আগে আমি 'অনন্তজালি' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভাজনপালক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভাজনপালক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. শালপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৯. আমি তখন অরুণবতী নগরে এক ফুলচাষী ছিলাম। আমি আমার দরজার সামনে দিয়ে শিখী জিনকে যেতে দেখেছিলাম।

১০. আমি তখনি অতীব প্রসন্নমনে সম্যকগত বুদ্ধের পাত্র হাতে নিয়ে তাতে শালপুষ্প দান করেছিলাম।

১১. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শালপুষ্প দানেরই ফল।

১২. আজ থেকে চৌদ্দ কল্প আগে আমি 'অমিতঞ্জল' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শালপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শালপুষ্পিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কিলঞ্জদায়ক স্থবির অপদান

১৪. আমি তখন ত্রিবরা নামক রমণীয় এক নগরে নলকার ছিলাম। সেই নগরের জনতা ছিল লোকপ্রদ্যোৎ সিদ্ধার্থ ভগবানের প্রতি অতীব প্রসন্ন।

১৫. তখন তারা লোকনাথ বুদ্ধকে পূজা করার জন্য তৃণনির্মিত মাদুরের খোঁজ করছিলেন। আমি তাদের বুদ্ধপূজা করার জন্য একটি মাদুর দান করেছিলাম।

১৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মাদুর দানেরই ফল।

১৭. আজ থেকে সাতাত্তর কল্প আগে আমি 'জলধর' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিলঞ্জদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিলঞ্জদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. বেদিকারক স্থবির অপদান

১৯. আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে বিপশ্বী ভগবানের উত্তম বোধিপাদপে একটি বেদি তৈরি করে দিয়েছিলাম।

২০. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বেদি তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বেদি দানেরই ফল।

২১. আজ থেকে এগার কল্প আগে আমি 'সুরিয়স্সমো' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বেদিকারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বেদিকারক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. বর্ণকার স্থবির অপদান

২৩. আমি তখন অরুণবতী নগরে এক বর্ণকার তথা রঞ্জনকারী ছিলাম। উদ্দেশিক চৈত্যে প্রতিষ্ঠিত বস্ত্রগুলো নানা রং দিয়ে রঞ্জিত করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই নানা রং দিয়ে রঞ্জিত করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বর্ণ তথা রং দানেরই ফল।

২৫. আজ থেকে তেইশকল্প আগে আমি 'বর্ণসম' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বর্ণকার স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বর্ণকার স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পিয়ালপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৭. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে এক মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি পাশে সুপুষ্পিত পিয়ালবৃক্ষ দেখে ভগবান যেই পথ দিয়ে গিয়েছেন সেই পথে পিয়ালপুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিয়ালপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিয়ালপুপ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. অম্বযাগদায়ক স্থবির অপদান

৩০. স্বকীয় শিল্পে নিরহংকারী হয়ে একদিন আমি উদ্যানে গিয়েছিলাম। সম্বুদ্ধকে সেখানে যেতে দেখে আমি বহু আম দান করেছিলাম।

৩১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আম দানেরই ফল।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বযাগদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বযাগদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. জগতিকারক স্থবির অপদান

৩৩. নরোত্তম লোকনাথ অর্থদর্শী বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে তাঁর উদ্দেশে নির্মিত স্তূপে বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত পুষ্পাধান তৈরি করিয়েছিলাম।

৩৪. আজ থেকে আঠারশত কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পাধান তৈরির ফল।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জগতিকারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ

করেছিলেন।

[জগতিকারক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. ক্ষুরদায়ক স্থবির অপদান

৩৬. পূর্বে আমি উত্তম পুরী ত্রিবরায় এক কর্মকার ছিলাম। একদিন আমি অপরাজিত স্বয়ম্ভুকে একটি ক্ষুর দান করেছিলাম।

৩৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ক্ষুর দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ক্ষুর দানেরই ফল।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ক্ষুরদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ক্ষুরদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[উদকাসন-বর্গ চব্বিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

উদকাসন, ভোজন, শালপুষ্পিয়, কিলঞ্জক,
বেদিকা, বর্ণকার, পিয়াল ও অম্বযাগদায়ক।
জগতিকারক ও ক্ষুরদায়ক এই দশে মিলে,
মোট আটত্রিশটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

*　　*　　*

২৫. তুবরদায়ক-বর্গ

১. তুবরদায়ক স্থবির অপদান

১. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে এক মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি পাত্রপূর্ণ ভাজা মুগডাল সংঘকে দান করেছিলাম।

২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভাজা মুগডাল দানের ফল।

৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তুবরদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তুবরদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. নাগকেশরিয় স্থবির অপদান

৪-৫. ধনুকে শরযুক্ত করে প্রস্তুত করে আমি গভীর বনে প্রবেশ করেছিলাম। গাছের মধ্যে সপত্র পুষ্পরেণু বের হয়েছে দেখে আমি সেই পুষ্পরেণু হাতে নিয়ে মাথা নুঁইয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে লোকবন্ধু তিষ্য বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৬. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি সাতবার ‘কেশর’ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নাগকেশরিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নাগকেশরিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. নলিন কেশরিয় স্থবির অপদান

৯. আমি এক জলমোরগ হয়ে একটি প্রাকৃতিক হ্রদের মধ্যে বসবাস করছিলাম। একদিন দেখতে পেলাম, সুনীল আকাশপথ দিয়ে দেবাতিদেব বুদ্ধ যাচ্ছিলেন।

১০. আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে ঠোঁট দিয়ে পুষ্পরেণু নিয়ে লোকবন্ধু তিষ্য বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১২. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি সাতবার 'কেশর' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নলিন কেশরিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলিন কেশরিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. বিরবপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৪. লোকনায়ক বুদ্ধ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আমি বিরবপুষ্প হাতে নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিরবপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিরবপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. কুটিধূপক স্থবির অপদান

১৭. আম ছিলাম সিদ্ধার্থ ভগবানের কুটিরক্ষক। সময়ান্তরে আমি প্রসন্ন হয়ে নিজ হাতে ধূপ জ্বালিয়ে দিতাম।

১৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধূপ দানেরই ফল।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুটিধূপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুটিধূপক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. পাত্রদায়ক স্থবির অপদান

২০ পরম আত্মদান্ত, ঋজুভূত, মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানকে আমি পাত্র দান করেছিলাম।

২১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাত্রদানেরই ফল।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাত্রদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. ধাতুপূজক স্থবির অপদান

২৩. দ্বিপদশ্রেষ্ঠ নরোত্তম লোকনাথ সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি তাঁর এক খণ্ড শারীরিক ধাতু পেয়েছিলাম।

২৪. আমি আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের সেই শারীরিক ধাতু পেয়ে পাঁচ বৎসর যাবৎ জীবিত নরোত্তম বুদ্ধের ন্যায় সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

২৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ধাতুপূজা করেছিলাম,

সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধাতুপূজারই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধাতুপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধাতুপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সত্তলিপুষ্প পূজক স্থবির অপদান

২৭. সেই সময় আমি সাতটি সত্তলিপুষ্প পরম শ্রদ্ধায় মাথায় করে নিয়ে নরোত্তম বেস্সভূ বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সত্তলিপুষ্প পূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সত্তলিপুষ্প পূজক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বিম্বজালিয় স্থবির অপদান

৩০. অগ্রপুদ্গল স্বয়ম্ভু জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ তখন চতুরার্যসত্য প্রকাশ করছিলেন এবং অমৃতপদ নির্বাণ আমজনতার কাছে তুলে ধরছিলেন।

৩১. আমি বিম্বজালকপুষ্প পৃথক করে নিয়ে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩২. আজ থেকে আটষট্টি কল্প আগে আমি চারবার 'কিঞ্জকেশর' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিম্বজালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিম্বজালিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. উদ্দালকদায়ক স্থবির অপদান

৩৪. অপরাজিত স্বয়ম্ভু ককুধ বুদ্ধ গভীর বন হতে বের হয়ে এসে এক মহানদীতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৩৫. আমি উদ্দালকপুষ্প হাতে নিয়ে অতীব প্রসন্নমনে সংযত, ঋজুভূত, স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পদানেরই ফল।

৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদ্দালকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদ্দালকদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[তুবরদায়ক-বর্গ পঁচিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

তুবর, নাগকেশরিয়, নলিনা ও বিরবী,
কুটিধূপক, পাত্র, ধাতু ও সত্তলি,
বিম্বি ও উদ্দালক এই দশে মিলে
মোট সাঁইত্রিশটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

*　*　*

২৬. থোমক-বর্গ

১. থোমক স্থবির অপদান

১. আমি দেবলোক থেকে মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের ধর্মদেশনা শুনেছিলাম এবং ভীষণ খুশী হয়ে এই কথা বলেছিলাম।

২. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। আপনি অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করে বহু মানুষকে মুক্ত করিয়েছেন।

৩. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই প্রশংসাসূচক বাক্য বলেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রশংসাসূচক বাক্য বলারই ফল।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান থোমক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[থোমক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একাসনদায়ক স্থবির অপদান

৫. দেববর্ণ ত্যাগ করে আমি ভার্যাসহ এখানে এসেছিলাম। বুদ্ধশ্রেষ্ঠের শাসনে পুণ্যকর্ম করার ভীষণ ইচ্ছা হয়েছিল আমার।

৬. দেবল নামে পদুমুত্তর বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন। আমি তাঁকে অতীব প্রসন্নমনে ভিক্ষা দিয়েছিলাম।

৭. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফল।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাসনদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. চিতকপূজক স্থবির অপদান

৯. আনন্দ নামক অপরাজিত স্বয়ম্ভু সম্বুদ্ধ গভীর অরণ্যে অমনুষ্য-পরিবেষ্টিত কাননে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

১০. আমি তখন দেবলোক হতে এখানে এসে শ্মশান তৈরি করে তাতে তাঁর দেহ পুড়িয়েছিলাম এবং সৎকার করেছিলাম।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিতকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিতকপূজক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ত্রিচম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৩. হিমালয়ের অনতিদূরে বিকতি নামক এক পর্বত ছিল। সেই পর্বতে একজন ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ বসবাস করছিলেন।

১৪. তাঁকে দেখে আমি অতীব প্রসন্নমনে তিনটি চম্পকপুষ্প নিয়ে পূজার মানসে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিচম্পকপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিচম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সপ্তপাটলীয় স্থবির অপদান

১৭. সোনালি পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল পর্বত অভ্যন্তরে উপবিষ্ট বুদ্ধকে আমি সাতটি পাটলিপুষ্প দান করেছিলাম।

১৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপ্তপাটলীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তপাটলীয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. উপাহনদায়ক স্থবির অপদান

২০. আমি তখন ছিলাম পচ্চেক সম্বুদ্ধের (গৃহীকালীন) ঔরসজাত পুত্র। তখন আমার নাম ছিল চন্দন। তখন আমি একজোড়া জুতা দান করেছিলাম। এই দান আমাকে শ্রাবকবোধি জ্ঞান লাভে উপনীত করেছিল।

২১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই একজোড়া জুতা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জুতাদানেরই ফল।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপাহনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপাহনদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. মঞ্জরিপূজক স্থবির অপদান

২৩. মঞ্জরি পুষ্প হাতে নিয়ে আমি রথে চড়ে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনি ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত শ্রমণশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৪. আমি অতীব প্রসন্নমনে পরম প্রীতিতে দুহাতে ফুলগুলো নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

২৫. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

২৬. আজ থেকে তিয়াত্তর কল্প আগে আমি 'জ্যোতি' নামক

মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মঞ্জরিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মঞ্জরিপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পর্ণদায়ক স্থবির অপদান

২৮. আমি তখন হিমালয় পর্বতে একজন বল্কলবস্ত্র পরিধানকারী ছিলাম। আমি তখন লবণবিহীন বিবিধ পাতা খেয়েই ভীষণ সংযত হয়ে জীবন ধারণ করতাম।

২৯. একদিন যখন প্রাতঃরাশের সময় হলো তখন সিদ্ধার্থ বুদ্ধ আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁকে নিজ হাতে অতীব প্রসন্নমনে সুস্বাদু পাতা দান করেছিলাম।

৩০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পাতা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাতা দানেরই ফল।

৩১. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি ‘সদর্থিয়’ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পর্ণদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পর্ণদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. কুটিদায়ক স্থবির অপদান

৩৩. বনচারী পচ্চেক সম্বুদ্ধ তখন বৃক্ষমূলে বসবাস করতেন। আমি একটি পর্ণশালা তৈরি করে অপরাজিত সম্বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পর্ণকুটির দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কুটিদানেরই ফল।

৩৫. আজ থেকে আটাশ কল্প আগে আমি ষোলবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। তখন আমাকে সর্বত্রই 'অভিবস্‌সী' বলে ডাকা হতো।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুটিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুটিদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. অগ্রপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩৭. স্বীয় শরীর হতে নির্গত ষড়রশ্মিতে জ্যোতির্ময় সুবর্ণবর্ণ শিখী সম্বুদ্ধ এক পর্বত অভ্যন্তরে উপবিষ্ট ছিলেন।

৩৮. আমি অগ্রজ নামক পুষ্প হাতে নিয়ে নরোত্তম শিখী বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে দান করেছিলাম।

৩৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪০. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অগ্রপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অগ্রপুষ্পিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[থোমক-বর্গ ছাব্বিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

থোমক, একাসন, চিত্তক, চম্পক ও সপ্তপাটলি,
পানধি, মঞ্জরি, পর্ণদায়ক এবং কুটিদায়ক,
অগ্রপুষ্পিয় মিলে এই বর্গ একচল্লিশটি গাথায় সমাপ্ত।

*　　*　　*

২৭. পদুমুক্খিপ-বর্গ

১. আকাশুক্খিপিয় স্থবির অপদান

১. সুবর্ণবর্ণ নরশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবান বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি দুটি জলজ পদ্ম নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

২. আমি একটি পুষ্প বুদ্ধশ্রেষ্ঠের পায়ে নিক্ষেপ করেছিলাম এবং অপরটি হাতে নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পদানেরই ফল।

৪. আজ থেকে ছত্রিশ কল্প আগে আমি একবার 'অন্তলিক্ষকর' নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আকাশুক্খিপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আকাশুক্খিপিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. তেলমক্খিয় স্থবির অপদান

৬. নরশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তাঁর বোধিবৃক্ষের বেদিতে আমি তেল মেখে দিয়েছিলাম।

৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই তেল মেখে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তেল মাখারই ফল।

৮. আজ থেকে চব্বিশ কল্প আগে আমি 'সুচ্ছবি' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তেলমক্খিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তেলমক্খিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. অর্ধচন্দ্রিয় স্থবির অপদান

১০. আমি ধরণীতে প্রতিষ্ঠিত তিষ্য ভগবানের বোধিবৃক্ষের উত্তম আসনে অর্ধচন্দ্রাকারে পুষ্প বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

১১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই অর্ধচন্দ্রাকারে পুষ্প বিছিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিপূজারই ফল।

১২. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি 'দেবল' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অর্ধচন্দ্রিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অর্ধচন্দ্রিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. প্রদীপদায়ক স্থবির অপদান

১৪. আমি তখন দেবলোকে দেবতা হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন পৃথিবীতে নেমে এসে আমি নিজ হাতে অতীব প্রসন্নমনে পাঁচটি প্রদীপ দান করেছিলাম।

১৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই প্রদীপ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

১৬. আজ থেকে পঞ্চান্ন কল্প আগে আমি একবার 'সমন্তচক্ষু' নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান প্রদীপদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[প্রদীপদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. বিলালিদায়ক স্থবির অপদান

১৮. হিমালয়ের অনতিদূরে একটি রোমসো নামক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের পাদদেশে একজন ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ ছিলেন।

১৯. তখন আমি কিছু আলু নিয়ে সেই শ্রমণকে দান করেছিলাম। অপরাজিত স্বয়ম্ভু মহাবীর আমার দান অনুমোদন করেছিলেন।

২০. তিনি আমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, তুমি যে আমাকে অতীব প্রসন্নমনে আলু দান করেছ, তার ফলে জন্মজন্মান্তরে তোমার তেমন ফল উৎপন্ন হবে।

২১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই আলু দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আলুদানেরই ফল।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিলালিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিলালিদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. মৎস্যদায়ক স্থবির অপদান

২৩. একসময় আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক চিল হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমি একটি বিরাট মাছ ধরে সিদ্ধার্থ মুনিকে দান করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই মৎস্য দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মৎস্যদানেরই ফল।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মৎস্যদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মৎস্যদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. জবহংসক স্থবির অপদান

২৬. সেই সময় আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক বনচরী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি সুনীল আকাশপথ দিয়ে সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে যেতে দেখেছিলাম।

২৭. আমি তখন হাত জোড় করে মহামুনি বুদ্ধকে অবলোকন করছিলাম এবং নিজ চিত্তকে প্রসন্ন করে লোকনায়ক বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বন্দনা করারই ফল।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জবহংসক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জবহংসক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সললপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩০. আমি তখন চন্দ্রভাগ নদীতীরে এক কিন্নর হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি ষড়রশ্মি বিকীর্ণ করে বসে থাকা বিপশ্বী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩১. আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে পরম প্রীতির সাথে সললপুষ্প হাতে নিয়ে বিপশ্বী ভগবানের উদ্দেশ্যে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৩২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সললপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সললপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. উপাগতাসয় স্থবির অপদান

৩৪. হিমালয়ের মধ্যবর্তী জায়গায় একটি সুনির্মিত বিরাট হ্রদ ছিল। তাতে আমি এক ভয়ংকর নিপীড়ক যক্ষ হয়ে জন্মেছিলাম।

৩৫. মহাকারুণিক লোকনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধ আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পা করে আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার কাছে এসেছিলেন।

৩৬. দেবাতিদেব নরোত্তম শাস্তা মহাবীর আমার কাছে আসলে পরে আমি স্বীয় আবাস হতে বের হয়ে তাঁকে বন্দনা করেছিলাম।

৩৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি পুরুষোত্তমকে যেই বন্দনা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বন্দনা করারই ফল।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপাগতাসয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপাগতাসয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. তরণীয় স্থবির অপদান

৩৯. পরম দক্ষিণার যোগ্য সুবর্ণবর্ণ শাস্তা বিপশ্বী সম্বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে এক নদীতীরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৪০. সেই বিশাল নদীটি পার হওয়ার জন্য সেখানে কোনো নৌকা ছিল না। তখন আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে সেই নদীটি পার করে দিয়েছিলাম।

৪১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি নরোত্তম বুদ্ধকে পার করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নদী পার করে দেওয়ারই ফল।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তরণীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তরণীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[পদুমুক্খিপিয়-বর্গ সাতাশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

উক্খিপি, তেলচন্দী, প্রদীপদায়ক ও বিলালি,
মৎস্য, জব, সলল, রাক্ষস ও তরণীয়সহ দশ,
সর্বমোট বিয়াল্লিশটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

*　　*　　*

২৮. সুবর্ণ বিব্বোহন-বর্গ

১. সুবর্ণ বিব্বোহনীয় স্থবির অপদান

১. আমি উত্তম মার্গ প্রাপ্তির জন্যে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে একটি বিব্বোহন আসন দান করেছিলাম।

২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি পুরুষোত্তম যেই বিব্বোহন আসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বিব্বোহন আসন দানেরই ফল।

৩. আজ থেকে তেষট্টি কল্প আগে আমি 'অসম' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুবর্ণ বিব্বোহনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুবর্ণ বিব্বোহনীয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. তিলমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান

৫. আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে লোকনায়ক শাস্তা ঋদ্ধিযোগে মনোময় কায়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬. উপস্থিত পুরুষোত্তম শাস্তাকে আমি প্রথমে বন্দনা করেছিলাম, তারপর প্রসন্নমনে একমুষ্টি তিল দান করেছিলাম।

৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তিল দানেরই ফল।

৮. আজ থেকে ষোল কল্প আগে আমি 'তন্তিস' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিলমুষ্টিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিলমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. চংকোটকীয় স্থবির অপদান

১০. মহাসমুদ্রের পাশে এক পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে গুহায় মহর্ষি সিদ্ধার্থ বুদ্ধ বিবেকসুখে অবস্থানের জন্যে বসবাস করছিলেন। আমি সিদ্ধার্থ ভগবানের কাছে গিয়ে পাত্রপূর্ণ পুষ্প দান করেছিলাম।

১১. সকল সত্ত্বগণের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানকে পাত্রপূর্ণ পুষ্প দান করে আমি সুগতি স্বর্গলোকে কল্পকাল আমোদিত হয়েছিলাম।

১২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পাত্রপূর্ণ পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পদানেরই ফল।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চংকোটকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চংকোটকীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অব্যঞ্জনদায়ক স্থবির অপদান

১৪-১৫. আকাশসম চিত্ত, নিষ্প্রপঞ্চ, ধ্যানী, সর্বপ্রকার মোহমুক্ত, সর্বলোকহিতৈষী, বীতরাগ, দ্বিপদশ্রেষ্ঠ কোণ্ডাঞ্‌ঞো ভগবানকে আমি তৈল মালিশ করে দিয়েছিলাম।

১৬. আজ থেকে অপ্রমেয় কল্প আগে আমি যেই তৈল মালিশ করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তৈল মালিশ করে দেওয়ারই ফল।

১৭. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি 'চিরপ্প' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অব্যঞ্জনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অব্যঞ্জনদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. একাঞ্জলিক স্থবির অপদান

১৯. ডুমুর গাছের তলে পাতা বিছিয়ে বসবাসরত মহর্ষি শ্রমণকে আমি একটি দ্বারমণ্ডপ পরিবেষ্টিত খোলামেলা জায়গা দান করেছিলাম।

২০. তাতে আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোকনাথ তিষ্য বুদ্ধের উদ্দেশে হাত জোড় করে পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প ছিটিয়ে দেওয়ারই ফল।

২২. আজ থেকে চৌদ্দকল্প আগে আমি 'একাঞ্জলিক' নামক মহাপরাক্রমশালী মনুষ্যাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একাঞ্জলিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাঞ্জলিক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. পুস্তকদায়ক স্থবির অপদান

২৪. আমি শাস্তার ধর্মকে পরম শ্রদ্ধা করে অনুত্তর দক্ষিণাযোগ্য মহর্ষি সংঘকে পুস্তক দান করেছিলাম।

২৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুস্তক দানেরই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুস্তকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুস্তকদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. চিতকপূজক স্থবির অপদান

২৭. আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরের নিম্ন অববাহিকায় বসবাস করছিলাম। আমি তখন সাতটি মালুবপুষ্প নিয়ে বালুকারাশিতে চিতার মতো করে একটি

স্তূপ তৈরি করে তাতে পূজা করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই চিতা তথা শ্মশানপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চিতাপূজারই ফল।

২৯. আজ থেকে সাতষট্টি কল্প আগে আমি সাতবার 'পটিজগ্গস' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিতকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিতকপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. আলুবদায়ক স্থবির অপদান

৩১. হিমালয় পর্বতে একটি অতীব সুদর্শন মহানদী ছিল। সেখানে একদিন আমি একজন প্রভাস্বর সুদর্শন বীতরাগ অর্হৎকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩২. উপশান্ত পরম বিমুক্ত অর্হৎকে দেখে আমি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে আলুবফল (মিষ্টি আলু) দান করেছিলাম।

৩৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই আলুবফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আলুবফল দানেরই ফল।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আলুবদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আলুবদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. একপুণ্ডরীক স্থবির অপদান

৩৫. সেই সময় রোমস নামক এক সংযত পচ্চেক স্বয়ম্ভু সম্বুদ্ধ ছিলেন। আমি তাঁকে অতীব প্রসন্নমনে শ্বেতপদ্ম দান করেছিলাম।

৩৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই শ্বেতপদ্ম দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শ্বেতপদ্ম দানেরই ফল।

৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একপুণ্ডরীক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একপুণ্ডরীক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. তরণীয় স্থবির অপদান

৩৮. একটি অসমান উঁচু-নিচু মহাপথে আমি জনসাধারণের পারাপারের জন্য অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে একটি সেতু নির্মাণ করে দিয়েছিলাম।

৩৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই সেতু নির্মাণ করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সেতু দানেরই ফল।

৪০. আজ থেকে পঞ্চান্ন কল্প আগে আমি একবার 'সমোগধো' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তরণীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তরণীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[সুবর্ণ বিব্বোহন-বর্গ আটাশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সুবর্ণ, তিলমুষ্টি, চংকোটক, অভ্যঞ্জন, অঞ্জলি,
পুস্তক, চিতক, আলুব, এক পুণ্ডরীক ও সেতু,
এই দশে মিলে মোট একচল্লিশটি গাথা সমাপ্ত।

[একাদশ ভাণবার সমাপ্ত]

* * *

২৯. পর্ণদায়ক-বর্গ

১. পর্ণদায়ক স্থবির অপদান

১. পর্ণভোজী হয়ে আমি পর্ণশালায় বসেছিলাম। একদিন আমি আমার পর্ণশালায় বসে আছি এমন সময় আমার কাছে মহাঋষি সিদ্ধার্থ ভগবান এসেছিলেন।

২. লোকপ্রদ্যোৎ, সর্বলোকের চিকিৎসক সিদ্ধার্থ ভগবানকে আমার পর্ণশালায় বসিয়ে পর্ণ (পাতা) দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পর্ণ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পর্ণ দানেরই ফল।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পর্ণদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পর্ণদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. ফলদায়ক স্থবির অপদান

৫. সিনেরু পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ ও ধরণীর ন্যায় বিশাল সিদ্ধার্থ ভগবান সমাধি হতে জাগ্রত হয়ে ভিক্ষার জন্যে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬-৭. হরিতকী, আমলকী, আম, জাম, বহেরা, বড়ই, বাদাম, বেল আরও নানাবিধ ফলমূল নিয়ে আমি সর্বলোকের প্রতি অনুকম্পাকারী মহর্ষি সিদ্ধার্থ ভগবানকে অতীব প্রসন্নমনে দান করেছিলাম।

৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সমস্ত ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৯. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি একবার 'একজ্ঝ' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফলদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. পচ্চুগ্‌গমনীয় স্থবির অপদান

১১. পশুরাজ বনচারী সিংহের ন্যায়, গরুগুলোর দলনেতা গোশ্রেষ্ঠ বৃষভের ন্যায় ও পুষ্পপল্লবে পরিশোভিত ককুধবৃক্ষের ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমার কাছে এসেছিলেন।

১২. লোকপ্রদ্যোৎ, সর্বলোকের চিকিৎসক সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখে আমি তখন অতীব প্রসন্নমনে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসন হতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

১৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই নরশ্রেষ্ঠকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসন হতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসন হতে উঠে দাঁড়াবারই ফল।

১৪. আজ থেকে সাঁইত্রিশ কল্প আগে আমি একবার 'সপরিবার' নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পচ্চুগ্‌গমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পচ্চুগ্‌গমনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. একপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৬. দক্ষিণদ্বারে আমি তখন এক পিশাচ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি পীতরশ্মি স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৭. আমি তখন নরশ্রেষ্ঠ, সর্বলোকহিতৈষী, দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে একটি পুষ্প দান করেছিলাম।

১৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. মঘবাপুপ্পিয় স্থবির অপদান

২০. সেই সময় স্বয়ম্ভু অপরাজিত পচ্চেক সম্বুদ্ধ নর্মদা নদীতীরে বিপ্রসন্ন ও অনাবিল হয়ে সমাধিতে নিমগ্ন হয়েছিলেন।

২১. আমি তখন সেই অপরাজিত পচ্চেক সম্বুদ্ধকে দেখে প্রসন্নমনে মঘবাপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মঘবাপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মঘবাপুপ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. উপস্থায়কদায়ক স্থবির অপদান

২৪. সেই সময় পরম পূজনীয় দ্বিপদশ্রেষ্ঠ, মহানাগ, ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম সিদ্ধার্থ ভগবান রথে চড়ে যাচ্ছিলেন।

২৫. আমি তখন সেই সর্বলোকহিতৈষী মহর্ষি সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে ফাং করে এনে একজন উপস্থায়ক তথা সেবক দান করেছিলাম।

২৬. মহামুনি সম্বুদ্ধ আমার দান গ্রহণ করে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন এবং আমিও আসন হতে উঠে পূর্বামুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

২৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই উপস্থায়ক দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার উপস্থায়ক দানরই ফল।

২৮. আজ থেকে সাতান্ন কল্প আগে আমি 'বলসেন' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপস্থায়কদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপস্থায়কদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অপদানীয় স্থবির অপদান

৩০. আমি তখন মহর্ষি সুগতের অতীত জীবনের কাহিনির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে তাঁর পায়ে ধরে নতশিরে বন্দনা করেছিলাম।

৩১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সুগতের অতীত জীবনের কাহিনির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভূয়সী প্রশংসারই ফল।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অপদানীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অপদানীয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সপ্তাহ প্রব্রজিত স্থবির অপদান

৩৩. সেই সময় বিপশ্বী ভগবানের শ্রাবকসংঘ ছিলেন অতীব মানিত ও পূজিত। তখন আমার সমস্ত জ্ঞাতিগণ মারা গিয়েছিল।

৩৪. আমি প্রব্রজ্যা নেওয়ার পর আমার জ্ঞাতিবিয়োগজনিত সমস্ত দুঃখের উপশম হয়েছিল এবং তখন শাস্তা শাসনে সপ্তাহকাল পর্যন্ত অবস্থান করেছিলাম।

৩৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রব্রজ্যারই ফল।

৩৬. আজ থেকে সাতষট্টি কল্প আগে আমি সাতবার ‘সুনিক্খম’ নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপ্তাহ প্রব্রজিত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তাহ প্রব্রজিত স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির অপদান

৩৮. বেটম্ভিনি নামক আমার এক পিতৃসম্পত্তি ছিল। সেটি হাতে নিয়ে আমি মহামুনির কাছে গিয়েছিলাম।

৩৯. তখন লোকনায়ক (পচ্চেক) বুদ্ধগণ আমাকে লক্ষ করে বিবিধ উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলাম।

৪০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধগণকে সেবা-শুশ্রূষা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সেবা-শুশ্রূষা করারই ফল।

৪১. আজ থেকে তেইশ কল্প আগে আমি চারবার 'শ্রমণুপস্থায়ক' নামক মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধোপস্থায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পুব্বঙ্গমীয় স্থবির অপদান

৪৩. অতীতে উত্তমার্থ লাভের জন্য চুরাশি হাজার ব্যক্তি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। আমি তাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলাম।

৪৪. বিপ্রসন্ন, অনাবিল, সরাগ চিত্তে ও অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে তারা আমাকে সেবা-সৎকার করেছিল।

৪৫. সম্পূর্ণ দ্বেষমুক্ত, কৃতকৃত্য, অনাসব, অপরাজিত, স্বয়ম্ভু ক্ষীণাসব অর্হৎগণ (পচ্চেক বুদ্ধগণ) অপরিমাণ মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করছিলেন।

৪৬. আমি সেই পরম দয়াময় সম্বুদ্ধগণের সেবা-পূজা করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৪৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই শীলানুশীলন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সংযমেরই ফল।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুব্বঙ্গমীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুব্বঙ্গমীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[পর্ণদায়ক-বর্গ উনত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পর্ণ, ফল, পচ্চুগ্‌গমনীয়, একপুষ্পিয় ও মঘবা,
উপস্থায়ক, অপদানীয়, প্রব্রজ্যা ও বুদ্ধোপস্থায়ক,
পুব্বঙ্গম মোট আটচল্লিশটি গাথায় হয়েছে সমাপ্ত।

* * *

৩০. চিতকপূজক-বর্গ

১. চিতকপূজক স্থবির অপদান

১. আমি তখন অজিত নামক ব্রাহ্মণ ছিলাম। পূজা-সৎকার করার ইচ্ছায় আমি নানাবিধ পুষ্প সংগ্রহ করেছিলাম।

২. এমন সময় আমি লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধের জ্বলন্ত শ্মশান দেখে তাতে সেই পুষ্পগুলো ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি সাতবার সুপ্রজ্জ্বলিত নামক মহাপরাক্রমশালী মনুষ্যাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিতকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিতকপূজক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পুষ্পধারক স্থবির অপদান

৬. আমি তখন ছিলাম বল্কলচীবরধারী ও গায়ে মৃগচর্ম পরিধানকারী। পঞ্চভিজ্ঞা লাভ করায় আমি সুদূর চাঁদকেও পরিমর্দন ও স্পর্শ করতে পারতাম।

৭. লোকপ্রদ্যোৎ বিপশ্বী ভগবান আমার কাছে সমুপস্থিত দেখে আমি তাঁর উপর দেবলোক হতে আনা পারিজাত পুষ্প ধারণ করেছিলাম।

৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প ধারণেরই ফল।

৯. আজ থেকে সাতাশি কল্প আগে আমি সাতবার 'সমন্তধারণো' নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পধারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পধারক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ছত্রদায়ক স্থবির অপদান

১১. আমার পুত্র প্রব্রজিত কাষায়বস্ত্রধারী হয়েছিল এবং সে শ্রাবকবুদ্ধত্ব লাভ করে ও বহু লোকের পূজ্য হয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছিল।

১২. পরে আমি আমার পুত্রকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে একপর্যায়ে তাঁর বিশাল শ্মশানে গিয়ে পৌঁছালাম।

১৩. আমি তখন সেই শ্মশানকে হাত জোড় করে বন্দনা করেছিলাম এবং তাতে শ্বেতচ্ছত্র টাঙিয়ে দিয়েছিলাম।

১৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই শ্বেতচ্ছত্র টাঙিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ছাতা দানেরই ফল।

১৫. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি সাতবার 'মহারহ' নামক মহাপরাক্রমশালী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ছত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ছত্রদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১৭. পৃথিবীতে সূর্যের উদয় না হলেও মহর্ষি বুদ্ধশ্রেষ্ঠের আবির্ভাবের কথা শুনে আমি বিপুলভাবে আনন্দিত হয়েছিলাম।

১৮. 'বুদ্ধশ্রেষ্ঠের আবির্ভাব হয়েছে' এই কথা মাত্র শুনেছিলাম; কিন্তু আমি ভীষণ অসুস্থ থাকায় সেই জিনকে স্বচক্ষে দেখতে পাইনি। এভাবে আমি মৃত্যুর সময়ও 'বুদ্ধ' নাম অনুস্মরণ করেছিলাম।

১৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শব্দসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. গোশীষ নিক্ষেপক স্থবির অপদান

২১. বিহারের দ্বার (গেইট) হতে বের হয়ে এসে আমি চলাচলের সময় ভিক্ষুসংঘের পায়ে কাঁদা না লাগে মতো একটি চন্দনকাষ্ঠ বিছিয়ে দিয়েছিলাম। আমি আমার কর্ম প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করেছিলাম। উহা আমার পূর্বকর্মেরই ফল।

২২. জন্মে জন্মে আমি বায়ুর গতিতে অতি শীঘ্রগামী সিন্ধুদেশীয় আজানীয় বাহন ভোগ করেছিলাম। এই সমস্ত আমার চন্দনকাষ্ঠ দানেরই ফল।

২৩. অহো, আমার সেই কর্ম খুব অল্প হলেও সুকৃত বিধায় মহাফল লাভ করেছিলাম! সংঘের উদ্দেশে এমন কৃতকর্মের ফল অন্য কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা চলে না।

২৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই চন্দনকাষ্ঠ বিছিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চন্দনকাষ্ঠ বিছিয়ে দেওয়ারই ফল।

২৫. আজ থেকে পঁচাত্তর কল্প আগে আমি সুপ্রতিষ্ঠিত নামক এক মহাতেজস্বী মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গোশীষ নিক্ষেপক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গোশীষ নিক্ষেপক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. পাদপূজক স্থবির অপদান

২৭. আমি তখন হিমালয় পর্বতে কিন্নর হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি পীতরশ্মি স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৮. আমি সেই লোকনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম এবং তাঁর রাতুল পদযুগলে চন্দন, তগর প্রভৃতি ফুল ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পাদপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাদপূজারই ফল।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাদপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাদপূজক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. দেশকীর্তক স্থবির অপদান

৩১-৩২. আমি তখন উপশালক নামক ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন ত্রিলোকপূজ্য লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বুদ্ধকে কাননে দেখে বন্দনা করেছিলাম। আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে গেছে জেনেই বুদ্ধ সেখান হতে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

৩৩. কানন হতে বের হয়ে এসেও আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কথা ক্রমাগত স্মরণ করেছিলাম এবং সেই দেশের তথা স্থানের ভূয়সী প্রশংসা করে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৩৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দেশকীর্তন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দেশ-কীর্তনেরই ফল।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দেশকীর্তক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[দেশকীর্তক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. শরণগমনীয় স্থবির অপদান

৩৬. তখন আমি হিমালয় পর্বতে ব্যাধ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৭. আমি তাঁর কাছে গিয়ে বহু সেবা-শুশ্রূষা করেছিলাম এবং দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

৩৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধের শরণ গ্রহণেরই ফল।

৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শরণগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শরণগমনীয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. অম্বপিণ্ডিয় স্থবির অপদান

৪০. আমি তখন রোমস নামক এক কুখ্যাত দানব ছিলাম। মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে আমি কিছু আম দান করেছিলাম।

৪১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই আম দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আম দানেরই ফল।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বপিণ্ডিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বপিণ্ডিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. অনুসংসাবক স্থবির অপদান

৪৩. একদিন আমি বিপশ্বী জিনকে পিণ্ডচারণ করতে দেখেছিলাম। তখন আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে ভিক্ষা দান করেছিলাম।

৪৪. অতীব প্রসন্নচিত্তে আমি অভিবাদন করেছিলাম এবং উত্তমার্থ প্রাপ্তির জন্যে বুদ্ধের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম।

৪৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘুরে ঘুরে দেখারই ফল।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অনুসংসাবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অনুসংসাবক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[চিতপূজক-বর্গ ত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

চিতক, পারিজাত, শব্দ, গোশীষ ও পাদপূজক,
দেশকীর্তক, শরণগমনীয়, অম্বপিণ্ডিয় ও অনুসংসাবক,
এই দশে মিলে মোট ছেচল্লিশটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

অতঃপর বর্গের স্মারক-গাথা :

কণিকার, হস্তিদায়ক, আলম্বন ও উদকাসন,
তুবর, থোমক, উক্ষেপনীয়, বিব্বোহন, পর্ণদায়ক,
চিতপূজক এই দশটি বর্গ হয়েছে আলোচিত,
এতে সর্বমোট একশত একান্নটি গাথা এবং
এই পর্যন্ত পঁচিশশত বাহাত্তরটি গাথা হয়েছে বর্ণিত।
অপদান হিসেবে মোট তিনশত হয়েছে গণিত।

[কণিকার-বর্গ দশক সমাপ্ত]

[তৃতীয় শতক সমাপ্ত]

* * *

৩১. পদুমকেশর-বর্গ

১. পদুমকেশরীয় স্থবির অপদান

১. পূর্বে আমি ঋষিসংঘের (পচ্চেক বুদ্ধগণের) অনতিদূরে হিমালয় পর্বতে এক চণ্ডস্বভাবী মাতঙ্গ হস্তী ছিলাম। সেই মহান ঋষি পচ্চেক বুদ্ধগণের প্রতি চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি পদ্মফুলের রেণু ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

২. সেই বীতরাগ পচ্চেক জিনশ্রেষ্ঠগণের প্রতি চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পরেণু ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমকেশরীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমকেশরীয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সর্বগন্ধীয় স্থবির অপদান

৫. আমি ঋজুভূত মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে সুগন্ধী মাল্য দান করেছিলাম এবং সেই সাথে উন্নতমানের কোশেয়্য বস্ত্র দান করেছিলাম।

৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বস্ত্র (ও সুগন্ধীমাল্য) দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সুগন্ধী মাল্য দানেরই ফল।

৭. আজ থেকে পনের কল্প আগে আমি 'সুচেল' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সর্বগন্ধীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সর্বগন্ধীয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. পরম অন্নদায়ক স্থবির অপদান

৯. কণিকারপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল ও উদীয়মান সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী বুদ্ধকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

১০. আমি হাত জোড় করে পরম শ্রদ্ধায় আমার ঘরে ফাং করে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সম্বুদ্ধকে পরম অন্ন দান করেছিলাম।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পরম অন্ন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পরম অন্ন দানেরই ফল।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পরম অন্নদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পরম অন্নদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ধর্মসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১৩. সেই সময় বিপশ্বী ভগবানের একটি মহাবোধিবৃক্ষ ছিল। ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী সম্বুদ্ধ সেই বোধিবৃক্ষে স্থিত ছিলেন।

১৪. তখন ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে সুমধুর কণ্ঠে চতুরার্যসত্য প্রকাশ করেছিলেন।

১৫. সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত উভয় প্রকারেই দেশনা করে পুনর্জন্মহীন সম্বুদ্ধ বহু জনতাকে নির্বাণবারিতে স্নাত করেছিলেন।

১৬. তখন আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ ভগবানের ধর্মদেশনা শুনেছিলাম এবং শোনা শেষে ভগবানের পদযুগলে বন্দনা করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

১৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ধর্মদেশনা শুনেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধর্মশ্রবণেরই ফল।

১৮. আজ থেকে তেত্রিশ কল্প আগে আমি 'সুতবা' নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধর্মসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধর্মসংজ্ঞক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ফলদায়ক স্থবির অপদান

২০. ভাগীরথী নদীতীরে একটি আশ্রম ছিল। আমি সেই আশ্রমে ফল হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে গিয়েছিলাম।

২১. সেখানে গিয়ে আমি পীতরশ্মি স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমার কাছে যেই ফলগুলো ছিল, সেগুলোর সবকটিই আমি শাস্তাকে দান করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফলদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সম্প্রসাদক স্থবির অপদান

২৪. হে বুদ্ধ, আপনি মহান বীর, সর্ববিধ উপধি হতে বিপ্রমুক্ত, আপনাকে সশ্রদ্ধ বন্দনা। আমার যখন মরণ উপস্থিত হবে তখন যেন আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয় হন।

২৫-২৬. তখন ত্রিলোকে অদ্বিতীয় পুদ্গল সিদ্ধার্থ ভগবান বলেছিলেন, অনুত্তর সংঘ মহাসাগরের ন্যায় অনন্ত অপ্রমেয়। এমন অনুত্তর অনন্ত ফলদায়ক বিরজ পুণ্যক্ষেত্র সংঘের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে তুমি উত্তম বীজ বপন করো।

২৭. এই বলে আমাকে উপদেশ দিয়ে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সর্বজ্ঞ বুদ্ধ উন্মুক্ত আকাশে উড়াল দিয়েছিলেন।

২৮. নরোত্তম সর্বজ্ঞ বুদ্ধ চলে যাবার পর পরই আমি মৃত্যুমুখে পড়েছিলাম এবং তুষিত দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২৯. অনন্ত ফলদায়ক বিরজ পুণ্যক্ষেত্র সংঘের প্রতি চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৩০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চিত্ত-প্রসন্নতা লাভেরই ফল।

৩১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সম্প্রসাদক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সম্প্রসাদক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. আরামদায়ক স্থবির অপদান

৩২. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানের জন্য একটি মনোজ্ঞ আরাম তথা উদ্যান তৈরি করেছিলাম। সেখানে নানা ধরনের বৃক্ষের সমারোহ ছিল। বহু জাতীয় পাক-পাখালির কলরবে মুখরিত ছিল সেটি।

৩৩. একদিন আমি পরম পূজনীয় বিরজ বুদ্ধকে দেখেছিলাম। আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বুদ্ধকে সেই আরামে তথা উদ্যানে নিয়ে গিয়েছিলাম।

৩৪. অতীব হৃষ্ট চিত্তে আমি তাঁকে ফলসহ পুষ্প দান করেছিলাম এবং সেই সাথে সেই উদ্যানটিও দান করেছিলাম।

৩৫. আমি অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে উদ্যান দান করেছিলাম বিধায় জন্মে জন্মে আমার বহু সুফল উৎপন্ন হয়েছিল।

৩৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই উদ্যান দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার উদ্যান দানেরই ফল।

৩৭. আজ থেকে সাঁইত্রিশ কল্প আগে আমি সাতবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী মৃদু-শীতল চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আরামদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আরামদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. অনুলেপনদায়ক স্থবির অপদান

৩৯. একদিন আমি অর্থদর্শী মুনির এক শ্রাবককে দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি তখন নবকর্ম করছিলেন। আমি আস্তে করে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

৪০. নবকর্ম শেষ হলে পরে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে অনুলেপন দান করেছিলাম।

৪১. আজ থেকে একশ আঠার কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অনুলেপন দানেরই ফল।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অনুলেপনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অনুলেপনদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান

৪৩. একসময় উদীয়মান শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল ও পীতরশ্মি চাঁদের ন্যায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম সিদ্ধার্থ বুদ্ধ গভীর বনে গিয়েছিলেন।

৪৪. তখন আমি স্বপ্নের মধ্যে লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাতে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল এবং আমি তার ফলে সুগতি স্বর্গলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৪৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পব্‌ভারদায়ক স্থবির অপদান

৪৭. আমি প্রিয়দর্শী ভগবানের জন্যে পর্বতের ঢালু জায়গাটি পরিস্কার করেছিলাম এবং পরিভোগের জন্যে জলঘট স্থাপন করেছিলাম।

৪৮-৪৯. তখন মহামুনি প্রিয়দর্শী বুদ্ধ এই বলে তার ফল বর্ণনা করেছিলেন, 'জন্মে জন্মে তার হাজারকাণ্ড, শতভাণ্ড ধ্বজাযুক্ত হিরন্ময় অপরিমাণ রত্ন উৎপন্ন হবে।' সেই সাথে পর্বতের ঢালু জায়গাটি পরিস্কার করে দেওয়ার ফলে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৫০. আজ থেকে বত্রিশ কল্প আগে আমি 'সুসুদ্ধ' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৫১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পব্‌ভারদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পব্‌ভারদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[পদুমকেশর-বর্গ একত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কেশর, গন্ধীয়, পরম অন্ন, ধর্মসংজ্ঞীয় ও ফলদায়ক,
সম্প্রসাদক, আরাম, অনুলেপ এবং বুদ্ধসংজ্ঞক,
পব্‌ভারদায়ক এই দশে মিলে একান্ন গাথায় সমাপ্ত।

* * *

৩২. আরক্ষাদায়ক-বর্গ

১. আরক্ষাদায়ক স্থবির অপদান

১. আমি দ্বিপদশ্রেষ্ঠ ধর্মদর্শী মুনির জন্য একটি বেষ্টনী তৈরি করে আরক্ষা দান করেছিলাম।

২. আজ থেকে একশ আঠার কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই কর্মবিশেষত্বের ফলে আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আরক্ষাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আরক্ষাদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. ভোজনদায়ক স্থবির অপদান

৪. বেস্সভূ জিন অত্যন্ত সুজাত, শালগাছের পত্রমঞ্জরীর ন্যায় অতীব শোভমান এবং উন্মুক্ত আকাশে ইন্দ্রলতার ন্যায় সদা বিরোচিত হতেন।

৫. সেই দেবাতিদেব মহর্ষি বেস্সভূ ভগবানকে আমি অতীব প্রসন্নমনে ভোজন দান করেছিলাম।

৬. 'জন্মে জন্মে তোমার এই দানের ফল উৎপন্ন হোক' এই বলে স্বয়ম্ভু অপরাজিত বুদ্ধ আমার সেই দান অনুমোদন করেছিলেন।

৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভোজন দানেরই ফল।

৮. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি একবার 'অমিত্রক' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভোজনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভোজনদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. গতসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১০. সুনীল উন্মুক্ত আকাশে কোনো পদচিহ্ন নেই। কিন্তু আমি সিদ্ধার্থ জিনকে স্বর্গের ইন্দ্রভবনে যেতে দেখেছিলাম।

১১. সম্যকসম্বুদ্ধের চীবর বাতাসে আন্দোলিত হতে দেখে এবং মহামুনির গমন দেখে সাথে সাথেই আমার মনে পরম ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গতসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গতসংজ্ঞক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সপ্তপদুমীয় স্থবির অপদান

১৪. আমি ‘নেসাদ’ নামক এক ব্রাহ্মণ হয়ে নদীর কুলে বসবাস করছিলাম। একদিন আমি সাতটি পাতাবিশিষ্ট ফুল দিয়ে গোটা আশ্রমটি ঝাঁট দিয়েছিলাম।

১৫. একদিন আমি লোকনায়ক সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ সিদ্ধার্থ আকাশপথ দিয়ে যেতে দেখে আমার মনে ভীষণ আনন্দভাব উৎপন্ন হয়েছিল।

১৬. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সম্বুদ্ধকে দেখে আমি আসন হতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁকে আমার আশ্রমে নামিয়ে জলজ পদ্মফুল ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৮. আজ থেকে সাত কল্প আগে আমি চারবার ‘পাদপাবরা’ নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপ্তপদুমীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তপদুমীয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. পুষ্পাসনদায়ক স্থবির অপদান

২০. পীতরশ্মি, স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় সুবর্ণবর্ণ অপরাজিত সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

২১. সঙ্গে সঙ্গে আমি আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে আমার আশ্রমে প্রবেশ করিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নচিত্তে বসার জন্য পুষ্পাসন দান করেছিলাম।

২২. হাত জোড় করে আমি তখন বুদ্ধের প্রতি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সেই কর্ম করেছিলাম।

২৩. স্বয়ম্ভু অপরাজিতকে পুষ্পাসন দানজনিত আমার যেই পুণ্য অর্জিত হয়েছে, সেই সমস্ত কুশলপুণ্যের দ্বারা আমি যেন শাসনে বিমল হই।

২৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পাসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পাসন দানেরই ফল।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পাসন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পাসন স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. আসন সন্থরিক স্থবির অপদান

২৬. সেই সময় লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত একটি উত্তম চৈত্য ছিল। আমি জনমানবহীন গভীর অরণ্যে অজ্ঞানান্ধ হয়ে মুক্তিমার্গ খুঁজছিলাম।

২৭. গভীর অরণ্য হতে বের হয়ে আসার সময় আমি ভগবান বুদ্ধের সিংহাসনটি দেখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি পরিধেয় বস্ত্রকে একাংশ করে হাত জোড় করে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম এবং লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

২৮. বেশ বেলা পর্যন্ত লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করে আমি হৃষ্ট-তুষ্ট চিত্তে এই বাক্য উচ্চারণ করেছিলাম।

২৯. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। হে মহাবীর, আপনিই ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সর্বজ্ঞ।

৩০. এভাবে শিখী ভগবানের ভূয়সী প্রশংসা করার পর তাঁর আসনকে অভিবাদন করেছিলাম এবং উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৩১. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি বুদ্ধবরের যেই ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভূয়সী প্রশংসা করারই ফল।

৩২. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি সাতবার 'অতুল' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আসন সন্থরিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আসন সন্থরিক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান

৩৪. মহাবীর সুদর্শন সিদ্ধার্থ ভগবান তখন অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করছিলেন। তিনি শ্রাবক পরিবেষ্টিত হয়ে উত্তম বিহারে বসবাস করছিলেন।

৩৫. তিনি তাঁর সুমধুর বাক্য দিয়ে বিপুল সংখ্যক জনতাকে অমৃতপদ নির্বাণধর্ম পরিবেশন করছিলেন। তখন দেবমনুষ্যগণের মধ্যে তাঁর ব্যাপক সুখ্যাতি প্রচারিত হয়েছিল।

৩৬. মহর্ষি লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবানের ব্যাপক সুখ্যাতির কথা শুনে আমি তাতে ভীষণ প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম এবং তাঁকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৩৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধবরের যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শব্দসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ত্রিরশ্মিয় স্থবির অপদান

৩৯. অভিজাত বংশীয় পশুরাজ সিংহের ন্যায় ও পর্বতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির ন্যায় সকল দিক আলোকিত করে পর্বত অভ্যন্তরে সিদ্ধার্থ ভগবান অবস্থান করছিলেন।

৪০. সূর্যালোক, চন্দ্রালোক ও বুদ্ধালোক দেখে আমার মনে প্রবল রকম ভক্তি তথা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছিল।

৪১. এই তিন ধরনের আলোক দেখে পরিধেয় বস্ত্র একাংশ করে আমি লোকনায়ক সম্বুদ্ধ ও তাঁর উত্তম শ্রাবকসংঘের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৪২. এই পৃথিবীতে অন্ধকার দূরকারী তিনটি আলোকপ্রদায়ী আছে, সেগুলো হচ্ছে : চন্দ্র, সূর্য ও লোকনায়ক বুদ্ধ।

৪৩. আমি এভাবে বহু উপমাযোগে মহামুনি বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম। বুদ্ধের গুণকীর্তন করে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৪৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভূয়সী প্রশংসারই ফল।

৪৫. আজ থেকে একষট্টি কল্প আগে আমি একবার 'জ্ঞানধর' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিরশ্মিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিরশ্মিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. কন্দলীপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৪৭. আমি তখন সিন্ধু নদীতীরে এক কৃষক হয়ে জন্মেছিলাম। পরের কাজকর্ম করেই আমি জীবন জীবিকা নির্বাহ করতাম।

৪৮. একদিন আমি সিন্ধু নদীর পারে হাঁটতে হাঁটতে সমাধি হতে উত্থাত, প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় উপবিষ্ট সিদ্ধার্থ জিনকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৯. আমি তখন বৃন্তচ্যুত করে সাতটি কন্দলী পুষ্প মাথায় করে নিয়ে আদিত্যবন্ধু বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৫০. সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ ছিলেন ত্রিধাপ্রভিন্ন দুর্লভ মাতঙ্গ হস্তীর ন্যায় গভীরভাবে সমাহিত।

৫১. আমি সেই প্রজ্ঞাবান ভাবিতেন্দ্রিয় শাস্তার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৫২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৫৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কন্দলীপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কন্দলীপুপ্পিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. কুমুদমালিয় স্থবির অপদান

৫৪-৫৫. বৃষভ, পরম বীর, মহর্ষি, মারজিয়ী, অভিজাত বংশীয় পশুরাজ সিংহের ন্যায় মহাবীর পরম পূজনীয় বিপশ্বী ভগবান রথে চড়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন কুমুদপুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৫৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৫৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুমুদমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুমুদমালিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[আরক্ষাদায়ক-বর্গ বত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

আরক্ষাদায়ক, ভোজনদায়ক, গতসংজ্ঞী ও পদুমিয়,
পুষ্পাসন, সন্থরিক, শব্দসংজ্ঞী ও ত্রিরশ্মিয়,
কন্দলিক ও কুমুদমালিয় এই দশে মিলে
মোট সাতান্নটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

* * *

৩৩. উমাপুষ্পিয়-বর্গ

১. উমাপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১. আমি সমাহিতচিত্ত, সমাধিতে গভীরভাবে নিমগ্ন, উপবিষ্ট নরোত্তম অপরাজিত সিদ্ধার্থ ভগবানকে দেখেছিলাম।

২. আমি হাতে উমাপুষ্প নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম। এই সমস্ত পুষ্পই একশির, বৃন্ত ঊর্ধ্বমুখী ও ফুলটি অধঃমুখী।

৩. সিদ্ধার্থ ভগবান আকাশস্থ সুন্দর করে সাজানো পুষ্পমাদুরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। আর তাতেই আমি তুষিত স্বর্গে জন্ম নিয়েছিলাম।

৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই পুষ্পদান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৫. আজ থেকে পঞ্চান্ন কল্প আগে আমি একবার 'সমন্তছেদন' নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উমাপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উমাপুষ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পুলিনপূজক স্থবির অপদান

৭. মহান শ্রেষ্ঠপুরুষ নরোত্তম বিপশ্বী শাস্তা বৃষভের ঝুঁটির ন্যায় জ্বল জ্বল করছিলেন এবং ভোরের শুকতারার ন্যায় মিট মিট করে জ্বলে বিরোচিত হচ্ছিলেন।

৮. হাত জোড় করে শ্রদ্ধায় আমি শাস্তাকে বন্দনা করেছিলাম। আমি শাস্তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম এবং স্বীয় কর্মের মাধ্যমে তাকে তুষ্ট করেছিলাম।

৯. আমি সুবিশুদ্ধ সোনালি বালি কোলে নিয়ে মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের হেঁটে যাওয়া পথে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১০. তারপর আমি অর্ধেক পরিমাণ বালি নিয়ে অতীব প্রসন্নচিত্তে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের দিবাবিহারের স্থানে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বালি ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বালি দানেরই ফল।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুলিনপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুলিনপূজক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. হাসজনক স্থবির অপদান

১৩. শাস্তার পাংশুকূলিক চীবর গাছের উপর ঝুলানো দেখে আমি হাত জোড় করে আমার হাত দুটি আরও বেশি উড্ডীন করেছিলাম।

১৪. দূর থেকে দেখেই আমার মনে আনন্দ উৎপন্ন হয়েছিল। হাত জোড় করে আমার চিত্ত আরও বেশি প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞারই ফল।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান হাসজনক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[হাসজনক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. যজ্ঞস্বামিক স্থবির অপদান

১৭. আমার বয়স মাত্র সাত বৎসর, কিন্তু আমি ছিলাম মন্ত্রধর। আমি তখন প্রবলভাবে কুলব্রত ধারণ করেছিলাম। তাই আমি একটি বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম।

১৮. যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে সাজানো চুরাশি হাজার পশুকে আমি হত্যা করিয়েছিলাম।

১৯-২০. উল্কাধারীর ন্যায়, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায়, উদীয়মান সূর্যের ন্যায় ও পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ত্রিলোকপূজ্য, পরম হিতৈষী, সর্বসিদ্ধিলাভী

সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধ আমার কাছে এসে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

২১. হে কুমার, সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাতেই আমার পরম রুচি। চুরি, অত্যাচার ও মদ্যপান হতে সম্পূর্ণ বিরত হও।

২২. সম্যক চর্যায় রতি, বহুশ্রুততা, কৃতজ্ঞতা ও ইহজীবনে যা প্রত্যক্ষ পরহিতমূলক—এই সমস্ত গুণধর্ম অতীব প্রশংসনীয়।

২৩. এই সমস্ত ধর্ম অনুশীলন করে সর্বসত্ত্বগণের হিতমূলক কাজে রত হও। এবং বুদ্ধের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করে উত্তম মার্গ অনুশীলন কর।

২৪. এই বলে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সর্বজ্ঞ শাস্তা আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং আকাশপথে উড়ে চলে গিয়েছিলেন।

২৫. আগে আমি আমার চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছিলাম এবং পরে চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলেছিলাম। সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি তুষিত দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

২৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের প্রতি চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞারই ফল।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যজ্ঞস্বামিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যজ্ঞস্বামিক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নিমিত্তসংজ্ঞক স্থবির অপদান

২৮. আমি তখন চন্দ্রভাগা নদীতীরে একটি আশ্রমে বসবাস করছিলাম। একদিন আমি গভীর বনে একটি সুবর্ণমৃগ তথা বুদ্ধকে বিচরণ করতে দেখেছিলাম।

২৯. আমি তখন সেই বুদ্ধের প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম। সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি অন্য অনেক বুদ্ধগণকেও স্মরণ করেছিলাম।

৩০. (আমি মনে মনে ভবছিলাম) অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল বুদ্ধগণ এইভাবে মৃগরাজ বুদ্ধের ন্যায় বিরোচিত হতেন।

৩১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ

করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৩২. আজ থেকে সাতাশ কল্প আগে আমি একবার 'অরণ্যসখো' নামক মহাপরাক্রমশালী মহিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নিমিত্তসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নিমিত্তসংজ্ঞক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অন্নসংসাবক স্থবির অপদান

৩৪. বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট সোনালি বর্ণের শরীরের অধিকারী সম্বুদ্ধ একদিন বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৩৫. আমি সেই সর্বসিদ্ধিলাভী, তৃষ্ণামুক্ত, অপরাজিত মহামুনি সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধকে ফাং করে এনে ভোজন করিয়েছিলাম।

৩৬. ত্রিলোকের মহাকারুণিক মুনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধের প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে আমি কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৩৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধকে যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভিক্ষাদানেরই ফল।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অন্নসংসাবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অন্নসংসাবক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. নিগ্গুণ্ডিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩৯. যখন কোনো দেবতা আয়ুক্ষয়ে দেবকায় হতে চ্যুত হন, তখন অন্য দেবতাদের মুখ থেকে অনুমোদনসূচক তিনটি শব্দ বের হয়।

৪০. বন্ধু, এখন থেকে তুমি কামসুগতি ভূমিতে মনুষ্যগণের সাহচর্যে গমন কর। সেখানে তুমি মানুষ হয়ে শ্রদ্ধাবান হয়ে অনুত্তর সদ্ধর্ম লাভ কর।

৪১. তোমার সেই শ্রদ্ধা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক। আজীবন সুপ্রতিষ্ঠিত সদ্ধর্মে অবিচলিত হও।

৪২. কায়, বাক্য ও মনে বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করে ক্রোধহীন ও নিরুপধি হও।

৪৩. তার চেয়ে অধিক পুণ্য বহু দানকার্য সম্পাদন করে অনুত্তর সদ্ধর্মে ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যে নিবিষ্ট হও।

৪৪. এইভাবে যখন বিজ্ঞ দেবতারা পরম অনুকম্পায় আমার দেবলোকচ্যুতি অনুমোদন করেন তখন আকুল স্বরে বলেন, বন্ধু দেব, আবারও এখানে ফিরে এসো।

৪৫. তখন আমি সেই দেবসংঘ সম্মেলনে ভীষণভাবে সংবিগ্ন হয়ে পড়ি এই ভেবে যে, এখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি কোথায় জন্ম নেবো।

৪৬. আমার সংবিগ্ন হওয়ার কথা জ্ঞাত হয়ে এক ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ আমাকে উদ্ধার করার ইচ্ছায় আমার কাছে এসেছিলেন।

৪৭. পদুদুত্তর বুদ্ধের সুমন নামক শ্রাবকটি অর্থ-ধর্ম অনুসারে আমাকে অনুশাসন করে ভীষণভাবে সংবিগ্ন করেছিলেন।

[বারতম ভাণবার সমাপ্ত]

৪৮. তাঁর কথা শুনে আমি ভীষণভাবে বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম এবং সেই ধীর শ্রমণকে অভিবাদন করে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৪৯. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে আমি সেখানে জন্মেছিলাম। মাতৃগর্ভে বসবাসকালে পুনরায় আমাকে ধারণ করেন।

৫০. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি আবার তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম। এখানে আমি কোনো প্রকার দৌর্মনস্যভাব দেখিনি।

৫১. সেই তাবতিংস স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে আমি আবারও মাতৃগর্ভে জন্মেছিলাম। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমি কৃষ্ণ-শুক্ল তথা পাপ-পুণ্য সম্পর্কে জেনেছিলাম।

৫২. আমি মাত্র সাত বৎসর বয়সে শাক্যপুত্রীয় ভগবান গৌতমের বিহারে প্রবেশ করেছিলাম।

৫৩. সেখানে শাস্তার প্রসিদ্ধ প্রবচন, বুদ্ধশাসনে বহু শাসন রক্ষাকারী ভিক্ষুগণকে দেখেছিলাম।

৫৪. কোশলরাজ্যে শ্রাবস্তী নামক একটি নগর ছিল। সেই রাজ্যের রাজা হস্তীরথে চড়ে উত্তম বোধিবৃক্ষে গিয়েছিলেন।

৫৫. আমি তার হস্তীকে দেখে আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করেছিলাম। হাত জোড় করে আমি যথাসময়েই চলে গিয়েছিলাম।

৫৬. আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সেই অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আনন্দ নামক শ্রাবকই বুদ্ধের সেবা-কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

৫৭. তিনি ছিলেন গতিমান, ধৃতিমান, স্মৃতিমান ও বহুশ্রুত। তিনি রাজার চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরিয়ে দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন।

৫৮. আমি তাঁর ধর্মকথা শুনে আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করেছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৫৯. আমি চীবরকে একাংশ করে নতশিরে হাত জোড় করেছিলাম এবং সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে এই কথা বলেছিলাম।

৬০. আমি নিগ্‌গুণ্ডিপুষ্প হাতে নিয়ে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর শাস্তা বুদ্ধের সিংহাসনে স্থাপন করেছিলাম।

৬১. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই কর্ম-প্রভাবে আমি এখন জয়-পরাজয় বিরহিত অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৬২. আজ থেকে পঁচিশ কল্প আগে আমি আটবার অর্বুদ-নিরর্বুদ কালব্যাপী মনুষ্যাধিপতি ক্ষত্রিয় রাজা হয়েছিলাম।

৬৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নিগ্‌গুণ্ডিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নিগ্‌গুণ্ডিপুষ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সুমনা বেলিয় স্থবির অপদান

৬৪. বিপুল জনতা সমবেত হয়ে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ বেস্‌সভূ ভগবানকে মহাপূজা করছিলেন।

৬৫. আমি সুধাপাত্র তৈরি করে ও সুমনাপুষ্পে অলংকার তৈরি করে ভগবানের সিংহাসনের সামনে পূজা করেছিলাম।

৬৬. বিপুল জনতা সমবেত হয়ে সেখানে উত্তম পুষ্পগুলো দেখছিলেন এবং ভাবছিলেন, কে এই পুষ্পগুলো দিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছে?

৬৭. সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি নির্মাণরতি দেবলোকে জন্মেছিলাম এবং পূর্বকৃত সুকর্মের ফল ভোগ করেছিলাম।

৬৮. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সবখানেই আমি সকলের প্রিয় হতাম। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

৬৯. আমি কখনো কোনো সময় কায়-বাক্য-মনে এই ত্রিদ্বারে সংযত তপস্বীদের আক্রোশ করিনি।

৭০. সেই সুচরিত কর্ম-প্রভাবে ও প্রার্থনাবলে আমি সকলের কাছেই পূজিত হতাম। ইহা আমার আক্রোশ না করারই ফল।

৭১. আজ থেকে এগার কল্প আগে আমি হাজার অরযুক্ত সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৭২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমনা বেলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমনা বেলিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পুষ্পচ্ছত্রীয় স্থবির অপদান

৭৩. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবান চতুরার্যসত্য দেশনা করে বহু সত্ত্বকে দুঃখ থেকে চিরমুক্ত করছিলেন।

৭৪. আমি খুব মনোরম শতপত্র জলজপদ্ম নিয়ে এসে সেই পুষ্প দিয়ে ছাতা তৈরি করে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৭৫. পরম পূজনীয় লোকবিদ সিদ্ধার্থ শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মাঝে দাঁড়িয়ে এই গাথাটি বলেছিলেন :

৭৬. যে ব্যক্তি অতীব খুশী মনে আমার মাথার উপর পুষ্পচ্ছত্র ধারণ করেছে, চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু সে কখনো অপায় দুর্গতিতে যাবে না।

৭৭. এই বলে লোকনায়ক সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধ পরিষদকে বিদায় দিয়েছিলেন এবং তারপর আকাশপথে উড়ে চলে গিয়েছিলেন।

৭৮. দেব-নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আকাশে উড়াল দেওয়ার সাথে সাথে শ্বেতচ্ছত্রটিও উড়াল দিয়েছিল এবং সেই উত্তম ছত্রটি বুদ্ধশ্রেষ্ঠের পেছন পেছন গিয়েছিল।

৭৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পচ্ছত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পচ্ছত্র দানেরই ফল।

৮০. আজ থেকে চুয়াত্তর কল্প আগে আমি আটবার 'জলশিখা' নামক সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৮১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুষ্পচ্ছত্রীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুষ্পচ্ছত্রীয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সপরিবার ছত্রদায়ক স্থবির অপদান

৮২. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ার মতো করে ধর্মবৃষ্টি বর্ষণ করছিলেন।

৮৩. একদিন আমি সম্বুদ্ধকে অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করতে দেখেছিলাম এবং নিজের চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলে আপন ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

৮৪. আমি একটি অলংকৃত ছাতা হাতে নিয়ে নরোত্তম বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম এবং অতীব খুশী মনে আমি তা আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

৮৫. সুসজ্জিত যানের মতো ও শান্ত-দান্ত উত্তম শ্রাবকের মতো সেটি সম্বুদ্ধের কাছে গিয়ে মাথার উপর স্থিত হয়েছিল।

৮৬. তারপর পরম অনুকম্পাপরায়ণ, মহাকারুণিক, লোকাগ্রনায়ক বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৮৭. যে ব্যক্তি এই অলংকৃত ও অতীব মনোরম ছাতাটি দান দিয়েছে, চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু সে কখনো অপায় দুর্গতিতে জন্ম নেবে না।

৮৮. সে সাতবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে এবং বত্রিশবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

৮৯. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্ম নেবেন।

৯০. তাঁর প্রচারিত ধর্মের ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে। পরিশেষে সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৯১. বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য শুনে আমি অতীব প্রসন্নমনে আরও বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম।

৯২. মনুষ্যজন্ম ত্যাগ করে আমি দেবলোকে জন্মেছিলাম এবং তখন অত্যন্ত মনোরম এক বিমান উৎপন্ন হয়েছিল।

৯৩. আমি যখন বিমান হতে বের হতাম তখন আমার মাথার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হতো। ঠিক তখনি আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ইহা আমার পূর্বকৃত পুণ্যকর্মেরই ফল।

৯৪. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি মনুষ্যলোকে জন্মেছিলাম। আজ থেকে একশত সাত কল্প আগে আমি ছত্রিশবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৯৫. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি তাবতিংস দেবপুরে জন্মেছিলাম। এভাবে ক্রমান্বয়ে জন্মপরিভ্রমণ করে আমি আবার মনুষ্যলোকে জন্মেছিলাম।

৯৬. আমি যখন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম তখন আমার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হয়েছিল। আমি মাত্র সাত বৎসর বয়সে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৯৭-৯৮. আমি এক মন্ত্রধর সুনন্দ ব্রাহ্মণ ছিলাম। স্ফটিকের ছাতা হাতে নিয়ে শ্রাবকশ্রেষ্ঠ সারিপুত্র স্থবিরকে দান করেছিলাম। মহাবীর, মহাকথী সারিপুত্র স্থবির তার দান অনুমোদন করেছিলেন। আমি তাঁর অনুমোদনসূচক কথা শুনে পূর্বকৃত কর্মের কথা স্মরণ করেছিলাম।

৯৯. হাত জোড় করে আমি নিজের চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলেছিলাম এবং আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১০০. আসন হতে উঠে আমি নতশিরে হাত জোড় করে সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে এই কথা বলেছিলাম।

১০১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে পরম পূজনীয় লোকবিদ অনুত্তর পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১০২. আমি তাঁকে একটি সুসজ্জিত ও সমলংকৃত ছাতা দান করেছিলাম। স্বয়ম্ভু অগ্রপুদ্গল পদুমুত্তর বুদ্ধ দুহাতে সেটি নিয়েছিলেন।

১০৩. অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো আমার শাস্তাসম্পদ! একটি মাত্র ছাতা দানের ফলেই আমি আর দুর্গতিতে জন্ম নিইনি।

১০৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম ক্ষয় হয়েছে। এখন আমি সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপরিবার ছত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপরিবার ছত্রদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[উমাপুষ্পিয়-বর্গ তেত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

উমাপুষ্পিয়, পুলিন, হাসজনক, যজ্ঞস্বামিক,
নিমিত্ত, অন্নসংসাবক, নিগ্‌গুণ্ডিপুষ্পিয়, সুমনাবেলিয়,
পুষ্পচ্ছত্রীয় ও সপরিবার ছত্রদায়ক এই দশে মিলে
মোট একশত পাঁচটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

*   *   *

৩৪. গন্ধোদক-বর্গ

১. গন্ধধূপিয় স্থবির অপদান

১. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে সুমন পুষ্পে প্রতিচ্ছন্ন বুদ্ধগণের উপযোগী সুগন্ধী ধূপ দান করেছিলাম।

২-৩. আলোকোজ্জ্বল ইন্দ্রের ন্যায়, প্রবল তেজস্বী সূর্যের ন্যায়, প্রবল পরাক্রমী বাঘের ন্যায় ও পশুরাজ অভিজাত সিংহের ন্যায় কাঞ্চণবর্ণের শ্রমণশ্রেষ্ঠ লোকাগ্রনায়ক বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন।

৪. আমি তাঁকে দেখে অতীব প্রসন্নচিত্তে হাত জোড় করেছিলাম এবং শাস্তার রাতুল চরণে বন্দনা করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই সুগন্ধী দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সুগন্ধী পূজারই ফল।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধধূপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধধূপিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. উদকপূজক স্থবির অপদান

৭. জ্বলন্ত ঘৃতাহুতির ন্যায় ও প্রবল তেজস্বী সূর্যের ন্যায় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ সুনীল আকাশপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৮. হাতে জল নিয়ে আমি আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম এবং পরম করুণাময় ঋষি মহাবীর বুদ্ধ সেই জল গ্রহণ করেছিলেন।

৯. আকাশে স্থিত শাস্তা পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে এই গাথা ভাষণ করেছিলেন।

১০. এই জলদানে আমার মনে যে পরম প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিল, তার ফলে আমাকে লক্ষকল্প অপায় দুর্গতিতে জন্ম নিতে হয়নি।

১১. হে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ দ্বিপদেন্দ্র নরোত্তম, সেই পুণ্যকর্মের ফলে আমি সমস্ত জয়-পরাজয় ত্যাগ করে অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছিলাম।

১২. আজ থেকে একশ পঁয়ষট্টি কল্প আগে আমি তিনবার 'সহস্ররাজ' নামক চতুরন্ত বিজয়ী জনাধিপতি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকপূজক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. পুন্নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৪. গভীর বনে আমি এক ব্যাধ হয়ে বসবাস করছিলাম। সুপুষ্পিত পুন্নাগপুষ্প দেখে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম।

১৫. সেই সুগন্ধী শুভ পুন্নাগপুষ্প সংগ্রহ করে আমি বালির চড়ে একটি স্তূপ তৈরি করে বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

১৬. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি একবার সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী অন্ধকারবিধ্বংসী চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুন্নাগপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুন্নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. একদুস্সদায়ক স্থবির অপদান

১৯. হংসবতী নগরে তখন আমি ছিলাম তৃণ-বিক্রেতা। তৃণ বিক্রি করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং স্ত্রী-পুত্রকে ভরণ-পোষণ করতাম।

২০. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী লোকনায়ক পদুমুত্তর জিন ঘোর অন্ধকারকে বিদূরিত করে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২১. আমি তখন নিজ ঘরে বসে এরূপ চিন্তা করেছিলাম, পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে। অথচ আমার দান দেওয়ার কিছুই নেই।

২২. আমার এই একটি মাত্র বস্ত্র। আমাকে দান করবে এমন কোনো দায়ক নেই। আমার জীবনে দুঃখের ঘনঘটা নেমে আসলেও আমাকে

অবশ্যই কিছু একটা দান করতে হবে।

২৩. এইরূপ চিন্তা করার পর আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। আমি তখন আমার বস্ত্রটি হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

২৪. আমার একমাত্র বস্ত্রটি দান করার পর আমি চিৎকার করে হর্ষধ্বনি দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, হে মহামুনি বুদ্ধ, সত্যই যদি আপনি বীর হয়ে থাকেন, তবে আমাকে তীর্ণ করুন।

২৫. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার দানের ভূয়সী প্রশংসা করে আমার দান অনুমোদন করেছিলেন এই বলে :

২৬. এই একমাত্র বস্ত্রদানের ফলে ও তার প্রার্থনাবলে এই ব্যক্তি লক্ষকল্প বিনিপাত অপায় গমন করবে না।

২৭. ছত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে, তেত্রিশবার চক্রবর্তী রাজা হবে, আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

২৮. তুমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে অত্যন্ত রূপবান, গুণবান ও শারীরিক শক্তির অধিকারী হবে। আর ইচ্ছেমতো সুকোমল সূক্ষ্ম বস্ত্র লাভ করবে।

২৯. এই বলে ধীর পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ হংসরাজের ন্যায় আকাশে উড়াল দিয়েছিলেন।

৩০. আমি দেবলোকে অধবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সবখানেই আমার ভোগসম্পত্তির কোনো কমতি ছিল না। ইহা আমার একটি মাত্র বস্ত্রদানেরই ফল।

৩১. আমার প্রতি পদবিক্ষেপে একটি করে বস্ত্র উৎপন্ন হতো। আমি বস্ত্রের উপরই দাঁড়াতাম এবং আমার মাথার উপরও বস্ত্রাচ্ছাদন থাকত।

৩২. পর্বত, কানন, বনসহ সমস্ত চক্রবালকে আমি আজ ইচ্ছা করলে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে ফেলতে পারি।

৩৩. সেই একটি মাত্র বস্ত্রদানের ফলে আমি ভবাভবে জন্মপরিভ্রমণকালে আমি সুবর্ণবর্ণ হয়েই জন্ম নিয়েছিলাম।

৩৪. একটি মাত্র বস্ত্রদানের ফল এতই সুদূরপ্রসারী যে, এখনো তার শেষ নেই। এই জন্ম আমার অন্তিম জন্ম। এই শেষ জন্মেও বিপাক দিচ্ছে।

৩৫. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই একটি মাত্র বস্ত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একটি মাত্র বস্ত্রদানেরই ফল।

৩৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম ধ্বংস হয়েছে

এবং নাগের মতো সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে আমি অবস্থান করছি।

৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একদুস্‌সদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একদুস্‌সদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ফুসিতকম্পিয় স্থবির অপদান

৩৮. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বিপশ্বী সম্বুদ্ধ তখন ক্ষীণাসব অর্হৎদের সাথে সংঘারামে বসবাস করছিলেন।

৩৯. আট লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎসহ লোকনায়ক বিপশ্বী ভগবান বিহারের দরজা হতে বের হয়েছিলেন।

৪০. আমি তখন মৃগচর্ম পরিধানকারী ছিলাম। ঈষদুষ্ণ জল নিয়ে আমি সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৪১. অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি হাত জোড় করেছিলাম এবং ঈষদুষ্ণ জল নিয়ে বুদ্ধের শরীরে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৪২. পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আমার কৃতকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে যেখানে ইচ্ছা চলে গিয়েছিলেন।

৪৩-৪৪. আমি যেই উষ্ণ জল দিয়ে জিনকে পূজা করেছিলাম, তার ফলে আমি পাঁচ হাজারবার পুণ্যধন্য হয়েছিলাম। তন্মধ্যে আমি আড়াই হাজারবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং আড়াই হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। অবশেষে সেই কর্মের ফলে আজ আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৪৫. আমি যখন দেবরাজ অথবা মনুষ্যাধিপতি হয়েছিলাম, তখন আমার নাম 'ফুসিত' রাখা হয়েছিল।

৪৬. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মেছিলাম, তখন আমার শরীর হতে বারিবিন্দু বর্ষিত হতো।

৪৭. সমস্ত ভব হতে উত্তীর্ণ হয়ে আমি এখন আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করেছি এবং সর্বাসব অনবশেষ ক্ষয় সাধন করেছি। ইহা আমার বারিবিন্দু দানেরই ফল।

৪৮. চন্দনকাষ্ঠ হতে যেমন সুগন্ধ প্রবাহিত হয়, ঠিক তদ্রূপ আমার শরীর

হতেও অর্ধক্রোশ পরিমাণ জায়গায় সুগন্ধ প্রবাহিত হয়।

৪৯. আমার শরীর হতে পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম-সম্ভূত দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হলে পরে লোকেরা দিব্যগন্ধের ঘ্রাণ পেয়ে বুঝে ফেলত এখানে 'ফুসিত' এসেছেন।

৫০. বিভিন্ন গাছপালা, তৃণগুল্ম, লতা প্রভৃতিও আমার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে সেই মুহূর্তে সুগন্ধ ছড়াত।

৫১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই চন্দন বারিবিন্দু দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বারিবিন্দু দানেরই ফল।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফুসিতকম্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফুসিতকম্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. প্রভাঙ্কর স্থবির অপদান

৫৩. গভীর বনে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর ভগবানের একটি চৈত্য ছিল। তাতে বহু হিংস্র শিকারী পশু অবাধে বসবাস করত।

৫৪. তাই সেই চৈত্যটি ছিল বেশ বিপদসংকুল। তেমন কেউই সেখানে চৈত্য বন্দনা করতে যেত না। সেই চৈত্যটি তখন ভেঙে গিয়ে তৃণলতাগুল্মে ছেয়ে গিয়েছিল।

৫৫. পিতামাতার মৃত্যুর পর আমি তখন এক বনকর্মী হয়েছিলাম। একদিন গভীর বনে তৃণলতাগুল্ম সমাকীর্ণ একটি স্তূপ দেখতে পেয়েছিলাম।

৫৬. আমি সেই বুদ্ধস্তূপটি দেখে বেশ সগৌরবে পরিচর্যা করেছিলাম। মনে মনে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, বুদ্ধশ্রেষ্ঠের এই স্তূপটি অযত্ন-অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

৫৭. আমি তখন সেই বুদ্ধস্তূপটির গুণাগুণ ও যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে না জেনেও বুদ্ধস্তূপটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে অন্য কাজে লেগে গিয়েছিলাম।

৫৮. তারপর আস্তে আস্তে করে তৃণকাষ্ঠ ও বালি পরিস্কার করে সেই চৈত্যটিকে বন্দনা করে আটবার প্রদক্ষিণ করে চলে গিয়েছিলাম।

৫৯. সেই সুকৃত কর্মের প্রভাবে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ

করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৬০. সেখানে আমার জন্য সুনির্মিত ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ সুবর্ণ প্রভাস্বর ব্যামপ্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছিল।

৬১. আমি দেবলোকে তিনশবার দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পঁচিশবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৬২. ভবাভবে জন্মপরিভ্রমণকালে আমি মহাভোগসম্পত্তি লাভ করেছিলাম এবং তখন আমার ভোগ্যসম্পত্তির কোনো কমতি ছিল না। ইহা আমার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করারই ফল।

৬৩. আমি যখন সিবিকা হস্তীর পিঠে চড়ে গভীর অরণ্যে যেতাম, তখন যেদিকেই যেতাম আমার আশ্রয়ের কোনো অভাব থাকত না।

৬৪. পথিমধ্যে আমি কোনো ধরনের স্থাণু, কাঁটা বা গোঁজা দেখতে পেতাম না। অতীতের পুণ্য-প্রভাবে সেগুলো আপনাতেই সরে যেতো।

৬৫. আমার শরীরে কখনো কোনো কুষ্ঠরোগ, ফোঁড়া, চর্মরোগ, মৃগীরোগ, খোঁস-পাঁচড়া, দাউদ, চুলকানি প্রভৃতি রোগ দেখা দিত না। ইহা আমার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করারই ফল।

৬৬. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল তা হচ্ছে, সেই থেকে আমার শরীরে কোনো প্রকার ফুসকুরি দেখা দেয়নি।

৬৭. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল তা হলো, সেই থেকে আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে এই দুই ভবেই মাত্র জন্মেছি।

৬৮. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল তা হচ্ছে, সেই থেকে আমার মুখবর্ণ সর্বদাই প্রভাস্বর, উজ্জ্বল ও সুবর্ণবর্ণ থাকত।

৬৯. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল তা হলো, সেই থেকে আমার জীবনে অপ্রিয় জিনিস দূরে সরে যেতো এবং প্রিয় জিনিসই আমার কাছে উপস্থিত হতো।

৭০. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল তা হচ্ছে, সেই থেকে জন্মে জন্মে আমার চিত্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ, একাগ্র ও সমাহিত থাকত।

৭১. বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে আমার অন্য আরও আশ্চর্য ফল লাভ হয়েছিল তা হলো, একাসনে বসেই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম

হয়েছি।

৭২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধস্তূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করারই ফল।

৭৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান প্রভাঙ্কর স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[প্রভাঙ্কর স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. তৃণকুটিদায়ক স্থবির অপদান

৭৪. বন্ধুমতি নগরে আমি ছিলাম একজন শ্রমিক। পরের কাজ করেই আমি জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতাম।

৭৫. একদিন নির্জনে বসে আমি এইরূপ চিন্তা করেছিলাম, জগতে বুদ্ধের আবর্ভাব হয়েছে, কিন্তু আমার তো তেমন কোনো সামর্থ্য নেই।

৭৬. আমার গতি ঠিক করার এখনই উপযুক্ত সময়। সেই সুক্ষণটি এখন আমার তৈরি হয়েছে। পাপী সত্ত্বগণ বিষম নারকীয় দুঃখে নিপতিত হয়।

৭৭. এইরূপ চিন্তা করে আমি আমার মালিকের কাছে গিয়েছিলাম এবং একটি কাজের প্রার্থনা জানিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করেছিলাম।

৭৮. তৃণকাষ্ঠ ও বালি সংগ্রহ করে আমি তখন ত্রিদণ্ডে স্থিত একটি তৃণকুটি নির্মাণ করেছিলাম।

৭৯. সেই কুটিটি সংঘের উদ্দেশে দান করে আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে মালিকের কাছে গিয়েছিলাম।

৮০. সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম। সেখানে আমার জন্য অনিন্দ্য সুন্দর দিব্যবিমান নির্মিত হয়েছিল।

৮১. সেখানে আমার হাজার কাণ্ডবিশিষ্ট, ধ্বজা-পতাকাময় ও হিরণ্ময় দিব্যবিমান উৎপন্ন হয়েছিল।

৮২. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই আমার সংকল্পের কথা জেনে আমার জন্য প্রাসাদ উপস্থিত হতো।

৮৩. যেকোনো ধরনের ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষ আমার জীবনে কখনো দেখা

দিত না। ইহা আমার তৃণকুটির দানেরই ফল।

৮৪. সিংহ, বাঘ, নেক্রেবাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরাও আমাকে এড়িয়ে চলতো। ইহা আমার তৃণকুটির দানেরই ফল।

৮৫. সরীসৃপ প্রাণীকুল, সাপ, ভূত, কুম্ভাণ্ড ,রাক্ষস প্রভৃতি সত্ত্বগণও আমাকে এড়িয়ে চলতো। ইহা আমার তৃণকুটির দানেরই ফল।

৮৬. আমি কখনো পাপমূলক দুঃস্বপ্ন দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারি না। আমার মনে সব সময় স্মৃতি উপস্থিত থাকত। ইহা আমার তৃণকুটির দানেরই ফল।

৮৭. এইরূপে তৃণকুটির দানের ফল ভোগ করে আমি গৌতম ভগবানের কাছে ধর্ম সাক্ষাৎ করেছিলাম।

৮৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তৃণকুটি দানেরই ফল।

৮৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণকুটিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণকুটিদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. উত্তরীয়দায়ক স্থবির অপদান

৯০. হংসবতী নগরে আমি তখন অধ্যাপক, মন্ত্রধর ও ত্রিবিদে পারদর্শী এক ব্রাহ্মণ ছিলাম।

৯১. জাতিতে বিশুদ্ধ ও সুশিক্ষিত আমি শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে জল সেচনের জন্যে নগর হতে বের হয়েছিলাম।

৯২. সর্ববিধ ধর্মে পারদর্শী জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ হাজারো ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে নগরে প্রবেশ করছিলেন।

৯৩. অর্হৎ পরিবেষ্টিত অনিন্দ্য সুন্দর অকুতোভয়ী বুদ্ধকে দেখে আমার মন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

৯৪. হাত জোড় করে নতশিরে আমি সেই সুব্রত বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নচিত্তে একটি উত্তরীয় দান করেছিলাম।

৯৫. আমি দুহাতে উত্তরীয় বস্ত্রটি ধরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে

দিয়েছিলাম। দেখা গেল সেই বস্ত্রটি তখন সমগ্র বুদ্ধ পরিষদকে আচ্ছাদিত করেছিল।

৯৬. সেই উত্তরীয় বস্ত্রটি তখন পিণ্ডচারণরত মহাভিক্ষুসংঘের মাথার উপর শামিয়ানার মতো করে স্থিত হয়েছিল। সেই দৃশ্যটি আমাকে ভীষণভাবে আনন্দ দিয়েছিল।

৯৭. ঘর হতে বের হয়ে পথে দাঁড়িয়ে স্বয়ম্ভু অগ্রপুদ্গল শাস্তা আমার সেই দান অনুমোদন করেছিলেন এই বলে :

৯৮. যে ব্যক্তি আমাকে অতীব প্রসন্নচিত্তে একটি উত্তরীয় বস্ত্র দান করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন।

৯৯. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং পঞ্চাশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে।

১০০. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে দেবলোকে বসবাসকালে তার উপর শতযোজন বিস্তৃত শামিয়ানার মতো বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকবে।

১০১. ছত্রিশবার সে চক্রবর্তী রাজা হবে, আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

১০২. ভবভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণকালে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে মনে মনে সে যখনি যেটি চাইবে তৎক্ষণাৎ তার সেটি উৎপন্ন হবে।

১০৩. এই ব্যক্তি কোশেয়্য কম্বল, ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র ও বহু মূল্যবান বস্ত্র লাভ করবে।

১০৪. এই ব্যক্তি যখনি যেটি চাইবে তৎক্ষণাৎ সেটি লাভ করবে। সব সময় সে একটি মাত্র বস্ত্রদানের ফল এভাবেই ভোগ করবে।

১০৫. পরবর্তীকালে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে গৌতম ভগবানের কাছে ধর্ম প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করবে।

(অতঃপর স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন)

১০৬. অহো, আমি মহর্ষি সর্বজ্ঞ বুদ্ধের কাছে কত সুকর্মই না করেছিলাম! মাত্র একটি বস্ত্র দান করেই আমি অমৃতপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

১০৭. মণ্ডপে, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যঘরে আমি যেখানেই বসবাস করি না কেন, সবখানেই আমার দিব্যবিমানের চারপাশে শামিয়ানার মতো বস্ত্রাচ্ছাদনী ধারণ করা হতো।

১০৮. আমি অযাচিতভাবেই দান পাওয়া চীবরই পরিধান করি এবং অন্নপানীয়সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করি। ইহা আমার উত্তরীয় বস্ত্র

দানেরই ফল।

১০৯. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বস্ত্রদানেরই ফল।

১১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উত্তরীয়দায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উত্তরীয়দায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ধর্মশ্রবণীয় স্থবির অপদান

১১১. সর্বধর্মে পারদর্শী জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ চতুরার্যসত্য দেশনা দিয়ে বহু মানুষকে মুক্ত করেছিলেন।

১১২. তখন আমি একজন বিখ্যাত জটিল সন্ন্যাসী। একদিন আমি বল্কলবস্ত্র ধুনতে ধুনতে আকাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

১১৩. যেতে যেতে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের ঠিক উপরে যাওয়ার সাথে সাথে আমি আর যেতে পারছিলাম না। শেলবিদ্ধ পাখির ন্যায় আর যেতে পারছিলাম না।

১১৪. ভাবছিলাম, অতীতে আমার চলার পথে এমনটি তো কখনো হয়নি! জলে ডুব দিয়ে চলার মতো করেই আমি আকাশপথ দিয়ে চলাচল করি।

১১৫. কোনো এক মহৎ মানুষ হয়তো নিচে বসে থাকতে পারেন। খুঁজে দেখলে সবচেয়ে ভালো হয়। তাতে ইহার কারণটি জানা যাবে।

১১৬. আকাশ থেকে নামার সময় আমি শাস্তার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। তখন তিনি অনিত্য বিষয়ে দেশনা করছিলেন। আমি মাটিতে নেমে তাঁর কাছ থেকে সেটি শিখে নিয়েছিলাম।

১১৭. তাঁর কাছ থেকে অনিত্যসংজ্ঞা লাভের পর আমি আমার আশ্রমে চলে গিয়েছিলাম এবং যথা আয়ুষ্কাল বেঁচে থেকে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১১৮. আমি এই শেষ জন্মেও সেই ধর্মশ্রবণের কথা স্মরণ করেছিলাম। পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১১৯. ত্রিশ হাজার কল্প আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম এবং

একান্নবার দেবরাজত্ব করেছিলাম।

১২০. একাত্তরবার আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম।

১২১. পিতৃগৃহে বসে এক ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ গাথাযোগে দেশনা করার সময় অনিত্য সম্পর্কে বলেছিলেন।

১২২. ভবভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণকালে আমি সেই লব্ধসংজ্ঞা অনুস্মরণ করতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অচ্যুতপদ নির্বাণ লাভ করিনি।

১২৩. সকল সংস্কার অনিত্য, উৎপত্তি ও বিলয়ধর্মী, উৎপন্ন হওয়ার পরক্ষণেই নিরুদ্ধ হয়। সেগুলোর অনবশেষ উপশমই সুখ।

১২৪. এই গাথা শুনে আমি আমার পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করেছিলাম। তারপর একাসনে বসেই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১২৫. আমি মাত্র সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণ অবগত হয়ে আমাকে উপসম্পদা দিয়েছিলেন।

১২৬. বালক বয়সেই আমি আমার সমস্ত করণীয় সম্পন্ন করেছি। শাক্যপুত্রের শাসনে এখন আমার করণীয় কী-ই বা আছে!

১২৭. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সদ্ধর্ম শ্রবণেরই ফল।

১২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধর্মশ্রবণীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধর্মশ্রবণীয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. উৎক্ষিপ্ত পদুমীয় স্থবির অপদান

১২৯. হংসবতী নগরে আমি এক মালি ছিলাম। সরোবরে নেমে আমি শত পাপড়িযুক্ত পদ্মফুল খুঁজতেছিলাম।

১৩০-১৩১. সর্ববিধ ধর্মে পারদর্শী জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ লক্ষ শান্তচিত্ত, ষড়াভিজ্ঞ, ধ্যানী, পরিশুদ্ধ ক্ষীণাসব অর্হৎকে সঙ্গে নিয়ে আমার উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধির জন্যে আমার কাছে এসেছিলেন।

১৩২. আমি দেবাতিদেব লোকনায়ক স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে দেখেই বৃন্তচ্যুত করে

একটি শত পাপড়িযুক্ত পদ্মফুল আকাশে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

১৩৩. হে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বীর, সত্যই আপনি যদি বুদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে নিজে গিয়ে শত পাপড়িযুক্ত পদ্মফুলগুলো মাথায় ধারণ করুন।

১৩৪. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম মহাবীর অধিষ্ঠান করেছিলেন। বুদ্ধের অমিত প্রভাবে সেই পদ্মফুলগুলো মাথার উপর স্থিত হয়েছিল।

১৩৫. সেই সুকৃত পুণ্য-প্রভাবে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৩৬. সেখানে আমার সুনির্মিত দিব্যবিমানকে ‘শতপত্র’ বলা হয়। সেটি ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ।

১৩৭. আমি হাজারবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজ্যে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পঁচাত্তরবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৩৮. আর আমি অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম। পূর্বকৃত সুকর্মের ফলই আমি ভোগ করেছিলাম।

১৩৯. মাত্র একটি পদ্মফুল দানের ফলে আমি দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম এবং গৌতম ভগবানের ধর্ম সাক্ষাৎ করেছিলাম।

১৪০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম ধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই আমি অবস্থান করছি।

১৪১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদ্মফুল দানেরই ফল।

১৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উৎক্ষিপ্ত পদুমীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উৎক্ষিপ্ত পদুমীয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[গন্ধোদক-বর্গ চৌত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

গন্ধধূপিয়, উদকপূজক, পুন্নাগপুষ্পিয়, একদুস্‌স,
ফুসিত, প্রভাঙ্কর, তৃণকুটিদায়ক, উত্তরীয়,
ধর্মশ্রবণীয় ও উৎক্ষিপ্ত পদুমীয় এই দশে মিলে
মোট একশত বিয়াল্লিশটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

* * *

৩৫. একপদুমীয়-বর্গ

১. একপদুমীয় স্থবির অপদান

১. সর্ববিধ ধর্মে পারদর্শী জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ ভবভবান্তরে ধর্মকে সহজবোধ্য উপায়ে ব্যাখ্যা করে বহু সত্ত্বকে সংসারস্রোত পার করে দিয়েছিলেন।

২. আমি তখন হংসরাজ হয়ে জন্মেছিলাম। আমি ছিলাম পাখিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আমি তখন প্রাকৃতিক হ্রদে অবগাহন করে হংসক্রীড়া করছিলাম।

৩. পরম পূজনীয় লোকবিদ জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ সেই প্রাকৃতিক হ্রদের উপরে এসেছিলেন।

৪-৫. দেবাতিদেব লোকনায়ক স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে দেখে আমি একটি মনোরম শত পাপড়িযুক্ত পদ্মফুল বৃন্তচ্যুত করে ঠোঁটে নিয়ে অতীব প্রসন্নমনে অনন্ত আকাশে ছুঁড়ে মেরে লোকনায়ক বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

৬. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর শাস্তা অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে এই বলে আমার দান অনুমোদন করেছিলেন।

৭. এই একটি মাত্র পদ্মফুল দানের ফলে ও প্রার্থনাবলে সে লক্ষকল্প বিনিপাত অপায় গমন করবে না।

৮. এই বলে পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আমার কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে যথেচ্ছা চলে গিয়েছিলেন।

৯. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একপদুমীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একপদুমীয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির অপদান

১১. চন্দ্রভাগা নদীতীরে তখন আমি এক বানর হয়েছিলাম। একদিন আমি পর্বতমধ্যে উপবিষ্ট বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১২. তখন তিনি সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের সর্বদিক আলোকিত করে জ্বল জ্বল করছিলেন। এমন মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন ও অশীতি অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন বুদ্ধকে দেখে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম।

১৩. অতীব উদগ্র চিত্তে, প্রীতি-প্রফুল্ল মনে আমি তিনটি উৎপলপুষ্প হাতে নিয়ে তাঁর মাথার উপর দান করেছিলাম।

১৪. মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে পুষ্পগুলো দান করে আমি অত্যন্ত সগৌরবে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

১৫. অতীব প্রসন্নমনে তাঁকে পিছন ফেলে যাবার সময় তীরের শূলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ[১] ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৭. আমি তিনশতবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ধ্বজাদায়ক স্থবির অপদান

২০. তখন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম শাস্তা তিষ্য বুদ্ধ ছিলেন। উপধিক্ষয়ী বুদ্ধকে দেখে আমি ধ্বজা দান করেছিলাম।

২১. সেই সুকৃত কর্মের পুণ্য-প্রভাবে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২২. আমি তিনশতবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

---

[১]। মূলে আছে 'মনুষ্যদেহ'। কিন্তু ঘটনাপরম্পরা বিচার করলে দেখা যায় এটি হওয়ার কথা 'বানরদেহ'। (অনুবাদক)

২৩. আমি অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম। এভাবে আমি আমার পূর্বকৃত সুকর্মের ফল ভোগ করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধ্বজাদানেরই ফল।

২৫. আজ আমি চাইলেই সমগ্র পর্বত কাননকে ক্ষৌমবস্ত্রে ঢেকে ফেলতে পারি। ইহা আমার কৃতকর্মেরই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধ্বজাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধ্বজাদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ত্রিকিংকণিপূজক স্থবির অপদান

২৭. হিমালয়ের অনতিদূরে 'ভূতগণ' নামক একটি পর্বত ছিল। সেখানে আমি গাছের মাথায় ঝুলে থাকা পাংশুকূল চীবর দেখেছিলাম।

২৮. তখন আমি তিনটি কিংকণিপুষ্প সংগ্রহ করে আনন্দিত মনে সেই পাংশুকূল চীবরকে পূজা করেছিলাম।

২৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পদানেরই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিকিংকণিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিকিংকণিপূজক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নলাগারিক স্থবির অপদান

৩১. হিমালয়ের অনতিদূরে 'হারিত' নামক একটি পর্বত ছিল। স্বয়ম্ভু নারদ বুদ্ধ তখন সেখানে একটি বৃক্ষমূলে বসবাস করছিলেন।

৩২. আমি নলখাগ্ড়া দিয়ে একটি কুটির তৈরি করে দিয়ে তাতে

তৃণাচ্ছাদন দিয়েছিলাম। চঙ্ক্রমণস্থান পরিস্কার করে দিয়ে আমি স্বয়ম্ভু কে দান করেছিলাম।

৩৩. এই পুণ্যের ফলে আম চৌদ্দ কল্প দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম এবং চুয়াত্তরবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

৩৪. চুয়াত্তরবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। আর অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হয়েছিলাম।

৩৫. আমার দিব্যবিমানটি ছিল ইন্দ্রভবনের ন্যায় সুউচ্চ, হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট, অত্যন্ত প্রভাস্বর ও অতুলনীয়।

৩৬. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে আমি দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগ করে গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৩৭. ভাবনায় নিয়োজিত হয়ে অচিরেই আমি উপশান্ত নিরুপধি হয়েছি এবং নাগের মতো সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নলাগারিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলাগারিক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. চম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩৯. হিমালয়ের অনতিদূরে ‘জাপল’ নামক একটি পর্বত ছিল। সেই পর্বতে সুদর্শন নামক বুদ্ধ বসবাস করেছিলেন।

৪০. একদিন আমি হাতে ফুল নিয়ে হিমালয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে স্রোতোত্তীর্ণ, সম্পূর্ণ অনাসক্ত, বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪১. আমি তখন মাথায় করে সাতটি চম্পকপুষ্প নিয়ে মহর্ষি স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৪২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চম্পকপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চম্পকপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পদুমপূজক স্থবির অপদান

৪৪. হিমালয়ের অনতিদূরে রোমসো নামক একটি পর্বত ছিল। সেই পর্বতের খোলা আকাশের নিচে সম্ভব নামক বুদ্ধ বসবাস করেছিলেন।

৪৫. ভবন হতে বের হয়ে আমি পদ্মফুল ধারণ করেছিলাম এবং একবার মাত্র ধারণ করার পর পুনরায় ভবনে চলে গিয়েছিলাম।

৪৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

[তেরতম ভাণবার সমাপ্ত]

৮. তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান

৪৮. হিমালয়ের অনতিদূরে লম্বক নামক একটি পর্বত ছিল। সেই পর্বতে উপতিষ্য নামক সম্বুদ্ধ উন্মুক্ত আকাশে চঙ্ক্রমণ করছিলেন।

৪৯. তখন আমি গভীর অরণ্যে মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি দেবাতিদেব অপরাজিত স্বয়ম্ভু সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলোম।

৫০. তখন আমি অতীব প্রসন্নমনে মহর্ষি বুদ্ধকে বসার জন্য এক মুষ্টি তৃণ দান করেছিলাম।

৫১. দেবাতিদেব সম্বুদ্ধকে দান দেওয়ার পর আমার চিত্ত আরও বেশি করে প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। তারপর সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৫২. চলে যাবার সাথে সাথে আমাকে পশুরাজ সিংহ ভীষণভাবে আক্রান্ত করেছিল। সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৫৩. মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমি অনাসক্ত বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে যেই কর্ম করেছিলাম, সেই পুণ্যের ফলে তীরের গতিতে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৫৪. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে সেখানে আমার দিব্যপ্রাসাদটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর, হাজার কাণ্ডবিশিষ্ট, শত গম্বুজবিশিষ্ট, ধ্বজাসম্পন্ন ও হিরন্ময়।

৫৫. শতরশ্মি সূর্যের উদয় হলেও সেই দিব্যপ্রসাদের প্রভা ততটুকু ম্লান হতো না। আর দেবকন্যারা আমাকে নানাভাবে আমোদিত করে রাখত।

৫৬. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে আমি আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

৫৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বসার আসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার এক মুষ্টি তৃণদানেরই ফল।

৫৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. তিন্দুকফলদায়ক স্থবির অপদান

৫৯. আমি পর্বত-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট কণিকার পুষ্পের মতো উজ্জ্বল, স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত, বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬০. কোষযুক্ত তিন্দুক ফল দেখে আমি প্রথমে খোসা ফেলে দিয়ে তারপর অতীব প্রসন্নমনে স্বয়ম্ভু কে দান করেছিলাম।

৬১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিন্দুকফল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিন্দুকফল স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. একাঞ্জলিয় স্থবির অপদান

৬৩. সেই সময় রোমসো নামক সম্বুদ্ধ নদীর পাড়ে বসবাস করছিলেন। একদিন আমি পীতরশ্মি চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬৪. উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মতো, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির মতো ও আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলা অতীব শোভমান শুকতারার মতো সম্বুদ্ধকে একবার মাত্র অঞ্জলি নিবেদন করেছিলাম।

৬৫. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই অঞ্জলি নিবেদন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অঞ্জলি নিবেদনেরই ফল।

৬৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একাঞ্জলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাঞ্জলিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[একপদুমীয়-বর্গ পঁয়ত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পদুমীয়, উৎপলমালিয়, ধ্বজাদায়ক, কিংকণি,
নলাগারিক, চম্পক, পদুম, তৃণমুষ্টি, তিন্দুক,
একাঞ্জলিয় স্থবির এই দশে মিলে
মোট ছেষট্টি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

* * *

৩৬. শব্দসংজ্ঞক-বর্গ

১. শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১. আমি তখন গভীর অরণ্যে এক মৃগশিকারী ছিলাম। একদিন আমি সেখানে দেবসংঘ-পরিবেষ্টিত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২. তিনি তখন মহাজনতাকে উদ্ধারের তরে চতুরার্যসত্য দেশনা করছিলেন। আমিও তার সেই কোকিলস্বরতুল্য সুমধুর বাক্য শুনেছিলাম।

৩. সেই লোকবন্ধু শিখী মুনির ব্রহ্মস্বরের প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে আজ আমি আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার চিত্ত-প্রসন্নতারই ফল।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শব্দসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শব্দসংজ্ঞক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. যবকলাপিয় স্থবির অপদান

৬. তখন আমি অরুণবতী নগরে যবশস্য চাষী ছিলাম। একদিন পথে সম্বুদ্ধকে দেখে একগুচ্ছ যবশস্য বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

৭. পরম করুণাময় অনুকম্পাকারী লোকাগ্রনায়ক শিখী বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে সেই যবশস্যের গুচ্ছের উপর বসেছিলেন।

৮. সেই যবশস্যের উপর বিমল বিনায়ক মহাধ্যানীকে উপবিষ্ট দেখে আমার মন অসীম প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। তারপর আমি সেখানে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার যবগুচ্ছ বিছিয়ে দেওয়ারই ফল।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যবকলাপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যবকলাপিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কিংশুকপূজক স্থবির অপদান

১১. সুপুষ্পিত কিংশুক পুষ্প দেখে আমি হাত জোড় করে সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে স্মরণ করে আকাশে পূজা করেছিলাম।

১২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিংশুকপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিংশুকপূজক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সকোষক কোরণ্ডদায়ক স্থবির অপদান

১৪. লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধের হেঁটে যাওয়ার পদচিহ্ন দেখে আমি আমার পরিধেয় মৃগচর্মকে একাংশ করে সেই শ্রেষ্ঠ পদচিহ্নকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

১৫. ধরণীতে জন্ম নেওয়া করবীপুষ্প দেখে আমি সেটিকে কোষসহ নিয়ে বুদ্ধের পদচিহ্নকে পূজা করেছিলাম।

১৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদচিহ্ন পূজারই ফল।

১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সকোষক কোরণ্ডদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সকোষক কোরণ্ডদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. দণ্ডদায়ক স্থবির অপদান

১৮. তখন আমি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে বাঁশ কেটে অবলম্বন তৈরি করে সংঘকে দান করেছিলাম।

১৯. অতীব প্রসন্নচিত্তে সেই সুব্রত সংঘকে আলম্বন দান করে ও অভিবাদন করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

২০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দণ্ড বা অবলম্বন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দণ্ডদানেরই ফল।

২১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দণ্ডদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[দণ্ডদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অম্বযাগুদায়ক স্থবির অপদান

২২. স্বয়ম্ভু অপরাজিত শতরশ্মি সম্বুদ্ধ সমাধি হতে উঠে ভিক্ষার জন্যে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

২৩. সদা প্রসন্নমনা পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে আমি অতীব প্রসন্নমনে অম্লযাগু দান করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অম্লযাগু দানেরই ফল।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বযাগুদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বযাগুদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সুপুটক পূজক স্থবির অপদান

২৬. দিবাবিহার করার পর লোকনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধ ভিক্ষা করতে করতে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

২৭. তারপর আমি অতীব প্রীতিপূর্ণ মন নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে একটি ছোট্ট লবণের কৌটা দান করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই লবণের কৌটা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার লবণের কৌটা দানেরই ফল।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুপুটক পূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুপুটক পূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান

৩০. আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে একটি মঞ্চ (খাট) দান করেছিলাম।

৩১. সেই মঞ্চদানের ফলে আমি হস্তিযান, অশ্বযান ও দিব্যযান লাভ করেছিলাম। পরিশেষে আজ আমি আসবক্ষয় জ্ঞানও লাভ করেছি।

৩২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই মঞ্চ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মঞ্চদানেরই ফল।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মঞ্চদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. শরণগমনীয় স্থবির অপদান

৩৪. তখন আমি একজন আজীবক সন্ন্যাসী ছিলাম। একদিন এক ভিক্ষু ও আমি একসাথে একটি নৌকায় উঠেছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল নৌকাটি আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছিল। তখন সেই ভিক্ষু আমাকে ত্রিশরণ দিয়েছিলেন।

৩৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে সেই ভিক্ষু যেদিন আমাকে ত্রিশরণ দিয়েছিলেন সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ত্রিশরণ গ্রহণেরই ফল।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শরণগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শরণগমনীয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পিণ্ডপাতিক স্থবির অপদান

৩৭. তখন তিষ্য সম্বুদ্ধ গভীর অরণ্যে অবস্থান করছিলেন। আমি তুষিত স্বর্গ হতে এখানে এসে পিণ্ডপাত দান করেছিলাম।

৩৮. মহাযশস্বী তিষ্য সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে আমি গভীর প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিলাম এবং তারপর তুষিত স্বর্গে চলে গিয়েছিলাম।

৩৯. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফল।

৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিণ্ডপাতিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিণ্ডপাতিক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[শব্দসংজ্ঞক-বর্গ ছত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

শব্দসংজ্ঞক, যবকলাপিয়, কিংশুক, কোরণ্ডদায়ক,
দণ্ডদায়ক, অম্বযাগু, সুপুটকপূজক ও মঞ্চদায়ক,
শরণগমনীয় ও পিণ্ডপাতিক স্থবির এই দশে মিলে,
মোট চল্লিশটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

*　　*　　*

৩৭. মন্দারবপুপ্পিয়-বর্গ

১. মন্দারবপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১-২. তাবতিংস দেবলোক হতে আমি মঙ্গল নামক মানবক এখানে এসে মন্দারবপুষ্প হাতে নিয়ে সমাধিতে উপবিষ্ট মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের মাথার উপর ধারণ করেছিলাম। সপ্তাহকাল পর্যন্ত এভাবে ধারণ করে দেবলোকে পুনরায় চলে গিয়েছিলাম।

৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মন্দারবপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মন্দারবপুপ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কক্কারুপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৫. যাম দেবলোক হতে এখানে এসে অতীব সুন্দর কক্কারু-পুষ্পমাল্য নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৬. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কক্কারুপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কক্কারুপুপ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ভিসমুলালদায়ক স্থবির অপদান

৮. সর্ববিধ ধর্মে পারদর্শী সর্বজ্ঞ ফুশ্য সম্বুদ্ধ বিবেকসুখে অবস্থানের ইচ্ছায় আমার কাছে এসেছিলেন।

৯. তখন বুদ্ধশ্রেষ্ঠ মহাকারুণিক জিনের প্রতি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে তাঁকে

পদ্মফুলের ডাঁটা দান করেছিলাম।

১০. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পদ্মফুলের ডাঁটা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পদ্মফুলের ডাঁটা দানেরই ফল।

১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভিসমুলালদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভিসমুলালদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কেশরপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১২. তখন আমি হিমালয় পর্বতে একজন বিদ্যাধর ছিলাম। একদিন আমি মহাযশস্বী বিরজ বুদ্ধকে চঙ্ক্রমণ করতে দেখেছিলাম।

১৩. তখন আমি তিনটি কেশরপুষ্প মাথায় করে নিয়ে বেস্সভূ সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে পূজা করেছিলাম।

১৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কেশরপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কেশরপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অংকোলপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৬. পদুম সম্বুদ্ধ তখন চিত্তকূটে বসবাস করছিলেন। একদিন আমি সেই অপরাজিত স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৭. সুপুষ্পিত অংকোলপুষ্প দেখে আমি তা নিয়ে পরম জিন পদুম সম্বুদ্ধের কাছে পূজা করেছিলাম।

১৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার

বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অংকোলপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অংকোলপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২০. একসময় বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।

২১. আমি আমার উত্তম প্রসাদে বসেই লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আমি কদম্বপুষ্প হাতে নিয়ে বিপশ্বী ভগবানকে পূজা করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কদম্বপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. উদ্দালকপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৪. অনোম নামক সম্বুদ্ধ এক নদীর উপকূলে বসবাস করছিলেন। আমি উদ্দালক পুষ্প হাতে নিয়ে অপরাজিত বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

২৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদ্দালকপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদ্দালকপুপ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. এক চম্পকপুপ্পিয় স্থবির অপদান

২৭. এক উপশান্ত সম্বুদ্ধ পর্বতমধ্যে বসবাস করছিলেন। একদিন আমি এক চম্পকপুষ্প হাতে নিয়ে সেই নরোত্তম সম্বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

২৮. আমি অতীব প্রসন্নমনে সেই অপরাজিত মুনিশ্রেষ্ঠ পচ্চেক সম্বুদ্ধকে দুহাত জোড় করে পূজা করেছিলাম।

২৯. আজ থেকে পঁয়ষট্টি কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান এক চম্পকপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[এক চম্পকপুপ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. তিমিরপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৩১. আমি তখন চন্দ্রভাগা নদীতীরের নিম্ন অববাহিকায় বসবাস করছিলাম। একদিন আমি সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩২. আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে তিমিরপুষ্প হাতে নিয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ পচ্চেক বুদ্ধের মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৩৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিমিরপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিমিরপুষ্পিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সললপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩৫. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক কিন্নর হয়েছিলাম। সেখানে আমি একদিন দেবাতিদেব নরোত্তম বুদ্ধকে চঙ্ক্রমণ করতে দেখেছিলাম।

৩৬. সললপুষ্প সংগ্রহ করে আমি বুদ্ধকে দান করেছিলাম। তখন মহাবীর বুদ্ধ দিব্যগন্ধযুক্ত সললপুষ্পের গন্ধ শুঁকেছিলেন।

৩৭. লোকনায়ক মহাবীর বিপশ্বী সম্বুদ্ধ সেগুলো হাতে নিয়ে আমার সামনেই সললপুষ্পের গন্ধ শুঁকেছিলেন।

৩৮. আমি অতীব প্রসন্নমনে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে বন্দনা করার পর হাত জোড় করে পুনরায় পর্বতে চলে গিয়েছিলাম।

৩৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সললপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সললপুষ্পিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[মন্দারবপুষ্পিয়-বর্গ সাঁইত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

মন্দার, কক্কারু, ভিসমুলাল, কেশর, অংকোল,
কদম্ব, উদ্দালক, একচম্পক, তিমিরপুষ্পিয়,
এবং সললপুষ্পিয় এই দশটি অপদান মিলে
মোট চল্লিশটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

* * *

৩৮. বোধিবন্দনা-বর্গ

১. বোধিবন্দক স্থবির অপদান

১. সেই সময় ধরণীজাত হরিদ্বর্ণ পাটলী বোধিবৃক্ষকে আমি একাংশ করে হাত জোড় করে বন্দনা করেছিলাম।

২-৩. আমি হাত জোড় করে পরম গৌরব-সহকারে ভিতর শুদ্ধ, বাহির শুদ্ধ, সুবিমুক্ত, অনাসক্ত, লোকপূজিত, করুণা-জ্ঞানসাগর সাক্ষাৎ বিপশ্বী সম্বুদ্ধের ন্যায় পাটলী বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম।

৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিবৃক্ষ বন্দনারই ফল।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বোধিবন্দক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বোধিবন্দক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পাটলীপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৬. স্বয়ম্ভু অগ্রপুদ্গল জিন বিপশ্বী ভগবান সশিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে বন্ধুমতি নগরে প্রবেশ করেছিলেন।

৭. আমি তখন আমার মাথায় তিনটি পাটলীপুষ্প স্থাপন করে স্নান করার ইচ্ছায় নদীর ঘাটে গিয়েছিলেন।

৮-৯. বন্ধুমতি নগর হতে বের হয়ে ইন্দ্রপরীর ন্যায় আলোকোজ্জ্বল, সূর্যের ন্যায় প্রবল তেজস্বী, বাঘের ন্যায় প্রবল পরাক্রমী ও অভিজাত পশুরাজ সিংহের ন্যায় লোকনায়ক শ্রমণশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১০. তখন আমি ক্লেশমল বিধৌত সুগত বুদ্ধশ্রেষ্ঠের প্রতি অতীব প্রসন্ন হয়ে তিনটি পুষ্প নিয়ে পূজা করেছিলাম।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাটলীপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাটলীপুষ্পিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির অপদান

১৩. চন্দ্রভাগা নদীতীরে তখন আমি এক বানর হয়েছিলাম। একদিন আমি পর্বতের মধ্যে উপবিষ্ট বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৪. সর্বদিক আলোকিত করা সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় মহাপুরুষ লক্ষণ ও অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন বুদ্ধকে দেখে আমি ভীষণভাবে খুশী হয়েছিলাম।

১৫. আমি অতীব উদগ্রমনে ও প্রীতিপূর্ণ আনন্দিত চিত্তে তিনটি উৎপলপুষ্প মাথার উপর দান করেছিলাম।

১৬. মহর্ষি ফুশ্য বুদ্ধকে পুষ্পপূজা করার পর আমি সগৌরবে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

১৭. আমি অতীব প্রসন্নমনে ভগবানকে পেছন ফেলে চলে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমি গিরিখাদে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১৮. সেই সুকৃত কর্মের প্রভাবে ও প্রার্থনাবলে আমি পূর্বের বানরজন্ম ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৯. আমি তিনশতবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২০. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রি-উৎপলমালিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পট্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২২. মহর্ষি পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ যখন পরিনির্বাপিত হলেন, তখন বহু মানুষ সমবেত হয়ে তাঁর শরীর কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

২৩. পদুমুত্তর বুদ্ধের শরীর নিয়ে যাওয়ার সময় সুমধুর সুরে ভেরি বাজানো হচ্ছিল। আমি তখন অতীব প্রসন্নমনে পট্টিপুষ্প দিয়ে শরীর পূজা করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শরীর পূজারই ফল।

২৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পট্টিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পট্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সপ্তপর্ণিয় স্থবির অপদান

২৮. লোকনায়ক সুমন সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্ম নিলে পরে আমি অতীব প্রসন্নমনে সপ্তপর্ণীবৃক্ষ দিয়ে পূজা করেছিলাম।

২৯. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই সপ্তপর্ণীবৃক্ষ দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সপ্তপর্ণীবৃক্ষ দিয়ে পূজা করারই ফল।

৩০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপ্তপর্ণিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তপর্ণিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. গন্ধমুষ্টিয় স্থবির অপদান

৩৩. পরিনির্বাপিত ভগবান বুদ্ধের জন্য শ্মশান তৈরির নানাবিধ সুগন্ধী দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছিল। আমি তাতে অতীব প্রসন্নমনে এক মুষ্টি সুগন্ধী দ্রব্য দান দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৩৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই শ্মশানে সুগন্ধী দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সুগন্ধী দিয়ে পূজা করারই ফল।

৩৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধমুষ্টিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধমুষ্টিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. চিতক পূজক স্থবির অপদান

৩৮. পদুমুত্তর ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তাঁর শরীর শ্মশানমঞ্চে তোলা হলে আমি তাঁকে শালপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৩৯. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শ্মশান পূজারই ফল।

৪০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চিতক পূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চিতক পূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সুমন তালবণ্টিয় স্থবির অপদান

৪৩. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানকে একটি তালপাতার পাখা দান করেছিলাম। এবং সেই সুমনপুষ্পে প্রতিচ্ছন্ন মহার্ঘ তালপাতার পাখাটি ধারণ করেছিলাম

৪৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই তালপাতার পাখা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তালপাতার পাখা দানেরই ফল।

৪৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমন তালবণ্টিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমন তালবণ্টিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সুমনদামিয় স্থবির অপদান

৪৮. স্নাতক তপস্বী সিদ্ধার্থ ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে আমি সুমনপুষ্পমাল্য ধারণ করেছিলাম।

৪৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পমাল্য ধারণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পমাল্য ধারণ করারই ফল।

৫০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমনদামিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমনদামিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. কাসুমারিফলদায়ক স্থবির অপদান

৫৩. পর্বত-অভ্যন্তরে উপবিষ্ট কণিকারপুষ্পের মতো উজ্জ্বল, ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম বিরজ বুদ্ধকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

৫৪. আমি অতীব প্রসন্নমনে নতশিরে হাত জোড় করেছিলাম এবং কাসুমারিফল হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৫৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৫৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কাসুমারিফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কাসুমারিফলদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[বোধিবন্দনা-বর্গ আটত্রিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বোধি, পাটলি, ত্রি-উৎপল, পট্টিপুপ্পিয়, সপ্তপর্ণিয়,
গন্ধমুষ্টিয়, চিতকপূজক, সুমনতালবণ্টিয়, সুমনদামিয়,
কাসুমারি-ফলদায়ক স্থবির এই দশে মিলে,
মোট আটান্নটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

*　　*　　*

৩৯. অবটফল-বর্গ

১. অবটফলদায়ক স্থবির অপদান

১. শতরশ্মি অপরাজিত স্বয়ম্ভু ভগবান সম্বুদ্ধ বিবেকসুখে অবস্থানের ইচ্ছায় ভিক্ষার জন্য বহির্গত হয়েছিলেন।

২. নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দেখে আমি ফল হাতে নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম এবং প্রসন্নমনে অবটফল দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অবটফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অবটফলদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. লবুজদায়ক স্থবির অপদান

৭. সেই সময় আমি বন্ধুমতি নগরের একজন আরামিক ছিলাম। একদিন আমি বিরজ বুদ্ধকে সুনীল আকাশপথ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

৮. আমি লবুজফল হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম। মহাযশস্বী বুদ্ধ আকাশে দাঁড়িয়েই আমার দান গ্রহণ করেছিলেন।

৯. আমার ইহজীবনেই হিতসুখের জন্যে ভীষণ ভক্তিপ্রবণ মন নিয়ে আমি অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে ফল দান করেছিলাম।

১০. তার ফলে আমি বিপুল সুখ ও প্রীতি লাভ করেছিলাম। আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন সেখানে আমার জন্য রত্ন উৎপন্ন হতো।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার

ফলদানেরই ফল।

১২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান লবুজদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[লবুজদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. উদুম্বরফলদায়ক স্থবির অপদান

১৫. পুরুষুত্তম বুদ্ধ বিনতা নদীতীরে অবস্থান করছিলেন। একদিন আমি ভীষণরকম একাগ্র, সুসমাহিত বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৬. তখন আমি আমার ক্লেশমল বিধৌত করার জন্য অতীব প্রসন্নমনে উদুম্বরফল হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

১৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

১৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদুম্বরফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদুম্বরফলদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. পিলক্ষফলদায়ক স্থবির অপদান

২১. গভীর অরণ্যে মহাযশস্বী অর্থদর্শী বুদ্ধকে দেখে আমি অতীব প্রসন্নমনে পিলক্ষফল দান করেছিলাম।

২২. আজ থেকে একশত আঠার কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

২৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিলক্ষফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিলক্ষফলদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. ফারুসফলদায়ক স্থবির অপদান

২৬. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ রথে চড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আমি তাঁকে ফারুসফল (তেঁতুল বা কাগজি লেবু?) দান করেছিলাম।

২৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ফারুসফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ফারুসফলদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. বল্লিফলদায়ক স্থবির অপদান

৩১. তখন বহু মানুষ একসঙ্গে মিলে বনে গিয়েছিলেন। সেখানে ফল খুঁজতে খুঁজতে ফল পেয়েও গিয়েছিলেন।

৩২. সেখানে আমি হঠাৎ অপরাজিত স্বয়ম্ভু সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে বল্লিফল (একজাতীয় লতাফল) দান করেছিলাম।

৩৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৩৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বল্লিফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বল্লিফলদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. কদলিফলদায়ক স্থবির অপদান

৩৭. আমি কণিকার পুষ্পের মতো উজ্জ্বল, ভরা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ ও দ্বীপবৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ময় লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৮. আমি তখন কলা হাতে নিয়ে শাস্তাকে দান করেছিলাম এবং প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করে চলে গিয়েছিলাম।

৩৯. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৪০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কদলিফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কদলিফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পনসফলদায়ক স্থবির অপদান

৪৩. সেই সময় অজ্জুনো নামক পচ্চেক সম্বুদ্ধ হিমালয়ে বসবাস করছিলেন। তিনি ছিলেন ভিক্ষাচারসম্পন্ন ও সমাধিকুশল মুনি।

৪৪. প্রাণরক্ষাকারী বিশাল একটি কাঠাল নিয়ে পাতার উপর রেখে আমি শাস্তাকে দান করেছিলাম।

৪৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৪৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পনসফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পনসফলদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সোণকোটিবীস স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি শ্রেষ্ঠীপদে অধিষ্ঠিত হলেন। একদিন তিনি উপাসকদের সাথে বিহারে গিয়ে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে ভগবানের চঙ্ক্রমণের স্থানটি পাকা করে দিলেন। একটি গুহা তৈরি করে তাতে নানা ধরনের বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত করে, উপরে শামিয়ানা টাঙিয়ে চৌদিকের সংঘকে দান দিলেন এবং সেই সাথে মহাদান দিয়ে প্রার্থনা করলেন। শাস্তা তার প্রার্থনা অনুমোদন করেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে এই কল্পে কাশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ও আমাদের গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে বারণাসীতে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি নদীতীরে একটি পর্ণশালা তৈরি করে বসবাসরত এক পচ্চেক বুদ্ধকে তিনমাস যাবৎ চতুর্প্রত্যয় দিয়ে সেবা-পূজা করেন। পচ্চেক বুদ্ধ বর্ষাবাস শেষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতে চলে গেলেন। সেই কুলপুত্রও আজীবন পুণ্যকর্ম করে সেখান থেকে মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে আমাদের ভগবানের সময়ে চম্পা নগরে এক অগ্রশ্রেষ্ঠীর পরিবারে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তার প্রতিসন্ধি গ্রহণের পর থেকে সেই শ্রেষ্ঠীর ধনসম্পত্তি অতিশয় বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি যেদিন ভূমিষ্ঠ হলেন সেদিন সমস্ত নগরে মহালাভ-সৎকার-সম্মান উৎপন্ন হয়েছিল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি বৃহৎ পরিষদের সাথে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

অতঃপর আমাদের ভগবান যখন সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের পর ধর্মচক্র প্রবর্তন করে বিম্বিসার রাজার আমন্ত্রণে রাজগৃহকে আশ্রয় করে বসবাস করছিলেন, তিনি তার আশি হাজার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রাজগৃহে গেলেন। শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মকথা শুনে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হলেন। মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করেন। তারপর তিনি শাস্তার কাছে কর্মস্থান নিয়ে জনসংসর্গ ত্যাগ করে সীতবনে অবস্থান করতে থাকেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি চিন্তা করলেন, আমার শরীর অত্যন্ত সুকোমল। সুখময় জীবনযাপনের মাধ্যমে সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। তাই শরীরকে কষ্ট দিয়েই শ্রামণ্যব্রত পালন করতে হবে।

তারপর তিনি মনে মনে অধিষ্ঠান করে কঠোর ধ্যানে নিয়োজিত হলেন। তিনি আরব্ধবীর্য-সহকারে চঙ্ক্রমণ করতে করতে পায়ের তলায় ফোঁসকা দেখা

দিল। ভীষণ ব্যাথা করতে লাগল। সেই ব্যাথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আরও দৃঢ়বীর্য-সহকারে ভাবনা করা সত্ত্বেও জ্ঞান লাভে সক্ষম না হওয়ায় তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এমন কঠোরভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি এখনো মার্গফল লাভ করতে পারলাম না। প্রব্রজিত হয়ে থেকে আমার লাভ কী! বরঞ্চ গৃহী হয়ে সুখভোগ করা ও পুণ্যকর্ম করাই ভালো হবে।

অতঃপর শাস্তা তার চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে তার কাছে গেলেন। তাঁকে বীণার উপমাযোগে উপদেশ দিয়ে বীর্যের সমতা বিধানের বিধি বুঝিয়ে দিয়ে কর্মস্থান ঠিক করে দিয়ে ভগবান গৃধ্রকূট পর্বতে চলে গেলেন। এদিকে শাস্তার উপদেশ পেয়ে সোণ বীর্যের সমতা বিধান করে বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিপশ্বী ভগবানের প্রবচন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৯-৫০. বিপশ্বী ভগবানের প্রবচন তথা উপদেশ শুনে আমি অতীব প্রসন্নমনে বন্ধুমা রাজধানীতে একটি গুহা তৈরি করে উক্ত গুহার সমস্ত জায়গা বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে চৌদিকের সংঘকে দান করেছিলাম এবং প্রার্থনা করেছিলাম।

৫১. সম্বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমি যেন প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারি এবং পরমা শান্তি অনুত্তর নির্বাণ লাভ করতে পারি।

৫২. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে নব্বই কল্প ধরে আমি কৃতপুণ্য দেবতা ও মনুষ্য হয়ে বিরোচিত হয়েছিলাম।

৫৩. পরিশেষে আমি এই অন্তিম জন্মে চম্পা নগরে এক প্রধান শ্রেষ্ঠীর ঘরে একমাত্র পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

৫৪. আমার জন্মের সংবাদ শোনার পর আমার পিতার এই ইচ্ছা উৎপন্ন হলো যে, আমি কুমারকে অন্যূন বিশ কোটি ধন দেব।

৫৫. তখন আমার উভয় পদতলে চারি আঙুল প্রমাণ অতীব সূক্ষ্ম, মৃদুস্পর্শ তুলার ন্যায় শুভ্র লোমজাত হয়েছিল।

৫৬. বিগত নব্বই কল্প এবং এই এক কল্পব্যাপী বিস্তৃত সময়ে অনাচ্ছাদিত ভূমিতে আমার পা পড়েছে বলে আমার জানা নেই।

৫৭. আমার বহুল প্রার্থিত অনাগারিক প্রব্রজ্যা আমি লাভ করেছি এবং অর্হত্ত্ব লাভ করে এখন আমি পুরোপুরি শীতিভূত, নিবৃত।

৫৮. এখন আমি সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী বুদ্ধ কর্তৃক স্বীকৃত যে, আমিই

আরব্ধবীর্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখন আমি ক্ষীণাসব অর্হৎ, ষড়াভিজ্ঞ ও মহাঋদ্ধিমান।

৫৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার গুহা দানেরই ফল।

৬০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৩. ভিক্ষুসংঘের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোটিবীস সোণ স্থবির অনোতপ্ত মহানদীতে নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর এভাবেই দিয়েছিলেন।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সোণকোটিবীস স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সোণকোটিবীস স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পূর্বকর্ম পিলোতিক বুদ্ধ অপদান

৬৪-৬৫. অনোতপ্ত নদীর পাশে নানাবিধ রত্ন ও সুগন্ধের মহাসমারোহে রমণীয় শিলাসনে বসে সুবৃহৎ ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত লোকনায়ক সম্যকসম্বুদ্ধ নিজের পূর্বকৃত কর্ম সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছিলেন।

৬৬. হে ভিক্ষুগণ, আমার পূর্বকৃত পিলোতিক (অনাবৃত) কর্মের কথা মন দিয়ে শোন, যা বুদ্ধত্ব লাভের পরও বিপাক দান করে থাকে।

(১)

৬৭. পূর্বে কোনো এক জন্মে আমি মুনালি নামক এক ধূর্ত ছিলাম। তখন আমি নির্দোষ পচ্চেক বুদ্ধ সুরভিকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলাম।

৬৮. সেই কর্মের ফলে আমি দীর্ঘকালব্যাপী নিরয়ে অবস্থান করেছিলাম। সেখানে আমি কঠিন নারকীয় দুঃখ ভোগ করেছিলাম।

৬৯. পরিশেষে আমি এই অন্তিম জন্মে এসেও অন্যতীর্থিয়দের লেলিয়ে

দেওয়া সুন্দরী নামক রমণীর দ্বারা মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়েছি।

(২)

৭০. সর্বাভিভূতকারী বুদ্ধের নন্দ নামক এক শ্রাবক ছিল। তাকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ফলে আমাকে সুদীর্ঘকালব্যাপী নিরয়বাস করতে হয়েছিল।

৭১. আমি দশ হাজার বৎসরব্যাপী নিরয়ে অবস্থান করেছিলাম। তারপর মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়ার পরও আমি বহু মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়েছি।

৭২. পরিশেষে এই অন্তিম জন্মে এসেও চিঞ্চা মানবিকা আমাকে বিশাল জনসম্মুখে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে।

(৩)

৭৩. আমি তখন বহুজনপূজ্য শ্রুতিধর ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি মহাবনে পাঁচশতজন মানবকে মন্ত্র শিক্ষা দিতাম।

৭৪. একদিন সেখানে এক পঞ্চভিজ্ঞালাভী, মহাঋদ্ধিধর ভয়ানক ঋষি এসেছিলেন। আমি তাকে দেখে বিনা দোষে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলাম।

৭৫. তারপর আমি আমার শিষ্যদের বলেছিলাম যে, এই ঋষি কামভোগী। আমার কথায় তারাও সায় দিয়েছিল।

৭৬. তারপর আমার সেই সকল শিষ্যরা ঘরে ঘরে ভিক্ষা করার সময় লোকদেরও বলেছিল যে, এই ঋষি কামভোগী।

৭৭. সেই কর্মের ফলে এই পাঁচশতজন ভিক্ষুও অন্যতীর্থিয়দের লেলিয়ে দেওয়া সুন্দরী নামক রমণীর দ্বারা মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়েছে।

(৪)

৭৮. পূর্বে আমি সম্পত্তির কারণে বৈমাত্রেয় ভাইকে হত্যা করেছিলাম, তাকে উঁচু গিরিখাদ থেকে ফেলে দিয়ে শিলাপিষ্ট করেছিলাম।

৭৯. সেই কর্মের ফলে দেবদত্ত আমাকে শিলা নিক্ষেপ করেছে এবং এক টুকরা পাথরের আঘাতে আমার পায়ের আঙুল কেটে গিয়েছে।

(৫)

৮০. অতীতে আমি বালক অবস্থায় বিশাল পথে খেলা করার সময় এক পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে তাকে লক্ষ করে ধারাবাহিকভাবে টুকরা টুকরা ঢিল ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

৮১. সেই কর্মের ফলে এই অন্তিম জন্মে এসেও দেবদত্ত আমাকে হত্যা

করার জন্যে এক ঝাঁক গুপ্ত হত্যাকারী লেলিয়ে দিয়েছে।

(৬)

৮২. পূর্বে আমি হাতির পিঠে করে যাবার সময় এক পিণ্ডচারণরত পচ্চেক বুদ্ধকে হাতি দিয়ে আক্রমণ করেছিলাম।

৮৩. সেই কর্মের ফলে নালাগিরি হস্তী মদমত্ত হয়ে পর্বত কন্দর হতে বেরিয়ে এসে আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে।

(৭)

৮৪. পূর্বে আমি যখন রাজা ছিলাম তখন ছুড়িকাঘাতে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমি নিরয়ে তুষের ন্যায় দগ্ধ হয়েছিলাম।

৮৫. পরিশেষে সেই কর্মের ফলে এখনো আমার পায়ের চামরায় ভীষণভাবে পীড়া অনুভব করি। কর্ম কখনো বিনষ্ট হবার নয়।

(৮)

৮৬. পূর্বে আমি কৈবর্তগ্রামে এক বালক ছিলাম। অন্যেরা মাছ মারতেছে দেখে আমি মনে মনে আনন্দিত হয়েছিলাম।

৮৭. সেই কর্মের ফলে এই জন্মে আমার মাঝে মাঝে শিরপীড়া দেখা দিত। উল্লেখ্য, সেই সময় সমস্ত মাছই নিহত হয়েছিল।

(৯)

৮৮. পূর্বে আমি ফুশ্য ভগবানের শিষ্যদের এই বলে ভর্ৎসনা করেছিলাম, যবই (গম) খাও, ভোজন কর। শালি ভাত ভোজন করবে না।

৮৯. সেই কর্মের ফলে আমাকে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে বৈরঞ্জতে তিনমাস যাবৎ যব খেয়েই বসবাস করতে হয়েছে।

(১০)

৯০. আমি বুদ্ধশূন্য কল্পে এক মল্লপুত্রকে পিঠে আঘাত করেছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমার মাঝে মাঝে পিঠে ব্যাথা দেখা দিত।

(১১)

৯১. পূর্বে আমি একজন চিকিৎসক ছিলাম। তখন শ্রেষ্ঠীপুত্রকে আমি রক্তামশয় হওয়ার জন্য ওষুধ দিয়েছিলাম। সেই কর্মের ফলে এই জন্মে আমারও রক্তামশয় হয়েছে।

(১২)

৯২. আমি তখন জ্যোতিপাল ব্রাহ্মণ হয়ে সুগত কাশ্যপ বুদ্ধকে বলেছিলাম, সেই মুণ্ডিত মস্তকের কোথায় বোধিজ্ঞান! বোধিজ্ঞান লাভ করা পরম দুর্লভ।

৯৩. সেই কর্মের ফলে আমাকে অতীব দুষ্কর-চর্যা অনুশীলন করতে হয়েছে। ছয় বৎসর ধরে উরুবেলায় কঠোর তপস্যা করে বোধিজ্ঞান লাভ করতে হয়েছে।

৯৪. এই মার্গ অনুসরণ করে আমি উত্তম বোধিজ্ঞান লাভ করতে পারিনি। পূর্বকৃত কর্ম দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আমি ভুলপথেই মুক্তি খুঁজেছি।

৯৫. এখন আমার সমস্ত পাপ-পুণ্য পরিক্ষীণ হয়েছে, আমার সমস্ত সন্তাপ বর্জিত হয়েছে। এখন আমি শোকমুক্ত, উপধিহীন ও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই পরিনির্বাপিত হবো।

৯৬. ভিক্ষুসংঘের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ববিধ অভিজ্ঞা ও বলপ্রাপ্ত জিন অনোতপ্ত মহানদীতে নিজের সম্বন্ধে এভাবেই বর্ণনা করেছিলেন।

ঠিক এভাবেই ভগবান বুদ্ধ নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি পিলোতিক কর্ম নামক বুদ্ধ-অপদান ধর্মপর্যায় ভাষণ করেছিলেন।

[পূর্বকর্ম পিলোতিক বুদ্ধ অপদান দশম সমাপ্ত]

[অবটফল-বর্গ ঊনচল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

অবট, লবুজ, উদুম্বর, পিলক্ষ, ফরুসফল,
বল্লিফল, কদলিফল, পনস, সোণকোটিবীস,
পূর্বকর্ম পিলোতিক বুদ্ধ এই দশে মিলে
মোট ছিয়ানব্বইটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

* * *

৪০. পিলিন্দবচ্ছ-বর্গ

১. পিলিন্দবচ্ছ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে হংসবতী নগরে এক দ্বাররক্ষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি মহাধনী ও প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হলেন। একদিন তিনি তার অর্জিত কোটি কোটি ধনসম্পত্তির দিকে তাকিয়ে নির্জনে বসে ভাবলেন, এই সমস্ত ধন আমাকে যথাযথভাবে সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আমি প্রয়োজনীয় সবকিছুই দান করব। তারপর তিনি প্রত্যেক কিছু এক লক্ষ করে পদুমুত্তর বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে মহাদান দিলেন। এভাবে সপ্তাহকালব্যাপী দান দিয়ে শেষ দিনে পরমা শান্তি দুঃখমুক্তি নির্বাণ প্রার্থনা করলেন। আজীবন বিবিধ পুণ্যকর্ম করে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন। পরে মনুষ্যকুলে জন্ম নিয়ে চক্রবর্তী আদি মনুষ্য-সম্পত্তি ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকল শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হলেন। জন্মগোত্রের নামানুসারে তার নাম রাখা হলো পিলিন্দবচ্ছ।

একদিন তিনি শাস্তার কাছে ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে উদানবশে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘হংসবতী নগরে’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. হংসবতী নগরে আমি এক দ্বাররক্ষক ছিলাম। আমার ঘরে তখন বিপুল অমিত ভোগসম্পত্তির সমারোহ ছিল।

২. একদিন আমি নির্জনে আমার বিশাল প্রাসাদে বসে মনে মনে এইরূপ ভাবতে লাগলাম।

(আনুক্রমিক চিন্তা)

৩. আমার অন্তঃপুরে ধনসম্পত্তির পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিন হয়তো পৃথিবীশ্বর রাজা আনন্দও বেদখল করতে নিতে পারেন।

৪. জগতে এখন মহামুনি সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। এদিকে আমারও প্রভূত বিষয়সম্পত্তি আছে। তাই আমি ইচ্ছেমতো শাস্তাকে দান করব।

৫. পদুম রাজপুত্র ইতিপূর্বে হস্তীনাগ, পালঙ্ক প্রভৃতি বহু মুল্যবান জিনিস

বুদ্ধকে দান করেছেন।

৬. আমিও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘের উদ্দেশে দান করব, যা অন্যেরা এখনো দান দেয়নি। এতে করে আমি আদিকর্মিক হবো।

৭. এভাবে চিন্তা করার পর আমি আমার সংকল্প পূরণের জন্যে এই দানযজ্ঞে কী কী সুখপ্রদ জিনিসপত্র দান দেওয়া যায় সে-বিষয়ে ভাবতে লাগলাম।

৮. আমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘের উদ্দেশে এমন জিনিস দান করব, যা অন্য কেউই এখনো দান করেনি।

(দানীয় বস্তু তৈরি)

৯. তখন আমি নলকারদের কাছে গিয়ে তাদের দিয়ে ছাতা তৈরি করিয়েছিলাম। এক লক্ষ ছাতা তৈরি করিয়ে এক জায়গায় জড়ো করেছিলাম।

১০. তারপর আমি এক লক্ষ বস্ত্র ও এক লক্ষ পাত্র এক জায়গায় জড়ো করেছিলাম।

১১. ব্যাবহারোপযোগী ক্ষুর, সূঁচ ও নেইল কাটার তৈরি করিয়ে ছাতাগুলোর নিচে রেখেছিলাম।

১২. তালপাতার পাখা, ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা তৈরি পাখা, জলছাকনী ও তৈলাধার তৈরি করিয়েছিলাম।

১৩. সূঁচ রাখার পাত্র, অংশবন্ধনী, কায়বন্ধনী ও সুনির্মিত পাত্র তৈরি করিয়েছিলাম।

১৪. পরিভোগ্য ভাজনে ও লৌহপাত্রে ভৈষজ্যপূর্ণ করে ছাতাগুলোর নিচে রেখেছিলাম।

১৫. বচ, উশীর, যষ্টিমধু, পিপ্‌ফলী, মরিচ, হরিতকী ও আদা প্রভৃতি উক্ত ভাজনসমূহে পূরণ করেছিলাম।

১৬. জুতা, স্যান্ডেল, তাওয়াল ও সুনির্মিত লাঠি প্রভৃতি তৈরি করিয়েছিলাম।

১৭-১৮. ওষুধ রাখার পাত্র, তালা-চাবি ও পঞ্চবর্ণে সুসজ্জিত তালা-চাবি রাখার পাত্র; পরিভোগ্য বস্তু, ধুমনেত্র তথা ধুমনালিকা, দীপাধার ও জলপাত্র তৈরি করিয়েছিলাম।

১৯. আমি ব্যবহারোপযোগী সাঁড়াশি বাক্স, পিপ্‌ফল (একজাতীয় সুমিষ্ট ফল), মলনিঃসারক ও ভৈষজ্যথলি তৈরি করিয়েছিলাম।

২০. হাতদানিযুক্ত লম্বা ইজি চেয়ার ও কারুকার্য-খচিত পালঙ্ক তৈরি করিয়ে উক্ত ছাতাগুলোর নিচে রেখেছিলাম।

২১. ঊর্ণগদি, তুলাগদি, চেয়ারের নরম গদি ও সুনির্মিত বালিশ তেরি করিয়েছিলাম।

২২-২৮. সিঁদুরের চূর্ণ, মধু, হাতে মালিশের জন্য তৈল, আঁঠা, সূঁচ, মঞ্চ, আস্তরণ, শয্যাসন, পাপোস, শয্যাসনের ব্যবহৃত দণ্ড, দাঁতের মাজন, মাথায় লেপনযোগ্য সুগন্ধী, জ্বালানি কাঠ, ফলকপীঠ, পাত্রের ঢাকনা, চামচ, চূর্ণ, রঞ্জক, সম্মার্জনী, জলপাত্র, বর্ষাসাটিক বস্ত্র, বসার আসন, কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদনী বস্ত্র, অন্তর্বাস, উত্তরাসঙ্গ, সংঘাটি, নাক-মুখ পরিশোধক, ওষুধি লবণ, মধু, পানযোগ্য দধি, ধূপ, অন্নপিণ্ড ও মুখ মোছার বস্ত্র প্রভৃতি দানযোগ্য যা কিছু আছে এবং যা কিছু শাস্তার ব্যবহারোপযোগী। সবকিছু এক স্থানে জড়ো করে আমি আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। মহর্ষি রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে আমি নতশিরে অভিবাদন করে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

(দানের অবকাশ প্রার্থনা)

২৯. উভয়েই জন্ম থেকে একত্র সংবদ্ধ, উভয়েই মনের দিক দিয়েও একই এবং সাধারণ সুখ-দুঃখে উভয়েই সমান ভুক্তভোগী।

৩০. হে অরিন্দম, জগতে চৈতসিক দুঃখ আছে। সেই দুঃখও আপনার ভাণ্ডারে জমা আছে। হে ক্ষত্রিয়, যদি পারেন ভবে সেই দুঃখকে বিদূরিত করুন।

৩১. আপনার দুঃখ আর আমার দুঃখ একই কথা। আপনার আর আমার মধ্যে যদি কোনো দুঃখ জমা থেকে থাকে, তবে এখানেই ইহার শেষ জেনে রাখুন।

৩২. হে মহারাজ, দুঃখকে দূর করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, ইহা জেনে রাখুন। উভয়েই বেশ শক্তিশালী। ইহাদের ত্যাগ করাও বেশ আয়াসসাধ্য।

৩৩. যতদিন আমার জীবন আছে এবং যতদিন আমার শক্তি আছে, আপনার যদি উহাদের প্রয়োজন হয়, তবে আমি অকম্পিতভাবেই আপনাকে দেব।

৩৪. হে প্রভু, আপনি ইতিপূর্বে বহু গর্জন করেছেন। আরও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আজ আমি আপনাকে সর্বধর্মে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত বলেই জানি।

৩৫. "আমি এখন স্মৃতি-সহকারে দানে রত আছি। আমি যথেষ্ট বৃদ্ধ,

আমাকে কষ্ট দিও না। আমাকে কষ্ট দেওয়ার তোমার কী প্রয়োজন? আমার কাছে তোমার কী প্রার্থনা তা সরাসরি বলো।"

৩৬. "হে মহারাজ, আমি অনুত্তর বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে ইচ্ছা করি। মৃত্যুর পূর্বে আমার জীবদ্দশায় সম্বুদ্ধকে ভোজন করাতে চাই।"

৩৭. "তুমি তথাগতকে প্রার্থনা করিও না। তুমি অন্য বর চাও। বুদ্ধ আমার কাছে বহু মুল্যবান মণিরত্নসদৃশ, আমি তা অন্য কাউকে দিতে পারব না।"

৩৮. "প্রভু, আপনি আপনার জীবদ্দশায় যথেষ্ট পুণ্যকার্য করেছেন। এমন পুণ্যবানের পক্ষে অন্যকে তথাগতের পূজা করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয় কি?"

৩৯. "মহাবীর বুদ্ধ হচ্ছেন সংরক্ষণীয়, কাউকে দেওয়ার অযোগ্য। আমি বুদ্ধকে ভাগ দিতে পারব না। তুমি অন্য যেকোনো ধনসম্পত্তির বর চাইতে পার।"

৪০. "তাহলে আমি বিচারকদের কাছে যাব। আমি তাদের বিষয়টি জিজ্ঞেস করব। তারা বিষয়টির যথোচিত মীমাংসা করে দেবেন।"

৪১. "আমি রাজাকে হাতে ধরে বিচারকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি বিচারকের সামনে গিয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৪২. হে বিজ্ঞ বিচারক, রাজা আমাকে কোনো কিছু বাদ না রেখে এমনকি জীবনের রক্ষাভারসহ সবকিছু বর দিয়েছেন।

৪৩. আমি উপযুক্ত বর না নিয়ে তার কাছে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকেই বর চেয়েছিলাম। আমার কথা হচ্ছে, বুদ্ধ আমাকে ভাগ দেওয়ার যোগ্য। মাননীয় বিচারক, আমার সন্দেহ দূর করুন।"

৪৪. "হে মহারাজ, আমি আপনার কথা শুনতে চাই। উভয়ের কথা শোনার পরই আমি আপনাদের সন্দেহ দূর করব।"

৪৫. "হে মহারাজ, এই ব্যক্তিকে আপনি কোনো কিছু বাদ না রেখে সর্ববিধ সম্পত্তিই দিয়েছেন, এমনকি জীবনের রক্ষাভারও।"

৪৬. "সে আমার কাছে অতি উত্তম অথচ কঠিন এক বর চেয়েছে। তার চাওয়া বর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় আমি তাকে জীবনের সবকিছুই দিয়েছি।"

৪৭. "হে মহারাজ, আপনার পরাজয় হয়েছে। তথাগত বুদ্ধ একান্তই অন্যকে ভাগ দেওয়ার যোগ্য। উভয়ের সন্দেহ দূর হয়েছে। অতএব এখন যথাকর্তব্য সম্পাদন করুন।"

৪৮. রাজা সেখানে দাঁড়িয়েই বিচারককে লক্ষ করে বলেছিলেন, বেশ ভালো, তবে আমাকেও পুনরায় বুদ্ধকে পাবার অধিকার দিতে হবে।

৪৯. (বিচারক বলেছিলেন,) মহারাজ, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তথাগত বুদ্ধকে ভোজন করানোর পর তাকে আবারও আপনার কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

(নিমন্ত্রণ করার কথা)

৫০. মাননীয় বিচারককে ও ক্ষত্রিয় রাজা আনন্দকে অভিবাদন করে আমি অতীব আনন্দিত মনে সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৫১. স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে নতশিরে বন্দনা নিবেদনপূর্বক এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৫২. হে চক্ষুষ্মান, আপনার লক্ষ শিষ্যসহ আমার নিমন্ত্রণ (ফাং) গ্রহণ করুন। আমাকে আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আমার গৃহে উপস্থিত হোন।

৫৩. পরম পূজনীয় লোকবিদ চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর ভগবান আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে আমার ফাং গ্রহণ করেছিলেন।

৫৪. শাস্তা আমার ফাং গ্রহণ করেছেন জেনে বন্দনা নিবেদন করে আমি অতীব হৃষ্ট-উদগ্রচিত্তে আমার ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম।

(দানের আয়োজন)

৫৫. আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যদের সমবেত করিয়ে আমি তাদের এই কথা বলেছিলাম, আমি এক অসম্ভব জ্যোতির্ময় সুদুর্লভ মণি পেয়েছি।

৫৬. আমরা তাঁকে কেন পূজা করব না? তিনি অপ্রমেয়, অনুপম, অতুলনীয়, অসদৃশ ধীর, অদ্বিতীয় জিন।

৫৭. তেমন অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় নরোত্তমকে বুদ্ধোপযোগী দুষ্কর সেবা-পূজা করতে হবে।

৫৮. আমরা তখন নানা ধরনের পুষ্প সংগ্রহ করে একটি পুষ্পমণ্ডপ তৈরি করেছিলাম। বুদ্ধোপযোগী এই পুষ্পমণ্ডপেই সর্ববিধ পূজা হবে।

৫৯. উৎপল, পদ্ম, বৎসরে একবার মাত্র ফোটা অধিমুক্তক, চম্পক ও নাগপুষ্প দিয়ে একটি মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম।

৬০. ছাতার ছায়ায় লক্ষ আসন প্রস্তুত করেছিলাম। আমার ন্যূনতম আসনটিও শত স্বর্ণমুদ্রার অধিক মূল্যমানের।

৬১. ছাতার ছায়ায় লক্ষ আসন প্রস্তুত করেছিলাম। তারপর অন্নপানীয়ের

সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে আমি ভগবানকে সময় হয়েছে বলে জানিয়েছিলাম।

৬২. জানানোর পর পদুমুত্তর মহামুনি তাঁর লক্ষ শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে আমার গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৬৩. উপরে টাঙানো ছাতার ছায়ায় সুসজ্জিত পুষ্পমণ্ডপে পুরুষোত্তম ভগবান সশিষ্য-পরিবেষ্টিত হয়ে উপবেশন করেছিলেন।

৬৪. হে চক্ষুষ্মান, ব্যবহারোপযোগী ও অনবদ্য লক্ষ ছাতা ও লক্ষ আসন আপনি গ্রহণ করুন।

৬৫. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর মহামুনি আমাকে উদ্ধার করার মানসে সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

(দানকথা)

৬৬. আমি প্রত্যেক ভিক্ষুকে একটি করে পাত্র দান করেছিলাম। তারা তখন তাদের পুরোনো পাত্র ত্যাগ করে নতুন লৌহপাত্র ধারণ করেছিলেন।

৬৭. বুদ্ধ সাত দিন, সাত রাত সেই পুষ্পমণ্ডপে বসেছিলেন এবং বহু সত্ত্বকে ধর্মবোধে জাগ্রত করতে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন।

৬৮. এভাবে পুষ্পমণ্ডপের নিচে ধর্মচক্র প্রবর্তনের সময় চুরাশি হাজার সত্ত্বের ধর্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল।

৬৯. সপ্তম দিনে এসে পদুমুত্তর মহামুনি ছাতার ছায়ায় বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

(ব্যাকরণ)

৭০. যেই মানব আমাকে ঊনতাহীন শ্রেষ্ঠ দান করল, আমি এখন তার ভূয়সী প্রশংসা করব। মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন।

৭১. হস্তী, অশ্ব, রথ ও চতুরঙ্গিণী পদাতিক সেনা নিত্য তাকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার সর্বদানেরই ফল।

৭২. হস্তীযান, অশ্বযান, শিবিকাযান (পাল্কী) ও চাকাযুক্ত রথ নিত্য তার নিকট উপস্থিত থাকবে। ইহা তার সর্বদানেরই ফল।

৭৩. সর্ববিধ অলংকারে ভূষিত ষাট হাজার রথ নিত্য তাকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার সর্বদানেরই ফল।

৭৪. ষাট হাজার অলংকৃত তূর্য-ভেরী প্রতিনিয়ত তার পাশে বাজানো হবে। ইহা তার সর্বদানেরই ফল।

৭৫-৭৬. ছিয়াশি হাজার সমলংকৃত, বিচিত্র বস্ত্রাভরণধারী, মাথায়

মণিকুণ্ডলধারী, প্রশস্ত ও সুন্দর ভ্রুযুগলসম্পন্ন, সদা হাস্যময়, সুঢৌল নিতম্ববিশিষ্ট নারী প্রতিনিয়ত তাকে পরিবেষ্টিত করে থাকে। ইহা তার সর্বদানেরই ফল।

৭৭. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজারবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজ্য শাসন করবে।

৭৮. সে হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে এবং প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

৭৯. সে দেবলোকে বসবাস করার সময় পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হওয়ায় সমগ্র দেবলোক রত্নময় ছাতায় ছেয়ে যাবে।

৮০. সে যখনি পুষ্পবস্ত্রে তৈরি শামিয়ানা ইচ্ছা করবে, ঠিক তখনি তার চিত্তের ইচ্ছার কথা জ্ঞাত হয়ে তাকে ছায়াদান করবে।

৮১. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে সে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে পরম পুণ্যবান ব্রহ্মবন্ধু হবে।

৮২. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে জগতে ওক্কাকুকুলে গৌতম গোত্রের এক শাস্তার আবির্ভাব হবে।

৮৩. তার পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের সমস্ত কথা অবগত হয়ে শাক্যপুত্রীয় গৌতম ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে তাকে অগ্রস্থানে স্থাপন করবেন।

৮৪. সে পিলিন্দবচ্ছ নামক শাস্তার শ্রাবক হবে। সে দেবতা, অসুর ও গন্ধর্বদের দ্বারা পূজিত হবে।

৮৫. অনুরূপভাবে সে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-গৃহী সকলের অতীব প্রিয় হয়ে ও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করবে।

(দানফলের কথা)

৮৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, তার ফল আমি এখনো ভোগ করছি। এখন আমি সুমুক্ত এবং তীরের গতিতে আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করেছি।

৮৭. অহো, আমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে কত সুকর্মই না করেছি! যেখানে সুকর্ম করে আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৮৮. যেই মানব সেই ঊনতাহীন শ্রেষ্ঠ দান দিয়েছিলেন, যিনি সেই দানকর্মে পূর্বগামী তথা অগ্রগামী ছিলেন, তার দানের ফল হচ্ছে এই :

(১. ছাতাদানের ফল)

৮৯. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে ছাতা দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল ভোগ করেছি।

৯০. তার ফলে আমি শীতলতা ও উষ্ণতা কী জানি না। মলিনতা আমাকে কখনো স্পর্শ করে না। আমি হলাম সম্পূর্ণ উপদ্রবহীন। আমি সব সময় পূজিত হতাম।

৯১-৯২. আমার ত্বক হলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কোমল। মন হলো শুভ্র, নির্মল। সেই কর্মের গুণে এই শেষ জন্ম ছাড়া অন্যান্য জন্মের সময় সর্বালংকার ভূষিত লক্ষ লক্ষ ছাতা আমার মাথার উপর ধারণ করা হতো।

৯৩. এই শেষ জন্মে এসে আমার মাথার উপর ছাতা ধারণ করা হয় না কেন? তার কারণ হচ্ছে, আমার সমস্ত কর্মই বিমুক্তিরূপ ছাতা প্রাপ্তির উদ্দেশে নিবেদিত ও কৃত।

(২. বস্ত্রদানের ফল)

৯৪. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে বস্ত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল ভোগ করেছি।

৯৫. এই দানের ফলে সংসারে জন্মপরিভ্রমণকালে আমার গায়ের রং হতো স্নিগ্ধ, সোনা রঙা, বিরজ, নির্মল, প্রভাস্বর ও দীপ্তিমান।

৯৬. আমার মাথার উপর সব সময় লাখো সাদা, হলুদ ও লাল বস্ত্র ধারণ করা হতো। ইহা আমার বস্ত্রদানেরই ফল।

৯৭. সেই দানের ফলস্বরূপ আমি জন্মে জন্মে কৌশেয্য বস্ত্র, কম্বল, ক্ষৌম, কার্পাস প্রভৃতি উন্নতমানের বস্ত্র লাভ করতাম।

(৩. পাত্রদানের ফল)

৯৮. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে পাত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী দশটি সুফল লাভ করেছি।

৯৯. আমি সব সময় সোনার থালায়, মণিময় থালায়, রূপার থালায় ও লৌহার থালায় করে ভোজন করতাম।

১০০. আমি উপদ্রবহীন ও সব সময় পূজিত হতাম এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও শয্যাসন লাভ করতাম।

১০১. আমার ভোগ্যসম্পত্তি বিনষ্ট হতো না। আমি হতাম স্থিরচিত্তের অধিকারী। আমি সব সময় ধর্মকামী, অল্পক্লেশ ও অনাসক্ত হতাম।

১০২. কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে সর্বত্রই এই গুণগুলো আমায় ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করত এবং কখনোই আমাকে ত্যাগ করত না।

(৪. ক্ষুরদানের ফল)

১০৩-১০৫. অনুরূপভাবে বুদ্ধশ্রেষ্ঠ প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে সুনির্মিত ক্ষুর দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল ভোগ করেছি। সেই ক্ষুর দানের ফলে আমি সর্বত্রই সাহসী, নির্ভীক, পারমীতে বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, ধৃতিমান, বীর্যবান ও প্রগৃহীত মনের অধিকারী হতাম। আমার ক্লেশচ্ছেদী জ্ঞান ছিল অতীব সূক্ষ্ম, অতুলনীয় ও পরম পবিত্র।

(৫. ছুড়িকা দানের ফল)

১০৬-১০৮. অনুরূপভাবে বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে অতীব প্রসন্নমনে বহু অকর্কশ, মসৃণ, ধারালো ছুড়িকা দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল লাভ করেছি। সেই ছুড়িকা দানের ফলে আমি কল্যাণমিত্র-সম্পত্তি, বীর্যসম্পত্তি ও ক্ষান্তি-মৈত্রীরূপ ছুড়িকা লাভ করেছি। তৃষ্ণাশল্য উৎপাটনে প্রজ্ঞারূপ অনুত্তর অস্ত্র আমি পেয়েছি এবং হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল জ্ঞান লাভ করেছি।

(৬. সূঁচ দানের ফল)

১০৯. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে সূঁচ দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১১০-১১১. সংসারে জন্মপরিভ্রমণকালে আমি সব সময় নিঃসংশয়, অনিন্দ্য সুন্দর, মহাধনাঢ্য ও তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হতাম। আমি আমার জ্ঞান দিয়ে গম্ভীর, নিপুণ বিষয়ের অর্থ পরিস্কার দেখতে পেতাম। আমার অন্ধকারবিধ্বংসী জ্ঞান ছিল হীরক খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল দ্যুতিময়।

(৭. নেইল কাটার দানের ফল)

১১২. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে নেইল কাটার দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১১৩. আমি জন্মে জন্মে সর্বত্রই বহু দাস-দাসী, গরু, অশ্ব, ভৃত্য, নর্তকী, স্নাপক ও পাচক লাভ করেছি।

(৮. তালপাতার পাখা দানের ফল)

১১৪. সুগতকে সুন্দর তালপাতার পাখা দান করে আমি আমার

কর্মানুযায়ী আটটি সুফল ভোগ করেছি।

১১৫. শীতলতা ও উষ্ণতা কী জিনিস আমি জানি না। আমার মধ্যে সামান্য পরিদাহও বিদ্যমান নেই। এমনটি আমার মনেও কোনো ধরনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সন্তাপ নেই।

১১৬. সেই দানের ফলে আমার সমস্ত রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি, মানাগ্নি, দৃষ্টি-অগ্নি নিবৃত হয়েছে।

(৯. ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে তৈরি পাখা দানের ফল)

১১৭. গুণোত্তম সংঘকে ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে তৈরি পাখা দান করে আমি এখন উপশান্ত-ক্লেশ ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে বসবাস করছি।

(১০. জলছাকনী ও জলপাত্র)

১১৮. সুগতকে জলছাকনী ও জলপাত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১১৯. সকলকে অতিক্রম করে আমি দিব্য আয়ু লাভ করেছি। আমি সব সময় প্রতিপক্ষ চোরদের সাথে নির্বিবাদী হয়েছি।

১২০. সেই দানের ফলে আমাকে কোনো প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, বিষ বা বিরক্তি আঘাত করতে পারে না। অকাল মরণের দেখা আমি কখনো পাইনি।

(১১. তৈলাধার দানের ফল)

১২১. সুগত ও গুণোত্তম সংঘকে তৈলাধার দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল পেয়েছি।

১২২. আমি অতীব সুশ্রী, সুভদ্র, নম্র, সুসংহত মনের অধিকারী, অবিক্ষিপ্ত মনের অধিকারী ও সকল প্রকার রক্ষাবরণ দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছি।

(১২. সূঁচ রাখার পাত্র দানের ফল)

১২৩. সুগত ও গুণোত্তম সংঘকে সূঁচ রাখার পাত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল পেয়েছি।

১২৪. সেই দানের ফলে আমি চিত্তসুখ, কায়িকসুখ ও ঈর্যাপথজনিত সুখ এই তিনটি গুণ লাভ করেছি।

(১৩. অংশবন্ধনী দানের ফল)

১২৫. জিন ও গুণোত্তম সংঘকে অংশবন্ধনী দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল পেয়েছি।

১২৬. সেই দানের ফলে আমি সদ্ধর্মে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি। তাতে করে আমি দ্বিতীয় কোনো ভবের কথা স্মরণ করতে পারি। সর্বত্রই আমি সুন্দর ত্বকের অধিকারী হয়েছি।

(১৪. কায়বন্ধনী দানের ফল)

১২৭. জিন ও গুণোত্তম সংঘকে কায়বন্ধনী দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী ছয়টি সুফল ভোগ করেছি।

১২৮. সমাধিতে আমি কখনো কম্পিত হই না। সমাধিতে আমি সব সময় বশীভূতচিত্ত হই। আমি সব সময় মিষ্টভাষী ও ঐকবদ্ধ পরিষদের অধিকারী হই।

১২৯. আমি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী হয়েছি। আমার মনে কোনো ধরনের ত্রাস বা ভয় বিদ্যমান নেই। কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে এই সমস্ত গুণ সব সময় আমার অনুসরণ করত।

(১৫. আধার তথা পাত্র দানের ফল)

১৩০. সুগত জিন ও গুণোত্তম সংঘকে পাত্র দান করে আমি পঞ্চবর্ণের উত্তরাধিকারী হয়েছি। যেকোনো পরিস্থিতিতে অসম্ভব রকম অবিচল হয়েছি।

১৩১. যেকোনো বিষয় শোনার সাথে সাথে মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে ফেলতাম। আমার বোধশক্তি অতীব তীক্ষ্ণ। আমার প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ হয় না। আমার সবকিছুই সুবিবেচনাপ্রসুত।

(১৬. ভাজন দানের ফল)

১৩২. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে পরিভোগ্য ভাজন দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল ভোগ করেছি।

১৩৩. (জন্মে জন্মে) আমি স্বর্ণময়, মণিময়, স্ফটিকময় ও লোহিতময় ভাজন লাভ করেছি।

১৩৪. সব সময় আমার পতিব্রতা স্ত্রী, দাস-দাসী, হস্তি, অশ্ব, রথ, সৈন্যদল ও পরিভোগ্য সম্পত্তি পরিপূর্ণ ছিল।

১৩৫. আমি সব সময় বিবিধ বিদ্যা, মন্ত্রপদ এবং সকল প্রকার শিল্পশিক্ষা অর্জন করেছি।

(১৭. পানপাত্র দানের ফল)

১৩৬. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে পানপাত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল ভোগ করেছি।

১৩৭. (জন্মে জন্মে) আমি স্বর্ণময়, মণিময়, স্ফটিকময় ও লোহিতময় পানপাত্র লাভ করেছি।

১৩৮. আমি পদ্মপত্রের ন্যায় স্বচ্ছ স্ফটিকময় মধুপানের পাত্র লাভ করেছি।

১৩৯. সেই দানের ফলে আমি ব্রতগুণসম্পন্ন ও বিবিধ আচার-কার্যে প্রতিপত্তিবান হয়ে এই গুণগুলো লাভ করেছি।

(১৮. ভৈষজ্য দানের ফল)

১৪০. সুগত ও গুণোত্তম সংঘকে ভৈষজ্য দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী দশটি সুফল ভোগ করেছি।

১৪১. সেই দানের ফলে আমি সব সময় দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, বলবান, ধীর, সুশ্রী, যশস্বী, সুখী, নিরুপদ্রব ও পরম পূজনীয় হয়েছি। আমার কোনো ধরনের প্রিয়বিয়েগ দুঃখ নেই।

(১৯. জুতা দানের ফল)

১৪২. সুগত জিন ও গুণোত্তম সংঘকে জুতা দান দিয়ে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল ভোগ করেছি।

১৪৩. জন্মে জন্মে লক্ষ হস্তিযান, অশ্বযান ও দিব্যরথ আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত।

১৪৪. জন্মে জন্মে আমার প্রতি পদবিক্ষেপে মণিময়, তাম্রময়, স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় জুতা উৎপন্ন হতো।

১৪৫. সেই দানের ফলে আমি নিয়ম-শৃঙ্খলা, স্মৃতি ও পরিশুদ্ধ আচার—এই সমস্ত গুণ লাভ করেছি।

(২০. স্যান্ডেল দানের ফল)

১৪৬. সুগত ও গুণোত্তম সংঘকে স্যান্ডেল দান করে আমি ঋদ্ধিময় স্যান্ডেল পরে যথেচ্ছা অবস্থান করতাম।

(২১. জলমোছার বস্ত্র দানের ফল)

১৪৭. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে জলমোছার বস্ত্র দান দিয়ে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল লাভ করেছি।

১৪৮. সেই দানের ফলে আমি সোনারঙা, বিরজ, প্রভাস্বর ও উজ্জ্বল হয়েছি। আমার শরীর আর্দ্র হলেও মোটেও মলিনতা স্পর্শ করতে পারত না। এই সমস্ত গুণ আমি জন্মে জন্মে লাভ করেছি।

(২২. লাঠি দানের ফল)

১৪৯. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে সুনির্মিত লাঠি দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী ছয়টি সুফল ভোগ করেছি।

১৫০. আমি বহু পুত্র লাভ করেছি। আমার মধ্যে কোনো ধরনের ত্রাস বিদ্যমান থাকত না। আমি সব সময় বলবান হতাম। সকল প্রকার রক্ষাবরণ দিয়েই আমি রক্ষিত হতাম। আমার কখনো স্খলন হয়নি। আমার অতীব সুস্থির।

(২৩. ওষুধ রাখার পাত্র দানের ফল)

১৫১. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে ওষুধ রাখার পাত্র দান দিয়ে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল ভোগ করেছি।

১৫২. আমি সমস্ত রোগ হতে মুক্ত, সাদা, হলুদ, লাল, অনাবিল ও প্রসন্ন বিশাল চক্ষুর অধিকারী হয়েছি।

১৫৩. আমি দিব্যচক্ষু ও অনুত্তর প্রজ্ঞাচক্ষু লাভ করেছি। সেই দানের ফলে আমি এই সমস্ত গুণ লাভ করেছি।

(২৪. তালা-চাবি দানের ফল)

১৫৪. সুগত প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে তালা-চাবি দান করে আমি ধর্মদ্বার খোলার জ্ঞানরূপ তালা-চাবি লাভ করেছি।

(২৫. তালা-চাবি রাখার পাত্র দানের ফল)

১৫৫. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে তালা-চাবি রাখার পাত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী সুফল ভোগ করেছি। ভবভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণকালে আমি অল্পক্রোধী ও অল্প-আয়াসী হতাম।

(২৬. পরিভোগ্য বস্তু দানের ফল)

১৫৬. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে পরিভোগ্য বস্তু দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৫৭. সমাধিতে আমি মোটেও কম্পিত হতাম না। সমাধি সব সময় আমার বশীভূত থাকত। আমার পরিষদ সব সময় ঐকবদ্ধ থাকত। আমি সব সময় মিষ্টভাষী হতাম। ভবে জন্মসঞ্চরণকালে আমার প্রভূত ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হতো।

(২৭. ধুমনালিকা দানের ফল)

১৫৮. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে ধুমনালিকা দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল ভোগ করেছি।

১৫৯. সেই দানের ফলে আমার স্মৃতি সব সময় ঋজু, সুসম্বন্ধিত ও অবিচল হতো। আমি দিব্যচক্ষু লাভ করেছি।

(২৮. দীপাধার দানের ফল)

১৬০. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে দীপাধার দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী তিনটি সুফল ভোগ করেছি।

১৬১. সেই দানের ফলে আমি উচ্চবংশীয়, অঙ্গসম্পন্ন ও বুদ্ধপ্রশংসিত প্রজ্ঞাবান হয়েছি। এই সমস্ত গুণ আমি লাভ করেছি।

(২৯. জলসত্র দান)

১৬২. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে জলসত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী দশটি সুফল ভোগ করেছি।

১৬৩. এই দানের ফলে আমি সুরক্ষিত, সুখী, মহাযশস্বী, সুগতিসম্পন্ন, বাধা-বিপত্তিহীন ও সুখুমাল হয়েছি।

১৬৪. এই জলসত্র দানের ফলে আমি বিপুল গুণবান, চলনক্ষম ও সম্পূর্ণ উদ্বেগমুক্ত হয়েছি।

১৬৫. জলসত্র দানের ফলে আমি চতুর্বর্ণ ও হস্তি-অশ্ব-রত্নাদি লাভ করেছি এবং সেই সমস্ত রত্নাদি কখনো বিনষ্ট হতো না।

(৩০. মলনিঃসারক দানের ফল)

১৬৬. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে মলনিঃসারক দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৬৭. আমি সর্ববিধ লক্ষণের অধিকারী হতাম। দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান ও সমাহিতচিত্ত হতাম। এবং আমার দেহ সব সময় সকল প্রকার ক্লান্তিমুক্ত থাকত।

(৩১. পিপ্‌ফলি দানের ফল)

১৬৮. সংঘকে সুনির্মিত পাত্রে করে পিপ্‌ফলি ফল (এক জাতীয় সুমিষ্ট ফল) দান করে আমি ক্লেশধ্বংসকারক জ্ঞানরূপ অতুলনীয় সূঁচ লাভ করেছি।

(৩২. সণ্ডাস দানের ফল)

১৬৯. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে সণ্ডাস তথা সাঁড়াশি বস্ত্র দান করে ক্লেশভঞ্জনকারী জ্ঞানরূপ অতুলনীয় সূঁচ লাভ করেছি।

(৩৩. নাক মোছার বস্ত্র দানের ফল)

১৭০. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে নাক মোছার বস্ত্র দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী আটটি সুফল লাভ করেছি।

১৭১. আমি শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা, ভয়, শ্রুতি, ত্যাগ, ক্ষমা ও প্রজ্ঞা এই আটটি গুণের অধিকারী হয়েছি।

(৩৪. বসার আসন দানের ফল)

১৭২. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে বসার আসন দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৭৩. আমি উচ্চকুলে জন্মেছি। আমি মহাধনাঢ্য হয়েছি। সকলেই আমাকে সেবা-সম্মান করত। আমার খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হতো।

১৭৪. লাখো চতুষ্কোণবিশিষ্ট পালঙ্ক আমাকে নিত্য পরিবেষ্টিত করে থাকত। আমি সেগুলো সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দিতাম।

(৩৫. গদি দানের ফল)

১৭৫. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে বিবিধ প্রকার গদি দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী ছয়টি সুফল লাভ করেছি।

১৭৬. আমার গায়ের ত্বক অত্যন্ত মসৃণ, মৃদু, কোমল ও দর্শনীয়। আমি জ্ঞানপরিবার লাভ করেছি। ইহা আমার গদি দানেরই ফল।

১৭৭. আমি জন্মে জন্মে তুলার ন্যায় সুকোমল শরীর, বহু চিত্রিত কটি বস্ত্র, উত্তম পুস্তক ও কম্বল লাভ করেছি।

১৭৮. আমি মৃদু কোমল বস্ত্র, মৃদু বেণী ও বিবিধ প্রকার বিছানার কাপড় লাভ করেছি। ইহা আমার গদি দানেরই ফল।

১৭৯. যতদিন আমি নিজেকে স্মরণ করতে পারতাম, যতদিন আমি প্রাপ্তবয়স্ক না হতাম, ততদিন আমি বহু মুল্যবান ধ্যানমঞ্চে আরূঢ় থাকতাম। ইহা আমার গদি দানেরই ফল।

(৩৬. বালিশ দানের ফল)

১৮০. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে সুনির্মিত বালিশ দান করে

আমি আমার কর্মানুযায়ী ছয়টি সুফল ভোগ করেছি।

১৮১. (বালিশ দানের ফলে) আমি আমার মাথাকে সব সময় তুলাময় ও রক্তচন্দনময় নরম বালিশে রাখতাম।

১৮২. শ্রেষ্ঠমার্গ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে ও চারি শ্রামণ্যফলে জ্ঞান উৎপন্ন করে আমি সব সময় অবস্থান করছি।

১৮৩. দানে, দমে, সংযমে ও অপ্রমেয় রূপসমূহে জ্ঞান উৎপন্ন করে সমস্ত কাল অবস্থান করছি।

১৮৪. ব্রতে, গুণে, প্রতিপত্তিতে ও বিবিধ আচারকর্মে জ্ঞান উৎপন্ন করে আমি সব সময় অবস্থান করছি।

১৮৫. চঙ্ক্রমণে, ভাবনায়, বীর্যে ও বোধিপক্ষীয় ধর্মে জ্ঞান উৎপন্ন করে আমি যথেচ্ছা অবস্থান করছি।

১৮৬. শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও অনুত্তর বিমুক্তি—এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন করে আমি সুখে অবস্থান করছি।

(৩৭. ফলকপীঠ দানের ফল)

১৮৭. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে ফলকপীঠ দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী দুটি সুফল ভোগ করেছি।

১৮৮. আমি বহু স্বর্ণময়, মণিময় ও দন্তময় শ্রেষ্ঠ পালঙ্ক লাভ করেছি। ইহা আমার ফলকপীঠ দানেরই ফল।

(৩৮. পাদচৌকি দানের ফল)

১৮৯. সুগত জিন প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে পাদচৌকি (পা রাখার চৌকি) দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী দুটি সুফল ভোগ করেছি। আমি বহু যান লাভ করেছি। ইহা আমার পাদচৌকি দানেরই ফল।

১৯০. দাস-দাসী, ভার্যা ও আমার অন্যান্য আশ্রিতরা সকলেই আমাকে প্রতিনিয়ত যথাযথভাবে সেবা-পরিচর্যা করত। ইহা আমার পাদচৌকি দানেরই ফল।

(৩৯. মালিশযোগ্য তৈল দানের ফল)

১৯১. গুণোত্তম সংঘকে মালিশযোগ্য তৈল (মলম) দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৯২. আমি নিরোগী, রূপবান, অতি শীঘ্র ধর্মে নিবেদিতপ্রাণ, অন্নপানীয়লাভী ও দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হয়েছি।

(৪০. ঘৃতৈতল দানের ফল)

১৯৩. গুণোত্তম সংঘকে ঘৃতৈতল দান করে আমি আমার কর্মানুযায়ী পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৯৪. শক্তিমান, রূপবান, সুঠৌল নিতম্ববিশিষ্ট, নিরোগী ও বিশুদ্ধ হয়েছি। ইহা আমার ঘৃতৈতল দানেরই ফল।

(৪১. মুখপরিশোধক দানের ফল)

১৯৫. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে মুখপরিশোধক (মুখসুগন্ধী) দান করে আমি আমার কর্মানুরূপ পাঁচটি সুফল ভোগ করেছি।

১৯৬. আমি বিশুদ্ধ কণ্ঠের অধিকারী ও মধুর স্বরের অধিকারী হয়েছি। আমার মুখ হতে সব সময় উৎপলগন্ধ প্রবাহিত হতো।

(৪২. দধি দানের ফল)

১৯৭. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে দধি তথা দই দান করে আমি এখন অমৃতোপম কায়গতাস্মৃতিরূপ উত্তম ভাত ভোজন করছি।

(৪৩. মধু দানের ফল)

১৯৮. সুগত বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে বর্ণ-গন্ধ-রসবিশিষ্ট সুমধুর মধু দান করে আমি এখন অনুপম, অতুলনীয় বিমুক্তিরস পান করছি।

(৪৪. রস দানের ফল)

১৯৯. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে যথাভূত রস দান করে আমি আমার কর্মানুরূপ চারি ফল ভোগ করছি।

(৪৫. অন্নপানীয় দানের ফল)

২০০. বুদ্ধ প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে অন্নপানীয় দান করে আমি আমার কর্মানুরূপ দশটি সুফল ভোগ করছি।

২০১. আমি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, বলবান, ধীরস্থির, সুশ্রী, যশস্বী, সুখী, অন্নপানীয় লাভী, সচ্চরিত্র ও প্রজ্ঞাবান হয়েছি। ভবভবান্তরে জন্মসঞ্চরণকালে আমি এই সমস্ত গুণ লাভ করেছি।

(৪৬. ধূপ দানের ফল)

২০২. সুগত প্রমুখ গুণোত্তম সংঘকে ধূপ দান করে আমি আমার কর্মানুরূপ দশটি সুফল ভোগ করেছি।

২০৩. আমি জন্মে জন্মে সুগন্ধী দেহের অধিকারী যশস্বী, শীঘ্রপ্রাজ্ঞ, কীর্তিমান, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, ভূরিপ্রাজ্ঞ ও আনন্দময় গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছি।

২০৪. ভবভবান্তরে জন্মসঞ্চরণকালে আমি বিপুল জবনপ্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছি। এখন আমি সেই দানের ফলে পরম শান্তি-সুখের আধার নির্বাণ লাভ করেছি।

(দানের সাধারণ ফল)

২০৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২০৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২০৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিলিন্দবচ্ছ স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সেল স্থবির অপদান

২০৮. হংসবতী নগরে আমি এক পথস্বামী ছিলাম। আমি আমার জ্ঞাতিদের একত্র করে এই কথা বলেছিলাম।

২০৯. জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। তিনি সমস্ত লোকের অত্যন্ত পূজনীয়।

২১০. নিগমবাসী ক্ষত্রিয়, মহাশাল ব্রাহ্মণগণ অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক ধর্ম (নিয়ম) পালন করেছিলেন।

২১১. হস্তী-আরোহী, প্রহরী, রথচালক ও পদাতিক সেনা সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম (পূগধম্ম) রক্ষা করেছিলেন।

২১২. শক্তিমান রাজপুত্র, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলেন।

২১৩. পাচক, নাপিত ও মালাকার সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলাম।

২১৪. ধোপা, তাঁতি ও চর্মকার সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলেন।

২১৫. শরনির্মাতা, মিস্ত্রী, চর্মকার, সূত্রধর সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলেন।

২১৬. কামার, স্বর্ণকার, সীসা ও লোহার মিস্ত্রী সবাই অতীব প্রসন্নমনে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলাম।

২১৭. বহু ভৃত্য, দাস, চাকর, কর্মচারী নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলাম।

২১৮. জলবাহক, কাষ্ঠবাহক, কৃষক ও তৃণবিক্রেতা সবাই নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলেন।

২১৯. পুষ্পধারী, মালি ও ফলবিক্রেতা তারা সবাই নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলেন।

২২০. গণিকা তথা পতিতা, কুম্ভদাসী, পিঠাবিক্রেতা ও মৎস্যবিক্রেতা সবাই নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেছিলেন।

২২১. আসুন আমরা সকলেই সম্মিলিতভাবে একটি সংঘ (সংস্থা) গঠন করি। তারপর আমরা সবাই মিলে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রের উদ্দেশে পুণ্যকার্য সম্পাদন করব।

২২২. তারা আমার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ সংঘ গঠন করেছিল এবং ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর উপস্থানশালা (বিশ্রামাগার) নির্মাণ করেছিল।

২২৩. উপস্থানশালা নির্মাণকার্য শেষ করে অতীব উদগ্র ও তুষ্টমনে আমরা সকলে মিলে সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

২২৪. নরশ্রেষ্ঠ লোকনাথ সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর পদে বন্দনা নিবেদনপূর্বক এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

২২৫. হে মহামুনি, এই তিনশত বীরপুরুষ সম্মিলিতভাবে একটি সংঘ গঠন করেছিলেন। তারা আপনার উদ্দেশে একটি সুন্দর উপস্থানশালা নির্মাণ করে এখন আপনাকে দান করছেন।

২২৬. চক্ষুষ্মান ভগবান তখন ভিক্ষুসংঘের সামনে তাদের দান গ্রহণ করেছিলেন। তারপর সেই তিনশতজন দাতাকে লক্ষ করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

২২৭. এই তিন শতজন লোক একজনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। একত্রে পুণ্যকর্ম করার পর আবার তারা একত্রেই তার বিপাক ভোগ করবে।

২২৮. অন্তিম জন্মে তার শীতিভূত, অজর, অমর, শান্ত, অনুত্তর নির্বাণ স্পর্শ করবে (সাক্ষাৎ করবে)।

২২৯. অনুত্তর শ্রমণ সর্বজ্ঞ বুদ্ধ এভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বুদ্ধের কথা শুনে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলাম।

২৩০. তার ফলে আমি ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম এবং পাঁচশতবার দেবরাজ হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করেছিলাম।

২৩১. হাজারবার আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। দেবলোকে রাজত্বকালে আমাকে বহু দেবতা বন্দনা করেছিল।

২৩২-২৩৩. সশিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে আমি পায়ে হেঁটে বিচরণ করছিলাম। এমন সময় যজ্ঞায়োজনে নিরত জটাধারী কেণিয় তাপসকে দেখে এই কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এখানে কি কোনো আবাহ-বিবাহকার্য সম্পন্ন হবে? অথবা কোনো রাজা কি এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন?

২৩৬. হে দেবসম্মত ব্রাহ্মণ, আমিই এমন দানযজ্ঞের আয়োজন করেছি। আমি কোনো রাজাকেই নিমন্ত্রণ করিনি। নানা ধরনের যজ্ঞ আমি আয়োজন করি না।

২৩৭. কোনো ধরনের আবাহ-বিবাহের কার্যও আমাতে বিদ্যমান নেই। দেবলোকসহ সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ, শাক্যদের আনন্দদানকারী বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন।

২৩৮. তিনি এখন সর্বলোকের সমগ্র সত্ত্বগণের ক্রমাগত হিতসুখ সাধন করে চলেছেন। তিনিই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর উদ্দেশেই আজ এতসব দানযজ্ঞের আয়োজন।

২৩৯. তিম্বরুফল-বর্ণাভ, অপ্রমেয়, অনুপম, সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় বুদ্ধই আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪০. জ্বলন্ত উল্কাশিখা ও জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য উজ্জ্বল বিদ্যুতোপম মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪১. পাহাড়ের উপর পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ শিখার ন্যায় সূক্ষ্ম নলাগ্নি বর্ণধারী বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪২. সমস্ত প্রকার ভয়-ভীতিহীন, ভবের অন্তসাধনকারী মুনি, দৃঢ়পরাক্রমী সিংহসদৃশ মহাবীর নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৩. বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সুদক্ষ, নাগোপম মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৪. সদ্ধর্ম আচারে অভিজ্ঞ, বুদ্ধনাগ, অদ্বিতীয় সিংহসদৃশ মহাবীর বুদ্ধই

আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৫. অনন্ত বর্ণধারী, অসামান্য যশস্বী, বিচিত্র সব লক্ষণসম্পন্ন, দেবরাজ শক্রসদৃশ মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৬. বশীভূতকারী, গণনায়ক, প্রবল প্রতাপী, তেজস্বী, পুরুষ-দুর্লভ, ব্রহ্মোপম মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৭. ধর্মলাভী, দশবলধারী, পারগামী, ধরণীতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৮. শীলবীজ সমাকীর্ণ, ধর্মবিজ্ঞান-সমন্বিত জলোপম মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৪৯. দুষ্কর কার্যকারী, অসম্ভব ধৈর্যশীল, অবিচল, গৌরবান্বিত, মহতো মহান, পর্বততুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫০. অনন্ত জ্ঞানী, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, শ্রেষ্ঠত্বলাভী, গগনতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

[পনেরতম ভাণবার সমাপ্ত]

২৫১. ভীষণ ভয়তাড়িত সত্ত্বগণের প্রতিষ্ঠা, শরণগামীদের ত্রাণ, সুবিমুক্ত মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫২. বুদ্ধিমানদের পরম নির্ভরতা, সুখান্বেষীদের পুণ্যক্ষেত্র, রত্নাকর মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৩. সুবিমুক্ত, বেদকর, শ্রামণ্যফলদায়ক, মেঘতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৪. লোকচক্ষু, মহাতেজস্বী, সমস্ত অন্ধকার বিনাশকারী সূর্যতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৫. আলম্বনবিমুক্ত, স্বভাবদর্শী মুনি, চন্দ্রতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৬. পৃথিবীতে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণসমন্বিত, গৌরবময়, অপ্রমেয় মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৭. যাঁর জ্ঞান অপ্রমেয়, যাঁর শীল অতুলনীয়, যাঁর বিমুক্তি জগতে অসদৃশ সেই মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৮. যাঁর ধৃতি অসদৃশ, যাঁর স্থাম তথা শক্তি অচিন্তনীয়, যাঁর পরাক্রম অতীব শ্রেষ্ঠ সেই বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৫৯. রাগ-দ্বেষ-মোহরূপ সমস্ত বিষ বিধ্বংসকারী, সম্পূর্ণ নিরোগতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৬০. ক্লেশব্যাধি বহুদুঃখ ও সমস্ত অন্ধকার বিধ্বংসী, অভিজ্ঞ চিকিৎসকতুল্য মহাবীর বুদ্ধই আমার এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

২৬১. বন্ধু, আপনি তাহলে নিশ্চিত হয়েই তাঁকে 'বুদ্ধ' বলে ঘোষণা করেছেন। বুদ্ধ অতীব দুর্লভ। এই 'বুদ্ধ' শব্দ শুনে আমার মন অনির্বচনীয় প্রীতিতে ভরে গিয়েছিল।

২৬২. আমার মনের অভ্যন্তরস্থ প্রীতি ক্রমে বাইরেও প্রসারিত হচ্ছিল। আমি অতীব প্রীতমনে এই কথা বলেছিলাম।

২৬৩. সেই ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম ভগবান কোথায় অবস্থান করছেন? আমি সেখানে গিয়ে শ্রামণ্যফলদায়ক বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করব।

২৬৪-২৬৫. তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ডান হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন এভাবে : আমার ধর্মরাজ, শোকশল্য বিদূরণকারী, অঞ্জনসন্নিভ নীল মহামেঘের ন্যায় উদীয়মান ও সাগরের ন্যায় অনন্ত বিস্তৃত বুদ্ধকে ওই মহাবনে গিয়ে দেখুন।

২৬৬. এখানেই অদান্ত-দমনকারী, অবিনীতকে বিনয়নকারী, বোধিপক্ষীয়ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যাদানকারী বুদ্ধ বসবাস করেন।

২৬৭. আমি পিপাসিত ব্যক্তি জল খোঁজার ন্যায়, ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ভোজন অন্বেষণের ন্যায় ও শাবকস্নেহে উদ্বেলিত গাভীর ন্যায় জিনকে খুঁজেছিলাম।

৬৬৮. আচার-উপচার বিষয়ে অভিজ্ঞ, ধর্মত সংযমী জিনের কাছে গিয়ে আমি আপন শিষ্যদের শিক্ষাদান করাব।

২৬৯. সুবিমুক্ত ভগবান পশুরাজ সিংহের ন্যায় একাচারী। তাঁর প্রতি পদবিক্ষেপে বহু মানুষ তাঁর কাছে আসবেন।

২৭০. ঘোরতর বিষধর সর্পের ন্যায়, মৃগরাজ সিংহের ন্যায় ও প্রবল পরাক্রমী দাঁতাল হস্তীর ন্যায় বুদ্ধও অজেয়।

২৭১. মুক্তিপিয়াসী মনুষ্যগণ খুব সর্তকতার সাথে আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়ে গলার কাঁশির শব্দ করে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে থাকেন।

২৭২. সদেবলোকে বুদ্ধগণ নির্জনবিহারী ধ্যানস্থ, অল্পভাষী, দুরধিগম্য, দুরুপনীয় ও গুরুগম্ভীর হয়ে থাকেন।

২৭৩. শিষ্যগণকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন, আমি যখন বুদ্ধকে প্রশ্ন করব অথবা কুশল বিনিময় করব, তখন তোমরা কথা না বলে মৌনভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

২৭৪. তিনি (বুদ্ধ) নির্বাণপ্রদায়ক যা দেশনা করবেন, তাতে এভাবে মনোনিবেশ করবে। সদ্ধর্ম শ্রবণ অতীব সুখকর।

২৭৫. তারপর আমি সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে কুশল বিনিময় করেছিলাম। কুশল বিনিময় শেষে আমি তাঁর শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিলাম।

২৭৬. ক্রমে আমি বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে দুটি বাদে বাকি ত্রিশটি লক্ষণ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েছিলাম। তারপর মহামুনি বুদ্ধ আমার সন্ধিগ্ধভাবের কথা জ্ঞাত হয়ে ঋদ্ধিযোগে বস্ত্রাচ্ছাদিত গোপনাঙ্গ অণ্ডকোষ দেখিয়েছিলেন।

২৭৭. তারপর তিনি তাঁর প্রশস্ত জিহ্বা বের করে কর্ণগোতরে ও নাসিকা স্পর্শ করেছিলেন এবং সমস্ত ললাট ঢেকে ফেলেছিল।

২৭৮. তাঁর শরীরে সব্যঞ্জন পরিপূর্ণ সমস্ত মহাপুরুষ লক্ষণ দেখতে পেয়ে আমি নিশ্চিত হলাম যে, ইনি নিশ্চয় বুদ্ধ। তারপর সশিষ্য আমি তাঁর কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২৭৯. আমার তিনশত শিষ্যসহ আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। পনের দিন না যেতেই আমরা সবাই পরম নিবৃত্তি নির্বাণ লাভ করেছিলাম।

২৮০. অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রের উদ্দেশে আমরা একত্রে পুণ্যকর্ম করেছিলাম, একত্রে জন্মসঞ্চরণ করেছিলাম এবং পরিশেষে একত্রে পরম বিমুক্তি লাভ করেছিলাম।

২৮১. সেই জন্মে পুণ্যকর্ম সম্পাদনকালীন আমি আটটি বিম (খুঁটি) দান করেছিলাম। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি আটটি সুফল লাভ করেছি।

২৮২. সর্বদিকে আমি পূজিত হই, আমার অমিত ভোগ্যসম্পত্তি, আমি সকলের প্রতিষ্ঠা হই এবং আমার কোনো ধরনের ত্রাস বিদ্যমান নেই।

২৮৩. আমার কোনো ধরনের রোগ-ব্যাধি বিদ্যমান নেই, আমি দীর্ঘায়ুর অধিকারী, আমার ত্বক অতীব সূক্ষ্ম, আমার প্রার্থিত আবাসেই আমি বসবাস করি।

২৮৪. আটটি বিম দান করে আমি সমাজে বসবাস করেছিলাম। আমি এখন প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। ইহা আমার অপর অষ্টম সুফল।

২৮৫. হে মহামুনি, আপনার অষ্ট গোপানসী নামক পুত্র সর্বকার্যে কৃতকার্য, সফল ও অনাসক্ত।

২৮৬. পাঁচটি স্তম্ভ দান করে আমি সমাজে বিচরণ করেছিলাম। সেই

সুকৃত কর্মের ফলে আমি পাঁচটি সুফল লাভ করেছি।

২৮৭. তার ফলে আমি অবিচল মৈত্রীপরায়ণ, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ও মিষ্টভাষী হয়েছি। আমি কাউকে আঘাত করি না।

২৮৮. আমার চিত্ত অচঞ্চল ও স্থিত। আমি সকলের প্রতি উদারচিত্ত। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি বুদ্ধের শাসনে অতীব বিমল।

২৮৯. হে মহাবীর মুনি, আপনার শ্রাবক ভিক্ষু সগৌরবী, বিনয়ী, কৃতকার্য, সফল ও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই আপনাকে বন্দনা করছে।

২৯০. পূর্বে আমি সুন্দর পালঙ্ক তৈরি করে ঘরে সাজিয়েছিলাম। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি পাঁচটি ফল লাভ করেছি।

২৯১. আমি উচ্চকুলে জন্ম নিয়ে অমিত ভোগসম্পত্তির অধিকারী হয়েছি। আমি সর্ববিধ সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু আমার মধ্যে লেশমাত্র কৃপণতা নেই।

২৯২. কোথাও যাওয়ার সময় আমার কাছে পালঙ্ক উপস্থিত হতো। আমি আমার প্রার্থিত শ্রেষ্ঠ পালঙ্ক নিয়েই সেখানে যেতাম।

২৯৩. হে মুনি, সেই পালঙ্ক দানের প্রভাবে সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে সর্ববিধ অভিজ্ঞান বলপ্রাপ্ত স্থবির আপনাকে বন্দনা জানাচ্ছে।

২৯৪. আমি পরকৃত্য আপনকৃত্য সর্ববিধ কৃত্যই সাধন করেছিলাম। সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি নির্বাণ নামক অভয়পুরে প্রবেশ করেছি।

২৯৫. সুনির্মিত ঘরে আমি বহু পরিভোগ্য সম্পত্তি দান করেছিলাম। সেই সুকৃতকর্মের ফলে আজ আমি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি।

২৯৬. জগতে যে সকল হস্তী-অশ্ব দমনকারী আছেন, তারা নানা ধরনের লাঠি, অঙ্কুশের সাহায্যে দমন করে থাকেন।

২৯৭. হে মহাবীর, আপনি কিন্তু বিনাদণ্ডে ও নিরস্ত্রভাবেই নর-নারীদের উত্তমভাবে দমন করেন।

২৯৮. দেশনাকুশল মুনি দানের সুফল বর্ণনা করতে করতে মাত্র একটি প্রশ্ন বলেই তিনশতজনকে ধর্মবোধে প্রবুদ্ধ করেছেন।

২৯৯. আমরা সবাই সুদক্ষ সারথী কর্তৃক শান্ত, দান্ত হয়ে সম্পূর্ণ সুবিমুক্ত ও অনাসক্ত হয়েছি। সমস্ত তৃষ্ণা ক্ষয় করে ও সর্ববিধ অভিজ্ঞাবল প্রাপ্ত হয়ে আমরা নিবৃত হয়েছি।

৩০০. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই দানের ফলে আমার সমস্ত ভয় কেটে গিয়েছিল। ইহা আমার গৃহ (শালা) দানেরই ফল।

৩০১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩০২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সেল স্থবির সপরিষদে ভগবানের কাছে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সেল স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. সর্বকীর্তিক স্থবির অপদান

৩০৪-৩০৫. কণিকারপুষ্পের মতো প্রোজ্জ্বল, দীপবৃক্ষের ন্যায় উজ্জ্বল, বিশাল আকাশে জ্বল জ্বল করা শুকতার মতো এবং অকুতোভয়ী পশুরাজ সিংহের ন্যায় লোকনায়ক বুদ্ধ তখন জ্ঞানালোক প্রকাশ করছিলেন এবং অন্যতীর্থিয়গণকে প্রমর্দিত করছিলেন।

৩০৬. আমি একদিন এই লোকের উদ্ধারকারী সকল প্রকার সংশয় ছিন্নকারী ও পশুরাজ সিংহের ন্যায় সিংহনাদকারী লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩০৭. তখন আমি ছিলাম সরল ও প্রবল প্রতাপী জটাধারী সন্ন্যাসী। আমি গাছের বাকলে তৈরি বস্ত্র নিয়ে তাঁর পাদমূলে বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

৩০৮. মসৃণ কালো কালি হাতে নিয়ে আমি তথাগতের গায়ে অনুলেপন করেছিলাম। অনুলেপনের পর আমি লোকনায়ক সম্বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৩০৯. হে মহামুনি, আপনি সংসার-স্রোতোত্তীর্ণ। এই লোককে আপনিই উদ্ধার করেছেন। এই বিশ্বকে আপনি জ্ঞানালোকে আলোকিত করেছেন। আপনার সেই উত্তম জ্ঞান সবার জন্য অবারিত।

৩১০. ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন। অন্যতীর্থিয়দের মর্দন করেছেন। বিজিত সংগ্রামী বৃষভের ন্যায় আপনি ধরণীকে প্রকম্পিত করেছেন।

৩১১. মহাসমুদ্রের ঊর্মিমালা যেমন তীরের ধাক্কায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, অনুরূপভাবে আপনার অসীম জ্ঞানে সকল প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে

যায়।

৩১২-৩১৩. স্বচ্ছ ও গভীর সরোবরে সূক্ষ্ম জাল ফেলা হলে যেমন জালে আবদ্ধ প্রাণীকুল ভীষণভাবে পীড়িত হয়, অনুরূপভাবে পৃথিবীতে অন্যতীর্থিয়দের মিথ্যাদৃষ্টিজালে আবদ্ধ সত্ত্বগণ আপনার উত্তম জ্ঞানসাগরে এসে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন।

৩১৪. আপনি হচ্ছেন দুঃখস্রোতে নিপতিত সত্ত্বগণের প্রতিষ্ঠা, অনাথদের নাথ, ভয়ার্তগণের শরণ তথা আশ্রয় এবং মুক্তিকামীদের পরম মুক্তিদাতা।

৩১৫. আপনি একজন মহান বীর, অসদৃশ, মৈত্রী-করুণার পরম আধার, অতুলনীয়, সুসংযত, শান্ত, বশীভূত, বিজয়ী ও অকুটিল।

৩১৬. আপনি ধীর, বিগতসম্মোহ, বাসনামুক্ত, সংশয়মুক্ত, তুষ্টকারী, দ্বেষহীন, নির্মল, সুসংযত ও শুচিপরায়ণ।

৩১৭. আপনি তৃষ্ণামুক্ত, মদমুক্ত, ত্রিবিদ্যালাভী, ত্রিভব হতে মুক্ত, পাপসীমা অতিক্রমকারী, ধর্মগুরু, অর্থগামী ও পরম হিতৈষী।

৩১৮. আপনি অথৈ সমুদ্রে জাহাজের দিক-নির্দেশক তারা সদৃশ, অকুতোভয়ী সিংহসদৃশ এবং দাম্ভিক হস্তিরাজ সদৃশ।

৩১৯. এইভাবে দশটি গাথাযোগে মহাযশস্বী পদুমুত্তর ভগবানের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর পদে বন্দনা নিবেদনপূর্বক মৌনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

৩২০. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর শাস্তা ভিক্ষুসংঘের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩২১. যেই ব্যক্তি আমার শীল, জ্ঞান ও সদ্ধর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৩২২. সে ষাট হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং অন্য দেবতাদের অতিক্রম করে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করবে।

৩২৩. পরবর্তী সময়ে সে প্রব্রজিত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।

৩২৪. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর সে কায়িক পাপকর্ম বর্জন করবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৩২৫. মেঘ যেমন বারি বর্ষণে এই ধরণীকে পরিতৃপ্ত করে, অনুরূপভাবে আপনিও হে মহাবীর, আমাকে ধর্মবারি বর্ষণে পরিতৃপ্ত করেছেন।

৩২৬. লোকনায়ক বুদ্ধের শীল, প্রজ্ঞা ও ধর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে আজ আমি অচ্যুতপদ, পরম শান্তিময় নির্বাণ লাভ করেছি।

৩২৭. অহো, সেই চক্ষুষ্মান ভগবান যদি সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকতেন,

তাহলে আমি যে অমৃতপদ লাভ করেছি তা জানতে পারতেন!

৩২৮. এই আমার অন্তিম জন্ম। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৯. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি বুদ্ধের যেই ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভূয়সী প্রশংসা করারই ফল।

৩৩০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমার আর পুনর্জন্ম নেই।

৩৩১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৩২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সর্বকীর্তিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সর্বকীর্তিক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. মধুদায়ক স্থবির অপদান

৩৩৩. সিন্ধু নদীর তীরে আমার একটি সুনির্মিত আশ্রম ছিল। সেখানে আমি শিষ্যদের ইতিহাস, লক্ষণ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিতাম।

৩৩৪. আমার শিষ্যরা ধর্মকামী, বিনীত, সুশাসন শ্রবণেচ্ছু ও ষড়াঙ্গে পারমীপ্রাপ্ত হয়ে সিন্ধুকুলে বসবাস করত।

৩৩৫. উল্কপাত ও তার গমনাগমন, লক্ষণশাস্ত্রে বিশারদ হয়ে তারা তখন উত্তমার্থের (দুঃখমুক্তির) খোঁজে গভীর বনে বসবাস করত।

৩৩৬. সেই সময় সুমেধ নামক বিনায়ক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মেছিলেন। একদিন তিনি আমাদের প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৩৩৭. আমরা উপস্থিত ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ মহাবীর লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধকে তৃণমাদুর দান করেছিলাম।

৩৩৮. তারপর বন হতে মধু সংগ্রহ করে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম। সুমেধ সম্বুদ্ধ মধু পরিভোগের পর এই গাথা বলেছিলেন।

৩৩৯. যেই ব্যক্তি আমাকে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে মধুদান করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৩৪০. এই মধু ও তৃণমাদুর দানের ফলে সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে।

৩৪১. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প পরে ওক্কাকুকুলে পৃথিবীতে গৌতম নামক শাস্তা উৎপন্ন হবেন।

৩৪২. তার ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৩৪৩. আমি যখন দেবলোক হতে এখানে এসে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছিলাম, তখন পৃথিবীতে মধুবৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল এবং সমস্ত পৃথিবী মধুদ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিল।

৩৪৪. মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় আমার উপর অবিশ্রান্তভাবে মধুবৃষ্টি হয়েছিল।

৩৪৫. আমি যখন আগার হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম, তখন প্রভূত অন্নপানীয় লাভ করেছিলাম। ইহা আমার মধুদানেরই ফল।

৩৪৬. কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে আমি সকল প্রকার ভোগ্যসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলাম। সেই মধুদানের ফলেই আজ আমি আসবক্ষয় করতে পেরেছি।

৩৪৭. মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হলে পরে চারি আঙুল পরিমাণ রুচি তৃণ জাত হয় এবং তাতে সমগ্র ধরণী ছেঁয়ে যায়। তখন আমি শূন্যঘরে, মণ্ডপে, বৃক্ষমূলে অতীব সুখে অনাসক্ত হয়ে বসবাস করি।

৩৪৮. এই ভবে হীন, মধ্যম, উত্তম সবকিছু অতিক্রম করে আজ আমার সমস্ত আসব ক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

৩৪৯. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মধুদানেরই ফল।

৩৫০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়ে এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

৩৫১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৫২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মধুদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মধুদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. পদুমকূটাগারিয় স্থবির অপদান

৩৫৩. লোকনাথ স্বয়ম্ভু বিপশ্বী ভগবান ছিলেন বিবেককামী সম্বুদ্ধ, সমাধিকুশল মুনি।

৩৫৪. পুরুষোত্তম মহামুনি প্রিয়দর্শী ভগবান বনসণ্ডে প্রবেশ করে নিজের পাংশুকূল চীবর বিছিয়ে তাতে বসেছিলেন।

৩৫৫. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে এক মৃগশিকারী ছিলাম। আমি তখন মৃগের সন্ধানে অরণ্যে বিচরণ করছিলাম।

৩৫৬. সেখানে আমি সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় ও উদীয়মান শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৫৭. দেবাতিদেব মহাযশস্বী প্রিয়দর্শী ভগবানকে দেখে আমি তখন প্রাকৃতিক সরোবরে নেমে পদ্মফুল আহরণ করেছিলাম।

৩৫৮. অতীব মনোহর শতপত্রবিশিষ্ট পদ্মফুল এনে আমি একটি কূটাগার তৈরি করেছিলাম এবং সেই কূটাগারটি আহৃত পদ্মফুল দিয়ে আচ্ছাদিত করেছিলাম।

৩৫৯. পরম অনুকম্পাকারী, মহাকারুণিক, মহামুনি জিন প্রিয়দর্শী বুদ্ধ সাত দিন, সাত রাত সেই কূটাগারে বসবাস করেছিলেন।

৩৬০. তখন আমি পুরোনো পদ্মফুলগুলো সরিয়ে ফেলে নতুন পদ্মফুলে আচ্ছন্ন করেছিলাম এবং দুহাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলাম।

৩৬১. সমাধি হতে উঠে প্রিয়দর্শী লোকনাথ মহামুনি একটু এদিক-সেদিক দেখে নিয়ে বসেছিলেন।

৩৬২-৩৬৩. সেই সময় সুদর্শন নামক ঋদ্ধিমান সেবক শাস্তা প্রিয়দর্শী বুদ্ধের চিত্ত জ্ঞাত হয়ে আশি হাজার ভিক্ষু-পরিবৃত হয়ে বনান্তে সুখাসনে আসীন লোকনায়ক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

৩৬৪. সেই সময় সেই বনসণ্ডকে আশ্রয় করে বাস করা যত দেবতা ছিল তারা সকলেই বুদ্ধের চিত্ত জ্ঞাত হয়ে সেখানে একত্র হয়েছিল।

৩৬৫. যক্ষ, কুম্ভাণ্ড, রাক্ষস ও ভিক্ষুসংঘ সকলেই সমবেত হলে পরে

প্রিয়দর্শী জিন এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩৬৬. যেই ব্যক্তি আমাকে সপ্তাহকাল পূজা করেছে, আমার জন্য আবাস তৈরি করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৩৬৭. এখন আমি তার সুদর্শন, সুনিপুণ, গম্ভীর ও সুপ্রকাশিত কীর্তিগাথা জ্ঞানযোগে প্রকাশ করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৩৬৮-৩৬৯. সে চৌদ্দ কল্প দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে। পদ্মফুলে আচ্ছন্ন বিরাট কূটাগার সে আকাশে ধারণ করবে। ইহা তার পুষ্পদানেরই ফল। একশত চব্বিশ কল্প ধরে সে দেবলোকে জন্মপরিভ্রমণ করবে।

৩৭০-৩৭১. সেখানে পুষ্পময় দেববিমান আকাশে ধারণ করবে। পদ্মপত্রে জল যেমন লিপ্ত হতে পারে না, অনুরূপভাবে এই ব্যক্তির জ্ঞানে কোনো ক্লেশই লিপ্ত হতে পারবে না। এই ব্যক্তির মন সম্পূর্ণ পঞ্চনীবরণ হতে মুক্ত থাকবে।

৩৭২. চিত্তে নৈষ্ক্রম্যভাব উৎপন্ন করে সে আগার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। পুষ্পময় দেববিমান ধারণ করেই সে গৃহত্যাগ করবে।

৩৭৩. যখন সে বৃক্ষমূলে স্মৃতিমান হয়ে ধ্যানাসনে বসে থাকবে, সেখানে তার মাথার উপর ব্যামপ্রমাণ পুষ্পধারণ করা থাকবে।

৩৭৪. পরিশেষে সে ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত ও শয্যাসন দান করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনিবৃত হবে।

৩৭৫. কূটাগারের চারদিকে বিচরণ করতে করতেই আমি প্রব্রজ্যা অভিনিষ্ক্রমণ করেছিলাম। আমি যখন বৃক্ষমূলে বসবাস করতাম তখনও আমাকে কূটাগারটি ধারণ করে থাকে।

৩৭৬. চীবর, পিণ্ডপাতের প্রতি আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হয়েই আজ আমি পরিশেষে (পরিনির্বাণে) উপনীত হয়েছি।

৩৭৭. অদ্যাবধি বহু কোটি কল্প ধরে অসংখ্য প্রমুক্ত লোকনায়ক বুদ্ধ চলে গিয়েছেন। তারপরও আমি ছিলাম রিক্তহস্ত।

৩৭৮. আজ থেকে একশত আঠার কল্প আগে বিনায়ক প্রিয়দর্শী বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছেন। তাঁর পুণ্যপুত সংস্পর্শ পেয়েই আজ আমি এই যোনিতে (জন্মে) উপনীত হয়েছি।

৩৭৯. এই জন্মে আমি 'অনোম' নামক চক্ষুষ্মান (শ্রাবক) সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছি। তার কাছে গিয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

৩৮০. দুঃখের অন্তসাধনকারী বুদ্ধ জিন আমাকে মার্গ সম্বন্ধে দেশনা

করেছেন। তার ধর্মদেশনা শুনেই আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৩৮১. শাক্যপুঙ্গব গৌতম সম্বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করে আমি সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৮২. আজ থেকে একশত আঠার কল্প আগে আমি বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

৩৮৩. আমার সমস্ত ক্লেশদগ্ধ হয়েছে। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়ে এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

৩৮৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৮৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমকূটাগারিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করছিলেন।

[পদুমকূটাগারিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. বাকুল স্থবির অপদান

আজ থেকে লক্ষাধিক এক অসংখ্যেয় কল্প আগে অনোমদর্শী ভগবান জন্মেছিলেন। তার জন্মাবার কিছুকাল আগে এই স্থবির এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। কিন্তু তাতে কোনো সার দেখতে পেলেন না। 'পারলৌকিক সুখ লাভের গবেষণা করব' এই ভেবে তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক পর্বতের পাদদেশে বসবাস করে তিনি অচিরেই পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন। একদিন তিনি বুদ্ধোৎপত্তির কথা শুনতে পেলেন। তারপর তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মকথা শুনে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হলেন। একদিন শাস্তার বাত-ব্যাধি দেখা দিলে তিনি অরণ্য থেকে ওষুধ এনে লাগিয়ে দিয়ে শাস্তাকে ব্যাধিমুক্ত করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি ব্রহ্মালোকে জন্মগ্রহণ করেন। এক অসংখ্যেয় কল্পকাল দেবমনুষ্য লোকে বহুবার জন্ম নিয়ে তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শাস্তা এক ভিক্ষুকে নিরোগী ভিক্ষুদের মাঝে শ্রেষ্ঠস্থান দিচ্ছেন দেখে তিনি নিজেও সেই শ্রেষ্ঠস্থান পাবার

আকাঙ্ক্ষায় প্রার্থনা করলেন। আজীবনকাল পুণ্যকর্ম করে তিনি সুগতি স্বর্গলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে বিপশ্বী ভগবানের উৎপত্তির কিছুকাল পূর্বে বন্ধুমতি নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি সমস্ত শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাতে কোনো সার দেখতে না পেয়ে তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি অচিরেই ধ্যান ও অভিজ্ঞা লাভ করে পর্বতের পাদদেশে বসবাস করতে থাকেন। একদিন তিনি বুদ্ধোৎপত্তির কথা শুনতে পেলেন। তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হলেন। হঠাৎ একসময় ভিক্ষুদের তৃণপুষ্পক রোগ দেখা দিলে তখন তিনি সেই রোগের সুষ্ঠু উপশম করেন। সেখান থেকে মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মালোকে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর একানব্বই কল্প ধরে দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে তিনি কাশ্যপ ভগবানের সময়ে বারাণসীর এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসকালে তিনি একদিন এক জীর্ণ-শীর্ণ মহাবিহার দেখে সেখানে উপোসথাগারসহ বহু আবাস তৈরি করে দিলেন। এভাবে আজীবন কুশলকর্ম করে এক বুদ্ধান্তর কল্প দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে তিনি আমাদের ভগবানের কিছুকাল পূর্বে কোশাম্বীতে এক শ্রেষ্ঠীপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ধাত্রীরা তাকে যমুনা নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গেলেন। শিশুটি হঠাৎ হাত থেকে খসে পড়লে দ্রুত একটি মাছ এসে শিশুটিকে গিলে ফেলেন। এক সময় জেলেরা সেই মাছটিকে ধরে বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীভার্যার কাছে বিক্রি করল। সেই শ্রেষ্ঠীভার্যা মাছটিকে কাটতে গিয়ে একটি জীবিত ও সুস্থ শিশু দেখতে পেলেন। 'আমি একটি পুত্র সন্তান পেয়েছি' ভেবে তিনি সেই শিশুটিকে লালনপালন করলেন। একসময় সেই শিশুটির প্রকৃত মাতাপিতা খবরটি শুনতে পেলেন। তারা দ্রুত সেখানে এসে বললেন, 'এটি আমাদের পুত্র। আমাদের পুত্রকে আমাদের কাছে দাও।' তারা না দিলে পরে রাজার কাছে অভিযোগ করলেন। তারপর রাজা শেষমেশ এই বলে রায় দিলেন যে, এই পুত্র তোমাদের উভয় পরিবারে থাকবে। এভাবে সেই শিশুটির উপর উভয় পরিবারের অধিকার থাকার কারণে তার নাম রাখা হলো বাকুল অর্থাৎ উভয়কুল। তখন থেকে তিনি উভয় শ্রেষ্ঠীকুলের মধ্যে একেক পরিবারের কাছে ছয় মাস করে থাকতেন। উভয় শ্রেষ্ঠী পরিবারই যখন নিজেদের কাছে থাকার সময় আসবে তখন এক শ্রেষ্ঠী পরিবার নৌকার উপরে প্রথমে রত্নমণ্ডপ তৈরি করায় । তারপর পঞ্চাঙ্গিক তূর্যবাদ্য বাজিয়ে কুমারকে সেখানে বসানো হয়। তারপর তাকে নিয়ে উভয় নগরের মধ্যবর্তী স্থানে নদীতে আগমন করে। অপর শ্রেষ্ঠী

পরিবারও অনুরূপভাবে সাজিয়ে সেই জায়গায় গিয়ে কুমারকে সেখানে তুলে দিয়ে চলে যায়। তিনি এভাবে বড় হতে লাগলেন। এতে করে তিনি উভয় শ্রেষ্ঠীপুত্র নামে প্রচারিত হলেন। একদিন তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্ম শুনে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং সপ্তাহকাল চেষ্টা করে অষ্টম দিনের মাথায় প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'হিমালয়ের অনতিদূরে' এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৩৮৬. হিমালয়ের অনতিদূরে শোভিত নামক এক পর্বত ছিল। তাতে আমার শিষ্যদের দ্বারা নির্মিত একটি আশ্রম ছিল।

৩৮৭. সেখানে বহু মণ্ডপ, সুপুষ্পিত সিন্দুবার বৃক্ষ, বন্যফলের গাছ ও নানা জাতীয় বৃক্ষরাজি ছিল।

৩৮৮. সেখানে বহু সুপুষ্পিত নিগ্‌গুণ্ডি গাছ, বড়ই গাছ, অলাবু গাছ ও পুণ্ডরীক গাছ ছিল।

৩৮৯. সেখানে আলকাবৃক্ষ, বেলুকগাছ, কলাগাছ, মাতুলুঙ্গ গাছ, মহানাম গাছ, অর্জুন গাছ ও প্রিয়ঙ্গুক গাছ ছিল।

৩৯০. সেখানে কোশম্বা, সলল, নিম, নিগ্রোধ ও কপিঘনাসহ বহু বৃক্ষরাজির সমারোহ ছিল। আমার আশ্রম এমনই মনোরম ছিল। তাতে আমি সশিষ্যে বসবাস করেছিলাম।

৩৯১. লোকনায়ক স্বয়ম্ভু অনোমদর্শী ভগবান নির্জন বিবেকস্থান খুঁজতে গিয়ে আমার আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৩৯২. মহাবীর মহাযশস্বী লোকনাথ অনোমদর্শী ভগবান আমার আশ্রমে উপস্থিত হলে পরে মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর বাত-ব্যাধি দেখা দিয়েছিল।

৩৯৩. আমি অরণ্যে বিচরণ করতে করতে হঠাৎ লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম এবং মহাযশস্বী চক্ষুষ্মান সম্বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

৩৯৪. তাঁর ভাবভঙ্গি দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, বুদ্ধের ব্যাধি দেখা দিয়েছে।

৩৯৫. শিগ্‌গির আমি আশ্রমে আমার শিষ্যদের কাছে গিয়েছিলাম। ওষুধ তৈরির ইচ্ছায় আমি শিষ্যদের ডেকেছিলাম।

৩৯৬. আমার ডাক শুনে আমার শিষ্যরা আমার প্রতি গুরুগারবতাবশে একত্র সমবেত হয়েছিল।

৩৯৭. তারপর শিগ্‌গির আমি পর্বতের উপর উঠে সর্বৌষুধ নিয়ে এসে

পানীয় যোগে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৩৯৮. লোকনায়ক সর্বজ্ঞ মহর্ষি সুগত মহাবীর বুদ্ধ ওষুধ খেয়ে শিগ্‌গির রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

৩৯৯. আমার চিত্তপ্রশান্তি ও শ্রদ্ধাবোধ দেখে মহাযশস্বী অনোমদর্শী ভগবান নিজ আসনে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৪০০. যেই ব্যক্তি আমাকে ওষুধ দান করেছে এবং আমার রোগ সারিয়ে তুলেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৪০১. সে লক্ষকল্প ধরে দেবলোকে রমিত হবে। সেখানে তার জন্যে দিব্যতূর্য বাজানো হবে এবং তাতে করে সে প্রতিনিয়ত আমোদিত হবে।

৪০২. মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়েও সে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

৪০৩-৪০৪. আজ থেকে পঞ্চান্ন কল্প আগে সে চতুরন্ত বিজয়ী, জম্বুদ্বীপের অধিশ্বর, সপ্তরত্ন-সমন্বিত মহাপরাক্রমশালী 'অনোম' নামক চক্রবর্তী রাজা হবে এবং এমনকি তাবতিংস দেবলোকেও স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করবে।

৪০৫. দেবতা হোক আর মনুষ্য হোক, সবখানেই সে নিরোগী হবে এবং কারো অনুগ্রহ ছাড়াই সে এই পৃথিবীতে ব্যাধি অতিক্রম করবে।

৪০৬. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্ম নেবেন।

৪০৭. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৪০৮. ক্লেশসমূহকে দগ্ধ করে সে তৃষ্ণাস্রোত অতিক্রম করবে এবং বাকুল নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

৪০৯. এই সমস্ত বিষয় অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে শাক্যপুরুষ গৌতম ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে তাকে এই শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৪১০. একদিন লোকনায়ক স্বয়ম্ভু অনোমদর্শী ভগবান নির্জন বিবেকস্থান খুঁজতে খুঁজতে আমার আশ্রমে উপনীত হয়েছিলেন।

৪১১. আমার আশ্রমে উপনীত হওয়া লোকনায়ক সর্বজ্ঞ মহাবীর বুদ্ধকে আমি নিজ হাতে অতীব প্রসন্নমনে সর্বৌষুধে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৪১২. আমার সেই সুকৃত কর্ম সুক্ষেত্রে রোপিত হয়েছে। আমার সেই কর্ম সুকৃত হওয়ার দরুন আমার পক্ষে সেটি নষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

৪১৩. সেটি ছিল আমার পরম লাভ। সেটি আমার পক্ষে সুলব্ধই হয়েছে। আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। সেই কর্ম-প্রভাবেই আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৪১৪. এই সমস্ত বিষয় অবগত হয়েই শাক্যপুঙ্গব গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে আমাকে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৪১৫. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ওষুধ দানেরই ফল।

৪১৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়ে এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

৪১৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা,, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বাকুল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বাকুল স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. গিরিমানন্দ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গৃহবাসকালে শোকাভিভূত হন। তিনি অরণ্যে গিয়ে স্বয়ং-পতিত ফল খেয়েই বৃক্ষমূলে বসবাস করতে লাগলেন। তখন সুমেধ ভগবান তার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত সেখানে গিয়ে ধর্মদেশনা করে তার শোকশল্য তুলে ফেললেন। তিনি ধর্মকথা শুনে অতীব প্রসন্নমনে সুগন্ধপুষ্প দিয়ে ভগবানকে পূজা করে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা নিবেদন করে নতশিরে দুহাত জোড় করে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে দেবমনুষ্য উভয় সুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে বিম্বিসার রাজার এক পুরোহিতের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো গিরিমানন্দ। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শাস্তা রাজগৃহে আসলে বুদ্ধপ্রভাব

দেখে শ্রদ্ধান্বিত হন। পরে প্রব্রজ্যা নিয়ে শ্রমণধর্ম পালন করতে করতে কিছুদিন গ্রাম্য আবাসে থাকার পর শাস্তাকে বন্দনা করার মানসে রাজগৃহে গেলেন। মহারাজ বিম্বিসার তার আগমনবার্তা শুনে তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে এই বলে ফাং করলেন, ভন্তে, এখানেই বসবাস করুন। আমি চতুর্প্রত্যয় দিয়ে আপনার সেবা করব। কিন্তু ফাং করে ফিরে যাবার পর প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার কারণে রাজার সেই কথা মোটেই স্মরণে ছিল না। ফলে তখন থেকে স্থবির উন্মুক্ত আকাশের নিচেই বসবাস করতে লাগলেন। এদিকে দেবতারা 'বৃষ্টি পড়লে স্থবির ভিজবেন' এই ভয়ে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ করে দিলেন। এতে করে রাজা অস্থির হয়ে এর কারণ খোঁজ করতে লাগলেন। পরে এর যথার্থ কারণ জেনে স্থবিরের জন্য একটি কুটির নির্মাণ করালেন। স্থবির সেই কুটিরে বসবাস করে চতুর্প্রত্যয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমার ভার্যা কালগত হয়েছিল' এই গাথাগুলো বলেছিলেন।

৪১৯. আমার ভার্যা কালগত হয়েছিল। আমার পুত্রকে শ্মশানে নেওয়া হয়েছিল। মৃত মা-বাবা ও ভাই সবাইকে একই চিতায় পোড়ানো হচ্ছিল।

৪২০. সেই শোকে শোকাভিভূত হয়ে আমি একেবারে শীর্ণকায় ও ফিকে হয়ে গিয়েছিলাম। সেই শোক সহ্য করতে না পেরে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

৪২১. শোকশল্যে বিদ্ধ হয়ে আমি গভীর বনে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে স্বয়ং-পতিত ফলমূল খেয়েই আমি বৃক্ষমূলে বসবাস করছিলাম।

৪২২. সেই সময় দুঃখের অন্তসাধনকারী জিন সুমেধ সম্বুদ্ধ আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার কাছে এসেছিলেন।

৪২৩. আমি মহর্ষি সুমেধ ভগবানের পায়ের আওয়াজ শুনে মাথা তুলে মহামুনিকে দেখেছিলাম।

৪২৪. মহাবীর বুদ্ধকে দেখে আমার মনে পরম প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিল। আমি একাগ্রমনে মুগ্ধ হয়ে লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখছিলাম।

৪২৫. হঠাৎ সেই মুগ্ধতার ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর আমি তাকে একটি তৃণমাদুর বিছিয়ে দিয়েছিলাম। চক্ষুষ্মান ভগবান আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশে সেখানে বসেছিলেন।

৪২৬. লোকনায়ক সুমেধ ভগবান বুদ্ধ সেখানে বসার পর আমার

শোকশল্য দূরীভূত করার জন্যে আমাকে ধর্মকথা বলেছিলেন।

৪২৭. তারা বিনা আহবানে এখানে এসেছে। আবার না জানিয়েই তারা এখান থেকে চলে গিয়েছে। তারা যেভাবেই এসেছে, ঠিক সেভাবেই চলে গিয়েছে। এতে শোক করার কী আছে?

৪২৮. প্রবল বেগে বারিবর্ষণ হলে পথিকেরা যেমন নিজেদের জিনিসপত্রসহ বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কোনো আচ্ছাদনীর আশ্রয় নেয়।

৪২৯. কিন্তু বৃষ্টি যখন থেমে যায় তখন তারা আবার গন্তব্যে যাত্রা করে। অনুরূপভাবে তোমার মাতাপিতাও স্বীয় গন্তব্যে যাত্রা করেছে মাত্র। এতে শোক করার কী আছে?

৪৩০. অভ্যাগত অতিথিরা যেমন ভোজন শেষে চলে যায়, অনুরূপভাবে তোমার মাতাপিতাও চলে গিয়েছে। এতে পরিদেবন তথা শোক করার কী আছে?

৪৩১. সর্প যেমন পুরাতন জীর্ণ খোলস ত্যাগ করে নতুন খোলস ধারণ করে, অনুরূপভাবে তোমার মাতাপিতাও ইহজীবনে জীর্ণ পুরাতন খোলস ত্যাগ করে নতুন খোলস ধারণ করেছে।

৪৩২. বুদ্ধের দেশিত ধর্মকথা সম্যক উপলব্ধি করে আমি সম্পূর্ণ শোক-শল্যমুক্ত হয়েছিলাম। তখন প্রীতিপূর্ণ মন নিয়ে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে বন্দনা করেছিলাম।

৪৩৩. মহানাগ লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধকে বন্দনা করে আমি দিব্যগন্ধযুক্ত গিরিমঞ্জরি দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৪৩৪. সম্বুদ্ধকে পূজা করার পর আমি নতশিরে দুহাত জোড় করে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ স্মরণ করে লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৪৩৫. হে মহাবীর সর্বজ্ঞ লোকনায়ক, আপনি নিজে সংসারস্রোত উত্তীর্ণ হয়েছেন। হে মহামুনি, এখন আপনি আপনার অর্জিত জ্ঞানে সকল সত্ত্বগণকে উদ্ধার করুন।

৪৩৬. হে মহামুনি, আপনি আমাদের সমস্ত সন্দেহ দূর করুন। হে চক্ষুষ্মান, আপনি আপনার অর্জিত জ্ঞানে আমাকে সম্যক মার্গ দেখিয়ে দিন।

৪৩৭. সেই মুহূর্তে বশীপ্রাপ্ত, ষড়ভিজ্ঞা, মহাঋদ্ধিমান, অন্তরীক্ষচর, ধীর অর্হৎগণ বুদ্ধকে পরিবেষ্টিত করেছিলেন।

৪৩৮. আপনার শৈক্ষ্য, মার্গলাভে প্রতিপন্ন ও ফললাভী শ্রাবকগণ আছেন। তারা আপনার চারপাশে স্বচ্ছ সরোবরে পদ্মফুল ফোটার ন্যায় প্রস্ফুটিত হচ্ছেন।

৪৩৯. মহাসমুদ্র যেমন সপ্রতিভ, অতুলনীয় ও অনতিক্রম্য, অনুরূপভাবে হে চক্ষুষ্মান, আপনার জ্ঞানসাগরও অনন্ত, অপ্রমেয়।

৪৪০. আমি লোকজিন, চক্ষুষ্মান, মহাযশস্বী বুদ্ধকে বন্দনা করার পর বিভিন্ন দিক নমস্যমান হয়েই চলে গিয়েছিলাম।

৪৪১. তারপর সজ্ঞানে দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে ভবভবান্তরে ঘুরতে ঘুরতে মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলাম।

৪৪২. ক্রমে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং আরব্ধবীর্য, সপ্রাজ্ঞ, ধ্যানী ও নির্জনবিহারী হয়েছিলাম।

৪৪৩. ভাবনায় নিয়োজিত হয়ে আমি মহামুনিকে পরিতুষ্ট করেছি এবং এখন আমি সব সময় মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করছি।

৪৪৪. এখন আমি বিবেকযুক্ত, উপশান্ত ও নিরুপধি হয়ে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

৪৪৫. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৪৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গিরিমানন্দ স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সলল মণ্ডপিয় স্থবির অপদান

৪৪৯. উপশান্ত, মুক্ত ব্রাহ্মণ (অর্হৎ) ককুসন্ধ বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি তাঁর উদ্দেশে সলল পুষ্পমাল্য দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম।

৪৫০. আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়ে ব্যামপ্রমাণ উত্তম পুষ্পমাল্য লাভ করেছিলাম। তখন আমি অন্য দেবতাদের বলতাম, ইহা আমার

পুণ্যকর্মেরই ফল।

৪৫১. কী রাতে, কী দিনে আমি যখনি দাঁড়িয়ে চঙ্ক্রমণ করতাম, তখনি আমার উপর সললপুষ্পের আচ্ছাদনী ছেয়ে যেত।

৪৫২. এই ভদ্রকল্পেই আমি বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৫৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৫৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৫৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সললমণ্ডপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সললমণ্ডপিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সর্বদায়ক স্থবির অপদান

৪৫৬. মহাসমুদ্রের পাড় ঘেঁষেই আমার ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। তার পাশে নানা জাতীয় পাক-পাকালির কূজনে মুখরিত একটি সুনির্মিত পুষ্করিণী ছিল।

৪৫৭. সেখানে মন্দালক পুষ্প ও পদ্ম-উৎপল সমন্বিত মনোরম স্বচ্ছ সলিলা নদী প্রবাহিত হতো।

৪৫৮-৪৬০. সেই নদী ছিল নানা প্রজাতির মৎস্য-কচ্ছপে ভরা ও নানা জাতীয় পাক-পাখালির কলরবে মুখরিত। ময়ূর, বক, কোকিল, বার্গী, কবুতর, ঘুঘুপাখি, বরিহাঁস, জলচর রাজহাঁস, শালিক, নানা জলচর পাখির সমারোহে ভরপুর। সেই সাথে সেটি ছিল মণি-মুক্তাদি সপ্তরত্ন-সমন্বিত এবং স্বচ্ছ পরিস্কার বালির সমারোহ।

৪৬১. নানা গন্ধে ভরপুর সোনালি রঙের বৃক্ষরাজি সেই ভবনটিকে দিবারাত্র সব সময় আলোকিত করে রাখত।

৪৬২. ষোল হাজার নারী, ষাট হাজার তূর্যবাদ্য বাজিয়ে সকাল-সন্ধ্যা সব

সময় আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত।

৪৬৩. একদিন আমি ভবন হতে বের হয়ে লোকনায়ক মহাযশস্বী সুমেধ ভগবানকে অতীব প্রসন্নমনে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

৪৬৪. বন্দনা নিবেদন করার পর আমি তাঁকে সশিষ্য নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ধীর লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধ আমার সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

৪৬৫. তারপর মহামুনি বুদ্ধ আমাকে ধর্মকথা বলার পর বিদায় দিয়েছিলেন। আমিও সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে আমার ভবনে চলে গিয়েছিলাম।

৪৬৬. আমি আমার সকল আত্মীয়-পরিজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। তোমরা সকলে সমবেত হলে পরে পূর্বাহ্ন সময়ে বুদ্ধ আমার ভবনে উপস্থিত হবেন।

৪৬৭. তখন তারা বললেন, অহো, ইহা আমার পরম লাভ! আমরাও আপনার কাছেই বসবাস করব। আমরাও বুদ্ধশ্রেষ্ঠ শাস্তাকে পূজা করব।

৪৬৮. তারপর আমি অন্নপানীয় সবকিছু তৈরি হলে পরে বুদ্ধকে সময় জ্ঞাপন করেছিলাম। লোকনায়ক বুদ্ধ তাঁর লক্ষ অর্হৎ শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে আমার ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪৬৯. আমি পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত তূর্যবাদ্য বাজিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রর্দশন করেছিলাম। পুরুষোত্তম বুদ্ধ সম্পূর্ণ স্বর্ণময় আসনে বসেছিলেন।

৪৭০. বুদ্ধের মাথার উপরের ছায়াদায়িনী শামিয়ানাটিও ছিল স্বর্ণময়। তখন ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করা হচ্ছিল।

৪৭১. আমি উৎকৃষ্ট অন্নপানীয় দিয়ে ভিক্ষুসংঘকে তৃপ্তি-সহকারে ভোজন করিয়েছিলাম। তারপর প্রত্যেককে বস্ত্রযুগল দান করেছিলাম।

৪৭২. ত্রিলোকের পরম পূজনীয় সুমেধ ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৪৭৩. যেই ব্যক্তি আমাকে ও এই সকল ভিক্ষুকে অন্নপানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৪৭৪. সে একশত আঠার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

৪৭৫. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করবে, সবখানেই তার মাথার উপর সব সময় সম্পূর্ণ স্বর্ণময় আচ্ছাদনী ধারণ করা

হবে।

৪৭৬. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৪৭৭. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী ধর্মপুত্র হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৪৭৮. সে ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে সিংহনাদ করবে। তার চিতায় ছাতা ধারণ করা হবে এবং সেই ছাতার নিচেই তাকে পোড়ানো হবে।

৪৭৯. আমি প্রকৃত শ্রামণ্যফল লাভ করেছি। আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমি মণ্ডপে বা বৃক্ষমূলে যেখানেই থাকি না কেন, আমার কোনো সন্তাপ বা মনস্তাপ নেই।

৪৮০. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সর্বদানেরই ফল।

৪৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সর্বদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সর্বদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. অজিত স্থবির অপদান

৪৮৪. সর্ব ধর্মবিদ লোকনায়ক পদুমুত্তর জিন হিমালয়ে প্রবেশ করে উপবেশন করেছিলেন।

৪৮৫. আমি তখন সম্বুদ্ধকে দেখতে পাইনি এবং তাঁর শব্দও শুনতে পাইনি। আমি আপনমনে বনে আহারের খোঁজে ঘুরছিলাম।

৪৮৬. আমি হঠাৎ সেখানে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমার মনে গভীর ভক্তি উৎপন্ন

হয়েছিল। এ রকম সত্ত্ব তো জগতে মাত্র একজনই হয়ে থাকেন।

৪৮৭. আমি তাঁর লক্ষণগুলো দেখে নিয়ে পণ্ডিতগণের সুভাষিত কথায় যেভাবে লক্ষণশাস্ত্র শিখেছিলাম, ঠিক সেভাবেই আমার অধীত বিদ্যার কথা স্মরণ করেছিলাম।

৪৮৮. তাহাদের কথামতে এই ব্যক্তি অবশ্যই বুদ্ধ হবেন। আমি যদি এখন তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করি, তবে আমার গতি পরিশুদ্ধ হবে।

৪৮৯. শিগ্‌গির আমি আমার আশ্রমে ফিরে এসে মধুতৈল নিয়েছিলাম এবং তারপর একটি মৃন্ময়পাত্র নিয়ে বিনায়ক বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলাম।

৪৯০. সেই মৃন্ময় পাত্রটি একটি ত্রিদণ্ডের মাথায় খোলা আকাশের নিচে স্থাপন করেছিলাম। তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে আমি আটবার বন্দনা করেছিলাম।

৪৯১. এভাবে পুরুষোত্তম বুদ্ধ সেখানে সাত দিন, সাত রাত্রি বসে ছিলেন। তারপর রাত্রি শেষে লোকনায়ক বুদ্ধ সমাধি হতে জাগ্রত হয়েছিলেন।

৪৯২. আমি অতীব প্রসন্নমনে সমস্ত দিবারাত্র নিজ হাতে বুদ্ধকে প্রদীপ দান করেছিলাম।

৪৯৩. গন্ধমাদন পর্বতের বর্ণময় সমস্ত গন্ধই বুদ্ধের প্রভাবে তাঁর নিকটে এসেছিল।

৪৯৪. পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া যে-সমস্ত সুপুষ্পিত সুগন্ধীময় বৃক্ষ আছে, সেই সময় সবগুলোই বুদ্ধের প্রভাবে সেখানে একত্র হয়েছিল।

৪৯৫. সমগ্র হিমালয়ে যেই সমস্ত নাগ ও গরুড় ছিল, তারা সকলেই ধর্মশ্রবণেচ্ছু হয়ে বুদ্ধের কাছে এসেছিল।

৪৯৬. তখন দেবল শ্রমণ নামক বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎসহ বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪৯৭. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৪৯৮. যেই ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে আমাকে প্রদীপ দান করেছে, এখন আমি তার গুণকীর্তন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৪৯৯. সে ষাট হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

[ষোলতম ভাণবার সমাপ্ত]

৫০০. দেবলোকে সে দেবেন্দ্র হয়ে ছত্রিশবার দেবরাজত্ব করবে এবং পৃথিবীতে সাতশতবার রাজত্ব করবে ।

৫০১. সে অসংখ্যবার প্রাদেশিক রাজা হবে। এই প্রদীপ দানের ফলে সে দিব্যচক্ষুর অধিকারী হবে।

৫০২. সে সব সময় দেবলোক হতে চ্যুত হওয়ার ও অন্য কোনো যোনিতে জন্ম নেওয়া সত্ত্বদের চতুর্পার্শ্বের অষ্টক্রোশ পর্যন্ত দেখতে পারে।

৫০৩. প্রভূত পরিমাণ পুণ্যসমন্বিত হওয়ার দরুন সে যেখানেই জন্মগ্রহণ করবে, সবখানেই তার উপর দিবারাত্র প্রদীপ ধারণ করা হবে।

৫০৪. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার জন্ম নেওয়া সমগ্র নগরটি আলোকিত হবে।

৫০৫. ভগবান বুদ্ধকে আটটি প্রদীপ দানের ফলে সে কখনো পশুকুলে জন্ম নেবে না। ইহা তার প্রদীপ দানেরই ফল।

৫০৬. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা জগতে জন্মগ্রহণ করবে।

৫০৭. তাঁর প্রচারিত ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৫০৮. শাক্যপুঙ্গব গৌতম সম্বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করে সে অজিত নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

৫০৯. আমি দেবলোকে ষাট হাজার কল্পকাল রমিত হয়েছিলাম।

৫১০. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে উজ্জ্বল জ্যোতি সব সময় আমার অনুসরণ করত। আমি তখন বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে আরও বেশি আনন্দিত হতাম।

৫১১. তুষিত দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি মাতৃগর্ভে জন্মেছিলাম। আমার জন্মের সময় ব্যাপক আলো উৎপন্ন হয়েছিল।

৫১২. আগার হতে নিষ্ক্রমণ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমি বাবরি নামক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম।

৫১৩. তারপর হিমালয়ে বসবাস করার সময় একদিন লোকনায়ক বুদ্ধের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। উত্তমার্থ তথা নির্বাণের খোঁজে আমি বিনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

৫১৪. আত্মদান্ত, অদম্য দমনকারী, স্রোতোত্তীর্ণ, উপধিহীন বুদ্ধ আমাকে সর্বদুঃখ হতে মুক্তি নির্বাণের কথা দেশনা করেছিলেন।

৫১৫. তাঁর কাছে আমার আগমন সার্থক হয়েছে। আমি মহামুনি বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করেছি। আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করেছি এবং বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫১৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই প্রদীপ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

৫১৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫১৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অজিত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অজিত স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[পিলিন্দবচ্ছ স্থবির-বর্গ চল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পিলিন্দবচ্ছ, সেল, সর্বকীর্তি, মধুদায়ক,
কূটাগারী, বাকুল, গিরি, সললমণ্ডপিয়,
সর্বদায়ক ও অজিত এই বর্গে মোট
পাঁচশত ঊনিশটি গাথায় হয়েছে সমাপ্ত।

অতঃপর বর্গের স্মারক-গাথা :

পদুম, আরক্ষা, উমাপুষ্পিয়, গন্ধোদক,
একপদুমিয়, শব্দসংজ্ঞক, মন্দারবপুষ্পিয়।
বোধিবন্দনা, অবটফল ও পিলিন্দবচ্ছ
এই দশটি বর্গ এগারশ চুয়াত্তরটি গাথায় সমাপ্ত।

[পদুম-বর্গ দশক সমাপ্ত]

[চতুর্থ শতক সমাপ্ত]

*   *   *

৪১. মৈত্রেয়-বর্গ

১. তিষ্যমৈত্রেয় স্থবির অপদান

১. একটি উঁচু গিরিখাদের পাশে শোভিত নামক এক তাপস পর্বতের মধ্যে স্বয়ং-পতিত ফল ভোজন করে বসবাস করছিলেন।

২. আমি তখন উত্তমার্থ খোঁজ করতে করতে ব্রহ্মলোকে উৎপত্তির জন্য কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়েছিলাম।

৩. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার কাছে এসেছিলেন।

৪. তিনি বললেন, "হে মহাপুণ্যবান, কী করছেন? আমাকেও অগ্নিকাষ্ঠ দিন। আমি অগ্নি পরিচর্যা করব। এতে করে আমি শুদ্ধি অর্জন করব।"

৫. হে সুভদ্র, আপনি কি দেবতা না মানুষ? আসুন, আপনিও অগ্নি পরিচর্যা করুন। এই নেন অগ্নিকাষ্ঠ।

৬. পদুমুত্তর জিন সেখান থেকে কিছু কাষ্ঠ নিয়ে অগ্নি জ্বালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহর্ষি ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রভাবে কাঠে আগুন ধরেনি।

৭. তখন ভগবান আমাকে বললেন, কই অগ্নি তো জ্বলছে না। আপনার আহুতি (যজ্ঞ, পূজা) তো হচ্ছে না। আপনার এই অগ্নি পরিচর্যা তো দেখছি একদম নিরর্থক।

৮. হে মহাবীর, আপনার অগ্নিপরিচর্যা কীরূপ আমাকে একটু বলুন। আমরা উভয়েই সেই পরিচর্যা করব।

৯. তিনি বললেন, হেতুধর্ম নিরোধ করা, ক্লেশসমূহ শমিত তথা শান্ত করা ও ঈর্ষা-মাৎসর্য পরিত্যাগ করা। এই হচ্ছে আমার তিন প্রকার আহুতি।

১০. হে মহাবীর, আমাকে একটু খুলে বলুন তো আপনি কে? কী আপনার গোত্র? আপনার আচার-প্রতিপত্তি (ব্রত) আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

১১. আমার জন্ম ক্ষত্রিয়কুলে। আমি অভিজ্ঞালাভী। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর পুনর্জন্ম নেই।

১২. প্রভু, আপনি যদি সত্যিই অজ্ঞতারূপ অন্ধকারবিধ্বংসী প্রভাংকর, দুঃখের অন্তসাধনকারী সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন, তবে আমি আপনাকে অবশ্যই নমস্কার করব।

১৩. তৎক্ষণাৎ আমি একটি মৃগচর্ম বিছিয়ে দিয়ে বসার আসন দান

করেছিলাম। হে নাথ, হে সর্বজ্ঞ, আপনি এখানে বসুন। আমি আপনাকে সেবা করব।

১৪. ভগবান সেই বিছানো মৃগচর্মের উপর উপবেশন করেছিলেন। তারপর আমি সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে পর্বতে চলে গিয়েছিলাম।

১৫. কাঁধের ঝুড়িতে করে বহু তিন্দুকফল সংগ্রহ করেছিলাম। সেই ফলগুলোতে মধু মিশ্রিত করে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৬. আমার প্রার্থনায় পদুমুত্তর জিন সেগুলো পরিভোগ করেছিলেন। আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে সেগুলো পরিভোগ করতে দেখে ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলাম।

১৭. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার আশ্রমে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৮. যেই ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে ফল খাইয়ে আমাকে পরিতৃপ্ত করাল, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন।

১৯. সে দেবলোকে পঁচিশবার দেবরাজত্ব করবে এবং হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

২০-২১. তার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে সে প্রভূত পরিমাণ অন্নপানীয়, বস্ত্র ও মহার্ঘ শয্যা দান করবে। এরূপে পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হওয়ায় তখন তার তদনুরূপ ভোগ্যসম্পত্তি উৎপন্ন হবে। সে সব সময় নিরোগ, সুস্থ, স্বাস্থ্যবান হয়ে অতিশয় প্রমোদিত হবে।

২২. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সর্বত্রই সে সুখের অধিকারী হবে।

২৩. সে অধ্যাপক, মন্ত্রধর, ত্রিবেদে পারদর্শী হবে এবং শেষে সম্বুদ্ধের কাছে গিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করবে।

২৪. আমার স্মরণকালের ইতিহাসে এই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত আমার ভাগ্যসম্পত্তির কোনো কমতি ছিল না। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

২৫. আমি এখন শ্রেষ্ঠধর্ম (নির্বাণ) লাভী। সামূহিক রাগ-দ্বেষ ধ্বংস করেছি। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমার পুনর্জন্ম নেই।

২৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ

করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তিষ্যমৈত্রেয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তিষ্যমৈত্রেয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পূর্ণক স্থবির অপদান

২৯. একটি উঁচু গিরিখাদের পাশে একজন ভীষণ রোগাক্রান্ত অপরাজিত স্বয়ম্ভু পচ্চেক বুদ্ধ পর্বতের মধ্যে বসবাস করছিলেন।

৩০. সেই সময় হঠাৎ আমার আশ্রমের আশেপাশে বিকট চিৎকারের শব্দ হয়েছিল। পচ্চেক বুদ্ধ যখন পরিনির্বাপিত হচ্ছিলেন তখন ক্ষণিকের জন্য সমগ্র ধরণী আলোকিত হয়েছিল।

৩১. তখন সেই বনভূমিতে বসবাস করা পশু-পাখি, হরিণ, সিংহ সকলেই যুগপৎ চিৎকার করে উঠেছিল।

৩২. সেই চিৎকারের বিকট শব্দ শুনে আমি সেই উঁচু গিরিখাদে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে অপরাজিত সম্বুদ্ধকে পরিনির্বাপিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৩-৩৪. আমি সেই সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় ও উদিত শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় অপরাজিত, পরিনির্বাপিত সম্বুদ্ধের নিথর দেহকে সৎকার করার জন্যে তৃণকাষ্ঠ সংগ্রহ করে একটি শ্মশান তৈরি করেছিলাম। সেই শ্মশানে আমি তাঁর শরীর দগ্ধ করেছিলাম।

৩৫. তাঁর শরীর দগ্ধ করার পর আমি চতুর্দিকে সুগন্ধী ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। তখন আকাশে স্থিত এক যক্ষ এই বলে আমার নাম দিয়েছিলেন 'পূর্ণক'।

৩৬. হে মুনি, আপনি মহর্ষি স্বয়ম্ভু পচ্চেক বুদ্ধের শরীরকৃত্য করে পূর্ণতা সাধন করেছেন। তাই জন্মে জন্মে আপনার নাম হোক 'পূর্ণক'।

৩৭. সেখান থেকে মৃত্যুর পর আমি দেবলোকে জন্মেছিলাম। সেখানে আমার দিব্যগন্ধ অন্তরীক্ষজুড়ে বর্ষিত হতো।

৩৮. সেখানেও আমার নাম রাখা হয়েছিল 'পূর্ণক'। দেবতা কিংবা মানুষ হয়ে আমি আমার সংকল্প পূরণ করেছি।

৩৯. ভবসংসারে এই আমার শেষ জন্ম। এই শেষ জন্মেও আমি ‘পূর্ণক’ নামেই পরিচিত হই।

৪০. আমি শাক্যপুঙ্গব গৌতম সম্বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করেছি এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শরীরকৃত্য করারই ফল।

৪২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পূর্ণক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পূর্ণক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. মেত্তগু স্থবির অপদান

৪৫. হিমালয়ের অনতিদূরে অশোক নামক একটি পর্বত ছিল। সেখানে আমার বিশ্বকর্মা-নির্মিত একটি আশ্রম ছিল।

৪৬. মহাকারুণিক শ্রেষ্ঠ মুনি সুমেধ সম্বুদ্ধ পরিধেয় চীবর পরিধান করে পাত্র হতে পূর্বাহ্ন সময়ে ভিক্ষার জন্য আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪৭. আমার আশ্রমে উপস্থিত লোকনায়ক মহাবীর সুমেধ বুদ্ধকে দেখে তাঁর পাত্রে ঘৃততৈল দান করেছিলাম।

৪৮. লোকনায়ক বুদ্ধশ্রেষ্ঠ সুমেধকে ঘৃততৈল দান করে আমি দুহাত জোড় করে আরও বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম।

৪৯. এই ঘি দানের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি দেবতা কিংবা মানুষ হয়ে বিপুল সুখ লাভ করেছি।

৫০. বিনিপাত নিরয়ে না পড়ে আমি এই ভবসংসারে জন্মপরিভ্রমণ করেছি। তাতে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করে আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৫১. সুমেধ সম্বুদ্ধ আমাকে বলেছিলেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি যে আমাকে দেখতে পেয়েছিলে, তা তোমার পরম লাভ হয়েছে। আমার দর্শন পাওয়ায়

একদিন তুমি অর্হত্ত্ব লাভ করবে।

৫২. তুমি আশ্বস্ত হও, ভয় পেও না। তুমি মহাযশস্বী হবে। আমাকে ঘি দান করে তুমি জন্মদুঃখ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে।

৫৩. এই ঘি দানের প্রভাবে ও প্রার্থনাবলে তুমি দেবতা কিংবা মানুষ হয়ে বিপুল সুখ লাভ করবে।

৫৪. এই ঘি দানের ফলে ও মৈত্রীচিত্তের দরুন তুমি একশত আঠার কল্প দেবলোকে রমিত হবে।

৫৫. তুমি আটত্রিশবার দেবরাজ হবে। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

৫৬. তুমি একান্নবার চতুরন্ত বিজয়ী, জম্বুদ্বীপের অধিশ্বর চক্রবর্তী রাজা হবে।

৫৭. মহাসমুদ্র যেমন বিপুল, পৃথিবী যেমন দূরতিক্রম্য, ঠিক তদ্রূপ তোমার ভোগসম্পত্তিও অনন্ত, অপ্রমেয় হবে।

৫৮. ষাট কোটি স্বর্ণমুদ্রা ত্যাগ করে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। 'কুশল কী' এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের খোঁজে আমি এক বিখ্যত সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম।

৫৯. আমি সেখানে তার কাছে ষড়াঙ্গ-সমন্বিত লক্ষণশাস্ত্র শিক্ষা করেছি। হে মহামুনি, আপনি সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে জগতে উৎপন্ন হয়েছেন।

৬০. হে মহামুনি, আমি আপনার দর্শনকামী হয়েই এখানে এসেছি। আপনার সুব্যাখ্যাত ধর্মশ্রবণ করে আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৬১. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি বুদ্ধকে ঘি দান করেছিলাম। সেই থেকে একবারও আমাকে কারো কাছে ঘি খুঁজতে হয়নি।

৬২. যখনি চাইতাম ঠিক তখনি আমার মনের ইচ্ছার কথা জ্ঞাত হয়ে ঘি উৎপন্ন হতো এবং আমি সেই ঘি দিয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করতাম।

৬৩. অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো আমাদের শাস্তাসম্পদ! কী আশ্চর্য, আমি অল্পমাত্র ঘি দান করেছি, অথচ এখন আমি তার অপ্রমেয় ফল লাভ করেছি!

৬৪. মহাসমুদ্রে যত জল আছে, সেই বিপুল জলরাশিও আমার ঘি দানজনিত ফলের ষোলভাগের এক ভাগও হবে না।

৬৫. সমগ্র চক্রবালের বস্ত্র জড়ো করা হলেও আমার জন্য উৎপন্ন বস্ত্রের সমান হবে না।

৬৬. পর্বতরাজ হিমালয় সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশাল হলেও আমার শরীরে মাখা

হয়েছে এমন সুগন্ধীর সমতুল্য হবে না।

৬৭. আমি প্রভূত পরিমাণ বস্ত্র, সুগন্ধী, ঘি ও প্রত্যক্ষভাবে অন্য অনেক কিছু লাভ করেছি। সেই সাথে অসংস্কৃত নির্বাণ লাভ করেছি। ইহা আমার ঘি দানেরই ফল।

৬৮. চারি স্মৃতিপ্রস্থান আজ আমার শয্যা, সমাধি-ধ্যান আমার বিচরণক্ষেত্র এবং সপ্তবোজ্ঝাঙ্গ আমার ভোজন। ইহা আমার ঘি দানেরই ফল।

৪২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মেত্তগু স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মেত্তগু স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ধোতক স্থবির অপদান

৭২. সেই সময় হিমালয় হতে উৎপন্ন ভাগীরথী নদী হংসবতী নগরের সামনে দিয়েই প্রবাহিত হতো।

৭৩. সেই নদীর উপকুলে শোভিত নামক একটি বিহার নির্মিত হয়েছিল। সেখানে লোকনায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ বসবাস করছিলেন।

৭৪. তাবতিংস স্বর্গে ইন্দ্রের মতো করে ভগবান বুদ্ধও মনুষ্য-পরিবেষ্টিত হয়ে নির্ভীক সিংহের ন্যায় সেখানে উপবেশন করেছিলেন।

৭৫. আমি তখন এক ব্রাহ্মণ হয়ে হংসবতী নগরে বসবাস করছিলাম। আমার নাম ছিল তখন ছলঙ্গ তথা ষড়াঙ্গবিশিষ্ট।

৭৬. তখন আমার আঠারশত শিষ্য আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত । একদিন আমি সেই শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে নদীর তীরে গিয়েছিলাম।

৭৭. সেখানে পাপ ধুতে গিয়ে আমি বহু শ্রমণকে দেখতে পেয়েছিলাম। তখন তারা ভাগীরথী নদী পার হচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে আমি এইরূপ চিন্তা করেছিলাম :

৭৮. এই মহাযশস্বী বুদ্ধপুত্রগণ সকাল-সন্ধ্যা এই নদী পার হন। প্রতিদিন তারা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন।

৭৯. সদেবলোক পৃথিবীতে বুদ্ধকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আমার তো দান দেওয়ার মতো অন্য কিছু নেই। আমাকে এই পারাপারের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।

৮০. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে এই নদীর উপর একটি সেতু তৈরি করিয়ে দিলেই আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয়। এই সেতু তৈরি করিয়ে আমি এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হবো।

৮১. আমি তখন লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি সেতু তৈরি করিয়েছিলাম। গভীর শ্রদ্ধায় করা এই দান আমাকে বিপুল সুফল দেবে।

৮২. সেই সেতু তৈরি করা শেষে হলে পরে আমি লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম। নতশিরে প্রণাম নিবেদন করে আমি এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৮৩. আমি আপনার উদ্দেশে লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই বিশাল সেতুটি তৈরি করিয়েছি। হে মহামুনি, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।

৮৪. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৮৫. যেই ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে আমার উদ্দেশে এই সেতু তৈরি করেছেন, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন।

(সেতুদানের ফল)

৮৬. রশি, পর্বত অথবা গাছ থেকে পড়ে গেলেও সে যেকোনো একটি আশ্রয় অবশ্যই পাবে। ইহা তার সেতুদানেরই ফল।

৮৭. নিগ্রোধবৃক্ষের একদম গোড়ায় জন্মানো মালুব-লতার মতো তার শত্রুরা তাকে কখনো কষ্ট দেবে না। ইহা তার সেতুদানেরই ফল।

৮৮. চোরেরা কখনো তার ক্ষতি করবে না। ক্ষত্রিয় রাজারাও কখনো তাকে অবজ্ঞা করবে না। সে তার সকল শত্রুকে পরাজিত করবে। ইহা তার সেতুদানেরই ফল।

৮৯. খোলা আকাশের নিচে মধ্যাহ্ন সূর্যের তীব্র গরমে দাঁড়িয়ে থাকলেও অতীত পুণ্যবলে সে কখনো কষ্ট পাবে না।

৯০. দেবলোকে কিংবা মনুষ্যলোকে তার মনের কথা অবগত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার জন্যে সুনির্মিত হস্তীযান উপস্থিত হবে।

৯১. সকাল-সন্ধ্যা তার জন্য হাজারো শীঘ্রগামী সিন্ধুদেশীয় অশ্ব উপস্থিত হবে। ইহা তার সেতুদানেরই ফল।

৯২. মনুষ্যজন্ম নিয়ে সে সুখী হবে এবং তখন উন্মুক্ত আকাশই হবে তার হস্তীযান।

৯৩. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্ম নেবেন।

৯৪. তার প্রচারিত ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৯৫. অহো, পদুমুত্তর বুদ্ধের উদ্দেশে আমি কী সুকর্মই না করেছি! এমন পুণ্যকর্ম করায় আজ আমি আসবক্ষয় করতে পেরেছি।

৯৬. ভাবনায় নিয়োজিত হয়ে আজ আমি সম্পূর্ণ উপশান্ত ও উপধিহীন। নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধোতক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধোতক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৫. উপসীব স্থবির অপদান

১০০. হিমালয়ের অনতিদূরে অনোম নামক একটি পর্বত ছিল। সেখানে আমার একটি সুনির্মিত আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে একটি সুনির্মিত পর্ণশালা ছিল।

১০১. সেই আশ্রমের পাশ দিয়ে একটি সুন্দর ঘাটসম্পন্ন মনোরম নদী প্রবাহিত হতো। সেই নদীর অববাহিকায় বহু পদ্ম-উৎপল জন্মাত।

১০২. সেই সময় বহু প্রজাতির মৎস্য, কচ্ছপের সমারোহে ভরপুর সেই

নদীটি প্রবাহিত হতো।

১০৩. সুপুষ্পিত তিমির, অশোক, ক্ষুদ্রমালকা, পূর্ণগ ও গিরিপূর্ণগ প্রভৃতি বৃক্ষ আমার আশ্রমকে সুরভিত করে রাখত।

১০৪. সেখানে বহু সুপুষ্পিত কুটজ, তৃণশূলবন, শাল, সলল ও চম্পকবৃক্ষ ছিল।

১০৫. আমার সেই আশ্রমে সুপুষ্পিত অর্জুন, অতিমুক্তা, মহানাম, অসনা ও মধুগন্ধী বহু বৃক্ষ ছিল।

১০৬. সেই আশ্রমের চতুর্পার্শ্বের অর্ধযোজন জায়গাজুড়ে উদ্দালক, পাটালিকা, যূথিকা, পিয়ঙ্গুকা ও বিম্বিজালক প্রভৃতি গাছের সমরোহ ছিল।

১০৭. আমার সেই আশ্রমে বহু সুপুষ্পিত মাতগ্গরা, সত্তলিয়, পাটলী, নিন্দুবারকা, অঙ্কোলকা, তালকুট্‌ঠি ও সেলেয়াকা গাছ ছিল।

১০৮. এই সমস্ত সুপুষ্পিত বহু বৃক্ষ আমার আশ্রমকে শোভিত করত এবং আমার আশ্রমের চতুর্পার্শ্বে ফুলের সৌরভ ছড়াত।

১০৯-১১১. আমার আশ্রমে তখন বহু ফলবান হরিতকী, আমলকী, আম, জাম, বহেরা, বড়ই, মাজুফল, বেল, কাগজী লেবু, তিন্দুক, পিয়াল, মিষ্ট কাসুমার ফল, লেবু, কাঠাল, কলা, বাদরীফল, লতাফল ও প্রভৃতি নানাজাতীয় ফলবান বৃক্ষের সমারোহ ছিল।

১১২-১১৪. আলকা, ইসিমুগ্গা, মোদফলা, অবটা, পক্কভারিতা, পিলক্ষুদুম্বর, পিপ্‌ফলী, মরীচা, নিগ্রোধ, কপিত্থনা, উদুম্বর, কণ্ডপন্না ও হরিয়ো এই রকম বহু ফলবান বৃক্ষ আমার আশ্রমে ছিল। সেই সাথে বহু সুপুষ্পিত পুষ্পবৃক্ষও আমার আশ্রমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

১১৫. আমার আশ্রমে তখন আলুবা, কলম্বা, বিলালী, তক্কল, আলকা ও তাল প্রভৃতি বহু গাছের সমারোহ ছিল।

১১৬. আমার আশ্রমের অনতিদূরে স্বচ্ছ সলিলা, শীতল-জলা, সুন্দর স্নানঘাটসম্পন্না ও অতীব মনোরম বিশাল এক প্রাকৃতিক হ্রদ ছিল।

১১৭. সেই প্রাকৃতিক হ্রদে বহু পদ্ম, উৎপল, পুণ্ডরীক ও মন্দালক প্রভৃতি পুষ্পের সমারোহ ছিল এবং সব সময় নানা ধরনের সুগন্ধ ছড়াত।

১১৮. পদ্মফুলগুলো গর্ভধারণ করত। অন্যান্য পুষ্পরেণুগুলো পুষ্পিত হতো। বহু পদ্মকর্ণিকা মুকুরিত হতো।

১১৯. সেই পদ্মফুলের ডাঁটা থেকে মধু ও মূল থেকে দুধ, ঘি স্রাবিত হতো এবং সেই সমস্ত গন্ধে চতুর্পার্শ্ব সুরভিত থাকতো।

১২০. সেখানে বহু কুমুদ, অম্বগন্ধী ও নয়িতা দেখা যেত এবং প্রাকৃতিক

হ্রদের অনুকূল বহু কেয়াফুলের গাছ পুষ্পিত হতো।

১২১. সেখানে বহু সুপুষ্পিত ও সপত্র সুগন্ধীময় বন্ধুজীব, শ্বেবারি, কুম্ভিলা, সুসুমার ও গহকা গাছ জন্মাত।

১২২. সেই প্রাকৃতিক হ্রদে বহু ছোট বড় অজগর ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে পাঠীনা, পাবুসা ও বলজা নামক প্রভৃতি জলজ মৎস্য ছিল।

১২৩. সেই প্রাকৃতিক হ্রদটি বহু মৎস্য-কচ্ছপে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং তাতে নদীচর রবিহাঁস, কবুতর, ঘুঘুপাখি ও কুকুত্থক পাখির বসবাস ছিল।

১২৪-১২৫. বহু দিন্দিভা, চক্রবাক, পম্পকা, জীবজীবকা, কলন্দকা, উক্কুসা, সেনকা, উদ্ধরা, কোষ্ঠকা, সুকপোতা, তুলিয়া, পমরা, করেনিয়ো ও তিলকা প্রভৃতি প্রাণীকুল সেই প্রাকৃতিক হ্রদকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করত।

১২৬. আমার আশ্রমে বহু সিংহ, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ভালুক, বানর ও কিন্নর দেখা যেত।

১২৭. সেই সমস্ত গন্ধের ঘ্রাণ নিতে নিতে, নানা জাতীয় ফল খেতে খেতে এবং সুগন্ধী জল পান করতে করতে আমি আমার আশ্রমে বসবাস করতাম।

১২৮. আমার আশ্রমে ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট, বেশ উজ্জ্বল ছোট-বড় বহু মৃগ বসবাস করত।

১২৯-১৩০. আমার আশ্রমে হাঁস, ময়ূর, শালিক, কোকিল, মঞ্জরিক ও কৌশিকসহ বহু পিশাচ, দানব, কুম্ভাণ্ড, রাক্ষস, গড়ুল ও পন্নাগ বসবাস করত।

১৩১. আমার আশ্রমে মৃগচর্ম পরিহিত জটাধারী, মহানুভব, শান্তচিত্তসম্পন্ন, সমাহিত ঋষিগণ বসবাস করতেন।

১৩২. আমার আশ্রমে অধোচক্ষু, শান্তশিষ্ট, সুশীল ও লাভালাভে সন্তুষ্ট বহু সন্ন্যাসী বসবাস করতেন।

১৩৩. তখন তারা তাদের বল্কলচীবর ধুনতে ধুনতে ও মৃগচর্মকে নাড়তে নাড়তে স্ব স্ব বলে সুদৃঢ় হয়ে আকাশপথে যাচ্ছিলেন।

১৩৪. তারা জল কিংবা জ্বালানী কাঠ কিছুই আনয়ন করতেন না। তারা স্বয়ং উপসম্পন্ন। অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্যের এমনই ফল!

১৩৫. তারা লৌহপাত্র নিয়ে প্রবল পরাক্রমী কুঞ্জর হস্তীনাগের ন্যায় ও নির্ভীক পশুরাজ সিংহের ন্যায় বনমধ্যে বসবাস করতেন।

১৩৬. তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীয় ঋদ্ধিযোগে গোযানে, কেউ কেউ

পূর্ববিদেহ ও কেউ কেউ উত্তরকুরুতে যেতেন।

১৩৭. তারা সেখান থেকে পিণ্ড এনে একত্রে ভোজন করতেন এবং ভোজন শেষে একত্রে চলে যেতেন।

১৩৮. তখন সমগ্র বনভূমিতে মৃগচর্মের শব্দ শোনা যেত। আমার সেই মহাবীর, প্রবল তেজস্বী শিষ্যরা এমনই ছিলেন।

১৩৯. আমি আমার আশ্রমে শিষ্য-পরিবৃত হয়ে বসবাস করছিলাম। তারা সকলে নিজ নিজ কর্মে নিবেদিতপ্রাণ, তদ্গতপ্রাণ ও পরিতুষ্ট ছিল।

১৪০. আমার এই সকল শীলবান, প্রজ্ঞাবান, অপ্রমত্ত ও অভিজ্ঞ শিষ্যরা নিজ নিজ কর্ম দিয়ে আমায় সন্তুষ্ট করেছিল।

১৪১. পরম পূজনীয়, লোকবিদ, বিনায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ একদিন সময় বুঝে আমার আশ্রমে গিয়েছিলেন।

১৪২. বীর্যবান, প্রজ্ঞাবান মুনি সম্বুদ্ধ পাত্র হাতে ভিক্ষার জন্যে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৪৩. উপস্থিত মহাবীর মহানায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধের উদ্দেশে আমি তৃণমাদুর বিছিয়ে দিয়ে তাঁর উপর শালপুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১৪৪. সম্বুদ্ধকে তৃণমাদুরের উপরে বসিয়ে আমি ভীষণ হৃষ্ট-তুষ্ট ও সংবেগপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। শিগ্‌গির আমি পর্বতে উঠে সুগন্ধী চন্দনকাষ্ঠ নিয়ে এসেছিলাম।

১৪৫. দেবগন্ধ-সমন্বিত বিশাল এক কাঠাল কাঁধে করে বিনায়ক বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলাম।

১৪৬. বুদ্ধকে ফলটি দান করার পর বুদ্ধের গায়ে চন্দনকাষ্ঠ মেখে দিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

১৪৭. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ সেই ঋষিদের মধ্যে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৪৮. যেই ব্যক্তি আমাকে ফল, সুগন্ধী চন্দনকাষ্ঠ ও আসন দান করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

১৪৯. সে গ্রামে অরণ্যে, গিরিখাদে অথবা গুহায় যেখানেই থাকুক না কেন, তার চিত্তের ইচ্ছানুসারে তার জন্যে ভোজন উৎপন্ন হবে।

১৫০. এই ব্যক্তি দেবলোকে কিংবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ভোজন ও বস্ত্র দিয়ে স্বীয় পরিষদকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে।

১৫১. এই ব্যক্তি দেবলোকে কিংবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ

করুক না কেন, সব সময় অপরিমেয় ভোগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হয়েই জন্মপরিভ্রমণ করবে।

১৫২. সে দেবলোকে ত্রিশ হাজার কল্পকাল রমিত হবে এবং হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

১৫৩. দেবলোকে সে একাত্তরবার দেবরাজত্ব করবে এবং প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

১৫৪. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে পৃথিবীতে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা জন্মগ্রহণ করবেন।

১৫৫. তাঁর প্রচারিত ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করবে।

১৫৬. আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখেছিলাম। এতে করে আমার পক্ষে বড়ই সুলাভ লব্ধ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৫৭. গ্রামে, অরণ্যে, গিরিখাদে কিংবা গুহায় আমি যেখানেই থাকি না কেন, সবখানেই আমার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে প্রতিনিয়ত ভোজন উপস্থিত থাকে।

১৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপসীব স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপসীব স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৬. নন্দক স্থবির অপদান

১৬১. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে একজন মৃগশিকারী ছিলাম। গভীর অরণ্যে মৃগ খুঁজতে গিয়ে একদিন আমি স্বয়ম্ভুকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৬২. সেই সময় অনুরুদ্ধ নামক স্বয়ম্ভু অপরাজিত ধীর সম্বুদ্ধ বিবেকসুখে

অবস্থানেচ্ছু হয়ে গভীর বনে প্রবেশ করেছিলেন।

১৬৩. তখন আমি চারটি খুঁটি নিয়ে চারটি পৃথক স্থানে স্থাপন করেছিলাম। তার উপর একটি মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম। সেই মণ্ডপটি পদ্মপুষ্পে আচ্ছাদিত করেছিলাম।

১৬৪. পদ্মপুষ্পে মণ্ডপটি পদ্মপুষ্পে আচ্ছাদিত করার পর আমি স্বয়ম্ভুকে অভিবাদন করেছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ হাতের তীর-ধনুকটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৬৫. প্রব্রজ্যা নেওয়ার পর অচিরেই আমার বিষম এক ব্যাধি উৎপন্ন হয়েছিল। সেই ব্যাধির প্রবল যন্ত্রণায় আমি কাত হয়েছিলাম এবং পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে তখনি মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১৬৬. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে আমি তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম। সেখানে আমার ইচ্ছানুসারে স্বর্ণময় দেববিমান উৎপন্ন হতো।

১৬৭. সেখানে আমার হাজার অরযুক্ত দিব্যযান উৎপন্ন হয়েছিল। সেই দিব্যযানে আরোহণ করে আমি যথেচ্ছা গমন করতাম।

১৬৮. সেই দিব্যযানটি আমাকে বহন করে নিয়ে যাবার সময় আমার চতুর্পার্শ্বের শতযোজন বিস্তৃত জায়গাজুড়ে মণ্ডপ ধারণ করা হতো।

১৬৯. আমি পুষ্পাচ্ছাদিত শয্যাসনের অধিকারী হয়েছিলাম। তখন আকাশ থেকে প্রতিনিয়ত পদ্মপুষ্প বর্ষিত হতো।

১৭০. তীব্র গরম দীর্ঘপথ পরিভ্রমণে ক্লান্ত পথিককে কষ্ট দিলেও আমাকে কখনো কষ্ট দিত না। ইহা আমার মণ্ডপদানেরই ফল।

১৭১. দুর্গতি অতিক্রম করে আমার অপায়দ্বার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়েছিল। মণ্ডপে কিংবা বৃক্ষমূলে যেখানেই থাকি না কেন আমার কোনো সন্তাপ বিদ্যমান থাকত না।

১৭২. আমি পৃথিবীসংজ্ঞা অধিষ্ঠান করে এই লোনা সমুদ্র অতিক্রম করি। ইহা আমার সুকৃত কর্ম বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭৩. আমি অপথকে পথ করে নিয়ে সুনীল আকাশপথ দিয়ে গমন করি। অহো, এ কী আমার সুকৃত কর্ম! ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭৪. পূর্বনিবাস সম্বন্ধে আমি জানি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশোধিত। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭৫. আমি পূর্বের জাতি ত্যাগ করেছি। এখন আমি বুদ্ধের ধর্মৌরসজাত সন্তান, সদ্ধর্মের উত্তরাধিকারী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭৬. আমি শাক্যপুঙ্গব সুগত গৌতমকে আরাধনা করেছি। এখন আমি ধর্মধ্বজাধারী ও ধর্মের উত্তরাধিকারী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৭৭. আমি শাক্যপুঙ্গব লোকনায়ক গৌতম সম্বুদ্ধকে সেবা-শুশ্রূষা করে পারঙ্গমনীয় মার্গ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

১৭৮. আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে বুদ্ধ গম্ভীর ও নিপুণ কথায় উত্তর করেছিলেন। আমি তাঁর সেই ধর্মকথা শুনে আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

১৭৯. অহো, এ কী আমার সুকৃত কর্ম! এখন আমি সমস্ত জন্ম হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছি। আমার সর্ববিধ আসব ক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

১৮০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নন্দক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নন্দক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৭. হেমক স্থবির অপদান

১৮৩. সেই সময় অনোম নামক তাপস গিরিখাদের চূড়ায় আশ্রম তৈরি করে একটি পর্ণশালায় বসবাস করছিলেন।

১৮৪-১৮৭. সেই সময় আপন বলে তপশ্চর্যা কর্মে সিদ্ধিলাভী, স্বীয় শ্রামণ্যে প্রবল পরাক্রমী বীর্যবান, প্রজ্ঞাবান মুনি, বিশারদ, পরবাদে অভিজ্ঞ, ভূমি-অন্তরীক্ষ-উৎপত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে সুদক্ষ, বীতশোক, আড়ম্বরহীন, অল্পাহারী, লোলুপতাহীন, লাভালাভে সন্তুষ্ট, ধ্যানী, ধ্যানরত মুনি, শ্রেষ্ঠ করুণাপরায়ণ প্রিয়দর্শী সম্বুদ্ধ সত্ত্বগণকে মুক্ত করবার ইচ্ছায় করুণা বিস্তার করেছিলেন।

১৮৮. মহামুনি প্রিয়দর্শী ধর্ম বুঝতে সমর্থ এমন সত্ত্বগণকে দেখে হাজার চক্রবালে গিয়ে উপদেশ দিতেন।

১৮৯. তিনি আমাকে উদ্ধার করার মানসে আমার আশ্রমে উপস্থিত

হয়েছিলেন। পূর্বে আমি কোনো বুদ্ধের দেখা পাইনি, এমনকি কোনো বুদ্ধের কথা শুনতেও পাইনি।

১৯০. এ এক অদ্ভুত স্বপ্ন ছিল আমার! কারণ, এতে সমস্ত লক্ষণগুলো সুপ্রকাশিত হয়েছিল। ইনি ভূমি-অন্তরীক্ষ-লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ।

১৯১. আমি বুদ্ধের ধর্মকথা শোনার পর বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম। তরপর থেকে আমি দাঁড়ানো অথবা বসা অবস্থায় প্রতিনিয়ত তাঁকে স্মরণ করতাম।

১৯২. আমি এভাবে বুদ্ধকে স্মরণ করলে পরে ভগবানও আমাকে স্মরণ করেছিলেন। তখন বুদ্ধকে স্মরণ করার সময় আমার মন পরম প্রীতিতে ভরে উঠত।

১৯৩. পুনরায় মহামুনি যথাসময়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারিনি যে, ইনি মহামুনি বুদ্ধ।

১৯৪. পরম অনুকম্পাপরায়ণ, মহাকারুণিক মহামুনি প্রিয়দর্শী নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'আমি সদেবলোকে বুদ্ধ।'

১৯৫. চিনে ফেলার পর আমি মহামুনি প্রিয়দর্শী সম্বুদ্ধের প্রতি স্বীয় চিত্তকে অভিপ্রসন্ন করে এই কথা বলেছিলাম :

১৯৬. এখানে বসার আসন, পালঙ্ক ও ইজি চেয়ার আছে। আপনি তাতে উপবেশন করুন। আপনিই সর্বদর্শী। অতএব আপনি এই রত্নময় আসনে বসুন।

১৯৭. তৎক্ষণাৎ আমি ঋদ্ধিযোগে সম্পূর্ণ রত্নময় বসার আসন তৈরি করে প্রিয়দর্শী মুনিকে দান করেছিলাম।

১৯৮. তখন আমার সেই ঋদ্ধিযোগে নির্মিত রত্নময় বসার আসনে ভগবান বুদ্ধ বসলে পরে আমি তাঁকে এক মৃন্ময় পাত্রপূর্ণ জামফল দান করেছিলাম।

১৯৯. মহামুনি আমাকে আনন্দিত করার জন্য সেগুলো খেয়েছিলেন। তখন আমি অতীব প্রসন্ন হয়ে শাস্তাকে অভিবাদন করেছিলাম।

২০০. রত্নময় আসনে সমাসীন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম প্রিয়দর্শী ভগবান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

২০১. যেই ব্যক্তি আমাকে রত্নময় বসার আসন ও অমৃত ফল জাম দান করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোন।

২০২. সে সাতাত্তর কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং পঁচাত্তরবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

২০৩. সে দেবলোকে বত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে এবং প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

২০৪. সে সুনির্মিত স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, লোহিতঙ্গময় ও রত্নময় পালঙ্ক লাভ করবে।

২০৫. এই পুণ্যবান লোকটি এমনকি চঙ্ক্রমণ করার সময়েও বহু পালঙ্ক তাঁকে পরিবৃত করে থাকবে।

২০৬. এই পুণ্যবান ব্যক্তি চিত্ত অবগত হয়ে তৎক্ষণাৎ বহু কূটাগার, প্রাসাদ ও মহার্ঘ শয্যাসন উৎপন্ন হবে।

২০৭-২০৮. সর্বালঙ্কারে ভূষিতা, সোনার অলংকার গলায় দেওয়া ও অঙ্কুশসহ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, মাহুত আরোহিত ষাট হাজার হস্তীনাগ এই ব্যক্তিকে পরিচর্যা করবে। ইহা তার রত্নময় আসন দানেরই ফল।

২০৯-২১০. সর্বালঙ্কারে ভূষিত, শীঘ্রগামী ও তলোয়ারধারী অশ্বচালক আরোহিত সিন্ধুদেশীয় ষাট হাজার আজানীয় অশ্ব এই ব্যক্তিকে পরিচর্যা করবে। ইহা তার রত্নময় আসন দানেরই ফল।

২১১-২১২. সর্বালঙ্কারে ভূষিত, নেকড়ে-চালিত, উন্নত ও বর্মধারী রথচালক আরোহিত ষাট হাজার রথ এই ব্যক্তিকে নিত্য পরিবৃত করে থাকবে। ইহা তার রত্নময় আসন দানেরই ফল।

২১৩. তার অধিকৃত ষাট হাজার স্তন্যদায়ী, অতি উন্নত জাতের ধেনু বহু বাচ্চা প্রসব করবে। ইহা তার রত্নময় আসন দানেরই ফল।

২১৪-২১৫. সর্বালঙ্কারে ভূষিত, বিচিত্র বস্ত্রধারী, মাথায় মণিকুণ্ডলধারী, হাস্যময়ী, সুন্দর ভ্রুযুগলের অধিকারী, সুঢৌল নিতম্বের অধিকারী ও বুদ্ধিমতি ষোল হাজার স্ত্রীলোক এই ব্যক্তিকে নিত্য পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার রত্নময় আসন দানেরই ফল।

২১৬. আজ থেকে আঠারশত কল্প পরে গৌতম নামক চক্ষুষ্মান বুদ্ধ সমস্ত অন্ধকার বিধ্বংস করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

২১৭. তাঁর দর্শন পেয়ে সে সবকিছু ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে এবং শাস্তাকে পরিতুষ্ট করে শাসনে অভিরমিত হবে।

২১৮. তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনে সর্ববিধ ক্লেশকে ধ্বংস করবে এবং সর্বাসব অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

২১৯. বীর্য আমার জোয়ালবদ্ধ বৃষভ। অনুত্তর যোগক্ষেম আমার বাহন।

উত্তমার্থ (নির্বাণ) লাভের আশায় আমি শাসনে অবস্থান করছি।

২২০. এই ভবসংসারে এই আমার শেষ জন্ম। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

২২১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২২২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান হেমক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[হেমক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

[সতেরতম ভাণবার সমাপ্ত]

৮. তোদেয়্য স্থবির অপদান

২২৪. সেই সময় সমৃদ্ধশালী কেতুমতি নগরে একজন প্রবল পরাক্রমী, শ্রেষ্ঠ পুরবাসী অজিতঞ্জয় নামক রাজা ছিলেন।

২২৫. সেই সময় সেই প্রমত্ত রাজার অধিকৃত বনগুলো বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু আকাশচারী ঋদ্ধিমান পক্ষীকুল রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল।

২২৬. রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকা অস্থিতিশীল হয়ে উঠলে শিগ্‌গির তিনি তাতে ব্যাপক সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। সুসজ্জিত সেনারা অচিরেই শত্রুদের পরাস্ত করেছিল।

২২৭-২৩১. সেই সময় হস্তী-আরোহী, অশ্বারোহী, ধনুর্ধর, উগ্র, তেজস্বী সুসজ্জিত যোদ্ধরা পাচক, নাপিত, স্নাপক, মালাকার, সাহসী সংগ্রামবিজয়ী, সুবর্ণ সজ্জায় সুসজ্জিত প্রবল পরাক্রমী ষাট বর্ষীয় মাতঙ্গ হস্তী, শীত-উষ্ণ-পঁচা-গলা প্রভৃতি সহনে সক্ষম বীর যোদ্ধারা সেখানে সমবেত হয়েছিল।

২৩২. সেই সময় শঙ্খশব্দ, ভেরিশব্দ ও প্রকৃতিসৃষ্ট শব্দ শুনতে শুনতে বেশ আনন্দিত মনে সকলে সেখানে সমবেত হয়েছিল।

২৩৩. ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করার কাজে অভিজ্ঞ এমন সেনারা সকলে সেখানে সমবেত হয়েছিল।

২৩৪. তখন সমবেত সকলকে লক্ষ্য করে সরাজ অজিতঞ্জয় ষাট হাজার প্রাণীকে শূল দিয়ে হত্যা করেছিল।

২৩৫. তখন মানুষেরা বিকট শব্দ করে বলে উঠেছিল যে, অহো, রাজা বড়ই অধার্মিক! নিরয়ে দগ্ধ হতে থাকলে তার দুঃখের শেষ কোথায়!

২৩৬. তখন আমি শয্যায় শায়িত অবস্থায়ও নিরয়কে দেখতে পেতাম। আমি দেখতে পেতাম যে, দিবারাত্র আমাকে শূল দিয়ে বিদ্ধ করা হচ্ছে।

২৩৭. এত প্রমোদ, এত রাজ্য, এত বাহন ও এত শক্তি দিয়ে আমার কী হবে? সেসব আমাকে রক্ষা করতে সমর্থ নয়। আমাকে প্রতিনিয়ত তাপদগ্ধ করছে।

২৩৮. স্ত্রী-পুত্র-রাজ্য এগুলো দিয়ে আমার কী হবে? তার চেয়ে বরং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেই ভালো হয়। তাতে করে আমার গতিমার্গ বিশুদ্ধ হবে।

১৩৯-১৪০. সর্বালংকারে বিভূষিত, হেমবস্ত্র পরিহিত, সুবর্ণ কচ্ছধারী ষাট হাজার মাতঙ্গ হস্তীর উপর আরোহিত হয়ে নিজ হাতে অঙ্কুশ দিয়ে চালিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার মন কিছুতেই টিকছিল না। তখন আমি স্বকৃত কর্মের দ্বারা নিয়ত সন্তপ্ত হতে হতে গৃহত্যাগ করেছিলাম।

২৪১-২৪২. সর্বালংকারে বিভূষিত, দ্রুতগামী ষাট হাজার সিন্ধুদেশীয় আজানীয় ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলাম এবং নিজ হাতে বর্ম ধরে তাদের উপর মৃদু আঘাত করে গৃহত্যাগ করেছিলাম।

১৪৩. সর্বালংকারে বিভূষিত, ব্যাঘ্রচর্মে সুসজ্জিত ও বিচিত্র ধ্বজায় সাজানো ষাট হাজার রথ পরিত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৪৪. সম্পূর্ণ কাংস দ্বারা আবৃত ষাট হাজার ধেনু সকলকে উন্মুক্ত বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৪৫-১৪৬. সর্বালংকারে বিভূষিত, বর্ণিল বস্ত্রধারী, মাথায় সুদর্শন মুকুটধারী, সদা হাস্যময়ী সুডৌল নিতম্বের অধিকারী ষাট হাজার ক্রন্দনরতা নারীকে ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২৪৭. সর্বস্ব পরিপূর্ণ ষাট হাজার গ্রামসহ সমস্ত রাজ্য ছেড়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২৪৮. নগর হতে বের হওয়ার পর আমি হিমালয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি ভাগীরথী নদীর তীরে একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম ।

২৪৯. সেখানে পর্ণশালা তৈরি করার পর একটি অগ্নিশালা তৈরি

করেছিলাম। আরব্ধবীর্য ও একাগ্রচিত্ত হয়ে আমি সেই আশ্রমে বসবাস করছিলাম।

২৫০. মণ্ডপে, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে ধ্যানরত থাকার সময় আমার মনে কোনো ধরনের ত্রাস বা ভয় উৎপন্ন হতো না। আমি কখনো কোনো রকম ভীতিকর দৃশ্য দেখতে পেতাম না।

২৫১. ঠিক সেই সময় জ্ঞানালোকে জ্যোতির্ময়, মহাকারুণিক মুনি সুমেধ সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৫২. আমার পাশে এক মহাঋদ্ধিধর যক্ষ বাস করত। তখন সে-ই আমাকে পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হওয়ার বিষয়টি অবগত করেছিল।

২৫৩. পৃথিবীতে চক্ষুষ্মান সুমেধ নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। তিনি মুক্তিকামী জনতাসকলকে মুক্ত করছেন। আপনাকেও তিনিই মুক্ত করবেন।

২৫৪. যক্ষের কথা শুনার সাথে সাথে আমার দেহ এক অনির্বচনীয় পুলক শিহরণে শিহরিত হয়েছিল এবং পরম শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠেছিল। 'বুদ্ধ!' 'বুদ্ধ!' চিন্তা করতে করতে আমি আশ্রমের সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিচ্ছিলাম।

২৫৫. প্রথমে জ্বালানি কাঠগুলো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রেখেছিলাম। তারপর বিছানাপত্র গুছিয়ে রেখেছিলাম। শেষে আশ্রমকে অভিবাদন করে সেই গভীর অরণ্য হতে বের হয়েছিলাম।

২৫৬. সেখান থেকে চন্দনকাষ্ঠ নিয়ে গ্রাম হতে গ্রামে, নগর হতে নগরে দেবাতিদেব বিনায়ক সুমেধ সম্বুদ্ধকে খুঁজতে খুঁজতে একসময় তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলাম।

২৫৭. সেই সময় লোকনাথ সুমেধ ভগবান বুদ্ধ চতুরার্যসত্য দেশনা করে বহু মানুষকে ধর্মবোধে জাগ্রত করছিলেন।

২৫৮. আমি চন্দনকাষ্ঠ মাথায় নিয়ে ও দুহাত জোড় করে সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলাম।

২৫৯. বর্ষার সময় ফুল ফুটলে পরে বাতাসের দ্বারা তার গন্ধ প্রবাহিত হয়। হে বীর, আপনি কিন্তু গুণগন্ধের দ্বারা সকল দিকে প্রবাহিত হন।

২৬০. চম্পক, নাগবনি, অতিমুক্তক, কেতক ও শালপুষ্প প্রভৃতি যখন প্রষ্ফুটিত হয় তখন শুধু বায়ুর অনুকূলেই প্রবাহিত হয়।

২৬১. আপনার গুণগন্ধের কথা শুনেই আমি হিমালয় হতে এখানে এসেছি। লোকশ্রেষ্ঠ, মহাযশস্বী মহাবীর আপনাকে আমি পরম শ্রদ্ধায় পূজা করছি।

২৬২. আমি যখন লোকনায়ক সুমেধ সম্বুদ্ধের শরীরে শ্রেষ্ঠচন্দন মেখে

দিচ্ছিলাম, তখন তিনি আমার চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরিয়ে দেওয়ার জন্য নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন।

২৬৩. তারপর লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম সুমেধ ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

২৬৪. যে ব্যক্তি আমার ভূয়সী প্রশংসা করল এবং আমাকে চন্দন দিয়ে পূজা করল এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।

২৬৫. সে আদেয়্য বাক্যবচন নামক এক প্রতাপশালী, প্রভাস্বর ব্রহ্মা হয়ে পঁচিশ কল্প অবস্থান করবে।

২৬৬. সে একশত ছাব্বিশ কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং পৃথিবীতে হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

২৬৭. সে দেবেন্দ্র হযে তেত্রিশবার দেবরাজ্য শাসন করবে এবং প্রাদেশিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

২৬৮. তারপর সেখান থেকে চ্যুত হয়ে সে পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং অতীত পুণ্য-প্রভাবে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করবে।

২৬৯. তখন বাবরী নামে এক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক, মন্ত্রধর, ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শী ও ত্রিলক্ষণসম্পন্ন থাকবেন।

২৭০. তার শিষ্য হয়ে সে তখন মন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হবে এবং একসময় শাক্যপুঙ্গব সম্বুদ্ধ গৌতমের কাছে উপস্থিত হবে।

২৭১. অত্যন্ত নিপুণ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পর তখন সরল মার্গ অনুসরণ করে আপন জ্ঞানে সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করবে।

২৭২. রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি—এই ত্রিবিধাগ্নি এখন আমার সম্পূর্ণ নিবৃত। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। এখন আমি পরিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৭৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৭৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৭৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তোদেয়্য স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তোদেয়্য স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. জতুকর্ণি স্থবির অপদান

২৭৬. আমি হংসবতী নগরে এক শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমি পুরোপুরি পঞ্চকামগুণে মত্ত ছিলাম।

২৭৭. প্রাসাদের উপর উঠে আমি প্রভূত ভোগসম্পত্তি নষ্ট করছিলাম এবং তখন সেখানে নাচ আর গানে মত্ত ছিলাম।

২৭৮. তখন আমার জন্য নানাবিধ তূর্যবাদ্য এনে শ্রুতিমুধর মনোজ্ঞ তালে বাজানো হতো এবং সেই মনোজ্ঞ বাজনার তালে তালে সকল সুন্দরী মেয়েরা নেচে নেচে আমার মনকে হরণ করত।

২৭৯. চেলাপিকা, লামণিকা, কুঞ্জবাসী ত্রিমজ্ঝিকা, লজ্ঘিকা, শোকজ্ঝায়ী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত।

২৮০. বেতালিনো, কুম্ভথূনী, নটী, নর্তকী, অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতি সবাই আমাকে প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টিত করে থাকত।

২৮১. নাপিত, স্নাপক, পাচক, মালাকার, সুপাশক, মুষ্টিযোদ্ধা সবাই আমাকে প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টিত করে থাকত।

২৮২. তাবতিংস দেবলোকের রাজভবনে ইন্দ্রের ন্যায় আমিও এদের মনোজ্ঞ ক্রীড়া ও শারীরিক কসরতে মত্ত হয়ে কখন রাতদিন চলে যেত মোটেই টের পেতাম না।

২৮৩. পথিক, পর্যটক সকলেই এবং বহু ভিক্ষুক, যাচক প্রত্যহ আমার ঘরে ভিক্ষার জন্যে উপস্থিত হতো।

২৮৪. অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ আমার পুণ্যসম্পত্তি বাড়িয়ে দেওয়ার মানসে (প্রায়ই) আমার ঘরে আসতেন।

২৮৫. পট্টবস্ত্রধারী, পাখির পেখমধারী, নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসী, পুষ্পবস্ত্রধারী, ত্রিদণ্ডধারী ও একশিখাধারী সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৮৬. আজীবক সন্ন্যাসী, নিঃস্ব, গোধর্মী, দেবধর্মী, মলিন বস্ত্রধারী সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৮৭. ভ্রমণশীল, শান্তিলাভী, অক্রোধী, তপস্বী, বনচারী সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৮৮. ওড্ডক, দমিলা, সাকুলা, মলবালকা, সবরা (নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক), যোনকা সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৮৯. অন্ধ, মুণ্ডিতমস্তক, কোটলা, হনুবিন্দক, আরবীয় ও চীনা লোক সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯০. অলসন্দকা, পল্লবকা, ধম্মরা, নিগ্‌গমানুষ ও গৃহী কুলপুত্র সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯১. মাধুবকাকোসলকা, কলিঙ্গা, হত্থিপোরিকা, ইসিণ্ডা, মক্কলা সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯২. চেলাবকা, ও ঘুল্‌হা, মেঘলা, ক্ষুদ্রকা ও বহু শূদ্র সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৩. রোহনা, সিন্ধুদেশীয়, চিতকা, এককর্ণি, পশ্চিমদেশীয় সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৪. সুপ্পারক কুমার, সুবর্ণভূমি মল্লবাসী, বৃজি সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৫. নলকার তাঁতি, চর্মকার, ছুতার, কর্মকার, কুম্ভকার সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৬. মণিকার, লৌহকার, স্বর্ণকার, বস্ত্রবেপারী, সীসাকর সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৭. তীর প্রস্তুতকারী, ভ্রমণকারী, তাঁতি, গন্ধধারী, রঞ্জনকারী, দর্জি সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৮. তেলবেপারী, কাঠ আহরণকারী, জল আহরণকারী, বার্তাবাহক, পাচক, স্যুপরক্ষাকারী সবাই আমার ঘরে আসতেন।

২৯৯. দ্বাররক্ষক, সেনাদল, কারাবন্দী, পুষ্প সংগ্রহকারী, হস্তী-আরোহী, হস্তীপালক সবাই আমার ঘরে আসতেন।

৩০০. আনন্দ নামক মহারাজা আমার হিতের জন্য আমাকে প্রভূত সম্পত্তি দিয়েছিলেন। আমি সপ্তবর্ণের রত্ন কোনো ঊনতা না রেখে পূরিয়ে নিয়েছিলাম।

৩০১. যে সমস্ত বর্ণের বহু লোকের নাম ঘোষণা করেছিলাম, তখন আমি তাদের চিত্ত অবগত হয়ে নানাবিধ রত্ন দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৩০২. বহু মানুষের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে, ভেরি শব্দে ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে আমি নিজ গৃহে রমিত হয়েছিলাম।

৩০৩-৩০৪. সেই সময় চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর ভগবান লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎ

ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে পথে হাঁটা শুরু করেছিলেন। তিনি সকল দিক আলোকিত করে দ্বীপবৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ময় হয়েছিলেন।

৩০৫. লোকনায়ক বুদ্ধ হেঁটে যাবার সময় সকল প্রকার ভেরি বেজে উঠেছিল এবং তখন তার শরীর হতে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রভা নির্গত হচ্ছিল।

৩০৬. আলোকোজ্জ্বল বুদ্ধরশ্মি ঘরের কবাট অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করলে পরে তৎক্ষণাৎ সমস্ত গৃহাভ্যন্তর বিপুল আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

৩০৭. বুদ্ধের এমন প্রভা দেখে আমি পরিষদে বলেছিলাম, বুদ্ধশ্রেষ্ঠই যে এই পথে প্রতিপন্ন হয়েছেন, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

৩০৮. শিগ্‌গির প্রাসাদ হতে নেমে এসে আমি পথপার্শ্বে বাজারে চলে গিয়েছিলাম। সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৩০৯. হে পদুমুত্তর বুদ্ধ, আমাকে অনুকম্পা করুন। আমার প্রার্থনায় লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎসহ সেই মহামুনি আমার নিমন্ত্রণ (ফাং) গ্রহণ করেছিলেন।

৩১০. সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করার পর আমি নিজ গৃহে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি মহামুনিকে অন্নপানীয় দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৩১১. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের ভোজনকৃত্য শেষ হলে পরে উপযুক্ত সময় ভেবে আমি শত রকমের বৈচিত্রময় তূর্যশব্দে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

৩১২. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ গৃহমধ্যে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩১৩. যে ব্যক্তি আমাকে তূর্যশব্দে পূজা করল এবং অন্নপানীয় দান করল। এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তেমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৩১৪. এই ব্যক্তি প্রভূত ভোগসম্পত্তি ও সোনাদানার অধিকারী হয়ে চারি দ্বীপে একচ্ছত্র রাজত্ব করবে।

৩১৫. পঞ্চশীল ও দশবিধ পুণ্যকর্মে নিজেকে চালিত করে স্বীয় পরিষদকেও সে-বিষয় শিক্ষা দিবে।

৩১৬. সমলংকৃত লক্ষ তূর্য-ভেরির সুমধুর শব্দ প্রতিনিয়ত এই ব্যক্তিকে আমোদিত করে রাখবে। ইহা তার তূর্যশব্দে পূজা করারই ফল।

৩১৭. ত্রিশ হাজার কল্প সে দেবলোকে রমিত হবে এবং চৌষট্টিবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করবে।

৩১৮. চৌষট্টিবার সে চক্রবর্তী রাজা হবে এবং প্রাদেশিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

৩১৯. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম গোত্রে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৩২০. এই ব্যক্তি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে বহুবার জন্মগ্রহণের পর তখন প্রভূত ভোগসম্পত্তির অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

৩২১. ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শী অধ্যাপক হয়ে সে উত্তমার্থ তথা মুক্তিমার্গের খোঁজ করতে করতে বিচরণ করবে।

৩২২. পরে সে পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে গৌতম ভগবানের শাসনে অভিরমিত হবে।

৩২৩. শাক্যপুঙ্গব গৌতম সম্বুদ্ধকে যথাযথ অনুসরণ করে সমস্ত ক্লেশক্ষয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করবে।

৩২৪. গভীর অরণ্যে পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভীক হয়ে আজ আমি শাক্যপুত্র গৌতমের শাসনে অবস্থান করছি।

৩২৫. কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে কোনো দরিদ্র কুলে দুঃস্থ হয়ে জন্মেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার বুদ্ধকে পূজা করারই ফল।

৩২৬. বিবেকযুক্ত, উপশান্ত ও নিরুপধি হয়ে এখন আমি নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জতুকর্ণি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জতুকর্ণি স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. উদেন স্থবির অপদান

৩৩০. হিমালয়ের অনতিদূরে পদুম নামক একটি পর্বত ছিল। সেখানে আমার একটি সুনির্মিত আশ্রম ও একটি পর্ণশালা ছিল।

৩৩১. সেখানে স্বচ্ছ সলিলা, শীতল-জলা, সুন্দর স্নানঘাটসম্পন্না মনোরম নদীগুলো প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হতো।

৩৩২. সেই নদীগুলোতে নানা জাতীয় মৎস্য ও জলজ প্রাণী নিত্য বসবাস করত। এতে করে সেই নদীগুলোকে অতীব সুন্দর দেখাত।

৩৩৩. আমার আশ্রমটি ছিল আম, জাম প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষরাজিতে সমাচ্ছন্ন। উদ্দালক, পাটলী প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৩৪. সুপুষ্পিত অংকোলকা, বিম্বিজালা, মায়াকারী প্রভৃতি বৃক্ষ সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৩৫. সুপুষ্পিত অতিমুক্তা, সত্তলিকা, নাগা ও শালবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৩৬. সুপুষ্পিত কোশম্বা, সললা, নীপা ও অষ্টাঙ্গ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৩৭. আমার আশ্রমের চারপাশে হরিতকী, আমলকী, আম, জাম, কলা, বহেরা, ভল্লতক (মাজুফল) ও বিল্বফল প্রভৃতি ফলমূল ছিল সুপ্রচুর।

৩৩৮. আমার আশ্রমের চারপাশে কলম্বা ও কন্দলীবৃক্ষ সুপুষ্পিত হতো এবং দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৩৯. সুপুষ্পিত অশোক, পিণ্ডিবারী ও নিমগাছগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪০. সুপুষ্পিত পুন্নাগ, গিরিপুন্নাগ, তিমির বৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪১. সুপুষ্পিত নিগ্‌গুণ্ডী, সিরিনিগ্‌গুণ্ডী, চম্পাবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪২. আমার আশ্রমের অনতিদূরে নানা জাতীয় পাকপাখালীর কূজনে মুখরিত ও মন্দালক, পদ্ম, উৎপল প্রভৃতি পুষ্পে সমাচ্ছন্ন একটি সুন্দর পুষ্করিণী ছিল।

৩৪৩. স্বচ্ছসলিলা, শীতল-জলা, সুন্দর স্নানঘাটসম্পন্না, স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় মনোরম নদীগুলো আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৪. সেই নদীগুলোতে সব সময় পদ্ম, পুণ্ডরীক, উৎপল প্রস্ফুটিত হতো এবং মন্দালক পুষ্পাদিতে সমাচ্ছন্ন নদীগুলো আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৫. সেই নদীগুলোতে নানা ধরনের মৎস্য ও জলজপ্রাণী বিচরণ করে

করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৬. সেই নদীগুলোতে বসবাস করা বহু কুমির, শুশুক[১], কচ্ছপ ও অজগর আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৭. রবিহাঁস, ঘুঘুপাখি, নদীচর বক ও বলাকা, দিন্দিভা ও শালিক প্রভৃতি পাখিরা আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৮. নিয়ত আম্রগন্ধী সুপুষ্পিত কেতকা বৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৪৯. সিংহ, বাঘ, নেক্রেবাঘ ও ভালুকেরা গভীর অরণ্যে বিচরণ করে করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৫০. জটাভারে জর্জরিত মৃগচর্ম পরিহিত সন্ন্যাসীরা গভীর অরণ্যে বিচরণ করে করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৫১. মৃগচর্ম পরিহিত, শান্তেন্দ্রিয়, পণ্ডিত, অল্পভোজী সন্ন্যাসীরা আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৫২. তখন তারা লাঠি নিয়ে বনে প্রবেশ করে ফলমূল খেয়ে খেয়ে আমার আশ্রমে বসবাস করত।

৩৫৩. তারা কখনো জ্বালানী কাঠ, পানীয় জল কিংবা পা ধোয়ার জল নিয়ে আসত না। তাদের সকলের সম্মিলিত পুণ্য-প্রভাবে সেগুলো আপনাতেই যথাস্থানে চলে আসত।

৩৫৪. তখন সেখানে চুরাশি হাজার ঋষি সমবেত হয়েছিল। তারা সকলেই ধ্যানী ও উত্তমার্থ তথা মুক্তিমার্গের গবেষক ছিলেন।

৩৫৫. সেই ব্রহ্মচারী তপস্বীরা পরস্পর সুন্দর বোঝাপড়ার মাধ্যমে আকাশচারী হয়ে আমার আশ্রমে বসবাস করত।

৩৫৬. একাগ্রচিত্ত, শান্তেন্দ্রিয় ঋষিগণ পাঁচদিন অন্তর অন্তর সমবেত হতেন এবং একে অপরকে অভিবাদন করে যে যার দিকে চলে যেতেন।

৩৫৭. ঠিক তখনি সর্বধর্মে বিশেষ পারদর্শী পদুমুত্তর জিন সমস্ত অজ্ঞতারূপ অন্ধকার বিধ্বংস করে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩৫৮. আমার আশ্রমের পাশে এক মহাঋদ্ধিধর যক্ষ ছিল। সে আমাকে পৃথিবীতে পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হওয়ার খবরটি জানিয়েছিল।

৩৫৯. মহামুনি পদুমুত্তর বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছেন। বন্ধু, শিগ্‌গির সম্বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর সেবা কর।

---

[১]। মাছের মতো স্তন্যপায়ী জলজ প্রাণীবিশেষ।

৩৬০. যক্ষের কথা শোনার সাথে সাথে অতীব প্রসন্নমনে আমি আশ্রমের সমস্ত কিছু গুছিয়ে রেখে গভীর অরণ্য হতে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

৩৬১. আশ্রম হতে বের হওয়ার পর এ জায়গায় একরাত্রি বাস করে বিনায়ক বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

৩৬২. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ চতুরার্যসত্য প্রকাশ করে অমৃতপদ দেশনা করছিলেন।

৩৬৩. সুপুষ্পিত পদ্মফুল হাতে নিয়ে মহর্ষি বুদ্ধের কাছে গিয়ে অতীব প্রসন্নমনে দান করেছিলাম।

৩৬৪. লোকনায়ক পদুমুত্তর সম্বুদ্ধকে পূজা করে আমি পরিধেয় মৃগচর্ম একাংশ করে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৩৬৫. যেই জ্ঞানের দ্বারা পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে বসবাস করছেন, এখন আমি সেই জ্ঞানেরই গুণকীর্তন করব। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৩৬৬. সংসার-স্রোত ছিন্ন করে আপনিই সমস্ত প্রাণীকুলকে তীর্ণ করেছেন। তারা সকলেই আপনার কাছে ধর্মকথা শুনে তৃষ্ণাস্রোত অতিক্রম করেছেন।

৩৬৭. আপনিই প্রাণীদের শাস্তা, প্রতীক, ধ্বজা, পরায়ণ, প্রতিষ্ঠা, দ্বীপ ও দ্বিপদোত্তম।

৩৬৮. পৃথিবীতে যত শাস্তা নামধারী গণাচার্য আছেন, তাদের মধ্যে সর্বজ্ঞ আপনিই শ্রেষ্ঠ। আপনার সামনে তারা একান্তই নস্যি।

৩৬৯. হে সর্বজ্ঞ, আপনি আপনার জ্ঞানের দ্বারা বহু মানুষকে মুক্ত করেছেন। ভবিষ্যতে আরও বহু সত্ত্ব আপনার দর্শনে এসে দুঃখের অন্তসাধন করবে।

৩৭০. হে চক্ষুষ্মান পুণ্যক্ষেত্র মহামুনি, পৃথিবীতে যত সুগন্ধ প্রবাহিত হয়, সেগুলোর কোনোটিই আপনার গুণগন্ধের সমান হবে না।

৩৭১. হে চক্ষুষ্মান, আপনি তির্যক ও নিরয়যোনি সম্পূর্ণ ক্ষয় করেছেন। হে মহামুনি, আপনিই একমাত্র অসংস্কৃত শান্তিপদ নির্বাণ দেশনা করেছেন।

৩৭২. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৩৭৩. যে ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে আমার জ্ঞানের পূজা করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৩৭৪. সে ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবে।

৩৭৫. সুব্রত সম্বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করে আমি আজ পরম লাভ অর্জন করেছি এবং সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদেন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদেন স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

মৈত্রেয়, পূর্ণক, মেত্তগু, ধৌতক স্থবিরসহ
উপসীব, নন্দ, হেমক, তেদেয়্য, জতুকর্ণি,
এবং মহাযশস্বী উদেন স্থবির এই দশে মিলে
মোট তিনশ আটাত্তর গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

*   *   *

৪২. ভদ্দালি-বর্গ

১. ভদ্দালি স্থবির অপদান

১. মহাকারুণিক, মুনিশ্রেষ্ঠ, বিবেককামী, লোকাগ্র সুমেধ সম্বুদ্ধ একদিন হিমালয়ে গিয়েছিলেন।

২. পুরুষোত্তম লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধ হিমালয়ে প্রবেশ করে ঋজু দেহে পদ্মাসনে বসেছিলেন।

৩. পুরুষোত্তম লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধ গভীর সমাধিতে অভিনিবিষ্ট হয়ে মোট সাত দিন, সাত রাত্রি বসেছিলেন।

৪. একদিন আমি আমার লাঠি হাতে নিয়ে বনে প্রবেশ করেছিলাম এবং সেখানে স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৫. আমি প্রথমে ঝাড়ু নিয়ে গোটা আশ্রমটি ঝাঁট দিয়েছিলাম। তারপর চার কোণে চারটি খুঁটি গাড়িয়ে তাতে একটি মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম।

৬. আমি শালপুষ্প নিয়ে এসে মণ্ডপের উপর ছেয়ে দিয়েছিলাম। তারপর অতীব প্রসন্নমনে তথাগতকে অভিবাদন করেছিলাম।

৭. যাকে 'সুমেধ ভগবান' বলা হয় সেই ভূরিপ্রাজ্ঞ সুমেধ ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৮. বুদ্ধের মনের কথা অবগত হয়ে তখন দেবতাসকল সমবেত হয়েছিল। কারণ, চক্ষুষ্মান বুদ্ধশ্রেষ্ঠ নিঃসংশয়ে ধর্মদেশনা করবেন।

৯. পরম পূজনীয় সুমেধ সম্বুদ্ধ দেবসংঘে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১০. যে ব্যক্তি আমাকে সপ্তাহকাল ধরে শালপুষ্প আচ্ছাদিত মণ্ডপ ধারণ করেছিল, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

১১. সে দেবলোকে দেবতা হয়ে অথবা মনুষ্যলোকে মানুষ হয়ে জন্ম নিলে হেমবর্ণের অধিকারী হবে। আর প্রভূতি ভোগসম্পত্তির অধিকারী হয়ে কামভোগী হবে।

১২-১৩. সর্বালংকারে বিভূষিত, হেমবস্ত্র পরিহিত, সুবর্ণ কচ্ছধারী ষাট হাজার মাতঙ্গ হস্তীর উপর আরোহিত হয়ে নিজ হাতে অঙ্কুশ দিয়ে চালিত করে সকাল-সন্ধ্যা এই ব্যক্তির সেবা করতে আসবে। সেই হস্তীনাগদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এই ব্যক্তি রমিত হবে।

১৪-১৫. সর্বালংকারে বিভূষিত, দ্রুতগামী ষাট হাজার সিন্ধুদেশীয়

আজানীয় ঘোড়ায় আরোহিত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিত্য এই ব্যক্তিকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৬-১৭. সর্বালংকারে বিভূষিত, বাঘের চামরায় সুসজ্জিত ও বিচিত্র ধ্বজায় সাজানো ষাট হাজার রথে আরোহিত হয়ে হাতে বর্ম ধারণ করে এই ব্যক্তিকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৯. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা—এই চতুরঙ্গিণী সেনারা এই ব্যক্তিকে নিত্য পরিবেষ্টিত করে থাকবে। ইহা তার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

২০. আজ থেকে একশ আঠার কল্প পরে সে দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবে।

২১. একশ তিনবার সে দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে, আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

২২. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম গোত্রে গৌতম নামক শাস্তা জগতে উৎপন্ন হবেন।

২৩. সে তাঁর ধর্মের উত্তরাধিকারী হবে এবং ধর্মৌরসজাত পুত্র হবে। অভিজ্ঞা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করবে।

২৪. ত্রিশ হাজার কল্প পরের লোকনায়ক বুদ্ধকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম এবং সেই থেকে অমৃতপদ নির্বাণের অনুসন্ধান করেছিলাম।

২৫. আমার পরম লাভ অর্জিত হয়েছে। আমি বুদ্ধের শাসন সম্বন্ধে যা জানার জেনেছি। এখন আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করে বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৬. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। আপনার জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেই আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

২৭. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই আমি সুখী হতাম। ইহা আমার বুদ্ধজ্ঞানকে ভূয়সী প্রশংসা করারই ফল।

২৮. এই ভবভবান্তরে এই আমার শেষ জন্ম। নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে এখন আমি অবস্থান করছি।

২৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ

করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভদ্দালি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভদ্দালি স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একছত্রিয় স্থবির অপদান

৩২. চন্দ্রভাগা নদীতীরে আমি পরিশুদ্ধ বালুকাকীর্ণ একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম এবং সেখানে একটি পর্ণশালাও তৈরি করেছিলাম।

৩৩. আশ্রমের পাশ দিয়ে জলজ মৎস্য-কচ্ছপ ও কুমিরের নিরাপদ আবাসস্থল, বিস্তৃত উপকুল, সুন্দর স্নানঘাটসম্পন্ন মনোরম নদী নিত্য প্রবাহিত হতো।

৩৪. বাঘ, ভালুকসহ ময়ূর, করবী, শালিক প্রভৃতি পাকপাখালির সদা মুখরিত কূজনে আমার আশ্রমটি অতীব শোভমান হতো।

৩৫. সেখানে প্রতিনিয়ত মধুরকণ্ঠী কোকিল ও মধুরস্বরী হংস মধুরস্বরে গান করত। এতে করে আমার আশ্রমটি অতীব শোভমান হতো।

৩৬. সিংহ, বাঘ, শুকর, ভালুক, কবুতর প্রভৃতি গিরিখাদে উচ্চশব্দে গর্জন করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৭. হরিণ, শিয়াল, শুকর প্রভৃতি প্রাণীরা পর্বত-কন্দরে উচ্চ শব্দে গর্জন করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৮. উদ্দালক, পম্পক, পাটলী, নিন্দুবারক, অতিমুক্তা ও অশোক প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৩৯. অংকোলা, যূথিকা, সত্তলী, বিম্বিজালিকা ও কণিকার প্রভৃতি ফুল ফুটে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪০. সুপুষ্পিত নাগ, শাল, সরল, পুণ্ডরীক পুষ্পবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়িয়ে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪১. সুপুষ্পিত অর্জুন, অসনা, মহানাম, শাল ও কঙ্গু পুষ্পবৃক্ষগুলো আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪২. আম, জাম, তিলক, নিম, শালকল্যাণী বৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়িয়ে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪৩. সুপুষ্পিত অশোক, কপিষ্ঠা, গিরিমাল বৃক্ষরাজি দিব্যগন্ধ ছড়িয়ে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪৪. কাদম্ব, কলাগাছ ও ইসিমুগ্‌গা প্রভৃতি গাছে নিত্য ফল ধরত। এতে আমার আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি পেত।

৪৫. আমার আশ্রমের চারপাশে সারি সারি হরিতকী, আমলকী, আম, জাম, বহেরা, কলা, ভল্লাতক, বিল্ব প্রভৃতি বহু ফলগাছ ছিল।

৪৬. আমার আশ্রমের অনতিদূরে মন্দালক, পদ্ম ও উৎপলে সমাচ্ছন্ন, সুন্দর স্নানঘাটসম্পন্ন মনোরম একটি পুষ্করিণী ছিল।

৪৭. আমার আশ্রমে পদ্মফুলগুলো গর্ভধারণ করত এবং অন্যান্য কেশরী ও পত্তকর্ণিকা গাছগুলো পুষ্পিত হতো।

৪৮. স্রোতস্বিনী নদীর স্বচ্ছ জলে নানা জাতীয় জলজ মৎস্যের সচঞ্চল বিচরণ আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৪৯. আম্রগন্ধী নয়িতা ও অনুকূলপ্রবাহি কেতকা পুষ্পবৃক্ষগুলো দিব্যগন্ধ ছড়িয়ে আমার আশ্রমের শোভাবর্ধন করত।

৫০. মধুস্রাবী পদ্মফুলের ডাঁটা ও ক্ষীরস্রাবী পদ্মফুলের মূল দিব্যগন্ধ ছড়িয়ে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৫১. চৌদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শোভন বালুকারাশি ও জলজ পুষ্পবৃক্ষগুলো সুপুষ্পিত হয়ে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৫২. জটাভারে জর্জরিত মৃগচর্মধারীরা ও গাছের বল্কলধারীরা আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৫৩. আমার আশ্রমে আনত নয়ন, পণ্ডিত, শান্তেন্দ্রিয় ও কামভোগে বিরাগী সন্ন্যাসীরা বসবাস করত।

৫৪. আমার আশ্রমে দীর্ঘ নখ, লোম ও কেশধারী, ক্লেদদন্তধারী, মলিন বস্ত্রধারীরা সবাই বসবাস করত।

৫৫. অভিজ্ঞালাভী, অন্তরীক্ষচর ঋদ্ধিধরেরা আকাশে বিচরণ করে করে আমার আশ্রমের শোভা বর্ধন করত।

৫৬. আমি তখন সেই শিষ্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গভীর অরণ্যে বসবাস করতাম এবং নিয়ত ধ্যানরত থাকায় কখন যে রাত-দিন চলে যেত বুঝতেই পারতাম না।

৫৭. ঠিক সেই সময়ে অজ্ঞতারূপ সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে মহামুনি লোকনায়ক অর্থদর্শী ভগবান জগতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৫৮. একদিন আমার এক শিষ্য আমার কাছে এসে ছলঙ্গ লক্ষণমন্ত্র

শিখতে চেয়েছিল।

৫৯. সেই সময় পৃথিবীতে মহামুনি অর্থদর্শী বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে চতুরার্যসত্য প্রকাশ করে অমৃতপদ দেশনা করছিলেন।

৬০. অত্যন্ত হৃষ্ট, তুষ্ট, প্রমোদিত, পুলকিত ও ধর্মগতচিত্ত হয়ে আশ্রম হতে বের হয়ে এই কথা বলেছিলাম।

৬১. পৃথিবীতে বত্রিশ শ্রেষ্ঠ লক্ষণসম্পন্ন বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। বৎসগণ, এসো সবাই মিলে সম্যকসম্বুদ্ধের কাছে যাব।

৬২. সেই উত্তমার্থ গবেষকগণ অত্যন্ত অনুগত ও স্বধর্মে পারমীবান। তারা 'অতি ভালো' বলে আমার কথায় সম্মত হয়েছিল।

৬৩. জটাভারে জর্জরিত, মৃগচর্মের বস্ত্রধারী ও উত্তমার্থ গবেষকগণ তখন বন হতে বেরিয়ে পড়েছিল।

৬৪. সেই সময় মহাযশস্বী অর্থদর্শী ভগবান চতুরার্যসত্য প্রকাশ করে অমৃতপদ দেশনা করছিলেন।

৬৫. শ্বেতচ্ছত্র হাতে নিয়ে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠের মাথার উপর ধারণ করেছিলাম। একদিন যাবৎ ধারণ করার পর বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে বন্দনা করেছিলাম।

৬৬. ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬৭. যে ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে আমার মাথার উপর ছাতা ধারণ করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৬৮. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে এই ব্যক্তির জন্মের সময় সব সময় ছাতা ধারণ করা হবে। ইহা তার ছাতা দানেরই ফল।

৬৯. সে সাতাত্তর কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবেই।

৭০. সে সাতাত্তরবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে এবং প্রাদেশিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

৭১. আজ থেকে একশ আঠার কল্প পরে চক্ষুষ্মান গৌতম শাক্যপুঙ্গব অজ্ঞতারূপ অন্ধকার বিধ্বংস করে জগতে উৎপন্ন হবেন।

৭২. তাঁর ধর্মের উত্তরাধিকারী হবে এবং তার ধর্মৌরসজাত পুত্র হবে। অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করবে।

৭৩. যেই সময় আমি কর্মটি করেছিলাম, বুদ্ধের মাথার উপর ছাতা ধারণ করেছিলাম, সেই থেকে আমার মাথার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হয়নি,

এমনটি অন্তত আমার জানা নেই।

৭৪. এই ভবভবান্তরে এই জন্মই আমার শেষ জন্ম। সেই যে কর্ম করেছিলাম, অথচ এখনো প্রতিনিয়ত আমার মাথার উপর ছাতা ধারণ করা হয়।

৭৫. অহো, অর্থদর্শী ভগবানের কাছে কী সুকর্মই না আমি করেছি! সর্বাসব ক্ষয়ে এখন আমার পুনর্জন্ম নেই।

৭৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৮ চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একছত্রিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একছত্রিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. তৃণসূলকছাদনীয় স্থবির অপদান

৭৯. সেই সময় জন্ম, জরা, মরণকে দেখে সংবেগপ্রাপ্ত হয়ে আমি একাকী গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৮০. ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং সেখানে আমি সমুন্নত ভূমিভাগ দেখতে পেয়েছিলাম।

৮১. সেখানে আমি একটি আশ্রম তৈরি করে বসবাস করছিলাম। সেই আশ্রমে নানা পাকপাখালির কুহুটানে মুখরিত একটি চঙ্ক্রমণঘরও নির্মাণ করেছিলাম।

৮২. বহু আস্থাভাজন বন্ধু আমার কাছে আসত এবং বহু মনোহর পাখি সুমিষ্ট সুরে গান করত। তাদের সাথে বেশ খায়খাতির করে আমি আমার আশ্রমে বসবাস করতাম।

৮৩. আমার আশ্রমের চতুর্পার্শ্বে বহু প্রবল পরাক্রমী পশুরাজ সিংহ বসবাস করত। তারা সময়ে সময়ে স্বীয় আবাস হতে বের হয়ে অশনির মতো গর্জন করত।

৮৪. পশুরাজ সিংহ সিংহনাদে গর্জন করলে তখন আমার বেশ আনন্দ

হতো। একদিন আমি পশুরাজ সিংহের সন্ধানে বের হলে পরে লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৮৫. দেবাতিদেব নাগকেশর লোকনায়ক তিষ্যবুদ্ধকে দেখার পর হৃষ্ট, তুষ্ট চিত্তে পূজা করেছিলাম।

৮৬. আমি আকাশে বিচরণরত মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায়, সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় ও ভোরের আকাশে উজ্জ্বল শুকতারার ন্যায় লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৮৭. হে সর্বজ্ঞ, আপনার অমিত জ্ঞানের দ্বারা আপনি এই সদেবলোককে মুক্ত করেছেন। আপনার যথার্থ আরাধনা করেই তারা জন্ম হতে মুক্ত হয়েছেন।

৮৮. হে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী বুদ্ধের দর্শন না পেয়েই বহু সত্ত্ব রাগ-দ্বেষে জর্জরিত হয়ে অবীচি নরকে পড়ে থাকে।

৮৯. হে সর্বজ্ঞ লোকনায়ক, আপনার দর্শনে এসেই বহু সত্ত্ব জন্মসকল হতে মুক্ত হন এবং অমৃতপদ স্পর্শ করেন।

৯০. প্রভাঙ্কর চক্ষুষ্মান বুদ্ধগণ যখন জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তখনি কেবল সত্ত্বগণ ক্লেশসকলকে বিদগ্ধ করে জ্ঞানালোকের দেখা পান।

৯১. লোকনায়ক তিষ্য সম্বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করার পর আমি অতীব হৃষ্ট চিত্তে মল্লিকা ফুল দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৯২. আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে লোকাগ্রনায়ক তিষ্য বুদ্ধ স্বীয় আসনে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৯৩. যে ব্যক্তি প্রসন্নমনে নিজ হাতে আমাকে ফুল দিয়ে আচ্ছাদিত করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৯৪. সে পঁচিশবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করবে এবং পঁচাত্তরবার রাজচক্রবর্তী হবে।

৯৫. পূর্বকৃত পুষ্পপূজা কর্মের ফলে সে অসংখ্যবার প্রাদেসিক রাজা হবে।

৯৬. এই ব্যক্তি পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে আমস্তক স্নান শেষে যখনি পুষ্প ইচ্ছা করবে, তখনি পুষ্প আবির্ভূত হবে।

৯৭. সে যখনি যা যা ইচ্ছা করবে, তখনি সেগুলো তার উৎপন্ন হবে। সমস্ত সংকল্প পরিপূর্ণ করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে নির্বাপিত হবে।

[আঠারতম ভাণবার সমাপ্ত]

৯৮. সমস্ত ক্লেশকে বিদগ্ধ করে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে একাসনে বসে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৯৯. চঙ্ক্রমণ করার সময়, শায়িত অবস্থায়, বসা অবস্থায় অথবা দাঁড়িয়ে থাকার সময়—সদা সর্বদা আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে অবস্থান করি।

১০০. চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন—জীবন ধারণের অতি আবশ্যকীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্রের কোনো ঘাটতি আমার নেই। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১০১. অতএব আমি আজ পরম শান্তিময় অনুত্তর অমৃতপদ লাভ করেছি। অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০২. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১০৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণসূলকছাদনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণসূলকছাদনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. মধুমাংসদায়ক স্থবির অপদান

১০৬. বন্ধুমতি নগরে আমি এক শুকরের মাংস ব্যবসায়ী ছিলাম। একসময় ব্যাপকভাবে শুকরের মাংস রান্না করে বিশাল এক ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল।

১০৭. সেখানে গিয়ে আমি একটি পাত্র হাতে নিয়েছিলাম এবং এক পাত্রপূর্ণ মধুর মাংস নিয়ে ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলাম।

১০৮. তখন এক স্থবির ভিক্ষু আমাকে লক্ষ করে এই আশীর্বাদসূচক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই এক পাত্র মধুর মাংস দানের ফলে সে বিপুল

সুখ লাভ করবে।

১০৯. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে দেবমনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে অন্তিম জন্মে সে সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করবে।

১১০. তার কথা শুনে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়েছিলাম। সেখানে আমি খেয়ে-দেয়ে বিপুল সুখ লাভ করেছিলাম।

১১১. কী মণ্ডপে, কী বৃক্ষমূলে যখনি আমি পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করতাম, তখনি ভারি বর্ষণের ন্যায় আমার কাছে অন্নপানীয় বর্ষিত হতো।

১১২. এই ভবভবান্তরে এই আমার শেষ জন্ম। এই জন্মেও আমার উদ্দেশে প্রতিনিয়ত অন্নপানীয় বর্ষিত হয়।

১১৩. সেই মধুর মাংস দানের ফলে আমি বহুবার জন্ম নিয়ে শেষে অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মধুর মাংস দানেরই ফল।

১১৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মধুমাংসদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মধুমাংসদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নাগপল্লব স্থবির অপদান

১১৮. আমি বন্ধুমতি নগরে রাজার উদ্যানে বসবাস করছিলাম। একদিন আমার আশ্রমের পাশে লোকনায়ক বুদ্ধ বসেছিলেন।

১১৯. আমি তখন নাগপল্লব হাতে নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে সুগতকে অভিবাদন করেছিলাম।

১২০. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই নাগপল্লব দিয়ে পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১২১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নাগপল্লব স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নাগপল্লব স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. একদীপিয় স্থবির অপদান

১২৪. লোকনায়ক সুগত সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তখন দেবমনুষ্য সকলেই দ্বিপদোত্তমকে পূজা করছিলেন।

১২৫. লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবানকে চিতায় তোলা হলে পরে লোকেরা যথাশক্তি শাস্তার চিতাকে পূজা করছিলেন।

১২৬. আমি সেই চিতার একটু দূরে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করেছিলাম। আমার জ্বালানো সেই প্রদীপ সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত জ্বলেছিল।

১২৭. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১২৮. সেখানে আমার চারপাশে ব্যামপ্রমাণ জায়গাজুড়ে একটি প্রজ্জ্বালিত প্রদীপ নিত্য জ্বলছে বলে মনে হতো। কারণ, আমার চারপাশে ব্যামপ্রমাণ জায়গায় নিয়ত লক্ষ প্রদীপ জ্বলে থাকত।

১২৯. সূর্যোদয় হওয়া সত্ত্বেও সব সময় আমার দেহ জ্যোতির্ময় থাকত। আলোকোজ্জ্বল দীপপ্রভায় আমার শরীর নিয়ত আলোকিত থাকত।

১৩০. আমি পর্বত ভেদ করে আঁকা-বাঁকা শতযোজন দূর পর্যন্ত দুচোখে দেখতে পেতাম।

১৩১. সাতাত্তরবার আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম এবং তন্মধ্যে

একত্রিশবার দেবরাজত্ব করেছিলাম।

১৩২. আটাশবার আমি রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম। আর প্রাদেশিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

১৩৩. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। সেই মাতৃগর্ভে থাকাকালেও আমার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হয়নি।

১৩৪. জন্মের পর মাত্র চার বৎসর বয়সে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং মাত্র পনের দিনের মধ্যে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১৩৫. আমি জন্মসকলকে ধ্বংস করে ও সমস্ত ক্লেশকে ছিন্ন করে বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করেছি। ইহা আমার একটি মাত্র প্রদীপ দানেরই ফল।

১৩৬. আমি পাহাড়-পর্বত ভেদ করে আঁকা-বাঁকা বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পাই। ইহা আমার একটি মাত্র প্রদীপ দানেরই ফল।

১৩৭. উঁচু-নিচু অসমান জায়গাগুলোও আমার কাছে সমান হয়ে যেত এবং আমার কাছে অন্ধকার বলতে কিছুই নেই। আমি খোলা চোখে কখনোই অন্ধকার দেখতে পাই না । ইহা আমার একটি মাত্র প্রদীপ দানেরই ফল।

১৩৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই প্রদীপ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একটি মাত্র প্রদীপ দানেরই ফল।

১২১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একদীপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একদীপিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. উচ্ছাঙ্গপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৪২. আমি তখন বন্ধুমতি নগরে এক মালাকার ছিলাম। এক কোলফুল নিয়ে আমি বাজারে গিয়েছিলাম।

১৪৩. সেই সময় লোকনায়ক ভগবান মহতি ভিক্ষুসংঘ-পরিবৃত হয়ে পথ

দিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৪৪. আমি লোকপ্রদ্যোৎ, মুক্তিদাতা বিপশ্বী ভগবানকে দেখতে পেয়ে সমস্ত কোলফুল হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে পূজা করেছিলাম।

১৪৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৪৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উচ্ছাঙ্গপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উচ্ছাঙ্গপুষ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. যাগুদায়ক স্থবির অপদান

১৪৯. আমি তখন এক অতিথিকে নিয়ে গ্রামে যাচ্ছিলাম। পথে বৃষ্টির জলে কানায় কানায় পূর্ণ নদী দেখে সংঘারামে গিয়েছিলাম।

১৫০. সেই সংঘারামে তখন আরণ্যিক ব্রতধারী, ধুতাঙ্গধর, ধ্যানী, জীর্ণ চীবরধারী, বিবেকাভিরত ধীর ভিক্ষুগণ বসবাস করছিলেন।

১৫১. তাঁদের সকলের গতি উচ্ছিন্ন হয়েছে। তারা সকলে সুবিমুক্ত। বন্যার জলে নদী কানায় কানায় পূর্ণ হওয়ায় তারা পিণ্ডচারণ করতে যাননি।

১৫২. আমি তখন কৃতাঞ্জলিপুটে অতীব প্রসন্নমনে চাল নিয়ে যাগু পাক করে দান করেছিলাম।

১৫৩. আমি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে যাগু দান করে স্বকৃত কর্মানুযায়ী (মৃত্যুর পর) তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৫৪. সেখানে আমার মণিময় দেববিমান উৎপন্ন হয়েছিল এবং আমি সেখানে মণিময় দেববিমানে নারীগণ পরিবৃত হয়ে আমোদিত হতাম।

১৫৫. আমি তেত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং

ত্রিশবার রাজচক্রবর্তী হয়ে রাজত্ব করেছিলাম।

১৫৬. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। আমি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে এভাবে বহু সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম।

১৫৭. এই শেষ জন্মে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি এবং আমি কেশ ছেদনের সময় সবকিছু লাভ করেছি।

১৫৮. তখন আমি সমস্ত দেহকে ক্ষয়-ব্যয়বশে সংমর্শন করতে করতে শিক্ষাপদ গ্রহণের আগেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

১৫৯. অতীতে আমি বাণিজ্য করতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ দানই করেছিলাম। সেই যে যাগুদান করেছিলাম, তার ফলে আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

১৬০. এই শেষ জন্মে আমার কোনো ধরনের শোক, পরিদেবন, ব্যাধি, চিত্তানুতাপ উৎপন্ন হয়েছে বলে জানা নেই। ইহা আমার যাগুদানেরই ফল।

১৬১. অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘকে যাগু দান করে আমি যাগুদানজনিত পাঁচটি সুফল লাভ করেছি।

১৬২. নিরোগী, রূপবান, শিগ্‌গির ধর্ম বুঝার ক্ষমতা, প্রভূত অন্নপানীয়লাভী ও আয়ু—এই পাঁচটি সুফল আমি পেয়েছি।

১৬৩. কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি যদি সংঘক্ষেত্রে যাগুদানের সুফল জেনে থাকেন, তবে অবশ্যই পাঁচটি সুফল প্রতিগ্রহণ করবেন।

১৬৪. আমার করণীয়কার্য শেষ হয়েছে। জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১৬৫. অতএব এখন আমি সম্বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মকে নমস্কার করতে করতে গ্রাম হতে গ্রামে, নগর হতে নগরে বিচরণ করব।

১৬৬. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার যাগুদানেরই ফল।

১৬৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যাগুদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যাগুদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পত্থোদনদায়ক স্থবির অপদান

১৭০. অতীতে আমি বনচারী বনকর্মী ছিলাম। একদিন আমি সাথে করে ভাত নিয়ে কাজে গিয়েছিলাম।

১৭১. সেখানে আমি অপরাজিত স্বয়ম্ভু সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি বন হতে পিণ্ডার্থে বের হয়েছেন দেখে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

১৭২. পরের কাজ করতে করতে কখনো পুণ্যকাজ করার সুযোগ আমার হয়নি। আজ আমার কাছে কিছু ভাত আছে। এই ভাতগুলো দিয়েই আমি মহামুনিকে ভোজন করাব।

১৭৩. তখনি আমি সেই ভাতগুলো নিয়ে স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে দান করেছিলাম। আমার মনের কথা ভেবে মহামুনি তখনি সেই ভাতগুলো খেয়েছিলেন।

১৭৪. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৭৫. ছত্রিশবার সে দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং তেত্রিশবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৭৬. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। জন্মজন্মান্তরে আমি সুখী ও যশস্বী হতাম। ইহা আমার ভাতদানেরই ফল।

১৭৭. ভবভবান্তরে বহুবার জন্ম নিয়ে আমি প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলাম এবং তখন আমার ভোগসম্পত্তির কোনো ঘাটতি ছিল না। ইহা আমার ভাত দানেরই ফল।

১৭৮. নদীর স্রোতের ন্যায় আমার ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হতো। কখনো আমি সেই ভোগসম্পত্তির সঠিক পরিমাপ করতে সমর্থ হইনি। ইহা আমার ভাত দানেরই ফল।

১৭৯. ইহা খাও, ইহা পরিভোগ কর, এই শয্যায় তুমি শয়ন কর—এভাবেই আমি সুখী হতাম। ইহা আমার ভাতদানেরই ফল।

১৮০. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার

ভাতদানেরই ফল

১৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পত্থোদনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পত্থোদনদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান

১৮৪. দেবমনুষ্য-পূজিত, মহাকারুণিক, লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তাঁর অমিয় উপদেশবাণী ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছিল।

১৮৫. সেই সময় আমি চন্ডাল হয়ে জন্মেছিলাম। চেয়ার-টেবিল তৈরি করে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং স্ত্রী-পুত্রদের ভরণ-পোষণ করতাম।

১৮৬. একদিন আমি একটি সুন্দর বসার চৌকি (মঞ্চ) তৈরি করে অতীব প্রসন্নমনে ভিক্ষুসংঘের কাছে গিয়ে নিজ হাতে দান করেছিলাম।

১৮৭. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৮৮. দেবলোকে জন্ম নেওয়ার পর আমি স্বর্গীয় দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমোদিত হয়েছিলাম এবং সেখানে যখনি মহার্ঘ মূল্যের শয্যাগুলো ইচ্ছা করতাম, তখনি আমার জন্য উৎপন্ন হতো।

১৮৯. পঞ্চাশবার আমি দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং আশিবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৯০. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম এবং জন্মে জন্মে সুখী ও যশস্বী হয়েছিলাম। ইহা আমার মঞ্চদানেরই ফল।

১৯১. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি যখনি মনুষ্যলোকে জন্ম নিতাম, তখনি আমার জন্য মহার্ঘ শয্যা আপনাতেই উৎপন্ন হতো।

১৯২. ভবভবান্তরে এই আমার শেষ জন্ম। আজও আমার শয়নের সময় মহার্ঘ শয্যা উৎপন্ন হয়।

১৯৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মঞ্চদানেরই ফল।

১৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মঞ্চদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

[ভদ্দালি-বর্গ বিয়াল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ভদ্দালি, একছত্রিয়, তৃণশূল, মধুরমাংসদায়ক,
নাগপল্লব, একদীপিয়, উচ্ছাঙ্গপুষ্পিয় ও যাগুদায়ক,
পথোদনদায়ক ও মঞ্চদায়ক এই দশে মিলে
মোট একশত ছিয়ানব্বইটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

[খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড) সমাপ্ত]

***   ***   ***

***   ***

***

খুদ্দকনিকায়ে

অপদান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
অনূদিত

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রকাশকের নিবেদন ৬৩৯
অনুবাদকের কথা ৬৪০

৪৩. সকিংসম্মার্জক-বর্গ

১. সকিংসম্মার্জক স্থবির অপদান ৬৪৩
২. একবস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান ৬৪৪
৩. একাসনদায়ক স্থবির অপদান ৬৪৬
৪. সপ্তকদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৬৪৮
৫. কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৬৪৮
৬. ঘৃতমণ্ডদায়ক স্থবির অপদান ৬৪৯
৭. একধর্মশ্রবণীয় স্থবির অপদান ৬৫০
৮. সুচিন্তিত স্থবির অপদান ৬৫২
৯. সুবর্ণকিঙ্কণীয় স্থবির অপদান ৬৫৪
১০. সোন্নকোন্তরিক স্থবির অপদান ৬৫৬

৪৪. একবিহারী-বর্গ

১. একবিহারিক স্থবির অপদান ৬৫৮
২. একশঙ্খীয় স্থবির অপদান ৬৫৯
৩. পাটিহীরসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৬৬০
৪. জ্ঞানস্তুতিকারী স্থবির অপদান ৬৬০
৫. উচ্ছুখণ্ডিক স্থবির অপদান ৬৬১
৬. কলম্বদায়ক স্থবির অপদান ৬৬২
৭. অম্বাটকদায়ক স্থবির অপদান ৬৬২
৮. হরিতকীদায়ক স্থবির অপদান ৬৬৩
৯. অম্বপিণ্ডিয় স্থবির অপদান ৬৬৪
১০. অম্বফলিয় স্থবির অপদান ৬৬৫

৪৫. বিভীতক-বর্গ

১. বিভীতকমিঞ্জিয় স্থবির অপদান ৬৬৭
২. কলাদায়ক স্থবির অপদান ৬৬৭
৩. বিল্লিয় স্থবির অপদান ৬৬৮
৪. বহেরাদায়ক স্থবির অপদান ৬৬৯
৫. উত্তলিপুপ্পিয় স্থবির অপদান ৬৬৯
৬. অম্বটকীয় স্থবির অপদান ৬৭০
৭. সিংহাসনিক স্থবির অপদান ৬৭১
৮. পাদপীঠীয় স্থবির অপদান ৬৭১
৯. বেদিকারক স্থবির অপদান ৬৭২
১০. বোধিঘরদায়ক স্থবির অপদান ৬৭৩

৪৬. জগতিদায়ক-বর্গ

১. জগতিদায়ক স্থবির অপদান ৬৭৫
২. মোরহস্তিয় স্থবির অপদান ৬৭৫
৩. সিংহাসনবীজিয় স্থবির অপদান ৬৭৬
৪. ত্রি-উল্কাধারী স্থবির অপদান ৬৭৭
৫. অক্কমনদায়ক স্থবির অপদান ৬৭৭
৬. বনকোরণ্ডিয় স্থবির অপদান ৬৭৮
৭. একছত্রিয় স্থবির অপদান ৬৭৮
৮. জাতিপুপ্পিয় স্থবির অপদান ৬৭৯
৯. পট্টিপুপ্পিয় স্থবির অপদান ৬৮০
১০. গন্ধপূজক স্থবির অপদান ৬৮১

৪৭. সালকুসুমিয়-বর্গ

১. শালকুসুমিয় স্থবির অপদান ৬৮২
২. শ্মশানপূজক স্থবির অপদান ৬৮২
৩. শ্মশাননির্বাপক স্থবির অপদান ৬৮৩
৪. সেতুদায়ক স্থবির অপদান ৬৮৩
৫. সুমন তালবণ্টিয় স্থবির অপদান ৬৮৪
৬. অবটফলিয় স্থবির অপদান ৬৮৪
৭. লবুজফলদায়ক স্থবির অপদান ৬৮৫
৮. পিলক্ষফলদায়ক স্থবির আপদান ৬৮৬

৯. স্বয়ং প্রতিভাণিয় স্থবির অপদান ৬৮৬
১০. নিমিত্ত ব্যাকরণিয় স্থবির অপদান ৬৮৭

৪৮. নলমালি-বর্গ

১. নলমালিয় স্থবির অপদান ৬৯০
২. মণিপূজক স্থবির অপদান ৬৯০
৩. উল্কাশতিক স্থবির অপদান ৬৯২
৪. সুমনবীজনিয় স্থবির অপদান ৬৯৩
৫. কুল্মাসদায়ক স্থবির অপদান ৬৯৪
৬. কুশ-অষ্টদায়ক স্থবির অপদান ৬৯৪
৭. গিরিপুন্নাগিয় স্থবির অপদান ৬৯৫
৮. বল্লিকারফলদায়ক স্থবির অপদান ৬৯৫
৯. পানধিদায়ক স্থবির অপদান ৬৯৬
১০. পুলিনচংক্রমিয় স্থবির অপদান ৬৯৭

৪৯. পাংশুকূল-বর্গ

১. পাংশুকূলসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৬৯৯
২. বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৬৯৯
৩. ভিসদায়ক স্থবির অপদান ৭০১
৪. জ্ঞানথবিকা স্থবির অপদান ৭০৩
৫. চন্দনমালিয় স্থবির অপদান ৭০৫
৬. ধাতুপূজক স্থবির অপদান ৭০৭
৭. পুলিনুপ্পাদক স্থবির অপদান ৭০৮
৮. তরণীয় স্থবির অপদান ৭১১
৯. ধর্মরুচিয় স্থবির অপদান ৭১২
১০. শালমণ্ডপিয় স্থবির অপদান ৭১৪

৫০. কিংকণিপুষ্প-বর্গ

১. ত্রিকিংকণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৭১৮
২. পাংশুকূলপূজক স্থবির অপদান ৭১৮
৩. কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৭১৯
৪. কিংশুকপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৭২০
৫. উপার্ধবস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান ৭২০

৬. ঘৃতমণ্ডদায়ক স্থবির অপদান ৭২১
৭. উদকদায়ক স্থবির অপদান ৭২২
৮. পুলিনস্তূপিয় স্থবির অপদান ৭২৩
৯. নলকুটিদায়ক স্থবির অপদান ৭২৬
১০. পিয়াল ফলদায়ক স্থবির অপদান ৭২৭

৫১. কণিকার-বর্গ

১. ত্রিকণিকারপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৭২৮
২. একপাত্রদায়ক স্থবির অপদান ৭৩০
৩. কাসুমারফুলিয় স্থবির অপদান ৭৩১
৪. অবটফলিয় স্থবির অপদান ৭৩২
৫. পাদফলিয় স্থবির অপদান ৭৩৩
৬. মাতুলুঙ্গফলদায়ক স্থবির অপদান ৭৩৩
৭. অজেলিফলদায়ক স্থবির অপদান ৭৩৪
৮. অমোদফলিয় স্থবির অপদান ৭৩৪
৯. তালফলদায়ক স্থবির অপদান ৭৩৫
১০. নারিকেলফলদায়ক স্থবির অপদান ৭৩৫

৫২. ফলদায়ক-বর্গ

১. কুরঞ্চিয় ফলদায়ক স্থবির অপদান ৭৩৭
২. কপিত্থফলদায়ক স্থবির অপদান ৭৩৭
৩. কোশম্বফলিয় স্থবির অপদান ৭৩৮
৪. কেতকপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৭৩৮
৫. নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৭৩৯
৬. অর্জুনপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৭৩৯
৭. কুটজপুষ্পিয় স্থবির অপদান ৭৪০
৮. ঘোষসংজ্ঞক স্থবির অপদান ৭৪১
৯. সর্বফলদায়ক স্থবির অপদান ৭৪২
১০. পদুমধারিক স্থবির অপদান ৭৪৪

৫৩. তৃণদায়ক-বর্গ

১. তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান ৭৪৫
২. মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান ৭৪৬

৩. শরণগমনীয় স্থবির অপদান ৭৪৬
৪. অব্ভঞ্জনদায়ক স্থবির অপদান ৭৪৭
৫. সুপটদায়ক স্থবির অপদান ৭৪৮
৬. দণ্ডদায়ক স্থবির অপদান ৭৪৮
৭. গিরিনেলপূজক স্থবির অপদান ৭৪৯
৮. বোধিসম্মার্জক স্থবির অপদান ৭৪৯
৯. আমণ্ডফলদায়ক স্থবির অপদান ৭৫১
১০. সুগন্ধ স্থবির অপদান ৭৫২

৫৪. কাচ্চায়ন-বর্গ

১. মহাকাচ্চায়ন স্থবির অপদান ৭৫৬
২. বক্কলি স্থবির অপদান ৭৫৮
৩. মহাকপ্পিন স্থবির অপদান ৭৬৩
৪. মল্লপুত্র দব্ব স্থবির অপদান ৭৭৪
৫. কুমার কাশ্যপ স্থবির অপদান ৭৭৮
৬. বাহিয় স্থবির অপদান ৭৮২
৭. মহাকোট্ঠিক স্থবির অপদান ৭৮৯
৮. উরুবেলাকাশ্যপ স্থবির অপদান ৭৯২
৯. রাধ স্থবির অপদান ৭৯৭
১০. মোঘরাজ স্থবির অপদান ৭৯৯

৫৫. ভদ্দিয়-বর্গ

১. লকুণ্ডভদ্দিয় স্থবির অপদান ৮০৩
২. কঙ্খারেবত স্থবির অপদান ৮০৬
৩. সীবলী স্থবির অপদান ৮০৮
৪. বঙ্গীশ স্থবির অপদান ৮১৪
৫. নন্দক স্থবির অপদান ৮২০
৬. কালুদায়ী স্থবির অপদান ৮২২
৭. অভয় স্থবির অপদান ৮২৬
৮. লোমসকঙ্গিয় স্থবির অপদান ৮২৯
৯. বনবচ্ছ স্থবির অপদান ৮৩২
১০. চূলসুগন্ধ স্থবির অপদান ৮৩৪

৫৬. যশ-বর্গ

১. যশ স্থবির অপদান ৮৩৮
২. নদীকাশ্যপ স্থবির অপদান ৮৪১
৩. গয়াকাশ্যপ স্থবির অপদান ৮৪২
৪. কিমিল স্থবির অপদান ৮৪৩
৫. বজ্জীপুত্র স্থবির অপদান ৮৪৫
৬. উত্তর স্থবির অপদান ৮৪৬
৭. অপর উত্তর স্থবির অপদান ৮৫০
৮. ভদ্দজি স্থবির অপদান ৮৫১
৯. সীবক স্থবির অপদান ৮৫৪
১০. উপবান স্থবির অপদান ৮৫৫
১১. রাষ্ট্রপাল স্থবির অপদান ৮৬০

থেরী-অপদান

১. সুমেধা-বর্গ

১. সুমেধা থেরী অপদান ৮৬৩
২. মেখলাদায়িকা থেরী অপদান ৮৬৪
৩. মণ্ডপদায়িকা থেরী অপদান ৮৬৫
৪. সঙ্কমনথা থেরী অপদান ৮৬৫
৫. নলমালিকা থেরী অপদান ৮৬৬
৬. একপিণ্ডপাতদায়িকা থেরী অপদান ৮৬৭
৭. কটচ্ছুভিক্ষাদায়িকা থেরী অপদান ৮৬৮
৮. সপ্তোৎপলমালিকা থেরী অপদান ৮৬৯
৯. পঞ্চদীপিকা থেরী অপদান ৮৭১
১০. উদকদায়িকা থেরী অপদান ৮৭২

২. একোপোসথিকা-বর্গ

১. একোপোসথিকা থেরী অপদান ৮৭৫
২. সললপুষ্পিকা থেরী অপদান ৮৭৬
৩. মোদকদায়িকা থেরী অপদান ৮৭৭
৪. একাসনদায়িকা থেরী অপদান ৮৭৮
৫. পঞ্চদীপদায়িকা থেরী অপদান ৮৭৯

৬. নলমালিকা থেরী অপদান ৮৮১
৭. মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী অপদান ৮৮২
৮. ক্ষেমা থেরী অপদান ৮৯৬
৯. উৎপলবর্ণা থেরী অপদান ৯০২
১০. পটাচারা থেরী অপদান ৯০৮

৩. কুণ্ডলকেশী-বর্গ

১. কুণ্ডলকেশা থেরী অপদান ৯১৩
২. কৃশাগৌতমী থেরী অপদান ৯১৭
৩. ধর্মদিন্না থেরী অপদান ৯১৯
৪. সকুলা থেরী অপদান ৯২২
৫. নন্দা থেরী অপদান ৯২৪
৬. সোণা থেরী অপদান ৯২৮
৭. ভদ্রাকাপিলানী থেরী অপদান ৯৩০
৮. যশোধরা থেরী অপদান ৯৩৫
৯. যশোধরা প্রমুখা দশ হাজার ভিক্ষুণী অপদান ৯৪১
১০. যশোধরা প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী অপদান ৯৪২

৪. ক্ষত্রিয়া-বর্গ

১. যশবতী প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী অপদান ৯৪৭
২. চুরাশি হাজার ভিক্ষুণী অপদান ৯৪৮
৩. উৎপলদায়িকা থেরী অপদান ৯৫১
৪. সিঙ্গালমাতা থেরী অপদান ৯৫৩
৫. সুক্কা থেরী অপদান ৯৫৫
৬. অভিরূপানন্দা থেরী অপদান ৯৫৭
৭. অর্ধকাশি থেরী অপদান ৯৫৯
৮. পূর্ণিকা থেরী অপদান ৯৬০
৯. আম্রপালি থেরী অপদান ৯৬২
১০. পেসলা থেরী অপদান ৯৬৩

প্রকাশকের নিবেদন

খুদ্দকনিকায়ের ১০ম গ্রন্থ *অপদান* ১ম খণ্ড বইয়ের সাথে একই সময়ে ২য় খণ্ডটিও প্রকাশ করতে পেরে আমরা ভীষণ আনন্দিত। এই গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ *অপদান* গ্রন্থটি প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হলো। আশা করি এহেন মূলাবান বইটি পড়ে বাংলা-ভাষাভাষী বৌদ্ধরা প্রভূত উপকৃত হবেন।

বরাবরের মতো আমরা শ্রদ্ধেয় ভন্তের নিকট এ রকম আরও অনেক মূল্যবান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আশা করি। একি সাথে আমরা শ্রদ্ধেয় ভদন্তের নিরোগ, সুস্থ, সুন্দর ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই কুশলকর্মের ফলে আমাদের সকলের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক—এই প্রার্থনা করি।

বিনীত

মধুমঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

অপদান গ্রন্থটি খুদ্দকনিকায়ের দশম গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি মূলত বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, থের ও থেরীগণের অতীত জীবনে পারমী সম্ভার পরিপূরণের কাহিনিনির্ভর জীবনচরিত। এই *অপদান* গ্রন্থ সম্পর্কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ড. জ্ঞানরত্ন মহাথেরো মহোদয় তাঁর ভূমিকায় তথ্যবহুল ও বস্তুনিষ্ঠ নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আশা করি, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাঁর সুলিখিত ভূমিকা পড়েই *অপদান* গ্রন্থ সম্পর্কে যথেষ্ট জানতে পারবেন। তাই সে প্রসঙ্গে আমি আর এগোতে চাই না।

অপদান গ্রন্থটি পুরোটাই গাথা আকারে রচিত। আমি এটিকে বাংলায় অনুবাদের সময় পদ্যে অনুবাদ না করে সরল গদ্যে অনুবাদ করেছি। কারণ, পদ্যের চাইতে গদ্যের ভাষা বুঝতে যথেষ্ট সহজ হয় বলে আমার ধারণা। অনুবাদের সময় ভাষার সহজবোধ্যতা ও প্রাঞ্জলতা আনার জন্যে আমি যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছি। তবে অর্থবিপর্যয় যাতে না ঘটে সেজন্য যথেষ্ট সতর্ক থেকেছি। অনুবাদ যাতে আরও সুখপাঠ্য হয় সেজন্য আমি অপদান-অর্থকথার সহায়তায় যতটা সম্ভব থেরগণের সংশ্লিষ্ট জীবনী সংযোজন করেছি। সকল থেরগণের সংশ্লিষ্ট জীবনী অর্থকথাতে উল্লিখিত হয়নি বিধায় আমার পক্ষেও সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। আর থেরীগণের সংশ্লিষ্ট জীবনী অর্থকথাতেও পুরোপুরি অনুপস্থিত। তাই এই অনুবাদে থেরীগণের সংশ্লিষ্ট কোনো জীবনী সংযোজন করা সম্ভব হয়নি।

বৌদ্ধদের মধ্যে জ্ঞানমার্গীদের চাইতে ভক্তিমার্গীদের সংখ্যাই উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। এই বইটি যেহেতু জীবনচরিতমূলক ও ভক্তিনিবেদনমূলক তাই জ্ঞানমার্গীদের চাইতে ভক্তিমার্গীদের কাছেই বেশি সমাদর পাবে বলে বোধ করি। বিশেষত, থের ও থেরীগণ কী দানের ফলে জন্মে জন্মে কী লাভ করেছেন, তাঁদের ধর্মীয় শীলাচার ও সদাচারমূলক কতকগুলো উপদেশবাণী শ্রদ্ধাতদ্গাত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের শ্রদ্ধা বর্ধনে ও ধর্মাচরণে উৎসাহ যোগাতে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার জানা মতে, *অপদান* গ্রন্থটি ইতিপূর্বে বাংলায় অনূদিত হয়নি। এটিই প্রথম *অপদান* গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ। অনুবাদে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব কিছু নয়। যদিও সবদিক দিয়ে নির্ভুল করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। আর এ কাজে আমাকে আন্তরিক সহায়তা করেছেন আমার অত্যন্ত হিতকামী শ্রদ্ধেয় বিধুর স্থবির মহোদয়। আর অনেক আয়াস স্বীকার করে পুরো বইটি কম্পোজ করে দিয়েছেন আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন শ্রীমৎ প্রজ্ঞাহিত ভিক্ষু ও শ্রীমৎ বিমলজ্যোতি ভিক্ষু। আরও অনেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় প্রকাশ করার মহান আশা নিয়ে ২০১২ সালে *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি* প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রি.পি.সো. সেই লক্ষ্যে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রি.পি.সো. ইতিপূর্বে *খুদ্দকনিকায়ে উদান* ও *মহানির্দেশ* নামে দুটি বই প্রকাশ করেছে। আমার অনূদিত *খুদ্দকনিকায়ে অপদান* (দুই খণ্ড) বই দুটিও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে। আগামীতে পুরো ত্রিপিটক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাদের এই আশার উদ্যান ফুলে ফলে সুশোভিত হোক, এই কামনা করছি। পরিশেষে, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির সংশ্লিষ্ট সকলকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইতি

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা”

খুদ্দকনিকায়ে

অপদান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

৪৩. সকিংসম্মার্জক-বর্গ

১. সকিংসম্মার্জক স্থবির অপদান

১. বিপশ্বী ভগবানের পাটলি বোধিবৃক্ষের গোড়াটি দেখে আমার চিত্ত তখন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

২. তৎক্ষণাৎ ঝাড়ু হাতে নিয়ে বোধিবৃক্ষের চারপাশে ঝাঁট দিয়েছিলাম এবং ঝাঁট দেওয়ার পর পাটলি বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম।

৩. তখন অতীব প্রসন্নচিত্তে নতশিরে দু-হাত জোড় করেছিলাম এবং বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করার পর আমি নিজ গৃহের দিকে চলে যাচ্ছিলাম।

৪. বোধিবৃক্ষের কথা স্মরণ করে যেতে যেতে ঘোরতর বিষধর শক্তিশালী এক অজগর সাপ আমাকে দংশন করেছিল।

৫. কিছুক্ষণ আগে আমার কৃতকর্ম আমাকে ফল দিয়ে পরিতুষ্ট করেছিল। সাপটি যখন আমার দেহটি গিলছিল, তখন আমি দেবলোকে রমিত হচ্ছিলাম।

৬. আমার চিত্ত সব সময় অনাবিল, বিশুদ্ধ ও পাণ্ডুর। শোকশল্য কী জিনিস তা আমার জানা নেই। আমার চিত্তসন্তাপ বলতে কিছু নেই।

৭. আমার কখনো কুষ্ঠ, গণ্ড, চর্মরোগ, অপমার, খোঁচ-পাঁচড়া, দাউদ ও কণ্ডুরোগ হয় না। ইহা আমার সম্মার্জনেরই ফল।

৮. আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শোক, পরিদেবন নেই। আমার চিত্ত অতীব শান্ত ও ঋজু। ইহা আমার সম্মার্জনেরই ফল।

৯. আমি সমাধিতে নিয়ত মগ্ন থাকি না, কিন্তু আমার মন সব সময় বিশুদ্ধ ও পবিত্র। আমি যখনি যেই সমাধি ইচ্ছা করি, সেই সমাধিতে নিমজ্জিত হই।

১০. আমি লোভনীয় বিষয়ে লুব্ধ হই না, দোষনীয় বিষয়ে দুষ্ট হই না এবং মোহনীয় বিষয়ে মূর্ছিত হই না। ইহা আমার সম্মার্জনেরই ফল।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সম্মার্জনেরই ফল।

১২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সকিংসম্মার্জক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সকিংসম্মার্জক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একবস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান

১৫. হংসবতী নগরে আমি ছিলাম এক তৃণকাটিয়ে। আমি তৃণ কেটেই জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করতাম।

১৬. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী, লোকনায়ক পদুমুত্তর জিন সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৭. তখন আমি নিজের ঘরে বসে চিন্তা করছিলাম এভাবে : পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন, অথচ আমার কাছে দান দেওয়ার মতো কিছুই নেই।

১৮. এই একটি মাত্র বস্ত্র আমার আছে। আমার কোনো দায়ক নেই। নিরয়ে গমন অতীব দুঃখপ্রদ। তাই দক্ষিণাস্বরূপ পুণ্যবীজ রোপণ করব।

১৯. এভাবে চিন্তা করার পর আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। সেই একটি মাত্র বস্ত্র হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

২০. এই একটি মাত্র বস্ত্র দান করে আমি বেশ উৎফুল্ল হয়ে হর্ষধ্বনি

করেছিলাম। হে বীর, হে মহামুনি, সত্যি যদি আপনি বুদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে আমাকে তীর্ণ করুন।

২১. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার দানের ভূয়সী প্রশংসা করতে করতে আমাকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন :

২২. এই একটি মাত্র বস্ত্র দানের ফলে ও প্রার্থনাবলে তুমি লক্ষকল্প কাল বিনিপাত নিরয়ে গমন করবে না।

২৩. দেবলোকে ছত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে এবং তেত্রিশবার রাজচক্রবর্তী হবে।

২৪-২৫. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই। দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে তুমি অত্যন্ত রূপবান, গুণবান ও সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন হবে। এবং তুমি চাহিবা মাত্র সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র লাভ করবে।

২৬. ইহা বলার পর বীর পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আকাশে হংসরাজ বিচরণের ন্যায় নভোমণ্ডল দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

২৭. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই আমার ভোগসম্পত্তির ঘাটতি ছিল না। ইহা আমার একটি মাত্র বস্ত্র দানেরই ফল।

২৮. প্রতি পদক্ষেপে আমার জন্য বস্ত্র উৎপন্ন হয়। নিচের বস্ত্রের উপর আমি দাঁড়াই এবং উপরের বস্ত্রগুলো আমাকে শামিয়ানার মতো ছায়া দেয়।

২৯. কানন, পাহাড়-পর্বতসহ সমস্ত চক্রবালকেও আমি চাইলেই মুহূর্তের মধ্যে বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত করতে পারি।

৩০. সেই একটি মাত্র বস্ত্রদানের ফলে ভবভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণকালে সুবর্ণবর্ণের অধিকারী হয়ে জন্মধারণ করি।

৩১. সেই একটি মাত্র বস্ত্রদানের ফল কখনো ক্ষয় হবার নয়। এমনকি এই আমার শেষ জন্মেও বিপাক প্রদান করছে।

৩২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই বস্ত্র দান কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একটি মাত্র বস্ত্রদানেরই ফল।

৩৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ

করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একবস্ত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একবস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. একাসনদায়ক স্থবির অপদান

৩৬. হিমালয়ের অনতিদূরে গোসিত নামক এক পর্বত ছিল। সেখানে আমি একটি আশ্রম ও পর্ণশালা তৈরি করেছিলাম।

৩৭. আমার নাম নারদ হলেও আমাকে সবাই কাশ্যপ বলেই চিনত। আমি শুদ্ধিমার্গ গবেষণা করতে করতে গোসিত পর্বতে বসবাস করছিলাম।

৩৮. সর্বধর্মে বিশেষ পারদর্শী জিন পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ বিবেককামী হয়ে সুনীল আকাশপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৩৯. বনে যাবার সময় মহর্ষি বুদ্ধের উজ্জ্বল রশ্মি দেখে আমি কাঠের তৈরি মঞ্চ প্রস্তুত করেছিলাম এবং আমার মৃগচর্ম বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

৪০. বসার আসন দেওয়ার পর নতশিরে কৃতাঞ্জলিপুটে গভীর আনন্দ প্রকাশ করে এই কথা নিবেদন করেছিলাম :

৪১. হে শল্যবিনোদক মহাবীর, আপনি হচ্ছেন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মহান চিকিৎসক। হে নায়ক, আমি এখন ভীষণ রোগগ্রস্ত। আমাকে আপনি উপযুক্ত চিকিৎসা দিন।

৪২. হে বুদ্ধশ্রেষ্ঠ মহামুনি, যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনাকে দেখতে পান, তারাই কেবল ধ্রুবসিদ্ধি লাভ করেন, তারাই অজর-অমর হন।

৪৩. আপনাকে দান দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই। আমি স্বয়ং-পতিত ফল খেয়েই জীবন ধারণ করি। এই একটি মাত্র বসার আসন আমার আছে। অনুগ্রহ করে আমার কাষ্ঠময় বসার আসনে বসুন।

৪৪. ভগবান সেখানে নির্ভীক পশুরাজ সিংহের ন্যায় বসেছিলেন। কিছুক্ষণ বসার পর তিনি এই কথা বলেছিলেন :

৪৫. নিশ্চিন্ত হও। ভয় পেয়ো না। তুমি জ্যোতিরসের অধিকারী হবে। তুমি যা যা চাও, সবই ভবিষ্যতে পূরণ হবে।

৪৬. তুমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে যা দান দিয়েছে তা তুচ্ছ করার মতো না।

যখন তোমার চিত্ত নিষ্কলুষ হবে তখন তুমি নিজেই তোমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

৪৭. এই একটি মাত্র আসন দানের ফলে ও প্রার্থনাবলে তুমি লক্ষকল্পকাল বিনিপাত অপায়ে গমন করবে না।

৪৮. তুমি দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে পঞ্চাশবার দেবরাজত্ব করবে এবং আশিবার রাজচক্রবর্তী হবে।

৪৯. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই। সর্বত্রই সুখী হয়ে তুমি সংসারে জন্মপরিভ্রমণ করবে।

৫০. এই কথা বলার পর বীর পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আকাশে হংসরাজ বিচরণের ন্যায় নভোমণ্ডল দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৫১. আমি জন্মে জন্মে সচল ও চাকাওয়ালা হস্তিযান, অশ্বযান সবকিছু লাভ করেছি। ইহা আমার একটি মাত্র বসার আসন দানেরই ফল।

৫২. কাননে প্রবেশের পর আমি যখনি বসার আসন ইচ্ছা করতাম, তখনি আমার মনের ইচ্ছার কথা জেনে আমার জন্য পালঙ্ক আবির্ভূত হতো।

৫৩. জলের মধ্যে থেকে আমি যখনি বসার আসন ইচ্ছা করতাম, তখনি আমার মনের ইচ্ছার কথা জেনে আমার জন্য পালঙ্ক আবির্ভূত হতো।

৫৪. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করি না কেন, আমাকে সব সময় লক্ষ পালঙ্ক পরিবেষ্টিত করে থাকত।

৫৫. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে মাত্র এই দুই ভবেই জন্মগ্রহণ করেছি এবং ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ এই দুই কুলেই মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি।

৫৬. অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে একটি মাত্র বসার আসন দান করে আজ আমি ধর্মপালঙ্ক লাভ করেছি এবং সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৭. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই দান কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একটি মাত্র বসার আসন দানেরই ফল।

৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাসনদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সপ্তকদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৬১. হিমালয়ের অনতিদূরে কুক্কুট নামক এক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের পাদদেশে সাতজন পচ্চেক বুদ্ধ বসবাস করছিলেন।

৬২. একদিন আমি প্রস্ফুটিত কদম্ব ফুল দেখে কৃতাঞ্জলিপুটে সাতটি মালা হাতে নিয়ে পুণ্যচিত্তে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

৬৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৬৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপ্তকদম্বপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তকদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৬৮. পূর্বে আমি মাতাপিতার মৃত্যুর পর এক বনকর্মী ছিলাম। আমি পশু হত্যা করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতাম। তাই আমার কুশলপুণ্য বলতে কিছুই ছিল না।

৬৯. আমার আবাসের একদম কাছে চক্ষুষ্মান লোকাগ্রনায়ক তিষ্য ভগবান আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত তিনটি পদচিহ্ন প্রদর্শন

করেছিলেন।

৭০. আমি তিষ্য শাস্তার সেই তিনটি পদচিহ্ন দেখে অতীব আনন্দিত হয়েছিলাম এবং পদচিহ্নের প্রতি আমার মন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

৭১. পাশে সুপুষ্পিত কোরণ্ডপুষ্প দেখে আমি আঁটিসহ কোরণ্ডপুষ্প ছিড়ে নিয়ে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ পদচিহ্নকে পূজা করেছিলাম।

৭২. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৭৩. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানেই জন্ম নিই না কেন, সব সময় উজ্জ্বল কোরণ্ডবর্ণের অধিকারী হতাম।

৭৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধের পদচিহ্ন পূজা করারই ফল।

৭৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ঘৃতমণ্ডদায়ক স্থবির অপদান

৭৮. একদিন আমি গভীর অরণ্যে উপবিষ্ট তীব্র বাতব্যাধিতে পীড়িত লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সুচিন্তিত ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৭৯-৮০. তখন আমি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে ঘৃতমন্ড পান করিয়েছিলাম। এই সুকৃত পুণ্যকর্ম করার ফলে এই গঙ্গা, ভাগীরথী, চারি মহাসমুদ্র এবং এই বিশাল রুক্ষ পৃথিবীও আমার জন্য ঘৃত উৎপন্ন করে।

৮১-৮২. আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে উপর্যুক্ত নদীগুলো মধুপিণ্ডতে পরিণত হতো। আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে পৃথিবীতে

জন্ম নেওয়া চৌদিকের সমস্ত বৃক্ষগুলো কল্পতরু হয়ে যেত। আমি পঞ্চাশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

৮৩. আমি একান্নবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৮৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘৃতমণ্ড দান করারই ফল।

৮৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ঘৃতমণ্ডদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঘৃতমণ্ডদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. একধর্মশ্রবণীয় স্থবির অপদান

৮৮. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী জিন পদুমুত্তর ভগবান চতুরার্যসত্য প্রকাশ করে বহু সত্ত্বকে মুক্ত করছিলেন।

৮৯. সেই সময় আমি কঠোর তপস্যাকারী জটিল সন্ন্যাসী ছিলাম। তখন আমি বল্কলবস্ত্র ধুনতে ধুনতে আকাশপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

৯০. আকাশপথ দিয়ে যেতে যেতে যখনি ঠিক বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উপর পৌঁছলাম, তখন আর যেতে পারছিলাম না। তীরবিদ্ধ পাখির ন্যায় আমি সম্পূর্ণ অচল হয়ে গিয়েছিলাম।

৯১. জলকে পাশ কাটিয়ে আমি আকাশপথে যেতে থাকি। অতীতে আমার তো এমন কোনো ঈর্যাপথ-বিপর্যয় দেখা যায়নি।

৯২. আমাকে অবশ্যই বিষয়টি খোঁজ করে দেখতে হবে। নিশ্চয় কোনো একটি কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তারপর আমি আকাশ থেকে নেমে প্রথমে শাস্তার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

৯৩. তখন তিনি 'পৃথিবীর যত মনোজ্ঞ, প্রিয়বস্ত্র ও শ্রুতিমধুর শব্দ—সবকিছুই অনিত্য, ক্ষয়শীল, ব্যয়শীল' বলে দেশনা করছিলেন। তখন শাস্তার সেই কথাটিই আমার বেশ মনে ধরল। এভাবে শাস্তার কাছ থেকে অনিত্যসংজ্ঞা শিখে নিয়ে আমি আমার আশ্রমে চলে গিয়েছিলাম।

৯৪. যথা-আয়ুষ্কাল বেঁচে থাকার পর আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম। যত দিন বেঁচে ছিলাম, তত দিন আমি সেই যে সদ্ধর্মশ্রবণ করেছিলাম তা মনে মনে স্মরণ করেছিলাম।

৯৫. সেই সুকৃত কর্মের ফলে এবং প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৯৬. ত্রিশ হাজার কল্প আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম। একান্নবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

৯৭. একুশবার আমি রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৯৮. আমি আমার পুণ্য ভোগ করেছিলাম। জন্মজন্মান্তরে সুখী হতাম। আমি ভবভবান্তরে ভ্রমণকালে সব সময় বুদ্ধের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনিত্যসংজ্ঞা স্মরণ করতাম। তারপরও আমি সংসারের শেষ পরিণতি অচ্যুতপদ নির্বাণ লাভ করিনি।

৯৯. পিতৃগৃহে বসে একদিন ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ এই বলে অনিত্যমূলক দেশনা করছিলেন।

১০০. সংসারের যাবতীয় সংস্কারই অনিত্য, উৎপত্তি ও বিলয়শীল। উৎপন্ন হয়ে আবার নিরুদ্ধ হয়। সেই সংস্কারসমূহের চরম উপশমই পরম সুখ।

১০১. এই গাথা শুনার সাথে সাথেই আমার পূর্বলব্ধ অনিত্যসংজ্ঞার কথা মনে পড়েছিল। সেই আসনে বসেই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১০২. জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম এবং তারপর বুদ্ধ আমাকে উপসম্পদা প্রদান করেছিলেন। ইহা আমার ধর্মশ্রবণেরই ফল।

১০৩. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই ধর্মশ্রবণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধর্মশ্রবণেরই ফল।

১০৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে

অবস্থান করছি।

১০৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একধর্মশ্রবণীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একধর্মশ্রবণীয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৮. সুচিন্তিত স্থবির অপদান

১০৭. হংসবতী নগরে আমি এক কৃষক হয়ে জন্মেছিলাম। কৃষিকাজ করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং স্ত্রী-পুত্রদের ভরণপোষণ করতাম।

১০৮. তখন আমার কৃষিক্ষেত্র ছিল সুজলা, সুফলা ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ। জমির ধান যখন থেকে আসল, তখন আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম :

১০৯. ইহা আমার পক্ষে মোটেই উচিত নয় যে, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, পরম গুণের অধিকারী সংঘকে দান না দিয়ে আগে ভোজন করা।

১১০. জগতে বুদ্ধ অদ্বিতীয়, অসদৃশ ও বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন এবং তাঁরই আদর্শে উজ্জীবিত অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘ।

১১১. আমি সেই অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘের উদ্দেশেই নতুন শস্য আগে আগে দান করব। এভাবে চিন্তা করার পর আমার মন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

১১২. তারপর আমি জমি থেকে ধান নিয়ে এসে সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে শাস্তার পদবন্দনা করে এই কথা নিবেদন করেছিলাম :

১১৩. হে চক্ষুষ্মান মুনি, আপনিই হচ্ছেন এই নতুন শস্যরাশির যোগ্য গ্রহীতা। আমার প্রতি অনুকম্পা-পরবশ হয়ে এই দান গ্রহণ করুন।

১১৪. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে এই কথা বলেছিলেন :

১১৫. চারি মার্গের অধিকারী, চারি ফলে প্রতিষ্ঠিত এই সংঘ ঋজুভূত, প্রজ্ঞা ও শীলে সুসমন্বিত। পুণ্যপ্রার্থী ও পুণ্যাকাঙ্ক্ষী দানেচ্ছু মানুষদের পরম দানের ক্ষেত্র।

১১৬. সংঘক্ষেত্রে দান দিলে অধিক পুণ্য হয়, মহাফল প্রদান করে। তাই তোমার নতুন শস্য অথবা অন্য কিছু সংঘক্ষেত্রেই দান দেওয়া উচিত।

১১৭. সংঘকে নিমন্ত্রণ করে নিজ ঘরে ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে গিয়ে ঘরে যা কিছু তৈরি করা আছে তা-ই তুমি ভিক্ষুসংঘকে দান কর।

১১৮. সংঘকে নিমন্ত্রণ করে নিজ ঘরে ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে যা কিছু প্রস্তুত আছে তা-ই ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলাম।

১১৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১২০. সেখানে আমার ব্যামপ্রভা ছিল সুবর্ণময় ও প্রভাস্বর। আমার দেববিমানটি ছিল ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ।

[উনিশতম ভাণবার সমাপ্ত]

১২১. আমার সমগ্র দিব্যভবনটিকে ঘিরে প্রতিনিয়ত সুন্দরী নারীগণ পরিবেষ্টিত করে থাকত। সেখানেই আমি খেয়ে-দেয়ে বসবাস করতাম।

১২২. আমি তিনশতবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম। পাঁচশতবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম। আর প্রাদোসক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

১২৩. ভবসংসারে পরিভ্রমণকালে আমি অমিত ধনসম্পত্তির অধিকারী হতাম। ভোগসম্পত্তির ঘাটতি আমার কখনো ছিল না। ইহা আমার নতুন শস্যদানেরই ফল।

১২৪. সচল চাকাওয়ালা হস্তিযান ও অশ্বযান প্রভৃতি সমস্ত কিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার নতুন শস্যদানেরই ফল।

১২৫. জন্মে জন্মে আমি নতুন বস্ত্র, নতুন ফল, নবাগ্র রস-ভোজন প্রভৃতি সমস্ত কিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার নতুন শস্যদানেরই ফল।

১২৬. জন্মে জন্মে আমি কোশেয়্য কম্বল, ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাস প্রভৃতি সবকিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার নতুন শস্যদানেরই ফল।

১২৭. জন্মে জন্মে আমি দাসদাসী ও সুসজ্জিত নারী সবকিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার নতুন শস্যদানেরই ফল।

১২৮. আমার শীত-উষ্ণ অথবা পরিদাহ বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি আমার হৃদয়ে চৈতসিক দুঃখও ছিল না।

১২৯. জন্মে জন্মে আমি 'ইহা খাও, ইহা ভোজন কর, এই শয্যায় শয়ন কর' প্রভৃতি সবকিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার নতুন শস্যদানেরই ফল।

১৩০. ভবসংসারে জন্মপরিভ্রমণ শেষে এই আমার শেষ জন্ম। আজও আমার সেই পূর্বকৃত পুণ্য আমাকে প্রতিনিয়ত ফল দিয়ে পরিতুষ্ট করছে।

১৩১. গুণোত্তম শ্রেষ্ঠ সংঘকে নতুন শস্য দান করে আমি আমার কর্মানুরূপ আটটি সুফল ভোগ করেছি।

১৩২. জন্মে জন্মে আমি রূপবান, যশস্বী, মহাধনাঢ্য, সুস্থ, প্রিয় জ্ঞাতি-পরিজন পরিবেষ্টিত ও ঐক্যবদ্ধ পরিষদের অধিকারী হতাম।

১৩৩. পৃথিবীর সকলেই আমাকে সম্মান করত এবং যা কিছু দানীয় বস্তু আছে সবকটি আগে আগে আমিই পেতাম।

১৩৪. ভিক্ষুসংঘের মধ্যে অথবা বুদ্ধশ্রেষ্ঠের সামনে অন্য সবাইকে অতিক্রম করে দায়কগণ আমাকেই দান দিয়ে থাকেন।

১৩৫. গুণোত্তম সংঘক্ষেত্রে এভাবে নতুন শস্য দান করে এই সমস্ত সুফল ভোগ করেছি। ইহা আমার নতুন শস্যদানেরই ফল।

১৩৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই নতুন শস্য দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নতুন শস্যদানেরই ফল।

১৩৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুচিন্তিতো স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুচিন্তিতো স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সুবর্ণকিঙ্কণীয় স্থবির অপদান

১৪০. আমি গৃহত্যাগ করে শ্রদ্ধায় অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। তখন আমি ছিলাম বল্কলবস্ত্রধারী ও কঠোর তপস্যাকারী।

১৪১. সেই সময় লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান জগতে জন্মেছিলেন এবং বহু মানুষকে দুঃখমুক্ত করছিলেন।

১৪২. তখন আমি ছিলাম ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত ও দুর্বল বালির উপর স্তূপ তৈরি করে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম।

১৪৩. ভীষণ হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট চিত্তে আমি নিজ হাতে তাতে সুবর্ণকিংকণিপুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম। তখন আমার মন বিমল আনন্দে ভরে উঠেছিল।

১৪৪-১৪৫. আমি অর্থদর্শী ভগবানের সেই স্তূপকে সাক্ষাৎ বুদ্ধকে পূজা করার ন্যায় পরিচর্যা করেছিলাম এবং সেই চিত্ত-প্রসন্নতার দরুন আমি দেবলোকে জন্ম নিয়ে বিপুল সুখ লাভ করেছিলাম। সেখানে আমি সুবর্ণবর্ণের অধিকারী হয়েছিলাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৪৬. আশি কোটি সমলংকৃত নারী সব সময় আমাকে সেবা করত। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৪৭. সেখানে প্রতিনিয়ত ষাট হাজার তূর্য, ভেরি, ঢোল, শঙ্ক, দুন্দুভি বাজানো হতো।

১৪৮-১৪৯. চুরাশি হাজার সমলংকৃত ত্রিধাপ্রভিন্ন ষাটবর্ষীয় মাতঙ্গ হস্তী হেমজালে আচ্ছাদিত হয়ে আমাকে সেবা করত। মহাজনতা ও হাতির কোনো ঘাটতি তখন আমার ছিল না।

১৫০. এভাবেই আমি সুবর্ণ কিংকণিপুষ্প দানের বিপাক আমি ভোগ করছিলাম। আমি আটান্নবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

১৫১. একাত্তরবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম। আর এই পৃথিবীতে একশবার রাজত্ব করেছিলাম।

১৫২. এখন আমি সুদুর্দশ, অসংস্কৃত, অমৃত নির্বাণ অধিগত করেছি। এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

১৫৩. আজ থেকে একশ আঠার কল্প আগে আমি যেই নতুন যে পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নতুন বুদ্ধকে পুষ্পপূজা করারই ফল।

১৫৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৫৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুবর্ণকিঙ্কণীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুবর্ণকিঙ্কণীয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সোন্নকোন্তরিক স্থবির অপদান

১৫৭-১৫৯. মনোভাবনীয় বুদ্ধ, আত্মদান্ত, সমাহিত, শ্রেষ্ঠপথে চলমান, চিত্তের ক্লেশমলের পরম উপশমে নিরত, স্রোতোত্তীর্ণ সম্বুদ্ধ, ধ্যানী, ইন্দ্রপ্রভাসম্পন্ন বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট অলাবুর জল (লাউয়ের জল) নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। বুদ্ধের রাতুল শ্রীপাদদ্বয় ধুইয়ে দিয়ে অলাবুর জল দান করেছিলাম।

১৬০. পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আমাকে আদেশ করেছিলেন, এই অলাবুর জল নিয়ে এসে আমার পদমূলে রাখ।

১৬১. আমি 'অতি ভালো' বলে শাস্তার প্রতি গৌরববশত অলাবুর জল নিয়ে এসে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে গিয়েছিলাম।

১৬২. মহাবীর বুদ্ধ আমার চিত্তকে শান্তির সলিলধারায় সিক্ত করে এই বলে অনুমোদন করেছিলেন, 'এই অলাবু দানের ফলে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক!'

১৬৩. (এই দানের ফলে) আমি পনের কল্প ধরে দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম। আর ত্রিশবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৬৪. কী রাতে, কী দিনে, আমি যখনি হাঁটতাম অথবা দাঁড়াতাম, তখনি আমার সামনে সোনার কৌটা আবির্ভূত হতো।

১৬৫. বুদ্ধকে অলাবু দান করে আমি সোনার কৌটা লাভ করেছিলাম। আশ্চর্য, আমার সেই অল্পমাত্র দান কী বিপুল ফলই না প্রদান করেছিল!

১৬৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই অলাবু দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অলাবু দানেরই ফল।

১৬৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সোন্নকোন্তরিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সোন্নকোন্তরিক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সকিংসম্মার্জক, একবস্ত্রী, একাসনী, কদম্বদায়ক,
কোরণ্ডদায়ক, ঘৃতমণ্ডদায়ক ও একশ্রবণীয় স্থবির;
সুচিন্তিত, কিঙ্কণীয় ও সোন্নকোন্তরিক স্থবির,
মোট একশত ঊনসত্তর গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

* * *

৪৪. একবিহারী-বর্গ

১. একবিহারিক স্থবির অপদান

১-৩. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু মহাযশস্বী (বুদ্ধ) কাশ্যপগোত্রে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্প্রপঞ্চ, নিরালম্বন, আকাশসম মনের অধিকারী, শূন্যতাবহুল, নিয়ত অনিমিত্তরত, অসঙ্গচিত্ত, ক্লেশমুক্ত, কুলসংসর্গবিরাগী, মহাকারুণিক বীর ও বিনয়োপায় বিশারদ।

৪. তিনি পরকৃত্য সম্পাদনে অতি উৎসাহী, সদেবলোককে বিনয়নকারী, নির্বাণ-গমনমার্গ-প্রদর্শক ও গতিপঙ্ক বিশোধনকারী।

৫. অমৃতের পরম আস্বাদলাভী, জরা-মৃত্যু নিবারণকারী, লোকতারকা (বুদ্ধ) মহাপরিষদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন।

৬. সুমধুর কোকিলকণ্ঠী, ব্রহ্মনির্ঘোষ নাথ তথাগত সংসারদুঃখে জর্জরিত সত্ত্বগণকে মহাদুর্গতির খাদ হতে উদ্ধারকারী।

৭. একদিন লোকনায়ক বুদ্ধ বিরজধর্ম দেশনা করার সময় জ্ঞানদৃষ্টিতে আমাকে দেখতে পেলেন। তাঁর ধর্মকথা শুনেই আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৮. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি জিনশাসনের কথা ভাবতে ভাবতে একাকী রমণীয় এক বনে সংসর্গ-পীড়িত হয়ে বসবাস করেছিলাম।

৯. আমি এখন সৎকায়বিরাগী, হেতুভূত, মানসিক কলুষতা ত্যাগী ও সংসর্গভয়দর্শী।

১০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একবিহারিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একবিহারিক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একশঙ্খীয় স্থবির অপদান

১৩. বিপশ্বী ভগবানের একটি মহাবোধিবৃক্ষ ছিল। বহু মানুষ তখন সমাগত হয়ে সেই উত্তম বোধিবৃক্ষকে পূজা করতেন।

১৪. তখন আমি ভেবেছিলাম, ইনি নিশ্চয় হেলাফেলা করার মতো কিছু নন। ইনি নিশ্চিতভাবে বুদ্ধশ্রেষ্ঠই হবেন। শাস্তার ঈদৃশ বোধিবৃক্ষ অতীব পূজনীয়।

১৫. তারপর থেকে আমি হাতে শঙ্খ নিয়ে প্রত্যহ বাজিয়ে বাজিয়ে বোধিবৃক্ষকে পূজা করেছিলাম এবং বন্দনা করেছিলাম।

১৬. মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে আমার কৃতকর্ম আমাকে দেবলোকে নিয়ে গিয়েছিল। আমার নিথর দেহ ভূলুণ্ঠিত। আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম।

১৭. প্রমোদ দানকারীরা ষাট হাজার তূর্য নিয়ে নিত্য বাজিয়ে বাজিয়ে আমাকে সেবা করত। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৮. আজ থেকে একাত্তর কল্প আগে আমি চতুরন্ত বিজয়ী, জম্বুদ্বীপের অধিশ্বর সুদর্শন রাজা হয়েছিলাম।

১৯. তখন আমাকে শত শত তূর্য প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টিত করে থাকত। এভাবেই আমি স্বকৃত কর্ম ভোগ করেছিলাম। ইহা আমার সেবা করারই ফল।

২০. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, এমনকি মাতৃগর্ভে থাকাকালেও নিত্য ভেরি বাজানো হতো।

২১. সম্বুদ্ধকে সেবা করার পর ও দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করার পর আজ আমি পরম সুখ, অচলপদ, অমৃত নির্বাণ লাভ করেছি।

২২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

২৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একশঙ্খীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একশঙ্খীয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. পাটিহীরসংজ্ঞক স্থবির অপদান

২৬. পরম পূজনীয় জিন পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ তখন লক্ষ অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে নগরে প্রবেশ করেছিলেন।

২৭. উপশান্ত বুদ্ধ যখন নগরে প্রবেশ করছিলেন, তখন রত্নাবলী আকাশে জ্বল জ্বল করছিল, বজ্রনির্ঘোষ হচ্ছিল।

২৮. বুদ্ধ যখন নগরে প্রবেশ করছিলেন, তখন বুদ্ধের প্রভাবে আপনাতেই বজ্রঘর্ষিত ভেরি ও বীণা বেজে উঠেছিল।

২৯. আমি পদুমুত্তর মহামুনি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দেখিনি। তার ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখেই আমি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম।

৩০. কী আশ্চর্য বুদ্ধ! কী আশ্চর্য ধর্ম! কী আশ্চর্য আমাদের শাস্তাসম্পদ! অচেতন জড়বস্তু তূর্য পর্যন্ত আপনাতেই বেজে উঠছে!

৩১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৩২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাটিহীরসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাটিহীরসংজ্ঞক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. জ্ঞানস্তুতিকারী স্থবির অপদান

৩৫. আমি সোনারঙা ফুলের মতো উজ্জ্বল, দ্বীপবৃক্ষের মতো জ্যোতির্ময় ও কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল দ্বিপদোত্তম ভগবান বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৬. জলপাত্র একপার্শ্বে রেখে, বল্কলবস্ত্র ভাঁজ করে, পরিধেয় অজিন (মৃগচর্মের) বস্ত্রকে একাংশ করে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৩৭. ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মোহজালে আবদ্ধ সত্ত্বগণকে জ্ঞানালোক প্রদর্শন করে হে মহামুনি, আপনিই সংসারস্রোতোত্তীর্ণ।

৩৮. আপনিই এই দুঃখতাপ-দগ্ধ সত্ত্বগণকে উদ্ধার করেছেন। আপনিই পরিপূর্ণ অনুত্তর সম্বুদ্ধ। এই বিশ্বচরাচরে আপনার জ্ঞানের কোনো তুলনা নেই।

৩৯. সেই জ্ঞানের কারণেই আপনি সর্বজ্ঞ। তাই আপনাকে 'বুদ্ধ' বলা হয়। আমি সেই মহাবীর সর্বজ্ঞকে বন্দনা নিবেদন করছি।

৪০. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানস্তুতিরই ফল।

৪১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জ্ঞানস্তুতিকারী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জ্ঞানস্তুতিকারী স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. উচ্ছুখণ্ডিক স্থবির অপদান

৪৪. বন্ধুমতি নগরে আমি এক দ্বাররক্ষক ছিলাম। একদিন আমি সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৫. আমি অতীব প্রসন্নমনে মহর্ষি বুদ্ধশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে এক খণ্ড আঁখ দান করেছিলাম।

৪৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই আঁখ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার এক খণ্ড আঁখ দানেরই ফল।

৪৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উচ্ছুখণ্ডিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উচ্ছুখণ্ডিক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কলম্বদায়ক স্থবির অপদান

৫০. রোমসো নামক এক পচ্চেক সম্বুদ্ধ এক পর্বতে বসবাস করছিলেন। তখন তাঁকে নিজ হতে কলম্বফল দান করেছিলাম।

৫১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কলম্বফল দানেরই ফল।

৫২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কলম্বদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কলম্বদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অম্বাটকদায়ক স্থবির অপদান

৫৫. একদিন আমি গভীর অরণ্যে অপরাজিত স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে দেখে আমড়া ফল হতে নিয়ে তাঁকে দান করেছিলাম।

৫৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই সুফল।

৫৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বাটকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বাটকদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. হরিতকীদায়ক স্থবির অপদান

৬০. হরিতকী, আমলকী, আম, জাম, কলা, বহেরা, বিল্বফল প্রভৃতি আমি নিজেই সংগ্রহ করেছিলাম।

৬১. একদিন আমি গিরিখাদে ধ্যানী, ধ্যানরত মুনি ও ভীষণভাবে রোগপীড়িত অদ্বিতীয় মহামুনিকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬২. আমি তখন হরিতকী নিয়ে স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে দান করেছিলাম। সেই হরিতকী খাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্যাধি উপশম হয়েছিল।

৬৩. আমার সেই ভৈষজ্য খেয়ে নিরোগ সুস্থ হয়ে সদ্য রোগমুক্ত বুদ্ধ আমাকে এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন।

৬৪. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ কর না কেন, সর্বত্রই তুমি সুখী হও। ব্যাধি তোমাকে কখনো পীড়িত না করুক!

৬৫. ইহা বলার পর অপরাজিত স্বয়ম্ভু, ধীর সম্বুদ্ধ হংসরাজের ন্যায় আকাশপথ দিয়ে উড়ে চলে গিয়েছিলেন।

৬৬. মহর্ষি স্বয়ম্ভুকে যেদিন আমি হরিতকী দান করেছিলাম সেই থেকে আজ অবধি ব্যাধি আমাকে কখনো আক্রান্ত করেনি।

৬৭. এই ভবসংসারে এই আমার শেষ জন্ম। ত্রিবিদ্যা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ভৈষজ্য দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভৈষজ্য দানেরই ফল।

৬৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান হরিতকীদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[হরিতকীদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. অম্বপিণ্ডিয় স্থবির অপদান

৭২. তখন আমি ঈষাদন্ত, মস্ত বড় এক হস্তিরাজ ছিলাম। গভীর অরণ্যে বিচরণ করতে করতে একদিন আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৭৩. আমি কয়েকটি আম হাতে নিয়ে শাস্তাকে দান করেছিলাম। মহাবীর লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবান সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

৭৪. আমার বিশেষ প্রার্থনায় সিদ্ধার্থ জিন সেগুলো গ্রহণ করে আমার সামনেই খেয়েছিলেন। তাতে আমি প্রসন্নচিত্ত হয়ে তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৭৫. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। এভাবেই আমি দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম।

৭৬. ভাবনা নিরত হয়ে আজ আমি সম্পূর্ণ উপশান্ত ও নিরূপধি। অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

৭৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই সুফল।

৭৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে

অবস্থান করছি।

৭৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বপিণ্ডিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বপিণ্ডিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. অম্বফলিয় স্থবির অপদান

৮১-৮২. পিণ্ডার্থে বিচরণরত মহান যশস্বী, লোকশ্রেষ্ঠ, দক্ষিণার যোগ্য, বীর পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি অগ্রফল হাতে নিয়ে অতীব প্রসন্নমনে দান করেছিলাম।

৮৩. হে দ্বিপদেন্দ্র লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই কর্মের প্রভাবেই আজ আমি সমস্ত জয়-পরাজয় ত্যাগ করে অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৮৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অগ্রফল দানেরই সুফল।

৮৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বফলিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[একবিহারী-বর্গ চুয়াল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

স্থবির একবিহারী, একশঙ্খীয়, পাটিহীকসংজ্ঞক,
জ্ঞানস্তুতিকারী, উচ্ছুখণ্ডিক, কলম্বদায়ক, অম্বাটক,
হরিতকী, অম্বপিণ্ডিয় ও অম্বফলিয় এই দশে মিলে
মোট সাতাশিটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

* * *

৪৫. বিভীতক-বর্গ

১. বিভীতকমিঞ্জিয় স্থবির অপদান

১. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী মহাবীর ককুসন্ধ বুদ্ধ জনসংসর্গ হতে বিছিন্ন হয়ে গভীর বনে চলে গিয়েছিলেন।

২. আমি বীজশাঁস (বহেরার ভিতরে থাকা শাঁস) হাতে নিয়ে লতায় জড়িয়েছিলাম। ঠিক সেই সময় ভগবান পর্বতের মধ্যে ধ্যান করছিলেন।

৩. হঠাৎ আমি দেবাতিদেব বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আমি অতীব প্রসন্নমনে পরম দাক্ষিণেয় বীরকে বীজশাঁস দান করেছিলাম।

৪. এই ভদ্রকল্পেই আমি যেই বীজশাঁস দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বীজশাঁস দানেরই ফল।

৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিভীতকমিঞ্জিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিভীতকমিঞ্জিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কলাদায়ক স্থবির অপদান

৮. তখন আমি ছিলাম অজিনবস্ত্র পরিহিত, বল্কলবস্ত্রধারী। একদিন আমি বড় ঝুড়িতে করে এক ঝুড়ি কলা আমার আশ্রমে নিয়ে এসেছিলাম।

৯. সেই সময় শিখী বুদ্ধ ছিলেন একা, অদ্বিতীয়। একদিন তিনি সবকিছু জেনে-বুঝে আমার আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১০. অতীব প্রসন্নমনে আমি সুব্রত বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম এবং দুহাতে কলা নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১১. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার

কলা দানেরই ফল।

১২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কলাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কলাদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. বিল্লিয় স্থবির অপদান

১৫. আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম। সমগ্র আশ্রমটি ছিল বিল্ববৃক্ষে সমাচ্ছন্ন এবং নানা ধরনের বৃক্ষ-পরিশোভিত।

১৬. আশ্রমে সুগন্ধ বেল দেখে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম। তারপর আমি ভীষণভাবে তুষ্ট ও শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে কাঁধে করে এক ভার নিয়ে এসেছিলাম।

১৭. আমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র বীর ককুসন্ধ বুদ্ধের কাছে গিয়ে অতীব প্রসন্নমনে বেলফল দান করেছিলাম।

১৮. এই ভদ্রকল্পেই আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই সুফল।

১৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিল্লিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিল্লিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. বহেরাদায়ক স্থবির অপদান

২২. এক সময় সুপুষ্পিত শালরাজের ন্যায় বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ গভীর বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন।

২৩. বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে যেতে দেখে আমি একটি তৃণমাদুর বিছিয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম এই বলে : 'হে বুদ্ধ, আমাকে অনুকম্পা করুন। আমি আপনাকে ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা পোষণ করি।'

২৪. পরম অনুকম্পাপরায়ণ, মহাকারুণিক, মহাযশস্বী অর্থদর্শী ভগবান আমার মনের কথা অবগত হয়ে আমার আশ্রমে নেমেছিলেন।

২৫. নামার পর সম্বুদ্ধ আমার বিছানো তৃণমাদুরে বসেছিলেন। তখন আমি হাতে বহেরা নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

২৬. আমার প্রার্থনার কারণে অর্থদর্শী জিন সেগুলো খেয়েছিলেন। তাতে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল এবং আমি অর্থদর্শী জিনকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

২৭. আজ থেকে আঠার কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই সুফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বহেরাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বহেরাদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. উত্তলিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩১. সদ্য নতুন পত্রপল্লব গজিয়ে ওঠা হলুদাভ নিগ্রোধবৃক্ষমূলে নীলকান্তমণি-ফুল হতে নিয়ে আমি বোধিপূজা করেছিলাম।

৩২. এই ভদ্রকল্পেই আমি যেই বোধিপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিপূজা

করারই ফল।

৩৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উত্তলিপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উত্তলিপুপ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অম্বটকীয় স্থবির অপদান

৩৬. অভিজাত পশুরাজ সিংহের ন্যায় বেস্‌সভূ মুনি সুপুষ্পিত শালবনে প্রবেশ করে গিরিদুর্গে বসেছিলেন।

৩৭. আমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র বেস্‌সভূ মুনিকে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে অম্বাটকপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলেন।

৩৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

৩৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বাটকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বাটকীয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সিংহাসনিক স্থবির অপদান

৪২. আমি সকল সত্ত্বগণের পরম হিতৈষী পদুমুত্তর ভগবানকে অতীব প্রসন্নমনে একটি সিংহাসন দান করেছিলাম।

৪৩. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্ম নিই না কেন, সর্বত্রই আমি বিপুল দেববিমান লাভ করি। ইহা আমার সিংহাসন দানেরই ফল।

৪৪. আমার জন্য প্রতিনিয়ত বহু স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, লৌহময় ও মণিময় পালঙ্ক উৎপন্ন হয়।

৪৫. পদুমুত্তর বুদ্ধের বোধিবৃক্ষে একটি আসন তৈরি করে দিয়ে আমি সব সময় উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে থাকি। অহো, ধর্মের কী সুফল!

৪৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি একটি সিংহাসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে সিংহাসন দানেরই ফল।

৪৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সিংহাসনিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সিংহাসনিক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পাদপীঠীয় স্থবির অপদান

৫০. শ্রেষ্ঠ মহাকারুণিক মুনি মহাযশস্বী সুমেধ সম্বুদ্ধ নিজে নিবৃত হয়ে বহু সত্ত্বকে সংসারদুঃখ হতে মুক্ত করেছিলেন।

৫১. মহর্ষি সুমেধ ভগবানের সিংহাসনের চারপাশে আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে একটি পাদপীঠ (পা রাখার চৌকি) তৈরি করে দিয়েছিলাম।

৫২. সুবিপাকী ও সুখদায়ী কুশলকর্ম করার পর আমি পুণ্যকর্ম সংযুক্ত হয়ে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৫৩. পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হয়ে সেখানে অবস্থানকালীন প্রতি পদক্ষেপে আমার জন্য স্বর্ণময় পীঠ (চৌকি) আবির্ভূত হতো।

৫৪. যারা ধর্মশ্রবণের সুযোগ লাভ করে তাদের লাভই পরম লাভ। আর তারাই পরম নিবৃত বুদ্ধের পূজা করে বিপুল সুখ লাভ করে থাকে।

৫৫. বাণিজ্য করতে গিয়ে আমিও সুকর্মই করেছিলাম। বুদ্ধের জন্যে পাদপীঠ তৈরি করে দিয়ে জন্মে জন্মে আমি স্বর্ণময় পীঠ লাভ করে থাকি।

৫৬. যেকোনো কার্যোপলক্ষে যেদিকেই আমি যাই না কেন, আমার পায়ের পাতা সব সময় স্বর্ণময় পীঠেই পতিত হয়। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৫৭. আজ থেকে ত্রিশ কল্প আগে আমি যে কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাদপীঠ দানেরই ফল।

৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাদপীঠীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাদপীঠী স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বেদিকারক স্থবির অপদান

৬১. পদুমুত্তর ভগবানের উত্তম বোধিপাদপে একটি বেদি তৈরি করে দিয়ে আমি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম।

৬২. এর ফলে নির্মিত-অনির্মিত ছোট-বড় বহু জিনিসপত্র অন্তরীক্ষ হতে বর্ষিত হতো। ইহা আমার বেদি দানেরই ফল।

৬৩. প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধের সময় ভয়ানক কোনো দৃশ্য দেখতে পেলেও আমি কখনো ভয় পেতাম না। ইহা আমার বেদি দানেরই ফল।

৬৪. আমার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে আমার জন্য শুভ দেববিমান এবং মহার্ঘ শয্যা উৎপন্ন হতো। ইহা আমার বেদি দানেরই ফল।

৬৫. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই বেদি তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার

বেদি দানেরই ফল।

৬৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বেদিকারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বেদিকারক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. বোধিঘরদায়ক স্থবির অপদান

৬৯. আমি অতীব প্রসন্নমনে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবানের জন্যে একটি বোধিঘর তৈরি করেছিলাম।

৭০. এর ফলে আমি তুষিত স্বর্গে জন্ম নিয়ে রত্নময় ঘরে বসবাস করেছিলাম এবং তাতে শীত, উষ্ণ অথবা প্রবল বাতাস আমার শরীরকে কষ্ট দিতে পারত না।

৭১. আজ থেকে পঁয়ষট্টি কল্প আগে আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং আমার জন্য বিশ্বকর্মা 'কাশিক' নামক নগর নির্মাণ করেছিলেন।

৭২. সেই নগরটি ছিল দশ যোজন দীর্ঘ ও আট যোজন প্রস্থ। সেই নগরে কোনো কাঠ, বল্মী ও মৃত্তিকা ছিল না।

৭৩. বিশ্বকর্মার তৈরি করা 'মঙ্গল' নামক প্রাসাদটি ছিল এক যোজন দীর্ঘ ও অর্ধযোজন প্রস্থ।

৭৪. সেই প্রাসাদে চুরাশি হাজার স্বর্ণময় স্তম্ভ, মণিময় দ্বারপ্রকোষ্ঠ ও রৌপ্যময় আচ্ছাদনী ছিল।

৭৫. বিশ্বকর্মার তৈরি করা ঘরটি ছিল সম্পূর্ণ স্বর্ণময়। তাতে আমি বসবাস করেছিলাম। ইহা আমার ঘরদানেরই ফল।

৭৬. দেবমনুষ্যলোকে সর্ববিধ সম্পত্তি ভোগ করে আজ আমি পরম শান্তিপদ, অনুত্তর নির্বাণ লাভ করেছি।

৭৭. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই বোধিঘর তৈরি করে

দান দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘর দানেরই ফল।

৭৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বোধিঘরদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বোধিঘরদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[বিভীতক-বর্গ পঁয়তাল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বিভীতক, কলাদায়ক, বিল্লিয়, বহেরাদায়ক,
উত্তলিপুষ্পিয়, অম্বাটকীয়, সিংহাসনীয়,
পাদপীঠীয়, বেদিকারক ও বোধিঘরদায়ক
মোট আশিটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

* * *

৪৬. জগতিদায়ক-বর্গ

১. জগতিদায়ক স্থবির অপদান

১. আমি অতীব প্রসন্নমনে মহামুনি ধর্মদর্শী ভগবানের উত্তম বোধিপাদপের বারান্দাটি তৈরি করে দিয়েছিলাম।

২. পাহাড়-পর্বত অথবা বৃক্ষ হতে পড়ে গিয়ে আমি ঠিকই নিচে একটি ভিত্তি পেতাম যেখানে আমি দাঁড়াতে পারতাম। ইহা আমার বারান্দা তৈরি করে দেওয়ারই ফল।

৩. চোরেরা আমার কোনো ক্ষতি করত না। ক্ষত্রিয় রাজারা আমাকে অবজ্ঞা করত না। আমি আমার সকল শত্রুকে পরাজিত করতাম। ইহা আমার বারান্দা তৈরি করে দেওয়ারই ফল।

৪. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানেই জন্ম নিই না কেন, সর্বত্রই পূজিত হতাম। ইহা আমার বারান্দা তৈরি করে দেওয়ারই ফল।

৫. আজ থেকে আঠার কল্প আগে আমি যেই মাটি দান দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বারান্দা তৈরি করে দেওয়ারই ফল।

৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জগতিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জগতিদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. মোরহস্তিয় স্থবির অপদান

৯. একদিন আমি ময়ূরপালকে তৈরি পাখা হাতে নিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে ময়ূরপালকে তৈরি পাখাটি দান করেছিলাম।

১০. এই ময়ূরপালকে তৈরি পাখা দানের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি এই ত্রিবিধাগ্নি নিভিয়ে ছিলাম এবং বিপুল সুখ লাভ করেছিলাম।

১১. আহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো আমাদের শাস্তাসম্পদ! ময়ূরপালকে তৈরি পাখা দান করেই আমি বিপুল সুখ লাভ করেছিলাম।

১২. আজ আমার ত্রিবিধাগ্নি সম্পূর্ণ নির্বাপিত জন্মসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ময়ূরপালকে তৈরি পাখা দানেরই ফল।

১৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মোরহস্তিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মোরহস্তিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. সিংহাসনবীজিয় স্থবির অপদান

১৭. আমি তিষ্য ভগবানের বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম। সেখানে আমি একটি বিজনী নিয়ে বুদ্ধের সিংহাসনকে বাতাস করেছিলাম।

১৮. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের সিংহাসনকে বাতাস করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বাতাস করারই ফল।

১৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সিংহাসনবীজিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সিংহাসনবীজিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ত্রি-উল্কাধারী স্থবির অপদান

২২. পদুমুত্তর বুদ্ধের উত্তম বোধিপাদপে আমি অতীব প্রসন্নমনে তিনটি উল্কা (অগ্নিমশাল) ধারণ করেছিলাম।

২৩. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই উল্কা ধারণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার উল্কাদানেরই ফল।

২৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রি-উল্কাধারী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রি-উল্কাধারী স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অক্কমনদায়ক স্থবির অপদান

২৭. আমি বশীভূত মুনি ককুসন্ধ ভগবান বুদ্ধকে দিবাবিহার ত্যাগ করার সময় অক্কমন (?) দান করেছিলাম।

২৮. এই ভদ্রকল্পেই আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অক্কমন দানেরই ফল।

২৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অক্কমনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অক্কমনদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. বনকোরণ্ডিয় স্থবির অপদান

৩২. আমি বুনোফুল হাতে নিয়ে বুদ্ধ সিদ্ধার্থ ভগবানকে দান করেছিলাম।

৩৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধকে যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে পুষ্পপূজা করারই ফল।

৩৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বনকোরণ্ডিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বনকোরণ্ডিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

[বিশতম ভাণবার সমাপ্ত]

৭. একছত্রিয় স্থবির অপদান

৩৭. এই পৃথিবী অঙ্গার হতে উৎপন্ন ও কঠিন সব পদার্থে ভরপুর। তাই পদুমুত্তর ভগবান খোলা আকাশে চংক্রমণ করছিলেন।

৩৮. তখন আমি একটি পণ্ডুরবর্ণের ছাতা হাতে নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে সম্বুদ্ধকে দেখে আমার মনে গভীর ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিল।

৩৯. এই ভূমি মরিচীকায় ভরা এই পৃথিবীও অঙ্গারসম আর শরীরের আয়ুক্ষয়ী প্রবল বাতাসও দ্রুতগতিতে প্রবহমান।

৪০. হে ভগবান, শীত-উষ্ণ ও বায়ু-তাপ নিবারক এই ছাতা গ্রহণ করুন, যাতে আমি নিবৃত্তি (নির্বাণ) স্পর্শ করতে পারি।

৪১. পরম অনুকম্পাকারী, মহাকারুণিক, মহাযশস্বী জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে আমার দেওয়া ছাতা গ্রহণ করেছিলেন।

৪২. ত্রিশ কল্প ধরে আমি দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে রাজত্ব করেছিলাম। একশ পাঁচবার আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৩. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। এভাবেই আমি আমার পূর্বকৃত সুকর্মের ফল ভোগ করেছিলাম।

৪৪. এই ভবসংসারে এই আমার শেষ জন্ম। অথচ এই জন্মেও আমার মাথার উপর সব সময় শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হয়।

৪৫. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই ছাতা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ছাতা দানেরই ফল।

৪৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একছত্রিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একছত্রিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. জাতিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৪৯. মহাযশস্বী পদুমুত্তর ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর আমি ফুলের মালা তৈরি করে বুদ্ধের শরীরে দান করেছিলাম।

৫০. তাতে আমি প্রসন্নচিত্ত হয়ে নির্মাণরতি দেবলোকে গমন করেছিলাম। দেবলোকে যাওয়ার পর আমি আমার পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম স্মরণ করেছিলাম।

৫১. আকাশ থেকে আমার উপর প্রতিনিয়ত পুষ্পবৃষ্টি হতো। মনুষ্যলোকে জন্ম নিলে আমি মহাযশস্বী রাজা হতাম।

৫২. সেখানেও আমার উপর প্রতিনিয়ত কুসুমবৃষ্টি বর্ষিত হতো। এগুলো হতো সর্বদর্শী ভগবানকে ব্যাপকভাবে পুষ্পপূজা করার কারণে।

৫৩. এই ভবসংসারে এই হচ্ছে আমার শেষ জন্ম। অথচ এই শেষ জন্মেও আমার উপর প্রতিনিয়ত পুষ্পবৃষ্টি হয়।

৫৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই বুদ্ধকে পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধের দেহপূজা করারই ফল।

৫৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জাতিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জাতিপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পট্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৫৮. ভেরি বাজিয়ে যখন বুদ্ধের শরীর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আমি অতীব প্রসন্নমনে পট্টিপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৫৯. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দেহপূজা করারই ফল।

৬০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পট্টিপুপ্পিয় স্থবির অপদান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পট্টিপুপ্পিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. গন্ধপূজক স্থবির অপদান

৬৩. ভগবান বুদ্ধের জন্য যখন শ্মশান তৈরি করা হচ্ছিল তখন সেখানে নানা ধরনের সুগন্ধি জড়ো করা হচ্ছিল। তাতে আমিও অতীব প্রসন্নমনে এক মুষ্টি সুগন্ধি দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৬৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি শ্মশানে সুগন্ধি পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শ্মশানে সুগন্ধি পূজা করারই ফল।

৬৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধপূজক স্থবির অপদান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধপূজক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[জগতিদায়ক-বর্গ ছেচল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

জগতিদায়ক, মোরহস্তিয়, সিংহাসনবীজিয়,
ত্রি-উল্কাধারী, অক্কমনদায়ক, বনকোরণ্ডিয়,
একছত্রিয়, জাতিপুপ্পিয়, পট্টিপুপ্পিয় স্থবির,
ও গন্ধপূজক স্থবির মোট এই দশটি মিলে
সাতষট্টিটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

* * *

৪৭. শালকুসুমিয়-বর্গ

১. শালকুসুমিয় স্থবির অপদান

১. পদুমুত্তর ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তার দেহ যখন শ্মশানে তোলা হয়েছিল, তখন আমি শালপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শ্মশানপূজা করারই ফল।

৩. আমার সমস্ত ক্লেশদগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শালকুসুমিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শালকুসুমিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. শ্মশানপূজক স্থবির অপদান

৬. লোকবন্ধু শিখী ভগবানের দেহ পোড়ার সময় আমি আটটি চম্পকপুষ্প দিয়ে শ্মশানে দান করেছিলাম।

৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি শ্মশানে সুগন্ধি চম্পকপুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শ্মশানে সুগন্ধি পুষ্পপূজা করারই ফল।

৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শ্মশানপূজক স্থবির অপদান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শ্মশানপূজক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. শ্মশাননির্বাপক স্থবির অপদান

১১. মহর্ষি বেস্‌সভূ ভগবানের দেহ শ্মশানে দগ্ধ হওয়ার সময় আমি গন্ধোদক নিয়ে জ্বলন্ত শ্মশানের আগুন নিভিয়েছিলাম।

১২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি শ্মশানের আগুন নিভিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার গন্ধোদক দানেরই ফল।

১৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শ্মশাননির্বাপক স্থবির অপদান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শ্মশাননির্বাপক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সেতুদায়ক স্থবির অপদান

১৬. বিপশ্বী ভগবানের চংক্রমণ ঘরের সামনে আমি অতীব প্রসন্নমনে সেতু তৈরি করে দিয়েছিলাম।

১৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি সেতু তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সেতুদান করাই ফল।

১৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ

করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সেতুদায়ক স্থবির অপদান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সেতুদায়ক স্থবির চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সুমন তালবণ্টিয় স্থবির অপদান

২১. সিদ্ধার্থ ভগবানকে আমি একটি তালপাতার পাখা দান করেছিলাম। আর আমি সেটি সুমনপুষ্পে আচ্ছাদিত করে মহাযশস্বীর উপর ধারণ করেছিলাম।

২২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি তালপাতার পাখা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তালপাতার পাখা দানের ফল।

২৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমন তালবণ্টিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমন তালবণ্টিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অবটফলিয় স্থবির অপদান

২৬. অপরাজিত স্বয়ম্ভু শতরশ্মি ভগবান সম্বুদ্ধ বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে ভিক্ষার জন্যে বের হয়েছিলেন।

২৭. ফল হাতে যেতে যেতে আমি নরোত্তম বুদ্ধকে দেখে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে অবটফল দান করেছিলাম।

২৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি তালপাতার পাখা দান

করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তালপাতার পাখা দানের ফল।

২৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অবটফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অবটফলিয় স্থবির অপাদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. লবুজফলদায়ক স্থবির অপদান

৩২. তখন বন্ধুমতি নগরে আমি এক আরামিক ছিলাম। একদিন আমি বিরজ বুদ্ধকে সুনীল আকাশপথ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

৩৩. আমি হাতে লবুজ ফল নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম। মহাযশস্বী বুদ্ধ আকাশ থেকেই তা গ্রহণ করেছিলেন।

৩৪. অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে ফল দান করে আমার ইহজীবনেই সুখাবহ ভক্তি জাগ্রত হয়েছিল।

৩৫. আমি তখন বিপুল প্রীতি ও সুখ লাভ করেছিলাম। আমি যেখানেই জন্মাই না কেন সর্বত্রই আমার রত্ন উৎপন্ন হতো।

৩৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি লবুজ ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই সুফল।

৩৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান লবুজফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[লবুজফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পিলক্ষফলদায়ক স্থবির আপদান

৪০. গভীর বনে আমি মহাযশস্বী অর্থদর্শী বুদ্ধকে দেখে অতীব প্রসন্নমনে পিলক্ষফল দান করেছিলাম।

৪১. আজ থেকে আঠার কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই সুফল।

৪২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিলক্ষফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিলক্ষকদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. স্বয়ং প্রতিভাণিয় স্থবির অপদান

৪৫. রাজকীয় প্রতীকের ন্যায় দেবাতিদেব নরোত্তম বুদ্ধকে রথে চড়ে যাচ্ছেন দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৪৬. অজ্ঞতারূপ ঘোর অন্ধকার নাশ করে, বহু মানুষকে সংসারদুঃখ হতে মুক্ত করে জ্ঞানালোকে জ্যোর্তিময় বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৪৭. বহু সত্ত্বকে উদ্ধারকারী ও লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হতের পরিচালক, লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৪৮. ধর্মভেরিবাদক, অন্যতীর্থিয়গণকে দমনকারী ও সিংহনাদকারী বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৪৯. ব্রহ্মলোক হতে এসে ব্রহ্মাগণ যাঁকে নিপুণ প্রশ্ন করেন তাঁকে দেখে

কে প্রসন্ন হয় না?

৫০. দেবতারা যাঁকে অঞ্জলি নিবেদন করে প্রার্থনা করেন, আর জন্মে জন্মে সেই পুণ্য ভোগ করেন তাকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৫১. জনতাসকল সমবেত হয়ে চক্ষুষ্মান বুদ্ধকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করে, আর তাতে তিনি মোটেই বিচলিত হন না, তাঁকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৫২. যিনি নগরে প্রবেশ করার সাথে সাথে বহু ভেরি বেজে উঠে ও প্রমত্ত হাতিরা গর্জে উঠে, তাকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৫৩. যিনি পথ দিয়ে যাবার সময় সমস্ত রাস্তা তাঁর শরীরের আভায় আলোকিত হয়, গর্বিত হয়, তাঁকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৫৪. বুদ্ধ যখন দেশনা করেন তখন তাঁর কথা সমগ্র চক্রবালের সত্ত্বগণ শুনতে পায়, সকল সত্ত্বগণের ধর্মজ্ঞান উদয় হয়, তাকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৫৫. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যে বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রশংসা করারই ফল।

৫৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান স্বয়ং প্রতিভাণিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[স্বয়ং প্রতিভাণিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. নিমিত্ত ব্যাকরণিয় স্থবির অপদান

৫৯. তখন আমি হিমালয় পর্বতে প্রবেশ করে মন্ত্র শিক্ষা দিতাম। চুয়ান্ন হাজার শিষ্য আমাকে সেবা করত।

৬০. তারা সবাই সর্ববিধ বেদ অধিকার করে, ষড়াঙ্গ পারমী পূরণ করে ও স্ব স্ব বিদ্যার উপর নির্ভর করে হিমালয়ে বসবাস করত।

৬১. মহাযশস্বী দেবপুত্র তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছেন, এই বোধ আমার আপনাতেই জাগ্রত হয়েছিল।

৬২. সম্বুদ্ধ জগতে জন্ম নেওয়ার সময় দশ হাজার চক্রবাল কম্পিত হয়েছিল। লোকনায়ক উৎপন্ন হওয়ার সময় অন্ধব্যক্তিরা চক্ষু লাভ করেছিল।

৬৩. এই পৃথিবী সর্বাকারে প্রকম্পিত হওয়ায় ও ব্রহ্মানির্ঘোষ শব্দ শুনে বহু মানুষ উদ্বিগ্ন হয়েছিল।

৬৪. তারা সকলে মিলে আমার কাছে এসেছিল। তারা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, এই পৃথিবী প্রকম্পিত হওয়ার কারণ কী হতে পারে?

৬৫. তখন আমি তাদের বলেছিলাম, কেঁদো না। ভয়ের কোনো কারণ নেই। সবাই এই ভেবে আশ্বস্ত হও যে, সামনে শুভ কিছু হতে যাচ্ছে।

৬৬. আটটি কারণে এই পৃথিবী প্রকম্পিত হয় এবং ঠিক একই কারণে নিমিত্ত ও বিপুল জ্যোতি দেখা যায়।

৬৭. এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, জগতে চক্ষুষ্মান বুদ্ধশ্রেষ্ঠ জন্ম নেবেন। জনতার উদ্দেশে পঞ্চশীল দেশনা করবেন।

৬৮. দুর্লভ বুদ্ধের উৎপত্তি ও পঞ্চশীলের কথা শুনে তাদের মনের সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হয়েছিল এবং তারা অতীব খুশী হয়েছিল।

৬৯. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই নিমিত্ত বা কারণ ব্যাখা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কারণ ব্যাখ্যা করারই ফল।

৭০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নিমিত্ত ব্যাকরণিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নিমিত্ত ব্যাকরণিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[শালকুসুমিয়-বর্গ সাতচল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

শালকুসুমিয়, শ্মশানপূজক, শ্মশান নির্বাপক,
সেতুদায়ক, সুমনতালবণ্টিয়, অবটফলিয়,
লবুজফলদায়ক, পিলক্ষফলদায়ক, স্বয়ং প্রতিভাণিয়,
ও নিমিত্ত ব্যাকরণিয় স্থবির এই দশটি অপদান
মোট বাহাত্তরটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে বিবৃত।

* * *

৪৮. নলমালি-বর্গ

১. নলমালিয় স্থবির অপদান

১. আমি পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ লোকনায়ক সম্বুদ্ধকে গভীর বনের মধ্য দিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

২. আমি তখন নলখাগড়ার পুটলি নিয়ে বন হতে বের হবার সময় স্রোতোত্তীর্ণ অনাসক্ত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩. আমি পরম দাক্ষিণেয়, মহাবীর, সর্বলোকের প্রতি পরম অনুকম্পাকারী বুদ্ধকে অতীব প্রসন্নমনে নলখাগড়ার পুটলি দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই নলখাগড়ার পুটলি দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নলমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলমালিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. মণিপূজক স্থবির অপদান

৮. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী জিন পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ বিবেকসুখ লাভের ইচ্ছায় সুনীল আকাশপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৯. হিমালয়ের অনতিদূরে বিশাল একটি প্রাকৃতিক হ্রদ ছিল। আর সেখানে আমার পুণ্যসম্ভূত বিশাল ভবনটি ছিল।

১০. ভবন হতে বের হয়ে আমি ইন্দ্রশ্রেষ্ঠের ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১১. আমি বাগানে কোনো ফুলই দেখতে পেলাম না, যেগুলো দিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করা যায়। তারপর আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে শাস্তাকে বন্দনা করেছিলাম।

১২. আমার মাথার মণিটি হাতে নিয়ে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম। এই মণিপূজার দ্বারা আমার শুভ ফল হোক!

১৩. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর শাস্তা অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ করেছিলেন :

১৪. তোমার সংকল্প পূরণ হোক! তুমি বিপুল সুখের অধিকারী হও! আর এই মণিপূজার দ্বারা মহাযশস্বী হও!

১৫. ইহা বলার পর বুদ্ধশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর ভগবান যথেচ্ছা চলে গিয়েছিলেন।

১৬. আমি দেবলোকে ষাটকল্প দেবরাজত্ব করেছিলাম, বহু শতবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৭. দেবলোকে আমি যখন পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করতাম তখন আমার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকারূপ মণি উৎপন্ন হতো।

১৮-১৯. বৈচিত্রময় বস্ত্রধারী, পা হতে মাথা পর্যন্ত মণিকুন্তলধারী, সদাহাস্যময়ী, বিচক্ষণা, সুডৌল নিতম্বের অধিকারী ছিয়াশি হাজার নারী নিত্য আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত। ইহা আমার মণিপূজারই ফল।

২০. আমার জন্য স্বর্ণময়, মণিময় ও লোহিতময় দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হতো, আর আমি যখনি চাইতাম তখনি পরিধেয় বস্ত্র পেতাম।

২১. আমি যখনি যেভাবে চাইতাম ঠিক সেভাবেই আমার সংকল্প অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি আর মহার্ঘ শয্যা উৎপন্ন হতো।

২২. মানুষদের জন্য পুণ্যক্ষেত্র ও সকল প্রাণীর জন্য ওষুধ—যারা এমন পুণ্যসম্পত্তি লাভ করে তাদের জন্য ইহা পরম লাভ।

২৩. অতীতে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখেছিলাম। তাই আমি সুকর্ম করতে পেরেছিলাম। আজ আমি বিনিপাত অপায় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, আর অচলপদ অমৃত নির্বাণলাভী।

২৪. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই কী দিনে কী রাতে সব সময় আলো থাকত।

২৫. সেই মণিপূজার ফলে আমি দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছি। আমি জ্ঞানালোকের দেখা পেয়েছি, অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

২৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই মণিপূজা করেছিলাম, সেই

থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মণিপূজারই ফল।

২৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মণিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মণিপূজক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. উল্কাশতিক স্থবির অপদান

৩০. তখন কৌশিক নামক ভগবান (পচ্চেক বুদ্ধ) চিত্রকূট পর্বতে বসবাস করছিলেন। তিনি ছিলেন ধ্যানী, ধ্যানরত ও বিবেকাভিরত মুনি।

৩১. নারী-পরিবৃত হয়ে হিমালয়ে প্রবেশ করলে পরে আমি পূর্ণিমার পঞ্চদশী চাঁদের ন্যায় কৌশিক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩২. সেই সময় শত শত উল্কা হাতে নিয়ে (নারীগণ) আমি বুদ্ধকে পরিবেষ্টিত করেছিলাম। এভাবে সাত দিন, সাত রাত কাটিয়ে অষ্টম দিনে গিয়েছিলাম।

৩৩. আমি ধ্যান হতে উত্থিত স্বয়ম্ভু অপরাজিত কৌশিক বুদ্ধকে প্রসন্নমনে বন্দনা করে একবার ভিক্ষা দান করেছিলাম।

৩৪. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই কর্মের ফলে আমি তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম। ইহা আমার একবার ভিক্ষা দানেরই ফল।

৩৫. রাত-দিন আমার চারপাশে সব সময় আলোকিত থাকত এবং আমি শতযোজন আলোকিত করে অবস্থান করতাম।

৩৬. আজ থেকে পঞ্চান্ন কল্প আগে আমি চতুরন্ত বিজয়ী, জম্বুদ্বীপের অধিশ্বর চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৭. তখন আমার সুনির্মিত, বিশাল ও সমৃদ্ধ এক নগর ছিল, তা ত্রিশ যোজন দীর্ঘ ও বিশ যোজন প্রস্থ।

৩৮. দশ প্রকার শব্দে ও মনোজ্ঞ সুর-তালে সদা মুখরিত শোভন নামক সেই নগরটি স্বয়ং বিশ্বকর্মাই নির্মাণ করেছিলেন।

৩৯. সেই নগরে কোনো কাষ্ঠখণ্ড ও মাটি ছিল না। সমস্ত নগরই ছিল স্বর্ণময়। আর তা প্রতিনিয়ত চতুর্দিকে আলো ছড়াত।

৪০. বিশ্বকর্মা-নির্মিত সেই নগরটি চতুর্দিকে শক্ত প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে তিনটি ছিল মণিময় আর সামনেরটি তালপাতার উপর নকশা করা।

৪১. সেই নগরে পদ্ম, উৎপল ও পুণ্ডরীক ফুলে আচ্ছাদিত এবং নানান সুগন্ধীতে ভরা দশ হাজার পুষ্করিণী ছিল।

৪২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই উল্কাধারণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার উল্কা ধারণেরই ফল।

৪৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উল্কাশতিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উল্কাশতিক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সুমনবীজনিয় স্থবির অপদান

৪৬. আমি বিপশ্বী ভগবানের উত্তম বোধিপাদপে গিয়ে হাতে বিজনী নিয়ে বোধিবৃক্ষকে বাতাস করেছিলাম।

৪৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি বোধিবৃক্ষকে বাতাস করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বাতাস করারই ফল।

৪৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ

করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমনবীজনিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমনবীজনিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. কুল্মাসদায়ক স্থবির অপদান

৫১. পিণ্ডচারণে রত মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের খালি পাত্র দেখে কুল্মাস দিয়ে পাত্রটি পূর্ণ করেদিয়েছিলাম।

৫২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ভিক্ষা দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কুল্মাস দানেরই ফল।

৫৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুল্মাসদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুল্মাসদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কুশ-অষ্টদায়ক স্থবির অপদান

৫৬. বশীভূত ব্রাহ্মণ কাশ্যপ ভগবানকে আমি অতীব প্রসন্নমনে কুশ-অষ্টক দান করেছিলাম।

৫৭. এই ভদ্রকল্পেই আমি কুশ-অষ্টক দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কুশ-অষ্টক দানেরই ফল।

৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে

এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুশ-অষ্টকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুশ-অষ্টকদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. গিরিপুন্নাগিয় স্থবির অপদান

৬১. তখন শোভিত নামক স্বয়ম্ভু সম্বুদ্ধ চিত্রকূট পর্বতে বসবাস করেছিলেন। আমি একদিন গিরিপুন্নাগপুষ্প হাতে নিয়ে তাঁকে পূজা করেছিলাম।

৬২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধ পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৬৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গিরিপুন্নাগিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গিরিপুন্নাগিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. বল্লিকারফলদায়ক স্থবির অপদান

৬৬. তখন সুমন নামক স্বয়ম্ভু সম্বুদ্ধ তক্করা নামক জায়গায় বসবাস করছিলেন। আমি বল্লিকারফল হাতে নিয়ে তাঁকে দান করেছিলাম।

৬৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দিয়ে বুদ্ধকে পূজা

করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

৬৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বল্লিকারফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বল্লিকারফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৯. পানধিদায়ক স্থবির অপদান

৭১. লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম, চক্ষুষ্মান অনোমদর্শী ভগবান দিবাবিহার হতে বের হয়ে এসে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৭২. আমিও সুনির্মিত যান নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন সেখানে আমি পরম চারুদর্শন সম্বুদ্ধকে পদব্রজে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম।

৭৩. তখন আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল এবং সেই যানকে নিয়ে গিয়ে তাঁর পদমূলে রেখে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৭৪. হে মহাবীর সুগতেন্দ্র বিনায়ক, এই যানে আরোহণ করুন, যাতে করে ভবিষ্যতে সুফল লাভ করতে পারি। এতে করে আমার সমস্ত প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়!

৭৫. লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম অনোমদর্শী ভগবান যানে আরোহণ করে এই কথা বলেছিলেন :

৭৬. যে ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে আমাকে একটি যান দান করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন।

৭৭. বুদ্ধের কথা অবগত হয়ে সকল দেবতারা উদগ্রচিত্ত, উৎফুল্ল ও কৃতাঞ্জলি হয়ে সমবেত হয়েছিল।

৭৮. এই ব্যক্তি যান দানের ফলে সুখী হবে। দেবলোকে জন্ম নিয়ে

পঞ্চান্নবার দেবরাজত্ব করবে।

৭৯. হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবে, আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

৮০. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম গোত্রে এক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৮১. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই নির্বাপিত হবে।

৮২. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে পুণ্যবান হয়েই জন্মগ্রহণ করবে এবং দেবলোকে দেবযান আর মনুষ্যলোকে মনুষ্যযান লাভ করবে।

৮৩. সেখানে আমার জন্য সিবিকা-প্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছিল এবং সব সময় আমার জন্য সুসজ্জিত হস্তি, বাদ্য-যন্ত্রসমেত রথ উৎপন্ন হতো।

৮৪. এমনকি গৃহত্যাগ করার সময়ও আমি রথযোগে গৃহত্যাগ করেছিলাম। আর মাথার চুল কাটার সময় আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৮৫. বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়ে একটি যান দান করতে পারাটা আমার জন্য পরম লাভ। তার ফলেই আজ আমি পরম সুখ নির্বাণ লাভ করেছি।

৮৬. আজ থেকে অপ্রমেয় কল্প আগে আমি বুদ্ধকে যান দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার যান দানেরই ফল।

৮৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পানধিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পানধিদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পুলিনচংক্রমিয় স্থবির অপদান

৯০. পূর্বে আমি গভীর অরণ্যে এক পশুশিকারী ছিলাম। শিকারের জন্য পশু-পাখি খুঁজতে খুঁজতে আমি বুদ্ধের চংক্রমণ স্থানটির দেখা পেয়েছিলাম।

৯১. আমি স্মৃতিমান সুগতের চংক্রমণ স্থানে অতীব প্রসন্নমনে কোলে করে বালি নিয়ে গিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৯২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই বালি ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বালি ছিটিয়ে দেওয়ারই ফল।

৯৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুলিনচংক্রমিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুলিনচংক্রমিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[নলমালি-বর্গ আটচল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

নলমালি, মণিপূজক, উল্কাশতিক, সুমনবীজনীয়,
কুল্মাসদায়ক, কুশাষ্টক দায়ক, গিরিপুন্নাগিয়,
বল্লিকারফল, পানধি ও পুলিনচংক্রমিয় এই দশে মিলে
মোট পঁচানব্বইটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

* * *

৪৯. পাংশুকূল-বর্গ

১. পাংশুকূলসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১. স্বয়ম্ভু, অগ্রপুদ্গল, জিন, তিষ্য ভগবান পাংশুকূল চীবর রেখে বিহারে প্রবেশ করেছিলেন।

২. তখন আমি সুসজ্জিত তীর-ধনুক নিয়ে কিছু খাওয়ার জন্য বিচরণ করেছিলাম। তারপর আমি গোলাকার ধারালো তলোয়ার নিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

৩. সেখানে আমি গাছের শাখায় ঝুলানো পাংশুকূল চীবরটিকে দেখতে পেয়েছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি সেখানেই তীর-ধনুক ও তলোয়ার ফেলে দিয়ে নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়েছিলাম।

৪. তারপর আমি প্রীতিপূর্ণ হয়ে অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে সেই পাংশুকূল চীবরকে বন্দনা করেছিলাম।

৫. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি পাংশুকূল চীবরকে বন্দনা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বন্দনা করারই ফল।

৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাংশুকূলসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাংশুকূলসংজ্ঞক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান

৯. আমি তখন অধ্যাপক, মন্ত্রধর, ত্রিবেদে বিশেষ পারদর্শী এবং লক্ষণশাস্ত্র, ইতিহাস ও বিচিত্র সব বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলাম।

১০. তখন আমার কাছে নদীর স্রোতের ন্যায় শিষ্য আসত। আর আমি রাতদিন অতন্দ্রভাবে তাদের মন্ত্র শিক্ষা দিতাম।

১১. সেই সময় পৃথিবীতে সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি অজ্ঞতারূপ অন্ধকার বিদূরিত করে জ্ঞানালোকের প্রবর্তন করেছিলেন।

১২. আমার জনৈক শিষ্য আমার অন্য শিষ্যদের বিষয়টি জানিয়েছিল। বুদ্ধ আবির্ভাবের কথাটি শুনে তারা তখন বিষয়টি আমাকে জানিয়েছিল।

১৩. জগতে লোকনায়ক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। বহু মানুষ তাঁর উপদেশ মান্য করছেন। কিন্তু আমাদের সে সুযোগ হবে না।

১৪. চক্ষুষ্মান মহাযশস্বী বুদ্ধগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই উৎপন্ন হন। অহো, আমি যদি লোকনায়ক বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দেখতে পেতাম, তাহলে খুবই ভালো হতো !

১৫. আমি আমার বল্কলচীবর ও পাত্র নিয়ে আশ্রম হতে বের হয়ে শিষ্যদের সম্বোধন করে বলেছিলাম :

১৬. ডুমুর গাছে ফুল ধরা যেমন দুর্লভ, চাঁদে খরগোশ থাকা যেমন দুর্লভ ও কাকদের থেকে দুধ পাওয়া যেমন দুর্লভ, ঠিক তদ্রুপ জগতে লোকনায়ক বুদ্ধের উৎপত্তিও দুর্লভ।

১৭. অথচ জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। আর এদিকে মনুষ্যত্ব লাভ করাও দুর্লভ। এই উভয়ের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সদ্ধর্মশ্রবণ অতীব দুর্লভ।

১৮. জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। অহো, আমরা যেন আমাদের চক্ষু পেলাম! এসো, আমরা সবাই সম্যকসম্বুদ্ধের কাছে যাই।

১৯. আমার শিষ্যরা সবাই তখন হাতে পাত্র নিয়ে, অজিনবস্ত্র পরিধান করে মাথার জটাভারে জর্জরিত হয়ে গহীন অরণ্য হতে বের হয়েছিল।

২০. আমার শিষ্যরা ছিল সামনের চারি হাত মাত্র দর্শনকারী, উত্তমার্থ (নির্বাণ) গবেষণাকারী, সম্পূর্ণরূপে সংসর্গদোষ বর্জিত ও পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভীক।

২১. আমার শিষ্যরা ছিল অল্পকৃত্য, অলোলুপ, প্রজ্ঞাবান ও শান্ত প্রকৃতির। পথে পথে ভিক্ষা করতে করতে তারা বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট পৌঁছেছিল।

২২. এদিকে আমি মাত্র দেড় যোজন পথ পাড়ি দেওয়ার পর ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম। বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে তখন আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

২৩ আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধসংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধ সংজ্ঞারই ফল।

২৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ভিসদায়ক স্থবির অপদান

২৭. নানা কুঞ্জরে পরিপূর্ণ এক পুষ্করিণীতে নেমে আমি ঘাস হিসেবে পদ্মমঞ্জরি সংগ্রহ করছিলাম।

২৮. সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান অনেকটা রক্তকম্বলের রূপ ধারণ করে সুনীল আকাশপথে যাচ্ছিলেন।

২৯. আমি পাংশুকূল চীবর ধুনছিলাম এমন সময় একটি শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। তারপর উপরে তাকাতেই আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩০. সেখানে দাঁড়িয়েই আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। পদ্মফুলের ডাঁটা থেকে মধু নির্গত হচ্ছে, আর পদ্মফুলের মূল হতে দুধ ও ঘি নির্গত হচ্ছে।

৩১-৩২. হে চক্ষুষ্মান বুদ্ধ, অনুকম্পা-পরবশ হয়ে আমার এই দান গ্রহণ করুন। তারপর মহাযশস্বী মহাকারুণিক শাস্তা সেখান থেকে নেমে এসে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করার পর এই বলে আমার দান অনুমোদন করেছিলেন :

৩৩. হে মহাপুণ্য, তুমি সুখী হও। তোমার আশা পূরণ হোক। তোমার গতি শুভ হোক। এই পদ্মফুলের ডাঁটা ও মূল দানের ফলে তুমি বিপুল সুখ লাভ কর।

৩৪. ইহা বলার পর পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আমার ভিক্ষা গ্রহণ করে আকাশপথে চলে গিয়েছিলেন।

৩৫. তারপর পদ্মফুলের ডাঁটা নিয়ে আমি আমার আশ্রমে চলে এসেছিলাম। পদ্মফুলের ডাঁটা গাছে টাঙিয়ে রেখে আমি বুদ্ধকে দান করার কথা স্মরণ করেছিলাম।

৩৬. তখন হঠাৎ করে প্রবল বেগে বাতাস বইতে শুরু করেছিল। সমগ্র বনভূমি যেন বাতাসের বেগে দুলছিল। মাঝে মাঝে বজ্রপাতের শব্দে সমগ্র আকাশ ফেটে পড়ছিল।

৩৭. তারপর হঠাৎ আমার মাথার উপর বজ্র এসে আঘাত করেছিল। বজ্রের আঘাতে আমি বসা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৩৮. সুকৃত পুণ্যকর্মের ফলে আমি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম। আমার মনুষ্য-কলেবর ছেড়ে আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম।

৩৯. সুসজ্জিতা, সমলংকৃতা ছিয়াশি হাজার নারী সকাল-সন্ধ্যা আমাকে সেবা করত। ইহা আমার পদ্মফুলের ডাঁটা দানেরই ফল।

৪০. পরে মনুষ্যজন্মে এসেও আমি প্রতিনিয়ত সুখী হয়েছিলাম এবং আমার ভোগসম্পত্তির কোনো ঊনতা ছিল না। ইহা আমার পদ্মফুলের ডাঁটা দানেরই ফল।

৪১. আমি দেবাতিদেব বুদ্ধের পরম অনুকম্পা পেয়েছি। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

৪২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই পদ্মফুলের ডাঁটা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভগবান বুদ্ধকে পদ্ম ফুলের ডাঁটা দান করারই ফল।

৪৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভিসদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভিসদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. জ্ঞানথবিকা স্থবির অপদান

৪৬. হিমালয়ের দক্ষিণে আমার একটি আশ্রম ছিল। উত্তমার্থ নির্বাণ গবেষণা করতে করতে আমি তখন গহীন অরণ্যে বসবাস করছিলাম।

৪৭. আমি লাভে-অলাভে সন্তুষ্ট ছিলাম এবং শুধুমাত্র ফলমূল ভোজন করেই জীবন ধারণ করতাম। একজন আচার্যের খোঁজে আমি একাকীই বসবাস করছিলাম।

৪৮. ঠিক সেই সময় পৃথিবীতে সুমেধ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি বহু সত্ত্বকে উদ্ধার করার জন্যে চতুরার্যসত্য দেশনা করছিলেন।

৪৯. আমি কখনো সম্বুদ্ধের কথা শুনতে পাইনি। তাঁর একটি কথাও আমার শোনার সুযোগ হয়নি। দীর্ঘ আট বৎসর পর আমি লোকনায়ক বুদ্ধের কথা শুনতে পেয়েছিলাম।

৫০. জ্বালানী কাঠগুলো যথাস্থানে সরিয়ে রেখে, গোটা আশ্রমটিকে সম্মার্জন করে, তারপর লাঠি নিয়ে আমি গহীন অরণ্য হতে বের হয়েছিলাম।

৫১. গ্রাম-নিগমাদিতে এক রাত করে বসবাস করে ক্রমান্বয়ে আমি চন্দ্রাবতীতে পৌঁছেছিলাম।

৫২. সেই সময় লোকনায়ক সুমেধ ভগবান বহু সত্ত্বকে উদ্ধার করার জন্যে অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করছিলেন।

৫৩. বিপুল জনতাকে অতিক্রম করে জিনসাগর বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম এবং আমার পরিধেয় আজিন চীবরকে একাংশ করে আমি লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

৫৪. হে শাস্তা, আপনিই সত্ত্বগণের কেতু, ধ্বজা, যূপ, পরায়ণ, প্রতিষ্ঠা, দ্বীপ ও দ্বিপদশ্রেষ্ঠ।

[একুশতম ভাণবার সমাপ্ত]

৫৫. হে বীর, আপনি নিপুণ দর্শনীয়। আপনি বহু মানুষকে মুক্ত করেছেন। হে মুনি, জগতে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল অন্য কোনো তারকা নেই।

৫৬. হে সর্বজ্ঞ, কুশাগ্র দ্বারা বিশাল সাগরকে মাপা সম্ভব হলেও হতে পারে; তারপরও আপনার জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

৫৭. হে চক্ষুষ্মান, এই বিশাল পৃথিবীকে তুলাদণ্ডে তথা দাঁড়িপাল্লায় রেখে ওজন মাপা সম্ভব হলেও হতে পারে; তারপরও আপনার জ্ঞানের পরিমাপ ঠিক কী পরিমাণ তা জানা সম্ভব নয়।

৫৮. হে সর্বজ্ঞ, রশি বা আঙুল দিয়ে অনন্ত আকাশকে মাপা সম্ভব হলেও হতে পারে; তারপরও আপনার শীলকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

৫৯. হে চক্ষুষ্মান, মহাসমুদ্রের জলরাশি, অনন্ত আকাশ ও এই বসুন্ধরাকে পরিমাপ করা সম্ভব হলেও হতে পারে; কিন্তু আপনি হচ্ছে অনন্ত, অপ্রমেয়।

৬০. এই ছয়টি গাথায় মহাযশস্বী সর্বজ্ঞ বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করে, দুহাত জোড় করে আমি তখন নিরবে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

৬১. ভূরিপ্রাজ্ঞ সুমেধ ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬২. যে ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে আমার জ্ঞানের গুণকীর্তন করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।

৬৩. সে দেবলোকে সাতাত্তর কল্প রমিত হবে। আর হাজারবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে।

৬৪. বহু শতবার সে চক্রবর্তী রাজা হবে। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

৬৫. পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হওয়ায় কী দেবলোকে কী মনুষ্যলোকে তার সকল আশা পূরণ হবে এবং সে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হবে।

৬৬. আজ থেকে ত্রিশ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম গোত্রে পৃথিবীতে এক শাস্তা জন্মগ্রহণ করবেন।

৬৭. গৃহত্যাগ করে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে এবং জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করবে।

৬৮. আমি নিজের অতীত বিষয়ে যতটুকু স্মরণ করতে পারি, আর যত দিন হলো আমি এই শাসন লাভ করেছি, এর মধ্যে কোনো অমনোজ্ঞ চেতনা উৎপন্ন হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

৬৯. সকল ভবে জন্মগ্রহণ করে বহু সম্পত্তি আমি ভোগ করেছি। আমার ভোগসম্পত্তির কোনো ঘাটতি ছিল না। ইহা আমার বুদ্ধজ্ঞানকে ভূয়সী প্রশংসা করারই ফল।

৭০. রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি—এই ত্রিবিধ অগ্নি আমার সম্পূর্ণ নিভে গিয়েছে। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়ে এখন আমার আর পুনর্জন্ম নেই।

৭১. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে

হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধজ্ঞানকে ভূয়শী প্রশংসা করারই ফল।

৭২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জ্ঞানথবিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জ্ঞানথবিক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. চন্দনমালিয় স্থবির অপদান

৭৫. প্রিয় ও মনোজ্ঞ পঞ্চকামগুণসহ আশিকোটি ধন ত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৭৬. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি কায়িক পাপকর্ম ও বাচনিক দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে নদীর কুলে বসবাস করছিলাম।

৭৭. আমি যখন একাকী অবস্থান করছিলাম তখন বুদ্ধশ্রেষ্ঠ আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি যে, ইনি বুদ্ধ। তারপরও আমি তাঁকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সমাদর করেছিলাম।

৭৮. সমাদর করার পর আমি তাঁর নাম-গোত্রাদি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি দেবতা, গন্ধর্ব নাকি দেবরাজ ইন্দ্র শক্র?

৭৯. কে আপনি? কার পুত্র? কোনো মহাব্রহ্মা এখানে এসেছেন কি যিনি পূবের আকাশে উদিত সূর্যের ন্যায় সর্বদিকে বিরোচিত হচ্ছেন?

৮০. হে বন্ধু, আপনার পায়ে হাজার অরযুক্ত চক্র দেখা যাচ্ছে। কে আপনি? কার পুত্র? কীভাবে আমরা আপনাকে চিনতে পারি? অনুগ্রহ করে আপনার নাম-গোত্র আমায় বলুন। আমার সন্দেহ দূর করুন।

৮১. আমি কোনো দেবতা, গন্ধর্ব অথবা কোনো দেবরাজ ইন্দ্র শক্রও নই। আমি কোনো ব্রহ্মাও নই। আমি এদের চাইতেও উত্তম, শ্রেষ্ঠ।

৮২. আমি অতীতের সমস্ত কামবন্ধন, বিষয়-আশা দুমরে-মুচরে পদদলিত করেছি। আর সমস্ত ক্লেশ-অরিকে দগ্ধ করে আমি পরম সম্বোধি লাভ করেছি।

৮৩. আমি তাঁর কথা শুনে এই কথা বলেছিলাম : হে সর্বজ্ঞ, হে মহামুনি, সত্য যদি আপনি বুদ্ধ হন, তবে এখানে বসুন।

৮৪. আমি আপনাকে পূজা করব। আপনিই দুঃখের অন্তসাধনকারী। আমি তখন শাস্তার জন্য আমার মৃগচর্ম বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

৮৫. ভগবান পশুরাজ সিংহ নির্ভীকভাবে পর্বতকন্দরে বসার ন্যায় তাতে বসেছিলেন। তারপর আমি শিগগির পর্বতের উপর উঠে আমফল নিয়েছিলাম।

৮৬. শালকল্যাণীপুষ্প, মহার্ঘ চন্দন এই সমস্ত নিয়ে আমি শিগগির লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে ফিরে এসেছিলাম।

৮৭. তারপর আমি বুদ্ধকে আম দান করেছিলাম। শালকল্যাণীপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম। আর মহার্ঘ চন্দন বুদ্ধের গায়ে মেখে দিয়ে বন্দনা করেছিলাম।

৮৮-৯০. আমার মন তখন বিপুল প্রীতিতে আর প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। লোকনায়ক সুমেধ ভগবান অজিনচর্মে বসে আমাকে পরম আনন্দে ভাসিয়ে দিয়ে আমার কৃতকর্মের গুণকীর্তন করেছিলেন। এই আম ও গন্ধমাল্য দানের ফলে সে একশ পঁচিশ কল্প দেবলোকে রমিত হবে। সেখানে তার মনের আশা অপূর্ণ বলতে কিছুই থাকবে না। পরে সে পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোকে জন্ম নেবে।

৯১. আজ থেকে একশ ছাব্বিশ কল্প শেষে সে মনুষ্যলোকে জন্ম নেবে। সেখানে সে চতুরন্ত বিজয়ী, মহা ঐশ্বর্যশালী চক্রবর্তী রাজা হবে।

৯২. তখন সেখানে তার বিশ্বকর্মা-নির্মিত বেতার নামক একটি নগর থাকবে, যেটি সম্পূর্ণ স্বর্ণময় ও নানাবিধ রত্নে ভূষিত।

৯৩. এভাবেই সে ভবসংসারে জন্মপরিভ্রমণ করবে। কী দেবলোকে কী মনুষ্যলোকে সর্বত্রই সে পূজিত হবে।

৯৪. শেষ জন্মে সে ব্রহ্মবন্ধু (ব্রাহ্মণ) হবে। গৃহত্যাগ করে সে অনাগারিক প্রব্রজ্যাধারী হবে। অভিজ্ঞা সকল লাভ করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই নির্বাপিত হবে।

৯৫. ইহা বলার পর লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সুনীল আকাশপথ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৯৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৯৭. তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে আমি মাতৃগর্ভে জন্মেছিলাম। আমি যখন

মাতৃগর্ভে বাস করছিলাম তখন আমার ভোগ্যসম্পত্তির কোনো ঊনতা ছিল না।

৯৮. মাতৃগর্ভে থাকাকালে আমার মায়ের ইচ্ছানুযায়ী অন্ন-পানীয়-ভোজন সবকিছুই উৎপন্ন হতো।

৯৯. আমি জন্মের মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আর মাথার চুল কাটার সময়ই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১০০. আমার পূর্বকৃত কর্মের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমি খারাপ কিছুই দেখতে পাইনি। আমি ত্রিশ হাজার কল্প পর্যন্ত আমার কর্মের কথা স্মরণ করেছিলাম।

১০১. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। আপনার শাসনে এসেই আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

১০২. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধজ্ঞানকে ভূয়শী প্রশংসা করারই ফল।

১০৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চন্দনমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চন্দনমালিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ধাতুপূজক স্থবির অপদান

১০৬. লোকনায়ক সিদ্ধার্থ লোকনাথ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি আমার জ্ঞাতিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে ধাতুপূজা করেছিলাম।

১০৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ধাতুপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধাতুপূজা করারই ফল।

১০৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে

এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধাতুপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধাতুপূজক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পুলিনুপ্পাদক স্থবির অপদান

১১১. হিমালয় পর্বতে আমি দেবল নামক এক তাপস ছিলাম। সেখানে আমার জন্য অমনুষ্যগণ একটি চংক্রমণশালা তৈরি করে দিয়েছিল।

১১২. আমি তখন জটাভারে জর্জরিত হয়ে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে উত্তমার্থের খোঁজে গহীন অরণ্য হতে বের হয়েছিলাম।

১১৩. চুরাশি হাজার শিষ্য আমাকে সেবা করত। তারা নিজ নিজ কাজে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে গহীন অরণ্যে বসবাস করত।

১১৪. আশ্রম হতে বের হয়ে এসে আমি একটি বালির চৈত্য তৈরি করেছিলাম। নানা ধরনের ফুল সংগ্রহ করে সেই চৈত্যকে পূজা করেছিলাম।

১১৫. পরিপূর্ণ চিত্ত-প্রসন্নতা নিয়ে আমি আশ্রমে প্রবেশ করেছিলাম। তখন আমার সকল শিষ্যরা সমবেত হয়ে আমাকে এই বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল।

১১৬. প্রভু, আপনি যে বালির স্তূপ তৈরি করেছেন তা আসলে কী? এই বিষয়টি সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ আমাদের। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের বলুন।

১১৭. আমি একটি মন্ত্রপদে চক্ষুষ্মান মহাযশস্বী বুদ্ধগণ সম্পর্কে পড়েছি। আমি সেই মহাযশস্বী শ্রেষ্ঠ বুদ্ধগণকেই নমস্কার করেছি।

১১৮. সেই মহাবীর, সর্বজ্ঞ, লোকনায়ক বুদ্ধগণ কীরূপ? কীরূপ তাঁদের বর্ণ তথা রূপ? তাঁদের শীল কীরূপ?

১১৯. বুদ্ধগণ বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট, গোচক্ষুবিশিষ্ট ও যষ্টিমধু ফলসদৃশ।

১২০. বুদ্ধগণ যখন হেঁটে যান তখন তাঁরা যুগমাত্র (চারি হাত দূরে)

সামনের দিকে তাকান। তাদের হাঁটুদ্বয় শব্দ করে না এবং তাঁদের হাঁটার শব্দ কেউই শুনতে পায় না।

১২১. সুগতগণ যখন হেঁটে যান তখন প্রথমে ডান পা তুলে হাঁটেন। ইহাই বুদ্ধগণের রীতি।

১২২. সেই বুদ্ধগণ পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভীক হন। তাঁরা নিজেদের গুণগান করেন না। তাঁরা কখনো কাউকে দুর্ব্যবহার বা গালিগালাজ করেন না।

১২৩. তারা মান-অপমান হতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সকল প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি পোষণকারী। বুদ্ধগণ কখনো আত্মপ্রশংসাকারী হন না। ইহাই বুদ্ধগণের রীতি।

১২৪. সম্বুদ্ধগণ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে সত্ত্বগণকে আলোর পথ দেখান এবং এই পৃথিবীকে ছয় প্রকারে প্রকম্পিত করেন।

১২৫. তাঁরা নিরয়কে সরাসরি দেখতে পান এবং তারা নিরয়কে নিবারিত করেন। মহামেঘ প্রবলভাবে বর্ষিত হতে থাকে। ইহাই বুদ্ধগণের রীতি।

১২৬. এমনই সেই মহানাগ, অতুল, মহাযশস্বী বুদ্ধগণ! তথাগতগণ বর্ণের দিক দিয়ে অনতিক্রম্য ও অপ্রমেয়।

১২৭. আমার সকল শিষ্য তখন সগৌরবে আমার কথা অনুমোদন করেছিল। তারা যথাশক্তি সেভাবেই মনন করেছিল।

১২৮. তারা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বুদ্ধকে সৎকার করার মানসে নিজ নিজ কর্ম দিয়ে বালির চৈত্যকে পূজা করেছিল।

১২৯. ঠিক সেই সময় মহযশস্বী দেবপুত্র তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মাতৃগর্ভে জন্মেছিলেন। তখন দশ হাজার চক্রবাল কেঁপে উঠেছিল।

১৩০. আমি যখন আশ্রমের অনতিদূরে চংক্রমণ স্থানে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আমার শিষ্যরা সবাই সমবেত হয়ে আমার কাছে এসেছিল।

১৩১. প্রভু, এই পৃথিবী বৃষভের ন্যায় ডাক দিচ্ছে, পশুরাজ সিংহের ন্যায় গর্জন করছে, আর কুমীরের ন্যায় চলাচল করছে! ইহা কীসের লক্ষণ?

১৩২. আমি তোমাদের কাছে যেই সম্বুদ্ধের কথা বলেছিলাম, সেই ভগবান শাস্তাই এখন মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছেন।

১৩৩. আমি তাদের ধর্মকথা বলে মহামুনি বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম। তারপর তাদের বিদায় দিয়ে আমি আমার পালঙ্কে শুয়ে পড়েছিলাম।

১৩৪. তখন আমার শরীর খুব দুর্বল ও ব্যাধিপীড়িত। তাই বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে

স্মরণ করে আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১৩৫. আমার মৃত্যুর পর শিষ্যরা সকলে মিলে আমাকে দাহ করার জন্য একটি শ্মশান তৈরি করেছিল। তারা আমার শবদেহকে নিয়ে শ্মশানে তুলেছিল।

১৩৬. শ্মশানের চারপাশে সমবেত হয়ে তারা নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়ে শোকাভিভূত হয়ে ভীষণভাবে কেঁদেছিল।

১৩৭. তারা যখন শোকাভিভূত হয়ে কাঁদছিল তখন আমি শ্মশানে গিয়েছিলাম। আমি তাদের বলেছিলাম, সুমেধগণ তোমরা শোক করিও না। আমিই তোমাদের আচার্য।

১৩৮. তোমরা রাতদিন অতন্দ্রভাবে সৎপ্রচেষ্টায় রত থাক। কখনো প্রমত্ত হইও না। এখন তোমাদের প্রতিটি ক্ষণই গুরুত্বপূর্ণ।

১৩৯. এভাবে আমি আমার শিষ্যদের অনুশাসন করে দেবলোকে ফিরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে মোট আঠার কল্প রমিত হয়েছিলাম।

১৪০. আমি একশ পঞ্চাশবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। বহু শতবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

১৪১. অবশিষ্ট কল্পেও আমি সেভাবেই জন্মসঞ্চরণ করেছিলাম। সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা অমার বালির চৈত্য পূজা করারই ফল।

১৪২. কার্তিক মাসে যেমন বহু ফুল ফোটে, তদ্রুপ আমিও মহর্ষি বুদ্ধের সময়ে পুষ্পিত হয়েছি (জন্মগ্রহণ করেছি)।

১৪৩. বীর্যই আমার দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখা শক্ত রশির ন্যায় ও যোগক্ষেম সমাধিই আমার একমাত্র বাহন। আমি নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই বুদ্ধস্তুতি করেছিলাম। সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধস্তুতিরই ফল।

১৪৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুলিনুপ্পাদক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুলিনুপ্পাদক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. তরণীয় স্থবির অপদান

১৪৮. একসময় স্বয়ম্ভু লোকনায়ক তথাগত অর্থদর্শী ভগবান বিনতা নদীর তীরে গিয়েছিলেন।

১৪৯. সেই নদীতে তখন আমি ছিলাম জলচর কচ্ছপ। গভীর জল থেকে ভেসে উঠে লোকনায়ক বুদ্ধকে পরপারে পার করিয়ে দেবার ইচ্ছায় আমি তার নিকট গিয়েছিলাম।

১৫০. হে মহামুনি অর্থদর্শী বুদ্ধ, আপনি আমার উপর উঠে পড়ুন। হে দুঃখের অন্তসাধনকারী, আমিই আপনাকে পার করিয়ে দেব।

১৫১. আমার ইচ্ছার কথা অবগত হয়ে মহাযশস্বী লোকনায়ক অর্থদর্শী ভগবান আমার পিঠে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৫২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে যত দিন আমি নিজের সম্পর্কে স্মরণ করতে পারি, বুদ্ধের পদযুগল আমার পিঠে স্পর্শ করায় যে সুখ আমি পেয়েছিলাম তেমন সুখ আমি আমার জীবনে পাইনি।

১৫৩. মহাযশস্বী অর্থদর্শী সম্বুদ্ধ নদী পার হওয়ার পর নদীতীরে দাঁড়িয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৫৪. আমি যখনি এই নদীর স্রোত পার হবো বলে মনে মনে সংকল্প করেছি, ঠিক সেই মুহূর্তে এই প্রজ্ঞাবান কচ্ছপরাজই আমাকে পার করে দিয়েছে।

১৫৫. এই কচ্ছপ মৈত্রীচিত্তে বুদ্ধকে পার করিয়ে দেওয়ার ফলে একশ আঠার কল্প দেবলোকে রমিত হবে।

১৫৬. দেবলোক হতে এখানে এসে সে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে একাসনে বসেই সন্দেহ-স্রোত পার হবে।

১৫৭. উর্বর ক্ষেত্রে অল্পমাত্র বীজ রোপণ করা হলেও সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে বারি বর্ষণ হলে কৃষক যেমন বিপুল ফল লাভে খুশী হয়।

১৫৮. অনুরূপভাবে সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত বুদ্ধক্ষেত্রে অল্পমাত্র পুণ্যবীজ রোপিত হওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে ও সঠিক পরিমাণে বারি বর্ষণ হলে পরে একেও বিপুল ফলে তুষ্ট করবে।

১৫৯. এখন আমি ভাবনানিরত, ভাবিতচিত্ত, উপশান্ত, উপধিহীন, সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬০. আজ থেকে একশ আঠার কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে পার করিয়ে দেওয়ারই ফল।

১৬১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তরণীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তরণীয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ধর্মরুচিয় স্থবির অপদান

১৬৪. দীপংকর বুদ্ধ যখন সুমেধ তাপস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই বলে যে, আজ থেকে অপরিমেয় কল্প পরে এই ব্যক্তি বুদ্ধ হবে।

১৬৫. তখন এই ব্যক্তির মাতার নাম হবে মায়াদেবী আর পিতার নাম হবে শুদ্ধোধন। তার নাম হবে গৌতম।

১৬৬. এই ব্যক্তি কঠোর সাধনা করে ও দুষ্কর চর্যা অনুশীলন করে পরিশেষে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে মহাযশস্বী সম্বুদ্ধ হবে।

১৬৭. তখন তাঁর অগ্রশ্রাবকদের নাম যথাক্রমে উপতিষ্য ও কোলিত এবং আনন্দ নামক তাঁর সেবক নিত্য তাঁকে সেবা করবে।

১৬৮. তাঁর অগ্রশ্রাবিকাদ্বয় যথাক্রমে ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা এবং উপাসকদের মধ্যে চিত্তগৃহপতি ও আলবকই হবে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান।

১৬৯. উপাসিকাদের মধ্যে খুজ্জুত্তরা নন্দমাতাই শ্রেষ্ঠ। এই বীরের বোধিবৃক্ষের নাম হবে অশ্বত্থ।

১৭০. অদ্বিতীয় মহর্ষির এই কথা শোনার পর আনন্দিত নরমরুগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে নমস্কার করেছিল।

১৭১. তখন আমি মেঘো নামক সুশিক্ষিত মানব ছিলাম এবং আমি

সুমেধ তাপস সম্পর্কে মহামুনির শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলাম।

১৭২. সেই প্রব্রজ্যাধারী মহাবীর, করুণাসাগর সুমেধ তাপসের সহগামী হয়ে তার সাথেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৭৩. আমি ছিলাম প্রাতিমোক্ষ-শীলে ও পঞ্চেন্দ্রিয়ে সুসংযত, শুদ্ধজীবী, স্মৃতিমান, বীর এবং জিনশাসন অনুশীলনকারী।

১৭৪. ভীষণ দুশ্চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একদিন আমি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করেছিলাম। পরে সেই পাপমিত্রের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মাতৃহত্যা করেছিলাম।

১৭৬. আমি আনন্তরিক কর্ম করেছিলাম। প্রদুষ্টমনে মাতৃহত্যা করেছিলাম। তাই মৃত্যুর পর আমি নিদারুণ দুঃখময় মহাঅবীচি নরকে জন্মেছিলাম।

১৭৭. আমি বিনিপাত নিরয়গামী হয়ে সুদীর্ঘকালব্যাপী অত্যন্ত দুঃখের সাথে বসবাস করেছিলাম। আমি আর কখনো নরশ্রেষ্ঠ বীর সুমেধ তাপসকে দেখতে পাইনি।

১৭৮. এই ভদ্রকল্পে আমি সমুদ্রে বিশাল এক তিমি মাছ হয়ে জন্মেছিলাম। সাগরে বিশাল একটি জাহাজ দেখে আমি আহারের খোঁজে সেটির কাছকাছি গিয়েছিলাম।

১৭৯. আমাকে দেখে বণিকেরা ভীষণভাবে ভীত হয়েছিল এবং বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করছিল। আমি তাদের সেই উচ্চরিত 'গৌতম' শব্দটি শুনতে পেয়েছিলাম।

১৮০. শব্দটি শোনার সাথে সাথে আমার পূর্বলব্ধ সংজ্ঞা মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ আমি মরে গিয়েছিলাম। তারপর শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম।

১৮১-১৮২. আমি সর্বপাপের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী 'ধর্মরুচি' নাম ধারণ করেছিলাম। একদিন আমি লোকপ্রদ্যোৎ ভগবান বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আমি মাত্র সাত বৎসর বয়সে মহাজেতবনে গিয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। দিনে আর রাতে মিলে আমি মোট তিনবার বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হতাম।

১৮৩. তখন মহামুনি আমায় দেখে বললেন, 'ধর্মরুচি, বড্ড দেরি হয়ে গেছে!' তারপর আমি পূর্বকৃত কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বুদ্ধকে বললাম :

১৮৪. সুদীর্ঘকাল পরে আমি শত পুণ্যলক্ষণবিশিষ্ট, বিশুদ্ধপ্রত্যয়ী, নিরূপম বিগ্রহধারী আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। অহো, ইহা আমার পক্ষে

কতো যে শুভক্ষণ!

১৮৫. সুদীর্ঘকাল আমি নিজেকে নষ্ট করেছি। সুদীর্ঘকালব্যাপী এতই চোখের জল ফেলেছি যে অক্ষিনদী পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে। হে মহামুনি, দীর্ঘকাল পরে হলেও এখন আমার চক্ষুদ্বয়কে বিশুদ্ধ জ্ঞানময় ও নির্মল করুন!

১৮৬. দীর্ঘকাল আপনার সাহচর্যে থাকায় এই সুদীর্ঘকাল পরেও আমার সবকিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তাই পুনরায় আপনার দেখা আমি পেয়েছি। হে গৌতম, আমার সেই পূর্বকৃত কর্ম এখনও নষ্ট হয়নি।

১৮৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধর্মরুচিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধর্মরুচিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. শালমণ্ডপিয় স্থবির অপদান

১৯০. আমি শালবনে প্রবেশ করে শালপুষ্পে সমাচ্ছন্ন একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম। তখন আমি এভাবে গহীন অরণ্যে বসবাস করছিলাম।

১৯১. একদিন স্বয়ম্ভু, অগ্রপুদ্গল, বিবেককামী সম্বুদ্ধ প্রিয়দর্শী ভগবান শালবনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৯২. আমি আশ্রম থেকে বের হয়ে গভীর অরণ্যে গিয়েছিলাম। তখন আমি ফলমূল খুঁজতে খুঁজতে বনে বিচরণ করছিলাম।

১৯৩. সেই গভীর বনে আমি সুউপবিষ্ট, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, মহাযশস্বী প্রিয়দর্শী সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৯৪. আমি তখন চারদিকে চারটি খুঁটি গাড়িয়ে বুদ্ধের জন্য একটি মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম এবং গোটা মণ্ডপটি শালপুষ্প দিয়ে আচ্ছন্ন করেছিলাম।

১৯৫. এভাবে আমি শালপুষ্পাচ্ছন্ন মণ্ডপটি সাত দিন যাবৎ ধারণ করেছিলাম। তাতে অতীব চিত্তপ্রসন্ন হয়ে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে বন্দনা নিবেদন

করেছিলাম।

১৯৬. সপ্তাহকাল পরে সমাধি হতে উঠে পুরুষোত্তম ভগবান যুগমাত্র সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

১৯৭. তখন বরুণ নামক তাঁর এক শিষ্য লক্ষ ক্ষীণাসব অর্হৎকে সঙ্গে নিয়ে বিনায়ক প্রিয়দর্শী শাস্তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৯৮. লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম জিন প্রিয়দর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে সামান্য হেঁসেছিলেন।

১৯৯. তখন প্রিয়দর্শী শাস্তার সেবক অনুরুদ্ধ উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে মহামুনিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

২০০. হে ভগবান, শাস্তার হাসির কারণ কী? কারণ, শাস্তা তো বিনা কারণে হাঁসেন না।

২০১. যেই মানব (ব্যক্তি) সপ্তাহকাল যাবৎ আমার মাথায় শালপুষ্পাচ্ছাদন ধারণ করেছে, তার কৃতকর্ম স্মরণ করেই আমার সামান্য হাঁসি পেয়েছে।

২০২. আমি এমন কোনো স্থান দেখতে পাচ্ছি না, যেখানে এই পুণ্য বিপাক দিতে পারবে না। কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে সর্বত্রই সে বিপাক দেবে।

২০৩. পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হয়ে সে যখন দেবলোকে বসবাস করবে, তখন সপরিষদে সে শালপুষ্পাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

২০৪. তখন সেখানে সে পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হয়ে নিত্য দিব্য নাচ-গান আর বাদ্যযন্ত্রে রমিত হয়ে থাকবে।

২০৫. তার সমগ্র পরিষদ তখন নিত্য সুগন্ধীময় থাকবে। তখন সপরিষদ তার উপর শালপুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হবে।

২০৬. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে সে যখন মনুষ্যলোকে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে, তখন এখানেও তার উপর সব সময় শালপুষ্পাচ্ছাদনী ধারণ করা হবে।

২০৭. এখানেও তাকে ঘিরে সব সময় নাচ-গান ও মনোজ্ঞ বাদ্যবাজনা পরিবেশিত হবে। ইহা তার বুদ্ধপূজারই ফল।

২০৮. সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তার উপর শালপুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হবে। পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হওয়ায় তার উপর সব সময় এভাবেই পুষ্পবর্ষণ হতে থাকবে।

২০৯. আজ থেকে একশ আঠার কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম গোত্রে

এক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

২১০. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

২১১. ধর্মজ্ঞান লাভের সময়ও তার উপর শালপুষ্পাচ্ছাদনী থাকবে এবং শ্মশানে দগ্ধ করার সময়ও তার উপর পুষ্পাচ্ছাদনী থাকবে।

২১২. প্রিয়দর্শী মহামুনি এভাবে আমার ভাবী বিপাক সম্পর্কে বলার পর সেই ভিক্ষুপরিষদে ধর্মদেশনা করেছিলেন, ধর্মবারি বর্ষণে পরিতৃপ্ত করেছিলেন।

২১৩. আমি দেবলোকে ত্রিশকল্প ধরে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং সাতষট্টিবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২১৪. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেও আমি বিপুল সুখ ও শালপুষ্পাচ্ছাদনী লাভ করেছি। ইহা আমার মণ্ডপদানেরই ফল।

২১৫. এই ভবসংসারে এই আমার শেষ জন্ম। এই শেষ জন্মেও আমার উপর নিত্য শালপুষ্পাচ্ছাদনী বিদ্যমান থাকে।

২১৬. শাক্যপুঙ্গব মহামুনি গৌতমকে পরিতুষ্ট করে আজ আমি সমস্ত জয়-পরাজয় ত্যাগ করে অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

২১৭. আজ থেকে একশ আঠার কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করে কুশলকর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২১৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২১৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শালমণ্ডপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শালমণ্ডপিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[পাংশুকূল-বর্গ ঊনপঞ্চাশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পাংশুকূল, বুদ্ধসংজ্ঞক, ভিসদায়ক, জ্ঞানথবিক,
চন্দনমালিয়, ধাতুপূজক, পুলিনুপ্পাদক,
তরণীয়, ধর্মরুচিয় ও শালমণ্ডপিয় স্থবির,
এই দশে মোট দুশ বিশটি গাথায় সমাপ্ত।

* * *

৫০. কিংকণিপুষ্প-বর্গ

১. ত্রিকিংকণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১. আমি তখন কণিকারপুষ্পের মতো উজ্জ্বল, পর্বতান্তরে উপবিষ্ট, বিরজ লোকনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২. আমি তখন তিনটি কিংকণিপুষ্প নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম। সম্বুদ্ধকে পূজা করার পর আমি দক্ষিণমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিকিংকণিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিকিংকণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পাংশুকূলপূজক স্থবির অপদান

৮. হিমালয়ের অনতিদূরে উদঙ্গণ নামক এক পর্বত ছিল। সেখানে আমি গাছে ঝুলানো পাংশুকূলবস্ত্রকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৯. তখন আমি তিনটি কিংকণিপুষ্প সংগ্রহ করে অতীব হৃষ্ট চিত্তে সেই পাংশুকূলবস্ত্রটিকে পূজা করেছিলাম।

১০. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অর্হৎ

ধ্বজা পাংশুকূলবস্ত্র পূজা করারই ফল।

১২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাংশুকূলপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাংশুকূলপূজক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৫. অতীতে আমি মাতাপিতার মৃত্যুর পর এক বনকর্মী ছিলাম এবং আমি পশুহত্যা করেই জীবন যাপন করতাম। তখন আমার জীবনে কুশল বলতে কিছুই ছিল না।

১৬. আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত চক্ষুষ্মান লোকাগ্রনায়ক তিষ্য ভগবান আমার ঘরের অদূরে তিনটি পদচিহ্ন প্রদর্শন করেছিলেন।

১৭. তিষ্য শাস্তার হেঁটে যাওয়ার পদচিহ্ন দেখে আমি অতীব হৃষ্ট চিত্তে সেই পদচিহ্নের প্রতি চিত্ত-প্রসন্নতা উৎপন্ন করেছিলাম।

১৮. ধরণীজাত সুপুষ্পিত কোরণ্ডপুষ্প দেখে আমি তা সকোষ নিয়ে এসে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ পদচিহ্নকে পূজা করেছিলাম।

১৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

২০. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সব সময় আমার দেহের চামরা কোরণ্ডপুষ্পের মতো উজ্জ্বল হতো।

২১. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধের পদচিহ্ন পূজা করারই ফল।

২২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কিংশুকপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৫. সুপুষ্পিত কিংশুকপুষ্প দেখে আমি সেগুলো হাতে নিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে আকাশের দিকে পূজা করেছিলাম।

২৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়েছিলাম।

২৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিংশুকপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিংশুকপুষ্পিয় স্থবির অপদান চর্তুথ সমাপ্ত]

৫. উপার্ধবস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান

৩১. সেই সময় পদুমুত্তর ভগবানের সুজাত নামক এক শ্রাবক পাংশুকূলবস্ত্র খুঁজতে খুঁজতে আবর্জনাস্তূপে ঘোরাফেরা করছিলেন।

৩২. তখন আমি হংসবতী নগরে এক ভৃত্য ছিলাম। পরের কাজ করেই

আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। আমি বুদ্ধশ্রাবক সুজাতকে অর্ধেক কাপড় দান করে নতশিরে বন্দনা করেছিলাম।

৩৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৩৪. আমি তেত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং সাতাত্তরবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৫. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। অর্ধেক মাত্র কাপড় দানের ফলে আমি অকুতোভয়ী হয়ে আমোদিত হতাম।

৩৬. আজ আমি চাইলেই কাননসহ সমগ্র পর্বতকেও ক্ষৌমবস্ত্রে ঢেকে দিতে পারি। ইহা আমার অর্ধেক বস্ত্র দানেরই ফল।

৩৭. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অর্ধেক বস্ত্র দানেরই ফল।

৩৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপার্ধবস্ত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপার্ধবস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ঘৃতমণ্ডদায়ক স্থবির অপদান

৪১-৪৫. আমি বাতব্যাধিতে ভীষণভাবে পীড়িত, মহারণ্যে উপবিষ্ট, লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম সুচিন্তিত ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর প্রসন্নমনে তাঁকে ঘৃতমণ্ড পান করিয়েছিলাম। আমার এই কৃতকর্মের ফলে গঙ্গা, ভাগীরথী নদীসহ চারি মহাসমুদ্র আমার জন্যে ঘৃত উৎপন্ন করে। আমার মনের ইচ্ছার কথা অবগত হয়ে এই রুক্ষ বিশাল পৃথিবীও আমার কাছে হয়ে যেত মধুর টুকরো। চারি মহাদ্বীপেও পৃথিবীতে জন্মানো এই সমস্ত বৃক্ষও আমার ইচ্ছার কথা জেনে আমার কাছে হয়ে যেত কল্পবৃক্ষ। আমি

পঞ্চাশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করেছিলাম।

৪৬. একান্নবার আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৪৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘৃতমণ্ড দানেরই ফল।

৪৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঘৃতমণ্ডদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত

৭. উদকদায়ক স্থবির অপদান

৫১. আমি পদুমুত্তর বুদ্ধের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘকে অতীব প্রসন্নমনে পানীয় জলের ঘট দান করেছিলাম।

৫২. পর্বতশীর্ষে, গাছের উপর, আকাশে কিংবা মাটিতে আমি যেখানেই যেই মুহূর্তে পানীয় জল ইচ্ছা করি তৎক্ষণাৎ আমার জন্য পানীয় জল উৎপন্ন হতো।

৫৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার উদক তথা জল দানেরই ফল।

৫৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পুলিনস্তূপিয় স্থবির অপদান

৫৭. হিমালয়ের অদূরে যমক নামক একটি পর্বত ছিল। তাতে আমি একটি আশ্রম ও একটি পর্ণশালা তৈরি করেছিলাম।

৫৮. তখন আমি ছিলাম নারদ নামক একজন কঠোর তপশ্চর্যাকারী জটিল সন্ন্যাসী। মোট চৌদ্দ হাজার শিষ্য নিত্য আমার পরিচর্যা করত।

৫৯. একদিন নির্জনে বসে থাকার সময় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়েছিল : 'সবাই আমাকে পূজা করে, কিন্তু আমি তো কাউকে পূজা করি না।'

৬০. আমার কোনো উপদেশদাতা নেই। আমার কোনো বক্তা নেই। আমি আচার্য-উপাধ্যায়হীন হয়েই বনে বসবাস করছি।

৬১. আমি যাঁকে উপাসনা করতে পারি, গৌরব করতে পারি, সেবা করতে পারি এমন কোনো আচার্য আমার নেই। আমার বনে বাস নিরর্থক।

৬২. আমি একটি দানশালার খোঁজ করব, একজন গারবনীয় গুরুর খোঁজ করব। আমি কোনো একজনের আশ্রয়েই বসবাস করব। তখন কেউ আমাকে নিন্দা করবে না।

৬৪. তখন আমি অমরিকা নামক নদীতে গিয়ে বালি কুড়িয়ে একটি বালির চৈত্য তৈরি করেছিলাম।

৬৫. যেসব ভবের অন্তসাধনকারী মুনি সম্বুদ্ধ ছিলেন, তাদের স্তূপগুলো এমনই ছিল। তখন আমি সেই স্তূপগুলোর অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করেছিলাম।

৬৬. বালির স্তূপ তৈরি করার পর আমি সেটিকে তিন হাজার সুবর্ণ কিংকণিপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৬৭. আমি সাক্ষাৎ সম্বুদ্ধকে বন্দনা করার ন্যায় পরম শ্রদ্ধায় কৃতাঞ্জলি হয়ে সকাল-সন্ধ্যা সেই বালির চৈত্যকে বন্দনা করেছিলাম, নমস্কার করেছিলাম।

৬৮. যখন আমার চিন্তা নামক চিত্তগৃহের আশ্রমে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তখন

আমি আমার সেই সুনির্মিত স্তূপটির কথা স্মরণ করি, গভীর মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করি।

৬৯. [আমি তখন স্বগত উচ্চারণ করে বলতাম] "তুমি সার্থবাহ বিনায়ক বুদ্ধকে আশ্রয় করে বসবাস কর, ক্লেশসমূহকে সংযত কর। ক্লেশেতে বুঁদ হয়ে থাকা তোমার পক্ষে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।"

৭০. স্তূপের কথা চিন্তা করলে পরে তখন আমার গৌরব বোধ হতো। আমি অঙ্কুশ দ্বারা চালিত হাতির ন্যায় সমস্ত কুবিতর্ক দূর করে দিতাম।

৭১. এভাবে বসবাস করতে করতে একসময় আমাকে মৃত্যুরাজ আক্রমণ করেছিল। আমি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে জন্মেছিলাম।

৭২. সেখানে যথা-আয়ুষ্কাল বসবাস করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম। সেখানে আমি আশিবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

৭৩. তিনশবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৭৪. সুবর্ণ কিংকণিপুষ্প দিয়ে পূজা করার বিপাক আমি ভোগ করেছিলাম। জন্মে জন্মে লক্ষ ধাত্রী আমাকে পরিবৃত করে থাকত।

৭৫. স্তূপের সঠিক পরিচর্যা করার ফলস্বরূপ আমাকে কখনো মলিনতা স্পর্শ করত না, গায়ে ঘাম হতো না। জন্মে জন্মে আমি উজ্জ্বল বর্ণের অধিকারী হতাম।

৭৬. অহো, আমি অমরিকা নদীর বালির চড়ে একটি স্তূপ তৈরি করে কত সুকর্মই না করেছিলাম! তার ফলে আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৭৭. সারগ্রহণেচ্ছু ও কুশলকর্ম করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে ক্ষেত্র-অক্ষেত্র বলে কিছু নেই। আচরণ বা কর্মসম্পাদনই হচ্ছে সার-কথা।

৭৮. বলবান ভৃত্য যেমন স্রোতস্বিনী নদী পার হবার ইচ্ছায় সামান্যমাত্র কাষ্ঠ খণ্ড নিয়ে বিশাল হ্রদে ঝাপ দেয়।

৭৯. সেই ব্যক্তি নদী পাড়ি দেওয়ার ন্যায় আমিও এই কাষ্ঠখণ্ডকে আশ্রয় করে প্রবল উৎসাহ-বীর্য-সহকারে এই বিশাল সংসারসাগরকে পাড়ি দেব।

৮০. অনুরূপভাবে আমার কৃতকর্ম সামান্যমাত্র হলেও সেই কর্মের আশ্রয়েই আমি এই সংসারসাগর পাড়ি দিয়েছি।

৮১. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে এই অন্তিম জন্মে আমি শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য মহাশালকুলে জন্মেছি।

৮২. আমার মাতাপিতা দুজনেই শ্রদ্ধাশীল, বুদ্ধের শরণাগত উপাসক-

উপাসিকা। উভয়েই মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন। তারা বুদ্ধের উপদেশ যথাযথভাবে পালন করতেন।

৮৩. তারা বোধিবৃক্ষের একটি শাখা নিয়ে তাতে একটি স্বর্ণময় স্তূপ তৈরি করেছেন। তারা সেটিকে সম্মুখ বুদ্ধের ন্যায় সকাল-সন্ধ্যা প্রণাম নিবেদন করতেন।

৮৪. তারা উপোসথ দিনে সেই স্বর্ণময় স্তূপের কাছে গিয়ে বুদ্ধের গুণ বর্ণনা করতে করতে ত্রিযাম অতিবাহিত করতেন।

৮৫. তাঁদের এভাবে স্তূপ পূজা করতে দেখে আমি আমার পূর্বের বালির চৈত্যটিকে স্মরণ করেছিলাম। তারপর আমি সেই আসনে বসেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

[বাইশতম ভাণবার সমাপ্ত]

৮৬. তখন আমি সেই কাঙ্ক্ষিত বীর বুদ্ধকে খুঁজতে খুঁজতে ধর্মসেনাপতিকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আমি গৃহত্যাগ করে তার কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৮৭. আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণ অবগত হয়ে আমাকে উপসম্পদা প্রদান করেছিলেন।

৮৮. বালক অবস্থাতেই আমার সমস্ত করণীয় শেষ হয়েছে। এখন আমি শাক্যপুত্রের শাসনে কৃত-করণীয়।

৮৯. হে মহাবীর, এখন আমি আপনার বৈরীভয়ের অতীত ও সর্ব শঙ্কার অতীত একজন ঋষি-শ্রাবক। ইহা আমার স্বর্ণময় স্তূপ তৈরি করারই ফল।

৯০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুলিনস্তূপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুলিনস্তূপিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. নলকুটিদায়ক স্থবির অপদান

৯৩. হিমালয়ের অদূরে হারিত নামক একটি পর্বত ছিল। সেখানে তখন স্বয়ম্ভু নারদ এক বৃক্ষমূলে বসবাস করছিলেন।

৯৪. তখন আমি একটি নলখাগড়ায় বাসগৃহ তৈরি করে দিয়ে তাতে তৃণাচ্ছাদনী দিয়েছিলাম এবং একটি চংক্রমণস্থান পরিস্কার করে দিয়ে সেই স্বয়ম্ভু নারদকে দান করেছিলাম।

৯৫. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৯৬. সেখানে আমার জন্য নলকুটি নির্মাণজনিত পুণ্যফলে ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ দেববিমান নির্মিত হয়েছিল।

৯৭. এভাবে আমি চৌদ্দকল্প দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম। একাত্তরবার আমি দেবরাজত্ব করেছিলাম।

৯৮. চৌত্রিশবার আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৯৯. আমি ধর্মরূপ প্রাসাদে আরোহণ করে সর্বাকার পরিপূর্ণ হয়ে শাক্যপুত্রের শাসনে যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করি।

১০০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নলকুটি দানেরই ফল।

১০১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নলকুটিকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলকুটিদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পিয়াল ফলদায়ক স্থবির অপদান

১০৪. পূর্বে আমি পশুশিকারী ছিলাম। তখন আমি গহীন বনে বিচরণ করতাম। একদিন আমি সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১০৫. তখন আমি পিয়ালফল নিয়ে নিজ হাতে প্রসন্নমনে পুণ্যক্ষেত্র বীর বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

১০৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

১০৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিয়ালফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিয়ালফদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কিংকণিপুষ্প-বর্গ পঞ্চাশতম সমাপ্ত]

অতঃপর বর্গের স্মারক-গাথা :

মৈত্রেয় বর্গ, ভদ্দালি, সকিংসম্মার্জক ও একবিহারী,
বিভীতকী, জগতি, শালপুষ্পিয়, নলাগার,
পাংশুকূল ও কিংকণিপুষ্পিয় বর্গ মিলে
মোট চৌদ্দশ বিরাশিটি গাথায় হয়েছে সমাপ্ত।

[মৈত্রেয়-বর্গ দশক সমাপ্ত]

[পঞ্চম শতক সমাপ্ত]

* * *

৫১. কণিকার-বর্গ

১. ত্রিকণিকারপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১. বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট সুমেধ সম্বুদ্ধ বিবেককামী হয়ে হিমালয়ে গিয়েছিলেন।

২. মহাকারুণিক শ্রেষ্ঠ মুনি পুরুষোত্তম সুমেধ হিমালয়ে প্রবেশ করে পদ্মাসনে উপবেশন করেছিলেন।

৩. তখন আমি এক বিদ্যাধর ছিলাম। আমি আকাশে বিচরণ করতাম। তখন আমি সুনির্মিত ত্রিশূল নিয়ে শূন্যে বিচরণ করতাম।

৪. পর্বতশীর্ষে যেমন আগুন, পূর্ণিমার আকাশে যেমন চাঁদ তেমনি বুদ্ধও সুপুষ্পিত শালরাজের ন্যায় বনে জ্যোতির্ময় ছিলেন।

৫. সেই নলাগ্নি বর্ণসদৃশ বুদ্ধরশ্মি আপন ঔজ্জ্বল্যে বন হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তা দেখে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

৬. আমি বনে দেবগন্ধী কণিকারপুষ্প দেখতে পেয়েছিলাম। সেখান থেকে তিনটি পুষ্প নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

৭. বুদ্ধের অমিত পুণ্যপ্রভাবে তখন আমার সেই তিনটি পুষ্প ঊর্ধ্ববৃন্ত ও অধোপত্র হয়ে শাস্তাকে ছায়াদান করছিল।

৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৯. সেখানে আমার একটি ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ সুনির্মিত দেববিমান ছিল এবং তা 'কণিকার' নামে পরিচিত হতো।

১০. আমার সেই দেববিমান হাজার কাণ্ডবিশিষ্ট জপমালা হিরন্ময় ধ্বজালু ও লক্ষ চূড়া প্রাদুর্ভূত হতো।

১১. আমার ইচ্ছানুযায়ী স্বর্ণময়, মণিময় ও লোহিতঙ্গময় ফলক ও পালঙ্ক প্রাদুর্ভূত হতো।

১২. আমার মহার্ঘ শয্যা হতো নরম তুলাবৃত, সূক্ষ্ম ঊর্ধ্বলোমযুক্ত ও বালিসমেত।

১৩. আমি যখন ভবন হতে বের হয়ে ভ্রমণ করতে চাইতাম তখন দেবসংঘ আমার সাথে থাকত।

১৪. আমি ফুলের উপর দাঁড়াতাম। আমার চারপাশে শতযোজন জায়গাজুড়ে কণিকারপুষ্পে আচ্ছন্ন শামিয়ানার মতো আচ্ছাদনী থাকত।

১৫. ষাট হাজার তুর্য সকাল-সন্ধ্যা আমাকে সেবা করত এবং রাতদিন

অতন্দ্রভাবে নিত্য আমাকে পরিবৃত করে থাকত।

১৬. তখন আমি নাচ, গান, বাদ্য-বাজনায় ও রতিক্রিয়ায় রমিত হতাম এবং পঞ্চকামগুণে আমোদিত হতাম।

১৭. তখন আমি তাবতিংস স্বর্গে নারী-পরিবেষ্টিত হয়ে উত্তম দেববিমানে খেয়ে-দেয়ে ও পান করে আমোদিত হতাম।

১৮. আমি পাঁচশতবার দেবরাজত্ব করেছিলাম, তিনশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম, আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

১৯. আমি ভবসংসারে জন্মপরিভ্রমণকালে মহাভোগসম্পত্তি লাভ করতাম। আমার ভোগসম্পত্তির কোনো ঘাটতি ছিল না। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২০. দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই দুই লোকেই শুধু আমি জন্মগ্রহণ করেছি। অন্য কোনো গতি হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২১. আমি শুধু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলেই জন্মগ্রহণ করেছি। কখনো আমি নীচকুলে জন্মাইনি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২২. হস্তিযান, অশ্বযান ও সচল সিবিকাযান এই সমস্তই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৩. দাস-দাসী ও সুসজ্জিত নারী সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৪. কোশেয়্য কম্বল, ক্ষৌমবস্ত্র ও কার্পাস সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৫. নতুন বস্ত্র, নতুন ফল ও নতুন রসালো ভোজন সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৬. 'ইহা খাও, ইহা ভোজন কর, এই শয্যায় শয়ন কর' এভাবে সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৭. আমি সর্বত্রই পূজিত হতাম। আমি সকলের প্রিয় হতাম। আমার পরিষদ ছিল সব সময় ঐক্যবদ্ধ। আমি জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৮. আমি শীত কী, উষ্ণ কী জানতাম না। পরিদাহ বলতে আমার কিছুই ছিল না। এমনকি আমার হৃদয়ে কখনো চৈতসিক দুঃখও ছিল না।

২৯. আমি সুবর্ণবর্ণের অধিকারী হয়ে ভবভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণ করতাম। বিবর্ণতার দেখা কখনোই আমি পাইনি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই

ফল।

৩০. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমি শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য মহাশালকুলে জন্মেছিলাম। পঞ্চকামগুণ ত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং জন্মের মাত্র সাত সৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৩২. চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণের কথা জেনে আমাকে উপসম্পদা প্রদান করেছিলেন। আমি অতীব তরুণ পূজনীয়। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৩. আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমি সমাধিতে অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞালাভী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৪. আমি প্রতিসম্ভিদালাভী, ঋদ্ধিপাদে দক্ষ ও ধর্মে পারমীলাভী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৫. আজ থেকে তিন হাজার কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিকণিকারপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিকণিকারপুষ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একপাত্রদায়ক স্থবির অপদান

৩৯. হংসবতী নগরে আমি এক কামার ছিলাম। একদিন আমি স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত, বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪০-৪১. আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে একটি সুনির্মিত মৃত্তিকা পাত্র দান করেছিলাম। ঋজুভূত ভগবানকে পাত্র দান করে জন্মজন্মান্তরে আমি স্বর্ণময়, মণিময়, রৌপ্যময় ও চর্মময় থালা বা পাত্র লাভ করেছিলাম।

৪২. আমি তাদৃশ পাত্রে তথা থালায় করে ভাত খেতাম। ইহা আমার

পূর্বকৃত পুণ্যফল। আমি যশস্বী ও ধনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতাম।

৪৩. উর্বর ক্ষেত্রে অল্পমাত্র বীজ রোপণ করা হলেও সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে বারি বর্ষণ হলে কৃষক যেমন বিপুল ফল লাভে খুশী হয়।

৪৪. অনুরূপভাবে এই বুদ্ধক্ষেত্রে রোপিত আমার এই পাত্রদান মুষলধারে প্রীতি বর্ষিত হলে আমাকে বিপুল ফলে পরিতৃপ্ত করবে।

৪৫. সংঘের মধ্যে ও গণের মধ্যে অন্য যা কিছু ক্ষেত্র আছে তন্মধ্যে এই বুদ্ধক্ষেত্র তুল্য অন্য কিছু নেই যা সকল প্রাণীকে সুখ দান করে।

৪৬. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। একটি মাত্র পাত্র দান করে আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৪৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পানপাত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাত্রদানেরই ফল।

৩৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একপাত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একপাত্রদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কাসুমারফুলিয় স্থবির অপদান

৫১. আমি পর্বতমধ্যে উপবিষ্ট কণিকারপুষ্পের মতো উজ্জ্বল, লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৫২. আমি অতীব প্রসন্নমনে নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়ে কাসুমারিক ফল নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৫৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৫৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কাসুমারফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কাসুমারফলিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অবটফলিয় স্থবির অপদান

৫৭. স্বয়ম্ভু অপরাজিত সহস্ররশ্মি ভগবান নির্জনতা হতে উঠে এসে ভিক্ষার জন্য বের হয়েছিলেন।

৫৮. আমি নরোত্তম ভগবানকে দেখে ফল হাতে তার কাছে গিয়েছিলাম এবং প্রসন্নমনে অবটফল দান করেছিলাম।

৫৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৬০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অবটফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অবটফলিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. পাদফলিয় স্থবির অপদান

৬৩. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধকে রথে চরে যেতে দেখে আমি তাঁকে পাদফল দান করেছিলাম।

৬৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৬৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাদফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাদফলিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. মাতুলুঙ্গফলদায়ক স্থবির অপদান

৬৮. আমি কণিকারপুষ্পের মতো উজ্জ্বল, পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ ও দ্বীপবৃক্ষের ন্যায় জ্বলন্ত লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬৯. আমি মাতুলুঙ্গফল হাতে নিয়ে পরম দাক্ষিণেয় বীর শাস্তাকে প্রসন্নমনে নিজ হাতে দান করেছিলাম।

৭০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৭১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মাতুলঙ্গফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মাতুলুঙ্গফলদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অজেলিফলদায়ক স্থবির অপদান

৭৪. তখন বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সমাধিকুশল মুনি অজ্জুনো নামক সম্বুদ্ধ হিমালয়ে বসবাস করছিলেন।

৭৫. কুম্ভমাত্র জীবনীশক্তিদায়ক অজেলিফল নিয়ে আমি শাস্তাকে দান করেছিলাম।

৭৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৭৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অজেলিফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অজেলিফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. অমোদফলিয় স্থবির অপদান

৮০. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধকে রথে চড়ে যেতে দেখে আমি তাঁকে অমোদফল দান করেছিলাম।

৮১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৮২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে

অবস্থান করছি।

৮৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অমোদফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অমোদফলিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. তালফলদায়ক স্থবির অপদান

৮৫. স্বয়ম্ভু অপরাজিত শতরশ্মি ভগবান নির্জনতা হতে উঠে এসে ভিক্ষার জন্য বের হয়েছিলেন।

৮৬. আমি নরোত্তম ভগবানকে দেখে ফল হাতে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম এবং প্রসন্নমনে তালফল দান করেছিলাম।

৮৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে তালফলদানেরই বিপাক।

৮৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তালফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তালফলদায়ক স্থবির অপদান নবম সমপ্ত]

১০. নারিকেলফলদায়ক স্থবির অপদান

৯১. তখন আমি এক আরামিক ছিলাম। একদিন আমি বিরজ বুদ্ধকে সুনীল আকাশপথ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

৯২. আমি নারিকেলফল হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম। মহাযশস্বী বুদ্ধ আকাশে দাঁড়িয়েই আমার দান গ্রহণ করেছিলেন।

৯৩. অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে ফল দান করে সাথে সাথে আমার মনে ভীষণ সুখাবহ ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিল।

৯৪. তখন আমি বিপুল প্রীতি ও সুখ লাভ করেছিলাম। আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করতাম সেখানে রত্ন উৎপন্ন হতো।

৯৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৯৬. আমার দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধ। আমি সমাধিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞাপ্রাপ্ত। ইহা আমার ফল দানেরই বিপাক।

৯৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নারিকেল ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নারিকেলফলদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কণিকার-বর্গ একান্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ত্রিকণিকার, একপাত্র, কাসুমারি, অবটফল,
পাদফল, মাতুলুঙ্গ, অজেলি, অমোদফলিয়,
তালফল ও নারিকেলফল এই দশে মিলে
মোট নিরানব্বইটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

* * *

৫২. ফলদায়ক-বর্গ

১. কুরঞ্চিয় ফলদায়ক স্থবির অপদান

১. অতীতে আমি এক পশুশিকারী ছিলাম। আমি শিকারের খোঁজে গহীন অরণ্যে বিচরণ করতাম। একদিন আমি সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২. আমি কুরঞ্চিয় ফল নিয়ে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে তাদৃশ পুণ্যক্ষেত্র বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুরঞ্চিয় ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুরঞ্চিয় ফলদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কপিত্থফলদায়ক স্থবির অপদান

৭. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধকে রথে চড়ে যেতে দেখে আমি তাঁকে কপিত্থফল দান করেছিলাম।

৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ

করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কপিত্থফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কপিত্থফলদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কোশম্বফলিয় স্থবির অপদান

১২. রাজকীয় মুকুটের মতো শোভমান দেবাতিদেব নরশ্রেষ্ঠকে রথে চড়ে যেতে দেখে তখন আমি তাকে কোসম্বফল দান করেছিলাম।

১৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই সুফল।

১৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোশম্বফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোশম্বফলিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কেতকপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১৭. তখন পুরুষোত্তম ভগবান বিনতা নদীর তীরে বসবাস করছিলেন। একদিন আমি সুসমাহিত, একাগ্রচিত্ত, বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৮. তখন আমি অতীব প্রসন্নমনে মধুগন্ধী কেতকপুষ্প দিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

১৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ভগবান তথাগতকে পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে

পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কেতকপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কেতকপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৩. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধকে রথে চড়ে যেতে দেখে আমি তাঁকে নাগপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ভগবান তথাগতকে পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নাগপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অর্জুনপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৮. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এক কিন্নরী ছিলাম। একদিন আমি স্বয়ম্ভু অপরাজিত বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৯. আমি অর্জুনপুষ্প নিয়ে প্রসন্নমনে কৃতাঞ্জলি হয়ে স্বয়ম্ভুকে পূজা করেছিলাম।

৩০. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে কিন্নরদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৩১. সেখানে আমি ছত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম। আমি দশবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩২. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। অহো, ইহা আমার সুক্ষেত্রে বপন করা বীজেরই ফল!

৩৩. অতীতের পুণ্য থাকায় আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। শাক্যপুত্রের শাসনে আজ আমি অত্যন্ত পূজনীয়।

৩৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অর্জুনপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অর্জুনপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. কুটজপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৩৭. হিমালয়ের অদূরে বসল নামক এক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের মধ্যে সুদর্শন বুদ্ধ বসবাস করছিলেন।

৩৮. একদিন আমি হেমবর্ণপুষ্প হাতে নিয়ে আকাশপথে যাচ্ছিলাম। সেখানে আমি স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৯. তখন আমি কুটজপুষ্প হাতে নিয়ে নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়ে স্বয়ম্ভু মহর্ষি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৪০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই তথাগতকে পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে পুষ্পপূজারই ফল।

৪১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুটজপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুটজপুষ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ঘোষসংজ্ঞক স্থবির অপদান

৪৪. অতীতে আমি গহীন অরণ্যে এক পশুশিকারী ছিলাম। একদিন আমি দেবসংঘ-পরিবৃত বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৫. তখন তিনি চতুরার্যসত্য প্রকাশ করে অমৃতপদ দেশনা করছিলেন। লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধের মধুর ধর্মকথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

৪৬. আমি অদ্বিতীয় পুদ্গল ভগবানের মধুর ধর্মকথায় অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম। তাতে প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি এই দুস্তর ভব অতিক্রম করেছিলাম।

৪৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘোষসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৪৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ঘোষসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঘোষসংজ্ঞক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সর্বফলদায়ক স্থবির অপদান

৫১. আমি তখন বরুণ নামক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার দশটি পুত্রকে ত্যাগ করে বনে প্রবেশ করেছিলাম।

৫২. সুবিভক্ত, মনোরম একটি আশ্রম তৈরি করে ও একটি পর্ণশালা তৈরি করে আমি গহীন বনে বসবাস করছিলাম।

৫৩. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমাকে উদ্ধারের মানসে আমার আশ্রমে এসেছিলেন।

৫৪. বুদ্ধের আগমনে ও অমিত পুণ্যপ্রভাবে সমগ্র বনসণ্ড বিপুল আলোয় আলোকিত হয়েছিল। তখন গহীন বন যেন জ্বল জ্বল করছিল।

৫৫. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের এমন অতিপ্রাকৃত প্রভাব দেখে আমি একটি পাত্রে করে ফল দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৫৬. সম্বুদ্ধের কাছে গিয়ে গোটা ঝুড়িটিসহ দান করেছিলাম। বুদ্ধ আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত এই কথা বলেছিলেন :

৫৭. লাঠিতে ভর দিয়ে আমার পেছন পেছন আস। নিজ হাতে সংঘকে পরিভোগ করাও। তোমার বহু পুণ্য হবে।

৫৮. তখন আমি সেই ঝুড়িটি নিয়ে ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলাম। তাতে আমি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৫৯. সেখানে আমি পুণ্যপ্রভাবে দিব্যে নাচ, গান, বাদ্য-বাজানার দ্বারা নিয়ত সুখ ভোগ করেছিলাম।

৬০. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই আমার ভোগসম্পত্তির কোনো কমতি ছিল না। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৬১. বুদ্ধকে ফল দান করে আমি সসাগরা পৃথিবীর চারটি দ্বীপ শাসন করেছিলাম।

৬২. আকাশে যত পাখি উড়ে থাকে, তারাও আমার বশে আসত। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৬৩. সমগ্র বনভূমিজুড়ে যত যক্ষ, ভূত, রাক্ষস, কুম্ভাণ্ড, গরুল আছে, তারা সবাই আমার পরিচর্যা করত।

৬৪. মৌমাছি, ডাঁশ, মশক—তারাও আমার বশে আসত। ইহা আমার বুদ্ধকে ফল দানেরই ফল।

৬৫. ভীষণ শক্তিশালী সুপর্ণ নামক শকুন পাখিরাও আমার আশ্রয়ে চলে আসত। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

৬৬. ঋদ্ধিমান, মহাযশস্বী, দীর্ঘায়ুসম্পন্ন নাগেরাও আমার বশে আসত। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৬৭. সিংহ, বাঘ, নেক্রেবাঘ, ভালুক—সবাই আমার বশে আসত। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৬৮. আকাশবাসী, ভূমিবাসী, গৃহ-নক্ষত্রবাসী সকলেই আমার আশ্রয়ে আসত। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৬৯. সুদুর্শন, সুনিপুণ, গম্ভীর ও সুপ্রকাশিতকে স্পর্শ করে আমি এখন অবস্থান করছি।

৭০. আমি অষ্ট বিমোক্ষ স্পর্শ করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, বীর্যবান ও প্রজ্ঞাবান হয়ে অবস্থান করছি। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

৭১. মার্গফললাভী যেসব ক্ষীণদোষ, মহাযশস্বী বুদ্ধপুত্রগণ আছেন আমি তাদের অন্যতম। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৭২. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে অভিজ্ঞার পূর্ণতা সাধন করে ও সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই আমি অবস্থান করছি।

৭৩. যেসব বুদ্ধপুত্র ত্রিবিদ্যালাভী, ঋদ্ধিমান, মহাযশস্বী, দিব্যশ্রোত্রলাভী আছেন আমি তাদের একজন।

৭৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই সুফল।

৭৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সর্বফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সর্বফলদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পদুমধারিক স্থবির অপদান

৭৮. হিমালয়ের অদূরে রোমস নামক এক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের খোলা আকাশের নিচে তখন সম্ভব নামক বুদ্ধ বসবাস করছিলেন।

৭৯. আমি আমার ভবন হতে বের হয়ে তার উপর পদ্ম ধারণ করেছিলাম। একদিন যাবৎ ধারণ করার পর আমি পুনরায় নিজ ভবনে ফিরে এসেছিলাম।

৮০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই সুফল।

৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমধারিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমধারিক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[ফলদায়ক-বর্গ বায়ান্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কুরঞ্চিয়, কপিত্থফল, কোশাম্ব, কেতক,
নাগপুষ্প, অর্জুন, কুটজ, ঘোষকসংজ্ঞক,
সর্বফলদায়ক ও পদুমধারিক এই দশে মিলে
সর্বমোট তিরাশিটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

*　　*　　*

৫৩. তৃণদায়ক-বর্গ

১. তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান

১. হিমালয়ের অদূরে লম্বক নামক একটি পর্বত ছিল। সেই পর্বতে তিষ্য সম্বুদ্ধ খোলা আকাশের নিচে চংক্রমণ করছিলেন।

২. অতীতে আমি গহীন অরণ্যে এক পশুশিকারী ছিলাম। দেবাতিদেব সম্বুদ্ধকে দেখে আমি এক মুষ্টি তৃণ দান করেছিলাম।

৩. বসার জন্য বুদ্ধকে এক মুষ্টি তৃণ দান করে আমার মন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। তারপর আমি সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৪. চলে যাবার সাথে সাথেই আমাকে পশুরাজ সিংহ ভীষণভাবে আঘাত করেছিল। সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৫. মাত্র কিছুক্ষণ আগেই আমি অনাসক্ত বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে পুণ্যকর্ম করেছিলাম। সেই কৃতকর্মের ফলে আমি তীরের গতিতে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৬. সেখানে আমার পুণ্য-প্রভাবে হাজার কাণ্ডবিশিষ্ট শতভাণ্ড, ধ্বজালু, হিরন্ময় এক সুন্দর যজ্ঞস্তম্ভ ছিল।

৭. মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সেখান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। দেবকন্যা-পরিবেষ্টিত হয়ে তাতে আমি পঞ্চকামগুণে আমোদিত হয়েছিলাম।

৮. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে মনুষ্যত্ব লাভ করে আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বসার আসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তৃণমুষ্টিদানেরই ফল।

১০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ

করেছিলেন।

[তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান

১৩. আমি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে লোকশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে একটি মঞ্চ দান করেছিলাম।

১৪. সেই মঞ্চদানের ফলে আমি জন্মে জন্মে হস্তিযান, অশ্বযান ও দিব্যযান লাভ করেছি। পরিশেষে আমি কাঙ্ক্ষিত আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই মঞ্চদান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মঞ্চদানেরই ফল।

১৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মঞ্চদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. শরণগমনীয় স্থবির অপদান

১৯. তখন আজীবক সন্ন্যাসী আমি ও এক ভিক্ষু একই নৌকায় উঠেছিলাম। এক পর্যায়ে নৌকাটি যখন ভেঙে যাচ্ছিল তখন সেই ভিক্ষুটি আমাকে শরণে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

২০. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে তিনি যে আমাকে শরণে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শরণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ারই ফল।

২১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে

এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শরণগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শরণগমনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অব্‌ভঞ্জনদায়ক স্থবির অপদান

২৪. আমি বন্ধুমতি নগরের রাজ-উদ্যানে বসবাস করছিলাম। তখন আমি চর্মবস্ত্র-পরিহিত পাত্রধারী ছিলাম।

২৫. একদিন আমি ভাবনানিরত, ভাবিতচিত্ত, ধ্যানী, ধ্যানরত, স্বয়ম্ভু অপরাজিত বিমল বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৬. আমি সর্ব কামনাসিদ্ধ, স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে অতীব প্রসন্নমনে মলম দান করেছিলাম।

২৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই মলম দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মলম দানেরই ফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অব্‌ঞ্জনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অব্‌ঞ্জনদায়ক স্থবির অপদান চর্তুথ সমাপ্ত]

৫. সুপটদায়ক স্থবির অপদান

৩১. লোকনায়ক বিপশ্বী ভগবান দিবাবিহার হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন এমন সময় আমি তাঁকে সূক্ষ্ম বস্ত্র দান করে কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৩২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই সূক্ষ্ম বস্ত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বস্ত্র দানেরই ফল।

৩৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুপটদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুপটদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. দণ্ডদায়ক স্থবির অপদান

৩৬. আমি তখন গহীন বনে প্রবেশ করে বাঁশ কেটেছিলাম। সেই বাঁশ দিয়ে লাঠি তৈরি করে অনেকগুলো লাঠি সংঘকে দান করেছিলাম।

৩৭. তারপর প্রসন্নমনে সুব্রত সংঘকে অভিবাদন করেছিলাম এবং ভর দেওয়ার লাঠি দান করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৩৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই লাঠি দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার লাঠি দানেরই ফল।

৩৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দণ্ডদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[দণ্ডদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

[তেইশতম ভাণবার সমাপ্ত]

৭. গিরিনেলপূজক স্থবির অপদান

৪২. অতীতে আমি এক পশুশিকারী ছিলাম এবং গহীন অরণ্যে বিচরণ করতাম। হঠাৎ একদিন আমি সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৩. সর্ব সত্ত্বগণের হিতসাধনকারী সেই মহাকারুণিক বুদ্ধকে আমি প্রসন্নমনে নেলপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৪৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজা করারই ফল।

৪৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গিরিনেলপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গিরিনেলপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. বোধিসম্মার্জক স্থবির অপদান

৪৮. অতীতে আমি চৈত্যাঙ্গনজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বোধিবৃক্ষের পাতাগুলো ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করেছিলাম। এর ফলে আমি বিশটি গুণ লাভ করেছিলাম।

৪৯. সেই কর্মের প্রভাবে আমি ভবসংসারে জন্মপরিভ্রমণকালে দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই দুই লোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৫০. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করলেও আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৫১. আমি সব সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ, দীর্ঘদেহী, অভিরূপ ও শুচি হতাম।

৫২. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই আমি জন্মগ্রহণ করতাম, সর্বত্র আমি উজ্জ্বল স্বর্ণতুল্য সোনারঙা হতাম।

৫৩. আমার দেহের চামড়া সব সময় মৃদু, কোমল, স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম ও সুকুমার হতো। ইহা আমার বোধিবৃক্ষের পাতা ঝাঁট দেওয়ারই ফল।

৫৪. এই বোধিপাতা ঝাঁট দেওয়ার ফলস্বরূপ কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে—সর্বত্রই আমার শরীরে মলিনতা স্পর্শ করত না।

৫৫. এই বোধিপাতা ঝাঁট দেওয়ার ফলস্বরূপ তীব্র গরম খরতাপেও আমার দেহ হতে ঘাম ঝরত না।

৫৬. এই বোধিপাতা ঝাঁট দেওয়ার ফলস্বরূপ আমার শরীরে কখনো কুষ্ঠ, ফোঁসকা, খোঁচ-পাঁচড়া, আঁচিল, ফোঁড়া ও দাউদ হতো না।

৫৭. এই বোধিপাতা ঝাঁট দেওয়ার ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণও লাভ হয়েছিল : আমার দেহে কোনো রোগ হতো না।

৫৮. এই বোধিপাতা ঝাঁট দেওয়ার ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণও লাভ হয়েছিল : আমি কোনো মনোকষ্ট অনুভব করতাম না।

৫৯. এই বোধিপাতা ঝাঁট দেওয়ার ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণও লাভ হয়েছিল : শত্রু বলতে আমার কেউ থাকত না।

৬০. এই বোধিপাতা ঝাঁট দেওয়ার ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণও লাভ হয়েছিল : আমার ভোগসম্পত্তির কোনো অভাব থাকত না।

৬১. জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণও আমার লাভ হয়েছিল : অগ্নিভয়, রাজভয়, চোরভয় ও জলভয় আমার ছিল না।

৬২. জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণও আমার লাভ হয়েছিল : আমার একান্ত দাসদাসী ও অনুচরবৃন্দ ছিল।

৬৩. মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করলে তখনকার মানুষের স্বাভাবিক গড় আয়ুর পুরোটাই বেঁচে থাকতাম। আমার কখনো অকালমৃত্যু হতো না।

৬৪. শ্রীবৃদ্ধিকামী, সুখাকাঙ্ক্ষী ভিতরের বাইরের গ্রাম-নিগমবাসী, কেউই আমার সমকক্ষ হতে পারত না।

৬৫. জন্মে জন্মে আমি ধনাঢ্য, যশস্বী, সুশ্রী, জ্ঞাতি-পরিবেষ্টিত ও সম্পূর্ণ ভয়-ভীতিহীন হতাম।

৬৬. আমার জন্মপরিভ্রমণের সময় আমাকে সব সময় দেবমনুষ্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব—সবাই রক্ষা করত।

৬৭. দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে উভয়লোকে যশ ভোগ করে অবশেষে আমি অনুত্তর নির্বাণ লাভ করেছি।

৬৮. সম্বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে সেই শাস্তার বোধিবৃক্ষকে সঠিক পরিচর্যা করে যেই ব্যক্তি পুণ্য প্রসব করে, তার কী-ই বা দুর্লভ হতে পারে!

৬৯. মার্গফলে, শাস্ত্রশিক্ষায় ও ধ্যান-অভিজ্ঞাগুণে অন্যদের চেয়ে বিশিষ্ট হয়ে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই নির্বাণ লাভ করেছি।

৭০. বহুকাল পূর্বে খুশী মনে বোধিবৃক্ষের পাতা ঝাঁট দিয়ে আমি সব সময় এই বিশটি গুণের অধিকারী হয়েছি।

৭১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বোধিসম্মার্জক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বোধিসম্মার্জক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. আমণ্ডফলদায়ক স্থবির অপদান

৭৪. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী লোকনায়ক পদুমুত্তর জিন সমাধি হতে উঠে চংক্রমণ করছিলেন।

৭৫. আমি তখন লাঠিতে ভর করে ফল আনতে গিয়ে মহামুনি বিরজ বুদ্ধকে চংক্রমণ করতে দেখেছিলাম।

৭৬. তারপর আমি প্রসন্নমনে নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়ে সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে আমণ্ডফল দান করেছিলাম।

৭৭. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই আমণ্ডফল দান করেছিলাম,

সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আমণ্ডফল দানেরই ফল।

৭৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আমণ্ডফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আমণ্ডফলদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সুগন্ধ স্থবির অপদান

৮১. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী, বরশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৮২-৮৪. তিনি ছিলেন অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন, বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট, ব্যামপ্রভা-সমন্বিত, রশ্মিজালে সমচ্ছন্ন, চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ, সূর্যের ন্যায় প্রভাংকর, মহামেঘের ন্যায় অগ্নিনির্বাপক, সাগরের ন্যায় গুণধর, শীলে ধরণীসম, সমাধিতে হিমবাহতুল্য, প্রজ্ঞায় আকাশসম, বায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত ও পরিষদে বিশারদ।

৮৫. পরিষদে বিশারদ সেই মহাবীর বুদ্ধ মহাজনতাকে উদ্ধারের মানসে চতুরার্যসত্য প্রকাশ করছিলেন।

৮৬. তখন আমি বারাণসীতে এক মহাযশস্বী শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমার প্রভূত ধনধান্য ও সম্পত্তি ছিল।

৮৭. একদিন আমি হাঁটতে হাঁটতে মৃগদায়ে পৌঁছেছিলাম। তখন আমি বিরজ বুদ্ধকে অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করতে দেখতে পেয়েছিলাম।

৮৮. তিনি সুস্পষ্টভাবে কোকিলের মতো মধুর স্বরে রাজহাঁসীয় নির্ঘোষে মহাজনতাকে ধর্ম জ্ঞাত করাচ্ছিলেন।

৮৯. সেই দেবাতিদেব বুদ্ধকে দেখে, তাঁর সুমধুর কথা শুনে, প্রভূত ভোগসম্পত্তি ত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৯০. এভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি অচিরেই বহুশ্রুত, ধর্মকথিক ও

বিচিত্র প্রতিভাণের অধিকারী হয়েছিলাম।

৯১. আমি বিশাল পরিষদে হৃষ্টচিত্তে বার বার হেমবর্ণ বুদ্ধের গুণগান করেছিলাম। আমি ছিলাম বুদ্ধের গুণকীর্তনে অভিজ্ঞ।

৯২. ইনিই ক্ষীণাসব বুদ্ধ, দুঃখহীন, সংশয়মুক্ত, সর্ববিধ কর্মের ক্ষয়সাধনকারী ও উপধি ক্ষয়ে বিমুক্ত।

৯৩. ইনিই সেই ভগবান বুদ্ধ, ইনিই অনুত্তর সিংহ, যিনি সদেবলোকে ব্রহ্মচক্র তথা শ্রেষ্ঠচক্র প্রর্বতনকারী।

৯৪. ইনি দান্ত, দমনকারী, শান্ত, শান্তকারী, নিবৃত, ঋষি, নির্বাপক, মুক্তিলাভী ও মহাজনতাকে উপশান্তকারী।

৯৫-৯৮. সেই জিন বীর, নির্ভীক, ধীর, প্রজ্ঞাবান, কারুণিক, বশীপ্রাপ্ত, বিজয়ী, লজ্জী, নিরহংকারী ও আলয়হীন। নিশ্চল, অচল, ধৃতিমান, মোহহীন, অসদৃশ মুনি এবং গুরুদের মধ্যে নীতিবান, বৃষভ, নাগ, সিংহ ও শক্র। বিরাগ বিমল ব্রহ্মা, যুক্তিবাদী, সাহসী, যুদ্ধজয়ী, অখিল, শল্যহীন, অসদৃশ, সংযত ও শুচি। ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নাথ, চিকিৎসক, শল্যবিদ, যোদ্ধা শ্রুতাশ্রুত বুদ্ধ, অচল, মুদিতাপরায়ণ ও অধ্যবসায়ী।

৯৯. ভগবান বুদ্ধ হচ্ছেন পরিতৃপ্ত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, শান্ত, কর্মঠ, নেতা, প্রকাশকারী, সম্প্রহৃষ্টকারী, ছেদনকারী, শ্রোতা ও প্রশংসাকারী।

১০০. ভগবান বুদ্ধ হচ্ছেন অখিল, শল্যহীন, দুঃখহীন, নিঃসন্দেহ, বাসনামুক্ত, বিরজ, কৃতিমান, গন্ধী, বক্তা ও প্রশংসাকারী।

১০১. ভগবান বুদ্ধ হচ্ছেন তীর্থকারী, অর্থহিতকারী, নির্মাণকারী, সম্পাদক, পাপের কর্তনকারী ও হত্যাকারী, উদ্যমশীল তাপস।

১০২. ভগবান বুদ্ধ হচ্ছেন সমচিত্ত, সমসমো, অসহায়, দয়ালয়, অচ্ছেরসত্ত্ব, অকুহো ও কতাবী এই সাতজন ঋষি।

১০৩. ভগবান বুদ্ধ হচ্ছেন সন্দেহোত্তীর্ণ, নিরহংকারী, অপ্রমেয়, অনুপম, সর্ববিধ বাক্যপথের অতীত ও নীতিবিদ জিন।

১০৪. সেই উত্তম শতরশ্মি বুদ্ধের প্রতি উৎপন্ন প্রসাদ অমৃতবাহী। অতএব বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধবান ব্যক্তিরা মহাহিত সাধন করে থাকেন।

১০৫. এভাবে আমি পরিষদের মাঝে ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ শরণ বুদ্ধের গুণগান করতে করতে ধর্মকথা বলেছিলাম।

১০৬. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তুষিত স্বর্গে মহাসুখ ভোগ করেছিলাম এবং তারপর আবার সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম। তখন

আমার দেহ ও মুখ থেকে সুগন্ধ বের হতো।

১০৭. মুখের গন্ধ, নিশ্বাস, দেহগন্ধ, ঘামের গন্ধ—আমার সবকিছুই সুগন্ধীযুক্ত হয়েছিল।

১০৮. আমার মুখ থেকে সব সময় পদ্ম, উৎপল ও চম্পক ফুলের গন্ধ বের হতো; এমনকি আমার শরীর থেকেও তেমন গন্ধ বের হতো।

১০৯. এভাবে বুদ্ধের গুণগান করার কারণে অতি আশ্চর্য রকম পরম ফল আমি পেয়েছি। তোমরা সবাই আমার সেই গুণগান করার ফলের কথা একাগ্রমনে শোন।

১১০. বুদ্ধের গুণগান করার পর হিত-সুখে আমার মতো কেউ ছিল না। আমি সর্বত্রই বীরোচিত সংঘ-সমন্বিত হয়ে সুখী হতাম।

১১১. অনুরূপভাবে আমি যশস্বী, সুখী, প্রিয়, জ্যোতিমান, প্রিয়দর্শন, বক্তা, নির্দোষ ও প্রজ্ঞাবান হয়েছিলাম।

১১২. বুদ্ধভক্তির কারণে আমার পক্ষে নির্বাণ লাভ যে সহজতর হয়েছে এখন আমি তোমাদের নিকট তার কারণ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যাখ্যা করব।

১১৩. আমি শান্তশিষ্ট, যশস্বী ভগবানকে যথানিয়মে অভিবাদন করেছিলাম। তার ফলে আমি জন্মে জন্মে যশস্বী হয়েছিলাম।

১১৪. দুঃখের অন্তসাধনকারী বুদ্ধ ও শান্ত, অসংস্কৃত ধর্মের গুণগান করা আমার পক্ষে পরম সুখকর। অন্য সত্ত্বগণের কাছে ছিল ততোধিক সুখকর।

১১৫. বুদ্ধপ্রীতি-সমন্বিত হয়ে বুদ্ধের গুণগান করে আমি নিজের ও পরের ক্ষান্তি উৎপন্ন করেছিলাম।

১১৬. তৈর্থিক-পরিবেষ্টিত সেই জিন দুষ্ট তীর্থিয়দের পরাভূত করেছিলেন। আমি বুদ্ধের গুণকীর্তন করেছিলাম আর নায়ক বুদ্ধ আরও জ্যোতির্ময় হয়েছিলেন।

১১৭. জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়কর সম্বুদ্ধের গুণগান করে আমি শরতের আকাশে স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় প্রিয়দর্শন হয়েছিলাম।

১১৮. আমি যথাশক্তি সকল প্রকারে সুগতের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম। তার ফলে আমি বিচিত্র প্রতিভাণী বাক্যবাগীশ হয়েছিলাম।

১১৯. যে মূর্খরা মহামুনির সম্বন্ধে ভীষণভাবে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, আমি তাদের সদ্ধর্ম ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে নিগ্রহ তথা তিরস্কার করতাম।

১২০. আমি বুদ্ধগুণের কথা বলে বলে সত্ত্বগণের ক্লেশ দূর করতাম। তার ফলস্বরূপ আমি ক্লেশমুক্ত মনের অধিকারী হতাম।

১২১. আমি বুদ্ধানুস্মৃতি তথা বুদ্ধের গুণ ব্যাখা করে শ্রোতাদের ভক্তি

উৎপাদন করেছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমি প্রজ্ঞাবান ও নিপুণার্থ বিদর্শক হয়েছিলাম।

১২২. আমি সর্বাসব ক্ষয় করে ও সংসারসাগর পাড়ি দিয়ে আমিও সম্পূর্ণ অনাসক্ত শিখী বুদ্ধের ন্যায় পরম নিবৃত্তি লাভ করব।

১২৩. এই ভদ্রকল্পে আমি জিনকে যেই ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধের গুণকীর্তন করারই ফল।

১২৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুগন্ধ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুগন্ধ স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[তৃণদায়ক-বর্গ তেপ্পান্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

তৃণমুষ্টি, মঞ্চদায়ক, শরণগমনীয় ও অব্‌ভঞ্জন,
সুপটদায়ক, দণ্ডদায়ক, গিরিনেলপূজক, বোধিসম্মার্জক।
আমণ্ডফল ও সুগন্ধ স্থবির এই দশে মিলে
মোট একশ ছাব্বিশটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

* * *

৫৪. কাচ্চায়ন-বর্গ

১. মহাকাচ্চায়ন স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে গৃহপতি মহাশালকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি শাস্তার নিকট ধর্ম শ্রবণ করতে গেলেন। তখন শাস্তা একজন ভিক্ষুকে সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ ব্যাখ্যাদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনি নিজেও সেই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের প্রার্থনা করলেন। তারপর দানাদি বহুপুণ্য সম্পাদন করে দেবমনুষ্যগণের মধ্যে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে তিনি সুমেধ ভগবানের সময় এক বিদ্যাধর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি আকাশপথে যেতে যেতে এক বনসণ্ডে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে কণিকারপুষ্প দিয়ে পূজা করেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি অপরাপর সুগতিলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে কাশ্যপ দশবলের সময় বারাণসীর এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের পরিনির্বাণের পর তিনি সুবর্ণ চৈত্যে লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার ইট দিয়ে পূজা করে এই বলে প্রার্থনা করেন, এই সোনার ইট দানের ফলে জন্মজন্মান্তরে আমার শরীর সোনারঙা হোক!

তারপর তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে এক বুদ্ধান্তর কল্প দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় উজ্জেনী রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের এক পুরোহিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ দিনে তার মা 'আমার পুত্র নিজের সুবর্ণবর্ণ নাম নিয়েই এসেছে' ভেবে তার নাম কাঞ্চনমানব রাখলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করে পিতার মৃত্যুর পর পিতার পুরোহিতপদটি পেলেন। তিনি গোত্রবশে সকলের কাছে কাচ্চায়ন গোত্রীয় বলে পরিচিত ছিলেন। অতঃপর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোৎ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনে তাকে এই বলে পাঠালেন, 'আচার্য, আপনি সেখানে গিয়ে শাস্তাকে এখানে নিয়ে আসুন।' তারপর তিনি অপর সাতজনকে সঙ্গে নিয়ে শাস্তার কাছে গেলেন। শাস্তা তাদের ধর্মদেশনা করলেন। দেশনা শেষে অন্য শতজনের সাথে তিনি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. সম্পূর্ণ বাসনামুক্ত, অজিতজয়ী পদুমুত্তর জিন আজ থেকে লক্ষকল্প আগে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২-৪. তিনি ছিলেন বীর, কমলপত্রচক্ষু, বিমল চন্দ্র, কনকসদৃশ, সূর্যের ন্যায় প্রভাস্বর, সত্ত্বগণের চোখের মণি, শ্রেষ্ঠ লক্ষণবিশিষ্ট, বাক্য দিয়ে প্রকাশের অতীত, মনুষ্য-পূজিত, সত্ত্বগণের বোধোদয়ে সম্বুদ্ধ, বাক্যবাগীশ, মধুর স্বরবিশিষ্ট, পরম করুণাপরায়ণ ও পরিষদে বিশারদ।

৫. তিনি চতুরার্যসত্য-বিষয়ক মধুর ধর্মদেশনা করেন এবং মোহপঙ্কে নিমগ্ন প্রাণীদের উদ্ধার করেন।

৬. তখন আমি হিমালয়বাসী একাচারী তাপস হয়ে মনুষ্যলোকের উপর দিয়ে আকাশপথে যাবার সময় পদুমুত্তর জিনকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৭. তাঁর কাছে গিয়ে আমি ধর্মদেশনা শুনেছিলাম। তখন তিনি তাঁর একজন বীর শ্রাবকের মহৎগুণের কথা বলছিলেন এভাবে :

৮. আমার শ্রাবক কাচ্চায়ন আমার কথিত সংক্ষিপ্ত ভাষণকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে পরিষদ ও আমাকে সন্তুষ্ট করে।

৯. আমি অন্য একজন শ্রাবককেও দেখছি না যে, এভাবে আমার কথিত সংক্ষিপ্ত ভাষণকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে পারে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আজ থেকে এ বিষয়ে কাচ্চায়নকেই শ্রেষ্ঠ বলে অবধারণ করো।

১০. তখন আমি সবিস্ময়ে ভগবানের শ্রুতিমধুর মনোরম বাক্য শুনছিলাম। তারপর আমি হিমালয়ে চলে গিয়ে কিছু ফুল সংগ্রহ করেছিলাম।

১১. তারপর আমি লোকশরণ বুদ্ধকে সেই ফুল দিয়ে পূজা করে সেই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের প্রার্থনা করেছিলাম। তখন তিনি আমার মনের ইচ্ছার কথা জেনে এভাবে বলেছিলেন :

১২-১৫. দেখো, তোমরা এই বিশুদ্ধ কনকবর্ণের দেহধারী, ঊর্ধ্বলোমধারী, স্বাস্থ্যবান, নিশ্চল অঞ্জলিবদ্ধ হাতে দাঁড়িয়ে থাকা, আনন্দদায়ী, পরিপূর্ণ নামধারী, বুদ্ধগণের প্রতি তদ্গতচিত্ত, ধর্মধ্বজাধারী, উদগ্রহৃদয় ও অমৃতসিক্ত তুল্য ঋষিবরকে দেখো। সে আমার শ্রাবক কাচ্চায়নের গুণের কথা শুনে সেই পদ লাভের জন্য প্রার্থনা করে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতে সে মহামুনি গৌতম বুদ্ধের ধর্মৌরসজাত ধর্মদায়াদ হবে। তখন সেও কচ্চায়ন নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৬. তখন সে বহুশ্রুত, মহাজ্ঞানী ও অভিপ্রায়বিদ মুনি হবে। ঠিক আমি যেভাবে যেভাবে বলেছি, সেভাবেই সে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।

১৭. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে

একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৮. আমি দেবলোক ও মনুষ্যলোকে এই দুই ভবেই মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমার অন্য গতি হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. আমি মনুষ্যলোকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলেই মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমি নীচকুলে কখনো জন্মগ্রহণ করিনি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২০. এই অন্তিম জন্মে আমি উজ্জেনি রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছি চণ্ডপ্রদ্যোৎ রাজার পুরোহিতের ঘরে।

২১. আমি ছিলাম নিপুণ, ত্রিবেদে পারদর্শী ও শ্রেষ্ঠ কনকবর্ণের অধিকারী কাচ্চায়ন। আমার বাবার নাম তিরিটিবচ্ছ ও মাতার নাম চন্দ্রিমা।

২২-২৩. ভুমিপাল চণ্ডপ্রদ্যোৎ রাজা বুদ্ধকে খুঁজে বের করে আনার জন্য আমাকে পাঠালেন। আমি মোক্ষপুরের দ্বার, গুণধর নায়ক বুদ্ধকে দেখে ও তার গতিপঙ্ক বিশোধক বিমল বাক্য শুনে আমার সঙ্গী সাতজন ব্যক্তিসহ শান্ত অমৃতপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

২৪. মহামতি সুগত ভগবান আমাকে অভিপ্রায়বিদ ও সুসমৃদ্ধ মনোরথ হিসেবে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

২৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহাকাচ্চায়ন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকাচ্চায়ন স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. বক্কলি স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে হংসবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি

উপাসকদের সাথে বিহারে গিয়ে সবার শেষে দাঁড়িয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তখন শাস্তা একজন ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনি নিজে সেই পদ প্রার্থনা করে সাত দিন পর্যন্ত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। শাস্তা ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে প্রকাশ করলেন।

তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে আমাদের গৌতম ভগবানের সময় শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হলো 'বক্কলি'। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করেন ও ব্রাহ্মণ্যবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি ভগবানের শারীরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে তৃপ্ত হতেন না। তাই ভগবানের সাথেই অবস্থান করতেন।

গৃহমধ্যে থাকলে সব সময় বুদ্ধের দর্শন পাব না ভেবে তিনি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কেবল ভোজনের সময় ব্যতীত যেখানে থেকে বুদ্ধকে দেখা যায় সেখানে থেকে অন্যান্য কাজ ছেড়ে সব সময় ভগবানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

শাস্তা তাঁর জ্ঞান পরিপক্ব হবার সময় না আসা পর্যন্ত বহুকাল তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিচরণ করলেও কিছুই বলেননি। তারপর একদিন বললেন, হে বক্কলি, এই ঘৃণ্য শরীর দেখে তোমার কী লাভ? হে বক্কলি, যে ধর্মকে দেখে সে আমাকে দেখে। যে আমাকে দেখে সে ধর্মকে দেখে। হে বক্কলি, ধর্মকে দেখলেই আমাকে দেখা হয়ে যাবে। তুমি ধর্মকে না দেখে শুধু আমার শরীরকে দেখে থাকলে ধর্মকে দেখতে পাবে না।

ভগবান এভাবে উপদেশ দিলেও তিনি বুদ্ধদর্শন ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারতেন না। ভগবান ভাবলেন, এই ভিক্ষু সংবেগপ্রাপ্ত না হলে বুঝতে পারবে না। একদিন বর্ষাবাস শুরুর দিনে শাস্তা তাকে বললেন, হে বক্কলি, তুমি অন্যত্র চলে যাও।

শাস্তা তাকে এভাবে অন্যত্র চলে যেতে বলার পর তিনি আর শাস্তার সামনে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, বেঁচে থেকে আমার কী আর লাভ! আমি তো আর শাস্তার দেখা পাব না।' তারপর তিনি গৃধ্রকূট পর্বতের এক প্রপাতে গিয়ে উঠলেন। শাস্তা তার এই সংবাদ পেয়ে ভাবলেন, আমি এই ভিক্ষুকে এখন আশ্বাস প্রদান না করলে সে মার্গফলের হেতুকে ধ্বংস করে ফেলবে। তখন ভগবান তাকে দেখা দেবার জন্য উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে এই গাথাটি বললেন :

"বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন ও আনন্দবহুল ভিক্ষু সংস্কারসমূহকে উপশম করে শান্তপদ নির্বাণ লাভ করেন।" (ধম্মপদ)

তারপর ভগবান 'এসো বক্কলি' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। স্থবির ভাবলেন, ভগবান আমাকে দেখতে পেয়েছেন। তাই 'এসো' কথাটি আমি পেয়েছি। তখন তিনি বলবতী প্রীতি-সৌমনস্য উৎপন্ন করে অপ্রতিভভাবে 'কোন দিকে যাব' ভেবে না পেয়ে ভগবানের দিকেই আকাশপথে ধাবিত হলেন। তিনি প্রথম পা ফেলেই পর্বতে দাঁড়িয়ে ভগবানের কথিত গাথাটি চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর তিনি আকাশেই স্ফূরণা প্রীতি উৎপন্ন করে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

একদিন তিনি বদহজমের দরুন ভীষণভাবে বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ভগবান গাথাযোগে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন :

"হে ভিক্ষু, তুমি বাতরোগাক্রান্ত হয়ে রোগের উপযুক্ত ওষুধপথ্য না পেয়ে এই মহা অরণ্যের কঠিন ভুমিতে কীভাবে বাস করবে?"

তা শুনে স্থবির প্রত্যুত্তরে বললেন :

"আমি বিপুল প্রীতি-সুখে শরীরকে স্ফুরিত করে দুঃখময় জীবনযাপন সহ্য করে কাননে বসবাস করব।"

"আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থান, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ প্রভৃতি ভাবনা করে কাননে বসবাস করব।"

"আমি আরব্ধবীর্য, নির্বাণগতপ্রাণ ও নিত্য দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং পরম মৈত্রীভাবাপন্ন, শীলবান ব্রহ্মচারীদের গুণ দেখেই কাননে বাস করব।"

"আমি শ্রেষ্ঠ, শান্ত, দান্ত, সমাহিত সম্যকসম্বুদ্ধকে অনুস্মরণ করে রাত-দিন অতন্দ্রভাবে কাননে বাস করব।"

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে "আজ থেকে লক্ষকল্প আগে" প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৮. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে অনোম নামে অমিত পদুমুত্তর নায়ক বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৯. তাঁর মুখ প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুশ্রী আর দেহচ্ছবিও পদ্মতুল্য। তিনি পদ্মের ন্যায় পৃথিবীর সবকিছুতে অলিপ্ত থাকেন।

৩০. তিনি বীর, শ্বেতপদ্মের পাতার মতো মনোজ্ঞ, কান্ত চক্ষুর অধিকারী ও পদ্মগন্ধী। তাই তিনি পদুমুত্তর।

৩১. তিনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, চক্ষুহীন অন্ধ সত্ত্বগণের চক্ষুসদৃশ, শান্তস্বভাবী,

অনন্ত গুণের আধার ও করুণার সাগর।

৩২. সেই মহাবীর পদুমুত্তর বুদ্ধ ব্রহ্মা, অসুর ও দেবতাদের দ্বারা পূজিত। সদেবমনুষ্যাকীর্ণ হয়ে জনমধ্যে তিনিই জিনোত্তম।

৩৩. তিনি সুগন্ধযুক্ত বদনে ও কোকিলের মতো মধুর কণ্ঠে সকল পরিষদকে আনন্দ দান করেন। একদিন তিনি তাঁর এক ভিক্ষুকে এই বলে প্রশংসা করছিলেন :

৩৪. আমার শাসনে এই বক্কলি ভিক্ষুর মতো অন্য একজনও নেই, যিনি শ্রদ্ধাশীল, সুমতিপরায়ণ ও নিয়ত আমার দর্শনকামী।

৩৫. তখন আমি হংসবতী নগরে এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলাম। পদুমুত্তর ভগবানের মুখে সেই কথা শুনে আমিও মনে মনে তার মতো হবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম।

৩৬. তখন আমি সেই বিমল তথাগতকে সশিষ্যে নিমন্ত্রণ করে সাত দিন পর্যন্ত ভোজন করিয়ে তাঁদের সকলকে একটি করে বস্ত্র দান করেছিলাম।

৩৭. আমি অনন্ত গুণের সাগর বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা নিবেদন করে প্রীতিপূর্ণ মন নিয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম :

৩৮. ভন্তে ভগবান, আপনি যেই ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসা করেছেন, আমিও তাঁর মতো হতে চাই।

৩৯. এভাবে প্রার্থনা জানালে অনাবরণ-দর্শন মহামুনি, মহাবীর বুদ্ধ পরিষদের মধ্যে এই কথা বলেছিলেন :

৪০. দেখো মসৃণ সুবর্ণবস্ত্র পরিহিত, গায়ে সুবর্ণ কোমরবন্ধ পরিহিত ও জনগণের মনোহরণকারী এই মানবকে দেখো।

৪১. এই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে মহর্ষি গৌতম ভগবানের শাসনে শ্রদ্ধাশীল শ্রাবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করবে।

৪২. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে সর্বসন্তাপ বর্জিত হয়ে ও সকল প্রকার ভোগসম্পত্তির অধিকারী হয়ে সুখে জন্মসঞ্চরণ করবে।

৪৩. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৪৪. সে তাঁর শাসনে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে বক্কলি নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

৪৫. সেই কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৪৬. সর্বত্রই সুখী হয়ে ভবভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে আমি

শ্রাবস্তীর এক জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪৭. আমার হস্তপদ ছিল নবনীত ও অশোক বৃক্ষের পত্রপল্লবের মতো মৃদু ও কোমল। তখন মন্দভাবে উত্থানশায়ী আমাকে এক পিশাচী ও এক যক্ষিনী ভয় দেখাত।

৪৮. ভয়ে আমার মাতাপিতা তখন আমাকে মহর্ষি সম্যকসম্বুদ্ধের পদমূলে শুইয়ে রেখে বললেন, হে নাথ, এই শিশুটিকে আপনার কাছে দান করছি। হে নায়ক, আপনি তাকে আশ্রয় দান করুন।

৪৯. তখন ভীতুদের পরম আশ্রয় মহামুনি বুদ্ধ তাঁর চক্রাঙ্কিত মৃদু কোমল হাত দিয়ে আমাকে গ্রহণ করলেন।

৫০. তখন আমি সর্বপ্রকার বৈরীমুক্ত ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে সুখে বেড়ে উঠছিলাম।

৫১. আমি সুগতকে ছাড়া মোটেই থাকতে পারতাম না। ভীষণ উৎকণ্ঠিত হতাম। আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

৫২. আমি সর্ববিধ পারমীসম্ভার পরিপূর্ণ, নীলাক্ষিবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ রূপ-লাবণ্যময়, সর্ববিধ শুভাকীর্ণ বুদ্ধকে অতৃপ্ত নয়নে দেখে দেখে বসবাস করতাম।

৫৩. বুদ্ধের রপ-লাবণ্যের প্রতি আমার গভীর রতির কথা অবগত হয়ে তিনি তখন আমাকে এই বলে উপদেশ দিলেন : 'যথেষ্ট হয়েছে, বক্কলি, মূর্খজন-নন্দিত এই রূপের প্রতি রমিত হয়ে তোমার লাভ কী?'

৫৪. যে সদ্ধর্মকে দেখে সে আমাকে দেখে, সে পণ্ডিত। আর যে সদ্ধর্মকে দেখে না সে আমাকে দেখেও দেখে না।

৫৫. এই দেহের উপদ্রবের কোনো শেষ নেই। এই দেহ বিষবৃক্ষতুল্য, সকল প্রকার রোগের আবাসভূমি ও কেবল দুঃখের পুঞ্জ।

৫৬. তাই রূপের প্রতি বিরাগী হও। পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয় দেখ। উপক্লেশগুলোকে চেয়ে দেখ। তবেই সুখে অবস্থান করতে পারবে।

৫৭. এভাবে পরম হিতৈষী লোকনায়ক বুদ্ধকর্তৃক অনুশাসিত হয়ে আমি গৃধ্রকূট পর্বতে উঠে এক গিরিকন্দরে ধ্যানে রত হয়েছি।

৫৮. আমি যখন পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করছি, তখন মহামুনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি 'বক্কলি' বলে আমাকে ডাক দিলেন। তাঁর সেই ডাক শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম।

৫৯. আমি বহুশত পুরুষ-পরিবেষ্টিত শৈলপ্রপাতের দিকে ধাবিত

হয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমি বুদ্ধের প্রভাবে সুখে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম।

৬০. পুনরায় তিনি আমাকে পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয় ধর্মদেশনা করেছিলাম। আমি সেই উদয়-ব্যয় ধর্মজ্ঞাত হয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৬১. একদিন বিশাল পরিষদের মধ্যে মহামতি বুদ্ধ আমাকে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৬২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৬৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বক্কলি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বক্কলি স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. মহাকপ্পিন স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি ভগবানের ধর্মকথা শুনছিলেন, এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে উপদেশদানকারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করলেন।

তারপর তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে বহু জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে বারাণসীর অদূরে এক কারিগর গ্রামে প্রধান কারিগরের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। তখন এক হাজার পচ্চেক বুদ্ধ হিমালয়ে আট মাস অবস্থানের পর বর্ষার চারি মাস জনপদে বসবাস করতেন। তাঁরা একবার বারাণসীর অদূরে নেমে এসে 'শয্যাসন তৈরির জন্য কিছু সরঞ্জাম খোঁজ কর' বলে রাজার কাছে আটজন পচ্চেক বুদ্ধকে পাঠালেন। কিন্তু তখন রাজার হলকর্ষণ উৎসব চলছিল। তারপরও 'পচ্চেক বুদ্ধগণ এসেছেন, শুনে উৎসব

থেকে বেরিয়ে এসে রাজা কারণ জিজ্ঞেস করলেন। এদিকে পচ্চেক বুদ্ধগণ অন্য কোনো গ্রামে প্রবেশের উদ্দেশে চলে গেলেন।

ঠিক সেই সময় প্রধান কারিগরের স্ত্রী কোনো এক কার্যোপলক্ষে বারাণসীতে যাচ্ছিলেন। যাবার সময় সেই পচ্চেক বুদ্ধগণকে দেখে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে, এই অবেলায় কোথা থেকে আসছেন? তারা সবকিছু খুলে বললেন। সেই স্ত্রী ভীষণ শ্রদ্ধাবতী ও বুদ্ধিমতি। তাঁদের কথা শোনার পর সে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করল এই বলে : 'ভন্তে, আগামীকাল আমাদের এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।' 'বোন, আমরা তো অনেক।' 'ভন্তে, আপনারা কতজন?' 'বোন, আমরা এক হাজারজন।' 'ভন্তে, আমাদের গ্রাম অনেক বড়। হাজারো মানুষের বাস। তারা এককে জন এককে জনকে ভিক্ষা দেবে। কোনো অসুবিধ নেই। আমরাই আপনাদের জন্য বাসস্থান তৈরি করে দেব।' সেই স্ত্রীলোকটি বললেন। পচ্চেক বুদ্ধগণ তাতে সম্মত হলেন।

সেই স্ত্রীলোকটি গ্রামে গিয়ে সকলের উদ্দেশে ঘোষণা দিল যে, 'মা-বোনেরা, আমি এক হাজার পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে নিমন্ত্রণ করেছি। তাঁদের জন্যে বসার আসনের ব্যস্থা করুন। যাগু-ভাত প্রভৃতি খাদ্য-ভোজ্য তৈরি করুন।' তারপর সবাই গ্রামের মধ্যে মণ্ডপ তৈরি করাল। বসার আসন তৈরি করাল। পরদিন তারা পচ্চেক বুদ্ধগণকে আসনে বসিয়ে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশন করল। ভোজনের পর সেই গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সবাই মিলে পচ্চেক বুদ্ধগণকে বন্দনা করে বর্ষার তিনমাস অবস্থানের জন্যে নিমন্ত্রণ করল। পুনরায় তারা গ্রামবাসীদের সবকিছু ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাল। তারপর তারা সবকিছু ব্যবস্থা করে দিলে পচ্চেক বুদ্ধগণ সেখানে সুখে বর্ষাবাস কাটালেন। বর্ষা শেষে পচ্চেক বুদ্ধগণ অনুমোদন করে চলে গেলেন। সেই গ্রামবাসীরাও এই পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করল। সেখানে তাদের নাম হলো 'গণদেবতা'।

তারা সেখানে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় এক কুটুম্বিকের ঘরে জন্ম নিল। পূর্বে যে প্রধান কারিগর ছিল সে প্রধান কুটুম্বিকের পুত্র হয়ে জন্ম নিল। তার স্ত্রী ও প্রধান কুটুম্বিকের কন্যা হয়ে জন্ম নিল। বাকি স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য কুটুম্বিকের কন্যা হয়ে জন্ম নিল। তারা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পতিগৃহে গেল।

একদিন তাদের স্বামীরা বিহারে গিয়ে শুনতে পেল যে, 'শাস্তা ধর্মদেশনা করবেন।' তাই তারা সবাই নিজ নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মশ্রবণের উদ্দেশ্যে

বিহারে গেল। তারা বিহারের মাঝখানে পৌঁছামাত্রই প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। যাদের কুলপুত্র বা জ্ঞাতি-শ্রামণের আছে তারা তাদের পরিবেণে ঢুকে পড়ল। কিন্তু তাদের সেরকম কোনো কুলপুত্র বা জ্ঞাতি-শ্রামণের না থাকায় তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল।

তারপর প্রধান কুটুম্বিক অন্য কুটুম্বিকদের বলল, 'বন্ধুরা, দেখেছ, আমাদের এমন বিপদ দেখেও কুলপুত্ররা এতটুকু লজ্জাবোধ করেনি!' 'আর্য, এখন আমরা কী করব?' 'আমাদের আস্থাভাজন কেউ না থাকায় আমরা এমন বিপদে পড়েছি। চলো, আমরা সবাই মিলে একটি বিশাল পরিবেণ তৈরি করব।' 'আর্য, ভালো' বলে একজন কুটুম্বিক হাজার টাকা দিল। বাকিরা পাঁচশ টাকা করে দিল। তাদের স্ত্রীরা আড়াইশ টাকা করে দিল। তারা সেই টাকাগুলো দিয়ে শাস্তার বসবাসের জন্যে একটি বিশাল পরিবেণ তৈরি করল। তারপর তারা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষসংঘকে সপ্তাহকাল মহাদান দিল। বিশ হাজার ভিক্ষুকে চীবর দান করল।

এদিকে প্রধান কুটুম্বিকের স্ত্রী ছিল অসম্ভব প্রজ্ঞাবতী। সে ভাবল, আমি আরও বেশি করে শাস্তাকে পূজা করব। তারপর সে হাজার টাকা মূল্যমানের একটি অনোজপুষ্পবর্ণের বস্ত্র ও অনোজপুষ্প নিয়ে শাস্তাকে পূজা করল এবং বস্ত্রটি শাস্তার পদমূলে রেখে 'ভন্তে, জন্মে জন্মে আমার শরীর অনোজপুষ্পবর্ণের মতো হোক! বলে প্রার্থনা করল। শাস্তা 'তা-ই হোক!' বলে তার প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। তারা সবাই যথা-আয়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করল। এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে প্রধান কুটুম্বিক কুক্কুটবতী নগরে রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করল। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে মহাকপ্পিন রাজা নামে পরিচিতি হলো। বাকি সকলে রাজ-অমাত্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করল। প্রধান কুটুম্বিকের স্ত্রী মদ্দরাষ্ট্রে সাকল নগরে রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করল। তখন তার শরীর পূর্বপ্রার্থনাবলে অনোজপুষ্পবর্ণের হলো। তাই তার নাম রাখা হলো অনোজা। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর মহাকপ্পিন রাজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে সে 'অনোজা দেবী' নামেই সবিশেষ পরিচিত হলো।

বাকি স্ত্রীলোকেরাও অমাত্যকুলে জন্ম নিল এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর অন্য অমাত্যকুলের পুত্রদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। তারা সকলে রাজসম্পত্তির ন্যায় সম্পত্তি ভোগ করল। রাজা যখন অলংকার-প্রতিমণ্ডিত হয়ে হাতির পিঠে আরোহণ করে বিচরণ করতেন তখন তারাও তার সহচর হতো। অনুরূপভাবে ঘোড়া অথবা রথে চড়ে বিচরণকালেও তারা সহচর

হতো। এভাবে তারা একত্রে কৃতপুণ্যের ফল একসাথে ভোগ করল। কিন্তু তখন রাজার বালো, বালবাহনো, পুপ্‌ফোফ, পুস্পবাহন ও সুপত্তো নামে পাঁচটি ঘোড়া ছিল। রাজা নিজে সুপত্তো নামক ঘোড়ায় আরোহণ করে সংবাদ আনা-নেওয়ার কাজ করত। একদিন রাজা তাদের খুব ভোরে ভোজন করিয়ে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন : 'বৎসগণ, যাও, চারদিকে তিন বা চার যোজন জায়গা ঘুরে বুদ্ধ, ধর্ম বা সংঘ উৎপন্ন হয়েছেন কি না জেনে এসে আমাকে এই সুখবরটি জানাও।" তারা চারজনে চারটি দ্বার দিয়ে বের হয়ে দু-তিন যোজন জায়গা ঘুরে কোনো খবর না পেয়ে ফিরে আসল।

একদিন রাজা সুপত্তো ঘোড়ায় আরোহণ করে হাজারো অমাত্য-পরিবৃত হয়ে উদ্যানে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত পাঁচশ বণিককে নগরে প্রবেশ করতে দেখতে পেলেন। তারপর 'এদের কাছ থেকেই একটি সুসংবাদ পাব' এই ভেবে তিনি তাদের কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?' 'প্রভু, এখান থেকে বিশশত যোজন দূরে শ্রাবস্তী নামক একটি নগর আছে। আমরা সেখান থেকে আসতেছি।' 'আপনাদের দেশের কোনো সুসংবাদ আছে কি?' 'প্রভু, তেমন কোনো সুসংবাদ তো নেই। তবে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন।' তৎক্ষণাৎ রাজার শরীর দিয়ে বলবতী স্ফূরণা প্রীতির সুবাস বয়ে গেল। হঠাৎ এমন কথা শুনায় তিনি ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস, কী বলেছেন?' 'প্রভু, বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন।' রাজা দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর চতুর্থবারের মতো আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস, কী বলেছেন?' 'প্রভু, বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন।' রাজা তাদের উত্তরে ভীষণভাবে প্রীত হয়ে তাদের বললেন, 'বৎসগণ, এমন একটি সুসংবাদ আমাকে দেওয়ার জন্যে আমি আপনাদের লক্ষ টাকা পুরষ্কার দেব।' তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎসগণ, অন্য কোনো সুসংবাদ আছে কি?' 'প্রভু, আছে। ধর্ম উৎপন্ন হয়েছে।' রাজা তা শুনে আগের মতো একবার, দুবার করে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর করল, 'প্রভু, ধর্ম উৎপন্ন হয়েছে।' রাজা আগের মতো অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাদের বলল, 'আমি আপনাদের আরও এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেব।' তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎসগণ, আরও অন্য কোনো সুসংবাদ আছে কি?' 'প্রভু, আছে। সংঘ উৎপন্ন হয়েছে।' রাজা তা শুনে আগের মতো একবার, দুবার করে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর করল, 'প্রভু, সংঘ উৎপন্ন হয়েছে।' রাজা আগের মতো অত্যন্ত প্রীত

হয়ে বলল, 'আমি আপনাদের আরও এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেব।' তারপর রাজা আস্তে করে সহচর অমাত্যদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎসগণ, এখন আমরা কী করব?' 'প্রভু, আপনি কী করতে চান?' "বৎসগণ, 'বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন, ধর্ম উৎপন্ন হয়েছে, সংঘ উৎপন্ন হয়েছে' শুনে আমার তো আর ঘরে ফিরে যাবার কোনো ইচ্ছা নেই। আমি এখন ভগবানের উদ্দেশে যাত্রা করব। আমি তাঁর কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।" 'প্রভু, আমরাও আপনার সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।' রাজা তখন সোনার পাতে লিখে বণিকদের মাধ্যমে এই বার্তা পাঠালেন, 'এই বার্তাটি অনোজা দেবীকে দেবেন। তিনি আপনাদের তিন লাখ টাকা দেবেন। আপনারা তাকে আমার হয়ে এই কথা বলে দেবেন, 'রাজার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আপনি যথাসুখে পরিভোগ করুন!' যদি জিজ্ঞেস করে 'রাজা কোথায়?' তখন তাকে বলে দেবেন, 'রাজা শাস্তার উদ্দেশে প্রব্রজিত হওয়ার জন্যে চলে গিয়েছেন। অমাত্যগণও নিজ নিজ স্ত্রীদের উদ্দেশে সেভাবে সংবাদ পাঠালেন। তারপর রাজা আর দেরি না করে বণিকদের বিদায় জানিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে হাজারো অমাত্য-পরিবেষ্টিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে শাস্তাও সেদিন খুব ভোরে পৃথিবী অবলোকন করতে গিয়ে সপরিষদ মহাকপ্পিন রাজাকে দেখে ভাবলেন, এই মহাকপ্পিন রাজা বণিকদের কাছ থেকে ত্রিরত্নের কথা শুনে রাজ্য ত্যাগ করে হাজারো অমাত্য-পরিবৃত হয়ে আমার উদ্দেশে প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক। সপরিষদে সে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করবে। আমি নিজের অভ্যর্থনা জানাব।'

পরদিন ভগবান নিজে পাত্রচীবর নিয়ে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এক নিগ্রোধবৃক্ষমূলে ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ করে উপবেশন করলেন। এদিকে রাজাও আসার সময় সামনে একটি নদী দেখে সহচরদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নদীর নাম কী?' 'এই নদীর নাম অপরচ্ছা নদী।' 'বৎসগণ, এই নদী কত বড়?' 'প্রভু, এই নদীর গভীরতা প্রায় দুই মাইলের কাছাকাছি। আর এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় চার মাইলের কাছাকাছি।' 'এখানে পার হবার জন্যে ভেলা আছে কি?' 'প্রভু, তেমন তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।' 'নৌকা, ভেলা প্রভৃতির খোঁজ করতে গিয়ে তো আমরা বুড়া হয়ে যাব, মরে যাব। আমি নির্দ্বিধায় ত্রিরত্নের উদ্দেশে বের হয়েছি। ত্রিরত্নের প্রভাবেই 'এই জল জলের মতো না হোক!' এই অধিষ্ঠান করে বার বার 'ইতিপি সো ভগবা...' বলে বুদ্ধগুণ স্মরণ করতে লাগলেন। তারপর সপরিষদ জলের উপর পা বাড়ালেন। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, তারা সবাই সিন্ধুদেশীয় অশ্বপৃষ্ঠে

আরোহণের ন্যায় সেই নদী পার হলেন।

তারপর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আরও একটি নদী সামনে পড়ল। তখন সহচরদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নদীর নাম কী?' 'প্রভু, এই নদীর নাম নীলবাহা।' 'এই নদী কত বড়?' 'প্রভু, এই নদীর গভীরতা অর্ধযোজন, আর বিস্তৃতিও অর্ধযোজন।' ঠিক আগের মতো করে তিনি এই নদীটিও ধর্মের গুণ স্মরণ করে পার হলেন।

তারপর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আরও একটি নদী সামনে পড়ল। তখনো তিনি সহচরদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নদীর নাম কী?' 'প্রভু, এই নদীর নাম চন্দ্রভাগা।' 'এই নদী কত বড়?' 'প্রভু, এই নদীর গভীরতা ও বিস্তৃতি এক যোজন।' এখানেও ঠিক আগের মতো করে তিনি এই নদীটি সংঘের গুণ স্মরণ করে পার হলেন।

সেই নদীটি পার হওয়ার পর সামনের দিকে আগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় শাস্তার শরীর হতে নির্গত ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মির দ্বারা নিগ্রোধবৃক্ষের পত্র-পল্লব জ্বল জ্বল করছিল। তা দেখে তিনি চিন্তা করলেন, এই জ্যোতি কোনো চন্দ্র, সূর্য অথবা দেব-মানব-ব্রহ্মা-সুপর্ণ-নাগের হতে পারে না। এই জ্যোতি নিশ্চয় শাস্তার। শাস্তা সম্যকসম্বুদ্ধ নিশ্চয় আমাকে দেখতে পেয়েছেন। তারপর তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে শাস্তার কাছে গেলেন। তিনি শাস্তাকে বন্দনা করে একপার্শ্বে বসলেন। সাথে অমাত্যরাও বসলেন। তখন শাস্তা তাদের আনুপূর্বিক কথা বললেন। দেশনা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সপরিষদ রাজা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

তারপর সবাই মিলে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। তখন শাস্তা তাদের ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর লাভের হেতু আছে কি না জানতে গিয়ে দেখতে পেলেন, এই কুলপুত্ররা হাজারো পচ্চেক বুদ্ধকে হাজারো চীবর দান করেছিল। কাশ্যপ বুদ্ধের সময় বিশ হাজার ভিক্ষুকে বিশ হাজার চীবর দান করেছিল। এই কুলপুত্রদের ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর লাভের হেতু প্রবল। তারপর শাস্তা ডানহাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এসো ভিক্ষগণ, দুঃখের অন্তসাধন করার জন্যে ব্রহ্মচর্য আচরণ করো।' তৎক্ষণাৎ তারা অষ্টপরিষ্কারধারী হয়ে ষাটবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় আকাশে উত্থিত হয়ে শাস্তাকে বন্দনা নিবেদন করে একপার্শ্বে বসলেন।

এদিকে সেই বণিকেরা রাজার ঘরে গিয়ে অনোজা দেবীকে রাজার পাঠানো বার্তাসহ সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে শোনাল। দেবীও রাজার ন্যায় বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের কথা শুনে পরম প্রীতিতে উদ্বেলিত হলো। তারপর দেবী

তাদের সমস্ত রাজ্যধন দিয়ে দেওয়ার কথা ব্যক্ত করলে তারাও দেবীর সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করল। তারাও ঠিক রাজার মতো করে প্রথমে অপরচ্ছা নদী, তারপর নীলবাহা নদী এবং সর্বশেষে চন্দ্রভাগা নদী পার হলো।

এদিকে শাস্তা তাদের আসার কথা জেনে তারা যাতে তাদের স্বামী ভিক্ষুদের দেখতে না পায় সেভাবে অধিষ্ঠান করলেন। তারাও ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মিতে আলোকোজ্জ্বল শাস্তাকে দেখে প্রথমে বন্দনা করল। তারপর একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে দেবী শাস্তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভন্তে, মহাকপ্পিন রাজা আপনার উদ্দেশেই গৃহত্যাগ করেছেন, তিনি কোথায়? আমাকে দেখান।' শাস্তা বললেন, 'বসো, এখানেই তোমরা তাকে দেখতে পাবে।' শাস্তার কথায় তারা সবাই খুশী হয়ে বসে পড়ল। শাস্তা তাদের আনুপূর্বিক ধর্মকথা বললেন। তারপর দেশনা শেষে অনোজা দেবীসহ তারা সবাই স্রোতাপত্তিফল লাভ করল। আর মহাকপ্পিন স্থবির তাদের উদ্দেশে দেওয়া ধর্মদেশনা শুনে সপরিষদ প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে শাস্তা তাদের স্বামী ভিক্ষুদের দেখালেন। তারা আসার সাথে সাথেই যদি শাস্তা তাদের স্বামী ভিক্ষুদের দেখাতেন, তাহলে তাদের চিত্তের একাগ্রতা আসত না, তারা মার্গফলও লাভ করতে পারত না। তাই তারা যখন মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং স্বামী ভিক্ষুরা যখন অর্হত্ত্ব লাভ করলেন, তখনি শাস্তা তাদের স্বামী ভিক্ষুদের দেখালেন। তারা তাদের স্বামী ভিক্ষুদের দেখে বন্দনা করে বললেন, 'ভন্তে, আপনারা প্রব্রজিতের করণীয় কার্য শেষ করেছেন।' তারপর তারা শাস্তাকে বন্দনা করে একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল।

এভাবে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলে পরে শাস্তা উৎপলবর্ণা থেরীর আগমন চিন্তা করলেন। তৎক্ষণাৎ উৎপলবর্ণ থেরী আকাশপথে এসে তাদের সবাইকে নিয়ে আকাশপথে ভিক্ষুণী আবাসে নিয়ে গিয়ে প্রব্রজ্যা দিলেন। তারা সবাই অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করল। শাস্তা এক হাজার ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে আকাশপথে জেতবনে আসলেন। এদিকে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন প্রায়শ 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলে প্রীতিপূর্ণ উদান গাথা বলতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে বিষয়টি অবগত করলেন। ভগবান তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে কপ্পিন, সত্যিই কি তুমি কামসুখের জন্যে এই প্রীতিপূর্ণ উদান গাথা বলছ?' তখন মহাকপ্পিন স্থবির বললেন, 'ভন্তে, ভগবানই ভালো করে জানেন যে, আমি কামসুখের জন্যে নাকি অন্য কিছুর জন্যে এই প্রীতিপূর্ণ উদান গাথা

বলছি।' তারপর শাস্তা বললেন, হে ভিক্ষুগণ, 'আমার পুত্র কামসুখ বা রাজ্যসুখের জন্যে এই প্রীতিপূর্ণ উদানগাথা বলছে না। আমার পুত্রের ধর্মাচরণকালে ধর্মপ্রীতি উৎপন্ন হয়। সে অমৃত মহানির্বাণকে ভিত্তি করেই এভাবে প্রীতিপূর্ণ উদানগাথা বলছে।' অতঃপর শাস্তা এই ঘটনা প্রসঙ্গে ধর্মদেশনা করতে গিয়ে এই গাথাটি বললেন :

"ধর্মপায়ী সুখে থাকে হয়ে বিপ্রসন্ন চিত,
আর্যপ্রদর্শিত ধর্মে পণ্ডিত নিয়ত প্রীত।"

অতঃপর একদিন শাস্তা ভিক্ষুদের ডেকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, কপ্পিন ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা করে কি?' 'ভন্তে, তিনি প্রায় সময় নিজে দৃষ্টধর্ম-সুখবিহারে নিয়োজিত থাকেন। উপদেশ প্রায় দেন না বললেই চলে।' তারপর শাস্তা কপ্পিনকে ডেকে বললেন, 'হে কপ্পিন, সত্যিই কি তুমি অন্তেবাসী ভিক্ষুদের কোনো উপদেশ দাও না?' 'হ্যাঁ ভন্তে, সত্য।' 'ব্রাহ্মণ, তুমি এমন কাজ করিও না। আজ থেকে তুমি ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা করবে।' 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে স্থবির ভগবানের কথায় সম্মত হলেন। তারপর একবার উপদেশ দিয়েই তিনি হাজারো শ্রমণকে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সে কারণেই শাস্তা তাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুদেরকে উপদেশদানকারী আমার শিষ্যদের মধ্যে মহাকপ্পিনই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে স্থবির অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৬. সর্বধর্মে বিশেষ পারদর্শী পদুমুত্তর জিন শরতের আকাশে উদিত সূর্যের ন্যায় জগতের আকাশে উদিত হয়েছিলেন।

৬৭. সেই পদুমুত্তর জিন স্বীয় মধুর বাক্যের দ্বারা মানুষের বোধ উৎপন্ন করেছিলেন এবং জ্ঞানরশ্মির দ্বারা ক্লেশপঙ্ক শুষ্ক করেছিলেন।

৬৮. সূর্যের উদয়ে যেমন জোনাকি পোকার আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তেমনি পদুমুত্তর জিনের উৎপত্তিতে তীর্থিয়দের যশ হ্রাস পায়। তিনি আলোকোজ্জ্বল দিবাকরের মতো চতুরার্যসত্যের আভা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৬৯. তিনি ছিলেন অনন্ত গুণের আধার ও অসংখ্য রত্নের সাগর। তিনি বর্ষণমুখর মহামেঘের ন্যায় ধর্মমেঘের দ্বারা অমৃতবারি বর্ষণ করছিলেন।

৭০. তখন আমি হংসবতী নগরে একজন প্রখ্যাত অক্ষদর্শী নামক আচার্য ছিলাম। একদিন আমি পদুমুত্তর ভগবানের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা

শুনেছিলাম।

৭১. তখন তিনি আমার সামনে ভিক্ষুদের উপদেশ দানে অভিজ্ঞ এমন একজন ভিক্ষুর ভূয়সী প্রশংসা করলে পরে আমার মন খুশীতে ভরে উঠেছিল।

৭২. তা শুনে আমি ভীষণভাবে প্রীত ও খুশী হয়েছিলাম। তারপর আমি সশিষ্য তথাগতকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করিয়েছিলাম এবং সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৭৩-৭৪. তখন পদুমুত্তর ভগবান রাজহংস সদৃশ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, দেখো, এই অভিজ্ঞ বিচারক মহামাত্যকে দেখো, যে ঊর্ধ্বলোমধারী, মুক্তফলের ন্যায় প্রভাময়, সুন্দর শরীরের অধিকারী ও পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী হয়ে প্রসন্নমুখে আমার পদমূলে পতিত হয়েছে।

৭৫. মহতী পরিষদ-পরিবৃত, রাজযুক্ত, মহাযশস্বী এই ব্যক্তি পরম খুশী মনে হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট হয়ে এই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করেছে।

৭৬. এই প্রণিপাত, ত্যাগ ও প্রার্থনার দ্বারা সে লক্ষকল্প অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করবে না।

৭৭. দেবকুলে দেবসৌভাগ্য আর মনুষ্যকুলে মনুষ্যসৌভাগ্য ভোগ করে পরিশেষে সে পরম কাঙ্ক্ষিত নির্বাণ লাভ করবে।

৭৮. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৭৯. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত ধর্মদায়াদ, ধর্মপুত্র কপ্পিন নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

[তারপর মহাকপ্পিন স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

৮০. সেই থেকে আমি জিনশাসনে বহু পুণ্যকর্ম করে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৮১. আমি শত শতবার দেবমনুষ্যলোকে রাজত্ব করে বারাণসীর সন্নিকটে কেনিয় জাতিতে জন্ম নিয়েছিলাম।

৮২. তখন আমি সস্ত্রীক হাজারো আত্মীয় পরিজন-পরবৃত হয়ে পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধকে সেবা-শুশ্রূষা করেছিলাম।

৮৩. তিন মাস যাবৎ পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধকে ভোজন দান করার পর প্রত্যেককে ত্রিচীবর দান করেছিলাম। তারপর সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমরা সবাই তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়েছিলাম।

৮৪. পুনরায় আমরা সবাই মনুষ্যত্ব লাভ করেছিলাম, হিমালয়ের পার্শ্ববর্তী কুক্কুট নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৮৫. আমি কপ্পিন নামে মহাযশস্বী রাজপুত্র হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম বাকিরা অমাত্যকুলে জন্ম নিয়ে আমাকেই পরিবৃত করেছিল।

৮৬. আমি সকল প্রকার ভোগসম্পত্তি লাভ করে প্রভূত রাজ্যসুখ পেয়েছিলাম। একদিন আমি বণিকদের মুখ থেকে বুদ্ধ-উৎপত্তির কথা শুনেছিলাম।

৮৭. পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। তিনিই অদ্বিতীয় ও একমাত্র ব্যক্তি যিনি অমৃত সুখকর সদ্ধর্ম দেশনা করেন।

৮৮. তাঁর শিষ্যরা বুদ্ধশাসনে সুনিয়োজিত, সুমুক্ত ও অনাসক্ত। আমি তাদের মুখে এই সুবচন শুনে বহু ধন দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করেছিলাম।

৮৯-৯০. অমাত্যসকলকে সঙ্গে করে আমি রাজ্য ত্যাগ করে বুদ্ধমামক[১] হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলাম। সামনে কানাই কানাই পূর্ণ মহাচন্দ নদীকে দেখে আমি দুস্তর পারাপার কোনো আলম্বন ছাড়াই শুধু বুদ্ধগুণ স্মরণ করে যথাসুখে সেই নদী পার হয়েছিলাম।

৯১. সত্যই যদি বুদ্ধ ভবস্রোত উত্তীর্ণ হন, লোকবিদ ও জ্ঞানী হয়ে থাকেন, তবে এই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার গমন সফল হোক।

৯২. সত্যই যদি শান্তিগামী মার্গ মোক্ষপ্রদায়ক ও পরম সুখদায়ক হয়, তবে এই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার গমন সফল হোক।

৯৩. সত্যই যদি সংঘ কান্তারোত্তীর্ণ, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়ে থাকে, তবে এই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার গমন সফল হোক।

৯৪-৯৫. আমার এই সত্যক্রিয়ার ফলে পথ থেকে যেন সমস্ত জল সরে গিয়েছিল। তাতে আমি নির্বিঘ্নে নদী পার হয়েছিলাম। তারপর আমি মনোরম নদীতীরে উপবিষ্ট উদীয়মান প্রখর সূর্যের ন্যায় প্রভাংকর বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তখন তিনি সুবর্ণ খণ্ডের ন্যায় জ্বল জ্বল করছিলেন এবং দ্বীপবৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ময় ছিলেন।

৯৬-৯৭. আমি নক্ষত্র-তারকারাজি-পরিবেষ্টিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চাঁদের ন্যায় ও দেব-পরিবৃত হয়ে বসবাসরত ইন্দ্ররাজার ন্যায় শ্রাবক-পরিবেষ্টিত ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা করে অমাত্যগণসহ একপার্শ্বে বসেছিলাম। তিনি আমাদের অভিপ্রায় জেনে সেভাবেই ধর্মদেশনা করেছিলেন।

---

[১]। 'বুদ্ধই আমার' এ রকম ভাবে এমন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি।

৯৮. আমরা তাঁর বিমল ধর্মদেশনা শুনে আমরা তাঁকে এই কথা নিবেদন করেছিলাম, 'হে মহাবীর, আমাদের প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। আমরা এই ভবের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হয়েছি।

৯৯. তখন মহামুনি বুদ্ধ আমাদের লক্ষ করে এই কথা বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের দুঃখের অন্তসাধনের জন্যে ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তোমরা যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য আচরণ কর।

১০০. বুদ্ধ এই কথা বলার সাথে সাথেই আমরা সবাই ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর পেয়ে ষাটবর্ষীয় ভিক্ষুবেশ ধারণ করেছিলাম। আমরা বুদ্ধের শাসনে যুগপৎ উপসম্পন্ন ও স্রোতাপন্ন হয়েছিলাম।

১০১. তারপর শ্রাবস্তীর জেতবনে গিয়ে বিনায়ক বুদ্ধ আমাদের অনুশাসন করেছিলেন। অনুশাসিত হয়ে আমরা সবাই অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১০২. তারপর একদিন আমি হাজারো ভিক্ষুকে অনুশাসন করেছিলাম। আমার দ্বারা অনুশাসিত হয়ে তারাও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েছিল।

১০৩. আমার গুণে তুষ্ট হয়ে জিনোত্তম বুদ্ধ আমাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছিলেন, 'ভিক্ষুদের উপদেশদানকারী আমার শিষ্যদের মধ্যে কপ্পিনই শ্রেষ্ঠ।'

১০৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমার কৃতকর্ম এই শেষ জন্মেও ফল দিয়েছে। এখন আমি প্রমুক্ত, তীরের গতিতে আমার সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি।

১০৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকপ্পিন স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. মল্লপুত্র দব্ব স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে হংসবতী নগরে এক শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রভূত বিত্তবৈভবের অধিকারী মহাধনাঢ্য। শাস্তার প্রসন্ন হয়ে একদিন শাস্তার ধর্মদেশনা শুনতে শয্যাসন প্রজ্ঞাপক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছেন। তারপর তিনি প্রসন্নমনে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করলেন। সপ্তাহকাল মহাদান দিলেন। পরিশেষে ভগবানের পদমূলে মাথা ঠেকিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করলেন। ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে বললেন।

তারপর তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গে জন্ম নিলেন। সেখানে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন এবং আয়ুশেষে চ্যুত হয়ে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্ম নিলেন। তখন তিনি অসৎসংসর্গ করায় বিপশ্বী ভগবানের এক শ্রাবক ভিক্ষুকে 'অর্হৎ' বলে জানা সত্ত্বেও মিথ্যা অপবাদ দিলেন। অন্যদিকে বিপশ্বী ভগবানেরই অন্য শ্রাবকদের পালাক্রমে দুধ দান দিলেন। তিনি আজীবন এভাবে পুণ্যকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। পরে তিনি কাশ্যপ বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনের একদম শেষ সময়ে ভগবানের পরিনির্বাণের পর ত্রিরত্নের প্রতি জনগণের অগৌরব, অশ্রদ্ধা চরম আকার ধারণ করলে তিনিসহ সাতজন লোক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারা তাতে ভীষণ হতাশ হয়ে এক প্রত্যন্ত জনপদের গভীর বনে সিড়ি তৈরি করলেন। সিড়ি বেয়ে বিশাল এক খাড়া পর্বতে আরোহণ করে জীবনদুঃখের অবসান মানসে সিড়িটি ফেলে দিলেন। তাদের মধ্যে উপদেষ্টা জ্যেষ্ঠ স্থবির সপ্তাহকালের মধ্যে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তাঁর কনিষ্ঠ স্থবির অনাগামী হলেন। অন্য পাঁচজন ভিক্ষু পরিশুদ্ধ শীল পালনের দরুন মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে এক বুদ্ধান্তর কল্প দিব্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে চারজন যথাক্রমে পুক্কুসাতি, সভিয়, বাহিয় ও কুমারকাশ্যপ নামে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই স্থবির মল্লরাষ্ট্রে অনুপিয় নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মের কী নির্মম পরিহাস, তিনি মাতৃগর্ভ থাকাকালেই তার মা মরে গেল। সেই মৃতশরীর দাহ করার সময় আগুনের তেজে পেট ফেটে গেল এবং এই পুণ্যবান শিশুটি এক দব্ব[১]

---

[১]। এক ধরনের ঘাস।

স্তম্ভে গিয়ে পড়ে থাকল। তার পিতমহী তাকে লালন-পালন করল। দব্বে পতিত হয়েছিল বিধায় তার নাম রাখা হলো 'মলপুত্ত দব্ব'। পরবর্তী সময়ে তিনি পূর্বকৃত পুণ্যবলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি মনোযোগ-সহকারে এবং দরকার হলে ঋদ্ধিযোগে সংঘের সেবা করতে লাগলেন। ইহা দেখে ভগবান তাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক শয্যাসন প্রজ্ঞাপক ভিক্ষুদের মধ্যে মল্লপুত্র দব্বই শ্রেষ্ঠ।'

স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০৮. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোকবিদ, মুনি, চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১০৯. উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সকল প্রাণীকে তীর্ণকারী দেশনাকুশল বুদ্ধ বহু জনতাকে সংসারস্রোত তীর্ণ করে দিয়েছিলেন।

১১০. পরম অনুকম্পাকারী, মহাকারুণিক, সকল প্রাণীর হিতৈষী বুদ্ধ যেসব তীর্থিয় তাঁর মুখোমুখী হতো তাদের সবাইকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১১১. এভাবেই তিনি নিরাকুল ও তীর্থিয়শূন্য হয়ে এবং বশীভূত অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

১১২. সেই মহামুনি আটান্ন প্রকার রত্নে গৌরবমণ্ডিত, উজ্জ্বল কাঞ্চনতুল্য ও বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট।

১১৩. সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তিনি পরিপূর্ণ আয়ু জীবিত থেকে বহুজনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

১১৪. তখন আমি হংসবতী নগরে মহাযশস্বী শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন লোকপ্রদ্যোৎ বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর ধর্মদেশনা শুনছিলাম।

১১৫. তখন তিনি ভিক্ষুদের শয্যাসন প্রজ্ঞাপক এক শিষ্যের ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণভাবে খুশী হয়েছিলাম।

১১৬. মহর্ষি বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘকে মহাদান দিয়ে আমি তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে এই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১১৭-১১৮. তখন মহাবীর বুদ্ধ আমার কৃতকর্মের এই বলে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, যেই ব্যক্তি লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ সংঘকে সপ্তাহকাল ভোজন দান করেছে, সেই কোমল অক্ষিধারী, সিংহের ন্যায় স্বর্ণোজ্জ্বল

ত্বকধারী ব্যক্তি আমার পদমূলে নিপতিত হয়ে এই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছে।

১১৯. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

১২০. এই ব্যক্তি তখন তাঁর শ্রাবক হবে। সে ‘দব্ব’ নামে বিশ্ববিশ্রুত হবে এবং শ্রেষ্ঠ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক হবে।

[অতঃপর মল্লপুত্র দব্ব স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

১২১. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

১২২. আমি তিনশতবার দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২৩. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমি সর্বত্রই সুখী হতাম।

১২৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে পৃথিবীতে চারুদর্শন, সর্ববিধ ধর্মে যথাযথ দর্শনকারী, নায়ক বিপশ্বী ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১২৫. সর্ববিধ আসব ক্ষয় করা তাঁর এক শ্রাবককে আমি ‘পরিশুদ্ধ’ জেনেও প্রদুষ্টমনে অপবাদ দিয়েছিলাম।

১২৬. সেই নরবীর, শ্রাবকদের মহর্ষি বুদ্ধকে আমি শলাকা নিয়ে দুধভাত দান করেছিলাম।

১২৭. তারপর এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১২৮. তিনি বুদ্ধশাসনকে উজ্জ্বল করে অন্যতীর্থিদের পরাভূত করেছিলেন এবং বিনয়নযোগ্য সত্ত্বগণকে বিনমিত (দমন) করে সশিষ্যে পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন।

১২৯. ‘ভগবান নাথ সশিষ্য পরিনির্বাপিত হয়েছেন, শাসনের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল’ এই বলে দেবতারা সংবিগ্ন হয়ে সাশ্রুনয়নে তীব্র স্বরে কেঁদেছিল।

১৩০. অহো, ধর্মচক্ষু নির্বাপিত হয়েছে! আমরা আর সুব্রত বুদ্ধ প্রমুখ তাঁর শ্রাবকসংঘকে দেখতে পাব না! তাঁর সদ্ধর্ম শুনতে পাব না! অহো, আমরা ভীষণ হতভাগা!

১৩১. তখন এই সসাগরা পৃথিবী প্রবল শোকে শোকাভিভূত হয়ে করুণ স্বরে চিৎকার করেছিল।

১৩২. চতুর্দিকে অমনুষ্যরা তখন বিকটভাবে ঢোল বাজিয়েছিল। মনে

হয়েছিল, চারদিক থেকে ভয়াবহ অশনি ফেটে পড়েছিল।

১৩৩. তখন আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো উল্কা পড়েছিল। আকাশে ধুমকেতু দেখা গিয়েছিল। আর জালবদ্ধ হওয়ার ন্যায় করে স্থলচর পশু-পাখিরা তীব্র স্বরে চিৎকার করেছিল।

১৩৪. শাসন পরিহানীসূচক সূর্য উঠতে দেখে তখন আমরা সাতজন উদ্বিগ্ন ভিক্ষু চিন্তা করেছিলাম।

১৩৫. সম্বুদ্ধশাসন বিনা বেঁচে থেকে আমদের কী লাভ? তাই আমরা সবাই মিলে মহারণ্যে প্রবেশ করে জিনশাসনে আত্মনিয়োগ করব।

১৩৬. মহারণ্যের মধ্যে আমরা তখন বেশ উঁচু শৈলপর্বত দেখতে পেয়েছিলাম। আমরা সিড়ি বেয়ে তার উপর উঠে পড়েছিলাম এবং উঠার পর সিড়িটি নিচে ফেলে দিয়েছিলাম।

১৩৭. তখন আমাদের মধ্যে সবার জ্যেষ্ঠ স্থবির আমাদের এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন, বুদ্ধের উৎপত্তি অতীব দুর্লভ। বুদ্ধশাসনের সামান্য অংশ লাভ করাও পরম সৌভাগ্যের।

১৩৮. আমরা অনাদি কাল থেকে অনন্ত দুঃখের সাগরে নিপতিত। তাই আমাদের পক্ষে যতক্ষণ এই বুদ্ধশাসন আছে ততক্ষণ স্বীয় কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করা উচিত।

১৩৯. তারপর আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ স্থবির অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন আর তাঁর কনিষ্ঠজন অনাগামী হয়েছিলেন। আমরা অন্য পাঁচজন যথাযথভাবে শীল রক্ষা করায় দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৪০-১৪১. যিনি অনাগামী লাভ করেছিলেন তিনি একাই সুদ্ধাবাসে জন্ম নিয়ে সেখানেই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। আর আমিসহ অন্যরা পুক্কুসাতি, সভিয়, বাহিয় ও কুমারকাশ্যপ স্থবির হয়ে বিভিন্ন জায়গায় জন্মেছিলাম। মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের পরম অনুকম্পায় আমরা এখন সবাই সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছি।

১৪২. মল্লরাজ্যের কুশীরনারায় একজনের গর্ভে আমি জন্মালে আমার মা মারা গেল। তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে আগুনে পোড়ানোর সময় তার পেট ফেটে আমি বের হয়েছি।

১৪৩. বের হয়ে আমি এক দব্বপুঞ্জে গিয়ে পড়েছি। তাই আমি 'দব্ব' নামেই পরিচিত হয়েছি। ব্রহ্মচর্য অনুশীলনবলেই আমি মাত্র সাত বৎসর বয়সে বিমুক্ত হয়েছি।

১৪৪. দুধভাত দান করার ফলে আমি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়ে জন্মেছি।

আর ক্ষীণাসব অর্হৎকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ফলে আমিও বহুভাবে নিন্দা, অপবাদ পেয়েছি।

১৪৫. পাপ-পুণ্য উভয়ই অতিক্রম করে এখন আমি পরম শান্তিপদ নির্বাণ লাভ করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

১৪৬. আমি পরমানন্দের সাথে ভিক্ষুসংঘের জন্য শয্যাসন প্রস্তুত করি। বুদ্ধ আমার এই গুণে খুশী হয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছেন।

১৪৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মল্লপুত্রদব্ব স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মল্লপুত্রদব্ব স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. কুমার কাশ্যপ স্থবির অপদান

এই স্থবির পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার কাছে ধর্মশ্রবণ করতে গেলেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে বিচিত্র ধর্মকথিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনি নিজেও সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করলেন। ঠিক সেভাবেই তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবমনুষ্যলোকে বহুবার জন্ম নিয়ে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন এবং পরে কাশ্যপ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্যপ ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করেন এবং পরে কামসুগতি ভূমিতে দিব্যসুখ ও মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠীকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্রেষ্ঠকন্যা কুমারীকাল হতেই প্রব্রজ্যাপ্রার্থিনী ছিলেন। কিন্তু মাতাপিতার অনুমতি না পেয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারেনি। তাকে বিয়ে দিলেও তার সেই ইচ্ছা কিছু একটা কমেনি। পেটে সন্তান আসলেও তার সেদিকে লক্ষ নেই। প্রায়শ স্বামীকে শরীরের নানা দোষ বর্ণনা করত। তারপর একদিন স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পেরে

প্রব্রজ্যার অনুমতি মিলল এবং সাথে সাথে দেবদত্তের নিকায়ে ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করল। ভিক্ষুণীরা নবীনা ভিক্ষুণীর গর্ভ হয়েছে দেখে দেবদত্তকে তা জানাল। দেবদত্ত 'সে অশ্রমণী' বলে তাকে তাড়িয়ে দিতে বলল। সে 'আমি তো দেবদত্তের উদ্দেশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিনি। আমি ভগবানের উদ্দেশেই প্রব্রজ্যা নিয়েছি' ভেবে ভগবানের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করল। শাস্তা উপালী স্থবিরকে বিচারের ভার দিলেন। উপালি স্থবির উপাসিকা বিশাখা প্রমুখ শ্রাবস্তীর কতিপয় ললনাদের ডেকে রাজপরিষদে ইহার বিচার করলেন। বিচারে প্রমাণ হলো যে, এই গর্ভ গৃহীকালের, প্রব্রজ্যার কোনো ক্ষতি হয়নি। তা শুনে ভগবান এই বিষয়ের সুমীমাংসা হয়েছে বলে স্থবিরকে সাধুবাদ দিলেন।

কিছুদিন পর নবীনা ভিক্ষুণী সুবর্ণ বিম্বসদৃশ এক পুত্র প্রসব করল। রাজা প্রসেনজিৎ সেই শিশুপুত্রকে লালনপালন করলেন। শিশুটির নাম রাখালেন 'কাশ্যপ'।

পরে এই বালককে ভগবানের নিকটে নিয়ে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। কুমারকালে প্রব্রজিত হওয়াতে ভগবান বলতেন, কাশ্যপকে ডাক। এই এই ফল, এই এই খাদ্য কাশ্যপকে দাও। ভিক্ষুরা বলতেন, কোন কাশ্যপকে দিব? ভগবান বলতেন, কুমারকাশ্যপকে দাও। সেই থেকে তিনি কুমারকাশ্যপ নামেই পরিচিত হলেন।

তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর থেকে যুগপৎ বিদর্শন ভাবনা ও ধর্মশিক্ষা করতেন। পূর্বজন্মে এক উঁচু পর্বতে তাঁরা সাতজন কর্মস্থান ভাবনা করতেন। তন্মধ্যে একজন অনাগামী হয়ে সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহাব্রহ্মা তাঁর ভাবনার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে একসময় তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ১৫টি প্রশ্ন করেন। স্থবির তখন অন্ধবনে থাকতেন। মহাব্রহ্মা স্থবিরকে বললেন, এই প্রশ্নগুলো আপনি ভগবানকে জিজ্ঞেস করবেন। তিনিও ভগবানকে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করেন এবং উত্তরগুলো শিক্ষা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আজ থেকে লক্ষকল্প আগে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৫০. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোক-হিতকারী, বীর, লোকনায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৫১. তখন আমি একজন বিশ্ববিশ্রুত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলাম। একদিন

দিবাবিহারের জন্যে হাঁটতে হাঁটতে লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৫২. তখন তিনি দেবমনুষ্যগণের ধর্মবোধ জাগ্রত করার জন্যে চতুর্সত্য প্রকাশ করছিলেন এবং সেই সাথে মহাজনতার সামনে বিচিত্র ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক ভিক্ষুকে ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন।

১৫৩-১৫৪. তাঁর কথা শুনে আমি প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তথাগত বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। নানাবিধ বস্ত্রালংকারে ও রত্নে সুসজ্জিত একটি মণ্ডপ তৈরি করে তাতে বুদ্ধ প্রমুখ মহান ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করিয়েছিলাম। এভাবে নানাবিধ উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দিয়ে সপ্তাহকাল ধরে ভোজন করিয়েছিলাম।

১৫৫. সশিষ্য বুদ্ধকে নানা ধরনের ফুল দিয়ে পূজা করে তাঁর রাতুল পদমূলে নিপতিত হয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১৫৬-১৫৭. তখন করুণাঘন মুনিবর বুদ্ধ আমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, দেখো এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ, পদ্মলোচন, প্রীতি-প্রমোদ্যবহুল, উদগ্রচিত্ত, ঊর্ধ্বলোমধারী, সদা হাস্যময়, আমার শাসনে সুপ্রসন্ন ব্যক্তিকে দেখো।

১৫৮. এই ব্যক্তি আমার পদমূলে পতিত হয়ে বিচিত্র ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করছে।

১৫৯. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্ককুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

১৬০. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে সে কুমারকাশ্যপ নামে এক শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৬১. বিচিত্র পুষ্প, বস্ত্র ও রত্নসম্ভার দান করার ফলে সে বিচিত্র ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।

১৬২. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৬৩. পূর্বে আমি রঙ্গমঞ্চে কুশীলবের ন্যায় শাখামৃগ তথা বানর হয়ে জন্মেছিলাম।

১৬৪. আমি পেটে থাকা অবস্থায় আমার মায়ের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। তখন আমার মা দল ছেড়ে নিগ্রোধবৃক্ষের আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল।

১৬৫. সেভাবেই সে বানররাজ হতে রক্ষা পেয়েছিল। এভাবে মরণ থেকে রক্ষা পেয়ে সে আমাকে প্রায়ই এভাবে উপদেশ দিত :

১৬৬. বাছা, তুমি নিগ্রোধবৃক্ষের সাহচর্যেই থাকবে। কখনো বানরদলের

সাথে মিশবে না। বানরদলের সাথে বেঁচে থাকার চাইতে নিগ্রোধবৃক্ষে মৃত্যু হওয়াই ভালো।

১৬৭. এই উপদেশ পেয়ে আমি ও আমার মা মিলে সেভাবেই জীবন যাপন করেছিলাম। প্রবাসে যাওয়া ব্যক্তির মতো আমরা নিজ ঘরে অর্থাৎ রমণীয় তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৬৮. তারপর আবার কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনের একদম শেষ পর্যায়ে জন্ম নিয়ে এক শৈলপর্বতে উঠে জিনশাসনে আত্মনিয়োগ করেছিলাম।

১৬৯. এখন আমি রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাকে গর্ভে নিয়েই আমার মা অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন।

১৭০. তার গর্ভের কথা জেনে দেবদত্ত তাকে এই বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এই ভিক্ষুণী পাপী, তাকে তাড়িয়ে দাও।

১৭১. কিন্তু বর্তমানে আমার মা মুনিন্দ্র জিনের অনুকম্পা পেয়েছেন। ভিক্ষুণী নিবাসে মাকে জায়গা দিয়েছেন। আমাকে সুখে প্রবস করেছেন।

১৭২. সে কথা জানার পর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আমাকে লালনপালন করেছেন। আমার নাম রাখলেন কাশ্যপ।

১৭৩-১৭৪. কিন্তু মহাকাশ্যপের নিকট এসে সুবর্ণ বিম্বসদৃশ আমার শরীর দেখে আমার নাম রাখলেন কুমারকাশ্যপ। বুদ্ধের দেশনা শুনে আমার চিত্ত সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়েছিল। তারপর আমি বৈচিত্রপূর্ণ ধর্মকথা বলার মধ্য দিয়ে এই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করেছি।

১৭৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৭৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৭৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুমারকাশ্যপ স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

[চব্বিশতম ভাণবার সমাপ্ত]

৬. বাহিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণশিল্পে সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। একদিন শাস্তার কাছে ধর্মকথা শুনতে গেলেন। শাস্তা কখন একজন ভিক্ষুকে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনি সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের ইচ্ছায় সাত দিন পর্যন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। সাত দিন শেষে ভগবানের পদমূলে নিপতিত হয়ে তিনি এই বলে প্রার্থনা করলেন, ভন্তে ভগবান, আজ থেকে সাত দিন আগে আপনি যেই ভিক্ষুকে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ভবিষ্যতে আমিও তার মতো হতে চাই।

ভগবান 'ভবিষ্যতে তার প্রার্থনা সফল হবে' বলে বললেন। আজীবন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবলোকে দেবসম্পত্তি আর মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে কাশ্যপ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন শাস্তার পরিনির্বাণের পর তারা সাতজন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা এই চারি পরিষদে বহু অনাচার দেখে তারা ভীষণভাবে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন। তারপর অরণ্যে প্রবেশ করে 'বুদ্ধশাসন শেষ হবার আগেই আমরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করব' এই বলে তারা সুবর্ণ চৈত্যকে বন্দনা করলেন। গহীন অরণ্যে এক উঁচু পর্বত দেখে তারা তাতে সিড়ি বেড়ে উঠলেন। উঠার পর সিড়িটি ফেলে দিয়ে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করতে লাগলেন। সাতজনের মধ্যে সংঘ স্থবির এক রাত পরে অর্হত্ত্বলাভ করলেন। তিনি অনোতত্তদহ হ্রদে গিয়ে নাগলতা দন্তকাষ্ঠ খেয়ে, মুখ ধুয়ে উত্তরকুরু হতে পিণ্ড নিয়ে এসে সেই ভিক্ষুদের বললেন, 'আবুসোগণ, এই পিণ্ডগুলো খান।' তখন তারা বললেন, 'ভন্তে, আমাদের মধ্যে কি এমন কথাবার্তা হয়েছিল, যে ভিক্ষু প্রথম অর্হত্ত্ব লাভ করবে তাঁর আনা পিণ্ড অন্যেরা ভোজন করব?' 'না, আবুসোগণ, সেরকম কথাবার্তা তো হয়নি।' 'তাহলে আমারাও আগে আপনার মতো অর্হত্ত্ব লাভ করব। তারপর নিজেরা পিণ্ড এনে ভোজন করব।' এই বলে তারা পিণ্ড ভোজন করলেন না।

পরদিন দ্বিতীয় স্থবির অনাগামী লাভ করলেন। তিনিও সেভাবে পিণ্ড নিয়ে এসে ভোজনের জন্য অন্যদের আহ্বান জানালেন। তখন তারা বললেন, 'আবুসো, আমাদের মধ্যে কি এমন কথা হয়েছিল যে, মহাস্থবিরের নিয়ে

আসা পিণ্ড ভোজন না করে দ্বিতীয় স্থবিরের নিয়ে আসা পিণ্ড ভোজন করব? 'না, আবুসো, তেমন কথাবার্তা তো হয়নি।' 'তাহলে আমরাও আপনাদের মতো বিশেষ কিছু অর্জন করে নিজেরা এনে ভোজন করতে পারলেই কেবল ভোজন করব।' এই বলে তারা পিণ্ড ভোজন করলেন না।

তাদের মধ্যে যিনি অর্হৎ তিনি পরিনির্বাপিত হলেন। আর যিনি অনাগামী তিনি ব্রহ্মালোকে জন্ম নিলেন। অন্য পাঁচজন বিশেষ কিছু লাভ করতে না পেরে অনাহারে সাত দিনের মাথায় মৃত্যু বরণ করে দেবলোকে জন্ম নিলেন। সেখানে দিব্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তারা মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। পাঁচজনের মধ্যে একজন হলেন পুক্কুসাতি রাজা, একজন কুমারকাশ্যপ, একজন বাহিয় দারুচীরিয়, একজন মল্লপুত্র দব্ব আর একজন সভিয় পরিব্রাজক।

এই বাহিয় দারুচীরিয় সুপ্পারক পট্টন নামক নগরে এক বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাণিজ্যকর্মে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে বিশাল ধনী হয়ে গেলেন। একদিন তিনি সুবর্ণ ভূমিগামী বণিকদের সাথে নৌকায় উঠে বিদেশযাত্রা করলেন। কিছুদিন যাবার পর তাদের নৌকাটি সাগরের ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বাহিয়কে ছাড়া বাকি সবাইকে মাছেরা খেয়ে ফেলল। অনেক কষ্ট করে একটি কাষ্ঠফলকের সাহায্যে সাত দিন পর তিনি সুপ্পারক পট্টন নগরের এক তীরে এসে উঠলেন। তখন তার পরনে কিছুই ছিল না, একদম উলঙ্গ। তিনি আশেপাশে অন্য কিছু না দেখে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের গাছের বাকল কোমরে পেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন। আর একটি ভিক্ষাপাত্র সংগ্রহ করে সুপ্পারক পট্টন নগরে গেলেন। লোকেরা তাকে দেখে 'ইনি একজন অর্হৎ' ভেবে যাগুভাত প্রভৃতি দান করতে লাগলেন। পরে তাকে কাপড় দেওয়া হলে তখন তিনি এই ভেবে সেসব পড়তেন না, 'আমি যদি এখন কাপড় পরিধান করি, তবে আমার এই লাভ-সৎকার থাকবে না।' তারপর তিনি বাকল পেঁচানো কাষ্ঠখণ্ড পড়েই থাকতেন।

লোকে যখন তাকে 'অর্হৎ' বলে খুব বিশ্বাস করতে লাগল, তখন তার মনে এই চিত্তবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল, 'পৃথিবীতে যদি অর্হত্ত্বমার্গলাভী কেউ থেকে থাকে, তবে আমি তাদের একজন।' তারপর থেকে তিনি সেভাবেই কুহককর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

দশবল কাশ্যপের শাসনে যেই সাতজন ভিক্ষু পর্বতে আরোহণ করে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করেছিলেন, তাদের একজন অনাগামী হয়ে সুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের ব্রহ্মসম্পত্তি প্রাপ্তির কারণ চিন্তা

করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তারা সাতজন ভিক্ষু শ্রমণধর্ম পালন করেছেন। তন্মধ্যে একজন পরিনির্বাণ লাভ করেছেন। অন্য পাঁচজন দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছেন। 'তারা এখন কোথায় অবস্থান করছেন?' দেখতে গিয়ে জানতে পারলেন যে, বাহিয় দারুচীরিয় সুপ্পারকপট্টনের আশ্রয়ে থেকে কুহনকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তারপর তিনি ভাবলেন, মূর্খ কোথাকার! এ তো দেখছি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পূর্বে সে শ্রমণধর্ম পালন করতে গিয়ে নৈতিকতার কথা ভেবে অর্হতের নিয়ে আসা পিণ্ড পর্যন্ত ভোজন করেনি। অথচ এখন সে পেটের দায়ে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অর্হৎ ভেবে মানুষকে বঞ্চনা করে বিচরণ করছে। জগতে দশবল বুদ্ধের উৎপন্ন হওয়ার কথা সে জানে না। তাকে সংবেগপ্রাপ্ত করিয়ে বুদ্ধ-উৎপত্তির কথা জানাব। তারপর তিনি মুহূর্তের মধ্যেই ব্রহ্মালোক হতে অন্তর্হিত হয়ে সুপ্পারকপট্টনে গভীর রাতে বাহিয় দারুচীরিয়ের সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি নিজের বাসস্থানে উজ্জ্বল আলো দেখে বাইরে বেরোলেন। তারপর মহাব্রহ্মাকে দেখে হাত জোড় করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?' মহাব্রহ্মা বললেন, 'আমি তোমার পুরোনো বন্ধু। অনাগামীফল লাভ করে ব্রহ্মালোকে জন্মেছি। আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ স্থবির অর্হৎ হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেছেন। আর তোমরা বাকি পাঁচজন মিলে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছ। এখন আমি তোমাকে এই জায়গায় কুহনকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখে বোধোদয় করিয়ে দিতে এসেছি।' তারপর মহাব্রহ্মা কারণটি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'হে বাহিয়, তুমি অর্হৎ নও, অর্হত্ত্বমার্গলাভীও নও। তোমার সেই প্রতিপদাও জানা নেই যে, যার দ্বারা তুমি অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গলাভী হতে পার।' তারপর মহাব্রহ্মা তাকে শ্রাবস্তীতে শাস্তা উৎপন্ন হয়েছেন জানিয়ে তাঁর নিকট যেতে বলে ব্রহ্মালোকে ফিরে গেলেন।

এদিকে বাহিয় মনে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে আকাশে স্থিত মহাব্রহ্মাকে দেখে চিন্তা করলেন, অহো, আমি যে কী অন্যায় কাজ করেছি! আমি অর্হৎ না হয়েও নিজেকে অর্হৎ ভেবেছি! এখন ইনি আমাকে বলেছেন, 'তুমি অর্হৎও নও, অর্হত্ত্বমার্গলাভীও নও।' তাহলে কি পৃথিবীতে অন্য কোনো অর্হৎ আছেন? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন কে আছেন যিনি অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গফললাভী?'

অতঃপর দেবতা তাকে বললেন, 'বাহিয়, একজন আছেন। উত্তর জনপদে শ্রাবস্তী নামে এক নগর আছে। সেখানে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ

বসবাস করছেন। হে বাহিয়, সেই ভগবানই অর্হৎ এবং অর্হত্ত্ব লাভের জন্যেই তাঁর ধর্মদেশনা। এইভাবে বাহিয় দারুচীরিয় ওই দেবতার কথায় সংবেগপ্রাপ্ত হয়ে সেদিনই সুপ্পারক হতে শ্রাবস্তীর দিকে যাত্রা করলেন। সর্বত্র কেবল একরাত থেকে শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর জেতবন বিহারে পৌঁছলেন। কিন্তু শাস্তা তখন শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করেছেন।

তিনি জেতবনে ঢুকে একজন ভিক্ষুকে বাইরে চংক্রমণ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, শাস্তা এখন কোথায়?' ভিক্ষুটি 'শাস্তা পিণ্ডার্থে শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করেছেন' বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?' 'আমি সুপ্পারক হতে এসেছি।' 'কখন বের হয়েছেন?' 'গতকাল সন্ধ্যায় বের হয়েছি।' 'আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। বসুন। পা ধুয়ে নিন। পায়ে তেল মেখে বিশ্রাম নিন। পিণ্ড নিয়ে ফিরে আসলেই শাস্তাকে দেখতে পাবেন।'

'ভন্তে, শাস্তার অথবা আমার নিজের কার কখন জীবনের অন্তরায় হয় তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই আমি কোথাও না জিরিয়েই মাত্র এক রাতে একশ বিশ যোজন পথ হেঁটে এসেছি। আমি প্রথমে শাস্তাকে দেখেই তারপর বিশ্রাম নেব।'

এভাবে বলার পর তিনি অতি শিগগির শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করে অনুপম বুদ্ধশ্রীতে উদ্ভাসিত ভগবানকে পিণ্ডচারণ করতে দেখতে পেলেন এবং ভাবলেন, 'অহো, আমি সুদীর্ঘকাল পর ভগবানকে দেখতে পেলাম!' দেখামাত্রই পথিমধ্য শ্রদ্ধায় নতশিরে পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা নিবেদন করে বললেন, 'ভন্তে ভগবান, আমাকে ধর্মদেশনা করুন। হে সুগত, আমাকে ধর্মদেশনা করুন। যাতে আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয়।' বাহিয় এরূপ বললে ভগবান বললেন, 'বাহিয়, আমি পিণ্ডার্থে প্রবেশ করেছি। এখন অসময়।'

তা শুনে বাহিয় পুনরায় বললেন, 'ভন্তে, সংসারে বিচরণকালে কবলিকার আহার লাভ করলেও আপনার বা আমার কার কখন জীবনের অন্তরায় হয়, তা জানা দুষ্কর। ভন্তে ভগবান, আমাকে ধর্মদেশনা করুন। হে সুগত, আমাকে ধর্মদেশনা করুন। যাতে আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয়।'

ভগবান দ্বিতীয়বারেও প্রত্যখ্যান করলেন। তারপর তৃতীয়বার প্রার্থনা করলে ভগবান তাকে পথিমধ্যে এই বলে ধর্মদেশনা করলেন, 'তাহলে হে বাহিয়, এরূপ শিক্ষা করবে : দৃষ্টে দৃষ্ট মাত্র, শ্রুতে শ্রুতমাত্র...।' তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শোনার সাথে সাথেই সর্বাসব ক্ষয় করে প্রতিসম্ভিদাসহ

অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আজ থেকে লক্ষকল্প আগে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৭৮. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে মহাপ্রভাধর, ত্রিলোকাগ্র, নায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৭৯-১৮০. তিনি তাঁর শ্রাবক ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ভিক্ষুকে ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণভাবে উদগ্রচিত্ত হয়েছিলাম। আমি ভক্তিসহকারে সশিষ্য মহর্ষি বুদ্ধকে সপ্তাহকাল দান দিয়েছিলাম। তারপর সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১৮১. অতঃপর বুদ্ধ আমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, দেখো এই ব্রাহ্মণকে, যে আমার পদমূলে নিপতিত হয়ে অতীব প্রসন্নমনে নিজের চর্যার কথা ভাবছে।'

১৮২. যার শরীর সুবর্ণাভাযুক্ত, বিম্বফল সদৃশ রক্তবর্ণের ওষ্ঠসম্বলিত, শুভ্র, তীক্ষ্ণ ও মসৃণ দন্তবিশিষ্ট।

১৮৩. বহুবিধ গুণে গুণান্বিত, উন্নত তনুবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ গুণধর ও প্রীতি-প্রফুল্ল-বদন।

১৮৪. এমন একজন ব্যক্তিই ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছে। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে গৌতম নামক মহাবীর শাস্তা উৎপন্ন হবেন।

১৮৫. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী বাহিয় নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৮৬. তখন আমি ভীষণভাবে খুশী হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি আজীবন মহামুনি বুদ্ধকে ভক্তিসহকারে দানাদি পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর নিজ ঘরে ফিরে যাবার ন্যায় স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৮৭. সেই কর্মের ফলে আমি দেবতা অথবা মানুষ যা-ই হয়ে জন্মাই না কেন সর্বত্রই সুখী হয়েছিলাম এবং বহু জন্মসঞ্চরণ করে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম।

১৮৮. পুনরায় কাশ্যপ বীরের শাসনের অন্তিম সময়ে আমরা সাতজন মিলে একটি উঁচু শৈলপর্বতে আরোহণ করে জিনশাসনে আত্মনিয়োগ করেছিলাম।

১৮৯. তন্মধ্যে আমরা পাঁচজন শীলবিশুদ্ধ জীবন যাপন করে, প্রজ্ঞাবান ও

জিনশাসন পালনকারী হয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

১৯০. তারপর সেখান থেকে আমি সুপ্পারকপট্টন নগরে বাহিয় হয়ে জন্মেছি। একদিন আমরা বহু বণিক মিলে বিদেশে অর্থ উপার্জনের জন্য সাগর পথে যাত্রা করেছিলাম।

১৯১. যাত্রার কিছুদিন পর আমাদের বিশাল নৌকাটি ভেঙে গিয়েছিল। তখন ভয়ানক অঘোর সাগরে পড়ে আমার সহযাত্রীরা সবাই মরে গিয়েছিল।

১৯২. তখন আমি অনেক চেষ্টা করে বিশাল সাগর পাড়ি দিয়ে সুপ্পারক পট্টনের তীরে পৌঁছাতে পেরেছিলাম।

১৯৩. তখন আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তাই আমি কাষ্ঠখণ্ডের বস্ত্র পড়ে গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলাম। লোকেরা আমায় দেখে ভীষণ খুশী হলো আর আমাকে 'অর্হৎ' মনে করল।

১৯৪. তারা আমাকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয্যা ও ওষুধ দিয়ে সেবা-সৎকার করল এবং তাতে আমি সুখী হলাম।

১৯৫. তাদের দেওয়া চতুর্প্রত্যয় পেয়ে এবং তাদের দ্বারা মানিত, পূজিত হয়ে আমি নিজেকে অজ্ঞতাবশত 'অর্হৎ' মনে করলাম।

১৯৬. আমার মনের কথা অবগত হয়ে তখন আমার পূর্বের বন্ধু দেবতা আমার কাছে এসে বললেন, 'বাহিয়, অর্হত্ত্ব লাভের উপায়ও তোমার জানা নেই, কীভাবে তুমি অর্হৎ হবে?'

১৯৭. তার দ্বারা সংবেগপ্রাপ্ত হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পৃথিবীতে নরোত্তম অর্হৎ বলে কেউ আছেন কি? থাকলে তিনি কোথায় থাকেন?'

১৯৮. বুদ্ধ দেবতা উত্তরে বললেন, 'অবশ্যই আছেন। তিনি কোশলরাজ্যের শ্রাবস্তী নগরে থাকেন। তিনিই জিন, মহান প্রাজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ মেধাবী, শাক্যপুত্র, অর্হৎ, অনাসক্ত। তিনিই অর্হত্ত্ব লাভের ধর্ম দেশনা করেন।'

১৯৯. তাঁর প্রাজ্ঞ বচন শুনেই তুমি অমৃত পান করতে পারবে, নির্বাণরূপ অমুল্য গুপ্তধন লাভ করবে। তিনি উদগ্রচিত্ত, অর্হৎ, সুদর্শন ও অনন্ত গোচরদর্শী।

২০০. তখন আমি বিমলনয়ন, জিন, শাস্তাকে দেখার জন্যে তড়িঘরি বেরিয়ে পড়েছিলাম, তারপর তার রমণীয় বন জেতবনে পৌঁছে এক ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলাম। লোকনন্দন শাস্তা কোথায়?

২০১. তিনি বললেন, 'দেবনর-নন্দিত বুদ্ধ তো পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ

করেছেন। বিশ্রাম করো। তিনি শিগগির ফিরে আসবেন। তারপর সেই শ্রেষ্ঠপুদ্গালের কাছে গিয়ে বন্দনা নিবেদন করবে।'

২০২. আমি তার কথায় আমল না দিয়ে শিগগির শ্রাবস্তীর গ্রামে গেলাম। তাকে পিণ্ডের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে দেখতে পেলাম।

২০৩-২০৪. পাত্র হাতে বিচরণরত, জ্যোতির্ময়, শ্রীনিলয় তুল্য, প্রখর তেজস্বী সূর্যের ন্যায় বুদ্ধকে আমি নতশিরে বন্দনা করে এই কথা নিবেদন করেছিলাম, 'হে গৌতম, আমি কুপথে পরিচালিত হয়েছি। এখন আপনিই আমার শরণ হোন!'

২০৫. মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ বললেন, 'হে বাহিয়, এখন আমি পিণ্ডার্থে বিচরণ করছি। এখন অসময়।'

২০৬. আমি বার বার ধর্মশ্রবণের ইচ্ছায় বুদ্ধকে প্রার্থনা নিবেদন করলাম। তারপর তিনি আমাকে গম্ভীর এক পদযোগে ধর্মদেশনা করলেন।

২০৭. তার ভাষিত ধর্ম শুনে আমি আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি। তখন আমার আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসছিল। অহো, শাস্তার কী অনুকম্পা!

২০৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২০৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১১. বাহিয় দারুচীরিয় স্থবির এভাবেই তার পূর্বজীবনের কাহিনি বর্ণনা করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর হেঁটে যাবার সময় এক গাভীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার নিথর দেহ পথের উপর পড়ে থাকল।

২১২. মহামতি স্থবির এভাবে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করে শ্রাবস্তী নগরে পরিনির্বাপিত হলেন।

২১৩-২১৪. নগর হতে বের হবার সময় ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ সেই আগতাগম, জিনশাসনকারক, গতায়ু, শুষ্ক ক্লেশ, ধীর বাহিয় দারুচীরিয়কে ইন্দ্রকেতুর ন্যায় পথের উপর পড়ে থাকতে দেখলেন।

২১৫. তারপর শাস্তা শিষ্যদের ডেকে বললেন, ভিক্ষুগণ, একে ধরো। শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দগ্ধ করো। এ তো তোমাদেরই সব্রহ্মচারী।

২১৬. তার জন্যে স্তূপ তৈরি কর, পূজা কর। সেই মহামতি স্থবির

পরিনির্বাপিত হয়েছে। সে আমার শিষ্য ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২১৭. অনর্থকর হাজারো গাথার চেয়ে একটি গাথাই শ্রেয়, যা শুনে সমস্ত ক্লেশকে উপশান্ত করা যায়।

২১৮. যেখানে পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ুর স্পর্শ নেই। শুভ্র গ্রহতারা সেখানে আলো দেয় না। সেখানে কোনো সূর্য নেই।

৩১৯-৩২০. সেখানে চাঁদের আলো নেই। অথচ সেখানে কোনো অন্ধকারও নেই। যখন কোনো ব্রাহ্মণ মুনি নীরবে থেকে নিজে নিজেই বুঝে থাকেন, তখন তিনি সমস্ত রূপারূপে ও সুখদুঃখ হতে মুক্ত হন। ঠিক এভাবেই ত্রিলোকের শরণ, মুনি, নাথ বুদ্ধ ভাষণ করেছিলেন।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বাহিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বাহিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. মহাকোট্ঠিক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে হংসবতী নগরে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতার মৃত্যুর পর তিনি সাংসারিক কাজে আবদ্ধ হন। একদিন হংসবতী নগরে উপাসক-উপাসিকাদের সুগন্ধী মাল্য হাতে নিয়ে ত্রিরত্ন পূজা করতে যেতে দেখে তিনিও তাদের সাথে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তখন একজন ভিক্ষুকে প্রতিসম্ভিদালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছেন। তা দেখে তারও ইচ্ছা হলো যে, আমাকেও এই ভিক্ষুর মতো প্রতিসম্ভিদালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। তারপর তিনি দেশনা শেষে লোকজন চলে গেলে ভগবানের কাছে গিয়ে আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ভগবান তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। পরদিন তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে খাদ্য-ভোজ্য দান দিয়ে চিন্তা করলেন, 'আমি তো মহান একটি জিনিস প্রার্থনা করতে যাচ্ছি। মাত্র একদিন দান দিলে হবে না। আমি একাক্রমে সাত দিন দান দিয়ে তারপরই সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করব।'

তারপর তিনি সাত দিন পর্যন্ত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। সাত দিন শেষে তিনি তথাগত বুদ্ধের কাছে গিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করলেন। তখন ভগবান তাকে বললেন, 'তুমি ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের শাসনে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।' সেই জন্মে তিনি আজীবন নানাবিধ পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর সে দেবসম্পত্তি ভোগ করে অপরাপর

দেবমনুষ্যলোকেও জন্মপরিভ্রমণ করলেন।

এভাবে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ শেষে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'কোট্ঠিত'। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ত্রিবেদে ও ব্রাহ্মণ্যশিল্পে দক্ষতা লাভ করলেন। একদিন তিনি শাস্তার নিকট গিয়ে ধর্মকথা শুনে পরম শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর থেকে তিনি বিদর্শন ভাবনায় মনোযোগী হলেন। অচিরেই তিনি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তারপর একদিন ভগবান তাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক প্রতিসম্ভিদালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে মহাকোট্ঠিতই শ্রেষ্ঠ।'

পরবর্তী সময়ে তিনি বিমুক্তিসুখ ভোগ করতে করতে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২২১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোকবিদ মুনি, চক্ষুষ্মান জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২২২. তিনি ছিলেন উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সকল প্রাণীর তীর্ণকারী ও দেশনাকুশল বুদ্ধ। তখন তিনি বহু জনতাকে সংসারসাগর তীর্ণ করেছিলেন।

২২৩. তিনি ছিলেন পরম অনুকম্পাকারী, কারুণিক ও সকল প্রাণীর পরম হিতৈষী এবং তিনি তখনকার অন্যতীর্থিয়দের পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

২২৪. এভাবে তিনি সম্পূর্ণ নিরাকুল ও তীর্থিয়শূন্য হয়ে বশীভূত ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছিলেন।

২২৫. সেই মহামুনি আটান্ন প্রাকার রত্নে গৌরবমণ্ডিত, উজ্জ্বল কাঞ্চনতুল্য ও বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট।

২২৬. সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তিনি পুরিপূর্ণ আয়ু জীবিত থেকে বহু জনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

২২৭. তখন আমি হংসবতী নগরে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন সর্বলোকাগ্র বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

২২৮-২২৯. তখন তিনি তাঁর শ্রাবককে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসাচ্ছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তারপর আমি সাত দিন পর্যন্ত সশ্রাবক জিনবরকে ভোজন দান করেছিলাম।

২৩০. সশিষ্য বুদ্ধিসাগর বুদ্ধকে ত্রিচীবর দান করে তার পদমূলে নিপতিত হয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করেছিলাম।

২৩১. তারপর লোকাগ্র বুদ্ধ বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, এই দ্বিজোত্তম কোমলপ্রভ ব্যক্তিকে দেখো, যে আমার পদমূলে মাথা ঠেকিয়েছে।

২৩২. এই ব্যক্তি তার শ্রদ্ধা, ত্যাগ ও সদ্ধর্ম শ্রবণের ফলে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের কাছে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করছে।

২৩৩. জন্মজন্মান্তরে সে সবর্ত্রই সুখী হবে এবং ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল পরে তার মনোরথ পূরণ হবে।

২৩৪. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে এক শাস্তা পৃথিবীতে জন্ম নেবেন।

২৩৫. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী কোট্ঠিক নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

২৩৬. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি জিনের প্রতি মৈত্রীচিত্তসম্পন্ন হয়ে এবং স্মৃতি ও প্রজ্ঞা-সমন্বিত হয়ে আজীবন অতিবাহিত করেছিলাম।

২৩৭. সেই কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

২৩৮. আমি তিনশতবার দেবরাজত্ব করেছিলাম। পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩৯. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। আমি সেই কর্মের ফলে সর্বত্রই সুখী হয়েছিলাম।

২৪০. আমি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে এই দুই ভবেই শুধু জন্মগ্রহণ করেছি। অন্য কোনো গতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার যথাযথ অনুশীলনেরই ফল।

২৪১. আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলেই শুধু জন্মগ্রহণ করেছি। কখনো নীচকুলে জন্মেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার যথাযথ অনুশীলনেরই ফল।

২৪২. আজ থেকে শেষ জন্মে আমি একজন ব্রাহ্মণ হয়েছি এবং শ্রাবস্তীর এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

২৪৩. আমার মাতার নাম চন্দ্রাবতী ও পিতার নাম অশ্বলায়ন। বুদ্ধ আমার পিতাকে সর্বতোভাবে শুদ্ধ ও বিনীত করেছিলেন।

২৪৪. তারপর একদিন আমি সুগতের প্রতি প্রসন্ন হয়ে অনাগারিক

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমার আচার্য মোদ্গাল্লায়ন ও উপাধ্যায় সারিপুত্র।

২৪৫. প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় যখন আমার কেশছেদন করা হচ্ছিল তখনই আমার মিথ্যাদৃষ্টি সমূলে ছিন্ন হয়েছিল। আর চীবর পরিধানের সময় আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

২৪৬. অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান দেখে লোকাগ্র বুদ্ধ আমাকে শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছিলেন।

২৪৭. উপাধ্যায় উপতিষ্যের (সারিপুত্র) দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি সপ্রতিভভাবেই বিশ্লেষণ করেছিলাম। তাই আমিই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে প্রতিসম্ভিদালাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২৪৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকোট্ঠিক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. উরুবেলাকাশ্যপ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনতে গেলেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে মহাপরিষদলাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন। তা দেখে তিনি নিজেও সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের আশায় মহাদান দিলেন এবং প্রার্থনা করলেন। তখন ভগবান তাকে বললেন, তুমি গৌতম বুদ্ধের শাসনে মহাপরিষদলাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।

তারপর তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে বহুকাল বিচরণ করেন। আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে তিনি ফুশ্য ভগবানের বৈমাত্রেয় ভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার আরও দুজন ভাই ছিল। তারা তিনজন মিলে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পরম পূজায় পূজা করেন।

তারপর তারা দীর্ঘকাল পর আমাদের এই গৌতম বুদ্ধের জন্ম নেওয়ার কিছুকাল আগে বারাণসীতে এক ব্রাহ্মণপরিবারে সহোদর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্যপগোত্রে জন্ম নেওয়ায় তারা তিনজনই কাশ্যপ নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তারা ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাঁচশত, মধ্যম ভ্রাতার তিন শত এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার দুইশত পরিষদ ছিল। তারা গ্রন্থগুলোর সারবত্তা উপলব্ধি করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারপর অগ্রজ কাশ্যপ নিজ পরিষদকে নিয়ে উরুবেলায় গিয়ে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক উরুবেলা কাশ্যপ নামে পরিচিত হন। মধ্যম কাশ্যপ মহাগঙ্গা নদীর বাঁকে ছিলেন বিধায় তিনি নদীকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। আর কনিষ্ঠ কাশ্যপ গয়াশীর্ষে ছিলেন বিধায় গয়াকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। এই তিনজন ঋষি সপরিষদ বহুকাল সেখানে বাস করেন।

তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব মহাভিনিষ্ক্রমণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভগবান যশ স্থবির প্রমুখ পঞ্চান্ন জন বন্ধুকে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করার পর আদেশ করেন যে, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর।'

তারপর ভগবান ভদ্রবর্গীয় কুমারদের দমন করে উরুবেলা কাশ্যপের বাসস্থানে উপনীত হন এবং তাঁর অগ্নিশালায় বাস করেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর নাগদমন প্রভৃতি ৩৫০০ প্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শন করে সপরিষদ উরুবেলা কাশ্যপকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা শুনে অন্য দুজন ভাইও সপরিষদ বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সবাই ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভ করেন। ভগবান সেই এক হাজার ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে গয়াশীর্ষে এক সুবিস্তৃত পাথরের উপর বসেন এবং আদিত্য-পর্যায় সূত্র দেশনা করে সকলকে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৫১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোকবিদ মুনি চক্ষুষ্মান জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৫২. তিনি উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সকল প্রাণীর তীর্ণকারী ও দেশনাকুশল বুদ্ধ। তখন তিনি বহু জনতাকে সংসারসাগর তীর্ণ করে দিয়েছিলেন।

২৫৩. তিনি ছিলেন পরম অনুকম্পাকারী, কারুণিক, ও সকল প্রাণীর পরম হিতৈষী। তিনি তখনকার অন্যতীর্থিয়দের পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন।

২৫৪. এভাবেই তিনি সম্পূর্ণ নিরাকুল ও অন্যতীর্থিয়শূন্য হয়ে বশীভূত ক্ষীণাসব অর্হৎ-পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

২৫৫. সেই মহামুনি আটান্ন প্রকার রত্নে গৌরবমণ্ডিত, উজ্জ্বল কাঞ্চনতুল্য ও বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট।

২৫৬. সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তিনি পরিপূর্ণ আয়ু জীবিত থেকে বহু জনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

২৫৭. তখন আমি হংসবতী নগরে এক সাধু ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন লোকপ্রদ্যোৎ বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

২৫৮. তখন তিনি তার এক শ্রাবককে মহাপরিষদলাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন। তা শুনে আমি ভীষণভাবে প্রীত হয়েছিলাম।

২৫৯. আমি মহতি পরিষদসহ মহাজিন বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে মহাদান দিয়েছিলাম।

২৬০. মহাদান দেওয়ার পর আমি নায়ক বুদ্ধকে অভিবাদন করেছিলাম। তারপর একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে হৃষ্টমনে এই কথা নিবেদন করেছিলাম :

২৬১. হে বীর, আপনার প্রতি অচলা শ্রদ্ধাবশত ও কৃতপুণ্যবলে জন্মজন্মান্তরে আমার বিশাল পরিষদ লাভ হোক!

২৬২-২৬৩. তখন শাস্তা কোকিলের ন্যায় মধুর স্বরে পরিষদকে বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণকে দেখো তো যে হেমবর্ণের অধিকারী, বিশাল বাহুধারী, কোমল নয়নধারী, উদগ্রতনু, হৃষ্ট ও আমার গুণে ভীষণ শ্রদ্ধাশীল।

২৬৪. এই ব্যক্তি সিংহনাদ করে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করছে। আমি দৃঢ়ভাবে বলছি যে, সুদীর্ঘকাল পরে ভবিষ্যতে তার মনোরথ পূর্ণ হবে।

২৬৫. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

২৬৬. সে তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে কাশ্যপ গোত্রীয় শাস্তাশ্রাবক হবে।

২৬৭. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে এক অনুপম, অসদৃশ, অনুত্তর শাস্তা, লোকাগ্রনায়ক ফুশ্য বুদ্ধ ছিলেন।

২৬৮. তিনি সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে কামজটাকে বিজটিত করেছিলেন এবং অমৃত বারি বর্ষণ করে দেবমনুষ্যদের পরিতৃপ্ত করেছিলেন।

২৬৯. তখন আমরা বারাণসী রাজার পুত্র তিন ভাই ছিলাম। আমরা

পিতার খুবই বিশ্বাসভাজন ছিলাম।

২৭০. আমরা ছিলাম বীর, প্রবল পরাক্রমী, শক্তিশালী ও সংগ্রামে অপরাজিত। তখন এক প্রত্যন্ত রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে মহারাজ পিতা আমাদের বললেন :

২৭১. বৎসগণ, এদিকে এসো। বিশাল সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে উৎপন্ন বিদ্রোহ দমন কর। বিদ্রোহ দমন করে ফিরে এসে তোমরা বর চাইতে পার।

২৭২. তখন আমরা বলেছিলাম, হে পিত, আপনি যদি আমাদের নায়ক বুদ্ধকে সেবাপূজার সুযোগ দেন, তবে আমরা অবশ্যই বিদ্রোহ দমন করব।

২৭৩. মহারাজ পিতা আমাদের সেই বর দিলেন। আমরা বর পেয়ে বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বিদ্রোহ দমন করে ফিরে এসেছিলাম।

২৭৪. তারপর আমরা আমদের প্রাপ্য বর লোকনায়ক বুদ্ধকে সেবাপূজা করার প্রার্থনা করেছিলাম। বর পেয়ে আমরা আমৃত্যুকাল বুদ্ধসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলাম।

২৭৫-২৭৬. আমরা শীলবান, কারুণিক ও ভাবনানিরত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ধর্মতভাবে উপার্জিত মহার্ঘ বস্ত্র, উত্তম উত্তম রসযুক্ত খাদ্য-ভোজ্য ও সুন্দর সুন্দর শয্যাসন দান করেছিলাম।

২৭৭. আমরা পরম শ্রদ্ধায় ও মৈত্রীতদ্গত চিত্তে নায়ক বুদ্ধকে সেবা-পূজা করেছিলাম। এমনকি তাঁর পরিনির্বাণের পরও শক্তিপ্রমাণে পূজা করেছিলাম।

২৭৮. মৃতুর পর আমরা সবাই তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম এবং সেখানে মহাসুখ ভোগ করেছিলাম। ইহা আমাদের বুদ্ধপূজা করারই ফল।

২৭৯. মায়াকারেরা যেমন মঞ্চে নানা দৃশ্যের অবতারণা করেন, তদ্রুপ আমি ভবভবান্তরে ভ্রমণের সময় বিদেহাধিপতি হয়েছিলাম।

২৮০. গুণাচেলের[১] কথায় আমি ভীষণ মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হয়েছিলাম। তাতে করে আমার কন্যা রুচার জন্য আমি প্রায় নরকের পথে যাত্রা করেছিলাম।

২৮১. নারদ ব্রাহ্মণ (বুদ্ধ) আমাকে সিংহনাদে উপদেশ দিয়ে বহুভাবে তা থেকে শান্ত-নিবৃত করেছিলেন। তারপর আমি সেই পাপদৃষ্টি ত্যাগ

---

[১]। ঠিক বুঝা যাচ্ছে না কাকে বুঝানো হচ্ছে। তবে ইহা যে একজন ব্যক্তির নাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

করেছিলাম।

২৮২. তখন আমি দশবিধ কর্মপথ বিশেষভাবে পূরণ করেছিলাম। আর তাতে করে আমি মৃত্যুর পর নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তনের ন্যায় স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২৮৩. আজ এই শেষ জন্মে আমি বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

২৮৪. মৃত্যু, জরা, ব্যাধিতে ভীত হয়ে আমি মহাধন ত্যাগ করে নির্বাণের সন্ধানে জটিল সন্ন্যাসীদের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২৮৫. আমাকে দেখে আমার দুই ভাইও আমার সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিল। আমি উরুবেলায় একটি আশ্রম তৈরি করে বসবাস করেছিলাম।

২৮৬. আমার জন্ম কাশ্যপগোত্রে হওয়ায় ও উরুবেলাকে আশ্রয় করে বসবাস করায় আমি উরুবেলাকাশ্যপ নামেই সবিশেষ পরিচিত হয়েছিলাম।

২৮৭. নদীর কাছাকাছি বাঁকে বসবাস করায় আমার এক ভাইয়ের নাম নদীকাশ্যপ, আর গয়াশীর্ষে বসবাস করায় আমার অন্য ভাইয়ের নাম গয়াকাশ্যপ হয়েছিল।

২৮৮. আমার কনিষ্ঠ ভাইয়ের দুইশত, মধ্যম ভাইয়ের তিনশত, আর আমার পাঁচশত অনুগত শিষ্য ছিল।

২৮৯. তখন লোকাগ্রনায়ক, নরসারথি বুদ্ধ আমার কাছে উপনীত হয়ে নানা প্রকার ঋদ্ধি প্রতিহার্য দেখিয়ে আমাকে বিনীত করেছিলেন।

২৯০. আমাদের তিন ভাইয়ের মোট এক হাজার ভিক্ষুকে তিনি 'এসো ভিক্ষু' বলে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। আমরা সবাই একসাথে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

২৯১-২৯২. সেই এক হাজারজন শিষ্য ও অন্য অনেক শিষ্য আমাকে পরিবৃত করে থাকত। আমি তাদের অনুশাসন করতে পারতাম। তাই ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমাকে মহাপরিষদলাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অহো, বুদ্ধের কাছে কৃতপুণ্যের কী প্রভাব! আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে!

২৯৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৯৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উরুবেলা কাশ্যপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উরুবেলা কাশ্যপ স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. রাধ স্থবির অপদান

২৯৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোকবিদ মুনি চক্ষুষ্মান জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৯৭. তিনি উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সকল প্রাণীর তীর্ণকারী ও দেশনাকুশল বুদ্ধ। তখন তিনি বহু জনতাকে সংসারসাগর তীর্ণ করে দিয়েছিলেন।

২৯৮. তিনি ছিলেন পরম অনুকম্পাকারী, কারুণিক, ও সকল প্রাণীর পরম হিতৈষী। তিনি তখনকার অন্যতীর্থিদের পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

২৯৯. এভাবেই তিনি সম্পূর্ণ নিরাকুল ও তীর্থিয়শূন্য হয়ে এবং বশীভূত ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

৩০০. সেই মহামুনি আটান্ন প্রকার রত্নে গৌরবমণ্ডিত, উজ্জ্বল কাঞ্চনতুল্য ও বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট।

৩০১. সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তিনি পরিপূর্ণ আয়ু জীবিত থেকে বহু জনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

৩০২. তখন আমি হংসবতী নগরে এক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি সেই নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর ধর্মদেশনা শুনছিলাম।

৩০৩. তখন মহাবীর, পরিষদে বিশারদ, বিনায়ক বুদ্ধ এক ভিক্ষুকে প্রতিভাণক তথা জ্ঞানবান ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৩০৪. তখন আমি লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে বহু পুণ্যকার্য করে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৩০৫. তখন ক্লেশমলমুক্ত ও সুবর্ণ খণ্ডের ন্যায় প্রভাময় ভগবান আমাকে লক্ষ করে মধুর কণ্ঠে বলেছিলেন :

৩০৬. সুখী হও। দীর্ঘায়ু হও। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক। তুমি যে আমার ও ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে বিপুল পুণ্যকার্য করেছ!

৩০৭. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৩০৮. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী রাধ নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

৩০৯. শাক্যপুত্র নরশ্রেষ্ঠ নায়ক বুদ্ধ তার পূর্বহেতু গুণ দেখে তুষ্ট হয়ে তাকে প্রতিভাণক তথা জ্ঞানবান ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৩১০. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তখন আমি আজীবন স্মৃতিমান ও প্রজ্ঞাসমন্বিত হয়ে মৈত্রীচিত্তে পদুমুত্তর জিনকে সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

৩১১. সেই সুকৃত পুণ্যপ্রভাবে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৩১২. আমি তিনশতবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩১৩. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমি সর্বত্রই সুখী হয়েছিলাম।

৩১৪. এই শেষ জন্মে আমি গিরিব্বজ নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

৩১৫. একদিন আমি সারিপুত্র স্থবিরকে মাত্র এক চামচ ভিক্ষা দান করেছিলাম। আমি জরাজীর্ণ হয়ে বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে বিহারে গিয়েছিলাম।

৩১৬. জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়ায় আমাকে কেউই প্রব্রজ্যা দিচ্ছিল না। তাই আমি ভীষণ দুঃখিত, বিষন্নবদন ও শোকগ্রস্ত হয়েছিলাম।

৩১৭. মহামুনি, মহাকারুণিক বুদ্ধ শোকগ্রস্ত আমাকে দেখে বলেছিলেন, বৎস, কী হয়েছে তোমার? তুমি এত শোক করছ কেন? বল দেখি কী হয়েছে তোমার?

৩১৮. হে বীর, আপনার সুব্যাখ্যাত ধর্মশাসনে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারছি না। তাই আমি শোক করছি। হে নায়ক, আপনি আমার সহায় হোন!

৩১৯. তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, দেখ তো এই ব্যক্তি তোমাদের কাউকে কোনোদিন উপকার করেছে বলে স্মরণ করতে পার কি না? সে যদি কাউকে উপকার করে থাকে, তবে সে-ই তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুক।

৩২০. তখন সারিপুত্র বলেছিলেন, ভন্তে ভগবান, আমি স্মরণ করতে পারি। আমি পিণ্ডচারণ করতে গেলে একদিন সে আমাকে এক চামচ ভিক্ষা দিয়েছিল।

৩২১. (ভগবান বলেছিলেন) ‘সাধু, সাধু, সাধু, সারিপুত্র, তুমি কৃতজ্ঞ। তাহলে তুমিই তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর। এ জ্ঞানবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে।

৩২২. তারপর আমি প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা উভয়ই লাভ করলাম। অচিরেই আমি আসবক্ষয় জ্ঞানও লাভ করলাম।

৩২৩. আমি মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কথা খুব মন দিয়ে শুনতাম এবং শুনে ভীষণ খুশী হতাম। তারপর একদিন জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমাকে প্রতিভাণক তথা জ্ঞানবান ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৩২৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রাধ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রাধ স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. মোঘরাজ স্থবির অপদান

৩২৭. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোকবিদ মুনি চক্ষুষ্মান জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩২৮. তিনি উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সকল প্রাণীর তীর্ণকারী ও দেশনাকুশল বুদ্ধ। তখন তিনি বহু জনতাকে সংসারসাগর তীর্ণ করে দিয়েছিলেন।

৩২৯. তিনি ছিলেন পরম অনুকম্পাকারী, কারুণিক ও সকল প্রাণীর পরম হিতৈষী। তিনি তখনকার অন্যতীর্থিদের পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৩৩০. এভাবেই তিনি সম্পূর্ণ নিরাকুল ও তীর্থিয়শূন্য হয়ে এবং বশীভূত ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

৩৩১. সেই মহামুনি আটান্ন প্রকার রত্নে গৌরবমণ্ডিত, উজ্জ্বল কাঞ্চনতুল্য ও বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট।

৩৩২. সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তিনি পরিপূর্ণ আয়ু জীবিত থেকে বহু জনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

৩৩৩. তখন আমি হংসবতী নগরে জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি পরের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করতাম। তখন আমার

তেমন কোনো ধনসম্পত্তি ছিল না।

৩৩৪. একসময় আমি এক প্রত্যাবর্তনশালায় বাস করছিলাম। তখন সেখানে আমি আগুন জ্বালিয়ে, মাটি পুড়িয়ে দগ্ধ কালো শিলা তৈরি করছিলাম।

৩৩৫. ঠিক সেই সময় চতুর্সত্য-প্রকাশক নাথ বুদ্ধ তাঁর পরিষদে একজন জীর্ণশীর্ণ চীবরধারী ভিক্ষুর ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন।

৩৩৬. তাঁর গুণের কথা শুনে আমি ভীষণ তুষ্ট হয়েছিলাম। তারপর তথাগতের পায়ে পড়ে আমি সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করেছিলাম।

৩৩৭-৩৩৮. তখন পদুমুত্তর ভগবান তাঁর শ্রাবকদের বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, শীর্ণকায়, কুঁজো, প্রীতি-প্রসন্নবদন, শ্রদ্ধাধন-সমন্বিত, উদগ্রতনু, হৃষ্টচিত্ত ও অচল শালপিণ্ড তুল্য এই লোকটিকে দেখ।

৩৩৯. এই ব্যক্তি জীর্ণ চীবরধারী সত্যসেন ভিক্ষুর ভূয়সী প্রশংসা শুনে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করছে।

৩৪০. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। আমি নতশিরে জিনশাসনে আজীবন শুভকর্ম করেছিলাম।

৩৪১. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৩৪২. আমি প্রত্যাবর্তনশালায় ভূমিদাহ-কর্ম করার কারণে সুদীর্ঘকাল নিরয়ে বিষম বেদনার্ত হয়ে দগ্ধ হয়েছিলাম।

৩৪৩. সেই কর্মবিশেষে আমি পাঁচশত জন্ম মনুষ্যকুলে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৩৪৪. সেই কর্মের ফলে আমি পাঁচশত জন্ম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করেছিলাম।

৩৪৫. এই ভদ্রকল্পে পূর্বেকার যশস্বী বুদ্ধকে প্রসন্নমনে পিণ্ডপাত দান করে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৩৪৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৩৪৭. এই শেষ জন্মে এসেও আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছি। পিতার মৃত্যুর পর আমার উপরই রাজ্যভার বর্তায়।

৩৪৮. কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হওয়ায় আমি কখনো রতি কিংবা সুখ পাইনি। আমার রাজ্যসুখ মোঘ তথা তুচ্ছ বিধায় আমি মোঘরাজ নামেই পরিচিত হলাম।

৩৪৯. আমি শরীরের দোষ দেখে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাবরি ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম।

৩৫০. একদিন আমি বিশাল পরিষদকে সঙ্গে করে নরনায়ক বুদ্ধের নিকট উপনীত হয়েছিলাম। আমি সেই বীর বুদ্ধকে কিছু নিপুণ প্রশ্ন করেছিলাম।

৩৫১. আমি মহাযশস্বী গৌতমের ইহলোক, পরলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, দেখতে পাই না এবং জানি না।

৩৫২. এমন অতিক্রান্তদর্শী আপনার উদ্দেশে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, সেটি হচ্ছে : 'এই লোককে আপনি কীভাবে দেখেন, যাতে মৃত্যুরাজ দেখতে না পান?'

৩৫৩. হে মোঘরাজ, যে ব্যক্তি এই লোককে শূন্য হিসেবে দেখেন, তবেই মৃত্যুরাজ তাকে দেখতে পান না।

৩৫৪. 'এভাবে এই লোককে দেখলে পরে মৃত্যুরাজ মোটেই দেখতে পান না' এই কথা সর্বরোগের চিকিৎসক বুদ্ধ আমাকে বলেছিলেন।

৩৫৫. এই গাথাটা শোনার সাথে সাথেই আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত, কাষায় বস্ত্রধারী ভিক্ষু হয়ে গিয়েছিলাম।

৩৫৬. আমি রোগপীড়িত হওয়ায় সাংঘিক বিহারে বসবাস করিনি। আমার কারণে বিহারটি দূষিত না হোক এবং ভিক্ষুরা পীড়িত না হোক!

৩৫৭. আমি বিভিন্ন আবর্জনাস্তূপ, শ্মশান ও পথঘাট থেকে কাপড় সংগ্রহ করে, তা দিয়ে সংঘাটি তৈরি করে জীর্ণ চীবরই পরিধান করতাম।

৩৫৮. আমার সেই গুণে খুশী হয়ে মহান চিকিৎসক বিনায়ক বুদ্ধ আমাকে জীর্ণ চীবরধারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছেন।

৩৫৯. আমি পুণ্য-পাপ পরিক্ষীণ হয়ে এবং সর্ববিধ রোগ বিবর্জিত হয়ে শিখীর ন্যায় অলগ্নভাবে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবো।

৩৬০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৬১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মোঘরাজ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মোঘরাজ স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কাচ্চায়ন-বর্গ চুয়ান্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কাচ্চায়ন, বক্কলি স্থবির, মহাকপ্পিন, মল্লপুত্র দব্ব,
কুমারকাশ্যপ, বাহিয়, মহাকোট্‌ঠিক, উরুবেলা কাশ্যপ,
রাধ ও পণ্ডিত মোঘরাজ স্থবির দশম এই মিলে
মোট তিনশ বাষট্টিটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

* * *

৫৫. ভদ্দিয়-বর্গ

১. লকুণ্ডভদ্দিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনতে গেলেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে মধুরভাষী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে আসীন করছিলেন। তা দেখে তিনি নিজেও সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের ইচ্ছায় বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংকে ঘি, গুড় প্রভৃতি মধুর রসসিক্ত বস্তু দান করে প্রার্থনা করলেন, 'ভন্তে, আমিও যাতে ভবিষ্যতে এই ভিক্ষুর ন্যায় কোনো এক বুদ্ধের শাসনে মধুরভাষী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করতে পারি।' ভগবান তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে চলে গেলেন।

তারপর তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে বিচরণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে ফুশ্য ভগবানের সময় কোকিল হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একসময় কোকিল রাজোদ্যান হতে সুমিষ্ঠ আম ঠোঁটে করে নিচ্ছিল, এমন সময় ভগবানকে দেখতে পেল। তখন তার মনে আম দানের ইচ্ছা উৎপন্ন হলো। ভগবান তার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে পাত্র হাতে নিয়ে বসে রইলেন। কোকিলটি দশবলের পাত্রে পাকা আম দান করল। ভগবান কোকিলটি দেখে মতো করে সেই আমটি খেলেন। কোকিল তা দেখে সপ্তাহকাল প্রীতিসুখে অতিবাহিত করল। সেই পুণ্যফলেই সে মধুরভাষী হয়েছিল।

কাশ্যপ ভগবানের সময় তিনি এক কারিগর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দক্ষ কারিগর হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। কাশ্যপ ভগবান পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর উদ্দেশে একটি সাত যোজনবিশিষ্ট মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। তখন তিনি বলেন, এত বড় মন্দির তৈরি করা কষ্টকর হবে। তার থেকে ছোট মন্দির তুললে ভালো হয়। তার কথায় সবাই একবাক্যে সম্মত হলো। অপ্রমাণ বুদ্ধের প্রমাণ ছোট করার কারণে তিনি জন্মে জন্মে অন্যান্য লোক হতে ছোট হয়ে জন্মগ্রহণ করতেন।

আমাদের গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি শ্রাবস্তীর এক মহাধনাঢ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'ভদ্দিয়' । লম্বায় অতিশয় খাট ছিলেন বিধায় তিনি 'লকুণ্ডভদ্দিয়' তথা 'বামন ভদ্দিয়' নামে পরিচিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহুশ্রুত ও ধর্মকথিক। তাই তিনি মধুর স্বরে ধর্মদেশনা দিতেন।

একসময় উৎসবের দিনে একজন ব্রাহ্মণের সাথে তিনি রথে চড়ে যাচ্ছিলেন। তখন এক গণিকা স্থবিরকে দেখে দাঁত বের করে খিল খিলিয়ে হাসতে লাগল। স্থবির তার দাঁত দেখেই 'অস্থিসংজ্ঞা' লাভ করলেন। সেই অস্থিসংজ্ঞায় ভাবনা করে তিনি অনাগামী লাভ করলেন।

তিনি সব সময় কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করতেন। একসময় তিনি ধর্মসেনাপতির উপদেশ শুনে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। কিছু কিছু ভিক্ষু-শ্রামণ 'সে যে অর্হৎ হয়েছে' তা না জেনে তার কানে ধরতেন, বাহুতে, মাথায়, হাতে, পায়ে ধরে মজা করতেন। তা শুনে ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রকে আর দুঃখ দিও না।' তারপর থেকে তারা তাকে 'অর্হৎ' বলে জানলেন এবং আর কোনোদিন দুঃখ দেননি।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান, নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২. তখন আমি হংসবতী নগরে মহাধনী শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন হাঁটতে হাঁটতে আমি সংঘারামে গিয়েছিলাম।

৩. তখন লোকপ্রদ্যোৎ নায়ক বুদ্ধ ধর্মদেশনা করছিলেন এবং তাঁর এক শ্রাবককে মধুরভাষী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন।

৪. তা শুনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলাম। তারপর আমি মহর্ষি বুদ্ধের উদ্দেশ্যে মহাদান দিয়ে পদবন্দনা করে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৫. তখন বিনায়ক বুদ্ধ সংঘমধ্যে বলেছিলেন, 'এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল পরে সফল মনোরথ হবে।'

৬. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে এক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৭. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে ভদ্দিয় নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৯. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে পৃথিবীতে অনাসক্ত, অপরাজেয়, সর্বলোকের উত্তম জিন, নায়ক ফুশ্য বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১০. তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, মহান, ঋজু, প্রতাপশালী, সকল সত্ত্বের পরম হিতৈষী। তিনি বহু সত্ত্বকে সংসারবন্ধন হতে মুক্ত করেছিলেন।

১১. আমি তারই পাশে নন্দারাম বনে এক কোকিল হয়ে জন্মেছিলাম। আমি গন্ধকুটির খুব কাছে এক আম গাছে বাস করতাম।

১২. সেই সময় পরম দাক্ষিণেয় জিনোত্তম বুদ্ধ পিণ্ডার্থে যাচ্ছিলেন। তা দেখে আমি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে মধুর স্বরে কূজন করছিলাম।

১৩. তৎক্ষণাৎ আমি রাজোদ্যানে গিয়ে একটি সুপক্ক আম নিয়ে এসে সম্বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

১৪. তখন মহাকারুণিক জিন আমার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে উপস্থায়ক তথা সেবকের হাত থেকে নিজে পাত্রটি হাতে নিয়েছিলেন।

১৫-১৬. তারপর আমি অতীব হৃষ্টচিত্তে মহামুনি বুদ্ধকে সেই সুপক্ক আমটি দান করেছিলাম। পাখা দিয়ে ঝাপটিয়ে পাত্রে দিয়েছিলাম। তারপর আমার পাখা দুটি অঞ্জলিবদ্ধ করে আমি মধুর স্বরে কূজন করে বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করেছিলাম। বুদ্ধপুজা করার পর আমি অতীব খুশী মন নিয়ে নিদ্রা যাবার জন্যে শায়িত হয়েছিলাম।

১৭. তখন বুদ্ধপ্রেমে মশগুল, খুশী মন নিয়ে ঘুমন্ত আমাকে এক শকুন পাখি এসে প্রদুষ্টমনে হত্যা করেছিল।

১৮. মৃত্যুর পর আমি তুষিত স্বর্গে মহাসুখ ভোগ করেছিলাম। তারপর সেই কৃতপুণ্যের ফলে আমি মনুষ্যযোনিতে এসেছিলাম।

১৯. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী, শ্রেষ্ঠ গুণধর কাশ্যপ ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলাম।

২০. তিনি শাসনকে উজ্জ্বলতা দান করে, অন্যতীর্থিদের দমন করে এবং বিনয়নকারীদের বিনীত করে সশিষ্যে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

২১. লোকাগ্র বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের পর লোকেরা তাঁকে পূজা করার মানসে অতীব প্রসন্ন মনে শাস্তার উদ্দেশে একটি স্তূপ তৈরি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

২২. তারা পরামর্শ করছিল যে, আমরা মহর্ষি বুদ্ধের জন্যে সপ্তবিধ রত্নে বিভূষিত সাত যোজনবিশিষ্ট একটি বিশাল স্তূপ তৈরি করব।

২৩. তখন আমি কিকি নামক কাশিরাজের সেনানায়ক ছিলাম। তখন আমি অপ্রমাণ বুদ্ধের জন্যে প্রমাণ তথা ছোট চৈত্য তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছিলাম।

২৪. তারা আমার কথায় নরবীর বুদ্ধের জন্যে নানাবিধ রত্নে বিভূষিত ছোট একটি চৈত্য তৈরি করেছিল।

২৫. সেই কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি

তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

২৬. এখন আমি শেষ জন্মে শ্রাবস্তীর এক ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ, মহাধনাঢ্য, শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

২৭. শ্রাবস্তীর নগরে প্রবেশ করলে পরে আমি বিস্ময় নেত্রে সুগতকে দেখেছি এবং অচিরেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

২৮. অতীতে আমি যে চৈত্যের প্রমাণ (আকার) কমিয়ে ছোট করে দিয়েছিলাম সেই কর্মের ফলে আমি এই শেষ জন্মে বামন হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

২৯. ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে মধুর স্বরে পূজা করে আমি মধুরভাষী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছি।

৩০. বুদ্ধকে ফল দান করার প্রভাবে ও বুদ্ধগুণ স্মরণ করার ফলে এখন আমি শ্রামণ্যফলের অধিকারী হয়ে ও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভদ্দিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভদ্দিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কঙ্খারেবত স্থবির অপদান

৩৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্বধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩৫-৩৬. তিনি ছিলেন সিংহহনু, ব্রহ্মস্বরবিশিষ্ট, হংসদুন্দুভি স্বরবিশিষ্ট, নাগের ন্যায় নির্ভীকগামী, চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় স্নিগ্ধ ও প্রভাস্বর, মহামতি, মহাবীর, মহাধ্যানী, মহাবলশালী, মহাকারুণিক, নাথ ও মহান অন্ধকার বিধ্বংসকারী।

৩৭. সেই ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, সত্ত্বগণের বিষয়ে অভিজ্ঞ মুনি সম্বুদ্ধ বহু লোককে বিনীত করেছিলেন এবং ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৩৮. একদিন সেই জিন পরিষদে ধ্যানী, ধ্যানরত, বীর, উপশান্ত ও অনাবিল এক ভিক্ষুকে ভূয়সী প্রশংসা করে জনতাকে তুষ্ট করেছিলেন।

৩৯. তখন আমি হংসবতী নগরে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। আমি তাঁর ধর্মকথা শুনে ভীষণভাবে খুশী হয়েছিলাম। আমি সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করেছিলাম।

৪০. তখন বিনায়ক জিন সংঘমধ্যে আমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি খুশী হও। তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।

৪১. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৪২. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে রেবত নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

৪৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৪৪. এখন আমি শেষ জন্মেও কোলিয় নগরে ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ, মহাধনাঢ্য ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

৪৫. সুগত বুদ্ধ কপিলবাস্তুতে ধর্মদেশনা করার সময় তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৪৬. কল্পে কল্পে, জন্মে জন্মে আমি অত্যন্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ছিলাম। বুদ্ধই একমাত্র উত্তম ধর্মদেশনা করে সেই সমস্ত সন্দেহ দূর করেছেন।

৪৭. তাই আমি সকল সন্দেহ-উত্তীর্ণ ও নিয়ত ধ্যানসুখে রত হয়ে অবস্থান করছি। তখন বুদ্ধ আমাকে দেখে এই কথা বলেছিলেন :

৪৮. নিজের ও পরের সম্বন্ধে অথবা ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ আছে সেসব সন্দেহ যেসব ধ্যানী পরিত্যাগ করেন, তারাই বীর্যবান ব্রহ্মচর্যা অনুশীলনকারী।

৪৯. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমার কৃতকর্ম এই শেষ জন্মে এসেও ফল প্রদান করছে। এখন আমি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং তীরের গতিতে আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করেছি।

৫০. এভাবে ধ্যানরত দেখে লোকবিদ, মুনি, মহামতি বুদ্ধ আমাকে ধ্যানী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৫১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কঙ্খারেবত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কঙ্খারেবত স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. সীবলী স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি বিহারে গিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর শেষপ্রান্তে বসে ধর্মশ্রবণ করেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে লাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনিও সেই লাভীশ্রেষ্ঠপদ লাভের আশায় সাত দিন যাবৎ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়ে বললেন, 'ভন্তে, আমি এই দানের ফলে অন্য কোনো পদ প্রার্থনা করি না। আমি লাভীশ্রেষ্ঠপদই প্রার্থনা করি।' ভগবান বললেন, 'তুমি ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের সময়ে লাভীশ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।'

তারপর তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে বিপশ্বী ভগবানের সময় বন্ধুমতি নগরের অদূরে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি বন্ধুমতি নগরের উপাসকেরা রাজার সাথে পরামর্শ করে দশবল বুদ্ধকে দান দিতে লাগলেন।

একদিন তারা সবাই একত্র হয়ে দান দিবার সময় 'আমাদের এই দানযজ্ঞে কী কী নেই' পরীক্ষা করে দেখলেন যে, মধু, গুড় ও দধি এই তিনটি বস্তুর অভাব। তারপর তারা নগরের প্রবেশদ্বারে লোক বসিয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময় এই কুলপুত্র গুড় ও দধি নিয়ে নগরে আসছিলেন। পথিমধ্যে মুখ ধোয়ার জন্যে গিয়ে এক দণ্ড মধুও লাভ করলেন। সেই সময় চৌকিদারেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এই মধু, গুড় ও দধি কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'কারো জন্যে নয়। বিক্রির জন্যেই নিচ্ছি।' তারা বলল, 'তাহলে এক টাকার বিনিময়ে এগুলো আমাদের দিন।'

তখন তিনি ভাবলেন, 'এগুলো এত দামী জিনিস নয়। তবে এরা কেন এত বেশি টাকা দিয়ে কিনতে চাচ্ছেন? একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

এই ভেবে তিনি বললেন, 'না, আমি মাত্র এক টাকায় এগুলো দেব না।' 'তাহলে এই নাও দুই টাকা। তারপরও এগুলো আমাদের দাও।' 'দুই টাকা দিলেও আমি দেব না।' এভাবে টাকার অঙ্কটা বাড়তে বাড়তে হাজার টাকায় পৌঁছল। তখন তিনি ভাবলেন, 'আর মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত হবে না।' এরা স্বল্পমূল্যের জিনিস অনেক বেশি টাকার বিনিময়ে নিতে চাচ্ছেন। এর কারণ কী আমাকে অবশ্যই জানতে হবে।' অতঃপর তিনি তাদের বললেন, 'এত দাম দিয়ে এগুলো নিতে চাচ্ছেন। এর কারণ কী?' 'মহাশয়, নগরবাসীরা রাজার সাথে প্রতিযোগিতা করে বিপশ্বী বুদ্ধকে দান দিচ্ছেন। অথচ এই জিনিসগুলোর অভাব আছে। যদি এগুলো দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে নগরবাসীরা পরাজিত হবে। সে কারণেই আমি দাম বেশি হলেও নিতে চাচ্ছি।' 'এই দান কি শুধু নগরবাসীরাই করবে না অন্য যে কেউ করতে পারবে?' 'এই দান সকলেই করতে পারবে। এই দান সকলের জন্যেই উন্মুক্ত।' 'এই দানযজ্ঞে এক দিনে হাজার টাকার দাতা কেউ আছে কি?' 'না বন্ধু, নেই।' 'তা-ই যদি হয় আপনারা এখন নগরবাসীদের কাছে গিয়ে বলুন যে, এক লোক মূল্য না নিয়ে নিজ হাতে দান করতে চায়। এতে অন্য কিছু ভাববেন না।' 'আপনিও আমাদের এই দানযজ্ঞে অংশীদার হোন!' এই বলে তারা চলে গেল।

এদিকে এই কুলপুত্র বাড়ি হতে বাজার করার জন্যে যে এক মাসা এনেছিলেন, সেই এক মাসা দিয়ে পঞ্চকটু নিয়ে চূর্ণ করলেন। মধুপটল পিষে এক পদ্মপত্রে মধু নিয়ে পঞ্চকটু চূর্ণ মিশালেন এবং ছাঁকলেন। তারপর বুদ্ধের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভন্তে, গরিবের এই দান অনুকম্পা করে গ্রহণ করুন।' শাস্তা তার প্রতি অনুকম্পা-পরবশ হয়ে চারি মহারাজ-প্রদত্ত পাত্রে ওই মধু নিয়ে এই বলে অধিষ্ঠান করলেন, 'এই মধু আটষট্টি লক্ষ ভিক্ষুকে দিলেও নিঃশেষ না হোক।'

সেই কুলপুত্র বুদ্ধের ভোজন শেষে তাঁর নিকট গিয়ে বন্দনা করে একপার্শ্বে বসে বললেন, 'ভন্তে ভগবান, আজ আমি বন্ধুমতি নগরবাসীদের দান নিজ চোখে দেখলাম। ভন্তে, আমি যে দান করেছি, এই দানের ফলে আমি যেন সেই লাভ-যশের ভাগী হতে পারি।' ভগবান 'তা-ই হোক কুলপুত্র!' বলে আশীর্বাদ করলেন। অতঃপর শাস্তা তারও নগরবাসীদের দান অনুমোদন করে চলে গেলেন।

তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজকন্যা সুপ্রবাসার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। প্রতিসন্ধি

গ্রহণের পর থেকে সকাল-সন্ধ্যা পাঁচশত উপহার দান দিতেন। রাজকন্যার পুণ্যপ্রভাবে সমস্ত কিছুই অফুরন্ত হয়েছিল। তিনি যা স্পর্শ করতেন, তা-ই আর নিঃশেষ হতো না। এভাবে সাত বৎসর যাবৎ তাকে গর্ভধারণ করতে হয়েছিল।

তারপর গর্ভ পরিপূর্ণ হলে প্রসবকালীন সাত দিন যাবৎ মহাদুঃখ ভোগ করলেন। তখন স্বামীকে ডেকে বললেন, 'আমার মৃত্যুর আগে আমি দান দিতে চাই। আপনি ভগবানের নিকট গিয়ে তা ব্যক্ত করুন।' রাজা ভগবানকে সুপ্রবাসার প্রণতি জানিয়ে দিলে ভগবান বললেন, 'সুপ্রবাসা সুখী হোক! সুপ্রবাসা নিরাপদে প্রসব করুক!' রাজা এই সংবাদ নিয়ে গ্রামের দিকে আসছিলেন। এদিকে তাঁর আগমনের আগেই সুপ্রবাসা বিনাকষ্টে প্রসব করলেন। এদিকে অশ্রুপূর্ণ জ্ঞাতিগণ খুশীতে টকবক করতে লাগলেন। এই শুভ সংবাদ রাজাকে জানানোর জন্যে লোক পাঠানো হলো। পথে তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে পরে রাজা তাদের দেখে ভাবলেন, 'মনে হয় বুদ্ধের আশীর্বাদেই সুপ্রসব হয়েছে।' রাজা বাড়িতে এসে বুদ্ধের আশীর্বাদের কথা বললেন। রাজকন্যা বললেন, 'আপনার জীবিতক্রিয়ার নিমন্ত্রণ মঙ্গল-নিমন্ত্রণে পরিণত হবে। ভালো কথা, এখনই গিয়ে সাত দিনের জন্যে বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে আসুন।' রাজা তা-ই করলেন। সুপ্রবাসা সাত দিন পর্যন্ত মহাদান দিলেন। পুণ্যবান শিশু সকলের সন্তপ্ত চিত্তকে শীতল করে ভূমিষ্ঠ হয়েছে বিধায় তাঁর নাম নাখা হলো 'সীবলী'। বালক সাত বৎসর গর্ভে ছিলেন বলে জন্মের পর থেকেই সকল কাজে পটু হয়েছিলেন। ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবির সাত দিন শেষে তার সাথে আলাপ করলেন। শাস্তাও এই গাথাটি ভাষণ করলেন :

"বন্ধুর, কর্দমময় এই সংসরণ
মোহ অতিক্রমি' রুদ্ধ করেছে যেজন,
উত্তীর্ণ হইয়া যিনি পরপার গত,
যিনি ধ্যানী, বীততৃষ্ণ, সংশয়-অতীত,
উপাদানহীন আর নিবৃত যেজন,
তাঁহাকেই বলি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ।"

অতঃপর স্থবির তাকে বললেন, 'এত দীর্ঘসময় মহাদুঃখ ভোগ করে তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত নয় কি?' 'ভন্তে, যদি প্রব্রজ্যা দেন, আমি গ্রহণ করব।' সুপ্রবাসা বালককে ধর্মসেনাপতির সাথে আলাপ করতে দেখে

জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে, আমার ছেলে আপনার সাথে কী আলাপ করতেছে?'

'উপাসিকে, গর্ভদুঃখ সম্বন্ধেই আলাপ করতেছে। আপনি অনুমতি দিলে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।'

'সাধু ভন্তে, সাধু। আপনি আমার ছেলেকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' স্থবির বালককে বিহারে এনে 'ত্বক পঞ্চক' কর্মস্থানের সাথে প্রব্রজ্যা দিয়ে বললেন, 'দেখ সীবলী, তোমাকে অন্য উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি সাত বৎসর যে মহাদুঃখ ভোগ করেছিলে, কেবল তা-ই প্রত্যক্ষ কর।'

'ভন্তে, প্রব্রজ্যা দেওয়া আপনার দায়িত্ব। আমাকে যা করতে বলা হবে, আমি মনেপ্রাণে তা-ই করব।' তাঁর কেশচ্ছেদনের সময় ক্ষুরের প্রথম টানে স্রোতাপত্তি, দ্বিতীয় টানে সকৃদাগামী, তৃতীয় টানে অনাগামী ও চতুর্থ টানে অর্হত্ত্বফল লাভ করলেন।

অতঃপর ভিক্ষুসংঘের মধ্যে কথা উঠল যে, 'অহো, কী আশ্চর্য! এমন পুণ্যবান স্থবিরকে পর্যন্ত সাত বৎসর সাত মাস সাত দিন গর্ভে বাস করতে হয়েছিল।' শাস্তা সেখানে এসে ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে একত্র হয়ে কী কথা বলছ?' তখন 'ভন্তে, আমরা এই কথাই বলছি' বললে ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, ইহা এই কুলপুত্রের এই জন্মের কর্ম নয়'। তারপর অতীতের কাহিনিটি শোনালেন। এই কুলপুত্র প্রব্রজ্যা নেওয়ার পর থেকে ভিক্ষুসংঘের প্রভূত পরিমাণে চতুর্প্রত্যয় উৎপন্ন হয়েছিল।

পরবর্তীকালে শাস্তা শ্রাবস্তীতে আসলে পরে স্থবির ভগবানের অনুমতি নিয়ে পাঁচশত ভিক্ষুকে নিয়ে আসতে গেলেন। এভাবে তিনি নিজের লাভ-সৎকার লাভের পুণ্যবিভূতি ভিক্ষুসংঘকে দেখালেন। অতঃপর একদিন শাস্তা তাকে সংঘমধ্যে উপবিষ্ট হয়ে লাভীশ্রেষ্ঠ পদে বসালেন।

আয়ুষ্মান সীবলী অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৫৫. তাঁর শীল ছিল অসংখ্যেয়, সমাধি বজ্রোপম, জ্ঞান অপ্রমেয় ও বিমুক্তি ছিল অতুলনীয়।

৫৬. তিনি মানুষ, নাগ ও ব্রহ্মাদের সমাগমে শ্রমণ-ব্রাহ্মণে আকীর্ণ সভায়

ধর্মদেশনা করতেন।

৫৭. একসময় তিনি পরিষদে বসে তার এক মহালাভী, পুণ্যবান, জ্যোতির্ময় শিষ্যকে লাভীশ্রেষ্ঠ পদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন।

৫৮-৫৯. তখন আমি হংসবতী নগরে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলাম। পদুমুত্তর জিনের মুখে সেই শিষ্যের বহু গুণের কথা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তারপর বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে সপ্তাহকাল ভোজন করিয়ে ও মহাদান দিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৬০. তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর পদুমুত্তর বুদ্ধ আমাকে তাঁর পদমূলে নতশির দেখে মধুর স্বরে এই কথা বলেছিলেন :

৬১-৬২. তখন পদুমুত্তর জিনের কথা শ্রবণের ইচ্ছায় বহু জনতা, দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, ব্রহ্মা ও ঋদ্ধিমান শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি হয়ে এই বলে নমস্কার করেছিল, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে, নমস্কার! হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার!'

৬৩. সপ্তাহকালব্যাপী ক্ষত্রিয় রাজা আপনাকে মহাদান দিয়েছেন। সেই মহাদনের ফল সম্বন্ধে শোনার জন্যে সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। হে মহামুনি, আপনি ব্যাখ্যা করুন।

৬৪-৬৫. অতঃপর ভগবান বলেছিলেন, তাহলে আমার কথা শোন। তার দান অপ্রমেয় বুদ্ধ ও সংঘে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই দানের ফল কে ব্যাখ্যা করবে? সেই দানের ফল যে অপ্রমেয়! তাই সে মহাধনাঢ্য হবে। সে লাভীশ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করছে।

৬৬. সে লাভীশ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করেছে। ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল পরে সে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।

৬৭. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে এক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৬৮. তার ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে সীবলী নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

৬৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৭০. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে পৃথিবী চারুদর্শন, সর্ববিধ ধর্মের যথাভূত দর্শনকারী লোকনায়ক বিপশ্বী ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৭১. তখন আমি বন্ধুমতি নগরে এক জনৈক পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম। তখন আমি ছিলাম সকলের প্রিয় ও মনোজ্ঞ এক কর্মী।

৭২. তখন বন্ধুমতি নগরবাসীরা সবাই মিলে মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের উদ্দেশে এক মহতি বিশ্ববিশ্রুত দানযজ্ঞের আয়োজন করেছিল।

৭৩. সেই মহতি দানযজ্ঞের আয়োজন প্রায় শেষ পর্যায়ে একটু পরখ করে দেখতে গিয়ে খেয়াল হয়েছিল যে, এই মহতি দানযজ্ঞে মধু, গুড় ও দধি নেই।

৭৪. তখন আমি একদম নতুন মধু ও দধি নিয়ে মালিকের ঘরে যাচ্ছিলাম। (দানযজ্ঞের) সেই লোকেরা আমাকে দেখতে পেয়েছিল।

৭৫. তারা সেগুলো হাজার টাকা দিয়ে হলেও নিতে চেয়েছিল। আমি কোনোভাবেই দিতে চাইনি। তখন আমি ভেবেছিলাম, 'এগুলোর মূল্য কোনোভাবেই এতটুকু কম হবে না।'

৭৬. আমি আরও ভেবেছিলাম, এই লোকেরা যেভাবে তথাগতকে পূজা-সৎকার করছেন, আমিও সেভাবে লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষুসংঘকে পূজা-সৎকার করব।

৭৭. এভাবে চিন্তা করার পর আমি দধি ও মধু মিশিয়ে পিষে লোকনাথ বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে দান করেছিলাম।

৭৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৭৯. পুনরায় আমি বারাণসীর রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমি প্রদুষ্ট মনে নগরদ্বার বন্ধ রেখেছিলাম।

৮০. তখন নগরদ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ করায় তপস্বী পচ্চেক বুদ্ধগণও রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেই কর্মের বিপাক আমাকে সুদীর্ঘকাল নিরয়ে দগ্ধ করেছিল।

৮১. আজ এই শেষ জন্মে আমি কোলিয় নগরে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার মায়ের নাম সুপ্রবাসা। আর পিতার নাম লিচ্ছবী মহালি।

৮২. পূর্বকৃত পুণ্যবলে আমি ক্ষত্রিয় রাজকুলে জন্মেছি। আর নগরদ্বার রুদ্ধ করে দেওয়ার ফলে আমাকে মাতৃগর্ভে মহাদুঃখের সাথে সাত বৎসর পর্যন্ত বাস করতে হয়েছে।

৮৩. মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার আগে আমি মহাদুঃখে সমর্পিত হয়ে সপ্তাহকাল ছটফট করেছি। আমার মাও আমাকে পরামর্শ দেওয়ার কারণে একইভাবে মহাদুঃখে ছটফট করেছে।

৮৪. বুদ্ধের অশেষ অনুকম্পায় আমি মাতৃগর্ভ হতে বেশ সুখেই ভূমিষ্ঠ হয়েছি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনেই আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

৮৫. আমার উপাধ্যায় সারিপুত্র স্থবির। মহাঋদ্ধিধর মোদ্গাল্লায়ন স্থবির

যখন আমার মাথা থেকে কেশচ্ছেদন করছেন তখন মহামতি সারিপুত্র স্থবির আমাকে অনুশাসন করেছেন।

৮৬. কেশচ্ছেদনের সময়ই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। তারপর দেবতা, নাগ ও মানুষেরা আমাকে পূজা করার জন্যে আমার কাছে আসে।

৮৭. ঠিক যেভাবে আমি পদুমুত্তর নাথকে ও বিনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধকে চতুর্প্রত্যয় দিয়ে বিশেষভাবে প্রসন্নমনে পূজা করেছিলাম।

৮৮. আমার সেই পূর্বকৃত বিশেষ কর্মের ফলে আমি বনে, গ্রামে, জলে, স্থলে সর্বত্রই বিপুল লাভ সৎকার লাভ করে থাকি।

৮৯-৯০. লোকাগ্রনায়ক, বিনায়ক বুদ্ধ যখন ত্রিশ হাজার ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে রেবত স্থবিরকে দেখতে যাচ্ছিলেন, তখন অসংখ্য দেবতা আমার উদ্দেশে উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দিয়েছে। আমি সেগুলো দিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৯১. আমার দ্বারা সেবিত-পূজিত হয়ে মহামতি বুদ্ধ রেবত স্থবিরকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে জেতবনে ফিরে এসে আমাকে লাভীশ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছিলেন এই বলে :

৯২. হে ভিক্ষুগণ, আমার শিষ্যদের মধ্যে লাভীশ্রেষ্ঠ হচ্ছে সীবলী। সর্বলোকের হিতের জন্যে শাস্তা সেই পরিষদে আমার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

৯৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সীবলী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সীবলী স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. বঙ্গীশ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি নগরবাসীদের সাথে

বিহারে গিয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে বিচিত্রকথক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে আসীন করছিলেন। তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করলেন। তারপর থেকে তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম হলো 'বঙ্গীশ'। তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। এক আচার্যের নিকটে 'মৃতশির মন্ত্র' শিক্ষা করেন। মৃত ব্যক্তির মাথায় নখ দিয়ে আঘাত করলেই তিনি 'এই ব্যক্তি অমুক যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছে' এভাবে বলে দিতে পারতেন।

ব্রাহ্মণেরা 'ইহাই আমাদের জীবন-জীবিকার উপায়' ভেবে বঙ্গীশকে নিয়ে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করতে লাগলেন। বঙ্গীশ তিন বৎসরের মৃতশির দেখেও জন্মলাভের বিবরণ বলে দিতে পারতেন। সে কারণে তিনি সাধারণের অতি শ্রদ্ধাভাজন হলেন। কেউ একশত, কেউ হাজার টাকা তাকে দিতে লাগলেন। একসময় বঙ্গীশ বুদ্ধগুণের কথা শুনে শাস্তার কাছে গমনেচ্ছু হলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা 'শ্রমণ গৌতম মায়াবলে তোমার বেঁধে ফেলবেন' এই বলে যেতে নিষেধ করলেন।

বঙ্গীশ তাদের কথা গ্রাহ্য না করে শাস্তার কাছে গিয়ে সৌজন্য আলাপ করে একপার্শ্বে বসলেন। শাস্তা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বঙ্গীশ, তুমি কোনো শিল্প জান কি?' 'হ্যাঁ, মাননীয় গৌতম, আমি মৃতশির মন্ত্র জানি।' অতঃপর ভগবান নিরয়, মনুষ্যলোক ও নির্বাণগত তিনটি মৃতশির আনিয়ে পরীক্ষার জন্যে তাকে দিলেন। তিনি নিরয়গত ও মনুষ্যজন্মপ্রাপ্ত দুটি শির পরীক্ষা করে তাদের গতি বলে দিলেন। কিন্তু নির্বাণগত ব্যক্তির শির পরীক্ষা করে আদি-অন্ত কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি ঘমতে শুরু করলেন। তখন বুদ্ধ বললেন, 'কি হে বঙ্গীশ, তুমি বোধ হয় তৃতীয় ব্যক্তির মৃতশিরের কথা বলতে পারবে না।' 'না ভন্তে, আপনার জানা থাকলে দয়া করে বলুন।' 'আমি এই মৃতশিরের কথাও জানি, অন্যান্য সমস্ত শিরের কথাও জানি।' বলে ভগবান এ গাথাদ্বয় বললেন :

"চ্যুতি-জন্ম সত্ত্বদের যেইজন জানে,
এখানে সেখানে কিংবা যেকোনো স্থানে;
যেবা অনাসক্ত, যিনি সুখস্থান গত,
সেই বুদ্ধে বলি আমি ব্রাহ্মণ প্রকৃত।"
"যার গতি নাহি জানে দেবতা-গর্ন্ধব-নর,
সে অর্হৎ ক্ষীণাসবে বলিব ব্রাহ্মণবর।"

অতঃপর বঙ্গীশ মিনতির সুরে বললেন, 'ভগবান, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার সেই মন্ত্র প্রদান করুন।' ভগবান বললেন, 'আমার ন্যায় মুণ্ডিত মস্তক হয়ে চীবর ধারণ করলেই কেবল শিক্ষা দিব।' তখন বঙ্গীশ ভাবলেন, 'যেকোনো উপায়ে এই মন্ত্র শিক্ষা করে আমি জম্বুদ্বীপে সর্বশ্রেষ্ঠ হবো।' তিনি ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনারা চিন্তা করবেন না। ইহাতে আমার বহু মঙ্গল সাধিত হবে।'

বঙ্গীশ যখন বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন তখন স্থবির নিগ্রোধকল্পও শাস্তার নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শাস্তা তাকে প্রব্রজ্যা দিতে স্থবিরকে আদেশ দিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর শাস্তার নিকটে মন্ত্রস্বরূপ বত্রিশ অশুচি-ভাবনা ও বিদর্শন কর্মস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি ভাবনা করছেন এমন সময় ব্রাহ্মণেরা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন হে বঙ্গীশ, শ্রমণ গৌতমের নিকটে মন্ত্র শিখেছ কি?' 'হ্যাঁ শিখেছি তো!' 'তাহলে এসো আমরা চলে যাই।' 'শিল্প শিক্ষার কী প্রয়োজন? তোমরা চলে যাও। তোমাদের সাথে আমার কোনো কাজ নেই।' তখন ব্রাহ্মণেরা বললেন, 'বঙ্গীশ, তুমি শ্রমণ গৌতমের মায়ায় পড়েছ। আমরা তোমার আশপাশেই থাকব।' এই বলে চলে গেলেন। তিনি তাদের চলে যাবার পর অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

এভাবে অর্হত্ত্ব লাভের পর স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৯৭. ঊর্মিমালা যেমন সাগরে চিত্রিত হয়, তারকারা যেমন আকাশে চিত্রিত হয়, ঠিক সেভাবেই আপনার উপদেশবাণী অর্হৎদের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে।

৯৮. দেবমনুষ্য, নাগ, অসুর পরিবেষ্টিত হয়ে ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণে আকীর্ণ বিশাল জনসভায় জিনুত্তম বুদ্ধ উপবিষ্ট হয়েছিলেন।

৯৯. তিনি পৃথিবীতে জ্ঞানপ্রভায় জ্বল জ্বল করতে থাকা লোকবিদ জিন। তিনি উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অজ্ঞদের বোধ উৎপন্ন করতেন।

১০০. তিনি চারি বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, পুরুষোত্তম, সম্পূর্ণ ভয়ভীতিহীন, নির্বাণপ্রাপ্ত ও বিশারদ।

১০১. লোকাগ্র বুদ্ধ কেবল মহান ও শ্রেষ্ঠস্থান বুদ্ধভূমিই অনুমোদন

করেন, অন্যকিছু নয়।

১০২. তিনি যখন বজ্রকণ্ঠে সিংহনাদ করেন তখন দেব, মানব বা ব্রহ্মা কেউই প্রত্যাবর্তন করেন না।

১০৩. চারি পরিষদে বিশারদ বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ধর্মদেশনা করার মধ্য দিয়ে দেবমনুষ্যদের সংসারসাগর তীর্ণ করিয়েই ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

১০৪. তখন তিনি তাঁর এক সাধুসম্মত শ্রাবকের ভূয়সী প্রশংসা করে বিচিত্রকথক শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন।

১০৫. তখন আমি হংসবতী নগরে এক সর্ববিধ বেদজ্ঞ, বচনবাগীশ, তার্কিক, সাধুসম্মত ব্রাহ্মণ ছিলাম।

১০৬. এক সময় আমি সেই মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনে সেই শ্রাবকের গুণরাশি দেখে ভীষণ প্রীতি লাভ করেছিলাম।

১০৭. তারপর আমি লোকনন্দন সুগত প্রমুখ সংঘকে নিমন্ত্রণ করে সাত দিন যাবৎ ভোজন দান করে ত্রিচীবর দান করেছিলাম।

১০৮. অতঃপর আমি তার রাতুল চরণে মাথা ঠেকিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আনন্দিত মনে জিনোত্তম বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

১০৯. হে বাদিমর্দন, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। হে সর্বলোকাগ্র, আপনাকে নমস্কার। হে অভয়ঙ্কর, আপনাকে নমস্কার।

১১০. হে মারজয়ী, আপনাকে নমস্কার। হে দৃষ্টিবিনাশী, আপনাকে নমস্কার। হে শান্তি-সুখদায়ক, আপনাকে নমস্কার। হে শরণঙ্কর, আপনাকে নমস্কার।

১১১. হে ভগবান, আপনি হচ্ছেন অনাথের নাথ, ভীতুদের অভয়স্থান, ক্লান্তদের বিশ্রামভূমি ও শরণার্থীদের পরম আশ্রয়।

১১২. আমি এভাবে বহুপ্রকারে সম্বুদ্ধের মহাগুণের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলাম, 'আমি সেই বিচিত্রকথক ভিক্ষুর ন্যায় হতে চাই।'

১১৩-১১৪. তখন অনন্ত জ্ঞানী ভগবান বলেছিলেন, যে ব্যক্তি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সপ্তাহকাল ভোজন করিয়েছে, আর যে ব্যক্তি আমার গুণকীর্তন করল, সে বিচিত্রকথক ভিক্ষুর ন্যায় শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করছে।

১১৫. ভবিষ্যতে সুদীর্ঘকাল পরে তার সেই মনোরথ পূরণ হবে। সে অপ্রমেয় দেবমনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করবে।

১১৬. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা

পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

১১৭. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে বঙ্গীশ নামে এক শাস্তাশ্রাবক হবে।

১১৮. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তখন আমি আজীবন মৈত্রীতদ্গত চিত্তে তথাগত জিনকে চতুর্প্রত্যয় দিয়ে সেবাপূজা করেছিলাম।

১১৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১২০. আজ এই শেষ জন্মে আমি এক পরিব্রাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে পরিব্রাজকত্বে উপনীত হয়েছি।

১২১. আমি সর্ববিধ বেদজ্ঞ, তর্কশাস্ত্র বিশারদ, বিচিত্রকথক ও পরবাদ খণ্ডনকারী।

১২২. বঙ্গে জাত অর্থে 'বঙ্গীশ' অথবা কথায় বিশেষ পারদর্শী এই অর্থে 'বঙ্গীশ'। এই 'বঙ্গীশ' নামেই আমি সবিশেষ পরিচিত হয়েছি।

১২৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর প্রথম যৌবনে পদার্পণ করলে পরে আমি রমণীয় রাজগৃহ নগরে সারিপুত্র স্থবিরকে দেখতে পেয়েছি। [১]

[পঁচিশতম ভাণবার সমাপ্ত]

১২৪. তিনি পাত্র হাতে সুসংযত হয়ে পিণ্ডার্থে বিচরণ করছিলেন। তিনি আনতচক্ষু, স্বল্পভাষী, ও যুগমাত্র দর্শনকারী।

১২৫. তাকে দেখে আমি প্রথমে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলাম। তারপর আমি কণিকারপুষ্পের মতো সুচয়িত ও আমার চিত্তের উপযুক্ত একটি গাথা বলেছিলাম।

১২৬. তিনি আমাকে লোকনায়ক শাস্তা সম্বুদ্ধের কথা বলেছিলেন। তখন সেই পণ্ডিত, বীর সারিপুত্র স্থবির আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন।

১২৭. তিনি তার স্বভাবসুলভ জ্ঞানমূলক ও বিরাগমূলক সুদর্শন উত্তম উপদেশবাণী শুনিয়ে আমাকে তুষ্ট করেছিলেন।

১২৮. তারপর আমি পায়ে মাথা ঠেকালে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'প্রব্রজ্যা গ্রহণ করো।' তারপর সেই মহাপ্রাজ্ঞ আমাকে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে

---

[১]। অর্থকথাতে যে কাহিনির উল্লেখ আছে তাতে সারিপুত্র স্থবিরের সাথে দেখা হওয়ার কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই। (অনুবাদক)

নিয়ে গিয়েছিলেন।

১২৯. আমি ভগবানের রাতুল চরণে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা করে শাস্তার কাছে বসেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'বঙ্গীশ, তুমি কিছু জান কি?'

১৩০. আমি বললাম, ভন্তে, আমি সামান্য একটা শিল্প জানি। আর তা হচ্ছে, মৃতশির বিদ্যা। বার বৎসরের মৃত হলেও বলে দিতে পারি।' তখন ভগবান বললেন, 'সত্যই যদি তোমার ওই বিদ্যা জানা থাকে, তবে এখন আমাকে বলতে পারবে কি?'

১৩১. আমি তাঁর কথায় সম্মত হলে পরে তিনি আমাকে তিনটি মৃতশির দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে দিলাম, একজন নিরয়ে, একজন মনুষ্যলোকে ও একজন দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে।

১৩২. তারপর তিনি আমাকে একজন ক্ষীণাসব অর্হতের শির দেখালেন। তখন আমি বলে দিতে ব্যর্থ হলাম। আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলাম।[১]

১৩৩. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি সুগতকে এখানে-ওখানে যত্রতত্র ভূয়সী প্রশংসা করছিলাম। তাই ভিক্ষুগণ আমাকে 'দক্ষ কবি' বলে নিন্দা করছিলেন।

১৩৪. তারপর বিনায়ক বুদ্ধ তা মীমাংসার জন্যে আমাকে বললেন, 'তুমি কি এই তর্কমূলক গাথাগুলো প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বলছ?'

১৩৫. আমি বললাম, 'হে বীর, আমি দক্ষ কবি নই। আমি আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই সেগুলো বলছি।' ভগবান বললেন, 'তাহলে হে বঙ্গীশ, এখন আমার সামনে একটু বলে দেখ তো?'

১৩৬. তখন আমি গাথাযোগে ঋষিশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম বীরবুদ্ধকে ভূয়সী প্রশংসা করলাম। জিনশ্রেষ্ঠ আমার গাথা শুনে ভীষণ খুশী হলেন এবং আমাকে বিচিত্রকথক শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

১৩৭. আমি আমার প্রতিভাণ চিত্ত দিয়ে অন্যদের ছাড়িয়ে গেছি। তাতে আমি সংবিগ্ন হলাম। আমি অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

১৩৮. ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এই বঙ্গীশ ভিক্ষুই বিচিত্রকথক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে অন্য কেউ তার সমতুল্য নেই। এভাবেই

---

[১]। এখানে প্রথমে তিনটি শির এবং পরে আরও একটি মিলে মোট চারটি শির দেখানোর কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু অর্থকথাতে মাত্র তিনটি শির দেখানোর কথা উল্লেখ আছে। (অনুবাদক)

তোমরা তাকে ধারণ করো।

১৩৯. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে কৃতকর্ম এই জন্মেও আমাকে ফল দিচ্ছে। আমি এখন সুমুক্ত। তীরের গতিতে আমি আমার সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি।

১৪০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বঙ্গীশ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বঙ্গীশ স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নন্দক স্থবির অপদান

১৪৩. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৪৪. সর্ব সত্ত্বগণের হিত, সুখ ও মঙ্গলের জন্যেই এই পুরুষশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ সদেবলোকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

১৪৫. তিনি শ্রেষ্ঠ যশস্বী, শ্রীমান, কীর্তিমান, জিন, সর্বলোকে পূজিত ও সর্বদিকে বিশ্ববিশ্রুত ছিলেন।

১৪৬. তিনি সম্পূর্ণ বিচিকিৎসামুক্ত, সন্দেহোত্তীর্ণ, পরিপূর্ণ সংকল্প ও উত্তম সম্বোধিপ্রাপ্ত।

১৪৭. নরোত্তম বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপন্নকারী, অব্যাখ্যাতের ব্যাখ্যাদানকারী ও অসংঞ্জাতের সঞ্জাতকারী।

১৪৮. মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ ও মার্গকথক নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ তিনি মার্গকুশল শাস্তা ও সারথিশ্রেষ্ঠ।

১৪৯. তখন মহাকারুণিক নায়ক বুদ্ধ ধর্মদেশনা করতেন এবং কামপঙ্কে নিমগ্ন প্রাণীদের উদ্ধার করতেন।

১৫০. মহামুনি বুদ্ধ একদিন তাঁর এক শ্রাবককে ভিক্ষুণীদের উপদেষ্টা ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন।

১৫১. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তারপর আমি তথাগত প্রমুখ সংঘকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১৫২. তখন মহাঋষি নাথ বুদ্ধ অত্যন্ত খুশী হয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি সুখী হও, দীর্ঘায়ু হও। ভবিষ্যতে তোমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ হবে।'

১৫৩. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে এক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

১৫৪. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে নন্দক নামক এক শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৫৫. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৫৬. আজ আমি এই শেষ জন্মে শ্রাবস্তী নগরে এক মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

১৫৭. শ্রাবস্তী নগরে সুগত প্রবেশ করলে পরে আমি তাকে বিস্ময় নেত্রে দেখেছি। তারপর আমি জেতবনারামে গিয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

১৫৮. অচিরেই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। তারপর আমি সর্বদর্শী বুদ্ধ কর্তৃক অনুশাসিত হয়ে তীর্ণসংসার হয়েছি।

৫৯. একদিন ভিক্ষুণীদের ধর্মদেশনা করতে গিয়ে আমি তাদের প্রতিপ্রশ্ন করেছিলাম। আমার দ্বারা অনুশাসিত, উপদিষ্ট হয়ে তারা সবাই অনাসক্ত হয়েছিল।

১৬০. তাতে প্রায় পাঁচশত ভিক্ষুণী আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিল। তাই বুদ্ধ আমাকে ভিক্ষুণী উপদেষ্টা ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৬১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে কৃতকর্ম এই জন্মেও আমাকে ফল দিচ্ছে। আমি এখন সুমুক্ত। তীরের গতিতে আমি আমার সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি।

১৬২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নন্দক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নন্দক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কালুদায়ী স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনতে গেলেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে কুলপ্রসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করলেন। শাস্তা তার প্রার্থনা অনুমোদন করলেন।

সেই থেকে তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে জন্মসঞ্চরণ করে আমাদের বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোধিসত্ত্বের জন্মদিনেই ভূমিষ্ঠ হন। তখন তাকে একখানি সাদা কাপড়ে শুইয়ে দিয়ে বোধিসত্ত্বের নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বোধিসত্ত্বের সহজাত বোধিবৃক্ষ, রাহুলমাতা, চারি নিধিকুম্ভ, আরোহণীয় হস্তি, কন্থক অশ্ব, ছন্ন সারথি ও কালুদায়ী অমাত্য—এই সাতটিও ছিল। কালুদায়ীর জন্মগ্রহণে সমস্ত নগরবাসী উন্নতমনা হয়েছিল বলে তার নাম নাখা হলো 'উদায়ি'। শরীরের বর্ণ ঈষৎ কালো বিধায় তিনি 'কালুদায়ি' নামে পরিচিত হন। তিনি বোধিসত্ত্বের বাল্যবন্ধু ছিলেন। বোধিসত্ত্বের সঙ্গে খেলা করতে করতেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন।

পরবর্তীকালে বোধিসত্ত্ব মহাভিনিষ্ক্রমণ করে অনুক্রমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করেন এবং ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করেন। তখন রাজা শুদ্ধোদন এই সংবাদ পেয়ে বুদ্ধকে নিয়ে আসার জন্যে হাজারো পুরুষের সাথে জনৈক অমাত্যকে পাঠালেন। সেই অমাত্য বুদ্ধের ধর্মদেশনার সময় সেখানে উপস্থিত হন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে সেই অমাত্য সপরিষদ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। সবাই বুদ্ধের কাছে ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভ করেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর রাজার প্রেরিত সংবাদ দশবল বুদ্ধকে আর বলেননি। এদিকে রাজা তাদের কোনো খবর না পেয়ে পুনরায় হাজারো পুরুষের সাথে অন্য একজন অমাত্যকে পাঠালেন। তারাও পূর্বানুরূপ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন এবং ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভ করলেন। কিন্তু তাদের কেউই রাজার সংবাদ

বুদ্ধকে বলেননি।

অতঃপর রাজা ভাবলেন, ‘বোধ হয় এতজন লোকের দয়া আমার উপর না থাকায় দশবল বুদ্ধকে এখানে আসার কথা কেউই বলেনি। এই উদায়ি দশবল বুদ্ধের সমবয়সী, বাল্যবন্ধু, খেলার সাথী, আমার প্রতি তার স্নেহও যথেষ্ট। কাজেই একেই পাঠাব।’ এই ভেবে রাজা তাকে ডেকে বললেন, ‘তুমি এক হাজার লোক নিয়ে রাজগৃহে গিয়ে দশবল বুদ্ধকে নিয়ে আস।’ তিনি বললেন, ‘রাজন, আমি যদি প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারি, তবেই ভগবানকে এখানে নিয়ে আসব।’ রাজা বললেন, ‘তুমি যা-ই কর না কেন, আমার পুত্রকে এখানে নিয়ে এসে আমাকে দেখাও।’ তিনিও বেণুবনে গিয়ে সপরিষদ বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন এবং ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভ করলেন। অতঃপর তিনি চিন্তা করলেন, ‘এখন ভগবানের কপিলবাস্তু নগরে যাওয়ার উপযুক্ত সময় নয়। যখন বসন্ত সমাগমে বৃক্ষ-লতাদি পুষ্পিত হবে, মাঠ হরিদ্বর্ণ তৃণে সমাচ্ছন্ন হবে; তখনই যাওয়ার উপযুক্ত সময় হবে।’ তাই তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করে বসন্ত সমাগমে কপিলবাস্তু নগরে গমনের জন্যে ভগবানকে প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে মোট ষাটটি গাথা ভাষণ করলেন। ভগবান ‘কালুদায়ি আমার কপিলবাস্তুতে গমন ইচ্ছা করছে। আমি তার ইচ্ছা পূরণ করে দেব।’ ভেবে বিশ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ ভিক্ষু পরিবেষ্টিত হয়ে রাজগৃহ হতে কপিলবাস্তুর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। অনুক্রমে কপিলবাস্তুতে পৌঁছলে ভগবান বুদ্ধ রাজাকে ঋদ্ধিযোগে বুদ্ধবংশ দেশনা করেন। তারপর রাজার উদ্দেশে এই দুটি গাথা বলে ধর্মদেশনা প্রদান করেন :

“উঠো হ’ওনা প্রমত্ত, সুচরিত ধর্ম অনুসর,
ধর্মচারী সুখে থাকে সদা, উভয়’লোকে ইহ-পর।”
“চর সুচরিত ধর্মে, দুশ্চরিত কর্ম পরিহর,
ধর্মচারী সুখে থাকে সদা, উভ’লোকে ইহ-পর।”

সঙ্গে সঙ্গেই রাজা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তারপর রাজা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে রাজঘরে ভোজন করিয়ে পরিতৃপ্ত করালেন। ভোজন শেষে ভগবান বুদ্ধ ধর্মপাল জাতক দেশনা করলেন। তা শুনে রাজা সপরিষদ অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পরবর্তীকালে রাজা একদম শেষ বয়সে শ্বেতচ্ছত্রের নিচে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় অর্হত্ত্ব লাভ করে পরিনির্বাপিত হন।

অতঃপর ভগবান রাহুল মাতার ঘরে গিয়ে তাকে ধর্মদেশনা করে তার শোক দূর করেন। তারপর চন্দকিন্নরী জাতক দেশনা করে তার চিত্তে প্রসাদ উৎপন্ন করিয়ে দিয়ে নিগ্রোধারামে চলে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাহুলমাতা পুত্র রাহুলকে বললেন, ‘বাবা, যাও তোমার পিতার কাছে যাও। পিতৃধন খোঁজো।’ কুমার রাহুল বুদ্ধের কাছে গিয়ে পিতৃধন চাইল। এভাবে পিতৃধন চাইতে চাইতে বুদ্ধের পিছে পিছে যেতে লাগল। ভগবান তাকে নিগ্রোধারামে নিয়ে গিয়ে ‘রাহুল, লোকোত্তর পিতৃধন নাও’ বলে তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করালেন।

পরবর্তীকালে ভগবান আর্যসংঘের মাঝে বসে এই বলে কালুদায়িকে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক কুলপ্রাসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে কালুদায়িই শ্রেষ্ঠ।’

অর্হত্ত্ব লাভের পর একদিন কালুদায়ি স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘পদুমুত্তর জিন’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৬৫. আজ লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৬৬. তিনি নায়কদের শ্রেষ্ঠ শাস্তা, গুণাগুণে অভিজ্ঞ জিন, কৃতজ্ঞ, কৃতবেদী ও প্রাণীদের নির্বাণতীর্থে যুক্ত করেন।

১৬৭. অনন্ত গুণের আধার বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান দিয়ে দয়াযোগ্য বিষয় বিচার-বিবেচনা করে শ্রেষ্ঠধর্ম দেশনা করেন।

১৬৮. কখনো কখনো সেই মহাবীর অনন্ত জনসংঘে চতুর্সত্য-বিষয়ক মধুর ধর্মদেশনা করেন।

১৬৯. আদি-মধ্য-অন্তকল্যাণময় সেই মধুর ও শ্রেষ্ঠধর্ম শুনে লক্ষ প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল।

১৭০. তখন সমগ্র ভূমি নিনাদিত হয়েছিল। হ্রদ, সরোবরগুলো গর্জে উঠেছিল। আর দেবতা, ব্রহ্মা, মনুষ্য ও অসুরেরা সমসুরে সাধুবাদ জানিয়েছিল।

১৭১. তারা বলে উঠেছিল, অহো, কারুণিক শাস্তা! অহো, সদ্ধর্মদেশনা! অহো, ভবসমুদ্রে নিমগ্ন লোকজনকে উদ্ধারকারী জিন!

১৭২. এমন দেব-নর-ব্রহ্মা-অসুর-পরিবেষ্টিত জনসভায় পদুমুত্তর জিন তার এক শ্রাবকের—যিনি কুলপ্রসাদকশ্রেষ্ঠ—ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

১৭৩. তখন আমি হংসবতী নগরে এক অমাত্য পরিবারে জন্মেছিলাম।

আমি ছিলাম প্রাসাদিক, দর্শনীয় ও প্রভূত বিত্ত-বৈভবের অধিকারী।

১৭৪. বিহারে গিয়ে তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা করে তার মুখ থেকে মধুর ধর্ম শ্রবণ করেছিলাম।

১৭৫-১৭৭. আমি তার পদমূলে নিপতিত হয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম, 'আপনি যাকে কুলপ্রাসাদকশ্রেষ্ঠ বলে ভূয়সী প্রশংসা করলেন, আমি কোনো এক বুদ্ধের শাসনে তার মতো কুলপ্রসাদকশ্রেষ্ঠ হতে চাই।' তখন মহাকারুণিক বুদ্ধ আমার উপর আশীষবারি সিঞ্চন করে আমাকে বললেন, 'পুত্র, উঠো তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে মহাদান দিয়ে তোমার প্রার্থনা কীভাবে বিফলে যাবে?'

১৭৮. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক এক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

১৭৯. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী উদায়ি নামে এক শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৮০. তা শুনে আমি ভীষণভাবে খুশী হয়েছিলাম। তারপর থেকে আজীবন আমি মৈত্রীতদ্গত চিত্তে বিনায়ক জিনকে চতুর্প্রত্যয় দিয়ে সেবা-পূজা করেছিলাম।

১৮১. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৮২. আজ এই শেষ জন্মে আমি রমণীয় কপিলবাস্তু নগরে শুদ্ধোদন রাজার মহামাত্য পরিবারে জন্মেছি।

১৮৩. ঠিক সেই সময় সর্বলোকের হিতসুখের জন্যে নরশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ শিশু রমণীয় লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৪. একই দিনে আমিও জন্মেছি এবং তার সাথেই বেড়ে উঠেছি। আমি ছিলাম তার বিদ্বান, পণ্ডিত, নীতিকোবিদ প্রিয় বন্ধু।

১৮৫. তিনি ঊনিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। ছয় বৎসর কঠোর সাধনা করার পর বিনায়ক বুদ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৬. তিনি সসৈন্য মারকে পরাজিত করে, আসবসমূহকে নিঃশেষে ক্ষয় করে, ভবসাগর পার হয়ে সদেবলোকে বুদ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৭. তারপর তিনি ঋষিপতন মৃগদাবে গিয়ে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের বিনীত করেছিলেন। সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ভগবান বহু সত্ত্বকে বিনীত করেছিলেন।

১৮৮. এভাবে দুর্বিনীতদের বিনীত করতে করতে ও দেবমনুষ্যদের শিক্ষা

দিতে দিতে জিনশ্রেষ্ঠ গৌতম মগধরাজ্যে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

১৮৯. তখন আমাকে শুদ্ধোদন রাজা আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন। আমি দশবল বুদ্ধের কাছে গিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

১৯০. তখন আমি মহর্ষি বুদ্ধকে প্রার্থনা করে কপিলবাস্তু নগরে নিয়ে গেলাম। কপিলবাস্তু নগরে গিয়ে আমি আমার জ্ঞাতিকুলকে আনন্দিত করেছি।

১৯১. আমার সেই গুণে খুশী হয়ে জিনশ্রেষ্ঠ বিনায়ক বুদ্ধ আমাকে মহাপরিষদে কুলপ্রসাদক শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

১৯২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৯৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৯৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কালুদায়ি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কালুদায়ি স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অভয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ত্রিবেদজ্ঞ ও কালজ্ঞ। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রশান্তিমূলক একটি গাথায় ভগবানের প্রশংসা করলেন।

তিনি আজীবন এভাবে পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে অপরাপর সুগতি স্বর্গলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে বিম্বিসার রাজার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'অভয়'। যৌবনে পদার্পণ করলে তিনি নির্গ্রন্থ নাথপুত্রের গৃহীশিষ্য হয়ে বিচরণ করেন। একদিন নির্গ্রন্থ নাথপুত্র তাকে বুদ্ধের সাথে বাদানুবাদের জন্যে পাঠালেন। তিনি বুদ্ধকে নিপুণ কিছু প্রশ্ন করে যথার্থ উত্তর পেলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অতঃপর চরিতানুযায়ী

কর্মস্থান ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৯৫. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৯৬. তথাগত বুদ্ধ কাউকে কাউকে ত্রিশরণে দীক্ষিত করেন। আবার কাউকে কাউকে দশবিধ কুশল-কর্মপথে ও শীলে নিয়োজিত করেন।

১৯৭. সেই বীর কাউকে কাউকে শ্রামণ্যফল দেন। তিনি কাউকে অষ্ট সমাপত্তি, আবার কাউকে কাউকে ত্রিবিদ্যা প্রদান করেন।

১৯৮. নরোত্তম বুদ্ধ কাউকে কাউকে ষড়ভিজ্ঞায় যুক্ত করেন। সেই নাথ আবার কাউকে কাউকে চারি প্রতিসম্ভিদা প্রদান করেন।

১৯৯. নরসারথি বুদ্ধ অসংখ্য যোজন দূরে হলেও যেখানেই ধর্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত সত্ত্ব দেখতে পান, মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে গিয়ে তাকে ধর্মজ্ঞান দিয়ে আসেন।

২০০-২০১. তখন আমি হংসবতী নগরে একজন ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমি ছিলাম সর্ববেদজ্ঞ, ব্যাকরণবিদ, নিরুক্তিকুশল, অভিজ্ঞ বিশ্লেষক, পদ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও ছন্দ বিশেষজ্ঞ।

২০২. একদিন আমি হাঁটতে হাঁটতে বিহারে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। সেখানে মহাজনতা পরিবেষ্টিত হয়ে বরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলাম।

২০৩. তখন তিনি মহাজনতার উদ্দেশে বিরজ ধর্মদেশনার করছিলেন। তখন আমি ছিলাম বিরুদ্ধবাদী। আমি কাছে গিয়ে তার বিমল কল্যাণকর ধর্মদেশনা শোনার চেষ্টা করেছিলাম।

২০৪. আমি সেই মুনির কথার মধ্যে কোনো নিরর্থক অপলাপ দেখতে পাইনি। তারপর আমি তার কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২০৫. অচিরেই আমি সর্বসত্ত্ব বিশারদ নিপুণ বুদ্ধের কথার গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

২০৬. তখন আমি সুব্যঞ্জনাবিশিষ্ট চারিটি গাথা গ্রন্থিত করে ত্রিলোকাগ্র বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম।

২০৭. হে মহাবীর, সংসারে ভয়কে জয় করে আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাতঙ্ক। আপনি করুণায় পরিপূর্ণ, তাই মহাকারুণিক মুনি।

২০৮. আপনি পৃথকজন প্রশমনকারী, ক্লেশানুবর্তী নন, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিযুক্ত। তাই আপনি বড়ই অচিন্তনীয়!

২০৯. চিত্তের নিভৃতে সুপ্ত থাকা দুর্বল ক্লেশগুলোকেও আপনি জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করেছেন। সেগুলো আপনাকে গ্রাস করতে পারেনি।

২১০. যিনি সর্বলোকের গুরু, তদ্রুপ সত্ত্বগণেরও গুরু, তাই তিনি লোকাচার্য। সমস্ত লোকই তাঁর অনুগামী, অনুসারী।

২১১. এভাবেই আমি সম্যকসম্বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মদেশনার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম। আজীবন পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর আমি সুগতি স্বর্গলোকে জন্মেছিলাম।

২১২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি বুদ্ধের গুণকীর্তন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার গুণকীর্তনেরই ফল।

২১৩. দেবলোকে আমি কাঞ্চনতুল্য মহারাজ্য লাভ করেছিলাম। বহুবার আমি মনুষ্যলোকে চক্রবর্তী রাজত্ব উপভোগ করেছিলাম।

২১৪. আমি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে এই দুই ভবে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমার অন্য গতি হয়েছে বলে জানা নেই। ইহা আমার গুণকীর্তনেরই ফল।

২১৫. আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলেই মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। কখনো নীচকুলে জন্মেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার গুণকীর্তনেরই ফল।

২১৬. আজ আমি এই শেষ জন্মে রাজগৃহ নগরে বিম্বিসার রাজার পুত্র হয়ে জন্মেছি। আমার নাম হচ্ছে 'অভয়'।

২১৭. আমি পাপমিত্র সংসর্গ করায় নির্গ্রন্থ নাথপুত্রের ভক্ত-অনুরাগী হয়েছি। একদিন নির্গ্রন্থ নাথপুত্র আমাকে বুদ্ধের কাছে পাঠালে আমি বুদ্ধের কাছে যাই।

২১৮. আমি বুদ্ধকে নিপুণ কিছু প্রশ্ন করলে তিনি আমার যথার্থ উত্তর দিলেন। আমি তাঁর প্রতি চিত্তপ্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

২১৯. অতীত জন্মে বুদ্ধের গুণকীর্তন করার ফলে আমিও সব সময় প্রশংসিত হই। আমি সুগন্ধময় দেহের অধিকারী ও সুখী হয়েছি।

২২০. সেই কর্মের ফলে আমি সদা হাস্যময়, তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ, মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচিত্র ধর্মকথিক হয়েছি।

২২১. স্বয়ম্ভু পদুমুত্তর বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে ভূয়সী প্রশংসা করে আমি লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায় ভূমিতে জন্মাইনি।

২২২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২২৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অভয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অভয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. লোমসকঙ্গিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কাশ্যপ ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্নচিত্ত। তার চন্দন নামে এক বন্ধু ছিল। তারা দুই বুন্ধু মিলে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারা আজীবন পরিশুদ্ধভাবে শীল পালন করেন। মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে এক বুদ্ধান্তর কল্প পর্যন্ত দিব্যসুখ ভোগ করেন।

তাদের দুজনের মধ্যে এই ব্যক্তি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। আর চন্দন নামের ওই ব্যক্তি দেবপুত্র হয়ে তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর একদিন শাস্তা শাক্যকুলের প্রসন্নতা উৎপাদনের জন্যে ও শাক্যরাজার মান ভাঙার জন্যে বেশ্বান্তর জাতক দেশনা করলেন, বিবিধ ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখালেন। তা দেখে তিনি প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। মধ্যম নিকায়ের উক্ত ভদ্দেকরত্ত সুত্তন্ত দেশনা শুনে তিনি তদনুযায়ী জ্ঞানকে প্রসারিত করে কর্মস্থান ভাবনায় মনোনিবেশ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করতে গিয়ে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'এই ভদ্রকল্পে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২২৫. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন

হয়েছিলেন।

২২৬. তখন আমি এবং চন্দন নামে আমার এক বন্ধু দুজনে তাঁর শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা আমৃত্যুকাল বুদ্ধশাসনে ধর্মাচরণ করেছিলাম।

২২৭. মৃত্যুর পর আমরা উভয়েই দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম। সেখানে আমরা দিব্য নাচ, গান, বাদ্য-বাজনায় আমোদিত হয়েছিলাম।

২২৮. আমরা সেখানে রূপাদি দশবিধ অঙ্গে অভিভূত হয়ে আজীবন বাস করে শেষতক মহাসুখ ভোগ করেছিলাম।

২২৯. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমার বন্ধু চন্দন তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিল। আর আমি কপিলবাস্তুতে শাক্যকুলে জন্ম নিয়েছিলাম।

২৩০. লোকনায়ক বুদ্ধ যখন উদায়ি স্থবিরের প্রার্থনায় শাক্যদের প্রতি অনুকম্পা-পরবশ হয়ে কপিলবাস্তুতে উপনীত হয়েছিলেন।

২৩১. তখন জাত্যাভিমানী শাক্যগণ বুদ্ধগুণের কথা জানত না। তারা তখন জাত্যাভিমানবশে ও অশ্রদ্ধাবশে সম্বুদ্ধকে প্রণাম পর্যন্ত করেনি।

২৩২. শাক্যদের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে লোকনায়ক জিন তখন আকাশে চংক্রমণ করেছিলেন, ঘনমেঘের ন্যায় ধর্মবারি বর্ষণ করেছিলেন এবং অগ্নিরাশির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলেন।

২৩৩. তিনি তার অতুলনীয় রূপ প্রদর্শন করে আবার অন্তর্হিত হয়েছিলেন এবং একাই হাজার জনে রূপান্তরিত হয়ে আবার এক হয়ে গিয়েছিলেন।

২৩৪. তিনি সমস্ত অন্ধকারকে আলোকিত করে দিয়েছিলেন। এভাবে বহু প্রকারে ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখিয়ে মহামুনি বুদ্ধ নিজ জ্ঞাতিদের বিনীত করেছিলেন।

২৩৫. সঙ্গে সঙ্গে চারি দ্বীপের মহামেঘ প্রবল বারি বর্ষণ শুরু করেছিল। তখন বুদ্ধ বেশ্বান্তর জাতক দেশনা করেছিলেন।

২৩৬-২৩৭. তখন ক্ষত্রিয়রা সবাই নিজেদের জাত্যাভিমান ত্যাগ করে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিল। যখন সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। তখন শুদ্ধোদন রাজা বলেছিলেন, হে ভূরিপ্রাজ্ঞ, হে সামন্তচক্ষু, আপনার পায়ে, এই আমার তৃতীয়বারের মতো বন্দনা।

২৩৮. বুদ্ধের এমন প্রভাব, এমন শক্তিমত্তা দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলাম। তখনি আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং মাতৃপূজায় মনোযোগী হয়ে বাস করছিলাম।

২৩৯. তখন আমার পুরনো বন্ধু চন্দন দেবপুত্র আমার কাছে এসে

ভদ্দেকরত্তের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

২৪০. তার কাছ থেকে প্রণোদনা পেয়ে আমি নরনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম। তারপর বুদ্ধের মুখ থেকে ভদ্দেকরত্ত বিষয়ে শুনে সংবেগপ্রাপ্ত হয়ে বনবাসী হয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

২৪১. তখন আমি আমার মাকে বলেছিলাম, 'আমি বনে একাকী বসবাস করতে চাই।' অতঃপর মা আমাকে এই বলে বারণ করেছিলেন, 'বাবা, তুমি সুকুমার, কোমল দেহের অধিকারী। তুমি বনে একা থাকতে পারবে না।'

২৪২. তখন আমি মাকে বলেছিলাম, আমি দুর্বা, কুশ, সকণ্টক বৃক্ষ, উশীর, মুঞ্জ, বব্বজ তৃণ প্রভৃতি বুক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সেই দুঃখ সহ্য করব, পায়ের কথাই-বা কী! তারপরও আমি কায়বিবেক, চিত্তবিবেক ও উপধিবিবেককে অবলম্বন করব।

২৪৩. এই বলে আমি বনে প্রবেশ করেছিলাম। ভদ্দেকরত্ত বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ করে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

২৪৪. যার অতীতের আক্ষেপ নেই, ভবিষ্যতের প্রপঞ্চ নেই এবং যে ভাবে যে, যা কিছু অতীত তা তো এখন প্রহীণ এবং ভবিষ্যৎ এখনো অলব্ধ।

২৪৫. আর যে ব্যক্তি বর্তমান বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখেন, তিনিই অবিচলিত, অকম্পিত। বিদ্বান ব্যক্তি তাকেই অনুসরণ করেন।

২৪৬. আজই আমাকে করণীয় কৃত্য সম্পাদনে তৎপর হতে হবে। কে জানে আমার মরণ আগামীকালও হতে পারে। সেই মহাসৈন্য মৃত্যুর সাথে কোনো পাঞ্জা লড়তে নেই।

২৪৭. আমি এভাবেই বীর্যবান হয়ে অহোরাত্র অতন্দ্রভাবে অবস্থান করেছিলাম। আর তা-ই হচ্ছে মহামুনি-ভাষিত 'ভদ্দেকরত্ত'।

২৪৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান লোমসকঙ্গিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[লোমসকঙ্গিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বনবচ্ছ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কাশ্যপ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তখন পরিশুদ্ধভাবে ব্রহ্মচর্যা আচরণ করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি অরণ্যের মাঝে এক ভিক্ষুর সমীপে কবুতর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই ভিক্ষুর মুখ থেকে মৈত্রীতদ্গত চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তু নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিপূর্ণগর্ভা মাতার অরণ্য দর্শনের ইচ্ছা উৎপন্ন হলে পরে তিনি একসময় অরণ্যে গিয়ে বিচরণ করতে লাগলেন, এমন সময় প্রসববেদনা উৎপন্ন হলো। তখনি পর্দা দিয়ে ঘিরে ধরলে তিনি ধন্য-পুণ্যলক্ষণসম্পন্ন এক পুত্র প্রসব করলেন। এই বালক বোধিসত্ত্বের বাল্যবন্ধু ছিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব মহাভিনিষ্ক্রমণের পর প্রব্রজ্যা নিয়ে ছয় বৎসর কঠোর দুষ্করচর্যা অনুশীলন করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। পরে একসময় তিনি মহাকাশ্যপ স্থবিরের কাছে গিয়ে তার উপদেশ শুনে প্রসন্ন হন। তার মুখ থেকে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনে তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তারপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরেই তিনি ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'এই ভদ্রকল্পে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৫১. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু মহাযশস্বী কাশ্যপ ভগবান পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৫২-২৫৩. সেই কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে আজীবন ব্রহ্মচর্যা পালন করেছিলাম। মৃত্যুর পর আমি সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২৫৪. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি অরণ্যে এক কবুতর হয়ে জন্মেছিলাম। সেই অরণ্যে এক গুণবান ধ্যানী ভিক্ষু বাস করতেন।

২৫৫. তিনি ছিলেন মৈত্রীপরায়ণ, কারুণিক, আনন্দিতমনা, উপেক্ষক, মহাবীর ও অপ্রমাদে অভিজ্ঞ।

২৫৬. অচিরেই আমি সেই বিনীবরণ সংকল্পের অধিকারী ও সকল

সত্ত্বগণের হিতাকাঙ্ক্ষী সুগত-শ্রাবকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে গিয়েছিলাম।

২৫৭. তখন আমি তার আশ্রমে গিয়ে তার পদমূলে গিয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাকে কখনো কিছু খাদ্য দিতেন, আবার কখনো ধর্মদেশনা করতেন।

২৫৮. তখন আমি বিপুল আনন্দ নিয়ে জিনশ্রাবককে বন্দনা করেছিলাম। ফলে মৃত্যুর পর আমি নিজ ঘরে ফিরে যাবার ন্যায় স্বর্গে জন্ম নিয়েছিলাম।

২৫৯. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়েছিলাম। আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলাম।

২৬০. আমি একজন শ্রমণ, তপস্বী, পরিব্রাজকের ন্যায় গভীর অরণ্যে কোনো কুটির ছাড়াই বসবাস করেছিলাম।

২৬১. আজ এই শেষ জন্মে আমি রমণীয় কপিলবাস্তু নগরে বচ্ছগোত্রে এক কন্যার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলাম।

২৬২. গর্ভে আমি তির্যকভাবে শুয়ে থাকলে পরে ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে আমার মায়ের অরণ্যবাসের প্রবল ইচ্ছা জেগেছিল।

২৬৩. তারপর মা আমাকে রমণীয় বনে গিয়ে প্রসব করেছিলেন। প্রসবের পর পরই আমাকে বস্ত্রাবৃত করা হয়েছিল।

২৬৪. সেই সময় শাক্যবংশের রাজপরিবারে সিদ্ধার্থ কুমারও জন্ম নিয়েছিলেন। আমি সিদ্ধার্থ কুমারের প্রিয় ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলাম।

২৬৫. সংসারকে অসার হিসেবে দেখায় বিপুল যশ ত্যাগ করে আমি (ঋষি) প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে চলে গিয়েছিলাম।

২৬৬. আমি বনবাসী, ধুতাঙ্গধারী माननीয় মহাকাশ্যপ স্থবিরকে দেখে তার মুখ থেকে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনে নরসারথি বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

২৬৭. তিনি আমাকে ধর্মদেশনা করেছিলেন। তিনি সকল প্রকারে তার ধর্ম প্রকাশ করেছিলেন। তারপর আমি প্রব্রজ্যা নিয়ে পুনরায় বনে চলে গিয়েছিলাম।

২৬৮. সেখানে আমি অপ্রমত্তভাবে অবস্থান করে ষড়ভিজ্ঞা লাভ করেছিলাম। অহো, কল্যাণমিত্রের অনুকম্পায় আমার পরম লাভই হয়েছে!

২৬৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৭০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ

করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৭১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বনবচ্ছ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বনবচ্ছ স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. চূলসুগন্ধ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বারাণসীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রত্যহ বন্দনা করতেন এবং মহাদান দিতেন। তিনি মাসে সাতবার ভগবানের গন্ধকুটিতে চার ধরনের সুগন্ধি মেখে দিতেন। তিনি প্রার্থনা করতেন, এই দানের ফলে যেন জন্মে জন্মে আমার শরীর হতে সুগন্ধি বের হয়।’ ভগবান তার প্রার্থনা পূরণ হবে বলে জানালেন।

তিনি আজীবন এভাবে পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তার শরীর থেকে সব সময় সুগন্ধ ছড়াত। তাই তিনি সুগন্ধ দেবপুত্র নামে পরিচিত হলেন। তিনি সেই সময় এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণের পর তার মায়ের শরীর থেকে প্রতিনিয়ত সুগন্ধি ছড়াত। সেই সুগন্ধ ক্রমে ঘরময় ও নগরময় ছড়িয়ে পড়ল। তার জন্মের পর সমস্ত শ্রাবস্তী নগর যেন একটি সুগন্ধি পেটিকায় পরিণত হলো। তাই তার নাম রাখা হলো সুগন্ধ। ক্রমে তিনি বড় হলেন। তখন শাস্তা শ্রাবস্তীতে এসে জেতবন মহাবিহারটি দান গ্রহণ করলেন। তা দেখে তিনি প্রসন্নমনে ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তার জন্মের পর থেকে পরিনির্বাণের আগ পর্যন্ত তিনি যেখানেই বসতেন, দাঁড়াতেন, বাস করতেন—সর্বত্রই সুগন্ধি প্রবাহিত হতো। দেবতারাও দিব্যচূর্ণ ও দিব্যসুগন্ধি পুষ্প ছিটাতেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে ‘এই ভদ্রকল্পে’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৭২. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৭৩. তিনি অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন, বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট, ব্যামপ্রভা-বিমণ্ডিত ও বুদ্ধরশ্মিতে উদ্ভাসিত।

২৭৪. তিনি চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ, সূর্যের ন্যায় প্রভাকর, মহামেঘের নির্বাপক ও সাগরের ন্যায় গুণের আকর।

২৭৫. তিনি শীলে ধরণীসদৃশ, সমাধিতে হিমালয় সদৃশ ও প্রজ্ঞাময় সুনীল আকাশসম।

২৭৬. তখন আমি বারাণসীতে প্রভূত ধনসম্পত্তি ও নানা প্রকার রত্নের মালিক এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মেছিলাম।

২৭৭. তখন লোকনায়ক বুদ্ধ বিশাল পরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তার কাছে গিয়ে অমৃতোপম মনোরঞ্জক ধর্ম শ্রবণ করেছিলাম।

২৭৮-২৮৭. তিনি বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন, সুনক্ষত্র চন্দ্রতুল্য, অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন, সুপুষ্পিত শালবৃক্ষতুল্য, বুদ্ধরশ্মিতে উদ্ভাসিত, সুবর্ণের ন্যায় প্রদীপ্ত, ব্যামপ্রভাময়, শতরশ্মি দিবাকর তুল্য, সুবর্ণবর্ণ জিনবর, রমণীয় শিলাময় পর্বত তুল্য, করুণাপরায়ণ, সাগরের ন্যায় গুণধর, পৃথিবীব্যাপী যশ-কীর্তির অধিকারী, সিনেরুতুল্য, নাগোত্তম, যশস্বী বীর, আকাশসম মুনি, বায়ুর ন্যায় সর্ব বিষয়েই অলগ্নচিত্ত নায়ক, পৃথিবীর ন্যায় সর্বসত্ত্বের প্রতিষ্ঠিতা মুনিশ্রেষ্ঠ, পদ্মের ন্যায় লোকে অলিপ্তস্বভাব, কুমতি উচ্ছেদ সাধনে অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় শোভমান, ক্লেশ বিনাশে সর্ব ওষুধের ন্যায়, গন্ধমাদন পর্বতের ন্যায় গুণগন্ধে বিভূষিত, অনন্ত গুণের আকর বীর, রত্নের সাগর, বনরাজির ক্লেশমল বিধৌতকরণে সিন্ধুসম, মারসেনা দমনে মহান যুদ্ধজয়ী, চক্রবর্তী রাজার ন্যায় বোজ্ঝাঙ্গ রত্নের অধিকারী, দ্বেষব্যাধি চিকিৎসায় মহান চিকিৎসক তুল্য ও দৃষ্টিরূপ বিষফোঁড়া উৎপাটনে দক্ষ শল্য চিকিৎসক।

২৮৮. তখন সেই লোকপ্রদ্যোৎ, দেব-নরপূজিত, পরিষদে নরাদিত্য জিন ধর্মদেশনা করেছিলেন।

২৮৯. দান দিয়ে মহাভোগসম্পত্তির মালিক হওয়া যায়, শীল পালন করে সুগতিতে জন্ম নেওয়া যায়, আর ভাবনার দ্বারা নির্বাণ লাভ করা যায়, তিনি এই বলে পরিষদে উপদেশ দিয়েছিলেন।

২৯০. মহাস্বাদযুক্ত অমৃতোপম রসসিক্ত ও আদি-মধ্য-অন্তকল্যাণযুক্ত সেই দেশনা সেই পরিষদের সকলেই শ্রবণ করেছিলেন।

২৯১. সুমধুর ধর্মদেশনা শুনে আমি জিনশাসনে প্রসন্ন হয়েছিলাম এবং সুগতের শরণ নিয়ে আজীবন তাকে নমস্কার করেছিলাম।

২৯২. তখন আমি মাসে আটবার মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের সমস্ত গন্ধকুটিতে চার ধরনের সুগন্ধি লেপন করতাম।

২৯৩. আমি প্রার্থনা করেছিলাম, সেই সুগন্ধি দানের ফলে আমার শরীর হতে সব সময় যেন সুগন্ধি ছড়ায়। তখন জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমার মনস্কাম পূর্ণ হবে বলে বলেছিলেন।

২৯৪-২৯৫. তিনি বলেছিলেন, যেই ব্যক্তি আমার গন্ধকুটিতে গন্ধোদক মেখে দিয়েছে, সে সেই কর্মের ফলে যেখানে যেখানে উৎপন্ন হবে সর্বত্রই সুগন্ধময় দেহের অধিকারী হবে। সুগন্ধযুক্ত হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

২৯৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২৯৭. আজ এই শেষ জন্মে আমি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি প্রতিসন্ধি গ্রহণের সাথে সাথে আমার মায়ের শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়াতে থাকে।

২৯৮. আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলাম তখন সমস্ত শ্রাবস্তী নগরীই সুগন্ধীময় হয়েছিল।

২৯৯. তখন মনোরম দিব্য পুষ্পগন্ধ ও সৌরভ ছড়াচ্ছিল এবং মহার্ঘ মূল্যের ধূপগুলো সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল।

৩০০. আমি যেই ঘরে জন্ম নিয়েছিলাম, সেই ঘরে দেবতারা সর্ববিধ ধূপ ও পুষ্পের সুগন্ধি নিয়ে বাস করেছিল।

৩০১. আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করলাম তখন নরসারথি বিশাল পরিষদকে বিনীত করেছিলেন।

৩০২. নরসারথি বুদ্ধ সেই পরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রাবস্তী নগরীতে এসেছিলেন। আমি তাঁর বুদ্ধানুভাব তথা প্রভাব দেখে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২০৩. আমি শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও অনুত্তর বিমুক্তি এই চারটি বিষয় ভাবিত ও বর্ধিত করে আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছিলাম।

৩০৪. আমি যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম, অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম, তখন সুগন্ধি বর্ষিত হয়েছিল। আর ভবিষ্যতে যখন পরিনির্বাণ লাভ করব, তখন সুগন্ধি বর্ষিত হবে।

৩০৫. আমার শরীর থেকে সব সময় মহার্ঘ চন্দন, চম্পক ও উৎপল-গন্ধের ন্যায় সুগন্ধি প্রবাহিত হয়। এমনকি অন্য সকল গন্ধকে ছাড়িয়ে

এখানে-ওখানে সর্বত্রই আমার শরীরের সুগন্ধ প্রবাহিত হয়।

৩০৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩০৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চূলসুগন্ধ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চূলসুগন্ধ স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

[ভদ্দিয়-বর্গ পঞ্চান্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ভদ্দিয়, রেবত স্থবির ও মহালাভী সীবলী
বঙ্গীস, নন্দক, কালুদায়ী ও অভয় স্থবির;
লোমশ, বনবচ্ছ, সুগন্ধ স্থবির এই দশটি মিলে,
মোট তিনশ আটটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

অতঃপর বর্গসমূহের স্মারক-গাথা :

কণিকার বর্গ, ফলদায়ক ও তৃণদায়ক বর্গ,
কচ্চান ও ভদ্দিয় বর্গ এই পাঁচটি বর্গে
মোট নয়শত চুরাশিটি গাথা হয়েছে উল্লিখিত।
এ পর্যন্ত মোট পাঁচশত পঞ্চাশটি অপদান
হয়েছে প্রকাশিত এবং সেই সাথে মোট স্মারক-গাথা
ছয় হাজার দুইশত আঠারটি হয়েছে বর্ণিত।

* * *

৫৬. যশ-বর্গ

১. যশ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময় এক মহানুভব নাগরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিজ নাগভবনে নিয়ে গিয়ে ভগবানকে বহুমূল্য ত্রিচীবর ও প্রত্যেক ভিক্ষুকে দুটি করে চীবর দান করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মহাবোধিমণ্ডপকে সপ্তরত্ন দিয়ে পূজা করেন। কাশ্যপ ভগবানের সময় তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রমণধর্ম পালন করেন।

তিনি এভাবে সুগতি স্বর্গলোকে বিচরণ করে আমাদের এই গৌতম ভগবানের সময়ে বারাণসীতে এক মহাধনবান শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুজাতা নাম্নী যেই শ্রেষ্ঠকন্যা ভগবানকে ক্ষীরপায়স দান করেন তার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'যশ'। তার শরীর ছিল অতিশয় সুকোমল। তার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি হেমন্ত ঋতুর জন্যে, একটি গ্রীষ্মঋতুর জন্যে, আর একটি বর্ষাঋতুর জন্যে। তিনি ঋতু অনুযায়ী উপযুক্ত প্রাসাদে বসবাস করতেন। তিনি রাত্রিকালে পরিজনবর্গের বিশ্রী শয্যা দেখে সংবেগপ্রাপ্ত হন। তখন তিনি ভাবলেন, 'অহো, আমি উপদ্রুত হচ্ছি, বিবিধ উপসর্গে উৎকণ্ঠিত হচ্ছি!'

অতঃপর যশ কুলপুত্র সুবর্ণপাদুকা পড়ে ঘর থেকে বের হতে চাইলে দেবগণ দরজা খুলে দেন। যশ কুলপুত্র নগরদ্বারে গেলে দেবগণ নগরদ্বারও খুলে দেন। তারপর তিনি ঘুরতে ঘুরতে ঋষিপতন মৃগদাবে উপস্থিত হন।

সেই সময় ভগবান খুব ভোরের দিকে খোলামেলা জায়গায় চংক্রমণ করছিলেন। তিনি দূর থেকেই যশ কুলপুত্রকে আসতে দেখলেন। তারপর তিনি চংক্রমণ ছেড়ে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন। ভগবানের অদূরে যশপুত্র বলে উঠলেন, 'অহো, আমি উপদ্রুত হচ্ছি! আমি বিবিধ উপসর্গে উৎকণ্ঠিত হচ্ছি! ' তখন ভগবান যশ কুলপুত্রকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যশ, এসো, এই স্থান উপদ্রবহীন, এখানে কোনো উপসর্গ নেই। এসো যশ, বসো, আমি তোমাকে ধর্মদেশনা করব।'

তিনি ভগবানের কথা শুনে অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ পাদুকা খুলে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে

একপার্শ্বে বসলেন। তারপর ভগবান তাকে আনুপূর্বিক ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। ধর্মদেশনা শুনে তখনই তিনি স্রোতাপন্ন হলেন।

এদিকে যশ কুলপুত্রের মাতা প্রাসাদে গিয়ে যশকে না দেখে তড়িঘড়ি করে যশের বাবার কাছে গেলেন। গিয়ে গৃহপতিকে বললেন, 'গৃহপতি, আমি তো আপনার পুত্র যশকে কোথাও দেখছি না।' তারপর যশের বাবা এদিক-সেদিক বহু খোঁজা-খুঁজির পর একসময় মৃগদায়ে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে যশের বাবা স্রোতাপন্ন হলেন এবং যশ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তারপর ভগবান যশকে 'এহি ভিক্খু' বলে উপসম্পদা প্রদান করলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি 'মহাসমুদ্রের মাঝে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. মহাসমুদ্রের মাঝে আমার একটি সুনির্মিত নাগভবন ছিল। তার চারপাশে নানা পাকপাখালির কূজনে মুখরিত সুনির্মিত পুষ্করিণী ছিল।

২-৫. সেই পুষ্করিণীটি ছিল মন্দারক, পদ্ম ও উৎপলপুষ্পে সমাকীর্ণ এবং তার পাশ দিয়ে স্বচ্ছ সলিলা স্রোতাস্বিনী নদী প্রবাহিত হতো। নদীটি ছিল সুন্দর স্নানঘাটসম্পন্ন, মৎস্য-কচ্ছপে ভরা, নানা জাতীয় পাকপাখালিতে পরিপূর্ণ, ময়ূর-ক্রৌঞ্চ, কোকিল প্রভৃতিতে সমাকীর্ণ। নদীচর চক্রবক, রবিহাঁস, তিত্তির, শালিকসহ প্রভৃতি পাখি সেই নদীকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করত। হাঁস, ক্রৌঞ্চ, কোশিয়, পিঙ্গলী প্রভৃতি পাখির কূজনে মুখরিত থাকত সেই নদীটি। আমার সেই প্রাসাদটি ছিল সপ্তবিধ রত্ন ও মণি-মুক্তা-প্রবালাদিতে পরিপূর্ণ।

৬. নানা গন্ধে ভরপুর স্বর্ণময় সেই বৃক্ষগুলো রাতদিন সব সময় আমার নাগভবনকে আলোকিত করত।

৭. সকাল-সন্ধ্যা সব সময় ষাট হাজার তূর্য-বাদ্য বাজানো হতো এবং ষোল হাজার স্ত্রীলোক নিত্য আমায় পরিবেষ্টিত করে থাকত।

৮. আমি আমার নাগভবন থেকে বের হয়ে এসে প্রসন্নমনে মহাযশস্বী লোকনায়ক সুমেধ ভগবানকে বন্দনা করেছিলাম।

৯. অভিবাদন করার পর আমি বুদ্ধ প্রমুখ সংঘকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ধীর লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধ আমার সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

১০. মহামুনি ধর্মকথা বলে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন। তারপর আমি সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে আমার নাগভবনে চলে গিয়েছিলাম।

১১-১২. তখন আমি আমার জ্ঞাতি-পরিজনকে ডেকে বলেছিলাম,

'আগামীকাল পূর্বাহ্ন সময়ে বুদ্ধ আমার ভবনে আসবেন। ইহা আমাদের পক্ষে পরম লাভ যে আমরা তাঁর কাছে বসবাস করতে পারব। তখন আমরা বুদ্ধশ্রেষ্ঠ শাস্তাকে পূজা করব।'

১৩. অন্ন-পানীয় সবকিছু তৈরি করা শেষ হলে পরে আমি বুদ্ধকে সময় হয়েছে বলে জানিয়েছিলাম। তারপর লোকনায়ক বুদ্ধ লক্ষ অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে আমার ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৪. তাঁর আগমনে আমি পঞ্চাঙ্গ তূর্য বাজিয়ে অভিনন্দিত করেছিলাম। পুরুষোত্তম বুদ্ধ সম্পূর্ণ স্বর্ণময় আসনে উপবেশন করেছিলেন।

১৫. তখন তাঁদের মাথার উপর স্বর্গময় আচ্ছাদনী (শামিয়ানা) টাঙানো ছিল এবং আমি অনুত্তর ভিক্ষুসংঘকে বাতাস করেছিলাম।

১৬. আমি প্রভূত অন্ন-পানীয় দিয়ে ভিক্ষুসংঘকে পরিতৃপ্ত করেছিলাম এবং ভিক্ষুসংঘের প্রত্যেককে দুটি করে বস্ত্র দান করেছিলাম।

১৭. পরম পূজনীয় সুমেধ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৮. যে ব্যক্তি আমাকে ও ভিক্ষুসংঘকে অন্ন-পানীয় দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

১৯. সে আঠারশত কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং এই পৃথিবীতে হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

২০. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেই যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার মাথার উপর সব সময় সম্পূর্ণ স্বর্ণময় আচ্ছাদনী টাঙানো থাকবে।

২১. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে এক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

২২. সে তার ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে পরিজ্ঞা[১] দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

২৩. সে ভিক্ষসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই বলে সিংহনাদ করবে : 'যারা শ্মশানে ছাতা ধারণ করে, তারা ছাতার নিচেই দগ্ধ হোক!'

২৪. আমি শ্রামণ্যফল লাভ করেছি। আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমি মণ্ডপে বা বৃক্ষমূলে যেখানেই বাস করি না কেন, আমার মধ্যে কোনো

---

[১]। তিন প্রকার পরিজ্ঞা : জ্ঞাত-পরিজ্ঞা, প্রহাণ-পরিজ্ঞা ও তীরণ-পরিজ্ঞা।

ধরনের ভয়-ভীতি নেই।

২৫. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই বসার আসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সর্বদানেরই ফল।

২৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যশ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যশ স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. নদীকাশ্যপ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তাকে পিণ্ডচারণ করতে দেখে প্রসন্নমনে নিজের রোপিত বাগান হতে মনোশিলাবর্ণের একটি আম দান করেন।

সেই পুণ্যের ফলে দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাষ্ট্রে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে উরুবেলা কাশ্যপের ভাইরূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। নৈরঞ্জনা নদীর তীরে আশ্রম নির্মাণ করে তিনশত শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে বসবাস করেন। নদীতীরে বাস ও কাশ্যপগোত্রে জন্ম বিধায় তিনি নদীকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। ভগবান তাকে সপরিষদ ঋদ্ধিময় উপসম্পদা প্রদান করেন। তিনি গয়াশীর্ষে আদিত্য-পর্যায় সূত্র শ্রবণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। [বিস্তারিত *বিনয়পিটকে মহাবর্গ* দ্রষ্টব্য]

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৯. আমি লোকশ্রেষ্ঠ, যশস্বী পদুমুত্তর ভগবানকে পিণ্ডচারণ করতে দেখে

একটি আম দান করেছিলাম।

৩০. দেবেন্দ্র, লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম বুদ্ধকে সেই দান করার ফলে আজ আমি সর্বতোভাবে জয়-পরাজয় ত্যাগ করে অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৩১. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দানেরই ফল।

৩২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নদীকাশ্যপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নদীকাশ্যপ স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. গয়াকাশ্যপ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে শিখী বুদ্ধের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অরণ্যাশ্রমে বাস করেন। তিনি তথায় বনজ ফলমূল খেয়েই জীবন ধারণ করতেন।

তখন ভগবান একাকী তার আশ্রমের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে বন্দনা নিবেদন করলেন এবং সময়ের দিকে লক্ষ করে মনোহর কোলফল দান করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম ভগবানের সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং দুইশত শিষ্যের সাথে গয়াতে বসবাস করেন। গয়ায় বাস ও কাশ্যপগোত্রে জন্ম বিধায় তিনিও গয়াকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। তিনি সপরিষদ ভগবানের নিকটে ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভ করেন এবং আদিত্য-পর্যায় সূত্র শুনে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্মস্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি মৃগচর্মধারী ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৫. আমি তখন মৃগচর্মের বস্ত্রধারী ছিলাম। আমার হাতে লাঠি থাকত। তখন আমার আশ্রমে প্রচুর কোলফল ছিল।

৩৬. ভগবান তখন একাকী সর্বদিকে জ্যোতি ছড়িয়ে আমার আশ্রমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৩৭. তাকে দেখে আমি প্রসন্নচিত্তে অভিবাদন করেছিলাম। তারপর দুহাতে কোলফল নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই সুফল।

৩৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গয়াকাশ্যপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গয়াকাশ্যপ স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কিমিল স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ককুসন্ধ ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের পরিনির্বাপিত চৈত্যে শালপুষ্পমাল্য দিয়ে পূজা করেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর অপরাপর দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম ভগবানের সময়ে কপিলবাস্তু নগরে ঐশ্বর্যভোগে মত্ত হলেন। একসময় ভগবান তার জ্ঞান পরিপক্ব হয়েছে জেনে সংবেগ উৎপাদনের জন্যে অনুপিয় বন হতে ঋদ্ধি

প্রদর্শন করলেন।

ভগবান প্রথমে একটি পরমা সুন্দরী তরুণীকে তার সামনে রাখলেন। আস্তে আস্তে সেই সুন্দরী রমনী জরাজীর্ণ হলো, রোগে তার দেহ শীর্ণ হলো। তিনি রমণীয় এই পরিণতি দেখে সংবেগপ্রাপ্ত হয়ে নিজের সংবেগ প্রকাশ করলেন ভগবানের সামনে। ভগবানের কাছ থেকে উপযুক্ত উপদেশ পেয়ে তিনি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ককুসন্ধ বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪২. বশীভূত ব্রাহ্মণ ককুসন্ধ বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি তাঁর উদ্দেশে মণ্ডপ তৈরি করে শালপুষ্পমাল্য দিয়ে পুজা করেছিলাম।

৪৩. তার ফলে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম। তাতে আমি উত্তম দেববিমান লাভ করেছিলাম। আমি অন্য দেবতাদের বলতাম, ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৪৪. আমি রাতে বা দিনে যখনি চংক্রমণ করতাম ও দাঁড়াতাম তখন আমার উপর শালপুষ্পের আচ্ছাদনী ধারণ করা হতো। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৪৫. এই ভদ্রকল্পেই আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিমিল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিমিল স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. বজ্জীপুত্র স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে একজন পচ্চেক বুদ্ধকে ভিক্ষার জন্যে যাচ্ছেন দেখে প্রসন্নমনে কলা দান করেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবী রাজকুমার হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বজ্জীপুত্র হওয়ায় তার নাম রাখা হলো 'বজ্জীপুত্র'।

তিনি বাল্যকালে হস্তিশিল্প শিক্ষা করতেন। পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে একদিন তার মনে বিরাগভাব জাগ্রত হলো। তৎপর বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই ষড়াভিজ্ঞ অর্হৎ হন। তাঁর ষড়াভিজ্ঞ হওয়ার পরেই ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি একদিন আনন্দ স্থবিরকে স্রোতাপন্ন অবস্থায় মহাপরিষদে ধর্মদেশনা করতে দেখে উচ্চতর মার্গ লাভের জন্যে উৎসাহ দান করতে এই গাথাটি ভাষণ করেন :

"হে গৌতম গোত্রভুক্ত আনন্দ, বৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে হৃদয়ে নির্বাণকে
স্থাপন কর। ধ্যান কর, প্রমত্ত হইও না। কেন শুধু শুধু বিচলিত হয়ে
অনর্থক সময় নষ্ট করবে?"

তা শুনে আয়ুষ্মান আনন্দ বহু প্রযত্ন-প্রয়াস চালিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে বজ্জীপুত্র স্থবির আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'শতরশ্মি ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৯. স্বয়ম্ভু অপরাজিত শতরশ্মি ভগবান ধ্যান হতে উঠে ভিক্ষার জন্যে বের হয়েছিলেন।

৫০. তখন আমি নরশ্রেষ্ঠ ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমার হাতে তখন কলা ছিল। আমি প্রসন্নমনে বৃন্তসহ একটি কলা দান করেছিলাম।

৫১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই সুফল।

৫২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি

বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বজ্জীপুত্র স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বজ্জীপুত্র স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. উত্তর স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময় এক বিদ্যাধর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আকাশে বিচরণ করতেন। সেই সময় ভগবান তার প্রতি সদয় হয়ে বনে প্রবেশ করে এক বৃক্ষমূলে বসলেন। তখন শাস্তার দেহ হতে ষড়রশ্মি নির্গত হচ্ছিল। তিনি অন্তরীক্ষ হতে বুদ্ধদর্শন করে অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং কণিকারপুষ্প দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন। বুদ্ধ-প্রভাবে পুষ্পগুলো ছাতা আকারে স্থিরভাবে রইল। উহা দেখে তিনি অতিশয় আনন্দিত হলেন। তারপর মরণান্তে তাবতিংস দেবলোকে মহৎ দিব্যসম্পদ লাভ করলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে মহাধনী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যবিদ্যায় সুদক্ষ ছিলেন। কুলে, গুণে, রূপে ও সদাচারে তিনি সকলের পূজ্যপাত্র হয়েছিলেন।

বর্ষাকার ব্রাহ্মণ তার গুণে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় কন্যার সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে সংসারের প্রতি তার বিরাগভাব উৎপন্ন হলো। সময়ে সময়ে ধর্মসেনাপতির নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করতেন। পরে তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং সেই থেকে স্থবিরের সেবা করতেন।

সেই সময় স্থবির রোগাক্রান্ত হন। তার ওষুধের জন্যে উত্তর শ্রামণের ভোরে পাত্রচীবর নিয়ে বিহার হতে বের হলেন। পথিমধ্যে এক তড়াগের তটে পাত্রটি রেখে জলে মুখ ধুচ্ছিলেন। এমন সময় কয়েকজন রাজপুরুষ এক চোরকে তাড়া করছিল। চোর কোনো উপায় না দেখে রত্নভাণ্ডটি শ্রামণের পাত্রে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। শ্রামণের মুখ ধুয়ে পাত্রের কাছে এসেছে, এমন সময় রাজপুরুষেরাও চোর তাড়া করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তারা পাত্রে স্বর্ণভাণ্ড দেখে সন্দেহ করল, 'এই শ্রামণের চোর। এই শ্রামণেরই চুরি করেছে।' তারা তাকে বেঁধে বর্ষাকার ব্রাহ্মণের নিকট হাজির করল। তখন বর্ষাকার রাজার বিচারক ছিলেন এবং বধ-বন্ধনের হুকুম দিতেন। বর্ষাকার ব্রাহ্মণ বললেন, 'এই ব্যক্তি পূর্বে আমার

কথা শোনেনি। শুদ্ধ পাষাণ্ডদলে প্রব্রজিত হয়েছে।' তার উপর আগে থেকেই ক্রোধ থাকায় তিনি আর বিচার করলেন না। তাকে জীবিতাবস্থায় শূলে দেয়ালেন।

ভগবান দিব্যচক্ষে তাঁর জ্ঞান পরিপক্ব হয়েছে দেখে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সুকোমল হাতখানি উত্তরের মাথায় রেখে বললেন, 'উত্তর, ইহা তোমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল। অবিচলিত চিত্তে তা সহ্য কর।' তখন তার চিত্তানুরূপ ধর্মোপদেশ দিলেন। ভগবান যখন হাতটি তার মাথায় রাখলেন তখন তার মনে অতিশয় প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিল। সেই প্রীতিতে শূলাগ্রে থাকা অবস্থাতেই ভাবনা করে তিনি ষড়াভিজ্ঞ হলেন। ষড়াভিজ্ঞ হয়ে সত্ত্বগণের প্রতি সদয় হয়ে আকাশে উঠে নানা ধরনের ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন। তা দেখে মহাজনতা অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হলো। অচিরেই তার শূলের ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেল। ভিক্ষুগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধু, শূলাগ্রে এত দুঃখ ভোগ করে কী প্রকারে বিদর্শন ভাবনা করতে সমর্থ হলেন?' 'বন্ধুগণ, আমি পূর্ব হতেই সংসারের দোষ ও সংস্কারসমূহের স্বভাব দেখেছি। সেই কারণে শূলাগ্রে থেকেও বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছি।'

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুমেধ নামে সম্বুদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৫. বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট সম্বুদ্ধ সুমেধ ভগবান বিবেককামী হয়ে হিমালয়ে গিয়েছিলেন।

৫৬. কারুণিক, শ্রেষ্ঠ মুনি, পুরুষোত্তম ভগবান হিমালয়ে প্রবেশ করে পদ্মাসনে বসেছিলেন।

৫৭. তখন আমি এক আকাশচারী বিদ্যাধর ছিলাম। তখন আমি হাতে ত্রিশূল নিয়ে আকাশে বিচরণ করতাম।

৫৮. সেই সময় বুদ্ধ পর্বতের উপর জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও সুপস্পিত শালরাজের ন্যায় সমগ্র বনভূমিকে আলোকিত করছিলেন।

৫৯. তখন আলোকোজ্জ্বল বুদ্ধরশ্মি বন হতে চৌদিকে টিকরে পড়ছিল। আমি নলাগ্নি বর্ণসদৃশ বুদ্ধরশ্মি দেখে অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম।

৬০. তখন আমি বনে দেবগন্ধযুক্ত কণিকারপুষ্প দেখতে পেয়েছিলাম। সেখান থেকে তিনটি পুষ্প নিয়ে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

৬১. তখন বুদ্ধের অনন্ত গুণ-প্রভাবে আমার সেই তিনটি পুষ্প উর্ধ্ববৃন্ত ও

অধোপত্র হয়ে শাস্তাকে ছায়া দিয়েছিল।

৬২. সেই সুকৃত পুণ্য-প্রভাবে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৬৩. সেখানে আমার সুনির্মিত ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশযোজন প্রস্থ ভবনটি 'কণিকার' নামে পরিচিত হয়েছিল।

৬৪. আমার সেই ভবনে হাজার কাণ্ড, শতভাণ্ডবিশিষ্ট হিরন্ময় ধ্বজা ও লক্ষ রক্ষাবেষ্টনী প্রাদুর্ভূত হয়েছিল।

৬৫-৬৬. সেখানে আমার জন্যে স্বর্ণময়, মণিময়, লোহিতময় ফলক, পালঙ্ক ও তুলাময় বিকতিযুক্ত, ঊর্ধ্বলোমী, সুবর্ণ বিম্ব-সমন্বিত মহার্ঘ শয্যা প্রভৃতি আমি যখনি যা চাইতাম তা-ই উৎপন্ন হতো।

৬৭. আমি আমার দেবভবন হতে বের হয়ে দেবসংঘ-পরিবেষ্টিত হয়ে যথেচ্ছা গমনাগমন করতাম।

৬৮. আমি পুষ্পের উপর দাঁড়াতাম। আমার উপর শতযোজন দীর্ঘ কণিকার পুষ্পাচ্ছাদনী থাকত।

৬৯. ষাট হাজার দিব্যতূর্য সকাল-সন্ধ্যা আমার সেবা করত এবং রাত-দিন অতন্দ্রভাবে আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত।

৭০. সেখানে আমি নাচ, গান, বাদ্য-বাজনা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে রমিত হতাম এবং পঞ্চকামগুণে আমোদিত হতাম।

৭১. সেখানে আমি আমার উত্তম প্রাসাদে নারীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে খেয়ে- দেয়ে, পান করে আমোদ-ফূর্তি করতাম।

৭২. আমি পাঁচশতবার দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং তিনশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৭৩. ভবভবান্তরে জন্মসঞ্চরণকালে আমি মহা ভোগ-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলাম। ভোগসম্পত্তির অভাব আমার কখনো কোনো সময় হতো না। ইহা আমার বুদ্ধপুজারই ফল।

৭৪. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে এই দুই লোকে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছিলাম। এছাড়া আমার অন্যগতি হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৫. আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলেই মাত্র জন্মগ্রহণ করেছিলাম। নীচকুলে জন্মেছিলাম বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৬. হস্তিযান, অশ্বযান, সিবিকাযান প্রভৃতি সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৭. দাস-দাসী ও সুসজ্জিতা, সমলংকৃতা নারী প্রভৃতি সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৮. কোশেয়্য কম্বল, ক্ষৌমবস্ত্র ও কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৯. নতুন বস্ত্র, নতুন ফল ও নবান্ন ভোজন প্রভৃতি সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮০. 'ইহা খাও, ইহা ভোজন কর, এই শয্যায় তুমি শয়ন কর' এভাবে আমি সবকিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮১. আমি সর্বত্র পূজিত হতাম। আমার যশ সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। আমি সব সময় মহান শিক্ষক হতাম। আমার পরিষদ সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকত। আমি সব সময় জ্ঞাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮২. আমি শীত, উষ্ণ অনুভব করতাম না। আমার পরিদাহ তথা দাবদাহ বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি আমার মনে চৈতসিক দুঃখ পর্যন্ত ছিল না।

৮৩. আমি জন্মজন্মান্তরে সুবর্ণবর্ণ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বিবর্ণতা কী জিনিস আমি তা জানতাম না। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৪. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে আমি দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে শ্রাবস্তী নগরে এক ধনাঢ্য মহাশালকুলে জন্মগ্রহণ করেছি।

৮৫. আমি পঞ্চকামগুণ ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি এবং জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৮৬. চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণের কথা অবগত হয়ে আমাকে উপসম্পদা দিয়েছেন। আমি তরুণ বয়সেই পূজনীয় হলাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৭. আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমি সমাধিতে অতীব দক্ষ। আমি অভিজ্ঞা পারমীলাভী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৮. আমি প্রতিসম্ভিদালাভী, ঋদ্ধিপাদে অভিজ্ঞ, ধর্মসমূহে পারমীপ্রাপ্ত। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৯. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই সুফল।

৯০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে

অবস্থান করছি।

৯১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উত্তর স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উত্তর স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অপর উত্তর স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি শাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে নিজের উপাসকত্ব নিবেদন করলেন।

তিনি শাস্তার পরিনির্বাণের পর নিজ জ্ঞাতিদের একত্র করে ধাতুপূজা করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে সাকেত নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'উত্তর'।

একদিন তিনি কোনো এক কার্যোপক্ষে শ্রাবস্তীতে গেলে বুদ্ধ-প্রদর্শিত যুগল ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখতে পেলেন। তাতে অতীব প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অতঃপর শাস্তার সাথে রাজগৃহে গিয়ে উপসম্পদা লাভ করেন। উপসম্পদা লাভের পর বিদর্শন ভাবনা বলে অচিরেই তিনি ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। ষড়ভিজ্ঞা লাভের পর বুদ্ধকে সেবা করার জন্যে রাজগৃহে হতে শ্রাবস্তীতে আসলে ভিক্ষুগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবুসো, আপনার প্রব্রজ্যাকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে কি?' তিনি তখন যথার্থ জবাব দিলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকনায়ক, লোকনাথ সিদ্ধার্থ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৩. লোকনায়ক, লোকনাথ সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি আমার জ্ঞাতিদের একত্র করে ধাতুপূজা করেছিলাম।

৯৪. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার

বুদ্ধপূজারই সুফল।

৯৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অপর উত্তর স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অপর উত্তর স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ভদ্দজি স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং গহীন অরণ্যে আশ্রম তৈরি করে বাস করেন। একদিন শাস্তাকে আকাশপথে গমন করতে দেখে প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভগবান তার অভিপায় জ্ঞাত হয়ে আকাশ হতে নামলেন। তখন তিনি ভগবানকে মধু, মৃণাল ও ঘৃত দান করলেন। ভগবান ওই দান গ্রহণ করে দানফল ব্যাখ্যা করে চলে গেলেন। তিনি সেই পুণ্যফলে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন। পরে বিপশ্বী বুদ্ধের সময় মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আটষট্টি হাজার ভিক্ষুকে ভোজন এবং ত্রিচীবর দান করেন।

তারপর তিনি দেবলোকে উৎপন্ন হন। দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে বুদ্ধশূন্য কল্পে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধের চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ওষুধ এই চারি প্রত্যয় দান করেন। পরে রাজকুলে উৎপন্ন হন। তার এক পুত্র পচ্চেক বুদ্ধ হলেন। বহু দিন তার সেবা করেন। তার পরিনির্বাণের পর ধাতুচৈত্য নির্মাণ করে বহু দিন পূজা করলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে আশি কোটি সম্পত্তির অধিকারী ভদ্দিয় শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো ‘ভদ্দজি’। তিনি ধনসম্পত্তিতে রাজা বেশ্বান্তর সদৃশ ছিলেন।

তখন ভগবান শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করে ভদ্দজি কুমারের উদ্দেশে ভিক্ষুসংঘসহ ভদ্দিয় নগরের জাতীয় উদ্যানে উপস্থিত হলেন এবং কুমারের জ্ঞানপরিপক্ব না হওয়া অবধি সেখানে অপেক্ষা করলেন। একসময় ভদ্দজি প্রাসাদের উপর তলা হতে সিংহপঞ্জর দিয়ে দেখছিলেন যে, কিছুলোক ধর্মশ্রবণের জন্যে যাচ্ছে। এই লোকগুলো কোথায় যাচ্ছে? জিজ্ঞেস করে তিনি নিজেও সপরিবারে বুদ্ধের নিকট গমন করলেন। সেখানে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে সর্বাভরণ ভূষিতাবস্থায় অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তখন ভগবান ভদ্দিয় শ্রেষ্ঠীকে ডেকে বললেন, তোমার পুত্র অর্হত্ত্ব লাভ করেছে। তাকে এখনি প্রব্রজ্যা প্রদান করা উচিত। প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করলে অচিরেই পরিনির্বাপিত হবে।' শ্রেষ্ঠী বললেন, 'আমার পুত্র বাল্যকালে পরিনির্বাণ লাভ করুক, আমি তা চাই না। আপনি তাকে প্রব্রজ্যা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।' ভগবান তাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করে সাত সপ্তাহ পর কোটিগ্রামে চলে গেলেন। এই গ্রামটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। গ্রামবাসীরা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। তখন ভদ্দজি স্থবির গ্রামের অদূরে গঙ্গাতীরে রাস্তার পাশে ধ্যানে বসলেন এবং ভগবান আসলে তবেই ধ্যান হতে উঠবেন বলে সংকল্প করলেন। মহাস্থবিরগণ আসলেও তিনি না উঠে বুদ্ধ আসার পরই আসন হতে উঠলেন। পৃথকজন ভিক্ষুরা তার এই ব্যবহার দেখে দোষারোপ করতে লাগল, 'ইনি নতুন প্রব্রজিত। ইনি মহাস্থবির দেখলেও মানমদে স্ফীত হয়ে আসন হতে উঠে না।'

এদিকে কোটিগ্রামবাসীরা বহু নৌকা একত্রে বেঁধে রাখল। ভগবান ভাবলেন, 'আজ ভদ্দজির প্রভাব দেখাতে হবে।' ভগবান নৌকায় উঠে ভদ্দজি কোথায় জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্দজি বললেন, 'ভন্তে, আমি এখানেই আছি।' তখন তিনি বুদ্ধের নিকটে এসে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালেন। ভগবান বললেন, 'এসো আমাদের সাথে নৌকায় ওঠো।' তিনি নৌকায় উঠলেন। ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখ ভদ্দজি, একসময় তুমি মহাপনাদ রাজা হয়ে রত্নময় প্রাসাদে অবস্থান করতে। এখন তোমার সেই প্রাসাদ কোথায়?' 'ভন্তে, এই জায়গায় ডুবে আছে।' 'তাহলে সব্রহ্মচারীদের সন্দেহ দূর কর।' তখনি ভদ্দজি স্থবির বুদ্ধকে বন্দনা করে ঋদ্ধিবলে প্রাসাদের চূড়ায় পদাঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে টানতে লাগলেন। তিনি পঁচিশ যোজনবিশিষ্ট প্রাসাদটি নিয়ে জল হতে পঞ্চাশ যোজন উপরে আকাশে তুলে উধাও হলেন। পূর্বজন্মে তার প্রসাদে যে সমস্ত জ্ঞাতি প্রাসাদের লোভে মৎস্য-কচ্ছপ-মণ্ডুক হয়ে তথায় জন্ম নিয়েছিল, প্রাসাদ জল হতে উঠবার সময় সকলে জলে পড়ে গেল।

তখন ভগবান বললেন, 'ভদ্দজি, তোমার জ্ঞাতিবর্গের বড়ই কষ্ট হচ্ছে।' স্থবির তখনি প্রাসাদটি ছেড়ে দিলেন। প্রাসাদটি যথাস্থানে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো। ভিক্ষুরা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কখন ভদ্দজি স্থবির এই প্রাসাদে ছিলেন?' ভিক্ষুদের উত্তরে ভগবান মহাপনাদ জাতক দেশনা করলেন। মহাজনতাও ধর্মামৃত পান করলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর স্থবির নিজের পূর্বকৃত পুণ্যসম্ভার স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি যেই পুষ্করিণীতে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৮. তখন আমি নানা কুঞ্জরে পরিশোভিত পুষ্করিণীতে নেমে ঘাসের জন্যে মঞ্জরী তুলছিলাম।

৯৯. ভগবান পদুমুত্তর বুদ্ধ তখন রক্তিম আভা ছড়িয়ে সুনীল আকাশপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

১০০. আমি পাশুকূলবস্ত্র ধুনতে ধুনতে কিছু একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। তারপর উপরে তাকাতে গিয়ে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১০১-১০৪. আমি দাঁড়ানো অবস্থাতেই লোকনায়ক বুদ্ধকে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম এই বলে : 'হে চক্ষুষ্মান বুদ্ধ, আমার প্রতি অনুকম্পাবশত এই মধু, মৃণাল ও ঘৃত গ্রহণ করুন!' তারপর মহাযশস্বী, কারুণিক, চক্ষুষ্মান শাস্তা আকাশ থেকে নেমে আমার প্রতি অনুকম্পাবশত আমার সেই ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করার পর তিনি এই বলে আমার দান অনুমোদন করেছিলেন : 'হে মহাপুণ্য, তুমি সুখী হও। তোমার সুগতি লাভ হোক। এই মৃণাল দানের ফলে তুমি বিপুল সুখ লাভ কর।'

১০৫. পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ জিন এই কথা বলে আমার ভিক্ষা নিয়ে আকাশপথে চলে গিয়েছিলেন।

১০৬. সেখানে থেকে কিছু মঞ্জরি নিয়ে আমি আমার আশ্রমে চলে গিয়েছিলাম। তারপর সেগুলো গাছে টাঙিয়ে আমি আমার দান স্মরণ করেছিলাম।

১০৭. তখন আকাশে শক্তিশালী বাতাস এসে গোটা বনকে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল। বিকট শব্দে আকাশ থেকে বজ্রপাত হচ্ছিল।

১০৮. তখন হঠাৎ আমার মাথার উপর বজ্র আঘাত হেনেছিল। আর তাতে আমি মারা গিয়েছিলাম।

১০৯. আমি পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হয়ে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

আমি আমার মনুষ্যকলেবর সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলাম। আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম।

১১০. সেখানে ছিয়শি হাজার অলংকৃতা নারী সকাল-সন্ধ্যা আমার সেবা করত। ইহা আমার মঞ্জরি দানেরই ফল।

১১১. আমি মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করেও সুখী হয়েছিলাম। ইহা আমার মঞ্জরি দানেরই ফল।

১১২. এখন আমি দেবাতিদেব বুদ্ধের কাছ থেকে অনুকম্পা পেয়েছি। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

১১৩. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই মঞ্জরি দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মঞ্জরি দানেরই সুফল।

১১৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভদ্দজি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভদ্দজি স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সীবক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবানকে পিণ্ডচারণ করতে দেখেন। তখন তিনি প্রসন্নমনে পাত্র নিয়ে তাতে পিঠা দান করেন। সেই পুণ্যকর্মের ফলে দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'সীবক'। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বিদ্যাশিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। কামভোগ ত্যাগ করে তিনি তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বিচরণ করতে করতে একদিন শাস্তার কাছে উপস্থিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তারপর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনাবলে অচিরেই অর্হত্ত্ব

লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'মহর্ষি বিপশ্বী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১১৭. মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে শূন্যপাত্রে পিণ্ডচারণ করতে দেখে আমি তাতে পিঠা দান করেছিলাম।

১১৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ভিক্ষা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিঠা দানেরই সুফল।

১১৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সীবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সীবক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. উপবান স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কোনো এক অকুশল কর্মের ফলে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ যখন পরিনির্বাণ লাভ করেন, তখন দেব-মনুষ্য-গরুড়-যক্ষ-কুম্ভাণ্ড-গন্ধর্ব সকলে মিলিত হয়ে বুদ্ধের অস্থিধাতু নিয়ে সপ্তরত্নময় চৈত্য নির্মাণ করেন।

এই দরিদ্র পুরুষ তার সুধৌত উত্তরীয় বস্ত্র বাঁশের উপর ঝুলিয়ে ধ্বজা হিসেবে পূজা করেন। যক্ষসেনাপতি অভিসম্মত সেই ধ্বজা নিয়ে অদৃশ্যভাবে আকাশপথে তিনবার চৈত্য প্রদক্ষিণ করেন। সে তা দেখে অতিশয় আনন্দিত হলো। সেই পুণ্য-প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম হয়। তার নাম রাখা হলো উপবান। জেতবনে বুদ্ধপ্রভাব দেখে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনাবলে ষড়ভিজ্ঞা অর্হৎ হন। কিছুদিন এই উপবান স্থবির ভগবানের সেবক ছিলেন। ভগবানের বাতব্যাধি উৎপন্নকালীন স্থবিরের গৃহীবন্ধু দেবহিত নামক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে বাস

করতেন। তিনি স্থবিরকে চীবর-পিণ্ডপাতাদি দানের উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই সময় স্থবির ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, কোনো একটি প্রয়োজনে স্থবির তোমার নিকটে এসেছে।' 'ভন্তে, কীসের প্রয়োজনে বলুন।' স্থবির তার প্রয়োজন জানাতে গিয়ে এই গাথাদ্বয় বললেন :

"ত্রিলোকপূজ্য সুগত, অর্হৎ, মুনি, সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বাতব্যাধিতে ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত। হে ব্রাহ্মণ, যদি তোমার নিকট গরম জল থাকে, তবে আমাকে দাও।"

"আমি তা দিয়ে পরম পূজনীয়, ইন্দ্র-দেব-ব্রহ্মা দ্বারা পূজিত, শ্রদ্ধাভাজন, সম্মানযোগ্য সর্বজ্ঞবুদ্ধের বাতব্যাধি উপশম করতে ইচ্ছা করি।"

ব্রাহ্মণ গাথাদ্বয় শুনে উষ্ণ জল ও উপযুক্ত ওষুধ নিয়ে ভগবানকে দান করেন। ভগবান তার দান গ্রহণ করলেন।

পরবর্তীকালে আয়ুষ্মান উপবান স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১২২. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী সম্বুদ্ধ, পদুমুত্তর জিন অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

১২৩. মহাজনতা সম্মিলিতভাবে তথাগতকে পূজা করেছিল এবং শ্মশানে বুদ্ধের শরীরকে তুলেছিল।

১২৪. তারা বুদ্ধের শরীরকে অগ্নিদগ্ধ করে ধাতুগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল। দেবতুল্য সকলেই একটি বুদ্ধস্তূপ তৈরি করেছিল।

১২৫-১২৭. প্রথমে স্বর্ণময়, দ্বিতীয়ত মণিময়, তৃতীয়ত রৌপ্যময়, চতুর্থত স্ফটিকময়, পঞ্চমত লোহিতঙ্কময় ও ষষ্ঠত মসারগল্লময়—এভাবে সেই বুদ্ধস্তূপটিকে সম্পূর্ণ রত্নময় করা হয়েছিল। সেই বুদ্ধস্তূপের বিমগুলো মণিময় ও বেদিগুলো রত্নময় ছিল। সম্পূর্ণ স্বর্ণময় সেই বুদ্ধস্তূপটি ছিল এক যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট।

১২৮. তখন সেখানে দেবতারা সমবেত হয়ে পরামর্শ করেছিল যে, আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের জন্যে স্তূপ তৈরি করব।

১২৯. বুদ্ধের ধাতুগুলো এমন নয় যে তার জন্য পৃথক পৃথক চৈত্য তৈরি করা যাবে। সমস্ত শরীরই এক পিণ্ডবিশিষ্ট। আমরা এই বুদ্ধস্তূপের উপর আরও এক যোজনের মতো স্তূপ তৈরি করব।

১৩০. তখন দেবতারা সপ্তবিধ রত্ন দিয়ে সেই বুদ্ধস্তূপটি পরিসর আরও এক যোজন বর্ধিত করেছিল। সেটি সমস্ত অন্ধকারকে দূর করে জ্বল জ্বল করছিল।

১৩১. তখন সেখানে নাগেরাও একত্র হয়ে পরামর্শ করেছিল যে, দেবতারা ও মানুষেরা তো একটি বুদ্ধস্তূপ তৈরি করল।

১৩২. আমরা প্রমত্ত হয়ে থাকব এটা কেমন কথা। দেব-মনুষ্যরা সবাই এখন সচেতন। আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের জন্যে একটি স্তূপ তৈরি করব।

১৩৩. তারপর তারা ইন্দ্রনীল ও মহানীল এই দু-ধরনের উজ্জ্বল মণি সংগ্রহ করে তা দিয়ে বুদ্ধস্তূপটিকে আচ্ছাদিত করেছিল।

১৩৪. তখন সমস্ত বুদ্ধচৈত্যটি সম্পূর্ণ মণিময় হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধস্তূপটির উচ্চতা তিন যোজন হয়ে গিয়েছিল। সেটি চৌদিকে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়েছিল।

১৩৫. তখন গরুড়েরাও সেখানে একত্র হয়ে পরমর্শ করেছিল যে, মানুষেরা, দেবতারা ও নাগেরা তো বুদ্ধস্তূপ তৈরি করল।

১৩৬. দেব-মনুষ্য-নাগেরা সবাই এখন সচেতন। আমরাই শুধু প্রমত্ত হয়ে থাকব এটা কেমন কথা। কাজেই আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের জন্যে একটি স্তূপ তৈরি করব।

১৩৭. তারপর তারাও সেটির উপর সম্পূর্ণ মণিময় একটি স্তূপ তৈরি করেছিল। তারা সেই বুদ্ধচৈত্যটিকে আরও এক যোজন উঁচু করেছিল।

১৩৮. তখন সেই চারি যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট বুদ্ধস্তূপটি বিরোচিত হয়েছিল। সেটি শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় সকল দিক আলোকোজ্জ্বল করেছিল।

১৩৯-১৪০. তখন সেখানে কুম্ভাণ্ডরাও সমবেত হয়ে পরামর্শ করেছিল যে, মানুষ, দেবতা, নাগ ও গরুড়েরা সবাই মিলে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের জন্যে স্তূপ তৈরি করল। তারা সবাই অত্যন্ত সচেতন। আমরাই শুধু প্রমত্ত হয়ে থাকব এটা কেমন কথা।

১৪১. অতএব আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ তৈরি করব। সেই বুদ্ধস্তূপটিকে রত্ন দিয়ে আচ্ছাদিত করব।

১৪২. তারা সেই বুদ্ধস্তূপটিকে আরও এক যোজন উঁচু করেছিল। মোট পাঁচ যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট সেই বুদ্ধস্তূপটি তখন চৌদিকে আলো ছড়াচ্ছিল।

১৪৩-১৪৪. তখন সেখানে যক্ষরাও সমবেত হয়ে পরামর্শ করেছিল যে, মানুষ, দেবতা, নাগ, গরুড় ও কুম্ভাণ্ডরা সবাই মিলে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের জন্য স্তূপ তৈরি করল। তারা সবাই অত্যন্ত সচেতন। আমরাই শুধু প্রমত্ত হয়ে থাকব

এটা কেমন কথা।

১৪৫. অতএব আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তূপ তৈরি করব। সেই বুদ্ধস্তূপটিকে স্ফটিক দিয়ে আচ্ছাদিত করব।

১৪৬. তারা সেই বুদ্ধস্তূপটিকে আরও এক যোজন উঁচু করেছিল। মোট ছয় যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট সেই বুদ্ধস্তূপটি তখন চৌদিকে আলো ছড়াচ্ছিল।

১৪৭-১৪৮. তখন সেখানে গন্ধর্বরাও সমবেত হয়ে পরামর্শ করেছিল যে, মানুষ, দেবতা, নাগ, গরুড়, কুমাণ্ড ও যক্ষরা সবাই মিলে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্তূপ তৈরি করল। তারা সবাই অত্যন্ত সচেতন। আমরাই শুধু প্রমত্ত হয়ে থাকব এটা কেমন কথা!

১৪৯. সেই গন্ধর্বরা সবাই সাতটি বেদি ও ছয়টি ধ্বজা তৈরি করেছিল এবং বুদ্ধস্তূপটি সম্পূর্ণ স্বর্ণময় করেছিল।

১৫০. তখন সাত যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট স্তূপটি চৌদিক আলোকিত করছিল। রাত-দিন বুঝার কোনো উপায় ছিল না। দিনের মতো সব সময় আলোকিত থাকত।

১৫১. এমনকি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাগুলোও বুদ্ধস্তূপটির সেই আভাকে এতটুকু ম্লান করতে পারত না। চৌদিকে শত যোজন জায়গাজুড়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের প্রয়োজন হতো না।

১৫২. সেই সময় যে-সকল মানুষ সেই স্তূপটিকে পূজা করত, তারা তাতে উঠতে পারত না। তাই তারা পূজার উপকরণগুলো আকাশে ছুঁড়ে মারত।

১৫৩. দেবগণের দ্বারা সেখানে নিয়োগকৃত অভিসম্মত নামক এক যক্ষ সেই ধ্বজা বা পুষ্পমাল্যগুলো স্তূপের উপরে তুলে দিত।

১৫৪. লোকেরা সেই যক্ষকে দেখতে পেত না। তারা শুধু পুষ্পমাল্যই দেখতে পেত। এভাবে শুধু পুষ্পমাল্যের গমন দেখে তারা সবাই সুগতিতে গমন করত।

১৫৫. সেই সময় বিরুদ্ধবাদী এবং শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ উভয়েই অলৌকিক কিছু দেখার ইচ্ছায় সেই স্তূপটিকে পূজা করত।

১৫৬. তখন আমি হংসবতী নগরে এক দরিদ্র কর্মচারী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি আমোদিত লোকজনকে দেখে এরূপ চিন্তা করেছিলাম :

১৫৭. অহো, এই ভগবান কতই মহৎ! যার ধাতুচৈত্যে এত পূজা করেও এই জনতাসকল পরিতৃপ্ত হতে পারছে না!

১৫৮. আমিও সেই লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করব। ভবিষ্যতে কোনো

এক বুদ্ধের শাসনে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবো।

১৫৯. আমি আমার সুধৌত উত্তরীয় বস্ত্রটি বাঁশের আগায় টাঙিয়ে ধ্বজাস্বরূপ আকাশে উড়িয়েছিলাম।

১৬০. আমার সেই ধ্বজা অভিসম্মত নামক যক্ষটি নিয়ে আনন্দিত মনে আকাশে উড়িয়েছিল। বাতাসে ঢেউ খেলানো আমার সেই ধ্বজাটিকে দেখে আমি আরও বেশি খুশী হয়েছিলাম।

১৬১. তখন আমি প্রসন্নচিত্ত নিয়ে এক শ্রমণের কাছে গিয়ে তাকে ইহার বিপাক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

১৬২. তিনি ইহার বিপাক সম্বন্ধে বলে দিয়ে আমার মনে আনন্দ ও প্রীতি সঞ্চার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সেই ধ্বজাদানের বিপাক তুমি সব সময় ভোগ করবে।'

১৬৩. হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা—এই চতুরঙ্গিনী সেনা তোমাকে নিত্য ঘিরে থাকবে। ইহা আমার ধ্বজাদানেরই ফল।

১৬৪. ষাট হাজার সমলংকৃত তূর্য-ভেরি নিত্য তোমাকে ঘিরে থাকবে। ইহা তোমার ধ্বজাদানেরই ফল।

১৬৫-১৬৬. সুসজ্জিতা ও সমলংকৃতা, বিচিত্র বস্ত্রধারী, মাথায় মণিকুণ্ডলধারী, সুটৌল নিতম্ববিশিষ্ট, মৃদু, কোমল, সদা হাস্যময়ী ছিয়াশি হাজার নারী তোমাকে নিত্য ঘিরে থাকবে। ইহা তোমার ধ্বজাদানেরই ফল।

১৬৭. তুমি ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে। আর আশিবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে।

১৬৮. হাজারবার চক্রবর্তী রাজা হবে। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবেই।

১৬৯. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

১৭০. তখন তুমি দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্যবলে পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হয়ে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

১৭১. আশি কোটি ধন ও বহু দাস-কর্মচারী ত্যাগ করে তুমি গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।

১৭২. তখন শাক্যপুঙ্গব গৌতম বুদ্ধের আরাধনা করে উপবান নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৭৩. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমার কৃতকর্ম এই জন্মেও ফল দিচ্ছে। আমি এখন সুমুক্ত। তীরের গতিতে আমি আমার ক্লেশকে দগ্ধ

করেছি।

১৭৪. চারি দ্বীপের অধিশ্বর চক্রবর্তী রাজার ন্যায় তিন যোজন জায়গাজুড়ে আমার উদ্দেশে সব সময় ধ্বজা উড্ডীন থাকে।

১৭৫. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধ্বজাদানেরই ফল।

১৭৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৭৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৭৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপবান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপবান স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

১১. রাষ্ট্রপাল স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের উৎপত্তির কিছুকাল পূর্বে হংসবতী নগরে গৃহপতি মহাশাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর মহাধনের অধিকারী হলে কোষাধ্যক্ষ তাকে সেই অপরিমেয় রত্নভাণ্ডার দেখালেন। তিনি সেসব ধনসম্পত্তি দেখে ভাবলেন, 'এই ধনরাশি আমার পিতা কিংবা পিতামহ কেউই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু আমাকে অবশ্যই এই সমস্ত ধনসম্পত্তি সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।' সেই থেকে তিনি ভিখারীদের প্রত্যহ মহাদান দিতে লাগলেন। তিনি একজন জ্ঞানী তাপসের সেবা করতেন। তাপস তাকে দান দিয়ে স্বর্গগামী হতে উপদেশ দিতেন। এভাবে তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময় তিনি উপাসকের সাথে শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনছিলেন, এমন সময় শাস্তা এক ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাপ্রব্রজিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠপদপ্রার্থী

হয়ে এক লক্ষ ভিক্ষুকে সাত দিন পর্যন্ত মহাদান দিলেন। শাস্তা তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে জানালেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

পুনরায় ফুশ্য বুদ্ধের সময়ে শাস্তার বৈমাত্রেয় ভাই তিনজন রাজপুত্র যখন দান দিচ্ছিলেন, তখন তিনি জন্মগ্রহণ করে তাদের সঙ্গে পুণ্যকাজ সম্পাদন করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কুরুরাজ্যে থুল্লকোট্ঠিত নগরে রাষ্ট্রপাল শ্রেষ্ঠীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ভগ্নশীল রাজ্য সংযোজন করতে সমর্থ বিধায় বংশানুগত 'রাষ্ট্রপাল' নামে পরিচিত হলেন। মাতাপিতা মহাসমারোহে তাঁর বিবাহকার্য সম্পন্ন করলেন। সেই থেকে তিনি পুণ্য-প্রভাবে দেবতুল্য বিভব ভোগ করতে লাগলেন। ভগবান যখন কুরুরাজ্যে থুল্লকোট্ঠিত নগরে পদার্পণ করেন। তখন তিনি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তারপর তার প্রব্রজ্যা গ্রহণের বলবতী ইচ্ছা উৎপন্ন হলেও মাতাপিতা অনুমতি দিলেন না। বহু কষ্টে মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। জ্ঞানত মনোনিবেশ করে বিদর্শন ভাবনা করে তিনি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৭৯-১৮০. আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর ভগবানকে ঈষাদন্ত, শ্বেতচ্ছত্র পরিশোভিত, অলংকার পরিশোভিত, হস্তি-গোপাকসহ, রাজকীয় হস্তিনাগ দান করেছিলাম। এই হস্তিনাগের সমান সংখ্যক টাকা দিয়ে একটি সংঘারাম তৈরি করেছিলাম।

১৮১. সেই সংঘারামে আমি চুয়ান্ন হাজার ঘর তৈরি করেছিলাম। তারপর মহার্ঘ দানের আয়োজন করে মহর্ষি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৮২. স্বয়ম্ভু, অগ্রপুদ্গল, মহাবীর বুদ্ধ আমার দান অনুমোদন করেছিলেন। তারপর তিনি সকল জনতাকে আনন্দ দান করে অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করেছিলেন।

১৮৩. তখন পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমার সম্পর্কে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৮৪. এই ব্যক্তি চুয়ান্ন হাজার ঘর দান করেছে। এখন আমি তার ফল সম্পর্কে বলব। তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।

১৮৫. ভবিষ্যতে তার আঠার হাজার কূটাগার উৎপন্ন হবে, যেগুলো হবে সম্পূর্ণ স্বর্ণময়।

১৮৬. পঞ্চাশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে। আটান্নবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

১৮৭. আজ থেকে লক্ষ পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

১৮৮. তখন সে দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্যবলে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে।

১৮৯. পূর্বকৃত পুণ্যবলে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে রাষ্ট্রপাল নামে এক শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৯০. তখন সে ভাবনানিরত, উপশান্ত, নিরূপধি হয়ে ও পরিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে নির্বাপিত হবে।

[অতঃপর স্থবির নিজের সম্বন্ধে বললেন]

১৯১. আমি আমার বিশাল ভোগসম্পত্তি থুথুর ন্যায় ত্যাগ করে গৃহত্যাগ করেছি। সেই সমস্ত ভোগসম্পত্তির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র প্রেম ছিল না।

১৯২. বীর্য আমার দৃঢ়াবদ্ধ জোয়ালের ন্যায় ও যোগক্ষেম সমাধি আমার বাহন সদৃশ। সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে এই আমার অন্তিম দেহধারণ।

১৯৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৯৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৯৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রাষ্ট্রপাল স্থবির অপদান একাদশতম সমাপ্ত]

[যশ-বর্গ ছাপ্পান্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

যশ, নদীকাশ্যপ, গয়াকাশ্যপ, কিমিল ও বজ্জিপুত্র,
উত্তর দুই, ভদ্দজি, সীবক, উপবান ও রাষ্ট্রপাল স্থবির,
সর্বমোট একশত পঁচানব্বইটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

[স্থবির-অপদান সমাপ্ত]

[এই পর্যন্ত বুদ্ধ-অপদান, পচ্চেক বুদ্ধ-অপদান ও স্থবির-অপদান সমাপ্ত]

থেরী-অপদান

১. সুমেধা-বর্গ

১. সুমেধা থেরী অপদান

অতঃপর থেরী-অপদানগুলোর কথা শুনুন :

১. কোণাগমন ভগবানের নতুন নিবাস সংঘারামে আমরা তিন বান্ধবী মিলে বিহার দান করেছিলাম।

২. তার ফলে আমরা দশবার, শতবার, হাজারবার, এমনকি দশ হাজারবার দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম। আর মনুষ্যলোকের কথাই বা কী?

৩. আমরা দেবলোকে থাকাকালেও মহাঋদ্ধিমতী ছিলাম। আর মনুষ্যলোকের কথাই-বা কী? সপ্তবিধ রত্নের মধ্যে আমি ছিলাম মহিষী স্ত্রীরত্ন।

৪. পূর্বসঞ্চিত কুশলের ফলে এই জন্মে ধনঞ্জানী, ক্ষেমা ও আমি এই তিন বান্ধবী সুসমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

৫. অতীতে আমরা একসাথে সর্বাবয়ব-বিমণ্ডিত সুনির্মিত আরাম তথা বিহার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলাম। তাই আমরা পরস্পর সম্পর্কিত।

৬. সেই কর্মের প্রভাবে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, দেবলোকে জন্ম নিলে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতাম, আর মনুষ্যলোকে জন্ম নিলে মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতাম।

৭. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু (বুদ্ধ) মহাযস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৮. তখন মহর্ষি বুদ্ধের উপস্থায়ক তথা সেবক ছিলেন বারাণসী নগরের নরেশ্বর কাশীরাজ কিকী।

৯. সেই কাশীরাজের সাতটি কন্যা ছিল। রাজকন্যারা ছিল অত্যন্ত সুখিনী। তারা বুদ্ধসেবায় নিরত থেকেই ব্রহ্মচর্যা অনুশীলন করেছিল।

১০. আমি ছিলাম সেই রাজকন্যাদের সহায়িকা। শীলে সুসমাহিত হয়ে আমি তখন সুন্দররূপে দান করে গৃহে থেকে ব্রত পালন করেছিলাম।

১১. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

১২. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে যাম দেবলোকে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে নির্মাণরতি দেবলোকে এবং সবশেষে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে পরনির্মিত-বশবর্তী দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

১৩. পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হয়ে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই আমি রাজার মহিষী হয়ে জন্মেছিলাম।

১৪. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করলে পরে আমি চক্রবর্তী রাজাগণের ও অন্যান্য প্রাদেসিক রাজাগণের মহিষী হয়ে জন্মেছিলাম।

১৫. দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে ও সর্বত্রই সুখী হয়ে আমি বহু জন্মপরিভ্রমণ করেছিলাম।

১৬. সেটিই ছিল আমার হেতু, সেটিই ছিল আমার প্রভব। সেটিই ছিল বুদ্ধশাসনে ধর্মে অনুরক্ত হবার প্রথম সংযোগ ও পরম নির্বাণ।

১৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সুমেধা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমেধা থেরী অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. মেখলাদায়িকা থেরী অপদান

২০. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে স্তূপ নির্মাণ করেছিলাম। তখন আমি শাস্তার উদ্দেশে স্তূপের কাজে কটিবন্ধনী (মেখলা) দান করেছিলাম।

২১. সেই বিশাল স্তূপটি নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরেও আমি পুনরায় লোকনাথ মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে নিজ হাতে প্রসন্নমনে কটিবন্ধনী দান করেছিলাম।

২২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কটিবন্ধনী দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি।

ইহা আমার ইহা আমার স্তূপ তৈরি করিয়ে দেওয়ারই ফল।[১]

২৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই মেখলাদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মেখলাদায়িকা থেরী অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. মণ্ডপদায়িকা থেরী অপদান

২৬. আমি কোণাগমন বুদ্ধের উদ্দেশে একটি মণ্ডপ তৈরি করিয়েছিলাম। তখন আমি লোকবন্ধু বুদ্ধকে ত্রিচীবর দান করেছিলাম।

২৭. আমি রাজধানী অথবা কোনো গ্রাম নিগম-জনপদে যেখানেই যাই না কেন, সর্বত্রই আমি পূজিত হই। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই মণ্ডপদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মণ্ডপদায়িকা থেরী অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সঙ্কমনত্থা থেরী অপদান

৩১-৩৩. সত্ত্বগণের তীর্ণকারী, ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবান একসময় রথে চড়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে স্যাঁতস্যাঁতে কাদাযুক্ত জায়গায় পৌঁছলে

---

[১]। এখানে মূল পালিতেই কিছুটা অসামঞ্জস্য দেখা যায়। আসলে এখানে শেষ লাইনে ‘ইহা আমার স্তূপ তৈরি করিয়ে দেওয়ারই ফল’-এর বদলে ‘ইহা আমার কটিবন্ধনী দানেরই ফল’ হলেই বরং পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো বলে আমার মনে হয়। (অনুবাদক)

আমি তখন ঘর হতে বের হয়ে বুকে ভর দিয়ে অধোমুখী হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। পরম অনুকম্পাকারী লোকনায়ক বুদ্ধ আমার পিঠ ও মাথার উপর পা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। তখন আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। সেই চিত্ত-প্রসন্নতাহেতু আমি তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৩৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সঙ্কমনত্থা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সঙ্কমনত্থা থেরী অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নলমালিকা থেরী অপদান

৩৭. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক কিন্নরী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি স্বয়ম্ভু, অপরাজিত, বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৮. আমি তখন অতীব প্রসন্নমনে কৃতঞ্জলিপুটে নলমাল্য নিয়ে স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৩৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে কিন্নরীদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৪০. আমি তখন ছত্রিশবার ছত্রিশজন দেবরাজের মহিষী হয়ে জন্মেছিলাম এবং পরে দশবার দশজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়ে জন্মেছিলাম। পরবর্তীকালে আমার মনে সংবেগ দেখা দেওয়ায় আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৪১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। এখন আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

৪২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্পপূজারই ফল।

৪৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই নলমালিকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলমালিকা থেরী অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. একপিণ্ডপাতদায়িকা থেরী অপদান

৪৬. বন্ধুমতি নগরে বন্ধুমা নামক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। সেই রাজার স্ত্রী হয়ে আমি তার সাথে জীবন যাপন করতাম।

৪৭. একদিন নির্জনে বসে আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম : 'মৃত্যুর পর সঙ্গে নেওয়ার মতো আমি কোনো কুশল কর্মই করিনি।'

৪৮. আমি যে ভয়ংকর, ঘোররূপ, নিদারুণ কষ্টকর, জ্বলন্ত নিরয়ে গমন করব, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪৯. তারপর আমি রাজার কাছে গিয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম : 'হে মহারাজ, আমাকে একজন শ্রমণ দেন। আমি তাঁকে ভোজন করাব।'

৫০. মহারাজ আমাকে একজন ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ দিয়েছিলেন। আমি তাঁর পাত্র নিয়ে পরম অন্ন দিয়ে পূরিয়ে দিয়েছিলাম।

৫১. পাত্রটি পরম অন্ন দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়ার পর আমি সুগন্ধিদ্রব্য দান করেছিলাম এবং সুন্দর প্যাকেট করে এক জোড়া বস্ত্র দান করেছিলাম।

৫২. এই পুণ্যময় ঘটনাটি আমি আজীবন স্মরণ করেছিলাম। তাতে প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৫৩. আমি ত্রিশবার ত্রিশজন দেবরাজের মহিষী হয়ে জন্মেছিলাম। আমি মনে মনে চাইবার সাথে সাথে আমার ইপ্সিত বস্তুটি উৎপন্ন হতো।

৫৪. আমি বিশবার বিশজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম। আমি কৃতপুণ্যা হয়েই ভবে বিচরণ করেছিলাম।

৫৫. এখন আমি সর্ববিধ বন্ধন হতে মুক্ত। জন্মপ্রদায়ী তৃষ্ণা আমার মন থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

৫৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার পিণ্ডদানেরই ফল।

৫৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই একপিণ্ডপাতদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একপিণ্ডপাতদায়িকা থেরী অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. কটচ্ছুভিক্ষাদায়িকা থেরী অপদান

৬০. পিণ্ডচারণরত তিষ্য নামক শাস্তা বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে আমি এক চামচ ভিক্ষা দান করেছিলাম।

৬১. লোকাগ্রনায়ক, শাস্তা, তিষ্য সম্বুদ্ধ আমার ভিক্ষা নিয়ে পথে দাঁড়িয়েই এই বলে আমার দান অনুমোদন করেছিলেন।

৬২. এক চামচ মাত্র ভিক্ষা দান করে তুমি তাবতিংস দেবলোকে গমন করবে। ছত্রিশবার ছত্রিশজন দেবরাজের মহিষী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

৬৩. তুমি পঞ্চাশবার পঞ্চাশজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়ে জন্মাবে। তুমি সব সময় মনে মনে যা-ই চাইবে সবকিছুই লাভ করবে।

৬৪. এভাবে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে তুমি অকিঞ্চন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। পরিশেষে পরিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৬৫. ইহা বলার পর লোকগ্রনায়ক, বীর তিষ্য সম্বুদ্ধ আকাশে হংসরাজ বিচরণ করার ন্যায় আকাশে উত্থিত হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৬৬. আমার সেই দান সুন্দরভাবেই দেওয়া হয়েছে এবং আমার সেই দানযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। এক চামচ মাত্র ভিক্ষা দান করেই আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৬৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিণ্ডদানেরই ফল।

৬৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই কটচ্ছুভিক্ষাদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কটচ্ছুদায়িকা থেরী অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সপ্তোৎপলমালিকা থেরী অপদান

৭১. অরুণবতী নগরে অরুণ নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। আমি ছিলাম সেই রাজার বিবাহিত স্ত্রী।

৭২. আমি দিব্যগন্ধী সাতটি উৎপলের মালা নিয়ে রাজপ্রাসাদে বসে এরূপ চিন্তা করেছিলাম :

৭৩. এই সমস্ত পুষ্পমাল্য মাথায় পড়ে আমার কী লাভ? বরং তার চেয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের জ্ঞানকে পূজা করি।

৭৪. সম্বুদ্ধের অপেক্ষায় আমি রাজপ্রাসাদের দ্বারে এই আশায় বসে ছিলাম, 'সম্বুদ্ধ যদি আসেন তবে সেই মহামুনিকে পূজা করব।'

৭৫. ময়ূরের ঝুঁটির ন্যায় ও পশুরাজ সিংহের ন্যায় বিরোচিত জিন ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে সেই পথ দিয়ে এসেছিলেন।

৭৬. বুদ্ধরশ্মি দেখে আমি ভীষণভাবে অভিভূত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাসাদের দ্বার খুলে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

৭৭. আমার দান দেওয়া সাতটি উৎপল আকাশে পরিকীর্ণ হয়ে বুদ্ধের মাথার উপর শামিয়ানার মতো ছায়াদান করে স্থিত হয়েছিল।

৭৮. তা দেখে আমি উদগ্রচিত্ত, আনন্দিত ও কৃতাঞ্জলি হয়েছিলাম। তাতে প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৭৯. আমার মাথার উপর মহানেলের অচ্ছাদনী ধারণ করা হতো। আমার শরীর থেকে দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হতো। ইহা আমার সাতটি উৎপল দানেরই ফল।

৮০. আমি জ্ঞাতি-পরিজনের সাথে কোথাও গেলে আমার গোটা পরিষদের উপর মহানেলের আচ্ছাদনী ধারণ করা হয়।

৮১. আমি সত্তরবার সত্তরজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম। সর্বত্রই আমি প্রধান হয়ে ভবভবান্তরে বিচরণ করেছিলাম।

৮২. আমি তেষট্টিবার তেষট্টিজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম। সকলেই আমার কথা মান্য করত। আমি ছিলাম তখন মিষ্টভাষী।

৮৩. আমার দেহবর্ণ ছিল উৎপলের মতো এবং আমার শরীর থেকে সুগন্ধ প্রবাহিত হতো। আমার শরীর কখনো বিশ্রী বা বিবর্ণ হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৪. আজ আমি চারি ঋদ্ধিপাদে দক্ষ, বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনায় রত ও অভিজ্ঞালাভী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৫. আজ আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থানে দক্ষ, ধ্যান-সমাধিপরায়ণ ও চারি সম্যক প্রধানে নিরত। ইহা আমার বুদ্ধপুজারই ফল।

৮৬. বীর্য আমার দৃঢ়াবদ্ধ জোঁয়ালের ন্যায় ও যোগক্ষেম সমাধি আমার বাহন সদৃশ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

৮৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সপ্তোৎপলমালিকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তোৎপলমালিকা থেরী অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পঞ্চদীপিকা থেরী অপদান

৯১. হংসবতী নগরে তখন আমি ছিলাম এক বিচরণকারিনী। আমি এক বিহার থেকে অন্য বিহারে কুশলপুণ্য লাভের আশায় বিচরণ করতাম।

৯২. একসময় এক কৃষ্ণপক্ষের দিনে উত্তম বোধিবৃক্ষকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাতে প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি বোধিবৃক্ষের গোড়ায় বসেছিলাম।

৯৩. সেই সময় আমি চিত্তে গৌরব উৎপন্ন করে, নতশিরে, কৃতাঞ্জলিপুটে আনন্দ প্রকাশ করে এরূপ চিন্তা করেছিলাম :

৯৪. সত্য যদি বুদ্ধ অমিত গুণধর হন এবং জগতে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হন, তবে আমাকে (এই মুহূর্তে) অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করুন। এই বোধিবৃক্ষটিকে আলোকিত করুন।

৯৫. এই চিন্তা করার পর পরই সমস্ত বোধিবৃক্ষটি আলোয় ঝলমল করে উঠেছিল এবং সম্পূর্ণ স্বর্ণময় হয়ে সর্বদিকে বিরোচিত হয়েছিল।

৯৬. আমি সেই বোধিবৃক্ষের গোড়ায় সাত দিন পর্যন্ত বসেছিলাম। সপ্তম দিনে আমি প্রদীপপূজা করেছিলাম।

৯৭. আমি বুদ্ধাসনের চারপাশে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। সূর্যোদয়েরর আগ পর্যন্ত আমার সেই প্রদীপগুলো জ্বলেছিল।

৯৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৯৯. সেখানে আমার ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ সুনির্মিত স্বর্গীয় প্রাসাদটিকে 'পঞ্চদীপ' বলা হতো।

১০০. আমার দেবভবনের চারপাশে সব সময় অসংখ্য প্রদীপ জ্বলে থাকত। তখন আমার সমগ্র দেবভবনটি দীপালোকে উদ্ভাসিত হতো।

১০১. আমি পূর্বাভিমুখী হয়ে বসে দেখতে চাইলেই উপরে, নিচে এবং অনুকোণে—সবকিছুই দুচোখে পরিস্কার দেখতে পেতাম।

১০২. আমি পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজিসহ সুগতি-দুর্গতির যতদূর পর্যন্ত দেখতে চাইতাম ততদূর পরিস্কার দেখতে পেতাম। আমার দৃষ্টিপথে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াত না।

১০৩. আমি আশিবার আশিজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম। শতবার শতজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

১০৪. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, আমাকে ঘিরে লক্ষ প্রদীপ জ্বলে থাকত।

১০৫. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি মাতৃগর্ভে জন্মেছিলাম। মাতৃগর্ভে

থাকাকালেও আমার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হতো না।

১০৬. পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হওয়ায় আমার সুতিকাগৃহে সব সময় লক্ষ প্রদীপ জ্বলত। ইহা আমার পঞ্চপ্রদীপ দানেরই ফল।

১০৭. আজ এই শেষ জন্মে এসেও আমি আমার মনকে নিজের বশে এনেছি। আমি অজর, অমর, শীতিভূত নির্বাণ স্পর্শ (লাভ) করেছি।

১০৮. আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। গৌতম বুদ্ধ আমার গুণের কথা জেনে আমাকে উপসম্পদা দিয়েছেন।

১০৯. বৃক্ষমূলে, প্রাসাদে, গুহায় অথবা শূন্যাগারে বসবাসের সময়ও আমার চারপাশে পাঁচটি প্রদীপ জ্বলে থাকে।

১১০. আমার দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধ। আমি সমাধিকুশল ও অভিজ্ঞালাভী। ইহা আমার পঞ্চ প্রদীপ দানেরই ফল।

১১১. আমার সমস্ত কৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। আমি কৃতকার্য ও অনাসক্ত। হে চক্ষুষ্মান মহাবীর, আপনার পায়ে পঞ্চদীপিকা বন্দনা নিবেদন করছে।

১১২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই প্রদীপ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পঞ্চপ্রদীপ দানেরই ফল।

১১৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই পঞ্চদীপিকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চদীপিকা থেরী অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. উদকদায়িকা থেরী অপদান

১১৬. বন্ধুমতি নগরে আমি ছিলাম একজন জলবাহিকা। আমি কলসিতে করে জল বহন করেই জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং সেই সাথে সন্তানদের ভরণপোষণ করতাম।

১১৭. আমি এতই দরিদ্র ছিলাম যে, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে দান দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। আমি দ্বারপ্রকোষ্ঠে উপস্থিত হয়ে তথাস্থ জলাধারে জল

ঢেলে দিতাম।

১১৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম। জলদানের পুণ্যফলে সেখানে আমার জন্য দেবভবন নির্মিত হয়েছি।

১১৯. সেখানে হাজারো দেব-অস্পরাদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ ছিলাম। আমি তাদের সকলকে দশটি বিষয়ে ছাড়িয়ে যেতাম।

১২০. আমি পঞ্চাশবার পঞ্চাশজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম। বিশবার বিশজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

১২১. আমি দেবলোক অথবা মনুষ্যলোক মাত্র এই দুই লোকে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি কখনো দুর্গতিতে জন্মাইনি। ইহা আমার জলদানেরই ফল।

১২২. পর্বতের উপর, গাছের উপর, আকাশে অথবা মাটিতে যখনই জল খেতে চাইতাম, শিগগির আমি তা পেতাম।

১২৩. বৃষ্টি বর্ষিত হয় না এমন কোনো জায়গাই ছিল না। আমার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে মহামেঘ অঝোর ধারায় বর্ষণ করত।

১২৪. জ্ঞাতি-পরিজনের সাথে কোথাও যাওয়ার সময় আমি চাইলেই মহামেঘ অঝোর ধারায় বর্ষণ করত।

১২৫. আমার শরীরে কখনো কোনো ধরনের উষ্ণতা বা মলিনতা স্পর্শ করতে পারত না। ইহা আমার জলদানেরই ফল।

১২৬. আমার মন আজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, পাপহীন। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১২৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই জল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জল দানেরই ফল।

১২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই উদকদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকদায়িকা থেরী অপদান দশম সমাপ্ত]

[সুমেধা-বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সুমেধা, মেখলাদায়িকা, মণ্ডপ ও সঙ্কমনত্থা,
নলমালী, পিণ্ডদায়িকা, কটচ্ছু ও উৎপলদায়িকা,
দীপদায়িকা ও উদকদায়িকা থেরী এই দশে মিলে,
এই বর্গে মোট একশ ত্রিশটি গাথা হয়েছে বর্ণিত।

*　　*　　*

২. একোপোসথিকা-বর্গ

১. একোপোসথিকা থেরী অপদান

১. বন্ধুমতি নগরে বন্ধুমা নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ণিমা দিবসে উপোসথ পালন করতেন।

২. সেই আমি সেখানকার এক কুম্ভদাসী ছিলাম। একদিন সসৈন্য রাজাকে উপোসথ পালন করতে দেখে আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম :

৩. 'রাজা রাজ্য ত্যাগ করে উপোসথশীল পালন করেছেন। তার সেই উপোসথকর্ম পূর্ণাঙ্গ সফল বলা চলে। কারণ, রাজ্যের সমস্ত জনতা আজ আনন্দে দিন কাটাচ্ছে।'

৪. আমি দুর্গতি ও দারিদ্রতাকে জ্ঞানযোগে পর্যবেক্ষণ করে মনকে প্রফুল্ল করে উপোসথ পালন করেছিলাম।

৫. সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে উপোসথশীল পালন করে আমি সেই কর্মের ফলে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৬. সেখানে আমার জন্যে কূটাগারতুল্য, মহা আসনবিশিষ্ট, এক যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট সুনির্মিত দেবভবন উৎপন্ন হয়েছিল।

৭. লক্ষ অস্পরা আমাকে নিত্য সেবা-শুশ্রূষা করত। আমি সব সময় অন্য দেবতাদের অতিক্রম করে বিরোচিত হতাম।

৮. আমি চৌষট্টিবার চৌষট্টিজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম এবং তেষট্টিবার তেষট্টিজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

৯. আমি সুবর্ণবর্ণ দেহের অধিকারী হয়ে ভবসমূহে বিচরণ করেছিলাম। সর্বত্রই আমি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছিলাম। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই সুফল।

১০. আমি হস্তিযান, অশ্বযান, রথযান ও সিবিকাযান—সবকিছুই লাভ করেছিলাম। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই ফল।

১১. আমি স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, স্ফটিকময় ও লোহিতঙ্গময় সবকিছু লাভ করেছিলাম।

১২. আমি কোশেয়্য, কম্বল, ক্ষৌম, কার্পাস প্রভৃতি মহার্ঘ বস্ত্রই লাভ করেছিলাম।

১৩. আমি অন্ন-পানীয়, খাদ্য, বস্ত্র, শয্যাসন সবকিছুই লাভ করেছিলাম। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই সুফল।

১৪. আমি শ্রেষ্ঠ সুগন্ধী পুষ্পমাল্য, চূর্ণ, বিলেপনযোগ্য দ্রব্য সবকিছুই

লাভ করেছিলাম। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই সুফল।

১৫. আমি কূটাগার, প্রাসাদ, মণ্ডপ, হর্ম্য, গুহা প্রভৃতি সবকিছুই লাভ করেছিলাম। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই সুফল।

১৬. আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পনের দিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই সুফল।

১৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই একোপোসথিকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একোপোসথিকা থেরী অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সললপুষ্পিকা থেরী অপদান

২২. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক কিন্নরী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি দেবাতিদেব, নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে চংক্রমণ করতে দেখেছিলাম।

২৩. আমি সললপুষ্প সংগ্রহ করে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম। মহাবীর বুদ্ধ তখন আমার দান করা দেবগন্ধী সললপুষ্পের ঘ্রাণ নিয়েছিলেন।

২৪. তারপর লোকনায়ক বিপশ্বী সম্বুদ্ধ সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন। তখন মহাবীর বুদ্ধ আমি দেখি মতো করে সললপুষ্পের ঘ্রাণ নিয়েছিলেন।

২৫. তারপর আমি হাত দুটি জোড় করে দ্বিপদোত্তম বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমন নিয়ে পর্বতের উপর আরোহণ করেছিলাম।

২৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম,

সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সললপুষ্পিকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সললপুষ্পিকা থেরী অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. মোদকদায়িকা থেরী অপদান

৩০. বন্ধুমতি নগরে আমি এক কুম্ভদাসী হয়ে জন্মেছিলাম। আমার মোয়া (নাড়ু) ভাগটি নিয়ে ও কলসীভরা জল নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম।

৩১. তখন আমি পথিমধ্যে শান্তচিত্ত, সমাহিত এক শ্রমণকে দেখে অতীব প্রসন্নমনে তিনটি মোয়া দান করেছিলাম।

৩২. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি একানব্বই কল্প পর্যন্ত বিনিপাত অপায়ে গমন করিনি।

৩৩. সেই তিনটি মোয়া দান করে আমি জন্মে জন্মে সর্ববিধ সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম এবং এই শেষ জন্মে আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৩৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই মোদকদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মোদকদায়িকা থেরী অপদান তৃতীয় সমাপ্ত

৪. একাসনদায়িকা থেরী অপদান

৩৭. হংসবতী নগরে তখন আমি এক বালিকা হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমার মাতাপিতা কাজে চলে গিয়েছিলেন।

৩৮. তখন আমি মধ্যাহ্ন সূর্যে দিন-দুপুরে এক শ্রমণকে পথ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। আমি তাঁকে বসার আসন পেতে দিয়েছিলাম।

৩৯. সুচিত্রিত উন্নত পশমী কাপড় দিয়ে সুসজ্জিত বসার আসন পেতে দিয়ে আমি প্রসন্নমনে এই কথা নিবেদন করেছিলাম :

৪০. চৌদিকে তপ্ত ভূমি, এখন মধ্যাহ্ন সূর্য, কোথাও বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে না। ভিতরে আসুন, বিশ্রাম নেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

৪১. হে মহামুনি, আপনার জন্য বসার আসন প্রস্তুত। অনুকম্পা করে আমার পেতে দেওয়া বসার আসনে একটু বসুন।

৪২. তখন সুদান্ত, শুদ্ধচিত্ত শ্রমণটি আমার পেতে দেওয়া আসনে বসেছিলেন। আমি তার পাত্র নিয়ে রান্না করা যা কিছু ভাত-তরকারি ছিল সেগুলো তাঁর পাত্রে দান করেছিলাম।

৪৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৪৪. সেখানে আমার জন্যে সুসজ্জিত আসনসহ ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ একটি দেবভবন উৎপন্ন হয়েছিল।

৪৫. সেখানে আমার জন্যে স্বর্ণময়, মণিময়, স্ফটিকময়, লোহিতময় বিবিধ পালঙ্ক ছিল।

৪৬. আমার সেই পালঙ্কগুলো ছিল তুলাবৃত, চিত্রিত, বিভিন্ন পশমী লোমে আবৃত ও সুবিন্যস্ত।

৪৭. আমি যখনই কোনো জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা করতাম, তখন একদম হেসে-খেলে উত্তম পালঙ্ক-সমেত প্রার্থিত জায়গায় যেতাম।

৪৮. আমি আশিবার আশিজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম এবং সত্তরবার সত্তরজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

৪৯. ভবভবান্তরে বিচরণকালে আমি মহাভোগসম্পত্তি লাভ করেছিলাম। তখন আমার ভোগসম্পত্তির কোনো অভাব ছিল না। ইহা আমার একটি মাত্র আসন দানেরই ফল।

৫০. আমি দেবলোক অথবা মনুষ্যলোক এই দুই লোকে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। অন্য কোনো ভবে তথা লোকে জন্মগ্রহণ করেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার একটি মাত্র আসন দানেরই ফল।

৫১. আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমি সর্বত্রই উচ্চকুলেই জন্মেছি। ইহা আমার একটি মাত্র আসন দানেরই ফল।

৫২. দৌর্মনস্য, চিত্তসন্তাপ প্রভৃতি কীভাবে উৎপন্ন হয় তা আমি জানতাম না। আমার শরীর কখনো বিশ্রী হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার একটি মাত্র আসন দানেরই ফল।

৫৩. আমাকে বহু কুঁজো, অধঃস্তন ধাত্রী সেবা করত। আমি তাদের একজনের কোল থেকে আরেকজনের কোলে বিচরণ করতাম। ইহা আমার একটি মাত্র আসন দানেরই ফল।

৫৪. আমাকে সব সময় অন্যেরা স্নান করাত, ভোজন করাত, রমিত করে রাখত এবং আমার গায়ে সুগন্ধি মাখিয়ে দিত। ইহা আমার একটি মাত্র আসন দানেরই ফল।

৫৫. মণ্ডপে, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে বসবাসকালে আমার মনোভাব অবগত হয়ে আপনাতেই আমার জন্যে পালঙ্ক উৎপন্ন হতো।

৫৬. এই ভবে এই আমার শেষ জন্ম। এই জন্মেও আমি রাজ্য ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা ত্যাগ করেছি।

৫৭. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একটি মাত্র আসন দানেরই সুফল।

৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই একাসনদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাসনদায়িকা থেরী অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চদীপদায়িকা থেরী অপদান

৬১. হংসবতী নগরে তখন আমি ছিলাম এক বিচরণকারিনী। আমি এক বিহার থেকে অন্য বিহারে কুশলপুণ্য লাভের আশায় বিচরণ করতাম।

৬২. একসময় এক কৃষ্ণপক্ষের দিনে উত্তম বোধিবৃক্ষকে দেখতে

পেয়েছিলাম। তাতে প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি বোধিবৃক্ষের গোড়ায় বসেছিলাম।

৬৩. সেই সময় আমি চিত্তে গৌরব উৎপন্ন করে, নতশিরে, কৃতাঞ্জলিপুটে আনন্দ প্রকাশ করে এরূপ চিন্তা করেছিলাম :

৬৪. সত্য যদি বুদ্ধ অমিত গুণধর হন এবং জগতে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হন, তবে আমাকে (এই মুহূর্তে) অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করুন। এই বোধিবৃক্ষটিকে আলোকিত করুন।

৬৫. এই চিন্তা করার পর পরই সমস্ত বোধিবৃক্ষটি আলোয় ঝলমল করে উঠেছিল এবং সম্পূর্ণ স্বর্ণময় হয়ে সর্বদিকে বিরোচিত হয়েছিল।

৬৬. আমি সেই বোধিবৃক্ষের গোড়ায় সাত দিন পর্যন্ত বসেছিলাম। সপ্তম দিনে আমি প্রদীপপূজা করেছিলাম।

৬৭. আমি বুদ্ধাসনের চারপাশে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত আমার সেই প্রদীপগুলো জ্বলেছিল।

৬৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৬৯. সেখানে আমার ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ সুনির্মিত স্বর্গীয় প্রাসাদটিকে 'পঞ্চদীপ' বলা হতো।

৭০. আমার দেবভবনের চারপাশে সব সময় অসংখ্য প্রদীপ জ্বলে থাকত। তখন আমার সমগ্র দেবভবনটি দীপালোকে উদ্ভাসিত হতো।

৭১. আমি পূর্বাভিমুখী হয়ে বসে দেখতে চাইলেই উপরে, নিচে এবং অনুকোনে—সবকিছুই দুচোখে পরিস্কার দেখতে পেতাম।

৭২. আমি পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজিসহ সুগতি-দুর্গতির যতদূর পর্যন্ত দেখতে চাইতাম ততদূর পরিস্কার দেখতে পেতাম। আমার দৃষ্টিপথে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াত না।

৭৩. আমি আশিবার আশিজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম। শতবার শতজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

৭৪. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, আমাকে ঘিরে লক্ষ প্রদীপ জ্বলে থাকত।

৭৫. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি মাতৃগর্ভে জন্মেছিলাম। মাতৃগর্ভে থাকাকালেও আমার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হতো না।

৭৬. পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হওয়ায় আমার সুতিকাগৃহে সব সময় লক্ষ প্রদীপ জ্বলত। ইহা আমার পঞ্চপ্রদীপ দানেরই ফল।

৭৭. আজ এই শেষ জন্মে এসেও আমি আমার মনকে নিজের বশে

এনেছি। আমি অজর, অমর, শীতিভূত নির্বাণ স্পর্শ (লাভ) করেছি।

৭৮. আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। গৌতম বুদ্ধ আমার গুণের কথা জেনে আমাকে উপসম্পদা দিয়েছেন।

৭৯. বৃক্ষমূলে, প্রাসাদে, গুহায় অথবা শূন্যাগারে বসবাসের সময়ও আমার চারপাশে পাঁচটি প্রদীপ জ্বলে থাকে।

৮০. আমার দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধ। আমি সমাধিকুশল ও অভিজ্ঞালাভী। ইহা আমার পঞ্চপ্রদীপ দানেরই ফল।

৮১. আমার সমস্ত কৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। আমি কৃতকার্য ও অনাসক্ত। হে চক্ষুষ্মান মহাবীর, আপনার পায়ে পঞ্চদীপিকা বন্দনা নিবেদন করছে।

৮২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই প্রদীপ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পঞ্চপ্রদীপ দানেরই ফল।

৮৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই পঞ্চদীপদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চদীপদায়িকা থেরী অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. নলমালিকা থেরী অপদান

৮৬. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক কিন্নরী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি স্বয়ম্ভু, অপরাজিত, বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৮৭. আমি তখন অতীব প্রসন্নমনে কৃতঞ্জলিপুটে নলমাল্য নিয়ে স্বয়ম্ভু বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

৮৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে কিন্নরীদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৮৯. আমি ছত্রিশবার ছত্রিশজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম। আমি মনে মনে চাইবার সাথে সাথে আমার ইপ্সিত বস্তুটি উৎপন্ন হতো।

৯০. আমি দশবার দশজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম। আমি কৃতপুণ্যা হয়েই ভবে বিচরণ করেছিলাম।

৯১. আমার কুশলপুণ্য বিদ্যমান থাকার সময়েই আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। তাই শাক্যপুত্রের শাসনে আজ আমি পরম পূজনীয়।

৯২. আমার মন আজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, পাপহীন। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

৯৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নলমালা দানেরই সুফল।

৯৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই নলমালিকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলমালিকা থেরী অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী অপদান

৯৭. একসময় লোকপ্রদ্যোৎ, নরসারথি বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় বসবাস করছিলেন।

৯৮. তখন জিনের মাসীমা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভিক্ষুণী সেই বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালার ভিক্ষুণীনিবাসে বাস করছিলেন।

৯৯. পাঁচশত বিমুক্তা ভিক্ষুণীর সাথে নির্জনে বসে থাকার সময়ে তাঁর এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল :

১০০. অহো, আমি তো বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবকদ্বয়, রাহুল, আনন্দ, নন্দ কারো পরিনির্বাণ দেখতে পাব না!

১০১-১০২. তাই আমাকে মহর্ষি লোকনাথ বুদ্ধের অনুমতিক্রমে বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবকদ্বয়, মহাকাশ্যপ, নন্দ, আনন্দ ও রাহুলের পরিনির্বাণের আগেই আয়ুসংস্কার পরিত্যাগ করে নিবৃত্তিতে যেতে হবে অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করতে হবে।

১০৩. ঠিক তার মতো করে তার সহগামী পাঁচশত ভিক্ষুণীর মনেও এই চিন্তার উদয় হয়েছিল। এমনকি ক্ষেমাদি মহাশ্রাবিকাদেরও তেমন চিন্তার উদয় হয়েছিল।

১০৪. ঠিক তখনি পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। দেবদুন্দুভি বেজে উঠেছিল। বিহারে অবস্থিত দেবতারা শোকপীড়িত হয়েছিল।

১০৫-১০৭. এভাবে দেবতারা বিলাপ করতে করতে করুণ সুরে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরিয়েছিল। তারপর সকল ভিক্ষুণী গৌতমীর কাছে গিয়ে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে এই কথা নিবেদন করেছিল, 'আর্যে, আমরা যখন নির্জনে নীরবে বসে ছিলাম, তখন পৃথিবী কম্পিত হতে দেখলাম। দেবদুন্দুভি বেজে উঠতে ও দেবতাদের বিলাপ শুনতে পেলাম। আর্যে গৌতমী, ইহার কারণ কী?'

১০৮. তখন তিনি যেভাবে চিন্তা করেছিলেন সবকিছু খুলে বললেন এবং অন্য তিনজনও যেভাবে চিন্তা করেছিলেন সবকিছু খুলে বললেন।

১০৯. তখন তারা বলল, হে আর্যে, আপনার যদি একান্তই পরম সুখ নির্বাণ লাভের ইচ্ছা হয়, তবে আমরাও সুব্রত বুদ্ধের অনুমতিক্রমে পরিনির্বাপিত হবো।

১১০. আমরা আপনার সাথেই গৃহত্যাগ করেছিলাম। অতএব এই সংসার থেকেও আপনার সাথে পরম উত্তমপদ নির্বাণে গমন করব।

১১১. নির্বাণ গমনেচ্ছু ভিক্ষুণীদের গৌতমী বললেন, 'আমি আর কী বলব?' তখন সেই সকল ভিক্ষুণীদের সঙ্গে করে গৌতমী ভিক্ষুণীনিবাস হতে বেরিয়ে পড়লেন।

১১২. তখন গৌতমী সেই বিহারে অবস্থিত দেবতাদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা আমায় ক্ষমা করো। এই ভিক্ষুণীনিবাসকে এই আমার শেষ দর্শন।

১১৩. যেখানে জরা নেই, মৃত্যু নেই, অপ্রিয়সংযোগ নেই, প্রিয়বিয়োগ নেই, আমি সেই অসংস্কৃত নির্বাণে চলে যাব।

১১৪. সেই কথা শুনে সুগতের ঔরসজাত অবীতরাগী ভিক্ষুণীরা শোকার্ত হয়ে এই বলে পরিদেবন করল, অহো, আমরা ভীষণ অল্পপুণ্যা!

১১৫. তখন মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত ভিক্ষুণীনিবাসে শূন্যতা নেমে আসল। চারিদিকে শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছিল। প্রভাত হলে যেমন তারাদের আর দেখা যায় না, তেমনি ভিক্ষুণীরাও আর তাদের দেখতে পেল না।

১১৬. গঙ্গানদী যেমন অন্য শত শত নদীকে বক্ষে ধারণ করে সাগরে

চলে যায়, তেমনি সহগামী পাঁচশত ভিক্ষুণীকে সঙ্গে করে গৌতমী নির্বাণে চলে যাচ্ছেন।

১১৭. শ্রদ্ধাবতী উপাসিকারা সেই ভিক্ষুণীদের রথে চড়ে যেতে দেখে ঘর হতে বেরিয়ে এসে পায়ে পড়ে এই কথা বলল :

১১৮. আর্যে, এই যে মহা ভোগসম্পত্তি তাতে প্রসন্ন হোন! আপনাদের ছাড়া আমরা যে একদম অসহায় হয়ে যাব! এখন আপনাদের নির্বাণ যাওয়া উচিত নয়! এভাবে সেই উপাসিকারা বিলাপ করল।

১১৯. তাদের শোক দূর করার জন্যে গৌতমী মধুর স্বরে বললেন, উপাসিকা, শোক করো না। এখন তো তোমাদের আনন্দিত হওয়ার সময়।

১২০. আমি দুঃখকে জেনেছি। আমি দুঃখের হেতুস্বরূপ অবিদ্যা-তৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছি। আমি নিরোধ নির্বাণকে সাক্ষাৎ করেছি। আমার দ্বারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলিত হয়েছে।

[প্রথম ভাণবার সমাপ্ত]

১২১. শাস্তা আমার দ্বারা সম্মান্বিত, পূজিত হয়েছেন। আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুর্বহ বোঝা নেমে গিয়েছে। ভবনেত্রী তৃষ্ণা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে।

১২২. আমি যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, সেই উদ্দেশ্য আমার সফল হয়েছে। আমার সকল সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

১২৩. বুদ্ধ ও তাঁর সদ্ধর্মশাসন স্বমহিমায় বিরাজমান থাকাকালেই আমার নির্বাণ লাভ করার উপযুক্ত সময়। উপাসিকা, তোমরা শোক করো না।

১২৪. উপাসিকা, কোণ্ডাঞ্ঞ্ঞো, নন্দ, আনন্দ, রাহুল, স্বয়ং বুদ্ধ এবং অনুত্তর সংঘ তো থাকবেনই। তীর্থিয়গণ এখন হৃতগৌরব, নিষ্প্রভ।

১২৫. ওক্কাকু বংশের কুলপুত্রগণ যশস্বী, উন্নতশির ও মারসেনা প্রমর্দনকারী। উপাসিকা, তাই এখনই আমার নির্বাণ লাভের উপযুক্ত সময়।

১২৬. দীর্ঘকাল ধরে আমি যেই জিনিসটির আশায় ছিলাম, আজ আমার সেই আশা পূর্ণ হতে যাচ্ছে। তাই উপাসিকা, এখন তো তোমাদের আনন্দ করার সময়। তোমরা কেন কান্না করছ?

১২৭. যদি তোমরা আমাকে দয়া কর, যদি তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমরা সবাই সদ্ধর্মশাসন স্থিতিকল্পে দৃঢ়ভাবে চেষ্টাশীল হও।

১২৮. আমার বারংবার সকরুণ প্রার্থনায় সম্বুদ্ধ আমাদের প্রব্রজ্যা দিয়েছেন। তাই আমি যেভাবে তোমাদের উপদেশ দিয়েছি, সেভাবেই

আচরণ কর।

১২৯. তাদের এভাবে উপদেশ দিয়ে ভিক্ষুণী-পরিবৃত হয়ে গৌতমী বুদ্ধের কাছে গিয়ে বন্দনা করে এই কথা নিবেদন করলেন :

১৩০. হে সুগত, আমি আপনার মাতা। অন্যদিকে আপনিই আমার বীর পিতা সদ্ধর্মসুখদায়ক নাথ। হে গৌতম, এই শাসনে আপনার দ্বারাই আমার জন্ম হয়েছে।

১৩১. হে সুগত, আপনার রূপকায় তথা শরীর আমার দ্বারাই বর্ধিত হয়েছে। অন্যদিকে আপনার দ্বারাই আমার অনিন্দিত ধর্মজ্ঞানলাভ সম্ভব হয়েছে।

১৩২. ক্ষুধা পেলেই আমি আপনাকে প্রতি মুহূর্তে দুগ্ধ পান করিয়েছি অন্যদিকে আপনিই আমাকে অত্যন্ত শান্ত ধর্মদুগ্ধ পান করিয়েছেন।

১৩৩. হে মহামুনি, আপনি আমাকে সংসারবন্ধন হতে মুক্ত করেছেন। তাই আপনি এখন সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত। পুত্রকামীরা যেন আপনার ন্যায় পুত্রই লাভ করে থাকে।

১৩৪. হে পুত্র, মান্ধাতাদি নরেন্দ্র রাজাগণের মায়েরা এখনো ভবসাগরে ভাসছেন। আপনি কিন্তু আমাকে ভবসাগর হতে তীর্ণ করে দিয়েছেন।

১৩৫. মেয়েদের পক্ষে রাজমাতা মহিষী হওয়া সহজ, কিন্তু বুদ্ধমাতা হওয়া যে পরম দুর্লভ।

১৩৬. হে মহাবীর, আমি সেই দুর্লভ জিনিসই লাভ করেছি। আমি অন্যূনক মহৎ প্রণিধান করেছিলাম, আমার সেই আশা আজ পূর্ণ হয়েছে।

১৩৭. হে বীর, হে দুঃখান্তকারী নায়ক, আমাকে আদেশ দিন, আমি পরিনির্বাণ লাভ করতে ইচ্ছা করি। আমি এই দেহ ত্যাগ করব।

১৩৮. হে পুত্র, আপনার চক্রাঙ্কুশ ধ্বজাকীর্ণ সুকোমল পাদদ্বয় বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার রাতুল পদযুগলে প্রণাম নিবেদন করব।

১৩৯. হে মহানায়ক, আপনার সুবর্ণরাশি তুল্য উজ্জ্বল শরীর আমি দেখেছি। আমি পরম শান্তি নির্বাণে যাব।

১৪০. তখন জিন বত্রিশ মহাপরুষ লক্ষণসম্পন্ন, প্রভাসম্পন্ন, অলংকৃত তনু, উজ্জ্বল তরুণের ন্যায় নিজেকে মাসীমার কাছে প্রদর্শন করলেন।

১৪১. গৌতমী উদ্ভাসিত রবিতুল্য, তরুণাদিত্য প্রভাময়, চক্রাঙ্কিত কোমল পদতলে মাথা ঠেকালেন।

১৪২. হে নরাদিত্য, হে আদিত্যকুলের ধ্বজা, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করছি। এই মরণই আমার শেষ মরণ। আমি তা আর পুনরায় ইচ্ছা করি

না।

১৪৩. হে লোকাগ্র, স্ত্রীলোকেরা সর্ববিধ দোষের আকর বলে সবাই জানে। হে করুণাঘন, আমার যদি কোনো দোষ থেকে থাকে, তবে আমাকে ক্ষমা করুন।

১৪৪. আমি বার বার মেয়েদের প্রব্রজ্যা দেওয়ার জন্যে আপনার সকাশে প্রার্থনা করেছি। হে নরশ্রেষ্ঠ, এতে যদি আমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, তবে আমায় ক্ষমা করুন।

১৪৫. হে বীর, ভিক্ষুণীরা আপনার আদেশে আমার দ্বারাই শাসিত হয়েছে। হে ক্ষমাশীল, তাতে যদি কোনো ভুল-ক্রটি হয়ে থাকে, তবে আমায় ক্ষমা করুন।

১৪৬. ভগবান বললেন, তোমরা এমন গুণভূষণে ভূষিত যে তোমাদের ক্ষমা করার কীই-বা আছে। তোমরা এখন নির্বাণযাত্রী। তোমাদের এখন আমি এর বেশি কী আর বলব!

১৪৭. আমার ভিক্ষুসংঘ অত্যন্ত পরিশুদ্ধ এবং এই পৃথিবীতে তারা স্বভাবতই ক্ষমাশীল, অনেকটা প্রভাতে আলোকিত ভোর দেখা দিলে যেমন বর্ধিষ্ণু চন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যায়, ঠিক তেমন।

১৪৮. তখন অন্যান্য ভিক্ষুণীরা জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে চন্দ্রানুগত তারার ন্যায় প্রদক্ষিণ করে, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে, তারপর সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকলেন।

১৪৯. পূর্বে আপনাকে দেখে আমারও দুচোখে কখনো তৃপ্তি আসেনি। আপনার মধুর কথা শুনে আমার দুকানে কখনো তৃষ্টি আসেনি। আমার চিত্তে কেবলমাত্র একবারই তৃপ্তি এসেছিল যেদিন আমি ধর্মরস পান করেছি।

১৫০. দুন্দুভি যেমন আঘাত করলে বেজে উঠে, অনুরূপভাবে আপনি চারি পরিষদে সিংহনাদ করেন। হে নরপুঙ্গব, যারা আপনার শ্রীমুখের দর্শন পান, তারা ধন্য।

১৫১. হে গুণধর, যারা আপনার দীর্ঘাঙ্গুলিবিশিষ্ট, সুগঠিত নখ, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অত্যন্ত সুন্দর পাদদ্বয়ে প্রণাম নিবেদন করে, তাদের জীবন ধন্য।

১৫২. হে নরোত্তম, যারা আপনার মধুর স্বরে ভাষণ করা দোষবিদূরক হিতকর উপদেশবাণী শুনে থাকে, তাদের জীবন ধন্য।

১৫৩. হে মহাবীর, আপনার পদপূজা করতে পেরে আমার জীবন আজ ধন্য। হে শ্রীমান, আপনার সুললিত উপদেশবাণী শুনে আমি সংসার-কান্তার-পথ অতিক্রম করেছি।

১৫৪. তারপর গৌতমী সুব্রত ভিক্ষুসংঘ প্রমুখ রাহুল, আনন্দ ও নন্দকে বন্দনা করে এই কথা নিবেদন করলেন :

১৫৫. ঘোর বিষালয়, ব্যাধির মন্দির, জরা-মরণে আবিষ্ট, অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ এই দেহের প্রতি আমি সম্পূর্ণ নিষ্পৃহ।

১৫৬. এই দেহ নানাবিধ কালিমায় ক্লিষ্ট, পরাধীন ও অত্যন্ত নিরীহ। অতএব হে বৎসগণ, আমাকে অনুমতি দাও, আমি পরিনির্বাণ লাভ করতে চাই।

১৫৭. নন্দ ও রাহুল ছিলেন বীতশোক, অনাসক্ত। তাই তারা ছিল ধীর, স্থির। তারা ধর্মত এমন চিন্তা করেছিল :

১৫৮. এই দেহ সংস্কৃত, লোলতাপূর্ণ, কলাগাছের ন্যায় অসার, মায়া মরীচিকা তুল্য এবং কোনো জায়গায় অবস্থিত থাকে না।

১৫৯. বুদ্ধের মাসীমা, বুদ্ধপোষিকা এই গৌতমী নির্বাণে চলে যাচ্ছেন। জগতের সবকিছুই অনিত্য।

১৬০. তখন আনন্দ ছিলেন শৈক্ষ্য। তাই তিনি ভীষণভাবে শোকাভিভূত হলেন। তিনি সাশ্রু নয়নে কাঁদতে কাঁদতে করুণ সুরে পরিদেবন করতে লাগলেন।

১৬১. তিনি বলছিলেন, গৌতমী নির্বাণে চলে যাচ্ছেন। বুদ্ধও অচিরেই ইন্ধনহীন আগুণের ন্যায় নির্বাণে চলে যাবেন।

১৬২-১৬৩. এভাবে বিলাপ করতে থাকা আনন্দকে গৌতমী বললেন, হে পুত্র, তুমি শ্রুতসাগর গম্ভীর ও বুদ্ধের প্রধান সেবক। তোমার পক্ষে শোক করা যুক্তিযুক্ত নয়। এখন আনন্দিত হওয়ার সময়। হে পুত্র, তুমিই আমার শরণ, নির্বাণে উপনীতকারী।

১৬৪. বৎস, তোমার কল্যাণেই আমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি পেয়েছিলাম। হে পুত্র, হতাশ হইও না। তোমার পরিশ্রম সফল হয়েছে।

১৬৫. যা অন্য পুরাতন তীর্থিয়-আচার্যরা দেখতে পায়নি, সেই শান্তিপদ নির্বাণ এখন সাত বৎসর বয়স্ক সুকুমার শিশুদের দ্বারাও সাক্ষাৎকৃত।

১৬৬. হে বুদ্ধশাসন রক্ষাকারী, তোমাকে এই আমার শেষ দর্শন। হে পুত্র, আমি এমন এক জায়গায় যাচ্ছি যেখানে গেলে আর দেখা যায় না।

১৬৭. লোকাগ্রনায়ক বুদ্ধ একদা ধর্মদেশনা করলে আমি তখন অনুকম্পা-পরবশ হয়ে আশীষবাক্য বলেছিলাম :

১৬৮. হে মহাবীর, দীর্ঘজীবী হও। হে মহামুনি, সর্বলোকের কল্যাণের জন্যে কল্পকাল বেঁচে থাক। অজর, অমর হও।

১৬৯. এভাবে বললে বুদ্ধ আমাকে বলেছিলেন, 'হে গৌতমী, তুমি যেভাবে বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করছ, বুদ্ধগণ সেভাবে বন্দিত হন না।'

১৭০. গৌতমী বলেছিলেন, কীভাবে আচরণ করলে সর্বজ্ঞ তথাগতগণ বন্দিত হন? আর কীভাবেই বা অবন্দিত হন? দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দেন।

১৭১. যেই সমস্ত শ্রাবক আরব্ধবীর্য, ভাবিতচিত্ত ও দৃঢ়পরাক্রমী হয়ে অবস্থান করছে তাদের দেখ। এই হচ্ছে বুদ্ধগণকে প্রকৃত বন্দনা নিবেদন।

১৭২. তারপর আমি আমার নিবাসে গিয়ে একাকী চিন্তা করলাম, ত্রিভব বিশেষজ্ঞ নাথ সমগ্র পরিষদের ভবগতি রোধ করে দিয়েছেন।

১৭৩-১৭৪. আমি পরিনির্বাণ লাভ করলে ভালো হয়। এতে কেনো অন্তরায় বা বিপত্তি আমি দেখতে পাচ্ছি না। এভাবে চিন্তা করার পর আমি ঋষিশ্রেষ্ঠ বিনায়ক বুদ্ধকে দেখে আমার পরিনির্বাণ লাভের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছি। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে গৌতমী, তুমি যা ভালো মনে কর।'

১৭৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৭৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৭৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৭৮. হে গৌতমী, যে সমস্ত মূর্খা এখনো তোমার ধর্মজ্ঞান লাভে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, তাদের মিথ্যাদৃষ্টি দূর করার জন্যে ঋদ্ধিপ্রদর্শন কর।

১৭৯. তখন গৌতমী বুদ্ধের আদেশে প্রথমে সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা করে আকাশে উত্থিত হলেন এবং বহুবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন।

১৮০-১৮১. তখন তিনি এক থেকে বহু হন, বহু থেকে আবার এক হন। কখনো আবির্ভূত হন, অনায়াসে দিগ্‌বিদিক গমন করেন, মাটিতে দাঁড়িয়ে যথেচ্ছা গমনের ন্যায় পানিতেও অনায়াসে গমন করেন।

১৮২. পাখির ন্যায় আকাশে গমনাগমন করেন। শূন্যের উপর পদ্মাসনে বসে থাকেন। এমনকি ব্রহ্মালোক পর্যন্ত তাঁর শরীরের নিয়ন্ত্রণে আনেন।

১৮৩. সিনেরু পর্বতকে লাঠি করে, এই মহাপৃথিবীকে ছাতা করে, সবকিছু পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে আকাশে চংক্রমণ করেছিলেন।

১৮৪. তখন তিনি চোখে পানি চলে আসে মতো করে সমস্ত লোককে ধূমায়িত করলেন। তাতে করে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত লোক জ্বালাময় হয়ে উঠল।

১৮৫. মুচলিন্দ, মহাসেল ও মেরুপর্বত সবকিছুকে তিনি সর্ষপের ন্যায় এক মুষ্টিতে ধরলেন।

১৮৬. তিনি আঙুল দিয়ে তীব্র সূর্যরশ্মিকে ঢেকে ফেললেন এবং হাজারো চন্দ্রসূর্যকে গলার হারের ন্যায় ধারণ করলেন।

১৮৭. চারটি সাগরের সমস্ত জল এক হাতে ধারণ করলেন এবং তারপর সেই সাগরগুলোর উপর অঝোর ধারায় বর্ষণ করালেন।

১৮৮. তিনি ঋদ্ধিবলে নভোমণ্ডলে সপরিষদ চক্রবর্তী রাজা তৈরি করলেন। গর্জনরত গরুড়, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীকে প্রদর্শন করলেন।

১৮৯. তিনি এ থেকে অসংখ্য ভিক্ষুণী সৃষ্টি করলেন, পুনরায় অন্তর্হিত করিয়ে এক হয়ে মহামুনি বুদ্ধকে বললেন :

১৯০. হে মহাবীর, আমি আপনার মাসীমা, আপনার উপদেশ পালাকারিনী। আমার নিজের কল্যাণ আমি অর্জন করেছি। হে চক্ষুষ্মান, আপনার রাতুল চরণে বন্দনা নিবেদন করছি।

১৯১. এভাবে তিনি বিবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শন করে নভোমণ্ডল হতে নেমে এসে লোকপ্রদ্যোৎ বুদ্ধকে বন্দনা করে একপার্শ্বে বসলেন।

১৯২. হে মহাবীর, আমার বয়স এখন একশত বিশ বৎসর। হে বীর, হে নায়ক, আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখন আমি পরিনির্বাণ লাভ করব।

১৯৩. তখন উপস্থিত সমগ্র পরিষদ বিস্ময়ে অভিভূত হলো। তারা কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল, 'আর্যে, কীভাবে এই অতুলনীয় ঋদ্ধি পরাক্রম অর্জন করলেন সে কথা আমাদের বলুন।'

১৯৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান, নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৯৫. তখন আমি হংসবতী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহাধনাঢ্য অমাত্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১৯৬. একদিন আমি দাসীগণ-পরিবৃত পিতার সাথে নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

১৯৭. তখন তিনি বর্ষার মহামেঘের ন্যায় ধর্মবারি বর্ষণ করছিলেন। তখন তিনি শরতের আকাশে উদিত সূর্যের ন্যায় বুদ্ধরশ্মিতে সমুজ্জ্বল ছিলেন।

১৯৮. তাঁকে দেখে ও তাঁর সুভাষিত ধর্মকথা শুনে আমি প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিলাম। তখন তিনি মাসীমা ভিক্ষুণীকে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন।

১৯৯. তা শুনে আমি বুদ্ধ প্রমুখ সংঘকে সপ্তাহকাল যাবৎ বহুবিধ প্রত্যয়সহ মহাদান দিয়েছিলাম।

২০০. তারপর তাঁর পদমূলে নিপতিত হয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম। তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ সেই মহাপরিষদে বলেছিলেন :

২০১. যেই মহিলা লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ সংঘকে ভোজন করিয়েছে, এখন আমি তার ভূয়শ প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন।

২০২. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

২০৩. তার ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারিনী গৌতমী নামে শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

২০৪. সে সেই বুদ্ধের মাসীমা ও লালন-পালনকারিনী হবে এবং সেই সাথে ভিক্ষুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।

২০৫. তা শুনে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি আজীবন জিনশাসনে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে চতুর্প্রত্যয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

২০৬. আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে জন্ম নিয়ে আমি দশটি বিষয়ে অন্য দেবীদের ছাড়িয়ে যেতাম।

২০৭-২০৮. রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ, আধিপত্য—এই দশটি বিষয়ে আমি অন্যদের ছাড়িয়ে বিরোচিত হতাম। সেই আমি অরিন্দম রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

২০৯. সংসারে বিচরণকালে আমি কর্মানুযায়ী কাশি রাজার রাজ্যে এক দাসগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২১০. সেই দাসগ্রামে পাঁচশত জন দাস বসবাস করতেন। তাদের মধ্যে যিনি সকলের জ্যেষ্ঠ তথা প্রধান ছিলেন আমি তার স্ত্রী হয়েছিলাম।

২১১. একদিন সেই গ্রামে পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধ পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলে তাদের দেখে আমি অন্য সকল স্ত্রীর সাথে ভীষণ খুশী হয়েছিলাম।

২১২. আমরা সকল স্ত্রীরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের চার মাস যাবৎ সেবা-পূজা করেছিলাম। শেষে ত্রিচীবর দান করে আমরা স্বামীদের সাথে সঞ্চরণ করেছিলাম।

২১৩. মৃত্যুর পর আমরা সবাই তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম। বহু

কাল পরে এই শেষ জন্মে আমরা সবাই দেবদহ নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২১৪. আমার পিতা অঞ্জনশাক্য ও আমার মাতা সুলক্ষণা। একদিন তারা কপিলবাস্তুতে শুদ্ধোদন রাজার ঘরে গিয়েছিলেন।

২১৫. বাকি সবাই শাক্যকুলে শাক্যদের ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিল। আমি তাদের সকলের চেয়ে বিশিষ্টা হয়েছিলাম। আমি ছিলাম জিনের লালন-পালনকারিনী।

২১৬. আমার পুত্র গৃহত্যাগ করে বিনায়ক বুদ্ধ হয়েছিলেন। আর বহু পরে আমি পাঁচশত শাক্যকন্যাকে সঙ্গে করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২১৭-২১৮. আমি ধীর শাক্যকন্যাদের সাথে শান্তিসুখ নির্বাণ লাভ করেছিলাম। পূর্বজন্মে যারা আমাদের স্বামী ছিল তারাও তখন আমাদের সাথে পুণ্যকর্ম করেছিল। তাই তার ও সুগতের অনুকম্পায় অর্হত্ত্ব লাভ করেছিল।

২১৯. অন্য ভিক্ষুণীরাও নভোমণ্ডলে আরোহণ করেছিলেন। সেই ঋদ্ধিমতি ভিক্ষুণীরা আকাশে উজ্জ্বল তারার ন্যায় বিরোচিত হয়েছিলেন।

২২০. সুশিক্ষিত স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণকে নানাভাবে ব্যবহার করে, তেমনি তারা নানাভাবে ঋদ্ধিপ্রদর্শন করেছিলেন।

২২১. এভাবে নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখিয়ে সপরিষদ বাদীশ্রেষ্ঠ মুনি বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করেছিলেন।

২২২. তারপর তারা আকাশ থেকে নেমে এসে ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে বন্দনা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে যথাস্থানে বসেছিলেন।

২২৩. হে গৌতমী, আপনি আমাদের সকলের দীর্ঘদিনের পরম অনুকম্পাকারিনী। আপনার পূত-পবিত্র পুণ্যস্পর্শেই আমরা আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

২২৪. আমাদের সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমাদের সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমরা সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২২৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমাদের অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমরা বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমরা বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২৭. হে মহামুনি, আমরা ঋদ্ধিমতি, দিব্যশ্রোত্র ও পরচিত্ত-বিজানন-

জ্ঞান লাভ করেছি।

২২৮. আমরা পূর্বজন্ম স্মরণ করতে পারি। আমাদের দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধ। আমাদের সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমাদের পুনর্জন্ম নেই।

২২৯. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে আমাদের অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

২৩০. হে নায়ক, আমরা আপনার অনুশাসন, উপদেশবাণী, মৈত্রীবাণী মৈত্রী তদ্গতচিত্তে যথাযথভাবে অনুশীলন করেছি। হে মহামুনি, অনুমতি দিন, আমরা পরিনির্বাপিত হতে চাই।

২৩১. তখন বুদ্ধ বললেন, যারা পরিনির্বাপিত হবো বলে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের আমি কীই-বা বলব। তোমরা যা-ই ভালো মনে কর।

২৩২. প্রথমে গৌতমী তারপর অন্য ভিক্ষুণীরা বুদ্ধকে বন্দনা করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন।

২৩৩. তখন মহাজনতাসহ লোকনায়ক বীর বুদ্ধ মাসীমাকে তোরণমার্গ পর্যন্ত আগু বড়িয়ে দিয়েছিলেন।

২৩৪. তখন গৌতমীসহ অন্য সকল ভিক্ষুণী লোকবন্ধু ভগবানের পায়ে নিপতিত হয়ে শেষবারের মতো বন্দনা করেছিলেন।

২৩৫. গৌতমী বললেন, লোকনাথ বুদ্ধকে এই আমার শেষ দর্শন। আপনার মমতামাখা শ্রীমুখ আর পুনর্বার দেখতে পাব না।

৩৩৬. হে লোকাগ্র বীর, আপনার সুকোমল পায়ে আমার বন্দনা আর স্পর্শ করবে না। কারণ, আজই আমি পরিনির্বাপিত হচ্ছি।

২৩৭. আপনার রূপ দেখেই-বা আমার কী হবে? এখন যেমন পরবর্তীকালেও তেমন। সবকিছুই সংস্কৃত তথা প্রত্যয়-সমবায়ে কৃত। কোনো কিছুই জীবনকে তৃপ্তি দিতে পারে না।

২৩৮. গৌতমী অন্য ভিক্ষুণীদের সঙ্গে করে ভিক্ষুণীনিবাসে চলে গেলেন। তারপর নির্দিষ্ট বসার আসনে অর্ধপদ্মাসনে বসলেন।

২৩৯. তখন বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা উপাসিকারা সেই খবর পেয়ে তাঁর পায়ে বন্দনা করার জন্যে সেখানে গেল।

২৪০. হাত দিয়ে ছিড়ে ফেললে যেমন লতাগুল্ম মাটিতে নুইয়ে পড়ে, অনুরূপভাবে উপসিকারা করুণ স্বরে কাঁদতে কাঁদতে শোকার্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

২৪১. হে শরণদায়িনী নাথ আর্যে, আমাদের ছেড়ে নির্বাণে চলে যাবেন না। আমরা সবাই পায়ে পড়ে নতশিরে প্রার্থনা করছি।

২৪২. তাদের মধ্যে যেই উপাসিকা প্রধানতম, শ্রদ্ধাবতী ও প্রজ্ঞাবতী তিনি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে এই কথা বললেন :

২৪৩. বোন, তোমরা শোক করিও না। তারা সম্পূর্ণরূপে মারপাশমুক্ত। সংস্কৃত তথা প্রত্যয়-সমবায়ে কৃত সবকিছুই অনিত্য ও বিয়োগশীল।

২৪৪. তারপর গৌতমী তাদের ত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানে মনোনিবেশ করলেন।

২৪৫. তারপর যথাক্রমে আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চনায়তন ও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে মনোনিবেশ করলেন।

২৪৬. তারপর গৌতমী প্রতিলোম আকারে প্রথম ধ্যান পর্যন্ত মনোনিবেশ করলেন এবং তারপর আবার ক্রমান্বয়ে চতুর্থ ধ্যানে মনোনিবেশ করলেন।

২৪৭. তার পর পরই সেই চতুর্থ ধ্যান থেকে উঠে ইন্ধনহীন দীপশিখার ন্যায় পরিনির্বাপিত হলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পন হলো এবং আকাশ থেকে বজ্র পড়ল।

২৪৮. দুন্দুভিসকল বেজে উঠল। দেবতারা বিলাপ করে উঠল। আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হলো।

২৪৯. রঙ্গমঞ্চে নটনটীর ন্যায় মেরুরাজও কম্পিত হলো। শোকার্ত মানুষের ন্যায় সাগরও গর্জে উঠল।

২৫০. সেই মুহূর্তে দেবতা, নাগ, অসুর ও ব্রহ্মারা সংবিগ্ন হলো। তারা বলল, 'সকল সংস্কার অনিত্য। অতীতে উৎপন্ন হয়েছিল, আর এখন বিলয় হয়েছে।

২৫১. যেই উপদেশ-পালনকারিনী শাস্তাশ্রাবিকারা গৌতমীকে পরিবৃত করে ছিল তারাও ইন্ধনহীন দীপশিখার ন্যায় পরিনির্বাপিত হলেন।

২৫২. হায়, যোগযুক্তারা যোগমুক্তা হলেন! হায়, সংস্কৃত সবকিছুই অনিত্য! হায়, জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল! এভাবে পরিদেবন করল।

২৫৩. তারপর দেব-ব্রাহ্মরা লোকধর্মের অতীত ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানাল।

২৫৪. তখন শাস্তা শ্রুতিসাগর আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন, 'আনন্দ, যাও, ভিক্ষুগণকে বল যে তাদের মাতা পরিনির্বাপিত হয়েছে।'

২৫৫. তখন আনন্দ নিরানন্দ মনে সাশ্রুপূর্ণ নয়নে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'ভিক্ষুগণ আসুন।'

২৫৬. উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমদিকে বসবাসকারী সুগতৌরসজাত ভিক্ষুগণ আমার কথা শুনুন।

২৫৭. যেই গৌতমী ভগবানকে দুগ্ধ পান করিয়ে বড় করেছেন, সেই গৌতমীই সূর্যোদয়ে তারাগুলো অদৃশ্য হওয়ার ন্যায় পরম শান্তিপদ নির্বাণে চলে গিয়েছেন।

২৫৮. তাকে বুদ্ধমাতা হিসেবে সবাই জানে। তিনি এমন জায়গায় গিয়েছেন যেখানে গেলে নায়ক বুদ্ধ পঞ্চচক্ষু দিয়েও তাঁর গতি দেখতে পান না।

২৫৯. যিনি সুগতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবতী, যিনি মহামুনির অত্যন্ত প্রিয় সেই বুদ্ধমাতার সৎকার করুন।

২৬০. আয়ুষ্মান আনন্দের কথা শুনে দূরবর্তী ভিক্ষুগণও শিগগির আসলেন। কেউ কেউ বুদ্ধপ্রভাবে, কেউ কেউ স্বীয় ঋদ্ধিযোগে আসলেন।

২৬১. তারপর তারা স্বর্ণময় সুন্দর রমণীয় কূটাগারে একটি মঞ্চ তৈরি করালেন যেখানে গৌতমী শায়িত ছিলেন।

২৬২. চারি লোকপাল রাজা সেই মঞ্চের চারটি কোণ ধরল, বাকি দেবতারা কূটাগারটি ধরল।

২৬৩. বিশ্বকর্মা পাঁচশত ভিক্ষুণীর জন্যে আদিত্য-বর্ণসম্পন্ন পাঁচশত কূটাগার তৈরি করলেন।

২৬৪. পাঁচশত ভিক্ষুণীকে সেই পাঁচশত মঞ্চে শায়িত করানো হলো। দেবতারা সেগুলো কাঁধে নিয়ে শ্মশানে নিয়ে গেল।

২৬৫. সমস্ত নভোমণ্ডল শামিয়ানায় ছেঁয়ে গেল। সমস্ত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা কনকময় হয়ে গেল।

২৬৬. বহু ধ্বজাপতাকা উড্ডীন করা হলো। সমস্ত পৃথিবীজুড়ে পদ্মপুষ্প উদ্গত হলো।

২৬৭. চন্দ্র-সূর্য দৃশ্যমান হলো তারকারা প্রজ্জ্বালিত হলো। আদিত্য মধ্য গগণে গত হলেও পূর্ণ শশীর ন্যায় তাপদগ্ধ করল না।

২৬৮. দেবতারা দিব্যগন্ধ, মাল্য, সুরভি, বাদ্য-বাজনা, নাচ আর গানে পূজা করল।

২৬৯. নাগ, অসুর, ব্রহ্মারা শক্তি অনুসারে পরিনির্বাপিত বুদ্ধমাতাকে পূজা করল।

২৭০. আগে সুগতৌরসজাত পরিনির্বাপিত অন্য ভিক্ষুণীদের নেওয়া হলো, পরে বুদ্ধপোষিকা গৌতমীকে নেওয়া হলো।

২৭১. সামনের সারিতে দেব, মনুষ্য, নাগ, অসুর ও ব্রহ্মারা এবং পেছনের সারিতে সশ্রাবক বুদ্ধ মাতাকে পূজা করার জন্যে গেলেন।

২৭২. গৌতমীর পরিনির্বাণ যেমন অতি আশ্চর্যজনক ছিল, বুদ্ধের পরিনির্বাণ কিন্তু তেমন নয়।

২৭৪. তারপর তারা শ্মশানকে সর্ববিধ সুগন্ধিময় ও গন্ধচূর্ণময় করে দাহকৃত্য করলেন।

২৭৫. সবশেষে হাড়গুলো দগ্ধ হলো। তখন আনন্দ এই সংবেগজনক কথা বললেন :

২৭৬. গৌতমী পরিনির্বাপিত হলেন। তাঁর শরীর দাহ করা হলো। ইহা হচ্ছে বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের পূর্বসংকেত। তিনিও অচিরেই পরিনির্বাণ লাভ করবেন।

২৭৭. তারপর বুদ্ধের আদেশে আনন্দ গৌতমীর ধাতুগুলো তার পাত্রে নিয়ে বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন।

২৭৮-২৮৯. তারপর সেগুলো হাতে নিয়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ বললেন, 'বৃক্ষ যতই সারবান ও বড় হোক না কেন তার শাখাগুলো যেমন ভেঙে ভেঙে পড়ে, বড়ই অনিত্য; অনুরূপভাবে ভিক্ষুণীসংঘসহ গৌতমী পরিনির্বাপিত হয়েছেন।'

২৮০. আনন্দ বুদ্ধকে দেখে বললেন, অহো, কী আশ্চর্য! নিজের মাতা পরিনির্বাপিত হওয়া সত্ত্বেও, এমনকি শরীরকৃত্য শেষ হওয়া সত্ত্বেও ভগবান বুদ্ধের কোনো শোক, পরিদেবন নেই!

২৮১. তারপর ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, গৌতমী সংসার-সাগর তীর্ণ, সন্তাপ-বর্জিত, শীতিভূত, নিবৃত। অতএব তার জন্যে শোক করো না।

২৮২. হে ভিক্ষুগণ, গৌতমী পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, পৃথুপ্রাজ্ঞ ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃত। এভাবেই তাকে তোমরা ধারণ কর।

২৮৩. গৌতমী ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, ও পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞানলাভী।

২৮৪. সে পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞানলাভী। তার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। তার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। তার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

২৮৫. সে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় পরিশুদ্ধ জ্ঞানলাভী। তাই তার জন্যে শোক করার কিছুই নেই।

২৮৬. জ্বলন্ত প্রদীপের শিখা যেমন ক্রমিক গতিতে নিভে গেলেও তার গতি জানা যায় না।

২৮৭. অনুরূপভাবে যারা সম্যক বিমুক্ত, কামোঘোত্তীর্ণ, নির্বাণলাভী, তাদের গতিও জানা সম্ভব নয়।

২৮৮. তাই তোমরা আত্মদীপ হও, স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় নিয়োজিত হও, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে দুঃখের অন্তসাধন কর।

ঠিক এভাবেই মহাপ্রজাপতি গৌতমী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ক্ষেমা থেরী অপদান

২৮৯. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান, নায়ক, পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৯০. তখন আমি হংসবতী নগরে এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি নানাবিধ রত্ন-পরিবেষ্টিত হয়ে মহাসুখে দিনাতিপাত করছিলাম।

২৯১. একদিন আমি সেই মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম। তাতে আমার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছিল এবং আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

২৯২. মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে আমি সশ্রাবক বিনায়ক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে সাত দিন পর্যন্ত ভোজন করিয়েছিলাম।

২৯৩. সাত দিন পর নরসারথি বুদ্ধ এক ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীদের মধ্যে অগ্রশ্রাবিকাপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

২৯৪. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হলাম। পুনরায় আমি মহর্ষি বুদ্ধকে মহাদান দিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করলাম।

২৯৫. তখন জিনশ্রেষ্ঠ আমাকে বললেন, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। আমাকে ও সংঘকে যে তুমি দান দিয়েছ, তার অপ্রমেয় ফল তুমি লাভ করবে।

২৯৬. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

২৯৭. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারিনী ক্ষেমা নাম্নী অগ্রশ্রাবিকা হবে।

২৯৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২৯৯. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি যাম স্বর্গে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তুষিত স্বর্গে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে নির্মাণরতি স্বর্গে এবং সবশেষে সেখান

থেকে চ্যুত হয়ে পরনির্মিত-বশবর্তী স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৩০০. পূর্বকৃত কর্মের ফলে আমি যেখানে যেখানে জন্মেছিলাম, সর্বত্রই রাজমহিষী হয়েছিলাম।

৩০১. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেও আমি চক্রবর্তী রাজার মহিষী ও প্রাদেসিক রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

৩০২. আমি দেবতা ও মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে সর্বত্রই সুখী হয়ে বহুকল্প বিচরণ করেছিলাম।

৩০৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে চারুদর্শন, সর্ববিধ ধর্মে বিদর্শক, লোকনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩০৪. আমি সেই লোকনায়ক, নরসারথি বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মকথা শুনে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৩০৫. আমি সেই বীর বুদ্ধের শাসনে যোগযুক্তা, বহুশ্রুতা হয়ে দশ হাজার বৎসর ব্রহ্মচর্যা পালন করেছিলাম।

৩০৬. তখন আমি ছিলাম প্রত্যয়াকারে দক্ষ, চতুর্সত্য বিশারদ, নিপুণ ধর্মকথিকা ও শাস্তার উপদেশ পালনকারিনী।

৩০৭. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম। অতীতে ব্রহ্মচর্যা পালনের ফলে আমি সেখানে যশস্বিনী হয়ে অন্য দেবীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম।

৩০৮-৩০৯. পূর্বে বুদ্ধের শাসনে ব্রহ্মচর্যা আচরণের ফলে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই মহাধনী, মহাভোগ-সম্পত্তিশালিনী, মেধাবিনী, শীলবতী, বিনীত পরিষদ হয়েছিলাম। আমি সর্ববিধ সম্পত্তি লাভ করেছিলাম। আমি সকলের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছিলাম।

৩১০. আমার প্রতিপত্তিবলের প্রভাবে যে আমার স্বামী ছিল—আমি যেখানেই যাই না কেন—সে আমাকে অসম্মান করত না।

৩১১. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কোণাগমন বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩১২. তখন বারাণসীতে ধনাঞ্জনী, সুমেধা ও আমি এই তিনজন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৩১৩. আমরা তিনজন পরস্পর দানসহায়িকা ছিলাম। আমরা তিনজনে মিলে সংঘের উদ্দেশে সংঘারাম ও বিহার তৈরি করে দান করেছিলাম।

৩১৪. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমরা সবাই তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম, পরে অনুরূপভাবে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৩১৫. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩১৬. তখন বারাণসী নগরের কাশিরাজ কিকী নামক নরাধিপতি মহর্ষি বুদ্ধের উপস্থায়ক তথা সেবক ছিলেন।

৩১৭. আমি ছিলাম সেই রাজার জ্যেষ্ঠ কন্যা। আমাকে সবাই 'সমণী' হিসেবে জানত। আমি জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে প্রব্রজ্যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম।

৩১৮-৩১৯. কিন্তু পিতার অনুমতি মেলেনি। তাই আমরা গৃহে থেকে অতন্দ্রভাবে বিশ হাজার বৎসর কৌমার[১] ব্রহ্মচর্যা অনুশীলন করেছিলাম। আমরা সাতজন রাজকন্যা ছিলাম। অত্যন্ত সুখিনী, বুদ্ধসেবায় নিরতা। তাতে আমরা বেশ খুশী ছিলাম।

৩২০. সেই সাতজন রাজকন্যা হলো সমণী, সমণগুত্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষুদায়িকা, ধর্মা, সুধর্মা ও সংঘদায়িকা।

৩২১. বর্তমানে সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছি যথাক্রমে আমি, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, কুণ্ডলা, কৃশাগৌতমী, ধর্মদিন্না ও বিশাখা।

৩২২. একদিন সেই নরাদিত্য বুদ্ধ মহানিদান সুত্তন্ত দেশনা করেছিলেন। আমি তা শুনে শুনেই শিক্ষা করেছিলাম।

৩২৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৩২৪. তারপর এই শেষ জন্মে আমি সাকল নগরে মদ্দরাজার অতি প্রিয়, মনোজ্ঞ কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করলাম।

৩২৫. আমার জন্মের পর পরই সেই নগরে ক্ষেম তথা কল্যাণ উৎপন্ন হলো। তাই আমার নাম রাখা হলো 'ক্ষেমা'।

৩২৬. আমি যখন রূপলাবণ্যময় যুবতী হলাম তখন পিতা আমাকে বিম্বিসার রাজার সাথে বিয়ে দেন।

৩২৭. তখন আমি রাজার অতি প্রিয় পত্নী ছিলাম। আমি ভীষণ রূপচর্যা করতাম। ভগবান বুদ্ধ আমার রূপের দোষ বর্ণনা করবেন এই ভেবে আমি তাঁর কাছে যেতাম না।

৩২৮. তখন বিম্বিসার রাজার আদেশে রাজপুরীস্থ সকলে আমার প্রতি অনুগ্রহ করে নানা উপমা যোগে বেণুবনের সৌন্দর্যের বর্ণনা করলেন এভাবে :

---

[১]। 'কৌমার' অর্থে যৌনসম্পর্ক-বিরহিত।

৩২৯-৩৩২. আমাদের মনে হয়, যে সুগতালয় বেণুবন বিহারটি দেখেনি, সে এখানো সৌন্দর্য কী দেখেনি। যে অনিন্দ্য সুন্দর বেণুবন বিহারটি দেখেছে, সে প্রকৃত সৌন্দর্যের দেখা পেয়েছে। তাই দেবতারা দেবসৌন্দর্য ফেলে এই পৃথিবীতে এসে দৃষ্টিনন্দন বেণুবন বিহারটি দেখে থাকেন। তারা অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখতেই থাকেন, কিছুতেই তৃপ্ত হন না। বেণুবন বিহারটি রাজপুণ্যে উৎপন্ন এবং বুদ্ধপুণ্যে ভুষিত। তাই এমন বেণুবনের গুণের কথা কে বলে শেষ করতে পারবে?

৩৩৩. বেণুবন বিহারের এমন শ্রুতিমধুর গুণকীর্তন শুনে আমি বুদ্ধকে দর্শনেচ্ছু হলাম এবং আমার ইচ্ছার কথাটি রাজাকে জানালাম।

৩৩৪. তারপর রাজা আমাকে বিশাল পরিষদ-পরিবেষ্টিত করে বুদ্ধকে দর্শনের জন্যে পাঠালেন।

৩৩৫. যাও, দেখো, সুগত বুদ্ধরশ্মিতে উজ্জ্বল সেই দৃষ্টিনন্দন বেণুবন বিহারটিকে, যা থেকে নিয়ত সৌন্দর্য নিংড়ে পড়ছে।

৩৩৬. রাজগৃহ নগরে বুদ্ধ যখন পিণ্ডের জন্যে বিচরণ করতে বের হলেন, ঠিক তখনি আমি দৃষ্টিনন্দন বেণুবন বিহারটিকে দেখতে প্রবেশ করলাম।

৩৩৭-৩৩৯. তখন আমি সেই ফুলে ফুলে সাজানো, নয়নাভিরাম, ভ্রমর, কোকিলসহ নানা পাকপাখালির কূজনে মুখরিত, ময়ূরের নাচে শোভিত, নির্জন, নিরিবিলি, কুটি-মণ্ডপ সমাকীর্ণ, যোগীবরের বাসস্থান বেণুবন বিহারটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলাম। তখন আমি যোগযুক্ত তরুণ এক ভিক্ষুকে দেখে ভাবলাম :

৩৪০. এই নব যৌবনপ্রাপ্ত, সুদর্শন, মনোজ্ঞ কান্তি ভিক্ষু ঈদৃশ রমণীয় বনে বসবাস করছেন।

৩৪১. অহো, এই মুণ্ডিত-মস্তক ভিক্ষু যৌবনের আনন্দ-ফূর্তি ত্যাগ করে সংঘাটি পরিধান করে বৃক্ষমূলে বসে ধ্যান করছেন।

৩৪২. এই ভিক্ষুর পক্ষে গৃহস্থ হয়ে কামসুখ ভোগ করে পরে বৃদ্ধ বয়সে শ্রমণ্যধর্ম অনুশীলন করা উচিত নয় কি?

৩৪৩. তারপর ক্রমে জিনালয় গন্ধকূটিতে গিয়ে আমি উদীয়মান সূর্যের ন্যায় ভাস্বর জিন বুদ্ধকে দেখলাম।

৩৪৪. তিনি একাকী সুখাসনে বসে আছেন আর তাঁকে বাতাস করে দিচ্ছে এক অনিন্দ্য সুন্দরী নারী। এমন দৃশ্য দেখে আমি ভাবলাম, 'এই নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ তো দেখছি বিশ্রী নন।'

৩৪৫-৩৪৭. সেই নারীটিও সোনারঙা, পদ্মলোচনা, রক্তললাট, মালতী

ফুলের ন্যায় মনোহরিনী, হেমদোলা-ভূষণা, উন্নত বক্ষা, সুটৌল নিতম্ব, পরিপাটি ও বিচিত্র বস্ত্রধারিনী, সদা হাস্যময়ী, যার রূপ-লাবণ্য দেখে তৃপ্ত হওয়া যায় না।

৩৪৮. মেয়েটিকে দেখে আমি ভাবলাম, অহো, কী অনিন্দ্য সুন্দরী! আমি তো এমন অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়ে আগে কখনো দেখিনি!

৩৪৯-৩৫১. তারপর আস্তে আস্তে সেই মেয়েটি জরাগ্রস্ত, বিবর্ণ, বিশ্রী, হলো। মেয়েটির গালে ভাঁজ পড়ল, দাঁতগুলো ভেঙে পড়ল, চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেল, মুখ থেকে লালা ঝড়ে পড়ছিল। কানগুলো ও সুটৌল স্তনগুলো নিচের দিকে ঝুলে পড়ল। তার গায়ে শিরাগুলো ভেসে উঠল। তার শরীর নুঁয়ে পড়ে যেতে লাগল। তাকে লাঠি ধরতে হলো। তার শরীর এতই কৃশ হয়ে গেল যে তাকে দেখতে ভীষণ বিশ্রী দেখাচ্ছিল। তার শরীর কাঁপতে লাগল, আর সে বেশ বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছিল।

৩৫২. তা দেখে আমার মনে ভীষণ সংবেগ উৎপন্ন হলো। শরীরে অদ্ভুত রকমের লোমহর্ষণ হলো। ধিক্! ধিক্! এই অশুচি রূপকে ধিক্! মূর্খরাই এই রূপে রমিত হয়।

৩৫৩. তখন সুগত মহাকারুণিক বুদ্ধ সংবিগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

৩৫৪. হে ক্ষেমা, দেখো, মূর্খা-অভিনন্দিত এই পূতিময়, অশুচিতে পূর্ণ দেহকে দেখো।

৩৫৫. একাগ্র ও সুসমাহিত চিত্তে অশুভ-ভাবনা কর, কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা কর, আর তাতে দেহের প্রতি বিরাগবহুল হও।

৩৫৬. ইহা যেমন উহাও তেমন, উহা যেমন ইহাও তেমন। নিজ ও পরদেহের প্রতি যে তৃষ্ণা তা ত্যাগ কর।

৩৫৭. অনিমিত্ত ভাবনা কর। মানানুশয় ত্যাগ কর। মানানুশয় ত্যাগ করলে পরে সম্পূর্ণ উপশান্ত হয়ে থাকতে পারবে।

৩৫৮. যারা রাগমদে মত্ত হয়ে বাস করে তারা নিজকৃত জালে আবদ্ধ মাকড়সার মতো আবদ্ধ হয়। যারা এই সত্য উপলব্ধি করেছে তারা এই সমস্ত অসার কামসুখ ত্যাগ করে, পরিবর্জন করে।

৩৫৯. তারপর নরসারথি বুদ্ধ আমার চিত্ত স্বচ্ছ, নির্মল, জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়েছে জেনে আমাকে বিনীত করার জন্যে মহানিদান সুত্তন্ত দেশনা করলেন।

৩৬০. সেই সুত্তন্ত শোনার পর পরই আমি আমার পূর্বলব্ধ সংজ্ঞা স্মরণ

করেছি। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি ধর্মচক্ষু লাভ করেছি।

৩৬১. তৎক্ষণাৎ আমি মহর্ষি বুদ্ধের পদমূলে নিপতিত হয়ে এই অশুচি দেহের দোষ সম্বন্ধে দেশনা করার জন্যে এই কথা নিবেদন করেছি :

৩৬২. হে সর্বদর্শী, আপনাকে নমস্কার। হে করুণাঘন, আপনাকে নমস্কার। হে তীর্ণসংসার, আপনাকে নমস্কার। হে অমৃতদায়ক, আপনাকে নমস্কার।

৩৬৩. এখন আমি মিথ্যাদৃষ্টি সম্পূর্ণ বর্জন করেছি। কামরাগে বিমোহিতা আমাকে আপনি বেশ সুকৌশলে যথার্থ উপায়ে বিনীত করেছেন।

৩৬৪. আপনার ন্যায় মহর্ষি বুদ্ধের সাক্ষাৎ না পেয়ে বহু রাগমদে মত্ত সত্ত্ব সংসারসাগরে মহাদুঃখ ভোগ করছে।

৩৬৫. লোকশরণ, অরণ, অরণবিদ বুদ্ধকে আমি কাছাকাছি জায়গায় অবস্থান করা সত্ত্বেও দেখতে আসিনি। আমি অকপটে সেই দোষ স্বীকার করছি।

৩৬৬. মহাহিতৈষী, শ্রেষ্ঠ দাতা বুদ্ধকে আমি অহিতৈষী জ্ঞান করেছি। আমি আমার রূপাভিমানে মত্ত হয়ে তাঁর কাছে যাইনি। আমি অকপটে আমার সেই দোষ স্বীকার করছি।

৩৬৭. ঠিক তখনি মহাকারুণিক জিন মধুর স্বরে আমাকে 'ক্ষেমা, এবার ক্ষান্ত হও' এই বলে আমার উপর অমৃতবারি ঢেলে দিলেন।

৩৬৮. তারপর আমি নতশিরে প্রণাম নিবেদন করে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলাম। চলে যাবার পর নৃপতি বিম্বিসারকে দেখে আমি এই কথা নিবেদন করেছিলাম :

৩৬৯. অহো, নৃপতি, আপনার চিন্তা যথার্থই ছিল! আপনি আমাকে বেণুবন দর্শনের জন্যে পাঠিয়েছেন! আর মহামুনি বুদ্ধ আমায় নির্বাণ দর্শন করিয়েছেন।

৩৭০. হে মহারাজ, এখন আমি মহামুনির উপদেশে রূপের প্রতি বীতরাগ। আপনার অনুমতি পেলে আমি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।

[দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত]

৩৭১. হাত জোড় করে নৃপতি তখন বললেন, হে ভদ্রে, আমি তোমায় প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করছি। তোমার আশা পূর্ণ হোক!

৩৭২-৩৭৩. প্রব্রজিত হওয়ার পনের দিন পরে আমি জ্বলন্ত প্রদীপের নিভে যাওয়ার দৃশ্য দেখে ভীষণভাবে সংবিগ্ন হলাম। তারপর আমি সর্ববিধ

সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত ও প্রত্যয়াকারে বিশারদ হয়ে কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ এই চারি ওঘ (স্রোত) অতিক্রম করে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৩৭৪-৩৭৬. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই। অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

৩৭৭. আমি সপ্ত বিশুদ্ধিতে অভিজ্ঞ, কথাবত্থু বিশারদ, অভিধর্ম নয়বিশারদ ও বুদ্ধশাসনে বশীপ্রাপ্ত।

৩৭৮. তারপর একদিন রাজদরবারের প্রবেশদ্বারে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আমাকে নিপুণ কিছু প্রশ্ন করলে আমি তার যথার্থ উত্তর দিয়েছি।

৩৭৯. তখন সেই রাজা সুগত বুদ্ধের কাছে গিয়ে সেই একই প্রশ্ন করলে বুদ্ধও সেই একই উত্তর দিলেন, ঠিক যেভাবে আমি দিয়েছি।

৩৮০. তারপর নরোত্তম জিন আমার গুণে তুষ্ট হয়ে আমাকে ভিক্ষুণীদের মধ্যে মহাপ্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ অগ্রশ্রাবিকা পদে বসালেন।

৩৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই ক্ষেমা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ক্ষেমা থেরী অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. উৎপলবর্ণা থেরী অপদান

৩৮৪. উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী অসম্ভব ঋদ্ধিমতি। তিনি একদিন শাস্তার পায়ে বন্দনা নিবেদন করে এই কথা বললেন :

৩৮৫. হে মহামুনি, আমি জন্মসঞ্চরণ তথা বার বার জন্মগ্রহণ উত্তীর্ণ হয়েছি। অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি। আমার সর্ববিধ দুঃখ ক্ষীণ হয়েছে। আমি তা আপনাকে জ্ঞাত করছি।

৩৮৬. জিনশাসনের প্রতি প্রসন্ন যত পরিষদ আছে, তাদের কারো কাছে যদি আমি কোনো অপরাধ করে থাকি, তবে এই জিনের সামনেই আমার সেই কৃত অপরাধ ক্ষমা করুন।

৩৮৭. হে মহাবীর, সংসারে বিচরণ করার সময় আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, আমি সেই কৃত অপরাধ অকপটে স্বীকার করছি। আমার কৃত অপরাধ ক্ষমা করুন!

৩৮৮. হে উৎপলবর্ণা, তুমি আমার শাসনে উপদেশ-পালনকারিনী। তুমি তোমার অধীত অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন কর। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা এই চারি পরিষদের সন্দেহ দূর কর।

৩৮৯. হে মহাবীর প্রজ্ঞাবান, জ্যোতিধর, আমি আপনার কন্যা। আমি বহু অতি দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করেছি।

৩৯০. আমার শরীরবর্ণ উৎপলবর্ণের মতো বিধায় আমার নাম রাখা হয়েছে উৎপলাবর্ণা। হে মহাবীর চক্ষুষ্মান, আপনার শ্রাবিকা আমি আপনার রাতুল চরণে বন্দনা নিবেদন করছি।

৩৯১. আমি এবং রাহুল বহু শত জন্ম ধরে একই মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে একত্রে জন্মেছি।

৩৯২. অতীতে একত্রে জন্মালেও এই শেষ জন্মে কিন্তু আমরা উভয়েই আলাদাভাবে ভিন্ন জাতিতে জন্ম নিয়েছি।

৩৯৩. এখন আপনার পুত্র হচ্ছে রাহুল আর কন্যা হচ্ছি আমি উৎপলবর্ণা। হে বীর, দেখুন আমার অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি। আমি শাস্তাকে আমার শক্তি দেখাব।

৩৯৪. কুমার যেমন হাতে রাখা তেল ছুঁড়ে মারে, তেমনি উৎপলবর্ণাও চারি সমুদ্রের সমস্ত পানি হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন।

৩৯৫. যুবা কুমার যেমন মুঞ্জ নামক এক ধরনের লতাকে ধরে উপরিয়ে ফেলে, তেমনি উৎপলবর্ণাও সমগ্র পৃথিবীকে উপরিয়ে ফেলে ছুঁড়ে মারলেন।

৩৯৬. সমস্ত চক্রবালকে হাত দিয়ে আচ্ছাদিত করে বার বার নানা রকম বৃষ্টি অঝোর ধারায় বর্ষণ করালেন।

৩৯৭. উৎপলবর্ণা যুবা কুমারের ন্যায় ভূমিকে ঢেঁকি, পাথরগুলোকে ধান্য ও সিনেরু পর্বতকে মুশলদণ্ড করে পিষ্ট করলেন।

৩৯৮. তারপর বললেন, আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কন্যা। আমার নাম উৎপলবর্ণা। আমি ষড়াভিজ্ঞ ও আপনার উপদেশ-পালনকারিনী।

৩৯৯. লোকনায়ক বুদ্ধকে নানাবিধ অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন করে এবং

নিজের নাম-গোত্র প্রকাশ করে বললেন, হে চক্ষুষ্মান, আমি আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি।

৪০০-৪০২. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বানিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই। অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

৪০৩. পূর্ব পূর্ব জিনশ্রেষ্ঠগণের কথায় আপনার সাথে আমার সম্পর্কের কথা প্রকাশিত হয়েছে। হে মহামুনি, একমাত্র আপনার জন্যেই আমি বহু পুণ্য করেছি।

৪০৪. হে মুনি, আমি যে কুশলকর্ম সম্পাদন করেছি তা স্মরণ করুন। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার জন্যেই সেসব পুণ্য আমি সঞ্চয় করেছি।

৪০৫. আমি যতটুকু সম্ভব অনুপযুক্ত স্থান ও অনৈতিক কার্যকলাপ বর্জন করে চলেছি। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার জন্যেই আমার এই জীবন।

৪০৬. হে মহামুনি, আমি দশ হাজার কোটিবার আমার জীবন দান করেছি। আমার তুচ্ছ জীবন বিসর্জন দিয়েছি। তা একমাত্র আপনার জন্যেই করেছি।

৪০৭. তখন সবাই অপার বিস্ময়ে নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, হে আর্যে, কী অতুলনীয় আপনার ঋদ্ধিপরাক্রম!

৪০৮. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি এক নাগকন্যা হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমার নাম ছিল ‘বিমলা’। অন্য নাগকন্যাদের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচেয়ে সম্মানিত।

৪০৯. একসময় মহানাগ জিনশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সশ্রাবক মহাতেজস্বী পদুমুত্তর বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন।

৪১০. তখন মহানাগরাজ রত্নময় বালুকারাশি ছিটিয়ে বেশ আরামদায়ক রত্নময় মণ্ডপ ও রত্নময় পালঙ্ক তৈরি করালেন।

৪১১-৪১২. নাগরাজ বুদ্ধের জন্য রত্নধ্বজা সজ্জিত রাস্তা তৈরি করালেন। তারপর তূর্য বাজিয়ে সম্বুদ্ধকে নিয়ে আসলেন। লোকনায়ক বুদ্ধ চারি পরিষদে পরিবৃত হয়ে নাগরাজের নাগভবনের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে বসলেন।

৪১৩. তারপর নাগরাজ মহাযশস্বী বুদ্ধকে অন্ন, পানীয়, উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দান করলেন।

৪১৪. ভোজনের পর সম্বুদ্ধ পাত্র ধুয়ে ঋদ্ধিমতি নাগকন্যাদের দেশনা

করলেন।

৪১৫. নাগকন্যারা মহাযশস্বী সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে বেশ হাসিখুশী দেখে শাস্তার প্রতি আমার মনচিত্ত ভীষণ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হলো।

৪১৬. আমার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে মহাবীর পদুমুত্তর বুদ্ধ সেই মুহূর্তে এক ঋদ্ধিমতি ভিক্ষুণীকে ঋদ্ধি দেখাতে বললেন।

৪১৭. সেই বিশারদ ভিক্ষুণী বহু ধরনের ঋদ্ধি দেখালেন। তা দেখে আমি ভীষণ খুশী হলাম। তারপর শাস্তাকে এই কথা নিবেদন করলাম :

৪১৮. হে বীর, আমি এই ভিক্ষুণীর অলৌকিক ঋদ্ধি দেখলাম। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিশারদ ভিক্ষুণী কীভাবে এমন অলৌকিক ঋদ্ধিসম্পন্না হলেন?

৪১৯. এই ঋদ্ধিমতি ভিক্ষুণী আমার ধর্মৌরসজাত কন্যা, আমার উপদেশ-পালনকারিনী ও বিবিধ ঋদ্ধিতে বিশারদপ্রাপ্ত।

৪২০. বুদ্ধের কথা শুনে তখন আমি প্রার্থনা করলাম, আমিও তাঁর মতো ঋদ্ধিতে বিশারদ হতে চাই।

৪২১. হে নায়ক, আমি অত্যন্ত খুশী মনে সেই ভিক্ষুণীর মতো হবার প্রার্থনা করছি। আমিও ভবিষ্যতে তার মতো হতে চাই।

৪২২. তারপর আমি সেই প্রভাস্বর মণ্ডপে ও মণিময় পালঙ্কে বসা সশ্রাবক লোকনায়ক বুদ্ধকে অন্ন-পানীয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৪২৩. শ্রেষ্ঠ নাগপুষ্প ও উৎপলপুষ্প দিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করে প্রার্থনা করেছিলাম, আমার শরীরের বর্ণ যাতে উৎপল বর্ণের মতো হয়।

৪২৪. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪২৫. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে তৎকালীন এক স্বয়ম্ভু পচ্চেক বুদ্ধকে উৎপলপুষ্পে আচ্ছন্ন পিণ্ডপাত দান করেছিলাম।

৪২৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে পৃথিবীতে চারুদর্শন, সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান, নায়ক বিপশ্বী ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪২৭. তখন আমি বারাণসী নগরে এক শ্রেষ্ঠীকন্যা হয়ে জন্ম নিয়ে সশ্রাবক লোকনায়ক সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

৪২৮. সশ্রাবক বুদ্ধকে মহাদান দিয়ে ও উৎপলপুষ্পে পূজা করে মনে মনে 'আমার শরীরের রং উৎপলবর্ণ হোক!' বলে পূজা করেছিলাম।

৪২৯. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উপন্ন হয়েছিলেন।

৪৩০. তখন বারাণসী নগরের কাশিরাজ কিকী নরেশ্বর মহর্ষি বুদ্ধের

সেবক ছিলেন।

৪৩১. আমি তখন সেই রাজার দ্বিতীয় কন্যা ছিলাম। আমার নাম সমণগুত্তা। আমি জিনশ্রেষ্ঠের ধর্মকথা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম।

৪৩২. বাবা আমাদের অনুমতি দেননি। তারপর আমরা বোনেরা সবাই মিলে গৃহে থেকেই বিশ হাজার বৎসর অতন্দ্রভাবে বিচরণ করেছিলাম।

৪৩৩. আমরা সাতজন সুখিনী রাজকন্যা সবাই মিলে খুশী মনে ব্রহ্মচর্যা ও বুদ্ধসেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

৪৩৪. সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছে, সমণী, সমণগুত্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষাদায়িকা, ধম্মা, সুধম্মা ও সংঘদায়িকা।

৪৩৫. বর্তমানে যথাক্রমে আমি, প্রজ্ঞাবতী ক্ষেমা, পটাচারা, কুণ্ডলা, কৃশাগৌতমী, ধর্মদিন্না ও বিশাখা।

৪৩৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৪৩৭. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি মনুষ্যলোকে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তখন অমি এক অর্হৎকে একটি শ্রেষ্ঠ পীতবস্ত্র দান করেছিলাম।

৪৩৮. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি তখন তিরিটিবচ্ছ ব্রাহ্মণের এক সুন্দরী কিন্তু উন্মাদিনী কন্যা হয়েছিলাম।

৪৩৯. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি জনৈক পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম। তখন আমি নিয়মিত শালিধান জমা করতাম।

৪৪০-৪৪১. একদিন আমি পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে পাঁচশত শস্য ও পাঁচশত পদ্মফুল দান করে পাঁচশত পুত্র লাভের প্রার্থনা করেছিলাম। তারাও স্বয়ম্ভু পচ্চেক বুদ্ধকে মধু দান করে এই প্রার্থনা করেছিলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি অরণ্যে এক পদ্মগর্ভে জন্মেছিলাম।

৪৪২. তারপর আমি কাশিরাজের মহিষী হয়ে বহু সেবিত, পূজিত হয়ে অন্যূন একশত করে পাঁচশত রাজপুত্রের জন্ম দিয়েছিলাম।

৪৪৩. তারা যৌবনে পদার্পণ করলে পরে একদিন জলক্রীড়া করতে করতে পদ্মপাতা ঝড়ে পড়তে দেখে অনিত্যসংজ্ঞা নিয়ে পচ্চেক বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

৪৪৪. তারা পচ্চেক বুদ্ধ হওয়ায় আমি তাদের হারিয়ে ভীষণভাবে

শোকগ্রস্ত হয়েছিলাম এবং মৃত্যুর পর ইসিগিলি পর্বতের পাশে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪৪৫-৪৪৬. একদিন আমি যখন যাগু নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আটজন পচ্চেক বুদ্ধকে ভিক্ষার জন্যে গ্রামে যেতে দেখে আমার পুত্রদের কথা মনে পড়েছিল। তখন আমার মনে প্রবল পুত্রস্নেহ উৎপন্ন হওয়ায় দুগ্ধধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

৪৪৭. আমি সেই পচ্চেক বুদ্ধগণকে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে যাগু দান করেছিলাম। তার ফলে মৃত্যুর পর আমি তাবতিংস দেবলোকে নন্দন দেবভবনে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৪৪৮. এই ভবসংসারে বিচরণ করে বহু সুখ-দুঃখ ভোগ করে হে মহাবীর, একমাত্র আপনার উদ্দেশ্যেই জীবন বিসর্জন দিয়েছিলাম।

৪৪৯-৪৫০. এভাবে বহুবিধ দুঃখ ও সম্পত্তি ভোগ করে আমি এই শেষ জন্মে শ্রাবস্তী নগরে মহাধনাঢ্য, নানাবিধ রত্নসম্ভারের অধিকারী, সম্ভ্রান্ত ও সুখী শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

৪৫১. সেই পরিবারে জন্ম নিয়ে আমি ভীষণভাবে সম্মানিত, পূজিত, মানিত ও রূপশ্রী-প্রতিমণ্ডিত হয়েছি।

৪৫২. আমি পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে অত্যন্ত রূপবতী হওয়ায় বহুশত শ্রেষ্ঠীপুত্র আমার পাণি প্রার্থনা করেছিল।

৪৫৩. আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং মাত্র পনের দিনের মধ্যেই চতুর্সত্য লাভ করেছিলাম।

৪৫৪. তারপর আমি ঋদ্ধিযোগে নির্মিত চতুরশ্ব-যোজিত রথে চড়ে লোকনাথ বুদ্ধের পায়ে বন্দনা করেছিলাম।

৪৫৫. পুষ্পিত তরুকুঞ্জে আগমন করে তুমি একাকিনী হয়ে বৃক্ষমূলে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি তো অরক্ষিতা। মূঢ়, তুমি ধূর্তদের ভয় পাও না?

৪৫৬. হে মার, তোমার ন্যায় হাজারো ধূর্ত আসলেও আমার কেশাগ্র মাত্র টলাতে পারবে না। আর তুমি একা কী করবে?

৪৫৭. আমি এখনি অদৃশ্য হয়ে তোমার দেহে প্রবেশ করতে পারি। দেখো, আমি তোমার ভ্রূযুগলের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি। অথচ তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ না।

৪৫৮. আমার চিত্ত বশীভূত। আমি ঋদ্ধিপাদে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি সর্ববিধ বন্ধন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই আবুসো, আমি তোমায় মোটেই ভয় পাই না।

৪৫৯. কামতৃষ্ণা ও স্কন্ধসমূহ শূলের ন্যায় বিদ্ধ করেছি। তুমি যাকে

কামরতি তথা উপভোগ্য বিষয় বলো, তাতে আমার রতি নেই।

৪৬০. অজ্ঞতারূপ সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে আমি সর্ববিধ ভোগতৃষ্ণার বিনাশ সাধন করেছি। হে পাপী, ইহা জেনে রেখো। হে অন্তক, তুমি নিহত হয়েছ।

৪৬১. বিনায়ক বুদ্ধ আমার গুণে তুষ্ট হয়ে পরিষদে ঋদ্ধিমতি ভিক্ষুণীদের মধ্যে আমাকে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৪৬২. শাস্তা আমার দ্বারা অনুশীলিত হয়েছেন। আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুর্বহ বোঝা নেমে গিয়েছে। ভবনেত্রি তৃষ্ণা আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

৪৬৩. আমি যাঁর উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্যে সার্থক হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ছিন্ন হয়েছে।

৪৬৪. চৌদিক হতে আমার উদ্দেশ্যে হাজারো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধ এই চারি প্রত্যয় প্রতি মুহূর্তে নিয়ে আসা হতো।

৪৬৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৬৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৬৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উৎপলবর্ণা থেরী অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পটাচারা থেরী অপদান

৪৬৮. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী পদুমুত্তর জিন নায়ক উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪৬৯. তখন আমি হংসবতী নগরে নানাবিধ রত্নের অধিকারী মহাধনী শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মহাসুখে দিনাতিপাত করছিলাম।

৪৭০. একদিন আমি সেই মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম এবং শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

৪৭১. তখন পদুমুত্তর বুদ্ধ এক লজ্জী ও যোগ্য-অযোগ্য বিষয়ে বিশারদ

ভিক্ষুণীকে বিনয়ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন।

৪৭২. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের ইচ্ছায় সশ্রাবক দশবল লোকনায়ক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

৪৭৩. সাত দিন যাবৎ ভোজন করিয়ে, ত্রিচীবর দান করে, নতশিরে পায়ে পড়ে আমি এই কথা নিবেদন করেছিলাম :

৪৭৪. হে বীর মুনি, আজ থেকে সাত দিন আগে আপনি যাকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, আমি তার মতো হতে চাই। হে নায়ক, আমার মনস্কাম পূর্ণ হবে কি না বলুন।

৪৭৫. তখন শাস্তা আমাকে বললেন, ভদ্রে, ভয় পেয়ো না। দীর্ঘকাল পরে ভবিষ্যতে তোমার সেই মনোরথ পূর্ণ হবে।

৪৭৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে ওক্কাকুকুলে গৌতম শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৪৭৭. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী পটাচারা নাম্নী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

৪৭৮. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। আজীবন আমি মৈত্রীতদ্গত চিত্তে সশ্রাবক লোকনায়ক বুদ্ধকে পরিচর্যা করেছিলাম।

৪৭৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪৮০. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪৮১. তখন আমি বারাণসী নগরের নরেশ্বর কাশিরাজ কিকী মহর্ষি বুদ্ধের সেবক ছিলেন।

৪৮২. আমি সেই রাজার তৃতীয় কন্যা ছিলাম। আমার নাম ছিল তখন 'ভিক্ষুণী'। একদিন জিনশ্রেষ্ঠের ধর্মকথা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম।

৪৮৩. কিন্তু তখন বাবা আমাদের অনুমতি দেননি। তাই আমরা গৃহে থেকে বিশ হাজার বৎসর অতন্দ্রভাবে বিচরণ করেছিলাম।

৪৮৪. আমরা সাতজন সুখিনী রাজকন্যা সবাই মিলে খুশী মনে ব্রহ্মচর্যা ও বুদ্ধসেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

৪৮৫. সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছে, সমনী, সমণগুত্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষুদায়িকা, ধম্মা, সুধম্মা ও সংঘদায়িকা।

৪৮৬. বর্তমানে যথাক্রমে আমি, উৎপলবর্ণা, ক্ষেমা, ভদ্রা, কৃশাগৌতমী, ধর্মদিন্না ও বিশাখা।

৪৮৭. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৪৮৮. এই শেষ জন্মে আমি সমৃদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

৪৮৯. যৌবনে পদার্পণ করার পর আমি বিতর্কের বশীভূত হয়েছি। আমাদের ঘরের দাসকে দেখে আমি তার সাথেই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছি।

৪৯০. একটি পুত্রসন্তান প্রসব করার পর আমার গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান আসল। তখন আমার মাতাপিতাকে দেখার প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হলো।

৪৯১. স্বামী ঘরের বাইরে থাকাকালীন আমি তাকে কিছুই না জানিয়ে একাই ঘর হতে বের হয়ে শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

৪৯২. তখন আমার স্বামী ঘরে ফেরার পর অবস্থা বুঝতে পেরে আমার খোঁজে বের হলো। এদিকে তখন আমার অতি কষ্টকর পূর্বকর্মজ ব্যাথা উৎপন্ন হলো।

৪৯৩. আমার প্রসুতির সময় আকাশে ঘনকালো মহামেঘ উৎপন্ন হলো। তখন আমার স্বামী প্রবল বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তৃণ, খড়খুটো খুঁজতে গেলে সাপের দংশনে মারা গেল।

৪৯৪. তখন আমি প্রসববেদনায় ছটফট করছি। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি একদম অনাথ ও নিঃস্ব হয়ে গেলাম। আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যেতে যেতে পথিমধ্যে প্রবল ঝরে স্ফীত এক নদী দেখতে পেলাম। ঠিক তখনি আকাশপথে এক শ্যেন পাখি উড়ে যাচ্ছিল।

৪৯৫. তখন আমি আমার বড় শিশুটিকে নদীর পারে রেখে ছোট্ট শিশুকে নিয়ে নদী পার করছি।

৪৯৬. এমন সময় শ্যেন পাখি ডানা ঝাপটিয়ে আমার ছোট শিশুটিকে নিতে চাইলে আমি তাকে হাত দিয়ে নানাভাবে তাড়া করতে লাগলাম। এদিকে আমার বড় শিশুটি তাকে ডাকছি মনে করে নদীতে ঝাপ দিলে স্রোত তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমি দুই পুত্রকে হারিয়ে ভীষণ শোকগ্রস্ত হলাম।

৪৯৭. তারপর আমি শ্রাবস্তী নগরে গিয়ে আমার পিতামাতাসহ সমস্ত জ্ঞাতিকুলের মৃত্যুর খবর শুনতে পেলাম। তখন আমি আরও বেশি শোকসন্তপ্ত হলাম।

৪৯৮. এদিকে আমার দুই পুত্র হারিয়েছি। অরণ্যে আমার স্বামীর মৃতদেহ পড়ে আছে। আমার মা, বাবা ও ভাই একই চিতায় দগ্ধ হচ্ছেন।

৪৯৯. তখন আমি প্রবল শোকে কৃশকায় হয়ে গেলাম। আমার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল। আমি তখন সম্পূর্ণ অসহায়, অনাথ, নিঃস্ব। এখানে-ওখানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন নরসারথি শাস্তাকে দেখতে পেলাম।

৫০০. তখন শাস্তা আমাকে বললেন, তুমি পুত্রের জন্যে শোক করিও না। নিজেকে নিয়ে তুমি গবেষণা কর। তাদের জন্যে তুমি নিরর্থক দুঃখ পাচ্ছ নয় কি?

৫০১. পিতা, পুত্র, জ্ঞাতিবর্গ, বন্ধু-বান্ধব কেউই তোমাকে মুক্তি দিতে পারবে না। মৃত্যু যখন তোমাকে গ্রাস করবে তখন তার কবল থেকে কেউই তোমাকে মুক্ত করতে পারবে না।

৫০২. মহামুনির সেই কথা শুনে আমি স্রোতাপত্তিফল লাভ করেছি। তারপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৫০৩-৫০৪. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

৫০৫. তারপর আমি সর্বদর্শী শাস্তার কাছে সবিস্তারে সমগ্র বিনয় শিক্ষা করেছি।

৫০৬. বুদ্ধজিন আমার গুণে তুষ্ট হয়ে 'বিনয়ধারী ভিক্ষুণীদের মধ্যে পটাচারাই শ্রেষ্ঠ' এই বলে আমাকে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৫০৭. বুদ্ধের উপদেশ আমি পালন করেছি। বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার নেমে গিয়েছে।

৫০৮. যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

৫০৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫১০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫১১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই পটাচারা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পটাচারা থেরী অপদান নবম সমাপ্ত]

[একোপোসথিকা-বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

একোপোসাথিকা, সলল ও মোদকদায়িকা,
একাসনা, পঞ্চদীপা, নলমালী ও গৌতমী,
ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা ও পটাচারা ভিক্ষুণী,
পাঁচশত এগারটি গাথা এই বর্গে বর্ণিত।

*　　*　　*

৩. কুণ্ডলকেশী-বর্গ

১. কুণ্ডলকেশা থেরী অপদান

১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২. তখন আমি হংসবতী নগরে এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি নানাবিধ রত্ন পরিবেষ্টিত হয়ে মহাসুখে দিনাতিপাত করছিলাম।

৩. একদিন আমি সেই মহাবীর জিনের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম। তাতে আমার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছিল এবং আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

৪. তখন মহাকারুণিক পদুমুত্তর বুদ্ধ এক ভিক্ষুণীকে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন।

৫. তা শুনে আমি ভীষণভাবে খুশী হয়েছিলাম এবং মহর্ষি বুদ্ধকে মহাদান দিয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৬. মহাবীর বুদ্ধ আমার প্রার্থনা অনুমোদন করেছিলেন এই বলে : 'ভদ্রে, তোমার প্রার্থনা সফল হবে। তুমি সুখিনী ও নিবৃত হও।'

৭. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৮. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারিনী ভদ্রা কুণ্ডলকেশা নাম্নী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১০. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে যাম দেবলোকে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তুষিত দেবলোকে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে নির্মাণরতি দেবলোকে এবং সেখান থেকে চ্যুত হয়ে পরনির্মিত-বশবর্তী দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১১. সেই কর্মের ফলে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই রাজাগণের মহিষী হয়েছিলাম।

১২. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি বহুবার মনুষ্যগণের মধ্যে রাজচক্রবর্তী ও প্রাদেসিক রাজাদের মহিষী হয়েছিলাম।

১৩. দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে সর্বত্রই আমি সুখী হয়ে

বহু কল্পকাল বিচরণ করেছিলাম।

১৪. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৫. তখন বারাণসী নগরের কাশিরাজ কিকী নরেশ্বর মহর্ষি বুদ্ধের সেবক ছিলেন।

১৬. আমি তখন সেই রাজার চতুর্থ কন্যা ছিলাম। আমার নাম ছিল ভিক্ষুণীদায়িকা। আমি জিনশ্রেষ্ঠের ধর্মকথা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম।

১৭. বাবা আমাদের অনুমতি দেননি। তারপর আমরা বোনেরা সবাই মিলে গৃহে থেকেই বিশ হাজার বৎসর অতন্দ্রভাবে বিচরণ করেছিলাম।

১৮. আমরা সাতজন সুখিনী রাজকন্যা সবাই মিলে খুশী মনে ব্রহ্মচর্যা ও বুদ্ধসেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

১৯. সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছে, সমনী, সমণগুত্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষুদায়িকা, ধম্মা, সুধম্মা ও সংঘদায়িকা।

২০. বর্তমানে যথাক্রমে ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, আমি, কৃশাগৌতমী, ধর্মদিন্না ও বিশাখা।

২১. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২২-২৩. এই শেষ জন্মে আমি রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করলাম, তখন এক চোরকে বধের জন্যে নিয়ে যেতে দেখে আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। বিষয়টি পিতাকে জানালে তিনি হাজার টাকা দিয়ে তাকে শাস্তি থেকে মুক্ত করলেন।

২৪. আমি ছিলাম পিতার অতি আদরের কন্যা। তাই তিনি আমার প্রতি স্নেহ-পরবশ হয়ে সেই চোরের সাথে বিয়ে দিলেন।

২৫. সেই চোর আমার বস্ত্রালংকারের লোভে 'বধের জন্য নিয়ে যাবার সময় একটা মানত করেছি' বলে আমাকে এক গিরিশৃঙ্গে নিয়ে গেল। আমি তার অভিপ্রায় বুঝতে পারলাম।

২৬. তখন আমি হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিতে আমার প্রাণ রক্ষার আকুতি জানিয়ে এই কথা নিবেদন করেছি :

২৭. "এই সোনাদানা, মণি, মুক্তা, বেলুরিয় সবকিছুই তো তোমার। হে স্বামীন, আমাকে দাসী হিসেবে গ্রহণ কর। আমি নিয়ত তোমার সেবা করব।"

২৮. "হে কল্যাণী, বাদ দাও ওসব। তোমার স্বর্ণালংকার সবকিছু খুলে ফেল। মূর্খের মতো কেঁদো না। আমি অন্য কিছু বুঝি না। আমি শুধু তোমার স্বর্ণালংকার চাই।"

২৯. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যেদিন থেকে স্মরণ করতে পারি সেই থেকে আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি। অন্য কাউকে ভলোবেসেছি বলে আমার জানা নেই।

৩০. এসো প্রিয়ে, আমি তোমাকে প্রদক্ষিণ করে শেষ বারের মতো চুম্বন ও আলিঙ্গন করতে চাই।

৩১. শুধু পুরুষরাই সর্বক্ষেত্রে পণ্ডিত হয় না, মেয়েরাও পণ্ডিত ও বিচক্ষণ হয়ে থাকে।

৩২. শুধু পুরুষরাই সর্বক্ষেত্রে পণ্ডিত হয় না, মেয়েরাও পণ্ডিত, সূক্ষ্ম বুদ্ধিমতি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্না হয়ে থাকে।

৩৩. অহো, তখন আমি ক্ষীপ্রগতিতে সেই লোলুপ চোর স্বামীকে মৃগশিকারের ন্যায় বধ করলাম।

৩৪. যে ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি বুঝতে না পারে, সে ব্যক্তি এই মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন চোরের ন্যায় গিরিশৃঙ্গে নিহত হয়।

৩৫. আর যে ব্যক্তি খুব শীঘ্রই পরিস্থিতি বুঝতে পারে, সে ব্যক্তি ঠিক আমার মতো করে শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পায়।

৩৬. তখন আমি তাকে গিরিশৃঙ্গে ফেলে দিয়ে শ্বেত গৃহীবস্ত্র ত্যাগ করে অন্যতীর্থিয়দের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

৩৭. তখন তারা আমার সমস্ত চুলকে কুণ্ডলায়িত করে বাঁধিয়ে দিয়ে প্রব্রজ্যা দিয়ে নিরন্তর শিক্ষা দিতে লাগল।

৩৮. তাদের শিক্ষা শেষ করে একদিন আমি একাকী বসে বসে সেই সমস্ত শিক্ষার কথা মনে মনে ভাবতে লাগলাম।

৩৯. আমি আমার স্বামীকে গিরিশৃঙ্গে ফেলে দিয়ে চলে এসেছি। এখন আমি তার সেই হাত-পায়ের অস্থি-কঙ্কাল নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছি।

৪০. আমি ভীষণ সংবিগ্ন হলাম। তারপর উঠে গিয়ে সহবিহারীদের জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমায় বলল, সেটির সম্বন্ধে শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষুরাই ভালো জানেন।

৪১. তারপর আমি বুদ্ধশ্রাবকদের কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে নিয়ে গেলেন।

৪২. তখন বুদ্ধ আমাকে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, অশুভ, অনিত্য, দুঃখ,

অনাত্ম প্রভৃতি বিষয়ে ধর্মদেশনা করলেন।

৪৩. তাঁর ধর্মদেশনা শুনে আমি বিশুদ্ধ ধর্মচক্ষু লাভ করেছি। আমি সদ্ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি। আমি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করেছি।

৪৪. তখন আমার দ্বারা যাচিত হয়ে নায়ক বুদ্ধ আমাকে 'এসো ভদ্রে' বললেন। তাতেই আমি পরিশুদ্ধ পবিত্র উপসম্পদা লাভ করেছি।

৪৫. আমি যখন পা ধোয়ার জন্য গেলাম, তখনি উদয়-ব্যয় জেনে, সর্ব সংস্কার অনিত্য জেনে এভাবে চিন্তা করলাম।

৪৬. ঠিক তখনি আমার চিত্ত সম্পূর্ণ তৃষ্ণামুক্ত হয়ে বিমুক্ত হলো। তারপর বুদ্ধ আমাকে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৪৭-৪৮. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

৪৯. বুদ্ধের উপদেশ আমি পালন করেছি। বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার নেমে গিয়েছে। আমার ভবনেত্রি তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

৫০. যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

৫১. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের শাসনে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান অত্যন্ত বিমল, বিশুদ্ধ।

৫২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই কুণ্ডলকেশা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুণ্ডলকেশা থেরী অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কৃশাগৌতমী থেরী অপদান

৫৫. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৫৬. তখন আমি হংসবতী নগরে জনৈক পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম। একদিন নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে গিয়ে শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

৫৭. তখন আমি তাঁর মুখ থেকে চতুর্সত্য-বিষয়ক, মধুর, পরম স্বাদযুক্ত, শান্তি-সুখাবহ ধর্মকথা শুনেছিলাম।

৫৮. পুরুষোত্তম বুদ্ধ তখন এক ভিক্ষুণীকে রুক্ষ চীবরধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন।

৫৯. সেই ভিক্ষুণীর গুণের কথা শুনে আমার মনে ভীষণ প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর আমি যথাশক্তি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৬০. তারপর আমি মুনিবরের পায়ে নিপতিত হয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম। তখন পদুমুত্তর নায়ক সম্বুদ্ধ আমার প্রার্থনা অনুমোদন করেছিলেন।

৬১. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৬২. তার ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারিনী কৃশাগৌতমী নাম্নী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

৬৩. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তারপর আমি আজীবন মৈত্রীতদ্গত চিত্তে চতুর্প্রত্যয়ে বিনায়ক বুদ্ধকে সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

৬৪. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৬৫. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৬৬. তখন বারাণসী নগরে কাশিরাজ কিকী নরেশ্বর মহর্ষি বুদ্ধের সেবক ছিলেন।

৬৭. সেই রাজার পঞ্চম কন্যা ছিলাম আমি। আমার নাম ছিল ধম্মা। জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে আমি প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা করেছিলাম।

৬৮. কিন্তু বাবা আমাদের প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি দেননি। তাই তখন আমরা গৃহে থেকেই বিশ হাজার বৎসর অতন্দ্রভাবে বিচরণ করেছিলাম।

৬৯. আমরা সাতজন সুখিনী রাজকন্যা সবাই মিলে খুশী মনে ব্রহ্মচর্যা পালনে ও বুদ্ধসেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

৭০. সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছে, সমণী, সমণগুত্তা, ভিক্ষুণী,

ভিক্ষুদায়িকা, ধম্মা, সুধম্মা ও সংঘদায়িকা।

৭১. বর্তমানে যথাক্রমে ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, কুণ্ডলা, আমি, ধর্মদিন্না ও বিশাখা।

৭২. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৭৩. এই শেষ জন্মে আমি এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম। মূলত দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলেও এক ধনী পরিবারে আমার বিয়ে হয়েছিল।

৭৪. একমাত্র স্বামী ছাড়া পরিবারের অন্য সবাই আমাকে দরিদ্র ঘরের মেয়ে হওয়ার কারণে নানাভাবে কষ্ট দিত। কিন্তু যখনি আমি একটি সন্তান প্রসব করলাম, তখন থেকে সকলের প্রিয় হলাম।

৭৫. আমার সেই সন্তানটি একটু বড় হয়ে সকলের আদরনীয় হলে পরে হঠাৎ মারা গেল।

৭৬. এতে আমি ভীষণ শোকগ্রস্ত হলাম। অশ্রুমুখে কাঁদতে কাঁদতে আমার পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে বিলাপ করতে করতে এখানে-ওখানে যেতে লাগলাম।

৭৭. তখন আমি এক হিতৈষীর নির্দেশে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বুদ্ধের কাছে গিয়ে বললাম, 'প্রভু, আমাকে ওষুধ দিন, যাতে আমার মৃত পুত্র বেঁচে যায়।'

৭৮. বিনয়োপায় বিশারদ বুদ্ধ আমাকে বললেন, তোমাকে যেই ঘরে কোনো ব্যক্তি মারা যায়নি এমন ঘর থেকে এক মুঠো পরিমাণ সর্ষপ আনতে হবে।

৭৯. তখন আমি গোটা শ্রাবস্তী নগর ঘরে তেমন কোনো ঘর পেলাম না। কোথায় আবার সর্ষপ। এই ঘটনার পর আমার জ্ঞানের উদয় হলো।

৮০. তারপর আমি আমার সন্তনের মৃতদেহ ফেলে দিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে গেলাম। তিনি আমার দূর হতে আসতে দেখে মধুর স্বরে বললেন :

৮১. উদয়-ব্যয় দর্শন না করে একশত বৎসর জীবিত থাকার চাইতে উদয়-ব্যয় দর্শন করে একদিন মাত্র বেঁচে থাকাও শ্রেয়।

৮২. এই অনিত্যতা শুধু গ্রাম, নিগম বা কোনো এক পরিবারের ধর্ম বা স্বভাব নয়, ইহা সমস্ত সদেবলোকের ধর্ম।

৮৩. এই গাথাটি শুনে আমার বিশুদ্ধ ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল। সদ্ধর্ম জ্ঞাত হয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৮৪. প্রব্রজিত হওয়ার পর জিনশাসনে রত থেকে আমি অচিরেই অর্হত্ত্ব

লাভ করেছিলাম।

৮৫-৮৬. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বানিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

৮৭. বুদ্ধের উপদেশ আমি পালন করেছি। বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার নেমে গিয়েছে। আমার ভবনেত্রি তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

৮৮. যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

৮৯. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের প্রভাবে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান অত্যন্ত বিমল, বিশুদ্ধ।

৯০. আমি শ্মশান, আবর্জনাস্তূপ, রাস্তাঘাট হতে জীর্ণ-শীর্ণ বস্ত্র নিয়ে উত্তরাসঙ্গ, সংঘাটি তৈরি করে রুক্ষ চীবর ধারণ করে থাকি।

৯১. জিনশ্রেষ্ঠ বিনায়ক বুদ্ধ আমার এই গুণ দেখে পরিষদের মধ্যে আমাকে রুক্ষ চীবরধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৯২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই কৃশাগৌতমী ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কৃশাগৌতমী থেরী অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ধর্মদিন্না থেরী অপদান

৯৫. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৯৬. তখন আমি হংসবতী নগরে জনৈক পরিবারে এক পরিচারিকা ছিলাম। আমি ছিলাম শীলবতী ও জ্ঞানবতী।

৯৭. একদিন পদুমুত্তর বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সুজাত স্থবির বিহার হতে বের

হয়ে ভিক্ষার জন্য যাচ্ছিলেন।

৯৮. তখন আমি ঘটে করে জল নিয়ে যাচ্ছিলাম। তাকে দেখে আমি প্রসন্নমনে নিজ হাতে পিঠা দান করেছিলাম।

৯৯. আমার পিঠাগুলো নিয়ে তিনি সেখানে বসেই খেলেন। তারপর আমি তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ভোজন দান করেছিলাম।

১০০. তারপর সেই গৃহস্বামী খুশী হয়ে আমাকে তার পুত্রবধু করেছিলেন। একদিন আমি শ্বাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে বিহারে গিয়ে সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করেছিলাম।

১০১. তখন তিনি এক ধর্মকথিকা ভিক্ষুণীর ভূয়সী প্রশংসা করে তাকে ধর্মকথিকা শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম।

১০২. তারপর আমি সশ্রাবক লোকনায়ক সুগতকে নিমন্ত্রণ করে মহাদান দিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১০৩-১০৪. তখন সুগত আমাকে মধুর স্বরে বলেছিলেন, তুমি আমার ও সংঘের সেবায় সদা নিরত, সদ্ধর্মশ্রবণে নিরত এবং তোমার মন বহু গুণে গুণান্বিত। হে ভদ্রে, তুমি খুশী হও। তোমার প্রার্থনা সফল হবে।

১০৫. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

১০৬. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী ধর্মদিন্না নাম্নী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

১০৭. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি আজীবন মহামুনি বিনায়ক বুদ্ধকে মৈত্রীতদ্গত চিত্তে চতুর্প্রত্যয়ে পরিচর্যা করেছিলাম।

১০৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

১০৯. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১১০. তখন বারাণসী নগরে কাশিরাজ কিকী নরেশ্বর মহর্ষি বুদ্ধের সেবক ছিলেন।

১১১. সেই রাজার ষষ্ঠ কন্যা ছিলাম আমি। আমার নাম ছিল সুধম্মা। জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে আমি প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা করেছিলাম।

১১২. কিন্তু বাবা আমাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দেননি। তাই তখন আমরা গৃহে থেকেই বিশ হাজার বৎসর অতন্দ্রভাবে বিচরণ করেছিলাম।

[তৃতীয় ভাণবার সমাপ্ত]

১১৩. আমরা সাতজন সুখিনী রাজকন্যা সবাই মিলে খুশী মনে ব্রহ্মচর্যা ও বুদ্ধসেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

১১৪. সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছে, সমনী, সমণগুত্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষুদায়িকা, ধম্মা, সুধম্মা ও সংঘদায়িকা।

১১৫. বর্তমানে যথাক্রমে ক্ষেমা, উৎপলাবর্ণা, পটাচারা, কুণ্ডলাকেশা, কৃশাগৌতমী, আমি ও বিশাখা।

১১৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১১৭. এই শেষ জন্মে আমি রাজগৃহের এক ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্ম নিয়েছি।

১১৮. আমি ভীষণ রূপবতী হলাম। যৌবনে পদার্পণ করার পর আমি স্বামীগৃহে গিয়ে বেশ সুখেই বসবাস করতে লাগলাম।

১১৯. একদিন আমার স্বামী লোকশরণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনে অনাগামীফল লাভ করেছে।

১২০. আমিও তার অনুমতি নিয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। তারপর আমি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

১২১. তখন আমার (পূর্বতন স্বামী) উপাসক আমার কাছে এসে কিছু গম্ভীর ও নিপুণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে আমি তার যথাযথ উত্তর দিয়েছি।

১২২. জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমার গুণে খুশী হয়ে আমাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন, 'আমি ধর্মাদিন্নার মতো ধর্মকথিকা অন্য একজন ভিক্ষুণীকেও দেখতে পাচ্ছি না।'

১২৩. হে ভিক্ষুগণ, ধর্মদিন্না ভিক্ষুণী অত্যন্ত ধীরা। তোমরা তাকে এভাবেই অবধারণ করো।

১২৪. আমি বুদ্ধের উপদেশ পালন করেছি। বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার নেমে গিয়েছে। আমার ভবনেত্রি তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

১২৫. যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

১২৬-১২৭. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

১২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই ধর্মদিন্না ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধর্মদিন্না থেরী অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সকুলা থেরী অপদান

১৩১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী, নায়ক, পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৩২-১৩৬. তিনি সকল সত্ত্বের পরম হিতৈষী, অর্থ-হিতকামী, পুরুষশ্রেষ্ঠ, যশস্বী, শ্রীমান, কীর্তিমান জিন, সর্বলোকের দ্বারা পূজিত, বিশ্ববিশ্রুত, বিচিকিৎসা-উত্তীর্ণ, সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত, পরিপূর্ণ মনস্কাম, পরম সম্বোধিপ্রাপ্ত, অনুৎপন্ন মার্গের উৎপন্নকারী নরোত্তম, অব্যাখ্যাতের ব্যাখ্যাকারী, অসঞ্জাতের সঞ্জাতকারী, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গদেশক, নরশ্রেষ্ঠ, মার্গকুশল শাস্তা ও শ্রেষ্ঠ সারথী।

১৩৭. মহাকারুণিক নায়ক শাস্তা তখন কামপঙ্কে নিমগ্ন প্রাণীদের উদ্ধারের তরে ধর্মদেশনা করতেন।

১৩৮. তখন আমি হংসবতী নগরে এক রাজকন্যা হয়ে জন্মেছিলাম। আমি ছিলাম ভীষণ রূপবতী, ধনী, দয়ামতি ও পরমা সুন্দরী।

১৩৯. আমি তখন মহারাজ আনন্দের পরমা সুন্দরী কন্যা। আর পদুমুত্তর বুদ্ধের বৈমাত্রেয়া বোন।

১৪০. একদিন আমি অন্য রাজকন্যাদের সাথে সর্বালংকারে ভূষিতা হয়ে মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

১৪১. তখন তিনি পরিষদের মধ্যে এক দিব্যচক্ষুধারিনী ভিক্ষুণীর ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন এবং সেই ভিক্ষুণীকে শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছিলেন।

১৪২. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তারপর শাস্তা সম্বুদ্ধকে দান দিয়ে পূজা করে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১৪৩. তখন শাস্তা আমাকে বলেছিলেন, নন্দে, তোমার প্রার্থনা সফল হবে। তুমি যে প্রদীপ দান করেছ, তাতে তার ফল একদম সুনিশ্চিত।

১৪৪. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

১৪৫. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী সকুলা নাম্নী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

১৪৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

১৪৭. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী, কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৪৮. তখন আমি এক একাচারিনী পরিব্রাজিকা ছিলাম। ভিক্ষার জন্যে বিচরণ করে আমি মাত্র কিছু তেল পেয়েছিলাম।

১৪৯. সেই তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে অতীব প্রসন্নমনে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের চৈত্যকে পূজা করেছিলাম।

১৫০. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

১৫১. সেই কর্মের ফলে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই বড় বড় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকত।

১৫২. আমি পাহাড়-পর্বত ভেদ করে দিক-বিদিক যেদিকে ইচ্ছা করতাম সেদিকে অনায়াসে দেখতে পেতাম। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

১৫৩. জন্মে জন্মে আমি বিশুদ্ধ চক্ষুর অধিকারী হতাম। আমি যশস্বী হয়ে জ্বল জ্বল করতাম। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

১৫৪. এই শেষ জন্মে আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি রাজ-প্রদত্ত প্রভূত ধনধান্য নিয়ে বেশ সুখে দিনাতিপাত করেছি।

১৫৫. একদিন সুগত নগরে প্রবেশ করছিলেন এমন সময় আমি সর্বাঙ্গে অলংকার পরিধান করে জানালার পাশে দাঁড়ালাম।

১৫৬. তখন আমি দেবমনুষ্য-পূজিত, অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন, মহাপুরুষ-লক্ষণে ভূষিত জ্যোতির্ময় ও যশস্বী বুদ্ধকে দেখতে পেলাম।

১৫৭. তখন আমি উদগ্রচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করেছি। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

১৫৮-১৫৯. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

১৬০. আমি বুদ্ধের উপদেশ পালন করেছি। বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার নেমে গিয়েছে। আমার ভবনেত্রি তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

১৬১. যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

১৬২. তারপর নরোত্তম মহাকারুণিক শাস্তা আমাকে দিব্যচক্ষুধারী ভিক্ষুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

১৬৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সকুলা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সকুলা থেরী অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নন্দা থেরী অপদান

১৬৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী, নায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৬৭. উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সকল প্রাণীর উদ্ধারকারী, দেশনাকুশল বুদ্ধ বহু জনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

১৬৮. সকল প্রাণীর পরম হিতৈষী, অনুকম্পাপরায়ণ, কারুণিক, বুদ্ধ সকল অন্যতীর্থিয়কে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৬৯-১৭০. এভাবেই তিনি ছিলেন নিরাকূল, তীর্থিয়শূন্য, বৈচিত্রপূর্ণ বশীভূত অর্হৎ পরিবেষ্টিত, আটান্ন প্রকার রত্নতুল্য উজ্জ্বল মহামুনি, সুবর্ণতুল্য ও বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট।

১৭১. তৎকালীন স্বাভাবিক আয়ু লক্ষ বৎসর জীবিত থেকে তিনি বহু জনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

১৭২. তখন আমি হংসবতী নগরে এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মেছিলাম। আমি নানাবিধ রত্ন-সমন্বিত হয়ে মহাসুখে দিনাতিপাত করছিলাম।

১৭৩. একদিন আমি মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে অমৃতোপম, পরম আস্বাদযুক্ত, পরমার্থ-নিবেদক ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

১৭৪. তখন আমি সশ্রাবক লোকনায়ক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে নিজ হাতে প্রসন্নমনে মহাদান দিয়েছিলাম।

১৭৫. তারপর আমি সশ্রাবক লোকনায়ক ধীর বুদ্ধের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ধ্যানী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে আসীন হবার প্রার্থনা নিবেদন করেছিলাম।

১৭৬. তখন অদান্তকে দমনকারী, ত্রিলোকশরণ, প্রভু নরসারথি বুদ্ধ আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার প্রার্থনা সফল হবে।'

১৭৭. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

১৭৮. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী নন্দা নাম্নী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

১৭৯. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তারপর থেকে আজীবন আমি মৈত্রীতদ্গত চিত্তে বিনায়ক বুদ্ধকে চতুর্প্রত্যয় দিয়ে সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

১৮০. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৮১. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে যাম দেবলোকে, সেখান চ্যুত হয়ে তুষিত দেবলোকে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে নির্মাণরতি দেবলোকে এবং সেখান থেকে চ্যুত হয়ে পরনির্মিত-বশবর্তী দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৮২. সেই কর্মের ফলে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করেছি সর্বত্রই রাজমহিষী হয়েছিলাম।

১৮৩. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি বহুবার চক্রবর্তী রাজা ও প্রাদেসিক রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

১৮৪. দেবমনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে আমি দেবমনুষ্যলোকে সর্বত্রই সুখী হয়ে বহুকল্প বিচরণ করেছিলাম।

১৮৫. এই শেষ জন্মে আমি কপিলবাস্তু নগরে শুদ্ধোদন রাজার অনিন্দিতা কন্যা হয়েছিলাম।

১৮৬. আমার রূপশ্রী দেখে সেই কুল আনন্দিত হয়েছিল। সে কারণে আমার নাম রাখা হলো 'নন্দা'।

১৮৭. সেই কপিলবাস্তু নগরে একমাত্র যশোধরা ব্যতীত সকল যুবতির মধ্যে আমিই কল্যাণী তথা সুন্দরী বলে পরিচিত হয়েছিলাম।

১৮৮. আমার বড় ভাই ত্রিলোকাগ্র বুদ্ধ আর মেঝো ভাই অর্হৎ, আমিই শুধু একাকী গৃহস্থ হয়ে আছি। মাতা আমাকে এই বলে উৎসাহবাক্যে আপ্যায়িত করেছিলেন :

১৮৯. তুমি শাক্যকুলে জন্ম নেওয়া বুদ্ধের অনুজা তথা ছোট বোন। নন্দও প্রব্রজ্যা নিয়েছে। একাকী তুমি গৃহে থেকে কী করবে?

১৯০. এই যৌবন একদিন জরাগ্রস্ত হবে। এই রূপ বড়ই অশুচি। এই নীরোগ দেহে যেকোনো সময় রোগ জেঁকে বসতে পারে। এই জীবন যেকোনো সময় মৃত্যুমুখে পড়তে পারে।

১৯১-১৯৩. নানাবিধ অলংকারে ভূষিত এই রূপকে এখন মনে হচ্ছে শুভ, কান্ত, মনোহর ও সুন্দর স্তূপের মতো। এই পুঞ্জিত লোকসার, নয়ন-রসায়ন, পুণ্য-কীর্তিজনক ও ওক্কাকুকুলের নন্দন তোমার এই দেহে অচিরেই জরা আক্রমণ করবে। অতএব গৃহত্যাগ করে তুমি মহাকারুনিকের অনিন্দিত ধর্মে বিচরণ কর।

১৯৪. মায়ের কথা শুনে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। তারপরও আমি মনে মনে দেহের প্রতি যে রূপ-যৌবন-লোলুপতা ত্যাগ করতে পারিনি।

১৯৫. মাতা আমাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে ধ্যান করতে বললেও আমি কিন্তু তাতে কোনো উৎসাহ পেতাম না।

১৯৬-১৯৭. তারপর মহাকারুণিক বুদ্ধ আমাকে কাম-লালসাগ্রস্ত দেখে রূপের প্রতি অনাসক্তি উৎপাদনার্থে আমার চক্ষুপথে স্বীয় ঋদ্ধিবলে এক স্ত্রীলোক তৈরি করলেন। মেয়েটি ভীষণ সুন্দরী, অভিরূপা, মমতাময়ী ও সুশ্রী।

১৯৮. তাকে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। আরও বেশি বিস্মিত হলাম তার রূপ দেখে। আমি ভাবলাম, আমার মনুষ্যচক্ষু লাভ আজ সফল হলো।

১৯৯. আমি তাকে বললাম, এসো সুভগে, তোমার কী প্রয়োজন আমাকে বলো। যদি আমায় প্রিয় ভাবো, তবে তোমার কুল, নাম, গোত্র কী তা আমায় বলো।

২০০. হে সুভগে, আমায় বঞ্চিত করো না। আমার কোলে শয়ন করো। আমার কোলে শায়িত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।

২০১. তারপর সেই সুলোচনা কন্যা আমার কোলে মাথা রেখে শয়ন করল। অকস্মাৎ তার কপালে এক ভয়ংকর মাকড়সার কামড়ে এক ফোঁসকা দেখা দিল। সাথে সাথে সেটি ফুলে উঠল, ঘৃণ্য ও রক্তাক্ত হলো।

২০৩. ফুলে ফেঁপে উঠা মুখ থেকে অশুচি দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। সেটি ক্রমে আরও স্ফীত হলো। সেখান থেকে রক্তাক্ত পুঁজ বের হতে লাগল।

২০৪. তার সর্বাঙ্গে প্রবল যন্ত্রণা শুরু হলো। সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল, আর করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগল এই বলে :

২০৫. আমি বিষম দুঃখ পাচ্ছি, অসম্ভব যন্ত্রণা ভোগ করছি। হে সখী, এখন আমি মহাদুঃখে নিমগ্ন, তুমিই আমার আশ্রয় হও।

২০৬. তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, কোথায় তোমার মুখের শোভা! কোথায় তোমার উন্নত নাক! কোথায় গেল তোমার লাল ললাট! কোথায় গেল তোমার মুখ!

২০৭. কোথায় তোমার শশীর ন্যায় স্নিগ্ধ বর্ণ! কোথায় গেল তোমার সেই উন্নত গ্রীবা! তোমার সেই কর্ণ দুটি আজ ঝুলে পড়েছে, আর বিবর্ণ বিশ্রী হয়েছে।

২০৮. তোমার উন্নত স্তনদ্বয় এখন শুষ্ক হয়ে ঝুলে পড়েছে! এই স্তনদ্বয় হতে অশুচি দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

২০৯. তোমার কটিদেশ কতই না বিশ্রী হয়েছে! এই দেহ আসলে জঘন্য কষাইখানা তুল্য! সে কারণেই এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে! অহো, এই দেহ যে বড়ই অশাশ্বত!

২১০. এই দেহ হতে উৎপন্ন সবকিছুই পূতি দুর্গন্ধময় ও ভয়ানক, শ্মাশানের ন্যায় বীভৎস! মূর্খরাই এই দেহে রমিত হয়।

২১১. তখন আমার ভাই মহাকারুণিক লোকনায়ক বুদ্ধ আমাকে সংবিগ্নচিত্ত দেখে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

২১২. হে নন্দা, এই পূতি দুর্গন্ধময়, অশুচি দেহকে দেখ। অশুভ-ভাবনা কর। চিত্তকে একাগ্র ও সমাহিত কর।

২১৩. এই দেহ যেমন, অন্য দেহগুলোও তেমন। অন্য দেহগুলো যেমন, এই দেহও তেমন। এই দুর্গন্ধপূর্ণ অশুচি দেহকে কেবল মূর্খরাই অভিনন্দিত করে।

২১৪. এই দেহকে যারা রাতদিন অতন্দ্রভাবে এভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তারা নিজ জ্ঞানে এই দেহের প্রকৃত ধর্ম দেখতে পায় ও বুঝতে পারে।

২১৫. বুদ্ধের এই গাথাগুলো শুনে আমি আরও বেশি সংবিগ্ন হলাম। আর তাতে আমি সেখানে দাঁড়িয়েই অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

২১৬. আমি যেখানেই বসি না কেন, সব সময় ধ্যানপরায়ণ হয়ে থাকি। বুদ্ধ আমার এই গুণে তুষ্ট হয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

২১৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২১৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই নন্দা ভিক্ষুণী জনপদকল্যাণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নন্দা থেরী অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. সোণা থেরী অপদান

২২০. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২২১. তখন আমি শ্রেষ্ঠীকুলে জন্ম নিয়ে বেশ সুখে অবস্থান করছিলাম। আমি ছিলাম সকলের পূজিত ও প্রিয়। একদিন মুনিবর বুদ্ধের কাছে গিয়ে আমি তাঁর মধুর উপদেশ শুনেছিলাম।

২২২-২২৩. তখন জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আরব্ধবীর্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক ভিক্ষুণীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। আমি শাস্তাকে মহাদান দিয়েছিলাম। তারপর আমি সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম। মহাবীর বুদ্ধ অনুমোদন করেছিলেন এই বলে : 'তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।'

২২৪. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

২২৫. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী সোণা নাম্নী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

২২৬. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তারপর আমি আজীবন জিনশ্রেষ্ঠ বিনায়ক বুদ্ধকে মৈত্রীচিত্তে চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

২২৭. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২২৮. এই শেষ জন্মে আমি শ্রাবস্তী নগরে এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

২২৯. যৌবনে পদার্পণ করার পর পরই আমার বিয়ে হয়েছে। তারপর আমি সুন্দর ফুটফুটে দশটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছি।

২৩০. তারা সবাই ছিল অত্যন্ত সুখী ও জনতার চোখে অতীব মনোহর। এমনকি তারা শত্রুদের কাছেও অত্যন্ত প্রিয়। আর আমার কাছে তো অবশ্যই প্রিয়।

২৩১. আমার দশ দশটি পুত্র আমার যথাযথ ভরণপোষণে সবিশেষ অপারগ। তারা আমাকে দেবাতিদেব বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হওয়ার পরামর্শ দিল।

২৩২. তখন আমি একাকী বসে চিন্তা করলাম, এভাবে থেকে আমার কী লাভ? এখন আমি আমার গর্ভজাত পুত্রদের দ্বারাই বর্জিত।

২৩৩. আমি সেখানেই চলে যাব, যেখানে আমার স্বামী চলে গিয়েছে। এভাবে চিন্তা করার পর আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২৩৪. তখন ভিক্ষুণীরা আমাকে এক ভিক্ষুণীনিবাসে নিয়ে গিয়ে কিছু উপদেশ দিয়ে জল গরম করতে বললেন।

২৩৫. তখন আমি নির্দেশ মোতাবেক জল এনে কলসিতে ভরে উনুনে চড়ালাম এবং তাতে মনোযোগ দিলাম।

২৩৬. পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মবশে দেখে সর্বাসব ক্ষয় করে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

২৩৭. তখন ভিক্ষুণীরা সেখানে এসে জল গরম করা হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করলে আমি তৎক্ষণাৎ তেজকৃৎস্ন ধ্যানে মগ্ন হয়ে শিগ্‌গির জল গরম করে দিয়েছিলাম।

২৩৮. তারা বিস্মিত হয়ে জিনবর বুদ্ধকে বিষয়টি অবগত করলেন। তা শুনে নাথ বুদ্ধ অত্যন্ত খুশী হয়ে এই গাথাটি বললেন :

২৩৯. আলস্যপরায়ণ ও হীনবীর্য হয়ে শত বৎসর বেঁচে থাকা অপেক্ষা উদ্যমশীল ও আরব্ধবীর্য হয়ে একদিন মাত্র বেঁচে থাকাও শ্রেয়।

২৪০. এভবে আমার দ্বারা মহাবীর বুদ্ধ আরাধিত, পূজিত হলেন। মহামুনি বুদ্ধ আমাকে আরব্ধবীর্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

২৪১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সোণা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সোণা থেরী অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. ভদ্রাকাপিলানী থেরী অপদান

২৪৪. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৪৫. তখন হংসবতী নগরে বিদেহ নাম্নী এক মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী ছিল। আমি তার ভার্যা ছিলাম।

২৪৬. একদিন শ্রেষ্ঠী সপরিষদ নরাদিত্য বুদ্ধের কাছে গিয়ে সর্ববিধ দুঃখ-ভয়বিদূরক ধর্মদেশনা শুনেছিলেন।

২৪৭-২৪৯. তখন নায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ তাঁর এক শ্রাবককে ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গুণকীর্তন করছিলেন। তা শুনে সে বুদ্ধকে সাত দিন যাবৎ দান দিয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিল। সেই নরপুঙ্গব তখন পরিষদকে আনন্দিত করে শ্রেষ্ঠীর প্রতি অনুকম্পা করে এই গাথাগুলো বলেছিলেন, 'তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। হে পুত্র, তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

২৫০. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্ম নেবেন।

২৫১. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী কাশ্যপ নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

২৫২. তা শুনে শ্রেষ্ঠী ভীষণ খুশী হয়েছিলেন। তারপর থেকে আজীবন মৈত্রীচিত্তে বিনায়ক বুদ্ধকে চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা সেবা-পরিচর্যা করেছিলেন।

২৫৩. শাসনকে উজ্জ্বল করে, অন্যতীর্থিদের দমন করে, দুর্বিনীতদের বিনীত করে সশ্রাবক পদুমুত্তর বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

২৫৪-২৫৫. পরিনির্বাপিত লোকাগ্র শাস্তাকে পূজা করার জন্যে শ্রেষ্ঠী জ্ঞাতি-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে সাত যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট, সম্পূর্ণ রত্নময়, শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, শালরাজের ন্যায় সুপুষ্পিত একটি স্তূপ নির্মাণ

করেছিলেন।

২৫৬. সেখানে তিনি সপ্তবিধ রত্ন দিয়ে তৈরি সাত লক্ষ মৃৎপাত্র তৈরি করিয়েছিলেন। সেগুলো নলাগ্নির মতো উজ্জ্বল হয়েছিল।

২৫৭. সকল সত্ত্বের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ মহর্ষি বুদ্ধকে পূজা করার জন্যে তিনি সুগন্ধ তৈল পূরিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন।

২৫৮. মহর্ষি বুদ্ধকে পূজা করার জন্যে তিনি সপ্তবিধ রত্নে পরিপূর্ণ সাত লক্ষ কুম্ভ তৈরি করেছিলেন।

২৫৯. মধ্যে মধ্যে বহু মূল্যবান কাঞ্চনে পরিপূর্ণ আটটি করে কুম্ভ শরতের আকাশে দিবাকরের মতো উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছিল।

২৬০. চৌদিকের চারটি দ্বারে প্রতিষ্ঠিত তোরণগুলো এবং রত্নময় উন্নত ফলকগুলো অতিশয় শোভা বর্ধন করছিল।

২৬১. চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করে থাকা সুনির্মিত পরিখাগুলো ও রত্নময় উড্ডীন পাতাগুলো বেশ আলোকিত করছিল।

২৬২. সুরক্ত, সুনির্মিত ও সুসজ্জিত রত্নময় চৈত্যটি উজ্জ্বল দিবাকরের মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছিল।

২৬৩. সেই স্তূপটির তিনটি বেদীর মধ্যে একটি হরিদ্বর্ণে, একটি মনোশিলায় ও অপরটি অঞ্জন দিয়ে পূর্ণ চৈত্যটিকে পূজা করে তিনি আজীবন যথাশক্তি সংঘকে দান করেছিলেন।

২৬৪. এভাবে রমণীয় চৈত্যটিকে পূজা করে তিনি আজীবন যথাশক্তি সংঘকে দান করেছিলেন।

২৬৫. তখন আমি শ্রেষ্ঠীর সাথে আজীবন সে-সকল পুণ্যকর্ম করে তার সাথেই সুগতি স্বর্গলোকে জন্মেছিলাম।

২৬৬. দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে শরীরের ছায়ার ন্যায় তার সাথেই সংসারে বিচরণ করেছিলাম।

২৬৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিদর্শক, চারুদর্শন, নায়ক বিপশ্যী বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৬৮. তখন তিনি (শ্রেষ্ঠী) বন্ধুমতি নগরে এক হতদরিদ্র, কিন্তু গুণবান ও সৎ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলেন।

২৬৯. তখনো আমি তার সহধর্মিনী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন তিনি মহামুনি বুদ্ধের কাছে ধর্মশ্রবণের জন্যে গিয়েছিলেন।

২৭০. শ্রোতৃমণ্ডলীর একপ্রান্তে বসে অমৃতোপম ধর্মদেশনা শুনে ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলেন এবং একটি পরিধেয় বস্ত্র দান করেছিলেন।

২৭১. অন্য একটি পরিধেয় বস্ত্রে ঘরে এসে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমি যে বুদ্ধকে একটি বস্ত্র দান করেছি, তুমি সেই মহাপুণ্য অনুমোদন করো।'

২৭২. তখন আমি হাত জোড় করে এই বলে অনুমোদন করেছিলাম, 'হে প্রভু, তুমি যে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে একটি বস্তু দান করেছ, তা খুব ভালো করেছ।'

২৭৩. বেশ সুখে ভবসংসারে বিচরণ করে তিনি বারাণসী নগরে এক মহিপতি রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২৭৪. তখনো আমি তার প্রধান মহিষী হয়েছিলাম। পূর্বস্নেহবশত আমি তার অতীব প্রিয় ছিলাম।

২৭৫. একদিন পিণ্ডার্থে বিচরণরত আটজন পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি তাঁদের উত্তম পিণ্ড দান করেছিলেন।

২৭৬. পুনরায় তিনি তাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তারপর তাদের জন্য দক্ষ কারিগর দিয়ে রত্নময় মণ্ডপ ও স্বর্ণময় ছাতা তৈরি করেছিলেন।

২৭৭. তারপর সেই পচ্চেক বুদ্ধগণকে সমবেত করিয়ে স্বর্ণময় আসনে বসিয়ে নিজ হাতে প্রসন্নমনে সেগুলো দান করেছিলেন।

২৭৮. তখনো আমি তার সহদাতা ছিলাম। পুনরায় আমি বারাণসীর এক কাশীগ্রামে জন্মেছিলাম।

২৭৯. এক সম্ভ্রান্ত কুটুম্বিকের ঘরে বেশ সুখে দেবর-ননদসহ বাস করছিলাম। আমি ছিলাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসম্ভব পতিব্রতা ভার্যা।

২৮০. তখন আমি এক পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে আমার ছোট ননদের ভাগের অন্ন দান দিয়ে তাকে তা জানিয়েছিলাম।

২৮১. সে তা অনুমোদন করেনি। আমি তার অন্ন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ননদ পুনরায় পচ্চেক বুদ্ধকে সেই অন্ন দান দিয়েছিল।

২৮২. তখন আমি ক্রুদ্ধচিত্তে সেই অন্ন ফেলে দিয়ে পচ্চেক বুদ্ধের পাত্র কাঁদা মাটিতে পূর্ণ করে দিয়েছিলাম।

২৮৩. এমনকি পদুষ্ট মনে দান দিলেও দানগ্রহণে পচ্চেক বুদ্ধগণকে সমচিত্তসম্পন্ন দেখে তখন আমি সংবিগ্ন হয়েছিলাম।

২৮৪. পুনরায় পাত্র নিয়ে উহা খালি করে সুগন্ধি চূর্ণ দিয়ে মেজে প্রসন্নমনে সুমিষ্ট খাদ্যে পূর্ণ করে দান করেছিলাম।

২৮৫. প্রার্থনা করেছিলাম, এই দানের প্রভাবে জন্মে জন্মে আমি যেন সুশ্রী ও উজ্জ্বল দেহ প্রাপ্ত হই এবং আমার মুখ থেকে দুর্গন্ধ না ছড়ায়।

২৮৬. পুনরায় আমি খুশী মনে মহাবীর কাশ্যপ বুদ্ধের ধাতুচৈত্যে একটি

সোনার ইট দান করেছিলাম।

২৮৭. সেই ইটে চারি প্রকার সুগন্ধ চূর্ণ মাখিয়ে দিয়ে আমি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ দুর্গন্ধ দোষমুক্ত হয়েছিলাম।

২৮৮-২৮৯. এভাবে সাত প্রকার রত্ন দিয়ে তৈরি সাত হাজার ঘৃততৈলের প্রদীপ লোকনাথ বুদ্ধকে পূজা করার জন্যে অতীব প্রসন্নমনে স্থাপন করেছিলাম।

২৯০. তখন সেই পুণ্যপ্রভাবে তার বোন কাশীরাজ্যে জন্মেছিল। তার নাম রাখা হয়েছিল সুমিত্তা।

২৯১. আমি কাশি রাজের অত্যন্ত প্রিয় ভার্যা হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমি এক পচ্চেক বুদ্ধকে একটি শালবস্ত্র দান করেছিলাম।

২৯২. সেই দান অনুমোদন করলে আমি পুণ্যের ভাগীদার হয়েছিলাম। পুনরায় তিনি কাশিরাজ্যের কোলিয় জাতিতে জন্মেছিলেন।

২৯৩. তখন তিনি পাঁচশত কোলিয় পুত্রের সাথে পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধকে সেবা-পূজা করেছিলেন।

২৯৪. তিনি তাদের তিনমাস যাবৎ ভোজনে তৃপ্ত করিয়ে ত্রিচীবর দান করেছিলেন। তখন আমি তার ভার্যা ছিলাম এবং পুণ্যকর্মে সহায়তাকারিনী ছিলাম।

২৯৫. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি নন্দ নামক মহাযশস্বী রাজা হয়েছিলেন। তখনো আমি তার সর্বৈশ্বর্যশালিনী রাণী হয়েছিলাম।

২৯৬-২৯৭. তখন ব্রহ্মদত্ত রাজা মহিপতি হয়েছিলেন। তখন আমি পদুমবতীর পুত্র পাচঁশত পচ্চেক বুদ্ধকে আজীবন সেবা করেছিলাম। তাদের সকলকে রাজোদ্যানে নিয়ে গিয়ে পরিনির্বাপিত হওয়ার পরও পূজা করেছিলাম।

২৯৮. তাদের উদ্দেশ্যে চৈত্য তৈরি করিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রব্রজিত হয়েছিলাম এবং অপ্রমেয় তথা ব্রহ্মাবিহার ভাবনা করে ব্রহ্মালোকে জন্মেছিলাম।

২৯৯. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি মহাতীর্থে পিপ্‌ফলি নামক যুবক হয়ে জন্মেছিলেন। তার মাতার নাম সুমনাদেবী ও তার পিতা কোশিগোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

৩০০. আর আমি মর্দ জনপদের সাগল নগরে ব্রাহ্মণের কন্যা হয়ে জন্মেছিলাম। আমার মাতার নাম সুচীমতি।

৩০১. আমার পিতা আমাকে ঘনকাঞ্চনের প্রতিমা তুল্য দেখে

কামনাবর্জিত কাশ্যপ ধীরের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

৩০২. সেই কাশ্যপ ধীর একদিন নিজ কর্মস্থলে গিয়ে কাক প্রভৃতি পাখিগুলো অন্য প্রাণীদের খেতে দেখে ভীষণ সংবেগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৩০৩. এদিকে আমিও ঘরের মধ্যে জলাধারে জাত কৃমিকুলকে কাক প্রভৃতি পাখিগুলো খেতে দেখে সংবেগপ্রাপ্ত হয়েছিলাম।

৩০৪. তারপর সেই কাশ্যপ ধীর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তাকে দেখে আমিও তার সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমি পাঁচ বৎসর যাবৎ পরিব্রাজক আশ্রমে বাস করেছিলাম।

৩০৫. বুদ্ধকে লালন-পালনকারিনী মাসিমা গৌতমী যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন, তখন আমিও তার কাছে গিয়ে বুদ্ধের দ্বারা অনুশাসিত হয়েছিলাম।

৩০৬. আমি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। অহো, কাশ্যপের কী মহৎ কল্যাণমিত্রতা!

৩০৭. বুদ্ধের যোগ্য উত্তরসূরি কাশ্যপ অতীব সুসমাহিত, তিনি পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি স্বর্গলাভের উপায় পরিস্কার দেখতে পান।

৩০৮. তিনি জন্মক্ষয়ী ও অভিজ্ঞালাভী মুনি এবং ত্রিবিদ্যালাভী ব্রাহ্মণ।

৩০৯. ঠিক তদ্রুপ এই ভদ্রাকপিলানী ও ত্রিবিদ্যালাভী, জন্মক্ষয়ী। তিনিও সসৈন্য মারকে পরাজিত করে অন্তিম দেহ ধারণ করেছেন।

৩১০. পৃথিবীর যত সব আদীনব তথা দোষ দেখেই আমরা উভয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। এখন আমরা দমিত, শীতিভূত, নিবৃত, ক্ষীণাসব অর্হৎ।

৩১১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩১২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই ভদ্রাকাপিলানী ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভদ্রাকাপিলানী থেরী অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. যশোধরা থেরী অপদান

৩১৪. একসময় নরনায়ক বুদ্ধ সমৃদ্ধ ও রমণীয় রাজগৃহে নগরের পর্বত কন্দরে বাস করছিলেন।

৩১৫. সেই নগরের ভিক্ষুণীনিবাসে বাস করার সময় যশোধরা ভিক্ষুণীর মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল :

৩১৬-৩১৮. শুদ্ধোদন মহারাজ, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, অভিজ্ঞালাভী মহাথেরগণ, মহাঋদ্ধিমতি থেরীবৃন্দা সবাই লোকনাথ বুদ্ধের জীবতাবস্থায় দীপশিখার ন্যায় পরম শান্তিপদ নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন। 'আমিও সেই শান্তিপদ নির্বাণে গমন করব' এই ভেবে নিজের আয়ু আরও কতদিন আছে তা দেখতে লাগলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, আজই তার আয়ুষ্কাল শেষ।

৩১৯-৩২০. তারপর তিনি পাত্র-চীবর নিয়ে নিজ আশ্রম হতে বের হয়ে পাঁচশত ভিক্ষুণী-পরিবেষ্টিত হয়ে মহাঋদ্ধিমান, মহাপ্রাজ্ঞ সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে শাস্তার একপার্শ্বে বসে এই কথা নিবেদন করেছিলেন :

৩২১. হে মহামুনি, আমার বয়স এখন আটাত্তর বৎসর। জীবনের একদম শেষ প্রান্তে উপনীত। এই পর্বত-কন্দরে এসে আমি আপনাকে অবগত করছি।

৩২২. আমার বয়স এখন পরিপক্ব। আমার জীবনের সামান্য মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন আমি আপনাদের ত্যাগ করে চলে যাব। আমার শরণ আমি নিজেই করে নিয়েছি।

৩২৩. এখন আমার জীবনের একদম শেষ সময়। মরণ আমাকে গ্রাস করে ফেলবে। হে মহাবীর, আজ রাতেই আমি পরিনির্বাণ লাভ করব।

৩২৪. হে মহামুনি, যেখানে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু কোনোটিই নেই, সেই অজর, অমর, অসংস্কৃত নির্বাণে গমন করব।

৩২৫. শাস্তার সামনে বসে থাকা সমগ্র পরিষদের কাছে কোনো অপরাধ করে থাকলে আপনারা মহামুনির সামনেই আমায় ক্ষমা করুন।

৩২৬. সংসারে বিচরণ করে আমি যদি আপনার কাছে কোনো অপরাধ করে থাকি, হে মহাবীর, আমার সেই কৃত অপরাধ অকপটে স্বীকার করছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

৩২৭-৩২৮. তার কথা শুনে মুনিন্দ্র বুদ্ধ এই কথা তাকে বলেছিলেন, 'নির্বাণগামিনীকে এর চাইতে বেশি কী আর বলব? তুমি আমার উপদেশ পালনকারিনী, তুমি ঋদ্ধি প্রদর্শন কর। এই পরিষদের সমস্ত সন্দেহ দূর কর।

৩২৯. মুনিন্দ্র বুদ্ধের কথা শুনে যশোধরা ভিক্ষুণী মুনিন্দ্র বুদ্ধকে বন্দনা করে এই কথা নিবেদন করেছিলেন :

৩৩০. হে বীর, আমার নাম যশোধরা। আমি আপনার গৃহীকালীন ভার্যা। আমার জন্ম শাক্যকুলে। আমি একজন সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণা স্ত্রী।

৩৩১. হে বীর, গৃহীকালীন আমিই ছিয়ানব্বই লক্ষ নারীর মধ্যে সবচেয়ে প্রমুখা ও শ্রেষ্ঠা ছিলাম।

৩৩২. আমি ছিলাম ভীষণ রূপবতী, গুণবতী, যুবতি ও প্রিয়া। লোকেরা সবাই আমাকে দেবতার ন্যায় সম্মান করত।

৩৩৩. শাক্যপুত্রের নিবাসে আমিই ছিলাম লক্ষ কন্যার মধ্যে প্রমুখা ও সমসুখ-দুঃখের অধিকারী দেবতাতুল্য নন্দন।

৩৩৪. কামধাতু অতিক্রম করে তারা রূপধাতুতে স্থিত হয়েছে। একমাত্র লোকনায়ক বুদ্ধব্যতীত অন্য কেউ তার রূপের তুল্য ছিল না।

৩৩৫. সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে তিনি শাস্তাকে ঋদ্ধি দেখালেন, বহু ধরনের মহান সব ঋদ্ধি দেখালেন।

৩৩৬-৩৩৮. দেহকে চক্রবালের সমান করলেন। মাথাটি রাখলেন উত্তরকুরুতে। উভয় পাখা দুটি দ্বীপে আর শরীরটি রাখলেন জম্বুদ্বীপে। দক্ষিণের সরোবরে রাখলেন পুচ্ছ, আর পত্রপল্লবে সুশোভিত ডালাপাল, চন্দ্র-সূর্যরূপ দুটি চোখকে মেরুপর্বতের উপর রাখলেন। চক্রবালগিরিকে করলেন মুখতুণ্ড তথা ঠোঁট আর সমূলক জম্বুবৃক্ষকে ব্যজনী বানিয়ে বাতাস করতে করতে লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়ে বন্দনা করলেন।

৩৩৯. অনুরূপভাবে তিনি কখনো হস্তিবর্ণ, কখনো পর্বত, সাগর, চন্দ্র, সূর্য, মেরু ও শক্রবর্ণ ধারণ করে ঋদ্ধি দেখালেন।

৩৪০. হে বীর, আমি যশোধরা। হে চক্ষুষ্মান, আমি আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি। তারপর তিনি হাজার লোকধাতুকে পদ্মফুল দিয়ে ছেয়ে ফেললেন।

৩৪১. নিজে ব্রহ্মবর্ণ ধারণ করে শূন্যে ধর্মদেশনা করলেন। তারপর আরও বললেন, হে বীর, আমি যশোধরা। হে চক্ষুষ্মান, আমি আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি।

৩৪২-৩৪৩. হে মহামুনি, আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল। এখন আমার আর পুনর্জন্ম নেই।

৩৪৪. হে মহাবীর, অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, একমাত্র আপনার কাছে এসেই।

৩৪৫. পূর্ব পূর্ব লোকনাথ বুদ্ধগণ আপনার সাথে আমার সম্পর্কের কথা বলে দিয়েছিলেন। হে মহামুনি, একমাত্র আপনার উদ্দেশেই আমি বহু পুণ্যকর্ম করেছি।

৩৪৬. হে মুনি, আমি যেই পুণ্য সঞ্চয় করেছি, সেই কুশলপুণ্য স্মরণ করুন। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার উদ্দেশেই আমি পুণ্য সঞ্চয় করেছি।

৩৪৭. অযোগ্য স্থান বর্জন করে আমি বহু অনাচার তথা অন্যায় কাজ ত্যাগ করেছি। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার উদ্দেশেই আমি বহুবার জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেছি।

৩৪৮. বহু কোটি হাজারবার আপনি আমায় স্ত্রীর আসনে বসিয়েছেন। তাতে আমি কখনো অখুশী হইনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৪৯. বহু কোটি হাজারবার আপনি আমায় উপকার করেছিলেন। তাতে আমি কখনো অখুশী হইনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫০. বহু কোটি হাজারবার আপনি আমায় ভোজন দিয়েছিলেন। আমি তাতে কখনো অখুশী হইনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫১. আমি বহু কোটি হাজারবার জীবন ত্যাগ করেছিলাম। 'ভয় থেকে মুক্ত করব' এই আশায় আমি জীবন পর্যন্ত দান করেছি।

৩৫২. অঙ্গভূষণ, অলংকার ও নানা প্রকার বস্ত্র আমি কখনো লুকানোর চেষ্টা করিনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫৩. হে মহামুনি, আমি অসংখ্য হস্তি, অশ্ব, গরু, দাস-দাসী ও পরিচারিকা ত্যাগ করেছি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫৫. আমি যখনই ভেবেছি যে 'আমি যাচকদের দান করব' কখনো নিজেকে মনঃক্ষুন্ন হতে দেখিনি। তাই আমি উত্তম দান দিয়েছি।

৩৫৬. হে মহাবীর, সংসারে বিচরণকালে আমি নানাবিধ দুঃখ (হাসিমুখে) মেনে নিয়েছি, আর তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫৭. হে মহামুনি, আমি সুখে আত্মহারা হইনি, দুঃখে দুর্মনা হইনি। সর্বত্রই আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। আর তা একমাত্র আপনার জন্যেই হয়েছি।

৩৫৮. সম্বুদ্ধ যেই ধর্ম আবিস্কার করেছেন, হে মহামুনি, আমিও সেই পথে হেঁটে সুখ-দুঃখ ভোগ করে পরম বোধি লাভ করেছি।

৩৫৯. আমি বহুবার দেব, ব্রহ্মা, লোকনায়ক গৌতম সম্বুদ্ধ ও অন্যান্য লোকনাথ বুদ্ধগণের সাক্ষাৎ পেয়েছি।

৩৬০. হে মহামুনি, একমাত্র আপনার জন্যেই আমি বহুবার পুণ্যকর্ম করেছি। বুদ্ধধর্ম গবেষণা করতে গিয়ে আমি বহুবার আপনার পরিচারিকা হয়েছি।

৩৬১. আজ থেকে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প আগে পৃথিবীতে লোকনায়ক মহাবীর দীপংকর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩৬২. একসময় এক প্রত্যন্ত দেশে তথাগত নিমন্ত্রিত হলে পরে তার আগমনের রাস্তাটি বহু মানুষ মিলে খুশী মনে পরিস্কার করছিল।

৩৬৩. সেই সময় সুমেধ নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সর্বদর্শী বুদ্ধের আগমন রাস্তাটি ঋদ্ধিযোগে ঠিক করে দিয়েছিলেন।

৩৬৪. সেই সময় আমি এক ব্রাহ্মণকন্যা ছিলাম। আমার নাম ছিল সুমিত্তা। আমি সেই জনসমাগমে গিয়েছিলাম।

৩৬৫. আমি শাস্তাকে পূজা করার জন্যে হাতে আটটি উৎপলপুষ্প নিয়ে বিশাল জনতার মধ্যে এক মহানুভব ঋষিকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৬৬. এমন চিরানুগত, দয়াময়, অতি মনোহর ঋষিকে দেখে তখন আমার মনে হয়েছিল যে, 'আমার জীবন সফল'।

৩৬৭. তখন সেই ঋষির প্রচেষ্টা সফল হতে দেখেছিলাম। পূর্বকৃত কর্ম-প্রভাবে আমার চিত্ত সম্বুদ্ধের প্রতিও প্রসন্ন ছিল।

৩৬৮. তার চেয়ে আরও বেশি মহৎপ্রাণ ঋষির প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম। আমি তাকে দান দেওয়ার মতো কিছুই দেখতে পাইনি। তাই আমি (মনে মনে ভাবলাম) ঋষিকে সেই ফুলগুলোই দান করব।

৩৬৯. হে মহান ঋষি, এই পাঁচটি ফুল আপনার হোক, আর এই তিনটি আমার হোক। হে মহান ঋষি, বোধিজ্ঞান লাভের সময়ও তদ্রুপ ফল হোক।

[চতুর্থ ভাণবার সমাপ্ত]

৩৭০. ঋষি সেই ফুলগুলো নেওয়ার পর তখন মহাযশস্বী বুদ্ধ আসছিলেন। মহাঋষি তখন বিপুল জনতার সামনে বোধিজ্ঞান লাভের জন্যে সেই ফুলগুলো দিয়ে পূজা করেছিলেন।

৩৭১. মহামুনি, মহাবীর দীপংকর বুদ্ধ বিশাল জনতার মধ্যে মহৎপ্রাণ ঋষিকে দেখে বর্ণনা করেছিলেন।

৩৭২. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প আগে মহামুনি দীপংকর বুদ্ধ আমার কর্ম সম্বন্ধে বলেছিলেন।

৩৭৩. হে মহাঋষি, এই কৃতকর্মের প্রভাবে একমাত্র তোমার জন্যেই সে সমচিত্তসম্পন্না, সমকর্মা, সমকারিনী ও প্রিয়া হবে।

৩৭৪. তোমার ধর্মে সে সুদর্শনা, সুপ্রিয়া, মনোজ্ঞা, প্রিয়বাদিনী, ঋদ্ধিমতি উত্তরাধিকারী হয়ে অবস্থান করবে।

৩৭৫. পোষ্য যেমন প্রভুর জিনিসপত্রগুলো রক্ষা করে থাকে, তদ্রুপ এই মেয়েটিও নিজ কুশলধর্মগুলো রক্ষা করবে।

৩৭৬. সেই কুশলধর্মগুলো তাকে অনুকম্পা করবে। সে পারমী পূরণ করবে, আর সিংহের ন্যায় পিঞ্জর ভেদ করে বোধিজ্ঞান লাভ করবে।

৩৭৭. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প আগে বুদ্ধ আমার সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছিলেন, আমি তাঁর কথা অনুমোদন করেছিলাম, আর সেভাবেই জীবন যাপন করেছিলাম।

৩৭৮. সেই সুকৃত কর্মের প্রতি আমি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম, আর দেবমনুষ্যলোকে অসংখ্যবার জন্মেছিলাম।

৩৭৯. দেবমনুষ্যলোকে বহু সুখ-দুঃখ ভোগ করে এই শেষ জন্মে আমি শাক্যকুলে জন্মেছি।

৩৮০. আমি অত্যন্ত, রূপবতী, ভোগবতী, যশবতী, শীলবতী, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণা ও কুলসমূহে সম্মানার্হ হয়েছি।

৩৮১. লাভ, সৎকার, খ্যাতি প্রভৃতি অষ্ট লোকধর্ম বিষয়ে আমার মনে কোনো দুঃখ বা খেদ নেই। আমি অকুতোভয় হয়েই বসবাস করি।

৩৮২. তখন রাজন্তঃপুরে ভগবান বুদ্ধ এভাবেই বলেছেন। বীর বুদ্ধ ক্ষত্রিয়দের নগরে উপকার বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৮৩-৩৯৯. যে সকল নারী সুখে-দুঃখে ভীষণ উপকারী, অর্থবাদী ও অনুকম্পাপরায়ণা এবং পাঁচশত কোটি ও নয়শত কোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে আমি মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্পর্কে শুনুন। আমি এগার শত কোটি ও বারো কোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি বিশ শত কোটি ও ত্রিশশত কোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি চল্লিশ শতকোটি ও পঞ্চাশ শতকোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি ষাট শতকোটি ও সত্তর শতকোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি আশিশত কোটি ও নব্বইশত কোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান

দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি লক্ষকোটি লোকাগ্রনায়ক দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি অন্য নয় হাজার কোটি লোকনায়ক দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি লক্ষকোটি ও পঁচাশি মহর্ষি বুদ্ধকে ও পঁচাশি শত কোটি ও সাঁইত্রিশ কোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি এই আট অষ্টক কোটি বীতরাগ পচ্চেক বুদ্ধ ও অসংখ্য ক্ষীণাসব, বীতরাগ বুদ্ধশ্রাবককে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার সেই মহান কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন।

৪০০. এভাবে সদা ধর্মাচরণকারীরাই ইহ-পরলোকে সুখলাভ করে থাকে।

৪০১. তাই সুষ্ঠুভাবে ধর্মাচরণ করো, দুশ্চরিত কর্ম করিও না। কারণ, ধর্মচারীই ইহ-পরলোকে সুখ লাভ করে থাকে।

৪০২. আমি সংসারের প্রতি বীততৃষ্ণ হয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমি একদম শূন্য হাতে হাজার পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৪০৩. গৃহত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। অর্ধমাসের মধ্যেই আমি চতুরার্যসত্য জ্ঞান লাভ করেছিলাম।

৪০৪. বহু মানুষ সাগরের ঢেউয়ের মতো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-পথ্যাদি আমাকে দান করে থাকে।

৪০৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪০৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪০৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪০৮. এভাবে বহু দুঃখ ও সম্পত্তি ভোগ করে আজ আমি বিশুদ্ধভাবে উপনীত হয়েছি। এখন আমি সর্ববিধ সম্পত্তি লাভ করেছি।

৪০৯. পুণ্য লাভের জন্য মহর্ষি বুদ্ধকে যারা দান দিয়ে থাকে, সেটি তাদের অসংস্কৃত নির্বাণপদ লাভের সহায় হয়।

৪১০. এখন আমার অতীত, অনাগত বা বর্তমান পরিক্ষীণ হয়েছে।

আমার সমস্ত কর্ম ক্ষীণ হয়েছে। হে চক্ষুষ্মান, আমি আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি।

ঠিক এভাবেই যশোধরা ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যশোধরা থেরী অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. যশোধরা প্রমুখা দশ হাজার ভিক্ষুণী অপদান

৪১১. আজ থেকে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প আগে লোকনায়ক দীপংকর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪১২. বিনায়ক মহাবীর দীপংকর বুদ্ধ সমসুখ-দুঃখী সুমেধ ও সুমিত্তার কথা বলেছিলেন।

৪১৩. সদেবলোক দেখতে দেখতে ও বিচরণ করতে করতে আমরা সেই মহা জনসমাবেশে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করার সময় এসেছিলাম।

৪১৪. ভবিষ্যতে আপনিই আমাদের সকলের প্রভু হবেন। আমরা সবাই আপনার মনোজ্ঞা ও প্রিয়বাদীকা ভার্যা হবো।

৪১৫. আমাদের দান, শীল, ভাবনা সবকিছুই সুভাষিত। হে মহামুনি, দীর্ঘদিন হলো সেসব আমাদের পরিত্যক্ত হয়েছে।

৪১৬. হে মহামুনি, সুগন্ধ, বিলেপন, মাল্য, রত্নময় প্রদীপ প্রভৃতি আমাদের প্রার্থিত সবকিছুই এখন পরিত্যক্ত হয়েছে।

৪১৭. হে মহামুনি, অমাদের অন্য সকল কৃতকর্ম ও মনুষ্য-ভোগসম্পত্তি সবকিছুই দীর্ঘদিন হলো আমরা পরিত্যাগ করেছি।

৪১৮. বহু জন্ম নিয়ে আমরা বহু পুণ্যকর্ম করেছি। আমরা সেগুলো পরিভোগ করেই ভবভবান্তরে বিচরণ করেছি।

৪১৯. এই শেষ জন্মে আমরা শাক্যপুত্রের নিবাসে নানা কুলে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা দেব-অস্পরা সদৃশ ও অনিন্দ্য সুন্দরী।

৪২০. আমরা লাভ, যশ, অন্ন-পানীয় লাভী। সর্বত্রই সকলের দ্বারা সম্মানিত ও পূজিত হই।

৪২১. গৃহত্যাগ করে আমরা অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। মাত্র অর্ধমাসের মধ্যে আমরা পরমা শান্তি নির্বাণ লাভ করেছি।

৪২২. আমরা অন্ন-পানীয়, বস্ত্র, শয্যাসন প্রভৃতি লাভী। সকলেই আমাদের চতুর্প্রত্যয় দান করে। আমরা সকলেই প্রতিনিয়ত সম্মানিত ও পূজিত।

৪২৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪২৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই যশোধরা প্রমুখা দশ হাজার ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যশোধরা প্রমুখা দশ হাজার ভিক্ষুণী অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. যশোধরা প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী অপদান

৪২৬. শাক্যকুলে জন্ম নেওয়া যশোধরা প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪২৭. সেই মহাঋদ্ধিমতি আঠার হাজার ভিক্ষুণী মহামুনির পায়ে বন্দনা নিবেদন করে নিজেদের কথা অবগত করতে লাগলেন।

৪২৮. হে মহামুনি, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ আমাদের ক্ষীণ হয়েছে। হে নায়ক, এখন আমরা অনাসব, শান্তিপদ, অমৃতপুর নির্বাণে যাব।

৪২৯. হে মহামুনি, পূর্বে আমদের যা কিছু অপরাধ ছিল, সেসব অপরাধ আমরা অকপটে স্বীকার করছি। হে বিনায়ক, আমাদের মার্জনা করুন।

৪৩০. ভগবান বললেন, হে আমার উপদেশ-পালনকারিনী, তোমরা ঋদ্ধি প্রদর্শন করো। সমস্ত পরিষদের সন্দেহ দূর করো।

৪৩১. হে মহাবীর, প্রিয়দর্শনা, মনোজ্ঞা যশোধরাসহ আমরা সবাই আপনার গৃহীকালীন প্রজাপতি ছিলাম।

৪৩২. হে বীর, গৃহী থাকাকালীন আমরাই ছিয়ানব্বই লক্ষ নারীর মধ্যে সবচেয়ে প্রমুখা ও শ্রেষ্ঠা ছিলাম।

৪৩৩. আমরা ছিলাম ভীষণ রূপবতী, গুণবতী, যুবতি ও প্রিয়া। লোকেরা সবাই আমাদের দেবতার ন্যায় সম্মান করত।

৪৩৪. তখন এই শাক্যকুলে জন্ম নেওয়া যশোধরাসহ আঠার হাজার ভিক্ষুণীই ছিল প্রমুখা ও শ্রেষ্ঠা।

৪৩৫. কামধাতু অতিক্রম করে তারা রূপধাতুতে স্থিত হলো। তখন তাদের সমতুল্য কেউই ছিল না।

৪৩৬. সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে তিনি শাস্তাকে ঋদ্ধি দেখালেন, বহু ধরনের মহান সব ঋদ্ধি দেখালেন।

৪৩৭-৪৩৯. দেহকে চক্রবালের সমান করলেন। মাথাটি রাখলেন উত্তরকুরুতে। উভয় পাখা দুটি দ্বীপে আর শরীরটি রাখলেন জম্বুদ্বীপে। দক্ষিণের সরোবরে রাখলেন পুচ্ছ, আর পত্রপল্লবে সুশোভিত ডালাপাল, চন্দ্র-সূর্যরূপ দুটি চোখকে মেরুপর্বতের উপর রাখলেন। চক্রবালগিরিকে করলেন মুখতুণ্ড তথা ঠোঁট আর সমূলক জম্বুবৃক্ষকে ব্যজনী বানিয়ে বাতাস করতে করতে লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়ে বন্দনা করলেন।

৪৪০. অনুরূপভাবে তিনি কখনো হস্তিবর্ণ, কখনো পর্বত, সাগর, চন্দ্র, সূর্য, মেরু ও শক্রবর্ণ ধারণ করে ঋদ্ধি দেখালেন।

৪৪১. হে বীর, হে চক্ষুষ্মান, যশোধরা প্রমুখা আমরা সবাই আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি। হে নরনায়ক, আপনার প্রভাবেই আজ আমরা সফল হয়েছি।

৪৪২-৪৪৩. হে মহামুনি, আমরা বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমাদের দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমরা বিশুদ্ধ, সুনির্মল। এখন আর আমাদের পুনর্জন্ম নেই।

৪৪৪. হে মহাবীর, অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, একমাত্র আপনার কাছে এসেই।

৪৪৫. পূর্ব পূর্ব লোকনাথ বুদ্ধগণ আপনার সাথে আমাদের সম্পর্কের কথা বলে দিয়েছিলেন। হে মহামুনি, একমাত্র আপনার উদ্দেশেই আমরা বহু পুণ্যকর্ম করেছি।

৪৪৬. হে মুনি, আমরা যেই পুণ্য সঞ্চয় করেছি, সেই কুশলপুণ্য স্মরণ করুন। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার উদ্দেশেই আমরা পুণ্য সঞ্চয় করেছি।

৪৪৭. অযোগ্য স্থান বর্জন করে আমরা বহু অনাচার তথা অন্যায় কাজ ত্যাগ করেছি। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার উদ্দেশেই আমরা বহুবার জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেছি।

৪৪৮. বহু কোটি হাজারবার আপনি আমাদের স্ত্রীর আসনে বসিয়েছেন। তাতে আমরা কখনো অখুশী হইনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৪৪৯. বহু কোটি হাজারবার আপনি আমাদের উপকার করেছিলেন। তাতে আমরা কখনো অখুশী হইনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার

জন্যেই।

৪৫০. বহু কোটি হাজারবার আপনি আমাদের ভোজন দিয়েছিলেন। আমরা তাতে কখনো অখুশী হইনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৪৫১. আমরা বহু কোটি হাজারবার জীবন ত্যাগ করেছিলাম। 'ভয় থেকে মুক্ত করব' এই আশায় আমরা জীবন পর্যন্ত দান করেছি।

৩৫২. অঙ্গভূষণ, অলংকার ও নানা প্রকার বস্ত্র আমরা কখনো লুকানোর চেষ্টা করিনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫৩. হে মহামুনি, আমরা অসংখ্য হস্তি, অশ্ব, গরু, দাস-দাসী ও পরিচারিকা ত্যাগ করেছি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৪৫৫. আমরা যখনই ভেবেছি যে 'আমরা যাচকদের দান করব' কখনো নিজেকে মনঃক্ষুন্ন হতে দেখিনি। তাই আমরা উত্তম দান দিয়েছি।

৪৫৬. হে মহাবীর, সংসারে বিচরণকালে আমরা নানাবিধ দুঃখ (হাসিমুখে) মেনে নিয়েছি, আর তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৪৫৭. হে মহামুনি, আমরা সুখে আত্মহারা হইনি, দুঃখে দুর্মনা হইনি। সর্বত্রই আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। আর তা একমাত্র আপনার জন্যেই হয়েছি।

৪৫৮. সম্বুদ্ধ যেই ধর্ম আবিস্কার করেছেন, হে মহামুনি, আমরাও সেই পথে হেঁটে সুখ-দুঃখ ভোগ করে পরম বোধি লাভ করেছি।

৪৫৯. আমরা বহুবার দেব, ব্রহ্মা, লোকনায়ক গৌতম সম্বুদ্ধ ও অন্যান্য লোকনাথ বুদ্ধগণের সাক্ষাৎ পেয়েছি।

৪৬০. হে মহামুনি, একমাত্র আপনার জন্যেই আমরা বহুবার পুণ্যকর্ম করেছি। বুদ্ধধর্ম গবেষণা করতে গিয়ে আমরা বহুবার আপনার পরিচারিকা হয়েছি।

৪৬১. আজ থেকে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প আগে পৃথিবীতে লোকনায়ক মহাবীর দীপংকর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪৬২. একসময় এক প্রত্যন্ত দেশে তথাগত নিমন্ত্রিত হলে পরে তার আগমনের রাস্তাটি বহু মানুষ মিলে খুশী মনে পরিস্কার করছিল।

৪৬৩. সেই সময় সুমেধ নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সর্বদর্শী বুদ্ধের আগমন রাস্তাটি ঋদ্ধিযোগে ঠিক করে দিয়েছিলেন।

৪৬৪. সেই সময় আমরা সবাই ছিলাম ব্রাহ্মণ কন্যা। আমরা সেই জনসমাবেশে বহু স্থলজ পুষ্প আহরণ করেছিলাম।

৪৬৫. সেই সময় মহাযশস্বী, মহাবীর দীপংকর বুদ্ধ সেই মহৎপ্রাণ ঋষি সুমেধ সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন।

৪৬৬. তিনি যখন মহৎপ্রাণ ঋষি সুমেধ তাপসের কৃতকর্মের কথা বলছিলেন তখন দেবলোকসহ এই পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল, প্রকম্পিত হয়েছিল এবং চিৎকার করেছিল।

৪৬৭. বহু দেবকন্যা, মনুষ্যকন্যা, এমনকি আমরাও নানাবিধ পূজনীয় দ্রব্যসম্ভার নিয়ে শাস্তাকে পূজা করে প্রার্থনা করেছিলাম।

৪৬৮. তখন জ্যোতিময় বুদ্ধ আমাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, আজ যারা প্রার্থনা করেছে তাদের প্রার্থনা পূরণ হবে।

৪৬৯. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প আগে বুদ্ধ আমাদের সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছিলেন, আমরা তাঁর কথা অনুমোদন করেছিলাম, আর সেভাবেই জীবন যাপন করেছিলাম।

৪৭০. সেই সুকৃত কর্মের প্রতি আমরা প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম, আর দেবমনুষ্যলোকে অসংখ্যবার জন্মেছিলাম।

৪৭১. দেবমনুষ্যলোকে বহু সুখ-দুঃখ ভোগ করে এই শেষ জন্মে আমরা শাক্যকুলে জন্মেছি।

৪৭২. আমরা অত্যন্ত, রূপবতী, ভোগবতী, যশবতী, শীলবতী, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণা ও কুলসমূহে সম্মানার্হ হয়েছি।

৪৭৩. লাভ, সৎকার, খ্যাতি প্রভৃতি অষ্ট লোকধর্ম বিষয়ে আমাদের মনে কোনো দুঃখ বা খেদ নেই। আমরা অকুতোভয় হয়েই বসবাস করি।

৪৭৪. তখন রাজন্তঃপুরে ভগবান বুদ্ধ এভাবেই বলেছেন। বীর বুদ্ধ ক্ষত্রিয়দের নগরে উপকার বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন।

৪৭৫-৪৭৬. যে সকল নারী সুখে-দুঃখে ভীষণ উপকারী, অর্থবাদী ও অনুকম্পাপরায়ণা তারা সুষ্ঠুভাবে ধর্মাচরণ করো। কখনো দুশ্চরিত কর্ম করিও না। কারণ, ধর্মচারীই ইহ-পরলোকে সুখ লাভ করে থাকে।

৪৭৭. গৃহত্যাগ করে আমরা অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। মাত্র অর্ধমাসের মধ্যে আমরা চতুর্সত্যজ্ঞান লাভ করেছি।

৪৭৮. বহু মানুষ সাগরের ঢেউয়ের মতো আমাদের চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধপথ্য দান করে থাকে।

৪৭৯. আমাদের সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমাদের সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমরা সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৮০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমাদের অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমরা বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমরা বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮২. এভাবে বহু দুঃখ ও সম্পত্তি ভোগ করে আজ আমরা বিশুদ্ধভাবে উপনীত হয়েছি। এখন আমরা সর্ববিধ সম্পত্তি লাভ করেছি।

৪৮৩. পুণ্য লাভের জন্য যারা মহর্ষি বুদ্ধকে দান দিয়ে থাকে, সেটি তাদের অসংস্কৃত নির্বাণপদ লাভের সহায় হয়।

৪৮৪. এখন আমাদের অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ পরিক্ষীণ হয়েছে। আমাদের সমস্ত কর্ম ক্ষীণ হয়েছে। হে চক্ষুষ্মান, আমরা আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি।

৪৮৫. যারা নির্বাণের কথা বলে থাকে তাদের আমরা আর কী-ই যা বলব। আপনারা সবাই শান্ত, সংস্কৃত দোষ-বর্জিত অমৃতপদ নির্বাণ লাভ করুন।

ঠিক এভাবেই যশোধরা প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যশোধরা প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী অপদান দশম সমাপ্ত]

[কুণ্ডলকেশী-বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কুণ্ডলা, গৌতমী, ধর্মদিন্না, সাকুলা থেরী,
রবনন্দা, সোণা, কাপিলানী ও যশোধরা।
দশ হাজার ও আঠার হাজার ভিক্ষুণী
মোট চারশ পঁচাশিটি গাথা এই বর্গে বর্ণিত।

* * *

৪. ক্ষত্রিয়া-বর্গ

১. যশবতী প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী অপদান

১. আমাদের সমস্ত ভব পরিক্ষীণ হয়েছে। আমাদের জন্মসকল বিমোচিত হয়েছে। আমাদের আর কোনো আসব নেই। হে মহামুনি, আমরাই আপনাকে অবগত করছি।

২. হে মহামুনি, পূর্বে আমরা যা কিছু কুশলকর্ম করেছিলাম এবং পরিভোগ্য জিনিস দান দিয়েছিলাম, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩. হে মহামুনি, আমরা বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও শ্রাবকদের পরিভোগ্য জিনিস দান করেছিলাম, আর তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৪. হে মহামুনি, ভিক্ষুদের উচ্চ-নীচময় নানা কাজকর্ম ও উচ্চকুলীয় নানাবিধ কর্ম আমরা করেছিলাম।

৫. সেই পূর্বকৃত কুশল কর্মের প্রভাবে আমরা সাধারণ মানবীয় সবকিছু অতিক্রম করে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেছিলাম।

৬. এই শেষ জন্মেও আমরা একত্রে কর্ম করার দরুন ক্ষত্রিয়কুলে একত্রে জন্মগ্রহণ করেছি।

৭. হে মহাবীর, আমরা রূপবতী, ভোগবতী ও লাভ-সৎকারে পূজিতা হয়ে অন্তঃপুরে দেবনন্দনতুল্য হয়েছি।

৮. গৃহের প্রতি অনাসক্ত হয়ে আমরা অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। কিছুদিন গত হওয়ার পরই আমরা সবাই নির্বাণ লাভ করেছি।

৯. বহু মানুষ আমাদের চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধ-পথ্য দান করে থাকে। আমরা সব সময় তাদের দ্বারা পূজিত হয়েছি।

১০. আমাদের সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমাদের সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমরা সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমাদের অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমরা বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই যশবতী প্রমুখা আঠার হাজার ক্ষত্রিয় কন্যা ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যশবতী প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. চুরাশি হাজার ভিক্ষুণী অপদান

১৩. হে মহামুনি, আপনার শাসনে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেওয়া সুকোমল হস্ত-পদসম্পন্না চুরাশি হাজার কন্যা আছে।

১৪. হে মহামুনি, আপনার শাসনে বৈশ্য-শূদ্রকুলে জন্ম নেওয়া কন্যা, দেবতা, নাগ ও কিন্নর—চারি দ্বীপের বহু কন্যা আছে।

১৫. তন্মধ্যে কিছু আছে যারা সর্বদর্শী বুদ্ধের কাছে প্রব্রজিত হয়েছেন। আর দেবতা, কিন্নর ও নাগেরা ভবিষ্যতে নির্বাণ লাভ করবে।

১৬. তারা সর্ববিধ যশকীর্তি ও ভোগসম্পত্তি ভোগ করে আপনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে নির্বাণ উপলব্ধি করবে।

১৭. হে মহাবীর, আমরা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেওয়া ব্রাহ্মণ কন্যা। চক্ষুষ্মান, আমরা আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি।

১৮. আমাদের সমস্ত ভব ক্ষয় হয়েছে। দুঃখের মূল তৃষ্ণা ধ্বংস হয়েছে। অনুশয়গুলো সমুচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পুণ্যসংস্কার ক্ষয় হয়েছে।

১৯. আমরা সবাই সমাধিগোচরা ও সমাপত্তিলাভী। আমরা সব সময় ধ্যান ও ধর্মরতিতে অবস্থান করব।

২০. আমরা ভবনেত্রি তৃষ্ণা, অবিদ্যা ও সংস্কার ক্ষয় করেছি। হে নায়ক, অনুমতি দিন, আমরা সুদুর্দশ নির্বাণে গমন করব।

২১. ভগবান বললেন, তোমরা আমার বহু উপকারিনী, দীর্ঘদিন শীল-সমাধি অনুশীলন করেছ। সকলের সংশয় দূর করেই তোমরা সবাই নির্বাণে গমন কর।

২২. অতঃপর তারা মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের পায়ে বন্দনা করে নানা প্রকার অলৌকিক ঋদ্ধি দেখাতে লাগলেন। কেউ আলো, কেউ অন্ধকার দেখালেন।

২৩. তারা চন্দ্র, সূর্য, সাগর, সিনেরু পর্বত, নানান জিনিসপত্র ও পারিজাতপুষ্প দেখালেন।

২৪. তাদের কেউ কেউ ঋদ্ধিযোগে তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি ও পরনির্মিত-বশবর্তী দেবলোকে মহেশ্বর দেবতাদের দেখালেন।

২৫. কেউ কেউ ব্রহ্মা ও তাদের মহার্ঘ চংক্রমণশালা দেখালেন। কেউ কেউ ব্রহ্মবর্ণ ধারণ করে শূন্যে বসে ধর্মদেশনা করলেন।

২৬. তারা নানা প্রকারে শাস্তাকে ঋদ্ধি দেখালেন, নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রদর্শন করলেন। শেষে শাস্তার পায়ে বন্দনা নিবেদন করলেন।

২৭-২৮. হে মহামুনি, আমরা বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমাদের দিব্যচক্ষু অত্যন্ত

বিশুদ্ধ। আমাদের সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমাদের পুনর্জন্ম নেই।

২৯. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে আমাদের অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

৩০. আপনার সাথে যে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে তা পূর্ব পূর্ব লোকনাথ বুদ্ধগণ বলে দিয়েছিলেন। হে মহামুনি, একমাত্র আপনার জন্যেই আমরা বহু পুণ্যকর্ম করেছি।

৩১. হে মুনি, আমাদের কৃত কুশলকর্ম স্মরণ করুন। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার জন্যেই আমরা পুণ্য সঞ্চয় করেছি।

৩২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে পদুমুত্তর মহামুনি উৎপন্ন হয়েছিলেন। সম্বুদ্ধের কুলাবাস ছিল হংসবতী নগরে।

৩৩. হংসবতী নগরদ্বারের সামনে দিয়ে এক নদী সদা প্রবাহিত হতো। সেই নদীটির পার পর্যন্ত পানিতে পূর্ণ থাকায় ভিক্ষুরা পরপারে যেতে পারছিলেন না।

৩৪. এক দিন গেল, দুদিন, তিন দিন গেল, তারপর সপ্তাহ, মাস, এমনকি চার মাস পরও নদীটি পানিতে পূর্ণ থাকায় তারা পরপারে যেতে পারছিলেন না।

৩৫. তখন সেখানে সত্তসার নামক এক জটিল বসবাস করত। ভিক্ষুগণ নদীটি পার হয়ে পরপারে যেতে পারছেন না দেখে তিনি সেখানে একটি সেতু নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

৩৬. প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করে তিনি সেই সেতুটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তারপর পরপারে সংঘের উদ্দেশ্যে একটি বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন।

৩৭. তার সেতু ও বিহার নির্মাণকালে বহু স্ত্রী-পুরুষ ও উচ্চ-নীচকুল তাকে সাহায্য করেছিল।

৩৮. সেই নগর ও জনপদে আমরাসহ অন্য লোকেরা যারা বিপ্রসন্নমনে সেতু ও বিহার নির্মাণে সাহায্য করেছিল তারা সবাই তার ধর্মের উত্তরাধিকারী হয়েছিল।

৩৯. বহু স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সবাই সেতু ও বিহারের জন্যে বালি ছিটিয়েছিল।

৪০. তারা রাস্তা ঝাঁট দিয়ে, কলাগাছ ও পূর্ণঘটে ধ্বজা টাঙিয়ে, ধূপ, চূর্ণ ও মালা তৈরি করে শাস্তার উদ্দেশে নিবেদন করেছিল।

৪১. তারপর আমরা সবাই সেতু ও বিহার নির্মাণ করে, বিনায়ক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে, মহাদান দিয়ে পরম সম্বোধি প্রার্থনা করেছিলাম।

৪২. তারপর সকল প্রাণীর উদ্ধারকারী, মহামুনি, মহাবীর পদুমুত্তর বুদ্ধ জটিলের প্রার্থনা অনুমোদন করেছিলেন।

৪৩. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ভদ্রকল্পে সে জন্ম নেবে। ভবভবান্তরে বহু সুখসম্পত্তি ভোগ করে বোধিজ্ঞান লাভ করবে।

৪৪. পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণকারী সবাই দীর্ঘকাল পরে ভবিষ্যতে একত্রে একই সময়ে জন্ম নেবে।

৪৫. সেই কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে তোমাদের জন্যে এক দেবভবন উৎপন্ন হবে। সেই দেবভবনে তারা সবাই আপনার পরিচারিকা ছিল।

৪৬. অসংখ্য দিব্যসুখ ও মনুষ্যসুখ ভোগ করে ভবভবান্তরে বিচরণকালে আমরা সবাই আপনারই সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

৪৭. অহো, আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমরা সুকর্ম সম্পাদন করেছিলাম! তার ফলে আমরা জন্মজন্মান্তরে মনুষ্য ও দেবলোকে সুখুমাল হয়ে জন্মেছিলাম।

৪৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমরা সবাই সর্বত্র ও সব সময় রূপ, ভোগ, যশ, কীর্তি ও সৎকার লাভ করেছিলাম।

৪৯. এই শেষ জন্মে আমরা সবাই ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি। শাক্যপুত্রের নিবাসে আমরা সবাই সুকোমল হস্ত-পদসম্পন্না হয়েছি।

৫০. হে মহামুনি, আমরা সব সময় অনলংকৃত ও অসজ্জিত পৃথিবীর দেখা পাই না। আমরা কখনো উঁচু-নিচু, গর্তযুক্ত, কর্দমাক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত ভূমি দেখতে পাই না।

৫১. আমরা গৃহে থাকাকালীনও সদা সর্বদা আমাদের সৎকার-সম্মান করা হতো। ইহা আমাদের পূর্বকৃত কর্মেরই ফল।

৫২. গৃহত্যাগ করে আমরা অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। এখন আমরা সংসারসাগর পাড়ি দিয়ে সম্পূর্ণ বীতরাগ হয়েছি।

৫৩. লোকজন আমাদের সব সময় হাজারো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধপথ্য দান করে থাকে।

৫৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ

করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই চুরাশি হাজার ব্রাহ্মণকন্যা ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চুরাশি হাজার ভিক্ষুণী অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. উৎপলদায়িকা থেরী অপদান

৫৭. অরুণবতী নগরে অরুণ নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। আমি ছিলাম তার ভার্যা। আমরা উভয়ে একত্রে বিচরণ করছিলাম।

৫৮. একসময় নির্জনে বসে থাকার সময় আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম : 'আমি এমন কোনো কুশলকর্ম করিনি, যা মৃত্যুর পর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।'

৫৯. আমি যে মৃত্যুর পর মহাজ্বালাময়, নিদারুণ, ঘোর দুঃখপূর্ণ নিরয়ে যাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৬০. এভাবে চিন্তা করার পর আমি আমার মনকে প্রফুল্ল করে রাজার কাছে গিয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৬১. প্রভু, আমরা হচ্ছি স্ত্রীজাতি। আমাদের অবশ্যই পুরুষের অনুগত হয়ে চলতে হয়। হে ক্ষত্রিয়, আমাকে একজন শ্রমণ দেন। আমি তাঁকে ভোজন করাব।

৬২. রাজা আমাকে একজন ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ দিলেন। আমি তাঁর পাত্রটি নিয়ে তাতে উত্তম অন্ন দিয়ে পূর্ণ করে দিলাম।

৬৩. উত্তম অন্ন পূর্ণ করে দিয়ে, তাতে সুগন্ধি মেখে দিয়ে, বিশাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে আমি অতীব তুষ্ট মনে দান করেছিলাম।

৬৪. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৬৫. আমি হাজারবার হাজার দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম এবং হাজারবার হাজার চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

৬৬. আর প্রাদেসিক রাজার মহিষী তো আমি অসংখ্যবার হয়েছিলাম। পূর্বকৃত কর্মের ফলে আমি অন্য আরও অনেক কিছু ভোগ করেছিলাম।

৬৭. আমি উৎপলবর্ণের ন্যায় অভিরূপা সুদর্শনা, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণা, অভিজাতা ও জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীলোক হয়েছিলাম।

৬৮. এই শেষ জন্মে আমি শাক্যকুলে জন্মেছি। শুদ্ধোদন রাজার হাজার নারীর মধ্যে আমিই প্রমুখা ও শ্রেষ্ঠা ছিলাম।

৬৯. গৃহের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর সপ্তম দিনের রাতে আমি চতুর্সত্যজ্ঞান লাভ করেছি।

৭০. এ যাবৎ আমি যে পরিমাণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-পথ্য পেয়েছি, তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ইহা আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফল।

৭১. হে মুনি, আমি যে কুশল-পুণ্যকর্ম সঞ্চয় করেছি তা স্মরণ করুন। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার জন্যেই আমি বহু পুণ্য সঞ্চয় করেছি।

৭২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফল।

৭৩. দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব এই দুই জাতিই মাত্র আমি জানি। আমার অন্য গতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইহ আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফল।

৭৪. আমি সব সময় উচ্চকুলে, মহাধনী, মহাশাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। অন্য কোনো কুলে জন্মেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফল।

৭৫. পূর্বকৃত পুণ্য-প্রভাবে আমি ভবভবান্তরে বিচরণ করেও কোনো অমনোপুত দৃশ্য দেখতে পাইনি। ইহা আমার আনন্দিত মনে দানেরই ফল।

৭৬-৭৭. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

৭৮. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসেই অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

৭৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই উৎপলদায়িকা ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো

ভাষণ করেছিলেন।

[উৎপলদায়িকা থেরী অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সিঙ্গালমাতা থেরী অপদান

৮২. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৮৩. তখন আমি হংসবতী নগরে নানাবিধ রত্নসমন্বিত, সমৃদ্ধ ও ধনাঢ্য এক অমাত্য পরিবারে জন্মেছিলাম।

৮৪. পিতার সাথে ধর্মসভায় গিয়ে মহাজনতার সামনে বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৮৫. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি কায়িক পাপকর্ম বর্জন করেছিলাম। সেই সাথে বাচনিক দুশ্চরিত বর্জন করে জীবিকা পরিশুদ্ধ করেছিলাম।

৮৬. তখন আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি প্রসন্না, তীব্র গারবী, সদ্ধর্ম শ্রবণে নিয়োজিতা ও বুদ্ধদর্শনাকাঙ্ক্ষী।

৮৭. একদিন বুদ্ধ এক ভিক্ষুণীকে শ্রদ্ধাবিমুক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলছেন শুনে আমি সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ শিক্ষা পূরণ করেছিলাম।

৮৮-৮৯. তখন করুণাঘন সুগত আমাকে বললেন, তথাগতের প্রতি যার শ্রদ্ধা অচলা ও সুপ্রতিষ্ঠিত; যার শীল কল্যাণকর, আর্যকান্ত ও প্রশংসিত এবং সংঘের প্রতি যার ঋজুভূত নির্মল প্রসন্নতা আছে, আর যা-ই হোক তাকে অন্তত দরিদ্র বলা যায় না। তার জীবন পুরোপুরি সার্থক।

৯০. তাই মেধাবী ব্যক্তিরা বুদ্ধানুশাসন স্মরণ করে শ্রদ্ধা, প্রসাদকর ধর্মদর্শনে নিয়েজিত হও।

৯১. তা শুনে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলাম এবং আমার প্রার্থনা বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার উত্তরে বিনায়ক বুদ্ধ বলেছিলেন, তুমি বুদ্ধের প্রতি প্রসন্না, কল্যাণযুক্তা, তোমার প্রার্থনা পূরণ হবে।

৯২. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৯৩. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী সিঙ্গালকের মাতা নামে শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

৯৪. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি

মৈত্রীচিত্তে আজীবন নায়ক জিনকে প্রতিপত্তি ধর্মের মাধ্যমে সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

৯৫. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৯৬. এই শেষ জন্মে আমি রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মেছি।

৯৭. আমার পুত্র সিঙ্গালক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে মিথ্যাপথে গিয়ে ষড়দিক পূজায় নিয়োজিত হয়েছিল।

৯৮. একদিন আমার পুত্র সিঙ্গালক এক এক করে ষড়দিক নমস্কার করছিল। এমন সময় বিনায়ক বুদ্ধ নগরে পিণ্ডচারণের জন্যে বের হয়েছিলেন।

৯৯. তাকে ধর্মদেশনা করায় দুই কোটি নরনারীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল।

১০০. তখন আমি সেই পরিষদে গিয়ে সুগতের ধর্মকথা শুনে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেছিলাম এবং অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১০১. মুহূর্তের মধ্যেই আমার পূর্বপ্রার্থিত বুদ্ধদর্শনেচ্ছার কথা মনে পড়েছিল। সেটি ভাবনা করেই আমি সঙ্গে সঙ্গে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১০২. আমি সব সময় বুদ্ধকে দেখার জন্যে যেতাম। বুদ্ধের দৃষ্টিনন্দন রূপলাবণ্য দেখে দেখে আমার কখনো তৃপ্তি হতো না।

১০৩. আমি সর্ববিধ পারমী-সমন্বিত সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট, অনিন্দ্য সুন্দর রূপলাবণ্যময় বুদ্ধকে এত করে দেখা সত্ত্বেও অতৃপ্তি নিয়ে বসবাস করে থাকি।

১০৪. আমার এই গুণে তুষ্ট হয়ে বুদ্ধ আমাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন, শ্রদ্ধাবিমুক্তাদের মধ্যে সিঙ্গালকের মাতাই শ্রেষ্ঠ।

১০৫-১০৬. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্ববিধ আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

১০৭. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

১০৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সিঙ্গালমাতা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সিঙ্গালমাতা থেরী অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সুক্কা থেরী অপদান

১১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিদর্শক, নায়ক, চারুদর্শন বিপশ্বী ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১১২. তখন আমি বন্ধুমতি নগরে অন্যতর এক পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম। একদিন আমি মহামুনির ধর্মদেশনা শুনে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১১৩. তখন আমি ছিলাম বহুশ্রুতা, ধর্মধরা, প্রতিভাণবতী, বিচিত্রকথিকা ও বুদ্ধের উপদেশ পালনকারিনী।

১১৪. তখন আমি বহুজনতার হিত-সুখ-মঙ্গলের জন্যে ধর্মকথা বলেছিলাম। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি তুষিত স্বর্গে যশস্বিনী হয়েছিলাম।

১১৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে দেদীপ্যমান শিখী জিন মহান যশস্বী হয়ে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১১৬. তখনো আমি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে বুদ্ধশাসনে অভিজ্ঞ হয়েছিলাম। এবং মানুষের কাছে জিনোপদেশগুলো প্রকটিত করে তখনো আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১১৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে পৃথিবীতে মহাজ্ঞানী বেস্‌সভূ ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন। তখনো সেভাবেই আমি জন্ম নিয়েছিলাম।

১১৮. তখনো আমি শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে জিনশাসনকে আলোকিত করেছিলাম এবং রমণীয় দেবপুরীতে গিয়ে মহাসুখ ভোগ করেছিলাম।

১১৯. এই ভদ্রকল্পে নরশরণ জিনোত্তম ককুসন্ধ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। তখনো আমি সেভাবেই জন্মেছিলাম।

১২০. তাঁর শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে আমি যথা আয়ুষ্কাল শাসনকে আলোকিত করে নিজ ঘরে ফিরে যাবার ন্যায় তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১২১. এই ভদ্রকল্পেই লোকশরণ, অরণ, অমৃতদায়ক, নায়ক কোণাগমন

বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১২২. তখনো আমি তাঁর শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে বহুশ্রুতা, ধর্মধরা হয়ে জিনশাসনকে উজ্জ্বল করেছিলাম।

১২৩. এই ভদ্রকল্পেই লোকশরণ, অরণ, মন্ত্রধর, মুনিশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১২৪-১২৫. সেই নরবীর বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে আমি সদ্ধর্মে পারদর্শী, প্রশ্নবিশারদ, সুশীলা, লজ্জী ও ত্রিবিধ শিক্ষায় অভিজ্ঞ হয়ে আজীবন বহু ধর্মকথা বলেছিলাম।

১২৬. সেই কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১২৭. এই শেষ জন্মে আমি রাজগৃহে বহু রত্নের মালিক এক সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মেছি।

১২৮. হাজার ভিক্ষু-পরিবৃত হয়ে লোকনায়ক বুদ্ধ যখন রাজগৃহে প্রবেশ করছিলেন তখন দেবরাজ শক্র এই বলে তার ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন:

১২৯. ভগবান বুদ্ধ নিজে দান্ত হয়ে পূর্বজটিল দান্তদের সঙ্গে ও নিজে বিপ্রমুক্ত হয়ে বিপ্রমুক্তদের সঙ্গে সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে রাজগৃহে প্রবেশ করছেন।

১৩০. এমন বুদ্ধানুভব তথা প্রভাব দেখে ও তাঁর গুণের কথা শুনে আমি প্রসন্নমনে শক্তি-প্রমাণে তাঁকে পূজা করেছি।

১৩১. পরবর্তীকালে আমি মহামতি ধর্মদিন্না ভিক্ষুণীর কাছে গিয়ে গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

১৩২. চুল কাটার সময়েই আমি সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি। প্রব্রজ্যা নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষাগুলো শিখেছি।

১৩৩. তারপর একদিন আমি মহাজনসমাবেশে ধর্মদেশনা করেছি এবং আমার ধর্মদেশনা শুনে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর ধর্মজ্ঞান হয়েছিল।

১৩৪. হাজারো জনতার ধর্মজ্ঞান লাভ করার ঘটনা দেখে বিস্মিত হয়ে এক যক্ষ সমগ্র রাজগৃহ ঘুরে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিল।

১৩৫. আমি রাজগৃহের মানুষদের কী এমন করেছি অথবা কী এমন মধু পান করিয়েছি যে, তারা অমৃতপদ নির্বাণ দেশনারতা সুক্কাকে সেবা-সম্মান করবে না?

১৩৬. তা এমন বিশুদ্ধ, খাঁটি ও মধুর ছিল যে তারা সচেতনভাবেই ধর্মবারি পান করছিল।

১৩৭-১৩৮. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১৩৯. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

১৪০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সুক্কা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুক্কা থেরী অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

[পঞ্চম ভাণবার সমাপ্ত]

৬. অভিরূপানন্দা থেরী অপদান

১৪৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান, চারুদর্শন, নায়ক বিপশ্বী ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৪৪. তখন আমি বন্ধুমতি নগরে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম নিয়ে ভীষণ রূপবতী, দয়াময়ী ও জনসাধারণের পূজনীয় হয়েছিলাম।

১৪৫. একদিন আমি মহাবীর, লোকনায়ক বিপশ্বী ভগবানের নিকট গিয়েছিলাম। তাঁর ধর্মদেশনা শুনে আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

১৪৬. আমি ছিলাম ভীষণ শীলসংযত। নরোত্তম বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে তাঁর উদ্দেশে নির্মিত ধাতুস্তূপের উপর সোনার ছাতা দিয়ে পূজা করেছিলাম।

১৪৭. আমি আজীবন দানবতী ও শীলবতী হয়ে মৃত্যুর পর মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৪৮-১৪৯. তখন আমি নিম্নোক্ত দশটি বিষয়ের অধিকারী হয়েছিলাম। আমি রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ ও আধিপত্য—এই দশটি বিষয়ে বিরোচিত হয়েছিলাম।

১৫০. এই শেষ জন্মে আমি কপিলবাস্তু নগরে ক্ষেমক শাক্যের কন্যা নন্দা নামে জন্মগ্রহণ করেছি।

১৫১-১৫২. তখন আমি ছিলাম ভীষণ রূপবতী ও কোমলকান্তি। রূপ-লাবণ্যে ভূষিতা ও যৌবনপ্রাপ্তা হলে পরে আমাকে নিয়ে শাক্যরা ভীষণ বিবাদে লিপ্ত হলো। তখন আমার পিতা 'তোমার কারণে শাক্যরা ধ্বংস না হোক' এই বলে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রব্রজিত করিয়ে দিলেন।

১৫৩. প্রব্রজিত হওয়ার পর আমি শুনতে পেলাম যে, নরোত্তম তথাগত নাকি রূপলাবণ্যের নিন্দা করেন। তাই আমি আমার রূপলাবণ্যে গর্বিতা হয়ে তাঁর কাছে যেতাম না।

১৫৪. এমনকি আমি বুদ্ধদর্শনের ভয়ে উপদেশ শুনতে পর্যন্ত যেতাম না। তখন জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমাকে সুকৌশলে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন।

১৫৫. তখন মার্গজ্ঞ বুদ্ধ আমাকে ঋদ্ধিযোগে তিন ধরনের স্ত্রী দেখালেন। সেগুলো হলো, অস্পরা সদৃশ রূপবতী তরুণী, তারপর জরাগ্রস্ত মেয়ে ও সবশেষে একদম মৃত মেয়ে।

১৫৬. স্ত্রীলোকের এই ত্রিবিধ অবস্থা বা পরিণতি দেখে আমি ভীষণভাবে সংবেগপ্রাপ্ত হলাম এবং অচিরেই এই দেহের রূপলাবণ্যের প্রতি বিরক্তচিত্ত হলাম। আমি দেহের প্রতি নিরাসক্ত হলে পরে নায়ক বুদ্ধ আমাকে বললেন :

১৫৭. হে নন্দে, পূতি, অশুচি ও ব্যাধির এই সমষ্টিকে দেখো। এই অশুচি দেহকে একমাত্র মূর্খরাই অভিনন্দিত করে।

১৫৮. একাগ্র ও সুসমাহিত হয়ে অশুভ-ভাবনায় চিত্তকে নিয়োজিত করো। এই দেহ যেমন, অন্য দেহও তেমন। অন্য দেহ যেমন, এই দেহও তেমন।

১৫৯. এভাবে এই দেহকে রাতদিন অতন্দ্রভাবে দেখতে নিজ প্রজ্ঞায় উপলব্ধি করে অবস্থান করো।

১৬০. তারপর থেকে অপ্রমত্তভাবে ও জ্ঞানযোগে বিচরণ করতে করতে আমি এই অশুচি দেহের যথার্থ স্বভাব দেখতে পেলাম।

১৬১. অতঃপর আমি এই দেহের প্রতি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হলাম, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হলাম। অপ্রমত্ত ও নিরাসক্ত হওয়ায় আমি পরম শান্তিতে নিবৃত ও উপশান্ত হলাম।

১৬২-১৬৩. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর পুনর্জন্ম নেই।

১৬৪. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

১৬৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই অভিরূপানন্দা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অভিরূপানন্দা থেরী অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অর্ধকাশি থেরী অপদান

১৬৮. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৬৯-১৭১. তখন সেই বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হয়ে প্রাতিমোক্ষশীলে ও পঞ্চেন্দ্রিয়ে সংযত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, সদা জাগরণযুক্ত ও যোগযুক্ত তথা ধ্যানী হয়ে অবস্থান করছিলাম। একদিন আমি বিগত-আসব ভিক্ষুণীকে প্রদুষ্টমনে 'পতিতা' বলে গালি দিয়েছিলাম। সেই পাপকর্মের ফলে আমি নিরয়ে দগ্ধ হয়েছিলাম।

১৭২-১৭৩. দীর্ঘকাল নিরয়ে দগ্ধ হবার পর আমি এক পতিতা পরিবারে জন্মেছিলাম। এভাবে বহুবার আমি পরাধীন হয়ে দুঃখ ভোগ করেছিলাম। এই শেষ জন্মে আমি পূর্বজন্মে ব্রহ্মচর্যা আচরণের ফলে কাশীরাজ্যের এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে ভীষণ রূপবতী দেব-অস্পরা সদৃশ হয়ে জন্মেছি।

১৭৪. রাজগৃহ নগরের লোকেরা আমার রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে আমাকে পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করল। ইহা আমার প্রদুষ্টচিত্তে গালি দেওয়ারই ফল।

১৭৫. একদিন আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠ-দেশিত সদ্ধর্ম শুনে পূর্বকৃত কুশল সংস্কারের বলে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

১৭৬. তখন আমি উপসম্পদা লাভের জন্যে জিনশ্রেষ্ঠের কাছে যাবার সময় পথিমধ্যে ধূর্তরা আছে শুনে এক দূতের মাধ্যমে উপসম্পদা লাভ করেছিলাম।

১৭৭. আমার সমস্ত কর্ম পরিক্ষীণ হয়েছে। তদ্রুপ আমার সমস্ত পাপ-পুণ্যও পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমি সমস্ত সংসার হতে মুক্ত। গণিকাবৃত্তি এখন আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত।

১৭৮-১৭৯. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১৮০. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

১৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই অর্ধকাশি ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অর্ধকাশি থেরী অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পূর্ণিকা থেরী অপদান

১৮৪-১৮৬. পূর্বে আমি বিপশ্বী, শিখী, বেস্‌সভূ, ককুসন্ধ, কোণাগমন ও কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলাম। আমি ছিলাম শীলসম্পন্না, প্রাজ্ঞ, সংযতেন্দ্রিয়, বহুশ্রুতা, ধর্মধরা, ধর্মার্থ জিজ্ঞেসকারী, ধর্মশিক্ষালাভী ও ধর্মের স্বাদলাভী।

১৮৭. একদিন আমি এক বুদ্ধের শাসনে বিশাল জনতার মাঝে দেশনা করছিলাম তখন আমার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে আমি নিজেই নিজেকে পণ্ডিত শীলবতী বলে অহংকার করেছিলাম।

১৮৮. এই শেষ জন্মে আমি শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর ঘরে এক কুম্ভদাসী হয়ে জন্মেছি।

১৮৯. একদিন আমি জল আনার জন্যে ঘাটে গেলে পাপ প্রক্ষালনের আশায় এক ব্রাহ্মণকে প্রবল শীতের মাঝেও স্নান করতে দেখতে পাই। তাকে দেখে আমি বললাম :

১৯০. আমি হচ্ছি কুম্ভদাসী। প্রভুর দণ্ড ও তিরস্কারের ভয়ে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে জল নিয়ে যেতে হয়।

১৯১. হে ব্রাহ্মণ, কার ভয়ে আপনি এই প্রচণ্ড শীতেও এত কষ্টের মাঝে জলে স্নান করছেন?

১৯২-১৯৩. হে পূর্ণিকা, তুমি যখন আমায় কারণ জিজ্ঞেস করছ, তাই তোমায় বলছি। এই প্রচণ্ড শীতে স্নান করে আমি কুশলকর্ম করছি ও কৃত পাপকর্ম ক্ষয় করছি। বৃদ্ধ হোক আর বালক হোক যে ব্যক্তি জীবনে বহু পাপকর্ম করেছে, সেও এই প্রচণ্ড শীতে স্নানের মাধ্যমে পাপকর্ম হতে মুক্ত হতে পারে।

১৯৪. তখন আমি তাকে পাপ হতে উত্তোরণের জন্যে একটি সদর্থপূর্ণ গাথা বলেছি। তা শুনে তিনি ভীষণ সংবিগ্ন হলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

১৯৫. আমি যখন দাসীকুলে জন্ম নিই তখন আমাকে দিয়ে একশজন পূরণ করা হয়েছে বিধায় আমার নাম রাখা হলো পূর্ণা। তারা আমায় দাসত্ব হতে মুক্তি দিল।

১৯৬. আমি শ্রেষ্ঠীর অনুমতি নিয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

১৯৭-১৯৮. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১৯৯. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের আশীর্বাদে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার বিশুদ্ধ বিমল জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

২০০. পূর্বকৃত ভাবনাবলে আমি মহাপ্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত হয়ে জন্মেছি। কিন্তু মান-অহংকারের কারণে আমি নীচকুলে জন্মেছি। সেই কর্ম বিনষ্ট হয়নি।

২০১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২০২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২০৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই পূর্ণিকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পূর্ণিকা থেরী অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. আম্রপালি থেরী অপদান

২০৪. তখন ষড়রশ্মিতে উজ্জ্বল ফুশ্য মহামুনি ছিলেন। আমি ছিলাম তাঁর বোন। আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেছিলাম।

২০৫. তাঁর কাছে ধর্মদেশনা শুনে অতীব প্রসন্নমনে মহাদান দিয়ে আমি রূপসম্পদ প্রার্থনা করেছিলাম।

২০৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে জগতে লোকপ্রদ্যোৎ, ত্রিলোকশরণ, জিন, লোকাগ্রনায়ক শিখী বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২০৭. তখন আমি অরুণ নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়ে এক বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুণীকে ক্রুদ্ধ মনে অভিশাপ দিয়েছিলাম।

২০৮-২০৯. আমি তাঁকে 'বেশ্যা, অনাচারিনী, জিনশাসন দূষিতা' বলে তিরস্কার করেছিলাম। সেই পাপকর্মের ফলে আমি বিনিপাত নিয়য়ে গিয়ে মহাদুঃখ ভোগ করেছিলাম। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি মনুষ্যলোকে এক তপস্বিনী হয়ে জন্মেছিলাম।

২১০. আমি দশ হাজার জন্ম ধরে গণিকাবৃত্তি করেছিলাম। দূষিত বিষ পান করার ন্যায় তারপরও আমি সেই পাপ হতে মুক্ত হতে পারিনি।

২১১. আমি কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে ব্রহ্মচর্যা অনুশীলন করেছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

২১২. এই শেষ জন্মে আমি ঔপপাতিক সত্ত্ব হয়ে আমগাছের এক শাখায় জন্মেছি। তাই আমাকে সবাই **'আম্রপালি'** নামে চেনে।

২১৩. আমি কোটি প্রাণীকুল-পরিবৃত হয়ে জিনশাসনে প্রব্রজ্যা নিয়েছি। আমি অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি। এখন আমি বুদ্ধের ঔরসজাত কন্যা।

২১৪. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বানিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

২১৫. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের আশীর্বাদে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার বিশুদ্ধ বিমল জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

২১৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২১৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আম্রপালি ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আম্রপালি থেরী অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পেসলা থেরী অপদান

২২০. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২২১. আমি শ্রাবস্তী নগরে এক উপাসকের ঘরে জন্মেছিলাম। একদিন আমি জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দেখে তাঁর কাছে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

২২২-২২৪. তখন আমি সেই বীর বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে শীল গ্রহণ করেছিলাম। একদিন সেই মহাবীর বুদ্ধ মহাজনসমাবেশে নিজের সম্বোধি জ্ঞান লাভের কথা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'পূর্বে আমার অশ্রুতপূর্ব দুঃখাদি আর্যসত্যে চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিদ্যালোক উৎপন্ন হয়েছিল।' তা শুনে আমি ভিক্ষুগণকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

২২৫. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনাবলে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২২৬. এই শেষ জন্মে আমি এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মেছি। একদিন বুদ্ধের কাছে গিয়ে আর্যসত্য-বিষয়ক সদ্ধর্ম শ্রবণ করেছি।

২২৭. তারপর আমি অচিরেই প্রব্রজ্যা নিয়ে সেই আর্যসত্যসমূহ বিশেষভাবে ভেবেছি। সর্বাসব ক্ষয় করে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

২২৮-২২৯. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

২৩০. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের আশীর্বাদে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার বিশুদ্ধ বিমল জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

২৩১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৩২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ

করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়ভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই পেসলা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পেসলা থেরী অপদান দশম সমাপ্ত]

[ক্ষত্রিয়া-বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণী, ও উৎপলদায়িকা থেরী,
সিঙ্গালমাতা, সুক্কা, অভিরূপা ও অর্ধকাশি;
পূর্ণা, আম্রপালি ও পেসলা থেরী,
মোট দুশ তেত্রিশটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

অতঃপর বর্গের স্মারক-গাথা :

সুমেধা, একোপোসথা, কুণ্ডলকেশী ও ক্ষত্রিয়া,
এক হাজার তিনশ সাতচল্লিশটি গাথা হয়েছে গ্রন্থিত।
তবে স্মারক-গাথাসহ মোট গণনা করলে
এক হাজার তিনশ সাতান্নটি গাথা হয়েছে বিধৃত।

[থেরী-অপদান সমাপ্ত]

[খুদ্দকনিকায়ে অপদান সমাপ্ত]

*** *** ***

*** ***

***

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
হতে প্রকাশিত বইগুলোর তালিকা

১. খুদ্দকনিকায়ে উদান *২০০/-*
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ *৩০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড) *৩৫০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড) *২০০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ *২০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৬. খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ *১০০/-*
অনুবাদ : শ্রীধর্মতিলক ভিক্ষু

৭. পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) *প্রতি সেট ২০,০০০/-*

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রিপাসো বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রিপাসো ইতিমধ্যেই কিছু মূল পিটকীয় বই প্রকাশ করেছে। এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত রাখাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র
রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
E-mail: tpsocietybd@gmail.com